আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

এই পৃষ্ঠার ইপিএস ফাইল দেওয়া আছে

শুধু বাংলা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN : 978-984-35-1695-4

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০২৩

নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা : ওয়াহিদ জামান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
অথেন্টিক প্রিন্টার্স
২১৭/৩, ১ নম্বর গলি, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭২০১৭৩০১০
ই-মেইল : printersauthentic@gmail.com

সম্পাদনা পরিষদ

সহযোগিতায়

মুহতারেমা শামসুন নাহার
ডা. মো. রফিকুল ইসলাম
এ এইচ এম সাজ্জাদ হোসাইন
ডা. মো. ফয়সাল রহমান
ডা. মো. রুবাইয়াত রহমান
ডা. মো. রাইয়ান রহমান
ডা. গাজী মো. রুবেল
মো. রাসেল আলম
মো. কামরুল হাসান রুবেল
মো. ছাগির হোসেন
হাফেজ ক্বারী মাও. আবদুল লতিফ
মাওলানা মো. হুসাইন আহমাদ
হাফেজ ক্বারী মাও. দেলোয়ার হোসেন
মো. মাহবুবুল মান্নান
মাওলানা মো. আব্দুল বাছেত
এনাম খান
মোহাম্মাদ শামিম
মো. তাইফুর রহমান
মো. সাফওয়ান খান
মো. ইয়াসিন আরাফাত
মো. এনামুল হক
মো. সোহাগ ইসলাম

সার্বিক সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

শুধু বাংলা অনুবাদ বের করার কারণ

কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থের উপস্থাপনা দুই ধরনের হতে পারে–

১. আরবী আয়াতের সাথে বাংলা অনুবাদ।

২. শুধু বাংলা অনুবাদ।

দুই ধরনের অনুবাদে সুবিধা অসুবিধা দুটিই আছে।

আরবী আয়াতের সাথে বাংলা অনুবাদ থাকার সুবিধা হলো, আরবী শব্দগুলোর অর্থ সাথে সাথে দেখে নেওয়া যায়। তাই বার বার পড়ায় আরবী শব্দগুলারে অর্থ ধীরে ধীরে মনে হয়ে যায়। আর অসুবিধা হলো–

১. গ্রন্থের সাইজ বড়ো হয়ে যায়, তাই ব্রিফকেস বা ভ্যানিটি ব্যাগে করে সাথে রাখা কঠিন হয়। এজন্য পড়ার সময় থাকলেও পড়া সম্ভব হয় না।

২. যারা এখনও জানেন না যে ওজু ছাড়া কুরআন ধরা যায়, তাদের কুরআন পড়া ও জানার সময় অনেক কমে যায়।

শুধু বাংলা অনুবাদের এ অসুবিধা দুটির প্রথমটি অনেকাংশে কম এবং দ্বিতীয়টি একেবারে নেই। তাই শুধু বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে কুরআন জানার সময় অনেক বেড়ে যায়। তবে এর একটি অসুবিধা হলো শুধু বাংলা অনুবাদ পড়লে নেকী হবে কি না। এ (অমূলক) প্রশ্নের কারণে কেউ কেউ শুধু অনুবাদ পড়তে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী একজন মুমিনের সবচেয়ে বড়ো নেকীর কাজ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহর কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা।

প্রিয় নবীর (স.) ইন্তিকালের প্রায় ৩৫০ বছর পর ইরানের সাসানী বাদশা আবু সালেহ মানসুর ইবন নূহ সর্বপ্রথম কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ফার্সী অনুবাদ করেন। এর পূর্বে কুরআনের জ্ঞানার্জন করার একমাত্র উপায় ছিল আরবী ভাষা ও গ্রামার জানা, তারপর সরাসরি কুরআন পড়ে জ্ঞানার্জন করা। অনারব মুসলিমদের (যাদের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশি) অধিকাংশের পক্ষে এটি অসম্ভব

ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা পাল্টে গেছে। বর্তমানে পৃথিবীর এমন কোনো বড়ো ভাষা নেই যাতে কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ নেই। তাই যে কোনো ভাষায় লেখা অনুবাদ গ্রন্থ পড়লেই কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করা সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে শুদ্ধ পঠন পদ্ধতিতে কুরআন পড়তে শেখা সকল মুসলিমের জন্য খুবই জরুরী। কারণ সালাতে মুসলিদের সঠিক পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়। অন্যদিকে ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে (অর্থ ছাড়া) কুরআন পড়াকে কুরআন ও হাদীস কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তাই বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের সবচেয়ে বড়ো নেকীর কাজটি করা এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহর কাজ থেকে দূরে থাকার সহজতম উপায় হলো– সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়তে শেখার পর যে কোনো ভাষায় লেখা কুরআনের অনুবাদ বার বার পড়া।

যে কোনো ভাষার অনুবাদ পড়ার সময় মনে রাখতে হবে কুরআনের আরবী আয়াতে কোনো ভুল নেই কিন্তু অনুবাদে ভুল থাকতে পারে। তবে এই ভুল হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারা অনেকাংশে সম্ভব হবে যদি কুরআন হতে সঠিক জ্ঞানার্জনের নিম্নোক্ত ৩টি নীতিমালা মনে রাখা হয়–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীস, তবে কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

এ সকল কথা বিবেচনা করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন ২০১৪ সালের জুলাই মাসে প্রথমে আরবী আয়াত সম্বলিত বাংলা অনুবাদ বের করে। তারপর শুধু বাংলা অনুবাদ বের করে।

২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ফাউন্ডেশন আরবী আয়াত সম্বলিত আল কুরআন যুগের জ্ঞানে আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর বের করেছে। এখন আমরা শুধু বাংলা অনুবাদ সম্বলিত আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর বের করছি।

সবশেষে সকলকে মনে রাখতে হবে যে– আরবী আয়াতবিহীন কুরআনের অনুবাদের গুরুত্ব, আরবী আয়াতসহ কুরআনের অনুবাদের গুরুত্বের তুলনায় কম, এ ধরনের ধারণা সত্য হতে বহু দূরে। তাই, কুরআনের শুধু বাংলা অনুবাদকেও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।
আল্লাহ আমাদের এই প্রয়াসকে কবুল করুন।

- আমিন।

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহ 'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ' গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে বিপুল সমাদৃত হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার কারণে ইতোমধ্যে অনুবাদটি কয়েকবার পুনর্মুদ্রণ করতে হয়েছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর ৭ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ কয় বছরের ব্যবধানে আমাদের চোখে কিছু জায়গায় অনুবাদটিকে হালনাগাদ (Update) করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। পাঠকগণও কিছু পরামর্শ দিয়েছেন যা অনুবাদটিতে যোগ করা যৌক্তিক বলে আমরা মনে করি। তাই কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন 'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিশেষ দিকসমূহ

নামের পরিবর্তন

দ্বিতীয় সংস্করণে 'আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ' নামটি পরিবর্তন করে 'আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর' করা হয়েছে।

'মৌলিক তাফসীর'-এর ব্যাখ্যা

বেশকিছু স্থানে অনুবাদ হালনাগাদ করার বাইরে দ্বিতীয় সংস্করণের বিশেষ আকর্ষণ হলো যুগের জ্ঞানের আলোকে মৌলিক তাফসীর (ব্যাখ্যা) যোগ হওয়া। মৌলিক তাফসীর বলতে অধিকাংশ মূল বিষয়ের তাফসীর এবং মূল বিষয়ের মৌলিক দিকের তাফসীর বুঝানো হয়েছে। বিষয়টি মুসলিম জাতির জন্য নতুন। তাই, এর ব্যাখ্যা পাঠকগণকে জানানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

মূল বিষয় এবং মূল বিষয়ের মৌলিক দিকের তাফসীরের উদাহরণ হিসেবে সালাতকে উল্লেখ করা যায়। সালাত কুরআনের একটি মূল বিষয়। আর কুরআনে উল্লিখিত সালাতের দুটি মৌলিক দিক হলো– 'আকিমুস্ সালাত' কথাটি এবং সালাতের অনুষ্ঠানের মৌলিক নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম)।

তবে এ দুটি মৌলিক দিকের মধ্যে 'আকিমুস্ সালাত' কথাটি অপরিসীমভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, 'আকিমুস্ সালাত' কথাটির তাফসীর না বুঝলে সালাতের আরকান-আহকাম প্রকৃতভাবে বোঝা যাবে না এবং সালাত আদায় করে দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কল্যাণও পাওয়া যাবে না। 'আকিমুস্ সালাত' কথাটির প্রকৃত তাফসীর প্রচলিত কোনো তাফসীর গ্রন্থে আমাদের চোখে পড়েনি। তবে সালাতের অনুষ্ঠানটি পালন করার পদ্ধতির বিস্তারিত তাফসীর অনেক পাওয়া যায়।

একইভাবে– ঈমান, ঈমানের সাথে আমল ও জান্নাত-জাহান্নামের সম্পর্ক, আল্লাহর ইচ্ছা, আল্লাহর অনুমতি, তাকদীর ও কদর, আল্লাহর কাছে থাকা উম্মুল (মূল) কিতাব, তাকওয়া/মুত্তাকী, উলিল আলবাব, মনে মোহর মেরে দেওয়া, চোখে ও কানে পর্দা পড়ে যাওয়া, আকল, মৃত্যুর সময়, জাহেল/জাহিলিয়াত, গাফিল, গোপন মু'মিন, আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ন্যায়বিচারক, জন্মের স্থানের কারণে শেষ বিচারে ছাড়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, রসুল মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য ও তাঁর সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি, জাহান্নামের শাস্তির মেয়াদ ইত্যাদিসহ বহু মূল বিষয়ের প্রকৃত তাফসীর তেমন দেখা যায় না। আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা কুরআনের মূল বিষয় এবং মূল বিষয়ের মৌলিক দিকের তাফসীর যোগ করেছি।

চিত্র সংযোজন

অনুবাদ ও তাফসীরটির অন্য বড়ো আকর্ষণ হলো চিত্র সংযোজন। আয়াতের বক্তব্য সহজে বোঝার জন্য মানব শারীরবিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ের যথাযথ রঙ্গিন চিত্র গ্রন্থটিতে সংযোজন করা হয়েছে। চিত্রগুলো পরিশিষ্টে একসাথে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে জানা, শেখা বা শেখানোর জন্য চিত্র আঁকানো বা ব্যবহার করা সিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসও পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে

অনেক পাঠক পরামর্শ দিয়েছেন অনুবাদে ব্রাকেট কম দেওয়ার জন্য। কারণ, ব্রাকেট অধিক থাকলে পড়া ও অনুধাবন সাবলীল হয় না। পরামর্শটি যথার্থ। তাই, এ সংস্করণে ব্রাকেটের সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা হয়েছে। আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অংশকে সহজে পৃথক করার জন্য আরবী আয়াতের অনুবাদ সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো অক্ষরে এবং ব্যাখ্যা হালকা কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো অক্ষরে লেখা হয়েছে।

'মৌলিক দিকের তাফসীর' উপস্থাপন করার অনুসৃত পদ্ধতি

মহান আল্লাহর তাফসীর পদ্ধতি

আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মূল বিষয় উল্লিখিত আছে। এ তথ্যটি মহান আল্লাহ না-বোধকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আন'আমের ৩৮নং আয়াতে। আর হ্যাঁ-বোধকভাবে সুরা নাহলের ৮৯নং আয়াতে। অন্যদিকে কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। কারণ, মহান আল্লাহ নিজেই কুরআনকে ব্যাখ্যা (তাফসীর) করেছেন। এ তথ্যটি সুরা হা-মিম-আস সাজদার ৩নং, সুরা ইউনুসের ৩৭নং, সুরা ঝুমারের ২৩ নং আয়াতসহ অনেক আয়াতে বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাফসীর করার ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করেছেন তা হলো–

১. মূল বিষয়গুলোর তাফসীর উপস্থাপন করা।
২. মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দিকের তাফসীর করা।
৩. মূল বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক দিকসমূহের নাম উল্লেখ করে সেগুলো পালন করতে বলা। কিন্তু কীভাবে তা করতে হবে তা বিস্তারিত উল্লেখ করেননি। যেমন– সালাতের রুকু, সিজদা, কিয়াম ইত্যাদি পালন করতে বলেছেন। তবে রুকু, সিজদা, কিয়াম কীভাবে করতে হবে তার বিস্তারিত উল্লেখ আল কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেননি।

আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন বিষয়ের তাফসীর উপস্থাপন করার যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা হলো–

১. একটি বিষয়ের নানা দিক, বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন আয়াতে, বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে উল্লেখ করে দিয়েছেন।
২. বিভিন্ন আয়াতে একটি বিষয়ের যে দিকসমূহ বিভিন্নভাবে আছে সেগুলো একত্রিত করে বিষয়টির চূড়ান্ত রূপটি যা হয় তা মানুষকে জানাতে রসুল মুহাম্মাদ (স.)-কে দায়িত্ব দিয়েছেন অথবা মানুষকে গবষেণা করে বের করে নিতে বলেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা ও রসুল (স.)-এর আদেশ/পরামর্শ অনুসরণ করে অত্র গ্রন্থে আমরা যেভাবে তাফসীর উপস্থাপন করেছি–

১. প্রথমে একটি আয়াতের সরল অনুবাদ লেখা হয়েছে।
২. তারপর আগের আয়াত, পরের আয়াত ও অন্য আয়াতে, আয়াতটির বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ থাকা তথ্যকে সামনে রেখে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. অতঃপর আয়াতটির বক্তব্য সম্পর্কে সম্পূরক বা পরিপূরক তথ্য যে সকল আয়াতে আছে তার সুরার নাম ও নং এবং আয়াত নং উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. শেষে কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলের তথ্যের ভিত্তিতে আয়াতটির মূল বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য পেতে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের যে প্রকাশনাটি পাঠকের সহায়ক হতে পারে, গবেষণা সিরিজের নম্বরসহ তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ এ সংস্করণে উপস্থাপিত অনেক আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর জেনে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার অনেকে অবাক ও দুঃখিত হবেন এটি ভেবে যে– কেন এতদিন এ ধরনের অনুবাদ ও তাফসীর আমাদের সামনে আসলো না। আবার দারুণ খুশি হবেন এটি ভেবে যে– এ ধরনের একটি অনুবাদ ও তাফসীর মানবসভ্যতার সামনে এসেছে।

মহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!

মুখবন্ধ

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে শুরু করছি। তাঁর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক রসূলুল্লাহ (স.), তাঁর পরিবারবর্গ এবং সম্মানিত সাথীদের প্রতি। মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখে-শান্তিতে পরিচালনা করে পরকালের কামিয়াবির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হলো– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকল/ বিবেক। এর মধ্যে কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মানদণ্ড জ্ঞান)। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান, তবে এটি মূল নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense/ আকল হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান/ভিত্তি জ্ঞান। জ্ঞান অনুযায়ী হয় মানুষের কাজ (আমল)। তাই দুনিয়ার জীবন সুখে-শান্তিতে পরিচালনা করে পরকালের মুক্তির জন্য জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের মূলগ্রন্থ আল কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন করা সর্বপ্রথম দরকার। আর তাই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম আদেশটি হলো '(কুরআনের) জ্ঞানার্জন করো'।

আমাদের জানা মতে পৃথিবীতে কুরআনের 'যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ' এটিই প্রথম। তাই পাঠকের মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে– এটি করার প্রয়োজনীয়তা কী? আর তাই এ প্রশ্নের উত্তর জানতে পারলে একদিকে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হবে এবং অন্যদিকে আল কুরআনের যুগোপযোগী অর্থ জানতে পেরে পাঠকের কুরআনের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে কুরআনের ওপর আমল করতে পারবে। তবে এটি জানতে হলে মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে কথা আরম্ভ করতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং বলে দিলেন– জান্নাতে যা ইচ্ছা খেতে পারবে তবে একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খাওয়া তো দূরের কথা ধারে-কাছেও যাওয়া নিষেধ। কিন্তু ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসে প্রতারিত হয়ে আল্লাহর সরাসরি কথার ভুল ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে তারা ঐ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। অতঃপর তাওবা করলে আল্লাহ মাফ করলেও বলে দিলেন– তাদেরকে কিছুকালের জন্য দুনিয়ায় যেতে হবে এবং ইবলিসও তাদের সাথে সেখানে থাকবে। আদম

(আ.) তখন ভীষণ চিন্তায় পড়লেন এটি ভেবে যে– নবী হওয়ার পরও ইবলিস যদি তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতারিত করে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের পোশাক খুলে দিয়ে তাঁকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াতে ও জান্নাত হতে নামিয়ে দিতে পেরে থাকে, তবে পৃথিবীতে তাঁর সকল বংশধরদেরকে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতারিত করে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের পোশাক খুলে দিয়ে সে জান্নাত হতে বঞ্চিত করবে। আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.)-এর দুশ্চিন্তা লাঘব করলেন এ বক্তব্যর মাধ্যমে–

এরপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা (Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

সুরা বাকারা/২ : ৩৮

এ বক্তব্যর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যুগে যুগে মানুষের জন্য জীবন পরিচালনার বিধান সম্বলিত নির্ভুল গ্রন্থ পাঠাবেন। যারা সেই গ্রন্থ অনুসরণ করবে তাদের ইবলিস ও তার দোসরদের তথ্যসন্ত্রাসে পড়ে বিপথে যাওয়া ও দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার ভয় থাকবে না। তাই দেখা যায়, কুরআন নাযিলের পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা মূল বিষয় ও নীতিমালা ঠিক রেখে কিছুকাল পর পর তাঁর গ্রন্থের নতুন সংস্করণ পাঠিয়েছেন। ঐ নতুন সংস্করণে পূর্বের কিতাবের অনেক বিষয় অভিন্ন আছে, কিছু বিষয় পরিবর্তন করে অধিক কল্যাণকরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কিছু বিষয় নতুন এসেছে। অর্থাৎ কুরআন নাযিলের পূর্বে আল্লাহতা'য়ালা নতুন সংস্করণ পাঠিয়ে তার কিতাবকে যুগের উপযোগী করেছেন। কিন্তু কুরআনের পর তিনি তার কিতাবের আর কোনো সংস্করণ পাঠাবেন না বলে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

কুরআনের পূর্বে আল্লাহর কিতাবের সংস্করণ পাঠানোর কারণ ছিল–

- সময়ের আবর্তনে মানব সভ্যতার অবস্থার পরিবর্তন হওয়া। আর ঐ নতুন অবস্থা সম্পর্কে বিধান দেওয়ার জন্য নতুন সংস্করণের প্রয়োজন হওয়া।
- নির্ভুলভাবে কিতাব সংরক্ষণের জ্ঞান ও ব্যবস্থা মানব সভ্যতার কাছে না থাকায় দুষ্টলোক কর্তৃক কিতাবের বিষয় পরির্বতন করে দেওয়া।

বাস্তব জগতে আমরা দেখি পৃথিবীর সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থের কয়েক বছর পর পর সংস্করণ বের হয়। পূর্বের সংস্করণের পর যে সকল নতুন বিষয় আবিষ্কার হয় তা যুক্ত করে অথবা পূর্বের সংস্করণে থাকা যে সকল বিষয় ইতোমধ্যে যথাযথ হয়নি বলে প্রমাণিত হয়েছে তা বাদ দিয়ে নতুন সংস্করণ বের করা

হয়। তাই, আল্লাহ কর্তৃক কুরআনের পূর্বে পাঠানো তাঁর কিতাবের নতুন সংস্করণ পাঠানো তথা তাঁর কিতাবকে যুগের উপযোগী করা যৌক্তিক ছিল। কিন্তু কুরআনের পর আল্লাহর কিতাবের আর সংস্করণ প্রেরণ না করার যুক্তি/কারণ কী? বিশ্বের মুসলিমদের এ প্রশ্নের উত্তর খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া এবং সে আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

লেখার মাধ্যমে গ্রন্থ সংরক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়া এবং বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মেঘে সংরক্ষণের জ্ঞান আবিষ্কার হওয়ার পর যেকোনো গ্রন্থ নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা পদ্ধতির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। তাই এটি মেনে নেওয়া সহজ যে– সংরক্ষণের ত্রুটির কারণে কুরআনের সংস্করণ বের করার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু কুরআন নাযিল শেষ হওয়ার পর আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার বাস্তব অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক হবে। তাই আপাতদৃষ্টিতে কারো মনে হতে পারে পূর্বের মতো কুরআনের পর আল্লাহর কিতাবের আরও সংস্করণ আসা দরকার। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা পরিষ্কারভাবে তা নাকচ করে দিয়েছেন। এর কারণ হলো– সকল কিছুর তিন কালের নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনের মূল শব্দসমূহকে (Key words) এমনভাবে বাছাই করেছেন যে, আরবী ভাষায় তার অনেক অর্থ আছে। ঐ অর্থসমূহের মধ্যে এমন অর্থ আছে যা দিয়ে আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করলে তা বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধান দেবে এবং কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যুগোপযোগী হবে। নিম্নের দুটি উদাহরণ বিষয়টি পরিষ্কার করবে–

উদাহরণ-১

সুরা যিলযালের ৭ ও ৮ নং আয়াত দুটির অর্থ ও ব্যাখ্যা–

সরল অনুবাদ : অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করে থাকলে সেও তা দেখতে পাবে।

সুরা যিলযাল/৯৯ : ৭-৮

পূর্বের যুগের ব্যাখ্যা : ভিডিও ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার আগপর্যন্ত কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার তা দেখানো যায় এ বিষয়টি বোঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই পূর্বের তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন– দুনিয়ায় কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ (নেক আমল) করে থাকলে পরকালে পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ (গুনাহ) কাজ করে থাকলেও শাস্তি পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। এখান থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে যে– পরকালে কোনো মু'মিনের

আমলনামায় কিছু নেক আমল এবং কিছু গুনাহ থাকলে গুনাহর জন্য তাকে প্রথমে গুনাহ দেখানোর জন্য জাহান্নামে নেওয়া হবে। অতঃপর গুনাহ পরিমাণ সময় জাহান্নাম ভোগ করা হয়ে গেলে তাকে নেকী দেখানোর জন্য জান্নাতে নেওয়া হবে। আর জান্নাতে গেলে সেখান থেকে আর বের হতে হবে না। আর এ আয়াতকে মু'মিন ব্যক্তির চিরকাল জাহান্নামে না থাকার পক্ষে আল কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধরা হয়েছে। আয়াত দুটির এ ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে। (তথ্য সূত্র : আকাইদুন নাসাফীয়াহ, আল-বারাকা প্রিন্টার্স, প্রকাশক মুহাম্মাদ বিন আমিন, পৃষ্ঠা-১২৭।ইমাম নাসাফীর জন্ম ৪৬১ হিজরীতে ইরাকের নাসাফ নামক স্থানে এবং মৃত্যু ৫৩৭ হিজরীতে)।

আয়াত দুটির বর্তমান যুগের ব্যাখ্যা : ফেরেশতাগণ মানুষের সকল কাজ ভিডিও বা আরও উন্নত মানের যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করে সংরক্ষণ করছেন। শেষ বিচারের দিন মানুষকে তার কৃত অণু পরিমাণ সৎকাজ বা অণু পরিমাণ মন্দকাজের তথ্য-প্রমাণ হিসেবে ঐ রেকর্ড দেখানো হবে। তাই এ আয়াত দুটিতে পুরস্কার বা শাস্তির কোনো কথা বলা হয়নি। সুতরাং আয়াত দুটি হতে পরকালে মু'মিনের জাহান্নাম ভোগের মেয়াদ বের করার কোনো সুযোগ নেই।

উদাহরণ-২

সরল অনুবাদ : (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে।

সুরা আলাক/৬ : ২

প্রচলিত অনুবাদ : (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত হতে।

প্রচলিত অনুবাদের পর্যালোচনা : এ অনুবাদ সঠিক নয়। কারণ, মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত হতে সৃষ্টি করা হয়নি। রক্ত মরে গেলে জমাট বাঁধে। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে জীবিত শুক্র ও ডিম্ব হতে। আয়াতটির প্রচলিত অর্থ দেখলে চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্ররা বলতে পারে কুরআনে ভুল লেখা আছে (নায়ুজুবিল্লাহ)। কিন্তু কুরআনে অবশ্যই কোনো ভুল তথ্য নেই।

আয়াতটির প্রকৃত অনুবাদ : আরবী অভিধান অনুযায়ী 'আলাক' শব্দটির প্রধান দুটি অর্থ হলো– জমাট বাঁধা রক্ত এবং কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু। ভ্রূণ প্রথম দিকে মায়ের জরায়ুর দেয়াল থেকে ঝুলে থাকে। তাই, আয়াতটির প্রকৃত অনুবাদ হবে– (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' (কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু) হতে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১১**

আয়াতটির এ অনুবাদ দেখলে চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্ররা বলতে বাধ্য হবে যে– কুরআন মানুষের লেখা নয়, আল্লাহর লেখা। কারণ, ১৫০০ পূর্বে মানুষের এ জ্ঞান ছিল না। তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার আগে মানুষের পক্ষে 'আলাক' শব্দটির এ অনুবাদ জানা ও তা কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরে লেখা সম্ভব ছিল না।

তাই, Common sense/আকলের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

- আল কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর লিখতে হবে যুগের জ্ঞানের আলোকে।
- কয়েক বছর পরপর 'যুগের জ্ঞানের আলোকে লেখা অনুবাদ ও তাফসীর'-কে হালনাগাদ করতে হবে।

যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অর্থ ও তাফসীর লেখার বিষয়ে কুরআন

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা না করার জন্য মানুষকে তিরস্কার করেছেন।

এভাবে কুরআনের অনেকে স্থানে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে বলেছেন বা গবেষণা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো ঐ সকল স্থানের কোথাও গবেষণার জন্যকোনো কাল নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই, মানুষকে কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে হবে কিয়ামত পর্যন্ত। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞান যত বাড়বে কুরআনের আয়াত থেকে তত নতুন ও কল্যাণকর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসবে।

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রসুলের (সুন্নাহ) দিকে আসো। তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

সুরা মায়েদা/৫ : ১০৪

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি রাসুল (স.)-এর যুগের কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হলেও এর শিক্ষা সর্বজনীন। অর্থাৎ এর শিক্ষা সকল যুগের সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতটির মুসলিমদের শিক্ষা : কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানব সভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বক্তব্য মানুষের বুঝে নাও আসতে পারে। এ জন্য সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্বের মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই, কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে মেনে নেওয়া সঠিক হবে না। বরং ঐ সকল বিষয়ে যোগ্য মানুষদের যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে হবে এবং তা গ্রহণ করা সঠিক হবে।

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো। তখন তারা বলে, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো। তাদের পূর্ব-পুরুষেরা Common sense/বিবেক ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুণ সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)? সুরা বাকারা/২ : ১৭০

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটিও তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু ২নং তথ্যের আয়াতটির মতো এর শিক্ষাও সর্বজনীন।

আয়াতটি থেকে বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা : সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য Common sense/বিবেক উৎকর্ষিত না হওয়ায় পূর্বপুরুষগণের (আকাবির) কুরআনের কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে ভুল হতে পারে। আর তাই, কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াত দুটি ও এ ধরনের আরও আয়াতের শিক্ষার ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে–

- আল কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর লিখতে হবে যুগের জ্ঞানের আলোকে।
- কয়েক বছর পরপর 'যুগের জ্ঞানের আলোকে লেখা অনুবাদ ও তাফসীর'-কে হালনাগাদ (Edition) করতে হবে।

যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অর্থ ও তাফসীর লিখার বিষয়ে হাদীস

হাদীস-১

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বকর (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুতবা দিলেন এবং

বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন দিন? ... ... তিনি বললেন–এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। ... ... তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। ... ... নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন–শোনো! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন–**উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার কথা) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে**। তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

♦ সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা হলো কুরআন ও সুন্নাহর কথা। একটি কথা, বক্তব্য বা তথ্য উপস্থিত ব্যক্তিদের, অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার একটি ব্যাখ্যা হবে– বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই, হাদীসটির একটি শিক্ষা হলো– এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য জানারা পর অন্য প্রজন্মের মানুষদের কাছে কথা, কাজ বা লেখনির মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তিগণ থাকবে যারা পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

হাদীস-২

ইমাম তিরমিযী (রহ.) যাইদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– (সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু 'ওসমান রহ. বলেন) কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) দ্বিপ্রহরের সময় মারওয়ানের কাছ হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ তা'য়ালা সেই

ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন যে **আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তা স্মরণ রেখেছে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।**

- ♦ সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৫৬
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১নং হাদীসটির মতো ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির বোল্ড করা অংশের আলোকেও সহজে বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তিগণ থাকবে যারা পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

এ ধরনের আরও হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে আছে। তাই, হাদীসের আলোকেও সহজে বলা যায়–

- আল কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর লিখতে হবে যুগের জ্ঞানের আলোকে।
- কয়েক বছর পরপর 'যুগের জ্ঞানের আলোকে লেখা অনুবাদ ও তাফসীর'-কে হালনাগাদ করতে হবে।

কুরআন, সুন্নাহ, বাস্তবতা ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে–

১. আল কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর করতে বা লিখতে হবে যুগের জ্ঞানের আলোকে।
২. কয়েক বছর পরপর 'যুগের জ্ঞানের আলোকে লেখা অর্থ ও তাফসীর'-কে হালনাগাদ করতে হবে।

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়– কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর, যত পুরাতন তত ভালো, না যত নতুন তত ভালো। প্রায় সকলে উত্তর দেবে যত পুরাতন তত ভালো। তাইতো দেখা যায়, বর্তমান বিশ্বের মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষালয়গুলোতে যে সকল অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে লাইন বাই লাইন পড়ানো হয় সেগুলো হলো– বায়যাবী, কাশশাফ, ইবনে কাসীর, জালালাইন। এ তাফসীরগুলো লেখা হয়েছে আজ থেকে ৮০০-১০০০ বছর বা তারও পূর্বে। পক্ষান্তরে প্রতি ৪-৫ বছর পর পর

চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলোর সংস্করণ বের হয়। আর ১০০ (একশত) বছর পূর্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পড়ে যদি কোনো ছাত্র পরীক্ষা দেয় তবে তাকে অবশ্যই পাশ করানো হবে না। তাই আজ থেকে ৮০০-১০০০ বছর বা তারও পূর্বে লেখা অনুবাদ বা তাফসীর লাইন বাই লাইন পড়ে কুরআন শিখলে কুরআন সঠিকভাবে শেখা হবে কিনা তা মুসলিম জাতিকে আজ গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

জাতির এ দুরবস্থার কথা চিন্তা করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ লেখার সিদ্ধান্ত নেয়। আর তারই ফলশ্রুতি এ অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর। ইনশাআল্লাহ কয়েক বছর পর পর এ অনুবাদ ও তাফসীরের সংস্করণ বের হবে। আশা করি এ গ্রন্থ জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

আল কুরআনে বেশ কিছু শব্দ, বাক্য বা তথ্য আছে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা না জানতে পারলে ঐ বিষয়গুলো সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হয় না। যেমন– আকিমুস্ সালাত, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আল্লাহর ইচ্ছা, তাকদীর, শাফায়াত, আমল মাপা বা হিসাব করা, সবচেয়ে বড়ো গুনাহ, জাহান্নামে থাকার মেয়াদ, মৃত্যুর সময় ইত্যাদি। পাঠকদের বুঝার সুবিধার জন্য কয়েকটি বিষয় নিম্নে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো–

- **আল্লাহর ইচ্ছা, আদেশ বা অনুমতিতে হওয়া**

এ কথাগুলো অসংখ্য বার আল কুরআনে এসেছে। সাধারণভাবে মনে হয় এ কথাগুলো দিয়ে সবকিছু আল্লাহ তা'য়ালার তাৎক্ষণিক ইচ্ছা, আদেশ বা অনুমতিতে হওয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা, আদেশ বা অনুমতির মুকাবেলায় মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। তাই এ তথ্য ঐ সকল আয়াতের (নাজম/৫৩ : ৩৯, রা'দ/১৩ : ১১, রুম/৩০ : ৪১, তীন/৯৫ : ৮, মূলক/৬৭ : ২ ইত্যাদি) বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে– কার্যসম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভূমিকা রয়েছে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কর্মের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার জন্য ইত্যাদি। অন্যদিকে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন (নিসা/৪ : ৮২, বাকারা/২: ১৭৬) যে, কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই। তাই, সহজে বলা যায় যে– 'আল্লাহর ইচ্ছায়, আদেশে বা অনুমতিতে হওয়া' কথাগুলোর এমন অর্থ প্রয়োজন যা অন্য আয়াতের সম্পূরক হবে, বিরোধী হবে না।

সে অর্থ হলো– ইচ্ছা, আদেশ ও অনুমতি দুই প্রকারের হয়। তাৎক্ষণিক এবং অতাৎক্ষণিক। তাৎক্ষণিক ইচ্ছা, আদেশ ও অনুমতি প্রয়োগ করা হয় কার্যসম্পাদনের পূর্ব মুহূর্তে। আর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা, আদেশ ও অনুমতি প্রয়োগ করা হয় কার্যসম্পাদনের অনেক আগে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম, বিধি-বিধান, নীতিমালা ইত্যাদির মাধ্যমে। আল্লাহ তা'য়ালা মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে মহাবিশ্বে থাকা সকল জিনিসের এবং মহাবিশ্বে সংঘটিত হওয়া সকল ঘটনা-দুর্ঘটনার বিষয়ে পৃথক পৃথক প্রোগ্রাম, বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন (Natural law) নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ঐ প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা সবই আল্লাহর ইচ্ছা, আদেশ বা অনুমতিতে ঘটছে। কিন্তু সেটি আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা, আদেশ বা অনুমতিতে ঘটছে না। তা ঘটছে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা, আদেশ ও অনুমতিতে।

আল কুরআনে যত স্থানে/জায়গায় 'আল্লাহর ইচ্ছা, আদেশ ও অনুমতিতে হওয়া' কথাটি এসেছে তার অধিকাংশ স্থানে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা, আদেশ ও অনুমতিতে হওয়া তথা আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে প্রয়োগ হওয়া ইচ্ছা, আদেশ ও অনুমতিকে বুঝানো হয়েছে। তাই এ অনুবাদে ঐ সকল স্থানে 'ইচ্ছা, আদেশ বা অনুমতি শব্দটির আগে প্রথম বন্ধনীর ভেতরে অতাৎক্ষণিক কথাটি লেখা হয়েছে।

কদর ও তাকদীর

এ শব্দ দুটি আল কুরআনে বহুবার এসেছে। শব্দ দুটির গুরুত্বপূর্ণ দুটো অর্থ হলো– ভাগ্য (নিয়তি/পরিণতি/বিধিলিপি) এবং প্রোগ্রাম (পরিচালনার পদ্ধতি, বিধি-বিধান, নীতিমালা)। কদর ও তাকদীর শব্দ দুটির অর্থ ভাগ্য ধরলে শব্দ দুটি ধারণকারী অধিকাংশ আয়াতের বক্তব্য ওপরে উল্লিখিত আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা, আদেশ বা অনুমতিতে কার্যসম্পাদন হওয়ার মতো অনেক আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত হয়। অন্যদিকে শব্দ দুটির অর্থ আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম ধরলে শব্দ দুটি ধারণকারী সকল আয়াতের বক্তব্য অন্যসব আয়াতের সম্পূরক হয়। তাই এ অনুবাদে অধিকাংশ স্থানে শব্দ দুটির অর্থ আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধি-বিধান লেখা হয়েছে।

- **আকিমুস্ সালাত**

এ কথাটি আল কুরআনে অনেক স্থানে/জায়গায় এসেছে। কথাটির সরল অর্থ হলো 'সালাত প্রতিষ্ঠা করো'। সালাত সম্পর্কিত সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায় যে, আকিমুস্ সালাত বলতে

বোঝানো হয়েছে– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। 'আকিমুস্ সালাত' কথাটির এ ব্যাখ্যাই আমরা মৌলিক তাফসীরে লিখেছি।

অনুবাদটি একজন করেননি। অনেকে এতে অংশ নিয়েছেন। সম্পাদনা পরিষদে সকলের নাম আছে। আমরা যারা অনুবাদটি বের করার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছি তারা দুনিয়ায় এর কোনো প্রতিদান চাই না এবং নেইওনি। কামনা করি পরকালে এ কাজকে মহান আল্লাহ যেন আমাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

মানুষের লেখা বিষয়ে ভুল থাকাই স্বাভাবিক। তাই, সুধী পাঠকের কাছে আবেদন– অনুবাদে কোনো ভুল ধরা পড়লে অবশ্যই আমাদের জানাবেন। সঠিক হলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা উল্লেখ করা হবে।

কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব

আল কুরআনের সুরা যুমারের ৯ নং আয়াত, মুজাদালার ১১ নং আয়াত, আলাকের ১ নং আয়াত, জুম'আর ২ নং আয়াত, বাকারার ১৮৫ নং আয়াত, আন'আমের ১৪৪ নং আয়াত, আনকাবুতের ৬৮ নং আয়াত, নাহলের ৯৮ নং আয়াতসহ আরও অনেক আয়াত, হাদীস এবং Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে জানা ও বোঝা যায় যে, সবচেয়ে বড়ো নেকী হলো তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। সুরা আন'আমের ১৪৪ নং আয়াতের বক্তব্যটি হলো–

অতএব তার চেয়ে বড়ো জালিম (গুনাহগার) আর কে, যে (কুরআন) না জানার কারণে আল্লাহ সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়?

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৯) নামের বইটিতে।

কুরআন তেলাওয়াতের হক

মহান আল্লাহ সুরা বাকারার ১২১ নং আয়াতে বলেছেন–
আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে) যারা তিলাওয়াতের হক আদায় করে তা তিলাওয়াত করে তারাই শুধু তাতে ঈমান রাখে। আর যারা তা অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনকে বিশ্বাস করার একটি দিক হলো 'হক' আদায় করে তেলাওয়াত করা। Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায় যে, যেকোনো ব্যাবহারিক গ্রন্থ পড়ার মতো কুরআন তেলাওয়াতের প্রধান চারটি 'হক' হলো–

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া
২. অর্থ বোঝা (জ্ঞানার্জন করা)
৩. সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা
৪. সে জ্ঞান অন্যকে জানানো।

এ চারটি 'হক' এর মধ্যে সবচেয়ে বড়োটি হলো অর্থ বোঝা। কারণ, অর্থ না বুঝলে আমল করা বা অন্যকে জানানো সম্ভব নয়। আর সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়তে হয় ভুল অর্থ প্রকাশ পাওয়া বন্ধ করার জন্য।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?'** (গবেষণা সিরিজ-৭) নামের বইটিতে।

কুরআন তেলাওয়াতের আদব

কুরআন তেলাওয়াতের আদব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে যা জানা যায়–

তথ্য-১

কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতে হবে أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি) এবং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে) পড়ার মাধ্যমে। এ কথা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।

সুরা আন-নাহল/১৬ : ৯৮

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ.

পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

সুরা আলাক/৯৬ : ১

তথ্য-২

আল কুরআনের সুরা মায়েদার ৬ নং এবং সুরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা সালাতের পূর্বে ওজু, গোসল বা তায়াম্মুম করার আদেশ দিয়েছেন এবং সেখানে ওজু, গোসল ও তায়াম্মুম করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কুরআনের কোথাও আল্লাহ কুরআন ধরা বা পড়ার আগে ওজু, গোসল বা তায়াম্মুম করতে উপদেশও দেননি। সুরা ওয়াকীয়ার যে আয়াতটি (৭৯ নং আয়াত) ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ না করার দলিল হিসেবে প্রচারিত, আগের দুটি ও পরের দুটি আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলালে ঐ আয়াতটির যে বক্তব্য সহজে বোঝা যায় তা হলো–

আর নিশ্চয় তা অবশ্যই সম্মানিত কুরআন। যা (লিখিত) আছে সুরক্ষিত কিতাবে। নিষ্পাপ সত্তাগণ (ফেরেশতাগণ) ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনা। এটা জগৎসমূহের রবের কাছ থেকে অবতীর্ণ। এরপরও কি তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করো?

সুরা ওয়াকিয়াহ/৫৬ : ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১

আর এ বিষয়ে রসূল (স.)-এর বক্তব্য হলো–

হাদীস-১

ইমাম তিরমিজী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমাদ বিন মানী' (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা রসূল (স.) শৌচাগার হতে বের হয়ে আসলে তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত করা হলো। তখন লোকেরা বলল– আমরা কি আপনার জন্য ওজুর পানি আনবো না? তিনি বললেন– আমি আদিষ্ট হয়েছি ওজু করতে শুধু যখন সালাতে দাঁড়াবো (সালাতে দাঁড়াবার পূর্বে)।

- ♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ১৮৪৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসূল (স.) এখানে বলেছেন– তাকে অন্য কোনো আমল নয়, শুধু সালাতের আগে ওজু করার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

হাদীস-২

ইমাম মুসলিম (রহ.) ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তিদ্বয় ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (রহ.) ও আবূ আররবী' আয-যুহরানী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) পায়খানা থেকে বের হলেন। অতঃপর খাবার আনা হলো। লোকজন তাঁকে ওজুর কথা স্মরণ করালো। তখন তিনি বললেন– আমি কি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করছি যে, ওজু করবো?

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮৫৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবদুল্লাহ বিন সালামাহ (রহ.)

বলেন, আমি ও (অপর) দুইজন লোক আলী (রা.)-এর কাছে আসলাম, অতঃপর তিনি বললেন– রসূলুল্লাহ (স.) হাজত সম্পন্ন করে বের হতেন। অতঃপর তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। আর তাঁকে জানাবাত ছাড়া কুরআন পাঠ করা থেকে কোনো কিছুই বাধা দিতে পারেনি।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৪৯।

♦ হাদীসটির সনদ ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : জানাবাত হলো অপবিত্রতার সেই অবস্থা যা থেকে পবিত্র হতে গেলে গোসল করা আবশ্যক। তাই, জানাবাত ছাড়া অন্য কিছু কথাটার অর্থ স্বাভাবিকভাবে যেটি হয় তা হলো– অপবিত্রতার অন্য অবস্থা তথা বে-ওজু অবস্থা। আর কুরআন হতে বিরত থাকার অর্থ হলো– কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা, স্পর্শ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। হাদীসটি থেকে তাই জানা যায়– গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা, স্পর্শ করা নিষেধ। কিন্তু বে-অজু অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা, স্পর্শ করা নিষেধ নয়।

হাদীস-৪

ইমাম বুখারী (রহ.) আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ নুয়াইম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আয়িশা (রা.) বলেন, রসূল (স.) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন। আর তখন আমি হায়েযের অবস্থায় ছিলাম।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৯৭ ।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।

ব্যাখ্যা : আয়িশা (রা.) ঋতুবর্তী অবস্থায় রসূল (স.)-এর মুখ থেকে কুরআন পড়া শুনেছেন। আর রসূল (স.) তা নিষেধ করেননি। সুতরাং হাদীসটি থেকে সহজে বুঝা যায় যে– গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন শোনা নিষেধ নয়।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৯) নামের বইটিতে।

অমুসলিমদের কুরআন ধরতে বা পড়তে দেওয়া সম্পর্কে ইসলাম

Common sense/আকল/বিবেক

অবস্থা-১

❑ অমুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক কুরআনের অমর্যাদা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বিধান

যদি বোঝা যায় কোনো অমুসলিম হাতে পেলে কুরআনকে অমর্যাদা করতে পারে তবে Common sense/আকলের ভিত্তিতে অতি সহজ বলা যায়– সকল মু'মিনের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে তাকে কুরআন ধরা থেকে দূরে রাখার জন্য।

অবস্থা-২

❑ অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে বিধান

ইসলাম চায় সকল অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে এসে দুনিয়া ও পরকালে সফলকাম হোক। অন্যদিকে ইসলামের ছায়াতলে আসতে হলে অমুসলিম ব্যক্তিকে প্রথমে জানার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে। কাউকে ইসলাম জানানো ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার সর্বোত্তম উপায় হলো তাকে কুরআন পড়তে দেওয়া। কারণ, কুরআনই হলো পৃথিবীতে থাকা ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র নির্ভুল উৎস। আর কুরআনের বিশেষ একটি মুজেজা হলো মনযোগ দিয়ে পড়লে মানুষ অভিভূত, মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়। তাইতো মক্কার কাফিররা, রসুল (স.)-এর কুরআন পাঠ যাতে মানুষ শুনতে না পারে তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতো।

অন্যদিকে, কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেনি। আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠিয়েছেন। আর নানা কারণে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তির কুরআন পড়ার সুযোগ পাওয়া দুরূহ বিষয়। তাই, Common sense/আকল অনুযায়ী একজন অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে তার হাতে কুরআন তুলে দেওয়া একজন মুসলিমের জন্য শুধু উচিতই নয়, কর্তব্যও বটে।

আল কুরআন

আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এ জন্য যে– তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (কুরআনের) জ্ঞান রাখে না (জন্মের স্থানের কারণে)। সুরা তাওবা/৯ : ৬

ব্যাখ্যা : তারা জন্মের স্থানের কারণে কুরআনের জ্ঞান রাখে না। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে Common sense/আকলের ভিত্তিতে সহজে বলা

যায়– কোনো অমুসলিম আগ্রহ করে পড়তে চাইলে তার হাতে অবশ্যই কুরআন তুলে দেওয়া যাবে।

আল হাদীস

হাদীস-১

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রসুল (স.) রোমের বাদশাহ্ কাইজার হেরাক্লিয়াসকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাতে কুরআন মজিদের সুরা আলে ইমরান-এর ৬৪ নং আয়াতটি লেখা ছিল।

ব্যাখ্যা : হেরাক্লিয়াসকে চিঠিটা ধরে পড়ার জন্য রসুল (স.) দিয়েছিলেন। অন্যান্য কাফের বা মুশরিক নেতার কাছেও রসুল (স.) কুরআনের আয়াত লেখা চিঠি দিয়েছেন।

তাই, রসুল (স.)-এর ফে'য়লী হাদীস হতে জানা যায়– কাফের বা মুশরিকদের অর্থাৎ মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র ব্যক্তিদের হাতে কুরআন ধরে পড়ার জন্য তুলে দেওয়া নিষেধ নয়।

হাদীস-২

ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার শিক্ষা হলো–

১. কোনো অমুসলিম কুরআনকে হাতে পেয়ে অপমান করতে পারে বলে মনে হলে প্রত্যেক মু'মিনকে চেষ্টা করতে হবে যেন সে কুরআন ধরতে না পারে।
২. আগ্রহ করে পড়তে চাইলে অমুসলিমদের কুরআন ধরতে বা পড়তে দেওয়া নিষিদ্ধ নয়।
৩. এ ঘটনা হতে মুসলিমদের ওজু-গোসলের সাথে কুরআন ধরা বা পড়ার বিধান বের করার কোনো সুযোগ নেই।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৯) নামের বইটিতে।

> আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনের বহুস্থানে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য 'আমরা' বা 'আমাদের' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় একবচনের সম্মান প্রকাশক রূপ হিসেবে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। তাই এটি আল্লাহর একত্ববাদের পরিপন্থি নয়।

সূচিপত্র

সুরার বাংলা আদ্যাক্ষর অনুসারে সূচিপত্র

বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত সূচি

(বাংলা আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)

- পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, যাত্রা পথের সাথী, পথিকের প্রতি– ৪ : ৩৬
- সকল মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা– ২ : ৮৩
- নির্বোধের প্রতি– ২৫ : ৬৩
- অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করার সময়– ২৪ : ২৭-২৮
- এতিমের প্রতি– ১০৭ : ১-২, ১৭ : ৩৪
- কোনো কাজে বিজয়ী বা সফল হলে আচরণ– ১১০ : ১-৩
- উপহাস করা– ৪৯ :১১
- মানুষের দোষ খোঁজা– ৪৯ : ১১
- মন্দ নামে ডাকা– ৪৯ : ১১
- বেশি বেশি ধারণা করা– ৪৯ : ১২
- গীবত করা– ৪৯ : ১২
- অভিবাদনের উত্তর– ৪ : ৮৬

আমল

- আমলের (ভিডিও) দেখানো হবে শেষ বিচারের দিন– ৯৯ : ৬-৭
- আমল মাপ হওয়া– ১০১ : ৬-৯, ৭ : ৮-৯, ২৩ : ১০২-১০৩
- আমল হিসাব হওয়া– ২ : ২০২, ৩ : ১৯, ৩ : ১৯৯, ৫ : ৪, ৬ : ৫২, ৬ : ৬৯, ১৩ : ১৮,২১, ৪০, ৪১; ১৪ : ৪১, ৫১; ২১ : ১, ২৩ : ১১৭, ২৪ : ৩৯, ২৬ : ১১৩, ৩৮ : ১৬, ২৬, ৫৩; ৪০ : ১৭, ২৭; ৬৫ : ৮, ৬৯ : ২০, ৭৮ : ২৭, ৮৪ : ৮, ৮৮ : ২৬

আমানাত

- আমানাত যথাযথ ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া– ৪ : ৫৮
- আমানাতের খিয়ানত না করা– ৮ : ২৭
- মু'মিনগণ আমানত রক্ষাকারী– ২৩ : ৮
- আমানত রক্ষা করে যারা– ৭০ : ৩২

আয়ু

- কিসাসের বিধান (হত্যার বদলে হত্যা) মানুষের আয়ু বাড়ায়– ২ : ১৭৯
- আয়ু বাড়ে ও কমে– ৩৫ : ১১
- আত্মহত্যা নিষেধ– ৪ : ২৯

আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রের ওপর অপবাদের (ইফকের) ঘটনা – ২৪ : ১১-২৬

আল্লাহ

- আল্লাহর সত্তা– ১১২ : ১-৪
- আল্লাহ চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব– ২ : ২৮৩, ৫৭ : ৩
- আল্লাহর শক্তি– ২ : ১৬০, ৮৫ : ১৬, ৯ : ৩, ২৯ : ২২, ৪২ : ৩১
- সকল সৃষ্টি আল্লাহর বিধান মেনে চলে– ৩ : ৮৩, ৭ : ৫৪
- আল্লাহর দয়ার মাত্রা– ১১৪ : ১, ৩৯ : ৫৩
- শাস্তিদাতা হিসেবে আল্লাহ– ৩ : ১১, ৩২ : ২২, ৩ : ৪
- আল্লাহ সর্বাধিক ন্যায়-বিচারক– ৯৫ : ৮, ১১ : ৪৫
- আল্লাহ একমাত্র স্বাধীন আইন প্রণেতা– ১২ : ৪০

আল্লাহর সাথে কথা বলা

- আল্লাহর সাথে কথা বলার উপায়সমূহ– ৪২ : ৫১
- প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ অতি নিকটে– ২ : ১৮৬

আল্লাহ সচেতনতা (তাকওয়া)

- কুরআন আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের পথনির্দেশিকা– ২ : ২
- ঈমানদারদের মুসলিম মানের আল্লাহ সচেতন না হয়ে মৃত্যুবরণ না করতে নির্দেশ– ৩ : ১০২
- আল্লাহ সচেতন হলে জন্মগতভাবে পাওয়া সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী শক্তি Common sense উৎকর্ষিত হয়– ৮ : ২৯
- উপাসনামূলক ইবাদাতের (শিক্ষার) মাধ্যমে আল্লাহ সচেতন হওয়ার নির্দেশ– ২ : ২১
- ঈমান ও (যথাযথ) আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান– ৩ : ১৭৯
- মানুষকে আল্লাহ সচেতন করার জন্যই কুরআনের আয়াত বা বক্তব্য– ৬ : ৫১, ২০ : ১১৩, ৩৯ : ২৮, ২ : ১৮৭
- কুরবানীর রক্ত ও মাংস নয়, আল্লাহ সচেতন হওয়ার শিক্ষাটি আল্লাহর কাছে পৌঁছায়– ২২ : ৩৭
- সৎকাজ করা ও আল্লাহ সচেতন হওয়ার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করা– ৫ : ২
- যারা ঈমান আনে ও আল্লাহ সচেতন হয় তারা আল্লাহর বন্ধু– ১০ : ৬৩

আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি (মুত্তাকী)

- অধিকতর আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন– ৪৯ : ১৩

- কুরআনের আয়াত, পূর্ববর্তীদের উদাহরণ এবং কুরআনের উপদেশ আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের (সচেতন হওয়ার) জন্য– ২ : ২, ৩ : ১৩৮, ২৪ : ৩৪
- মুসলিম বলে গণ্য হওয়া মানের আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি না হয়ে মু'মিনদের মৃত্যুবরণ না করার নির্দেশ– ৩ : ১০২
- জান্নাত (যথাযথমানের) আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের জন্য– ৫২ : ১৭, ১৫ : ৪৫, ৫৪ : ৫৪, ৩৯ : ৭৩, ১৬ : ৩১, ৫০ : ৩১, ৩ : ১৩৩
- (যথাযথ) আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে– ৯২ : ১৭
- আল্লাহ, (যথাযথমানের) আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের বন্ধু– ৪৫ : ১৯
- সত্যবাদী ও আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের গুণ– ২ : ১৭৭
- কুরআন আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের যিক্র (অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ)– ৬৯ : ৪৮

আসহাবুল কাহাফের ঘটনা– ১৮ : ৯-২৯

ই

ইচ্ছা

- আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু সংঘটিত হয়– ৮১ : ২৯, ৬ : ৩৯, ৩ : ২৬,৭৩,২ : ২৫৫, ২৮৪; ৬ : ৮৩, ১১১; ১৮ : ২৩, ২৪; ৫ : ৪১, ৪২ : ১২, ৪ : ৪৮, ১১৬; ১০ : ৪৯, ৪২ : ৫০
- মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টায় কাজ, ঘটনা বা দুর্ঘটনা সম্পাদিত হয়– ৫৩ : ৩৯, ৪২ : ৩০, ৩০ : ৪১, ৪ : ৭৯, ১০ : ৪৪, ১৩ : ১১, ৬ : ১৬৪

ইনশাআল্লাহ

- ভবিষ্যতের কোনো কাজ করার ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ বলার নির্দেশ– ১৮ : ২৩, ২৪

ইন্নালিল্লাহ

- বিপদ-আপদে ইন্না লিল্লাহ ... ... বলা– ২ : ১৫৬

ইবরাহীম (আ.)

- ইবরাহীম (আ.)-এর অতিথি হয়ে ফেরেশতাদের আগমন– ১৫ : ৫১
- রসূল (স.)-কে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ– ১৬ : ১২৩
- ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ– ২১ : ৬৮
- আগুন ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাওয়ার নির্দেশ– ২১ : ৬৯

- কা'বা ঘরের ভিত্তি নির্মাণ– ২ : ১২৭
- স্বপ্নে ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানীর নির্দেশ– ৩৭ : ১০২-১০৭
- পিতাকে দেওয়া ক্ষমা প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি– ১৯ : ৪৭
- মূর্তি ভাঙার ঘটনা– ২১ : ৫৮, ৩৭ : ৯৩
- মূর্তি ভাঙার জন্য সম্প্রদায়ের জিজ্ঞাসা– ২১ : ৬৬
- ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে সালাতের স্থান বানানো– ২ : ১২৫
- ইবরাহীমের রব তালাশ প্রসঙ্গ– ৬ : ৭৬-৭৮
- পাখিকে টুকরো টুকরো করা ও পুনর্জীবিত করা প্রসঙ্গ– ২ : ২৬০
- ঈমান মজবুত করার জন্য মৃতকে পুনর্জীবিত করে দেখানো– ২ : ২৬০
- মুসলিম নামকরণ করেন ইবরাহীম (আ.)– ২২ : ৭৮
- স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে মক্কার জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে রেখে আসা– ১৪ : ৩৭
- ইবরাহীম (আ.) মুসলিম জাতির পিতা– ২২ : ৭৮

ইবলিস

- আদমকে সিজদা করার আদেশ অস্বীকার/অমান্য করা প্রসঙ্গ– ২০ : ১১৬, ২ : ৩৪, ৭ : ১২, ১৮ : ৫০, ৭ : ১১, ১৫ : ৩১, ১৭ : ৬১
- কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশপ্রাপ্ত – ৭ : ১৫, ১৫ : ৩৪
- অহংকার করলো ও কাফির হয়ে গেল– ৩৮ : ৭৪
- মানুষকে বিপথগামী করবে– ১৫ : ৩৯

ইবাদাত (দাসত্ব)

- শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে– ৫১ : ৫৬
- আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাগুতের ইবাদাত বর্জন করা– ১১ : ৩৬
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত না করা– ৪১ : ১৪, ৪৬ : ২১, ১২ : ৪০, ৩৯ : ৬৪, ২১ : ৬৬-৬৭, ২ : ৮৩, ১৮ : ১৬, ৩ : ৬৪, ১১ : ২
- প্রত্যেক উম্মতের (সৃষ্টি) জন্য ইবাদাতের নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে– ২২ : ৬৭

ইয়াতিম

- ইয়াতিমকে তাড়িয়ে দেওয়া ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার কাজ– ১০৭ : ২
- ইয়াতিমকে দান করা প্রকৃত সাওয়াব– ২ : ১৭৭
- ইয়াতিমের সম্পদের ব্যাপারে আচরণ– ৬ : ১৫২, ১৭ : ৩৪, ৪ : ১০
- ইয়াতিমের সাথে আচরণ– ৯৩ : ৯, ৪ : ৩৬, ৮৯ : ১৭
- মীরাস বণ্টনকালে ইয়াতিমকে কিছু দান করা– ৪ : ৮

- রসূল (স.)-কে ইয়াতিম অবস্থায় পেয়ে আল্লাহ আশ্রয় দান করেন– ৯৩ : ৬
- সম্পদ ইয়াতিমের হাতে ফেরত দেওয়ার আগে তার বিচার-বুদ্ধি যাচাই করার নির্দেশ– ৪ : ৬

ইলম (জ্ঞান)

- আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হলো (কুরআনের) জ্ঞানার্জন করা– ৯৬ : ১
- যারা জানে ও যারা জানে না তারা কখনো সমান হতে পারে না– ৩৯ : ৯
- জ্ঞানী মু'মিনদের মর্যাদা বেশি– ৫৮ : ১১
- (বিজ্ঞানের) জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে– ৩৫ : ২৮
- নিশ্চিতভাবে না জেনে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা হারাম/নিষেধ– ৭ : ৩৩, ২ : ১৬৮- ১৬৯

ইলহাম

- 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে জন্মগতভাবে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি দিয়েছেন– ৯১ : ৮

ইসলাম

- ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা– ৩ : ১৯, ৩ : ৮৫, ৬ : ১২৬
- ইমানদারদের পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার আদেশ– ২ : ২০৮
- আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চান তার সদরকে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে) ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন– ৬ : ১২৫

ঈ

ঈমান

- ঈমান আনতে হবে কুরআনে বর্ণিত সকল বিষয়ের ওপর– ২ : ৮৫
- ঈমান বাড়ে ও কমে– ৮ : ২
- মু'মিনের চেয়ে মুসলিম আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়– ৩ : ১০২
- মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই– ৪৯:১০
- ঈমান, আমল ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্ক– ৫ : ৯, ২৯ : ৭, ১৬ : ৯৭, ২ : ২৭৭, ৪২ : ৩৬, ৩৭; ৬ : ১৫৮, ২৯ : ২, ৩ : ১০২, ২০ : ১১২, ৪ : ৯২, ৯৩
- আমলের ভিত্তিতে ঈমানদাররা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত– ৩৫ : ৩২

ঈসা (আ.)

- পিতা ছাড়া জন্ম সম্পর্কে– ১৯ : ১৯-২২
- দোলনায় কথা বলা– ১৯ : ২৭-৩৪
- মুজিজাসমূহ– ৩ : ৪৯
- আল্লাহর রসূল ও তাঁর কালিমা– ৪ : ১৭১
- আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে ওফাত দিয়েছেন এবং তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন– ৩ : ৫৫
- মুহাম্মাদ (স.)-এর পূর্বের সকল রসূল গত হয়েছেন (মৃত্যুর মাধ্যমে চলে গেছেন)– ৩ : ১৪৪
- মুহাম্মাদ (স.)-এর পূর্বের কোনো রসূল চিরঞ্জীব হননি– ২১ : ৭, ৮
- মুহাম্মাদ (স.)-এর পূর্বের কোনো মানুষ চিরঞ্জীব হয়নি– ২১ : ৩৪
- কাফিররা ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে বা শূলে চড়াতে পারেনি– ৪ : ১৫৭
- আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন– ৪ : ১৫৮

উ

উদারতা/সহিষ্ণুতা

- আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে (ভদ্রভাবে) বিতর্ক করা– ২৯ : ৪৬
- দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই– ২ : ২৫৬
- ঈমান আনতে বাধ্য না করা– ১০ : ৯৯
- বিরোধীদের (ভদ্রভাবে) উপেক্ষা করা/এড়িয়ে চলা– ৬ : ১১২
- বিরোধীদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা– ৫ : ১৩
- ভালো দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করা– ৪১ : ৩৪
- (বিরোধীদের সাথে) সুন্দরভাবে বিতর্ক করা– ১৬ : ১২৫
- রসূলের দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া; হিসাব আল্লাহর ওপর– ১৩ : ৪০

উদাহরণ/দৃষ্টান্ত/কাহিনি/ঘটনা

- মশা বা তা থেকে ছোটো জিনিসের উদাহরণও (কুরআন বুঝার জন্য) গুরুত্বপূর্ণ– ২ : ২৬
- উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য বিষয় (শিক্ষা)– ২ : ২৬
- উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিতে না পেরে অনেকে পথ হারায়– ২ : ২৬
- উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেকে সঠিক পথ পায়– ২ : ২৬
- কুরআনে সব ধরনের (Common sense, বিজ্ঞান, কাহিনি, ঘটনা) উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে– ৩৯ : ২৭

- উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিতে না পেরে পথ হারায় শুধু গুনাহগাররা– ২ : ২৬
- কুরআনে উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে– ৩৯ : ২৭
- শনিবারের বিধানের সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তির ঘটনায় শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে তৎকালীন ও পরে আসা আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদের জন্য– ২ : ৬৫, ৬৬
- নবী-রসূল ও অন্যদের কাহিনি বা ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো মানুষের ঈমানকে দৃঢ় করা– **১১ : ১২০**
- নবী-রসূল ও অন্যদের কাহিনি বা ঘটনায় আছে মু'মিনদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়, পথনির্দেশ, উপদেশ ও কল্যাণ– **১১ : ১২০, ১২ : ১১১**
- মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও দিন রাতের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞান-বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য অনেক দৃষ্টান্ত– ৩: **১৯০**

উদ্দেশ্য

- (সৃষ্ট জিনিস বা পালন করতে বলা কাজের) উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব– ৩৮ : ২৭, ৩ : **১৯০**

উমরাহ

- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাজ্জ ও উমরাহ পালন করার নির্দেশ– ২ : **১৯৬**
- হজ্জের আগে উমরাহ পালন করে তামাত্তু সম্পাদন– ২ : **১৯৬**

উশর (হক/ফসলের যাকাত)

- উশর প্রদানের নির্দেশ- ৬ : **১৪১**

ও

ওজু

- ওজু, গোসল ও তায়াম্মুমের আদেশ ও নিয়ম-কানুন– ৫ : ৬, ৪ : ৪৩
- ওজুর উপকার– ৫ : ৬

ক

কবীরা গুনাহ (বড়ো নিষিদ্ধ কাজ)

- বড়ো নিষিদ্ধ কাজ ওজর ছাড়া বা প্রায় না থাকার মতো ওজরসহ এবং ছোটো নিষিদ্ধ কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে/খুশি মনে করা কবীরা গুনাহ– **১৬ : ১০৬**, ২ : **১৭৩**, ৩ : ২৮, ৪ : ৯৭-৯৮, ৪২ : ৪**১**

- পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে– ৭ : ২১-২৩; ৪ : ৩১, ৫৩ : ৩২, ৪২ : ৩৬-৩৮, ৪ : ৯৩, ২ : ২ : ৪০-৪২, ২৭৫; ৩৯ : ১২, ৩ : ২৩-২৪

কাফির

- আল্লাহকে বা কুরআন ও সুন্নাহর কোনো বিষয়কে অস্বীকার করার অর্থে 'কাফির' শব্দের ব্যবহার– ১০৯ : ১ এবং কুরআনের আরও বহু স্থানে।
- বীজ ঢেকে দেয় তাই কৃষককে 'কাফির' বলা হয়েছে– ৫৭ : ২০, ৪৮ ; ২৯
- কুরআন ও সুন্নাহর কোনো বিষয় অমান্যকারী অর্থে 'কাফির' শব্দের ব্যবহার– ২ : ১২১, ১৬ : ১০৬ এবং কুরআনের আরও অনেক স্থানে।

কাফ্‌ফারা

- কসমের– ৫ : ৮৯
- ভুলবশত মু'মিনকে হত্যার– ৪ : ৯২
- সিয়াম না রাখার– ২ : ১৮৪
- যিহারের (স্ত্রীকে মা বলা)– ৫৮ : ৪
- হজ্জের ইহরাম অবস্থায় পশু শিকার করার– ৫ : ৯৫
- হজ্জে কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডনের– ২ : ৯৬
- হত্যার শাস্তি থেকে ক্ষমা পাওয়ার– ৫ : ৪৫

কা'বা

- ইবরাহীমের জন্য ঘর/কা'বার স্থান নির্ধারণ করা– ২২ : ২৬
- মানবজাতির প্রথম ঘর কা'বা মক্কায় স্থাপিত– ৩ : ৯৬
- হজ্জে প্রাচীন ঘর/কা'বা তাওয়াফ করা– ২২ : ২৯

কালিমা তাইয়্যেবা

- কালেমায়ে তাইয়্যেবার (উদাহরণ হলো) উত্তম গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিদ্যামান– ১৪ : ২৪

কিতাব

- যুগে যুগে আল্লাহর কাছ থেকে পথনির্দেশিকা (কিতাব বা সহীফা) এসেছে– ২ : ৩৮
- সকল কিতাবের ওপর ঈমান আনতে হবে– ৪ : ১৩৬
- মূল কিতাব আল্লাহর কাছে– ১৩ : ৩৯
- প্রত্যেক মেয়াদের জন্য একটি কিতাব রয়েছে– ১৩ : ৩৮

কিয়ামত

- কিয়ামত আসবেই– ১৫ : ৮৫
- কিয়ামত চোখের পলক বা তার চেয়ে নিকটবর্তী– ১৬ : ৭৭
- কিয়ামত নিকটবর্তী– ৫৪ : ১, ৫৩ : ৫৭, ৪২ : ১৭, ১৭ : ৫১, ৩৩ : ৬৩

কুরআন

- নির্ভুল– ২ : ২, ৬৯ : ৫১
- সকল মানুষের জন্য পথনির্দেশিকা– ২ : ১৮৫
- সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কুরআনের জ্ঞান না থাকা– ৬ : ১৪৪
- শয়তানের সবচেয়ে বড়োকাজ মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা– ১৬ : ৯৮
- অন্য কিতাবের সত্যায়নকারী– ১০ : ৩৭, ৪৬ : ১২, ২ : ৮৯
- সবচেয়ে উত্তম বাণী– ৩৯ : ২৩
- কুরআনে একই বিষয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে– ২৯ : ২৩
- কুরআনে ইসলামের সকল মূল বিষয় উল্লিখিত আছে– ১৬ : ৮৯, ৬ : ৩৮
- কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই– ৪ : ৮২, ২ : ১৭৬, ৩৯ : ২৩
- কুরআনের নামে বানিয়ে কোনো কথা বললে রসূলের কণ্ঠনালী ছিড়ে ফেলা হতো– ৬৯ : ৪৪-৪৭
- একজন মুসলিমকে পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে– ২ : ৮৫
- মুহকামাত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) আয়াত হলো কুরআনের ‘মা’– ৩ : ৭
- মুতাশাবিহাত (অতীন্দ্রিয়) আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য (ব্যাখ্যা) বুঝতে যাওয়া গুনাহ– ৩ : ৭
- ‘হক’ আদায় করে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে– ২ : ১২১
- কুরআন আল্লাহ হেফাজত করবেন– ১৫ : ৯
- কুরআন মুখস্থ করা, বুঝা ও অনুসরণ করা সহজ– ৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০; ৪৪ : ৫৮, ১৯ : ৯৭
- কুরআনের কোনো আয়াত রহিত হয়নি তথা সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে– ১২ : ১১১, ১৫ : ৯, ৯৮ : ৩, ২ : ১০৬
- কুরআন নিয়ে গবেষণা না করার জন্য তিরস্কার– ৪৭ : ২৪, ৪ : ৮২
- অর্থ না বুঝে কুরআন মুখস্থ রেখে বহন করে নিয়ে বেড়ানো গাধার কাজ এবং এটি কুরআন অস্বীকার করার গুনাহ থেকে কিছুটা ছোটো গুনাহ– ৬২ : ৫
- কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে– ৭৬ : ২৩

- কুরআনে কোনো বক্রতা নেই– ৩৯ : ২৮
- কুরআন অবতীর্ণের মাস ও রাত– ২ : ১৮৫ ,৯৭ : ১, ৪৪ : ৩
- কুরআন লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত– ৫৬ : ৭৭
- কুরআন গোপন করার পরিণাম– ২ : ১৫৯, ১৭৪

কুরবানী

- সালাত, কুরবানী, জীবন, মরণ সবই আল্লাহর জন্য– ৬: ১৬২
- কুরবানীর উদ্দেশ্য– ২২ : ৩৭
- কুরবানীর পশুর রক্ত ও মাংস আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, পৌঁছায় কুরবানী থেকে নেওয়া আল্লাহ সচেতনতার (তাকওয়া) শিক্ষা– ২২ : ৩৭
- কুরবানীর পশু আল্লাহর নিদর্শন– ২২ : ৩৬
- কুরবানীর পশুর অবমাননা নিষেধ– ৫ : ২

কৃপণ ও কৃপণতা

- আল্লাহর পথে কৃপণতা করা মূলত নিজের প্রতি কৃপণতা করা– ৪৭ : ৩৮
- কৃপণ ও কৃপণ হতে উপদেশ দেওয়া ব্যক্তির স্থান জাহান্নাম– ৪ : ৩৭
- রহমানের বান্দারা কৃপণতা করে না– ২৫ : ৬৭
- কৃপনের জন্য খারাপ পথে চলা সহজ হয়ে যায়– ৯২ : ৮-১০

খ

খলিফা (প্রতিনিধি)

- মানুষকে পৃথিবীতে খলিফা করে পাঠানোর বিষয়ে আল্লাহর ঘোষণা– ২ : ৩০, ৬ : ১৬৫
- দাউদ (আ.) আল্লাহর খলিফা নিযুক্ত হওয়া– ৩৮ : ২৬
- খিজির (আ.) ও মূসা (আ.) প্রসঙ্গ– ১৮ : ৬৫

খিয়ানত

- আমানতের খিয়ানত করা নিষেধ – ৮ : ২৭
- আল্লাহ ও রসূলের সাথে খিয়ানত করা নিষেধ– ৮ : ২৭
- নিজের ওপর খিয়ানত (যৌনসম্ভোগ) রোজার রাতে– ২ : ১৮৭
- নূহ ও লূত আ.-এর স্ত্রীদের খিয়ানতের কারণে আল্লাহর শাস্তি– ৬৬ : ১০

খেল-তামাশা

- ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে যারা খেল-তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা– ৫ : ৫৭

গ

গবাদিপশু

চ

চন্দ্র

চুক্তি

চুরি

- চুরির শাস্তি– ৫ : ৩৮
- চুরি না করার জন্য মু'মিন নারীদের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ– ৬০ : ১২
- 'আপনার পুত্র চুরি করেছে' ভাইয়েরা পিতা ইয়াকুব (আ.)-কে বললো– ১২ : ৮১

জ

জানাযা পড়া (প্রার্থনা করা)

- মুনাফকদের জানাজা পড়া নিষেধ- ৯ : ৮৪

জালিম (অত্যাচারী)

- অতিবড়ো জালিম– ৩১ : ১৩, ৪ : ৪: ৪৮
- সবচেয়ে বড়ো জালিম– ৬ : ১৪৪, ২১, ৯৩, ১৫৭;২৯ : ৬৮, ৩৯ : ৩২,৭: ৩৭, ১০ : ১৭,১১ : ১৮, ১৮ : ১৫, ৬১ : ৭, ৩২ : ২২, ১৮ : ৫৭,২ : ১১৪,১৪০, ৫৩ : ৫২
- কুরআন জালিমদের জন্য ক্ষতি বাড়ায়– ১৭ : ৮২
- জালিমদের অজুহাত কাজে আসবে না– ৪০ : ৫২
- অধিবাসীরা জালিম না হলে জনপদ ধ্বংস হয় না– ২৮ : ৫৯
- অপরাধীরাই জালিম– ৪৩ : ৭৬
- আদম (আ.) ও তার স্ত্রী জালিম হবে গাছটির কাছে গেলে– ৭ : ১৯, ২ : ৩৫
- আল্লাহর আইন দিয়ে যারা বিচার-ফয়সালা করে না তারা জালিম– ৫ : ৪৫
- কাফিররা জালিম– ৩ ; ১২৮, ২১ : ৯৭, ২ : ২৫৪
- মন্দনামে ডাকা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা তাওবা করে না তারা জালিম– ৪৯ : ১১
- জালিমদের কর্মফল স্থায়ী জাহান্নাম– ৫৯ : ১৭
- ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে ভালোবাসা বাবা ও ভাইকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণকারী জালিম– ৯ : ২৩

জিনা

- জিনা নিষিদ্ধের আদেশ ও জিনার ক্ষতি– ১৭ : ৩২
- জিনার শাস্তির প্রাথমিক বিধান– ৪ : ১৫, ১৬
- জিনার শাস্তি (অবিবাহিত)– ২৪ : ২, ৩
- জিনার অপবাদ দেওয়ার শাস্তি– ২৪ : ৪
- স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে জিনার অপবাদ দিলে তার বিধান– ২৪ : ৬-৯

জিহাদ (ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা)

- আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে পিতা, সন্তান, ভাই, সম্পদ ... ... প্রিয় হলে পরিণতি– ৯ : ২৪
- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ হলে হেদায়াত পাওয়া যাবে– ২৯ : ৬৯
- জিহাদ করার নির্দেশ– ৬৬ : ৯, ৯ : ৭৩, ৬৬ : ৯
- কুরআনের (তথ্যের) মাধ্যমে জিহাদ করার নির্দেশএবং কুরআনের মাধ্যমে করা জিহাদ বড়ো জিহাদ– ২৫ : ৫২
- নিজের কল্যাণের জন্যই জিহাদ– ২৯ : ৯
- জিহাদ ও ধৈর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা– ৩ : ১৪২, ৯ : ১৬
- জাহান্নাম থেকে বাঁচার ব্যাবসা জিহাদ– ৬১ : ১১
- মসজিদুল হারাম আবাদ করা, জিহাদ ও ঈমানের সমান নয়– ৯ : ১৯
- বসে থাকা মু'মিনদের থেকে জিহাদকারী শ্রেষ্ঠ– ৪ : ৯৫
- হাজীদের পানি পান করানো জিহাদ ও ঈমানের সমান নয়– ৯ : ১৯
- ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ– ৪ : ৯৫, ৮ : ৭২, ৯ : ২০, ৪১, ৪৪, ৮১, ৮৮; ৪৯ : ১৫, ৬১ : ১১

জীবন

- জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য– ৬৭ : ২
- জীবনের প্রতি ইহুদীরাই সব চেয়ে বেশি আগ্রহী– ২ : ৯৬
- জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা– ২ : ১৫৫
- জীবন দিয়ে জিহাদ– ৪ : ৪১,৯৫; ৯ : ৪৪,৮১,৮৮; ৪৯ : ১৫
- যে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করল সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো– ৫ : ৩২
- যে একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করলো– ৫ : ৩২
- দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া ও তার পরিণাম- ৮৭ : ১৬, ৭৯ : ৩৮, ১৬ : ১০৭, ১৪ : ৩
- দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা– ২৯ : ৬৪, ৬ : ৩২, ৪৭ : ৩৬
- দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী সামান্য (আখিরাতের তুলনায়)– ৯ : ৩৮
- দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী দিয়ে পরীক্ষা করা হয়– ২০ : ১৩১
- দুনিয়ার জীবনেই সুখ-শান্তি নিঃশেষ করে কাফিররা– ৪৬ : ২০
- দুনিয়ার জীবন কামনাকারীদের প্রতিফল দুনিয়াতেই– ১১ : ১৫
- দুনিয়ার জীবনে পবিত্র রিযিক কে হারাম করেছে?– ৭ : ৩২

জুলুম (অবিচার)

- আল্লাহ অণু পরিমাণ জুলুম করেন না– ৪ : ৪০
- যারা জুলুম করেছে তাদের কোনো অজুহাত উপকারে আসবে না– ৩০ : ৫৭
- কাজের প্রতিফল দেওয়ার ক্ষেত্রে জুলুম করা হবে না– ৬ : ১৬০
- কিয়ামতে কারো প্রতি জুলুম করা হবে না–৩ : ২৫, ১৬১; ২১ : ৪৭, ৪০ : ১৭, ৩৬ : ৫৪
- নিজের ওপর জুলুম করা প্রসঙ্গ– ৭ : ২৩, ১১ : ১৩১, ১৪ : ৪৫, ৩ : ১৩৫
- আত্মার ওপর জুলুম করার জন্য আদম ও হাওয়া (আ.) কর্তৃক আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাওয়া– ৭ : ২৩

ত

তাকদীর ও ভাগ্য

- তাকদীর পূর্বনির্ধারিত– ২৫ : ২,৫৪ : ৪৯, ৪২ : ২৭, ৬৫ : ৩
- ভাগ্য (পরিণতি) পূর্বনির্ধারিত নয়– ৫৩ : ৩৯, ৪২ : ৩০, ৩০ : ৪১, ৪ : ৭৯, ১০ : ৪৪, ১৩ : ১১, ৬ : ১৬৪

তাওবা

- তাওবার মাধ্যমে সকল গুনাহ (মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ ছাড়া) মাফ হওয়া– ৪ : ১৭, ১৬ : ১১৯
- তাওবা করলে শিরকসহ সকল গুনাহ সাওয়াবে পরিণত হয়– ২৫ : ৭০
- তাওবা কবুলের শেষ সময়– ৪ : ১৮
- যাদের তাওবা কবুল করা হবে না– ৩ : ৯০
- হত্যা করে (পুলিশের হাতে) ধরা পড়ার পর তাওবা করলে তা কবুল হয় না– ৫ : ৩৩, ৩৪

তালাক ও ইদ্দত

- তালাক, ইদ্দত ও তালাকের ধরন– ২ : ২২৭-২৩২
- তালাক দেওয়ার পদ্ধতি– ৬৫ : ১, ২
- তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত– ৬৫ : ৪
- স্বামী মারা গেলে ইদ্দতকাল– ২ : ২৩৪
- স্ত্রীকে স্পর্শের আগে দেওয়া তালাকের ইদ্দত– ২ : ২৩৬, ২৩৭
- যে তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত নেই– ৩৩ : ৪৯
- তালাকপ্রাপ্তার আবাস ও খোরপোশ– ৬৫ : ৬, ৭

তাহাজ্জুদ

- রাতে তাহাজ্জুদ রসূল (স.)-এর জন্য নফল (অতিরিক্ত ফরজ)– ১৭ : ৭৯
- মু'মিনদের পিঠগুলো রাতে বিছানা থেকে আলাদা থাকে– ৩২ : ১৬
- মুহসিনগণ রাতে কমই ঘুমায় ... ... (তাহাজ্জুদে মগ্ন থাকে)– ৫১ : ১৭, ১৮
- আল্লাহ সচেতনরা (মুত্তাকীরা) শেষ রাতে (তাহাজ্জুদে) ক্ষমা প্রার্থনা করে– ৩ : ১৭

দ

দাওয়াত

- দাওয়াতের পদ্ধতি– ১৬ : ১২৫-১২৮
- দাওয়াত দানকারীর বৈশিষ্ট্য– ৩৩ : ৪৫-৪৮, ৪১ : ৩৩-৩৬

দান-খয়রাত

- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান-খয়রাতের মাঝেই কল্যাণ– ৪ :১১৪
- প্রকাশ্য ও গোপন দান-খয়রাত– ২ : ২৭১
- আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকীরা) দানশীল– ৩ : ১৭

দাম্পত্য জীবন

- পুরুষ হবে কর্তা– ৪ : ৩৪
- পুরুষ কর্তা হওয়ার কারণ– ৪ : ৩৪
- স্ত্রী অবাধ্য হলে করণীয়– ৪:৩৪
- স্ত্রীর স্বামীর সাথে আপোষ করা– ৪ : ১২৮
- একাধিক স্ত্রী থাকলে আচরণ– ৪ : ১২৯
- স্বামী-স্ত্রী মিলনের বিধান– ২ : ২২২, ২২৩
- ঈলা (সহবাস না করার কসম) ও ঈলার বিধান– ২ : ২২৬
- যিহারের (স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা) বিধান– ৫৮ : ১-৪

দুধপান

- দুধ পান করানোর বিধান– ২ : ২৩৩, ৪৬ : ১৫-১৭, ৬৫ : ৬-৭

দুয়া

- দুয়ায় ইউনুস (ইউনুস আ.-এর মাছের পেটে থাকা অবস্থায় করা দুয়া)– ২১ : ৮৭
- চক্ষু শীতলকারী স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের জন্য দুয়া– ২৫ : ৭৪
- জ্ঞান বৃদ্ধির দুয়া– ২০ : ১১৪

- নতুন স্থানে/অঙ্গনে প্রবেশকালে দুয়া– ১৭ : ৮০
- পিতা-মাতার জন্য দুয়া– ১৭ : ২৪
- মনকে প্রশস্ত করার জন্য দুয়া– ২০ : ২৫
- (স্থল) যানবাহনে আরোহণের দুয়া– ৪৩ : ১৩
- (আকাশ) যানবাহনে আরোহণের দুয়া– ১১ : ৪১
- দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দুয়া– ২ : ২০১
- আদম ও হাওয়া (আ.)-এর নিজেদের ওপর জুলুম করার পর দুয়া– ৭ : ২৩
- হিদায়াত পাওয়ার পর আবার হৃদয় বক্র না হওয়ার দুয়া– ৩ : ৮
- নিজ, মাতা-পিতা ও মু'মিনদের হিসাব দিনে ক্ষমা করার দুয়া– ১৪ : ৪১

ন

নবীগণ (দুনিয়ায় আসার ক্রমানুসারে)

১. আদম (আ.)– ২ : ৩৫
২. ইদরিস (আ.)– ১৯ : ৫৮
৩. নূহ (আ.)– ৭১ : ১
৪. হূদ (আ.)– ২৬ : ১২৪
৫. সালিহ (আ.)– ৭ : ৭৭
৬. লূত (আ.)– ২৬ : ১৬১
৭. ইবরাহীম (আ.)– ৪ : ১৬৩
৮. ইসমাইল (আ.)– ১৯ : ৫৪
৯. ইসহাক (আ.)– ৩৭ : ১১২
১০. ইয়াকুব (আ.)– ২ : ১৩৬
১১. ইউসুফ (আ.)– ১২ : ৭
১২. শু'আইব (আ.)– ২৬: ১৭৭
১৩. মূসা (আ.)– ৭ : ১০৪
১৪. হারূন (আ.)– ৪ : ১৬৩
১৫. দাউদ (আ.)– ৪ : ১৬৩
১৬. সুলাইমান (আ.)– ২৭: ১৫
১৭. ইলিয়াস (আ.)– ৩৭: ১২৩
১৮. আল-ইয়াসা (আ.)– ৬ : ৮৬
১৯. যুল-কিফল (আ.)– ২১ : ৮৫
২০. ইউনুস (আ.)– ৩৭ : ১৩৯
২১. আইয়ুব (আ.)– ২১ : ৮৩
২২. উযাইর (আ.)– ৯ : ৩০
২৩. যাকারিয়া (আ.)– ৬ : ৮৫
২৪. ইয়াহইয়া (আ.)– ৩ : ৩৯
২৫. ঈসা (আ.)– ৫ : ৪৬
২৬. মুহাম্মদ (স.)– ৪৮ : ২৯

- যুল-কারনাইন (নবী হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে)– ১৮ : ৮৩
- লুকমান (নবী হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে)– ৩১ : ১৩

ন্যায়বিচার

- রসূল (স.) মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছেন– ৪২ : ১৫
- কথা বলার ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচার/ন্যায্য কথা বলা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে গেলেও– ৬ : ১৫২
- পিতা-মাতা বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও ন্যায়বিচার করতে হবে– ৪ : ১৩৫
- আল্লাহ ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন– ৪ : ৫৮, ৭ : ২৯, ১৬ : ৯০, ৫ : ৮

- আল্লাহ ন্যায়বিচার করতে বলেন যে ধরনের ব্যক্তিদের প্রতি– ৬০ : ৮
- ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা– ৪ : ১৩৫
- ন্যায়বিচার না করতে প্ররোচিত না করা– ৫ : ৮

প

পর্দা (হিজাব)

- অল্পবয়স্কদের পর্দা– ২৪ : ৩১
- কথা বলার ক্ষেত্রে পর্দা– ৩৩ : ৩২
- উত্যক্ত হওয়া থেকে রক্ষা (পর্দা করলে)– ৩৩ : ৫৯
- চাদর (জিলবাব) গায়ের ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া– ৩৩ : ৫৯
- পুরুষের দৃষ্টি সংযত রাখা– ২৪ : ৩০
- নারীদের দৃষ্টি সংযত রাখা– ২৪ : ৩১
- নারীদের পর্দা প্রসঙ্গ– ২৪ : ৩১, ৩৩ : ৫৯
- পুরুষের পর্দা প্রসঙ্গ– ২৪ : ৩০
- বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পর্দা প্রসঙ্গ– ২৪ : ৬০
- মাহরামদের পর্দা প্রসঙ্গ– ২৪ : ৩১
- মাথার কাপড়ের (খিমার) কিছু অংশ দিয়ে গলদেশ ঢেকে রাখা– ২৪ : ৩১
- যাদের সাথে দেখা করা বৈধ– ৩৩ : ৩২
- সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ানো– ৩৩ : ৩৩
- হিজাব/পর্দার আড়াল থেকে প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া বা কথা বলা– ৩৩ : ৫৩

পাপ (গুনাহ)

- নিষিদ্ধ কাজ করলে যখন পাপ হয় না– ২ : ১৮৩, ৪২ : ৪১, ৪ : ৯৭, ৯৮
- নিষিদ্ধ কাজ করলে যখন কুফরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ হয়– ১৬ : ১০৬, ৩ : ২৮
- বড়ো গুনাহ থেকে দূরে থাকতে পারলে ছোটো গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন– ৪ : ৩১, ৫৩ : ৩২
- কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না– ২৫ : ৬৩-৭০,৪ : ১৭, ১৮
- ছগীরা গুনাহ নেক আমলে মাফ হয়– ১১ : ১১৪

পোশাক

- পোশাক অবতীর্ণ করার কারণ– ৭ : ২৬
- আল্লাহ সচেতনতার পোশাক (আল্লাহর জানানো জ্ঞানের পোশাক) উত্তম– ৭ : ২৬

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা– ৭৪ : ৪
- রেশমী পোশাক (জান্নাতে)– ৭৬ : ১২, ২১; ৩৫ : ৩৩, ২২ : ২৩, ১৮ : ৩১
- স্ত্রী ও স্বামী একে অপরের পোশাক– ২ : ১৮৭

পোষ্য পুত্র

- পোষ্য পুত্ররা পুত্র নয়– ৩৩ : ৫
- পোষ্য পুত্রের তালাক দেওয়া স্ত্রী বিয়ে করা বৈধ– ৩৩ : ৩৭

প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান)

- যাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাকে বিপুল কল্যাণ দেওয়া হয়েছে– ২ : ২৬৯
- প্রজ্ঞা সহকারে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া– ১৬ : ১২৫
- রসূল মু'মিনদের প্রজ্ঞার শিক্ষা দিতেন– ৬২ : ২, ৩ : ১৬৪, ২ : ১২৯,১৫১
- কাউকে হিকমাত দান আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের অধীন)– ২ : ২৬৯
- হিকমাত অবতীর্ণ হওয়া– ২ : ২৩১, ৪ : ১১৩

ফ

ফেরেশতা (মালাইকা)

- ফেরেশতাদের চেয়ে মানুষের মর্যাদা বেশি– ২ : ৩৪, ৭ : ১১
- মানুষের সাথে ফেরেশতা থাকে– ৮২ : ১০-১২, ১৩ : ১১
- ফেরেশতারা আল্লাহর বান্দা (দাস)– ৪৩ : ১৯

ব

বিয়ে

- যাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ– ২ : ২২১, ৪ : ২২-২৪
- বিয়ের প্রস্তাব প্রসঙ্গ– ২ : ২৩৪, ২৩৫
- বিয়ের সংখ্যা– ৪ : ৩
- মোহরানা– ৪ : ৪

ম

মদ

- মদ হারাম হওয়া বিষয়ক প্রথম বক্তব্য– ২ : ২১৯
- মদ হারাম হওয়া বিষয়ক দ্বিতীয় বক্তব্য– ৪ : ৪৩
- মদ হারাম হওয়া বিষয়ক চূড়ান্ত নির্দেশ– ৫ : ৯০

মানত

- নেক বান্দারা তাদের মানত পূর্ণ করে– ৭৬ : ৭
- মানুষের মানত সম্পর্কে আল্লাহ জানেন– ২ : ২৭০
- হাজ্জের সময় তাওয়াফের পূর্বে মানত পূর্ণ করা– ২২ : ২৯

মানুষ

- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য– ৬৭ : ২, ২ : ৩০, ৩ : ১১০, ৫১ : ৫৬
- সব মানুষ এক ব্যক্তি (আদম আ.) থেকে সৃষ্টি– ৪ : ১
- আদম (আ.) হতে তার স্ত্রীর সৃষ্টি– ৪ : ১
- মানুষ আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি)– ২ : ৩০, ৬ : ১৬৫, ৩৮ : ২৬
- সকল মানুষ এক উম্মত (দল) ভুক্ত ছিল– ২ : ২১৩
- বিশ্বপ্রকৃতিতে মানুষের মর্যাদা– ১৭ : ৭০, ২২ :২০, ৩১ : ২০
- মানব ভ্রূণ বৃদ্ধির স্তরসমূহ– ২৩ : ১৩, ১৪
- রসূল (স.)-এর পূর্বে কোনো মানুষ অনন্ত জীবন পায়নি– ২১ : ৩৪
- আয়ু বাড়া ও কমা– দেখুন আয়ু শিরোনাম
- মৃত্যুর সময়– দেখুন মৃত্যু শিরোনাম

মিরাস (সম্পদ বণ্টন)

- মিরাস বণ্টন ফরজ– ৪ : ১১
- মিরাসের বিধান– ৪ : ১১, ১২, ১৭৬
- মিরাস বণ্টনের আগে অসিয়ত আদায় ও ঋণ পরিশোধ করতে হবে– ৪ : ১১, ১২

মুশরিক

- মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার নির্দেশ– ১০ : ১০৫
- মুশরিকরা অপবিত্র– ৯ : ২৮
- মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সংগত নয়– ৯ : ১১৩
- ঈমান আনার পর অধিকাংশ মানুষ শিরক করে– ১২ : ১০৬
- মু'মিন দাস মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম– ২ : ২২১
- মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকরাই মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় কঠোর– ৫ : ৮২
- মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করা নিষেধ– ৯ : ৫

মুহাম্মাদ (স.)

- মুহাম্মাদ (স.)-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য– ৯ : ৩৩, ৪৮ : ২৮, ৬১ : ৯

- মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রসূল– ৪৮ : ২৯
- মুহাম্মাদ (স.) সকল মানুষের জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী– ৩৪ : ২৮
- মুহাম্মাদ (স.) উত্তম আদর্শ– ৩৩ : ২১
- মুহাম্মাদ (স.) মহাবিশ্বের জন্য রহমত– ২১ : ১০৭
- মুহাম্মাদ (স.) মহান চরিত্রের অধিকারী– ৬৮ : ৪
- মুহাম্মাদ (স.) গায়েব জানতেন না– ৬ : ৫০
- মুহাম্মাদ (স.) ও অন্য মানুষের মধ্যে পার্থক্য ওহী নাযিল হওয়া– ১৮ : ১১০
- মুহাম্মাদ (স.) শেষ নবী– ৩৩ : ৪০
- মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ সঠিক হচ্ছে কিনা তা বুঝার মাপকাঠি– ৩৬ : ৩০, ৪৩ : ৭, ২ : ২১৪

মে'রাজ- ১৭ : ১

মোহরানা

- খুশি মনে মোহরানা দিতে আল্লাহর নির্দেশ– ৪ : ৪
- স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে অর্ধেক মোহরানা– ২ : ২৩৭
- সহবাসকৃত স্ত্রীকে মোহরানা দেওয়া আবশ্যক– ৪ : ২৪

মৃত্যু

- সকলকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে– ৩ : ১৮৫, ২১ : ৩৫, ২৯ : ৫৭
- মৃত্যুর একটি অনুঘটক হলো অন্যায় হত্যা– ২ : ১৭৯
- মৃত্যুর অন্য একটি অনুঘটক হলো ঘুম– ৩৯ : ৪২
- সকল অনুঘটক বিবেচনায় এনে প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সম্ভাব্য অবস্থানসমূহ উম্মুল কিতাবে সুস্পষ্ট লেখা আছে– ৩ : ১৪৪
- মৃত্যুর অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট সময়– ৬ : ২
- বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী মৃত্যু হওয়ার ইঙ্গিত– ২২ : ৫
- মৃত্যুকালে জানকবজকারী ফেরেশতারা গুনাহগারদের যা জিজ্ঞাসা করবে– ৪ : ৯৭

য

যাকাত (সাদাকা)

- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে যাকাত দেওয়া হয় তা বৃদ্ধি পায়– ৩০ : ৩৯
- যাকাতের ৮টি খাত– ৯ : ৬০
- ফসলের যাকাত (উশর)– ৬ : ১৪১

- স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত না দিয়ে পুঞ্জীভূত করার শাস্তি– ৯ : ৩৪
- মু'মিনদের যাকাত প্রদান করার নির্দেশ– ২২ : ৭৮

যিক্‌র

- কুরআন বুঝাতে যিক্‌র শব্দের ব্যবহার– ১৬ : ৪৪, ৬৫ : ১০, ২০ : ৯৯, ৪১ : ৪১, ১৮ : ১০১, ১৫ : ৬, ৯
- সালাত বুঝাতে যিক্‌র শব্দের ব্যবহার– ৬২ : ৯
- যিক্‌র করতে হবে দাঁড়ানো, শায়িত ও বসা অবস্থায় তথা ২৪ ঘণ্টা– ৩ : ১৯১
- বেশি বেশি যিক্‌র করার স্থান কর্মস্থল– ৬২ : ১০

যুদ্ধ (কিতাল/হারব)

- যুদ্ধের অনুমতি (আক্রান্তদের)– ২২ : ৩৯
- যুদ্ধ অপ্রিয় হলেও ফরজ করা হয়েছে– ২ : ২১৬
- আল্লহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ– ২ : ২৪৪, ৪ : ৮৪
- অসহায় নর-নারী ও শিশুর জন্যযুদ্ধ করা– ৪ : ৭৫
- সুদ বর্জন না করলে আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা– ২ : ২৭৯
- যুদ্ধের জন্য যে মান ও পরিমাণের বস্তুগত ও সৈন্যগত সমরশক্তি যোগাড় করে রাখতে বলা হয়েছে– ৮ : ৬০
- বিভিন্ন অবস্থায় যে পরিমাণ সমরশক্তি থাকলে মুসলিমরা যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে– ৮ : ৬৫, ৬৬
- যুদ্ধে শহীদ বা গাজী উভয়ের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার– ৪: ৭৫
- বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ– ৮ : ৫, ৩ : ১২৩, ৮ : ১
- ওহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ– ৩ : ১২১-১২২, ১৩৯-১৭৫, ১৯০
- খন্দকের যুদ্ধপ্রসঙ্গ– ৩৩ : ৯-২৪, ২৭
- খাইবারের যুদ্ধপ্রসঙ্গ– ৪৮ : ১৯
- তাবুকের যুদ্ধপ্রসঙ্গ– ৯ : ৩৮, ১২৩
- বনী নযীরের যুদ্ধপ্রসঙ্গ– ৫৯ :২
- যুদ্ধের সময় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা প্রসঙ্গ– ৮ : ১৬
- ফিতনা বন্ধ বা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ– ২ : ১৯৩

র

রিসালাত

- নবী-রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য– ৯ :৩৩, ৪৮ :২৮, ৬১ :৯

- নবীদের দাওয়াত– ১৬ : ৩৬, ৭ : ৫৯, ৬৫, ৮৫; ১১ : ৬১,
- নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা ও আনুগত্য করার নির্দেশ– ৪ : ১৩৬, ৫৯; ৫৯ : ৭
- অমান্য করার পরিণতি– ৩৩ : ৩৬, ৪ : ১৪
- মানুষের মধ্যে নবী-রসূলগণের স্থান– ৪ : ৬৪, ৭ : ১৮৮

রূহ

- রূহ কী?– ১৭ : ৮৫

ল

লেনদেন

- ঋণ ও লেনদেনের সঠিক পদ্ধতি– ২ : ২৮২, ২৮৩

শ

শাফায়াত (সুপারিশ)

- সকল শাফায়াত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইখতিয়ারে– ৩৯: ৪৪
- আল্লাহ ছাড়া কোনো (স্বাধীন) শাফায়াতকারী নেই– ৩২ : ৪, ৬ : ৫১
- শাফায়াত করার জন্য আল্লাহর অনুমতি নিতে হবে– ২ : ২৫৫, ১০ : ৩, ১১ : ১০৫
- জ্ঞানের ভিত্তিতে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া ব্যক্তিগণ শাফায়াত করার অনুমতি পাবে– ৪৩ : ৮৬
- জালিম (কবীরা গুনাহগার) ব্যক্তিদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না– ৪০ : ১৮,২১ : ২৮, ২ : ১২৩
- রসূল (স.)সহ কেউই কোনো ব্যক্তিকে শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করে আনতে পারবে না– ৩৯ : ১৯

শাস্তিদাতা

- ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের আল্লাহ শাস্তি দেন না– ৮ : ৩৩
- আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা– ১৭ : ৫৮
- রব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দাতা– ৪১ : ৪৩
- আল্লাহ উচিৎ শাস্তি দাতা– ৩২ : ২২, ১৪ : ৪৭, ৩৯ : ৩৭

শিরক

- মানুষ যে শিরক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র– ৫৯ : ২৩
- শিরক অতি বড়ো জুলুম (গুনাহ)– ৩১ : ১৩

- শিরক অতি বড়ো গুনাহ– ৪ : ১১৬, ৪ : ৪৮
- শিরক (সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া) মাফ হয় না– ৪ : ১১৬
- পিতা-মাতা শিরক করতে বললে মানা যাবে না– ৩১ : ১৫
- ঈমানের সাথে জুলুম (শিরক) না মিশালে নিরাপত্তা– ৬ : ৮২

স

সম্পদ ও সন্তান

- সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষার বিষয়– ৮ : ২৮, ৩ : ১৪, ১৫; ৬৩ : ৯, ৬৪ : ১৫

সালাত (নামাজ)

- উদ্দেশ্য (অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা)– ২৯ : ৪৫
- শুধু অনুষ্ঠান করায় নেকী নেই নেকী আছে সালাত কায়েম করায়– ২ : ১৭৭
- কুরআনের শিক্ষা স্মরণ ও অনুসরণের লক্ষ্য নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ– ২০ : ১৪
- যে সালাত আদায়কারীকে জাহান্নামে যেতে হবে– ১০৭ : ৪-৭
- জামায়াতে সালাত আদায় করার নির্দেশ– ২ : ৪৩
- জুম'আর সালাতে আযান হলে সকল কাজ বন্ধ রেখে দ্রুত মসজিদে চলে যাওয়ার নির্দেশ– ৬২ : ৯
- সালাত শেষে কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ– ৬২ : ১০
- অন্য নবীদের উম্মতের জন্য সালাত ফরজ থাকা– ২ : ৮৩, ১৪ : ৩৭, ১৯ : ৫৫, ২১ : ৭৩, ১৯ : ৩১
- সালাতে ওয়াক্ত নির্ধারিত– ৪ : ১০৩
- সালাতের পাঁচ ওয়াক্ত– ২০ : ১৩০
- ফজরের ওয়াক্তের ধারণা– ২০ : ১৩০, ৫০ : ৩৯
- যোহরের ওয়াক্তের ধারণা– ১৭ : ৭৮, ২০ : ১৩০, ১১ : ১১৪
- আসরের ওয়াক্তের ধারণা– ২০ : ১৩০, ৫০ : ৩৯
- মাগরিবের ওয়াক্তের ধারণা– ২০ : ১৩০, ১১ : ১১৪
- এশার ওয়াক্তের ধারণা– ১১ : ১১৪
- কসর সালাত– ৪ : ১০১
- ভয়ের সময় সালাত– ৪ : ১০২
- মুনাফিকের জানাজার সালাত নিষেধ– ৯ : ৮৪
- তাহাজ্জুদ সালাত– দেখুন তাহাজ্জুদ শিরোনাম
- সালাত ত্যাগের পরিণাম– ৭৫ : ৩১

- রুকু ও সিজদা– ২২ : ৭৭
- সালাতে কুরআন তেলাওয়াতের স্বরের উচ্চতা– ১৭ : ১১০
- সালাতে যা পাঠ করা হয় তা না বুঝলে সালাতে না যাওয়ার নির্দেশ– ৪ : ৪৩
- সালাতের পূর্বে ওজু, গোসল ও তায়াম্মুম করা– ৫ : ৬, ৪ : ৪৩
- অনুগ্রহ অর্থে সালাত– ৩৩ : ৪৩, ২ : ১৫৭
- নবীর প্রতি সালাত (দরুদ) পড়ার জন্য মু'মিনদের প্রতি নির্দেশ– ৩৩ : ৫৬
- সকল সৃষ্টি তার সালাতের পদ্ধতি (প্রার্থনা পদ্ধতি) জানে– ২৪ : ৪১

সালাম

- সালাম জানানো হলে তার চেয়ে সুন্দর বা অনুরূপ জবাব দেওয়া– ৪ : ৮৬
- সালাম বলে অজ্ঞদের উপেক্ষা করার উপদেশ– ২৮ : ৫৫
- অতিথিকে সালাম জানানো– ১৫ : ৫২
- সফরকালে কেউ সালাম দিলে তাকে 'মু'মিন নও' বলে সালামের উত্তর না দেওয়ার তিরস্কার– ৪ : ৯৪
- ঘরে প্রবেশের সময় স্বজনদের সালাম দেওয়া– ২৪ : ৬১

সিয়াম (রোযা)

- উদ্দেশ্য– ২ : ১৮৩
- ফরজ হওয়ার নির্দেশ– ২:১৮৩
- পূর্ববর্তীদের প্রতিও ফরজ ছিল– ২ : ১৮৩
- যাত্রী ও অসুস্থদের যাত্রা শেষে ও সুস্থ হয়ে সিয়াম পূর্ণ করা– ২ : ১৮৩, ২ : ১৮৫
- সিয়াম পালন করতে সক্ষম কিন্তু তা অতীব কষ্টকর এমন ব্যক্তিদের সিয়াম পালন করা উত্তম, তবে তাদের ফিদিয়া দেওয়ারও অনুমতি আছে– ২ : ১৮৪
- রমাদানে রাতে যৌনসম্ভোগ হালাল– ২ : ১৮৭
- সাহরী ও ইফতারের শেষ সময়– ২ : ১৮৭
- যিহারের কাফ্‌ফারা হিসেবে সিয়াম– ৫৮ : ৪
- কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা হিসেবে সিয়াম– ৫ : ৮৯
- মু'মিন হত্যার কাফ্‌ফারা হিসেবে সিয়াম– ৪ : ৯২
- কুরবানির পশু পাওয়া না গেলে সিয়াম– ২ : ১৯৬

সুদ

- সুদ হারাম ও সুদের অপকারিতা– ২ : ২৭৫-২৮০, ৩০ : ৩৯
- সুদ সংক্রান্ত নির্দেশনা– ৩ : ১৩০, ১৩২

হ

হাজ্জ

- অবশ্য পালনীয়– ২ : ১৯৭
- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাজ্জ ও ওমরাহ করার নির্দেশ– ২ : ১৯৬
- ইবরাহীম (আ.)-কে হাজ্জের ঘোষণা দিতে নির্দেশ– ২২ : ২৭
- নতুন চাঁদ হাজ্জের সময় নির্দেশক– ২ : ১৮৯
- আল্লাহ সচেতনতা (তাকওয়া) হজ্জের উত্তম পাথেয়– ২ : ১৯৭
- হাজ্জের মাস নির্দিষ্ট কয়েকটি (তিনটি)– ২ : ১৯৭
- হাজীদের পানি পান করানো ঈমান ও জিহাদের সমান নয়– ৯ : ১৯

হারাম খাদ্য

- ৪ (চার) ধরনের জিনিস খাওয়া হারাম– ২ : ১৭৩
- ৪ ধরনের জিনিস এবং যে সকল উপায়ে মৃত্যু হলে সে পশু খাওয়া হারাম– ৫ : ৩
- রসূল (স.)-এর প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে ৪ (চার) ধরনের (২ : ১৭৩ ও ৫ : ৩ আয়াতের অনুরূপ) জিনিসের বাইরে কোনো খাদ্য হারাম না পাওয়া– ৬ : ১৪৫
- আল্লাহ পচা নয় এমন যে সকল জিনিস হালাল করেছে তা হারাম না করার নির্দেশ– ৫ : ৮৭

হালাল খাদ্য

- সকল ক্ষতিহীন খাদ্য হালাল– ৫ : ৪
- পৃথিবীর সকল হালাল ও ক্ষতিহীন খাদ্য খাওয়ার অনুমতি– ২ : ১৬৮
- সকল ক্ষতিহীন জিনিস ও আহলে কিতাবদের খাদ্য হালাল– ৫ : ৫
- আল্লাহর দেওয়া সকল হালাল ও ক্ষতিহীন খাদ্য খাওয়ার অনুমতি– ৫ : ৮৮, ১৬ : ১১৪
- আল্লাহ যে ক্ষতিহীন জিনিস হালাল করেছেন তা হারাম না করার নির্দেশ– ৫ : ৮৭

হিকমাত–প্রজ্ঞা শিরোনাম দেখুন

হিজরত

- ঈমান আনার পর হিজরত করা ও না করা ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ– ৮ : ৭২, ৭৪;
- হিজরত করা সম্পর্কে মৃত্যুর ফেরেশতাদের প্রশ্ন– ৪ : ৯৭
- হিজরতকারী পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে– ৪ : ১০০

হিসাব

- হিসাবের দিন ভুলে যাওয়ার শাস্তি কঠিন– ৩৮ : ২৬
- অবাধ্যদের কঠিন হিসাব– ৬৫ : ৮, ১৩ : ১৮
- সহজ হিসাব হবে যাদের– ৮৪ : ৮
- আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী– ২৪ : ৩৯, ৩ : ১৯৯, ৪০ : ১৭, ২ : ২০২, ১৪ : ৫১, ৫ : ৪, ৩ : ১৯ ১৩ : ৪১

হুর– ৫৫ : ৫৮, ৭২, ৭৪; ৫৬ : ২২, ৩৫; ৫২ : ২০, ৪৪ : ৫৪

সুরা : ১

আল ফাতিহা

সূচনা, মাক্কী, আয়াত : ৭, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. সকল প্রশংসা[১] জগৎসমূহের[২] রব[৩] আল্লাহর জন্য।

১. সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য হওয়ার কারণ–

১.১ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

১.২ সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান করেছেন। (৩ : ১১০, ২ : ৩৩)

১.৩ জগৎসমূহের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। (সুরা বাকারা/২ : ২৯, লুকমান/৩১ : ২০)

১.৪ মানব-জীবনকে সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রগতিশীলতার সাথে পরিচালিত করে মৃত্যুর পরের জীবনে অনন্ত শান্তি ভোগ করার জন্য জ্ঞানের উৎস হিসেবে দিয়েছেন– কিতাব, সুন্নাহ ও আকল (Common sense/তারাক্কী/বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান)। কিতাব হলো– আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান বা মানদণ্ড জ্ঞান। সুন্নাহ হলো– আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো– জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান বা ভিত্তি/বুনিয়াদি জ্ঞান। আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

১.৫ প্রদত্ত তিনটি উৎসের মাধ্যমে মানবতার শত্রু ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস/প্রতারণা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ৪ স্তরের নিরাপত্তা সম্বলিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র দিয়েছেন।

প্রবাহচিত্রটি হলো–

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বিস্তারিত জানতে পড়ুন–কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)' (গবেষণা সিরিজ-১২) বইটি।

১.৬ পাঠানো কিতাবকে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে মানুষকে নির্ভুলভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে নবী-রসূল (আ.) পাঠিয়েছেন। যার সর্বশেষ জন মুহাম্মাদ (স.)।

১.৭ মানব জীবনকে সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রগতিশীলতার সাথে পরিচালনা করার জন্য দিয়েছেন প্রয়োজনীয় সকল বিষয়/নিয়ামাত/অনুগ্রহ।*

২. জগৎসমূহ : কয়েক বছর পূর্বেও বিজ্ঞানীরা বলতো 'মহাবিশ্ব'। কিন্তু এখন বলছে 'বিশ্বসমূহ'। অন্যদিকে ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআন বলেছে 'বিশ্বসমূহ'। এটি কুরআন আল্লাহর গ্রন্থ হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ।

৩. রব : সৃষ্টিকর্তা, লালনপালনকারী, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, আয়ুদাতা, হুকুমদাতা, আইনদাতা, জীবনসামগ্রী দাতা, সম্মান দাতা, সন্তান দানকারী

ইত্যাদি তথা জীবন সম্পর্কিত সকল প্রয়োজন পূরণকারী।
* এর সমর্থনে মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইবন যাঝী (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে, *আত-তাসহীলু লি উলূমিত তানযীল*, (কুয়েত : দারুদ দিয়া', ২০১৩ হি.), খ. ১, পৃ. ১৭৭-১৭৯।

২. (যিনি) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

৩. (যিনি) বিচারদিনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

৪. আমরা শুধু আপনার দাসত্ব করি[১] এবং আমরা শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করি। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্তগুলো হলো– ৪, ৬ বা ৮টি।

মু'মিনের জন্য সে শর্তগুলো হলো–
ক. কাজটি পালন করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখা।
খ. কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং কাজটি পালন করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা।
গ. আল্লাহর প্রণয়ন করা ও জানিয়ে দেওয়া পাথেয় জানা এবং পাথেয়কে কাজটির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয়/মাধ্যম মনে করে পালন করা।
ঘ. আল্লাহর জানানো ও রসূল (স.)-এর দেখানো নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে কাজটির অনুষ্ঠান করা।
ঙ. আনুষ্ঠানিক কাজের ক্ষেত্রে– প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা (আনুষ্ঠানিক কাজ হলো সে কাজ– যা করতে সকলকে একই ধরনের অনুষ্ঠান (কাজ) করতে হয়। যেমন– স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির কর্মকাণ্ড, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি)।
ছ. আনুষ্ঠানিক কাজের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে গ্রহণ করা শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।
জ. ব্যাপক কর্মকাণ্ড ধরনের কাজের (জীবন পরিচালনা করা, রসূল স.-এর অনুসরণ করা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া।
ঝ. ব্যাপক কর্মকাণ্ড ধরনের কাজে থাকা বিভিন্ন বিষয়, জানিয়ে দেওয়া গুরুত্বানুযায়ী আগে ও পরে পালন করা।
(প্রথম ৪টি শর্ত সাধারণ তথা সকল কাজের জন্য প্রযোজ্য। ৬টি (৪+২) শর্ত আনুষ্ঠানিক কাজের জন্য প্রযোজ্য। ৮টি তথা সবগুলো শর্ত ব্যাপক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রযোজ্য।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আন'আম/৬ : ১৬২;সোয়াদ/৩৮ : ২৭; বাকারা/২ : ৮৫, ৮৬, ১৪৩, ১৭৭; হজ্জ/২২ : ৩৭; মায়েদা/৫ : ৬; মাউন/১০৭ : ৪-৭ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত' (গবেষণা সিরিজ- ৫) নামক বইটি।

৫. আমাদেরকে (জীবন পরিচালনার) স্থায়ী পথটি[১] প্রদর্শন করুন।

১. জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ–

- **প্রথমে** জন্মগতভাবে পাওয়া তথা বুনিয়াদি/ভিত্তি (Basic) জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/ বিবেককে আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ এবং মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হওয়া। তবে এ পর্যায়ে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে।
- **তারপর** সে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও অন্যান্য অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ জানা/জানার চেষ্টা করা।
- **অতঃপর** অনুসরণ করার মাধ্যমে অনুগ্রহসমূহের কল্যাণ উপলব্ধি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (শোকর আদায় করা)।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন–কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা' (গবেষণা সিরিজ-৩৯) বইটি।

৬. (সে পথ), যে পথে চলা ব্যক্তিদের ওপর আপনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন[১]। ও ৭. নয় (তাদের পথ) যে পথে চলা ব্যক্তিদের ওপর (অতাৎক্ষণিকভাবে আপনার) গজব পড়েছে[২] এবং নয় (তাদের পথও) যারা পথভ্রষ্ট।

১. সে পথ– যে পথে চলা ব্যক্তিগণ আপনার তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী অনুগ্রহ/কল্যাণ পেয়েছে।

২. সে পথ নয়–যে পথে চলা মানুষদের ওপর আপনার তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী গজব পড়েছে।

(কথা দুটি এ ধরনের– হে আল্লাহ! বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের আমি– সুন্নী,

শীয়া, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জাম'য়াত, আহলে হাদীস, হানাফী, শাফে'য়ী, হাম্বলী, আধ্যাত্মবাদী ইত্যাদি রূপে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পীর, কংগ্রেসী উলামা, আওয়ামী উলামা, জাতীয়তাবাদী উলামা, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, খেলাফত আন্দোলন, তাবলীগ জামাত ইত্যাদি দল-উপদলে বিভক্তদেখি। প্রত্যেক দল বলে তারা সঠিক পথে আছে, অন্যরা ভ্রষ্ট, গোমরাহ ইত্যাদি। বুঝতে পারছি না কোন দলকে অনুসরণ করবো। তাই পূর্বে যারা কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়নি, তাদের পথের সন্ধান আমি আপনার কাছে চাচ্ছি।)

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নাজম/৫৩ : ৩৯; কাহাফ/১৮ : ২৯; রা'দ/১৩ : ১১; রুম/৩০ : ৪১; নিসা/৪ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৪) বইটি।

সুরা ফাতিহার কথোপকথন ভিত্তিক তাফসীর

ইবনে মাযাহ, হাদীস নং ৩৭৮৪ এবং সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসায়ীতে উল্লিখিত ও আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে– সালাত হলো আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সাক্ষাৎ ও প্রার্থনা। অর্থাৎ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা। আর ঐ প্রার্থনার সময় সালাত আদায়কারী ও আল্লাহর মধ্যে যে কথোপকথন হয়, সেটিই হলো সুরা ফাতিহা। সুরাটিতে আল্লাহর কথা উহ্য এবং বান্দার কথা লিপিবদ্ধ আকারে আছে। হাদীসগুলোর বক্তব্য এরূপ–

যখন বান্দা বলে, ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ তখন আল্লাহ বলেন– আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো। যখন বান্দা বলে, ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ তখন আল্লাহ বলেন– আমার বান্দা আমার গুণ গাইলো। যখন বান্দা বলে, مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ তখন আল্লাহ বলেন– আমার বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করলো। যখন বান্দা বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ বলেন– আমার ও বান্দার মধ্যে এটিই সম্পর্ক যে, সে শুধু আমারই দাসত্ব করবে এবং শুধু আমারই কাছে চাইবে। আর যখন বান্দা বলে, صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ তখন আল্লাহ বলেন– এটা আমার বান্দার জন্য রইলো। আর আমার বান্দার জন্য তাই যা সে চাইলো।

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে যেতে বলেছেন। যেমন, আল্লাহ বলেছেন–

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে) চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

উল্লিখিত হাদীসের বক্তব্যের সাথে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক এবং মুসলিম উম্মাহর বর্তমান কালের বাস্তব অবস্থা মেলালে সহজেই বোঝা যায় বর্তমান যুগে কথোপকথনটি হবে এরকম–

সালাত আদায়কারীর কথা

প্রার্থনার চিরসত্য একটি নিয়ম হলো, যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে প্রথমে তার প্রশংসামূলক কিছু কথা বলা। সালাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারী তাই প্রথমে আল্লাহর প্রশংসামূলক তিনটি কথা বলে। যথা–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য। (যিনি) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। (যিনি) বিচারদিনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

ব্যাখ্যা : সালাত আদায়কারী বলছে– হে আল্লাহ! আমরা যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এ দুনিয়ায় বেঁচে থেকে আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারছি এ জন্য সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য শুধু আপনি। কোনো নেতা, পীর, বুজুর্গ, চিকিৎসক ইত্যাদি নয়।

এভাবে সালাত আদায়কারী তিনটি বিষয়ে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দেয়–

১. আল্লাহ হচ্ছেন মহাবিশ্বের রব

আরবী ভাষায় রব শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হয়–

ক. মনিব বা প্রভু।

খ. লালন-পালনকারী বা তত্ত্বাবধায়ক।

গ. আদেশদাতা, আইনদাতা, শাসক বা বিচারকর্তা।

সালাত আদায়কারী এই সকল অর্থে স্বেচ্ছায় আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয়।

২. আল্লাহ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

বাস্তবতা হলো– রোগব্যাধি ও অন্য অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা যে এ দুনিয়ায় বেঁচে আছি এটি আল্লাহর দয়া। তিনি দয়া না

করলে আমরা কেউই পরকালেও শান্তিতে থাকতে পারব না। তিনি মাফ করার জন্যই বসে আছেন। শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়। আমরা যদি কুরআনে বর্ণিত মৌলিক কাজগুলো অন্তত করতে পারি তবে তিনি ছোটোখাটো সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। এ কথা পবিত্র কুরআনে তিনি অনেকবার উল্লেখ করেছেন। আল্লাহকে দয়ালু ও করুণাময় বলার মাধ্যমে সালাত আদায়কারী স্বেচ্ছায় এ কথাগুলোরই স্বীকৃতি দেয়।

৩. আল্লাহ বিচার দিনের মালিক

এ কথা বলে সালাত আদায়কারী আল্লাহকে জানিয়ে দেয়– শেষ বিচারের দিনে সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহর। ইসলামের বড়ো নিষিদ্ধ কাজগুলো (কবীরা গুনাহ) হতে মুক্ত না হয়ে আমরা যদি পরকালে চলে যাই তবে কোনো পীর, বুজুর্গ, শহীদ, এমনকি নবীও আমাদেরকে বাঁচাতে পারবেন না।

তাইতো রাসুল (স.) নবুয়াত পেয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় মেয়ে ফাতেমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন– হে ফাতেমা! তুমি যদি আল্লাহর আনুগত্য না করো তবে সেই বিচার দিনে, তোমার পিতা আমি মুহাম্মাদও তোমাকে শাস্তি হতে বাঁচাতে পারবো না। আল্লাহকে বিচার দিনের মালিক বলার মাধ্যমে সালাত আদায়কারী স্বেচ্ছায় এ কথাগুলোরই স্বীকৃতি দেয়।

আল্লাহর প্রশ্ন

সালাত আদায়কারীর প্রশংসামূলক কথা শুনে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন– কে তুই আমার প্রশংসা করছিস? কী তোর পরিচয়?

সালাত আদায়কারীর জবাব

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

আমরা শুধু আপনার দাসত্ব করি এবং আমরা শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই।

ব্যাখ্যা : সালাত আদায়কারী তার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে বলছে– সে তাঁর একজন দাস। দাসত্ব করা মানে হুকুম মেনে চলা। যা হুকুম তাই আইন, আর যা আইন তাই হুকুম। তাই, সালাত আদায়কারী আল্লাহকে বলছে– আমি সেই ব্যক্তি, যে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা অন্য কারও নয়, শুধু আপনারই আইন (বিধান) মেনে চলি।

সালাত আদায়কারী আরও বলছে– আমি শুধু আপনার কাছে সাহায্য চাই।

কারণ আমি জানি নেতা, পীর, বুজুর্গ কারোরই ক্ষমতা নেই, আপনার কাছ হতে জোর করে কিছু আদায় করে দেওয়ার। তাই পীর, বুজুর্গ বা অন্য কাউকে নজর-নেয়াজ বা অন্যভাবে ঘুষ দিয়ে খুশি করে তা দিয়ে আপনার কাছ হতে কিছু আদায় করে নেওয়ার মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না।

আল্লাহর জিজ্ঞাসা

বেশ জানলাম তোর পরিচয়। এখন বল, তুই কী চাস?

সালাত আদায়কারীর উত্তর

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

আমাদেরকে (জীবন পরিচালনার) স্থায়ী (স্থায়ী ও সঠিক) পথটি প্রদর্শন করুন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর তুই কী চাস প্রশ্নের উত্তরে সালাত আদায়কারী একটিমাত্র বিষয় চেয়েছে। তা হলো স্থায়ী পথ। লক্ষণীয় হলো– যে ব্যক্তি স্থায়ী পথের সন্ধান আল্লাহর কাছে চাচ্ছে তার পূর্বে বলা বা স্বীকার করা কয়েকটি কথা হলো–

- সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
- আল্লাহ মহাবিশ্বের রব।
- আল্লাহ শেষ বিচার দিনের মালিক।
- চব্বিশ ঘণ্টার জীবনে সে শুধু তাঁরই আইন মেনে চলে এবং শুধু তারই কাছে সাহায্য চায়।

কথাসমূহ হতে সহজে বোঝা যায়– সালাত আদায়কারী কাফের (নাস্তিক), কমিউনিস্ট বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নয়। সে একজন পাকা ঈমানদার মুসলিম এবং ইসলামকেই সে তার জীবনব্যবস্থা হিসাবে বেছে নিয়েছে। তাহলে কেন সেই ব্যক্তি আল্লাহর কী চাস প্রশ্নের উত্তরে অন্য কিছু না চেয়ে স্থায়ী পথের সন্ধান চাইল? বেশ চিন্তার বিষয়, তাই না? আল্লাহর সাথে সালাত আদায়কারীর পরবর্তী কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

আল্লাহর জিজ্ঞাসা

সালাত আদায়কারীর স্থায়ী পথ চাওয়ার উত্তরে আল্লাহ বলেছেন– আচ্ছা বান্দা! এতক্ষণের কথাবার্তায় তো বোঝা যায় তুই ইসলামের সঠিক পথেই আছিস। কিন্তু এরপরও তুই আমার কাছে স্থায়ী পথের সন্ধান চাচ্ছিস। এই স্থায়ী পথ বলতে তুই কী বুঝাতে চাচ্ছিস খুলে বলতো? (আল্লাহ তা'য়ালা

মানুষের মনের কথা জানেন। তাই তাঁর এ ধরনের প্রশ্ন করার কারণ হলো মানুষকে শেখানো)।

সালাত আদায়কারীর জবাব

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ.

(সে পথ), যে পথে চলা ব্যক্তিদের ওপর আপনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। নয় (তাদের পথ) যে পথে চলা ব্যক্তিদের ওপর (অতাৎক্ষণিকভাবে আপনার) গজব পড়েছে এবং নয় (তাদের পথও) যারা পথভ্রষ্ট।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ স্থায়ী পথের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়াতে সালাত আদায়কারী বলছে– হে আল্লাহ! সঠিক পথ বলতে আমি ঐ পথ বুঝাতে চাচ্ছি, যে পথে চলে পূর্ববর্তীরা সফলকাম হয়েছেন এবং অভিশপ্ত বা পথভ্রষ্ট হননি। কারণ, আমি তো ইসলাম পালনের ব্যাপারে মুসলিমদের বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত দেখছি। যেমন–

- সুন্নী, শীয়া।
- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জাম'য়াত, আহলে হাদীস।
- হানাফী, শাফে'য়ী, হাম্বলী ও মালেকী।
- ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে– পীর, কংগ্রেসী উলামা, আওয়ামী উলামা, জাতীয়তাবাদী উলামা, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, খেলাফত আন্দোলন, তাবলীগ জামাত, অলি-আওলিয়া ইত্যাদি।

প্রত্যেক দলের অনুসারীদের চেহারা ও বেশ-ভূষায় ইসলামের অনুসারী বলে মনে হয়। কাউকে কাউকে চেহারা ও বেশভূষা দেখে বিরাট কামেল লোক মনে হয়। আবার কথাবার্তায় প্রত্যেকে দাবি করেন তারাই সঠিক ইসলামের পথে আছেন। অন্যরা পথভ্রষ্ট। তাই আমি কাদের পথ অনুসরণ করবো এ ব্যাপারে ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে গেছি। আর তাই পূর্বে যারা পুরস্কৃত হয়েছে, অভিশপ্ত বা পথভ্রষ্ট হয়নি, তাদের পথের সন্ধান আমি আপনার কাছে চাচ্ছি।

আল্লাহর উত্তর

বান্দা তোমরা এ বিপদে পড়বে এটি আমার জানা আছে। এ বিপদ হতে উদ্ধারের জন্যই আমি সালাতে সুরা ফাতিহা পড়ার পর কুরআনের অন্য

কিছু অংশ পড়া বাধ্যতামূলক করে, কুরআন ভুলতে না পারার ব্যবস্থা করেছি। কারণ–

১. স্থায়ী তথা স্থায়ীভাবে সঠিক পথ হচ্ছে কুরআনের পথ। তাই, যাদের কুরআনের জ্ঞান আছে তারা সহজেই বুঝতে পারবে কোন দল সঠিক পথে ও কোন দল ভুল পথে আছে। অর্থাৎ কাদের অনুসরণ করা যাবে ও কাদের অনুসরণ করা যাবে না।

২. আর ঐ কুরআনে আমি বলে রেখেছি-

اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ... ...

তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তা অনুসরণ করো এবং তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। ... ...

(সুরা আ'রাফ/৭ : ৩)

আর তাইতো আমি ৫ ওয়াক্ত সালাতের ফরজ রাকায়াতের প্রথম দুই রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর অন্য যেকোনো সুরার ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত পড়া বাধ্যতামূলক রেখেছি। যেন সালাত আদায়কারী কোনোভাবে কুরআনের বক্তব্য ভুলে যেতে না পারে।

সুরা ফাতিহার ওপরে উল্লিখিত সাধারণ ও কথোপকথনমূলক ব্যাখ্যা জানার জানার পর এখন সহজে বলা যায়–

১. সুরা ফাতিহা হলো কুরআনের শিক্ষার সারসংক্ষেপ।

২. সুরা ফাতিহার মাধ্যমে সালাতের বাইরে অধ্যয়ন করে পুরো কুরআনের শিক্ষা (ইসলামী দর্শন) স্মরণে রাখার তাকিদ আছে। সালাত আদায়কারীকে প্রতিদিন কমপক্ষে ১৭ বার (ফরজ রাকায়াত সংখ্যা) এ তাকিদ শুনতে হয়।

৩. সুরা ফাতিহার মর্যাদা অন্য সকল সুরার একত্রিত মর্যাদার সমান।

➢ সুরা ফাতিহা প্রথমে নাযিল না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুমতিক্রমে রসূল (স.) যখন কুরআনের সুরাসমূহ বিন্যাস করেছেন তখন সুরা ফাতিহাকে প্রথমে এনেছেন। এটির কারণ হলো– আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল মুসলিম জাতি নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং সাধারণ মুসলিমরা কোন দল সঠিক পথে আছে বা কোন দলকে অনুসরণ করবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ভীষণ অসুবিধায় পড়বে। তাই, তিনি সুরা ফাতিহাকে প্রথমে আনার মাধ্যমে এ তথ্যটি জানিয়ে দিয়েছেন যে– কোনটি সঠিক ইসলামের পথ তথা কোন দলকে

অনুসরণ করতে হবে সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হলে ব্যক্তিকে সুরা ফাতিহার পর পুরো কুরআন বুঝে পড়ে ইসলামের সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হবে। অতঃপর যে দলের কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মের সাথে কুরআনের বক্তব্যের মিল পাওয়া যাবে সে দল সঠিক ইসলামের পথে আছে বলে ধরতে হবে এবং সে দলকে অনুসরণ করতে হবে।

- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ সুরা ফাতিহার অংশ কি না এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। অধিকাংশের মতে এটি সুরা ফাতিহার অংশ নয়। তবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' যে কুরআনের অংশ তাতে কারও দ্বিমত নেই। যারা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'-কে সুরা ফাতিহার অংশ মনে করেন না, তারা صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ অংশটিকে ২টি আয়াত ধরেছেন। আর যারা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'-কে সুরা ফাতিহার অংশ মনে করেন, তারা এ অংশটিকে সুরা ফাতিহার একটি আয়াত ধরেছেন।

সুরা : ২

আল বাকারা

গরু, মাদানী, আয়াত : ২৮৬, রুকু : ৪০

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ লাম মীম[১]।

১. অনেক সুরার শুরুতে এ ধরনের আয়াত (হুরুফে মুকাত্তায়াত) রয়েছে। সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতে এ সকল আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা করাকে মনে বক্রতা থাকা লোকদের কাজ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

২. (এটি) সেই কিতাব[১] যাতে কোনো সন্দেহ নেই।[২] (এটি) একটি পথনির্দেশিকা (Manual)[৩], আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের[৪] জন্য।

১. কুরআন হলো সেই প্রতিশ্রুত পরিপূর্ণ কিতাব যেটি আসার ঘোষণা পূর্বের সকল আল্লাহর কিতাবে আছে।*

* *তাফসীরে হাক্কী*-তে এর সমর্থনে বক্তব্য রয়েছে, খ. ১, পৃ. ২৯।

২. বক্তব্যটির মাধ্যমে দুটি বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

ক. মানুষ সাধারণত Common sense/আকলের বাইরের বা বিরোধী বিষয়ে সন্দেহে পড়ে যায়। তাই, বক্তব্যটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা বা বোঝা যায় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়) এমন বিষয়ে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের স্থায়ীভাবে বাইরের/ বিরোধী কোনো বিষয় কুরআনে নেই (সুরা আলে ইমরান/৩ : ৭)।

খ. কুরআনে কোনো ভুল তথ্য নেই। অর্থাৎ অতীতে ছিল না, বর্তমানে নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। কারণ– এটির পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিত হওয়া থেকে রক্ষা ও প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন (সুরা হিজর/১৫ : ৯)।

৩. জটিল যন্ত্রের পরিচালন পদ্ধতি ধারণকারী গাইড বইয়ের (Manual) মতো মানব জীবনের আল্লাহ প্রদত্ত গাইড গ্রন্থ কুরআনে আছে মানুষের জীবনের সব (ধর্ম, সাধারণ জ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, বিশেষায়িত বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, পরকাল ইত্যাদি) প্রধান দিকের সকল মৌলিক তথ্য। আর ঐ তথ্যগুলো আছে বিস্তারিত, সংক্ষিপ্ত বা ইঙ্গিত আকারে। আল কুরআনে মানব-জীবনের একটিমাত্র

অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুত সালাত) উল্লেখ আছে। এটি রসুল (স.)-এর জন্য অতিরিক্ত ফরজ ছিল বলে রাখা হয়েছে।**

** এর সমর্থনে সাইয়েদ তানত্বাভী (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ১২।

৪. 'তাকওয়া' শব্দের আভিধানিক অনেক অর্থ আছে। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির সর্বোত্তম অর্থ হবে আল্লাহ সচেতনতা। আর 'মুত্তাকী' হলো আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি। চিকিৎসা সচেতন ব্যক্তি বলতে বোঝায় যিনি শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য জানে ও মানে। তেমনি আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি হলেন সে ব্যক্তি যিনি আল্লাহর দেওয়া বা জানানো তথ্য/জ্ঞান জানেন ও মানেন। ঐ জ্ঞানের মধ্যে আছে আল্লাহর ভালোবাসা, ভয়, সত্তা, গুণাবলি, আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। ঐ তথ্যগুলোর অনেকগুলো রুহের জগতে নিজের সামনে রেখে প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি নিয়ে (আ'রাফ/৭ : ১৭২, ১৭৩) এবং পরে নিজে ক্লাস নিয়ে সকল রুহকে (বাকারা/২ : ৩১) আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ঐ জ্ঞানসমূহ উৎস আকারে সকল মানব ভ্রূণের ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain) 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছেন (আশ শামস্/৯১ : ৭, ৮)।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র- ১৭

জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো– Common sense/আকল/তারাক্বী/বোধশক্তি/বিবেক/কাণ্ডজ্ঞান। তাই, পৃথিবীর Common sense/আকল-সম্পন্ন সকল মানুষ কম বেশি আল্লাহ-সচেতন। সাধারণ নৈতিকতার বিষয়সমূহকে পৃথিবীর সকল মানুষ এ উৎসটির ভিত্তিতেই জানে এবং কম-বেশি মানে। জ্ঞানের অন্য সকল উৎস তথা কুরআন, সুন্নাহ, অর্জিত সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান), ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদিকে ব্যবহার করতে হবে জন্মগতভাবে পাওয়া উৎসটির জ্ঞানের মান (Analytic/Processing power) ও পরিধিকে উৎকর্ষিত/বৃদ্ধি করার জন্য।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র- ১৮

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটার তৈরি করার সময় এটিকে বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Analytic/Processing power) ও কর্মনীতি (Programme) দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর অতিরিক্ত জ্ঞান (RAM) যোগ করলে

কম্পিউটারের শক্তি বেড়ে যায়। মহান আল্লাহ তদ্রূপ Common sense/আকল/বিবেক নামক জ্ঞানের শক্তি/উৎসকে জন্মগত/সৃষ্টিগতভাবে দিয়েছেন বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Analytic/Processing power) ও কর্মনীতি (Programme)। অতিরিক্ত জ্ঞান যোগ করলে বা করতে পারলে এ শক্তিটির ক্ষমতা বেড়ে যায়।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র- ১৪**

৩. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[১]

১. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের মাধ্যমে বুনিয়াদি (Basic) মাত্রার আল্লাহ-সচেতন হওয়া ব্যক্তিদের সচেতনতার মান ও পরিধি বাড়ানোর কয়েকটি বিশেষ দিক হলো– অদৃশ্যে বিশ্বাস করা, সালাত কায়েম করা (সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করা) এবং আল্লাহ তাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করা।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৭৭, ১৪৩; মায়েদা/৫ : ৬; জুম'য়া/৬২ : ৯; মাউন/১০৭ : ৪-৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' (গবেষণা সিরিজ-৩) নামক বই।

৪. আর যারা তোমার ওপর ও তোমার পূর্ববর্তীদের ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং আখিরাতের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।[১]

১. আল্লাহ-সচেতনতার মাত্রা ও পরিধি বাড়ানোর আরও দুটি বিশেষ দিক হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর ওপর অবতীর্ণ হওয়া কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও পূর্ববর্তীদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া কিতাবে বিশ্বাস করা এবং আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

৫. তারাই তাদের রবের কাছ থেকে আসা সঠিক পথের ওপর রয়েছে। আর তারাই সফল।

৬. নিশ্চয়যারা (এ বিষয়গুলো) অস্বীকার করে, তুমি তাদের সতর্ক করো বা না-ই করো, তাদের জন্য সমান, (আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায়) তারা ঈমান আনবে না।[১]

১. কারণ হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং কাহিনি বিরোধী চিন্তা-

ভাবনা, কথা বলা ও কাজ করার কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল এমন অবদমিত হয়ে যায় যে, প্রকৃতি থেকে তারা সঠিক শিক্ষা নিতে পারে না। তাই, তাদের পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব হবে না।

৭. (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ তাদের মন ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের ওপর রয়েছে আবরণ[১]। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

১. কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং কাহিনি বিরোধী তথা ভুল চিন্তা-ভাবনা, কথা বলা ও কাজ করার কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের মন তথা মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস (Common sense/বিবেক) অবদমিত হতে হতে সেটিতে মোহর লেগে গেছে (কম্পিউটারের ভাষায় সেটি Hang হয়ে গেছে)। এ কারণে সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী তারা সঠিক/সত্য/ইসলাম সম্মত বিষয় কানে শোনার পরও বুঝতে পারে না। আবার সঠিক/সত্য/ইসলাম সম্মত বিষয় চোখে দেখা/দেখে পড়ার পরও বুঝতে পারে না। ফলে তারা ইসলাম অনুসরণ করতে পারে না। তাই, তাদের ভোগ করতে হবে কঠোর শাস্তি। আয়াতটি থেকে জানা যায়– Common sense/বিবেক মহান আল্লাহর দেওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আনফাল/৮ : ২২ ও ২৯; ইউনুস/১০ : ১০০; মূলক/৬৭ : ১০; আল আন'আম/৬ : ১১১; হাজ্জ/২২ : ৪৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' (গবেষণা সিরিজ-৬) নামের বই।

রুকু : ২

৮. আর মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে– আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ তারা মু'মিন নয়।

৯. তারা আল্লাহ ও যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে প্রতারণা করে, আসলে তারা নিজেদের সাথেই প্রতারণা করে কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।

১০. তাদের মনে (ক্বলব) রয়েছে রোগ। অতঃপর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) সে রোগ আরও বাড়িয়ে দেন।[১] আর মিথ্যা বলার কারণে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. আল্লাহর তৈরি মনের রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন/বিধান) অনুযায়ী নেতিবাচক চিন্তা, কথা ও কাজ করার কারণে সে রোগ আরও বেড়ে গেছে।

১১. আর যখন তাদের বলা হয় তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, তারা বলে– নিশ্চয় আমরা শান্তি স্থাপনকারী।

১২. প্রকৃতপক্ষে তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

১৩. আর যখন তাদের বলা হয়– লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো, তখন তারা বলে– আমরা কি ঈমান আনবো নির্বোধদের[১] মতো? (আল্লাহ বলেন–) প্রকৃতপক্ষে ওরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তি।

১৪. আর তারা যখন মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে– আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন নির্জনে তাদের শয়তানদের (বন্ধুদের) সাথে মিলিত হয় তখন বলে– নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা কেবল (ওদের সাথে) উপহাসকারী।

১৫. আল্লাহও তাদের (মুনাফিকদের) সাথে উপহাস করেন এবং তাদের তিনি অবকাশ দেন নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য।

১৬. ওরাই সঠিক পথের বিনিময়ে ভুলপথ ক্রয় করেছে, কিন্তু তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত নয়।

১৭. তাদের উদাহরণ এমন যে, এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো; অতঃপর যখন আগুন তার চারপাশ আলোকিত করলো (তখন অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ তার আলো কেড়ে নিলেন এবং তাকে এমন এক অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন যেখানে সে কিছুই দেখতে পায় না।[১]

১. তাদের উদাহরণ এমন যে– এক ব্যক্তি জ্ঞানের আলো জ্বালালো এবং যখন সে আলো তার চারপাশ আলোকিত করলো তখন ইচ্ছা ও চেষ্টা না থাকায় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সে ঐ জ্ঞানের আলোর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো এবং এমন এক জ্ঞানের অন্ধকারে চলে গেল যেখানে সে সত্য/সঠিক বিষয় দেখে বা শুনে বুঝতে পারে না।

১৮. (তারা কার্যত) বধির, বোবা ও অন্ধ। তাই তারা ফিরে আসবে না।[১]

১. তাই, তারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী সঠিক পথে ফিরে আসবে না।

১৯. অথবা (তাদের উদাহরণ) আকাশ থেকে মুষলধারে বর্ষিত হওয়া বৃষ্টির মতো, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রপাত ধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক। বজ্রপাতের শব্দ শুনে তারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের কানে আঙুল এঁটে দেয়। আর আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ঘিরে রেখেছেন।

২০. বিদ্যুৎ-চমক যেন এখনই তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে। যখনই তা তাদেরকে আলোকিত করে তখন এর মাধ্যমে তারা পথ চলে এবং যখন তাদের ওপর অন্ধকার নেমে আসে তখন তারা দাঁড়িয়ে যায়। তবে আল্লাহ যদি (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করেন তবে অবশ্যই তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

রুকু : ৩

২১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের (উপাসনামূলক) ইবাদাত পালন করো[১]। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তীদের, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন হতে পারো[২]।

১. হে মানুষ! তোমাদের রবের দাসত্বের শর্তপূরণ করে উপাসনামূলক ইবাদাতগুলো (সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি) পালন করো। (দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা, আয়াত নং-৫)।

২. ইবাদাতসমূহসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারো।

২২. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন এবং (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) এর সাহায্যে তোমাদের জন্য রিযিক স্বরূপ বিভিন্ন ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেন।[১] তাই জেনে-বুঝে তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিও না।

১. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন এবং যার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী, আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়, অতঃপর এর সাহায্যে তোমাদের জন্য রিযিক স্বরূপ বিভিন্ন ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়।

২৩. আর তোমাদের যদি তাতে সন্দেহ হয় যা আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছি, তাহলে তোমরা অনুরূপ একটি (সুরা প্রণয়ন করে) আনো এবং তোমরা ডাকো আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সহযোগীদের, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

২৪. তবে যদি তোমরা (তা) করতে না পারো, আর কখনই তোমরা তা করতে পারবে না, সুতরাং তোমরা ভয় করো সেই আগুনকে যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

২৫. আর (হে নবী), তুমি সুসংবাদ দাও যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে[১] (এই বলে যে,) নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে এমন সব জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে। যখনই কোনো ফল তাদের খেতে দেওয়া হবে তারা বলে উঠবে এ ধরনের ফল পূর্বেও আমাদের দেওয়া হতো। বস্তুত তাদেরকে সাদৃশ্যপূর্ণ (কিন্তু ভিন্ন স্বাদের) ফল দেওয়া হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র জুড়িগণ। আর তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

১. আল কুরআনের অসংখ্য স্থানে ঈমান আনা এবং সৎকাজ করা তথা আমল করা বিষয় দুটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই, ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না। ঈমান হলো মনের বিশ্বাস। আর আমল/কাজ হলো মনে ঈমান থাকার প্রমাণ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আলে ইমরান/৩ : ১০৩; আনকাবুত/২৯ : ২; বাকারা/২ : ১৭৮, ১৮৩; জুম'য়া/৬২ : ৯; আসর/১০৩ : ৩ ইত্যাদি ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-১৪) নামক বইটি।

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না– মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে।[১] যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য।[২] আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?[৩] (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।[৪] আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।[৫]

১. কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্য কথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

২. যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নিবে যে– প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও

কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করার জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩. যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

৪. কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/ বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

অন্যদিকে কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ব্যবহার করার কারণে অনেকে সঠিক পথ পায়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব

শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

পরিপূরক তথ্য ধারণকারী আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি **এবং** সুরা নিসা/৪ : ৮২; বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব' (গবেষণা সিরিজ-৩৪) **এবং** 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা' (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামের বইটি। ।

২৭. যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার[১] করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যেসব সম্পর্ক[২] যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

১. রুহের জগতে করা অঙ্গীকার, সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২ ও ১৭৩।*

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক।

* এর সমর্থনে আসআদ হাওমিদ (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে, *আইসারুত তাফাসীর*, পৃ. ৩৪।

২৮. তোমরা কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করো অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন? এরপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তোমাদের জীবন দান করবেন, অতঃপর তাঁর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।[১]

১. এরপর তাঁর তৈরি মৃত্যুর প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তোমাদের মৃত্যু ঘটবে, তারপর তোমরা আবার জীবিত হবে, অতঃপর তাঁর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

২৯. তিনিই তোমাদের জন্য[১] পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাত আকাশে বিন্যস্ত করলেন। আর তিনি সর্ববিষয়ে নিখুঁত জ্ঞান রাখেন।

১. কল্যাণের জন্য।

রুকু : ৪

৩০. আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন– নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে এক খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে যাচ্ছি। তারা বললো– আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাতে যাচ্ছেন যে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও আপনার মহিমা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন– নিশ্চয় আমি (সে বিষয়ে) অধিক জানি যা তোমরা জানো না[১]।

১. 'নিশ্চয় আমি সে বিষয়ে অধিক জানি যা তোমরা জানো না' বক্তব্যটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– ফেরেশতাগণ যে দুটি কথা বলেছে তার কোনোটির জন্য তিনি পৃথিবীতে মানুষ পাঠাতে চাচ্ছেন না। অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও রক্তপাত ঘটানো তথা অন্যায় কাজ এবং আল্লাহর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা তথা উপাসনামূলক কাজ করা মহান আল্লাহর পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণের উদ্দেশ্য নয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা ছোয়াদ/৩৮ : ২৭; আলে ইমরান/৩ : ১৯০, ১৯১; বাকারা/২ : ৩০, ১৪৩, ১৮২; আলে ইমরান/৩ : ১১০; আশ্ শামস্/৯১ : ৭-১০; হাজ্জ/২২ : ৩৭; যারিয়াত/৫১ : ৫৬; আন'আম/৬ : ১৬৫ ইত্যাদি ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন- কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-১) নামের বইটি।

৩১. অতঃপর তিনি আদমকে সকল ইসম[১] শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে ঐ সকল ইসম সম্পর্কে বলো যদি তোমরা স্থিরচিত্ত (Constant)[২] হয়ে থাকো।

১. আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব-জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

যদি বলা হয় আল্লাহ তা'য়ালা মানব-জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানবজাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো– আরবী ভাষায় নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত), সর্বনাম ও ক্রিয়া-বিশেষণ 'ইসম'-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব-জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক

ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।* পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, মানবাধিকার, বান্দার হক ধরনের বিষয়। এ বিষয়গুলো মানুষ আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারে। কারণ, পরবর্তীতে আল্লাহ তা'য়ালা 'ইলহাম' নামক ব্যবস্থার মাধ্যমে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় সকল ভ্রূণের ব্রেইনে বিষয়গুলো দিয়ে দিয়েছেন (সুরা আশ শামস/৯১ : ৭, ৮)।**

* এর সমর্থনে মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী (র.) ও আছ-ছা'লাবী (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে, যথাক্রমে– আত-তাফসীরুল ওয়াসীত, পৃ. ৫৬; আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ১৮।

** এর সমর্থনে মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী (র.), আন-নিশাপুরী (র.), জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে, যথাক্রমে– আত-তাফসীরুল ওয়াসীত, পৃ. ৫৬; আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ, পৃ. ১০; তাফসীরে জালালাইন, খ. ১, পৃ. ৩৮।

২. ফেরেশতারা স্থিরচিত্ত (Constant)। অর্থাৎ ফেরেশতাদের কোনো কিছু বলা বা করার স্বাধীন ক্ষমতা নেই।

৩২. তারা বললো, পূত-পবিত্র (নির্ভুল) আপনার মহান সত্তা, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

৩৩. তিনি বললেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে ইসমগুলো বলে দাও। যখন সে (আদম) তাদেরকে ইসমগুলো বলে দিলো, তখন তিনি বললেন– আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে আমি অধিক জানি এবং যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো ও গোপন করো তাও আমি (তোমাদের চেয়ে) অধিক জানি।

৩৪. আর যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা (সম্মান) করো, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা (সম্মান) করলো। সে (ইবলিস) অহংকার করলো ও অমান্য করলো। আর (ফলস্বরূপ) সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

৩৫. আর আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও। তবে এ গাছটির কাছেও যেয়ো না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

৩৬. অতঃপর শয়তান (তথ্যসন্ত্রাস করে) তাদের উভয়কে স্খলিত করলো

এবং তারা যে অবস্থানে[১] ছিল সেখান থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলো। আর আমরা বললাম– তোমরা (আদম, হাওয়া ও ইবলিস) নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। আর পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের (আদম ও হাওয়া) জন্য রয়েছে আবাস ও ভোগের সামগ্রী।

১. যে অবস্থানে বলতে জ্ঞানের যে অবস্থানে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নিষিদ্ধ গাছটির বিষয়ে মহান আল্লাহর বলে দেওয়া জ্ঞানের অবস্থান তথা নিষিদ্ধ গাছটির কাছেও না যাওয়া।

৩৭. তারপর আদম তার রবের কাছ থেকে (ক্ষমা প্রার্থনার) কয়েকটি বাক্য শিক্ষালাভ করলো (এবং তার মাধ্যমে তাওবা করলো), তখন তিনি তার তাওবা কবুল করলেন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

৩৮. আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। এরপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা (Manual)[১] যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে[২], তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

১. পথনির্দেশিকা (Manual) হলো সে পুস্তিকা/গ্রন্থ যাতে পরিচালনা পদ্ধতির সকল মৌলিক বিষয় থাকে।

২. বুঝে পড়বে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে।

৩৯. আর যারা অস্বীকার ও আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে[১] তারা হবে আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

রুকু : ৫

৪০. হে বনী ইসরাঈল[১]! আমার সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করেছি এবং পূর্ণ করো আমার সঙ্গে করা তোমাদের অঙ্গীকার[২], আমিও তোমাদের সঙ্গে করা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করবো, আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।

১. ইয়াকুব আ.-এর বংশধরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়।

২. রুহের জগতে করা অঙ্গীকার (সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২ ও ১৭৩)।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা' (গবেষণা সিরিজ-৩৯) বইটি।

৪১. আর তোমরা ঈমান আনো তাতে[১] যা আমি অবতীর্ণ করেছি তোমাদের কাছে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর আমার আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করো না।[২] আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।

১. এখানে আল কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।*

২. আর আমার কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে ছোটো-খাটো ওজরের কারণে অমান্য করো না।

* এর সমর্থনে সাইয়েদ তানত্বাভী (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, খ. ১, পৃ. ৬৭।

৪২. আর তোমরা সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকো না এবং জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করো না।

৪৩. তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো[১] ও যাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।[২]

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো।

(অধিক জানার জন্য দেখুন এ সুরার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

জাম'য়াতে সালাত আদায় করো।

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা (আল্লাহর) কিতাব পাঠ করে থাকো?[১] তবে কি তোমরা আকলকে ব্যবহার করো না?[২]

১. যে আল্লাহর কিতাব তোমরা পাঠ করো তাতে এমন কথা কি লেখা আছে যে– মানুষকে যে সৎকাজের আদেশ দেবে তা নিজেদের করা লাগবে না।

২. তবে কি তোমরা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করো না?

৪৫. আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, আর নিশ্চয় এটি আল্লাহভীরু লোকেরা ছাড়া অন্যদের কাছে কঠিন।

৪৬. যারা মনে করে, তাদের রবের সাথে অবশ্যই তাদের সাক্ষাত হবে এবং তাঁর দিকেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং এও যে আমি জগৎসমূহের (বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর) ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

রুকু : ৬

৪৮. আর তোমরা সেই দিনের ব্যাপারে সচেতন হও; যে দিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না, কারো কাছ থেকে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না[১], কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের কোনো প্রকার সাহায্যও করা হবে না।

১. আমার নির্ধারণ করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া নীতিমালা অনুসরণ ছাড়া কারো কাছ থেকে সুপারিশ/শাফায়াত গ্রহণ করা হবে না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৪, ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; ঝুমার/৩৯ : ১৯; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ২৭৫; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

৪৯. আর যখন আমরা ফিরাউনের বংশ থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, তারা তোমাদের ওপর জঘন্য নির্যাতন চালাতো, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের জবাই করতো এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখতো; আর এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি বিরাট পরীক্ষা ছিল।

৫০. আর যখন আমরা সাগরকে তোমাদের জন্য বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম এবং ফিরাউনের লোকদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর তোমরা (তা) দেখছিলে।

৫১. আর যখন আমরা মুসার সাথে চল্লিশ রাতের জন্য নির্ধারিত করেছিলাম, অতঃপর তার প্রস্থানের পর তোমরা বাছুরকে (উপাস্য হিসেবে) গ্রহণ করেছিলে, আর (আসলে) তোমরা ছিলে জালিম।

৫২. এরপরও আমরা তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[১]

১. যাতে তোমরা আমার এ ক্ষমার কল্যাণ বুঝে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৫৩. আর যখন আমরা মুসাকে কিতাব (তাওরাত) ও ফুরকান[১] দিয়েছিলাম যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।

১. সত্য ও মিথ্যা পার্থক্য করার গ্রন্থ।

৫৪. আর যখন মুসা (ফিরে এসে) নিজের জাতিকে বললো– হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করে নিজেদের ওপর

জুলুম করেছো, কাজেই তোমরা তোমাদের স্রষ্টার কাছে তাওবা করো এবং নিজেদের (কুমন্ত্রণাদানকারী) নফসকে হত্যা করো। তোমাদের স্রষ্টার কাছে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে– হে মুসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত কখনো তোমাকে বিশ্বাস করবো না, ফলে বজ্রপাত তোমাদের পাকড়াও করলো এবং তোমরা কেবল তাকিয়ে দেখলে।

৫৬. অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমরা তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[১]

১. অতঃপর মৃত্যুর পর কিছু সময় মৃত অবস্থায় রেখে আমরা তোমাদের পুনর্জীবিত করি, যাতে তোমরা এ অনুগ্রহ দেখে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৫৭. আর আমরা তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করি এবং তোমাদের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করি। (আর বলি) যে পবিত্র (ক্ষতিকর নয়) খাদ্য আমরা তোমাদের দিয়েছি তা থেকে খাও। আর (বাছুরের উপাসনা করে) তারা আমাদের ওপর জুলুম করেনি বরং নিজেদের ওপরই জুলুম করেছিল।[১]

১. আর বাছুরকে উপাস্য করে তথা শিরক করে তারা আল্লাহকে নয় নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। কারণ, শিরকের বহু মারাত্মক অকল্যাণ আছে।

৫৮. আর যখন আমরা বলেছিলাম– তোমরা এই জনপদে প্রবেশ করো এবং সেখানে যা ইচ্ছা তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খাও, তবে (জনপদের) প্রবেশদ্বার দিয়ে সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ করো এবং তোমরা বলো– 'হিত্তাতুন' (মাফ চাই), (তাহলে) আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবো। আর শীঘ্রই আমরা সৎকর্মশীলদের প্রতি (অনুগ্রহ) বৃদ্ধি করবো।

৫৯. অতঃপর যারা জুলুম করেছিল তারা (একে) এমন কথা দিয়ে পরিবর্তন করলো যা তাদের বলা হয়নি, তাই যারা জুলুম করেছিল তাদের ওপর আমরা আকাশ থেকে শাস্তি বর্ষণ করেছিলাম তাদের পাপাচারের কারণে।

রুকু : ৭

৬০. আর যখন মুসা তার জাতির জন্য পানি প্রার্থনা করলো, তখন আমরা বললাম– তোমার লাঠি দিয়ে পাথরটির ওপর আঘাত করো। অতঃপর তা থেকে বারোটি ঝর্ণা উৎসারিত হলো। প্রত্যেক গোত্রই তাদের পানি পানের স্থান জেনে নিলো। (বলা হলো) আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক খাও ও পান করো এবং অপকর্ম করে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হয়ো না।

৬১. আর যখন তোমরা বলেছিলে– হে মুসা! আমরা একই রকম খাদ্যের ওপর ধৈর্য ধরতে পারবো না, তাই তোমার রবের কাছে দোয়া করো তিনি যেন আমাদের জন্য শাক-সবজি, শশা, রসুন, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি ভূমিজাত খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে দেন। সে (মুসা) বললো– তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও? (তাহলে) তোমরা কোনো নগরে প্রবেশ করো, (সেখানে) নিশ্চয় তোমাদের জন্য তা আছে যা তোমরা চেয়েছো। অবশেষে তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য আপতিত হলো এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হলো। এটা এ জন্যযে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করতো[১] এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করতো। এটা এ কারণে যে, তারা অমান্য করেছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করতো।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে অস্বীকার করতো।

রুকু : ৮

৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে[১] এবং যারা ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাবেয়ী– তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি (যথাযথ) ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছ থেকে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।

১. কুরআন ও শেষ নবীর প্রতি তথা মুসলিম।*

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১১০, ১১৩ ও ১৯৯; ফাতহ/৪৮ : ২৪ ও ২৫; বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫; আন'আম/৬ : ১৬৫; বাকারা/২ : ১৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?' (গবেষণা সিরিজ-২৩) নামের বইটি।

* এর সমর্থনে ইবন জারীর (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে, *জামিউল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ১৪৩।

৬৩. আর যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তুর পাহাড়কে তোমাদের ওপর উত্তোলন করেছিলাম (ও বলেছিলাম) আমরা যা দিলাম তা শক্ত করে ধারণ করো এবং তাতে যা আছে তা তোমরা স্মরণ রাখো, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন হতে পারো[১]।

১. যাতে তোমরা আমার দেওয়া সে কিতাবের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান,

অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারো।

৬৪. এরপরও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। অতঃপর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

৬৫. আর অবশ্যই তোমরা তাদেরকে জেনেছো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিল, অতঃপর আমরা তাদেরকে বলেছিলাম– তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।

৬৬. অতঃপর আমরা একে সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বানিয়েছি[১]।

১. আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিগণ এ ঘটনা হতে শিক্ষা নিয়ে জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে আরও উৎকর্ষিত করতে পারে।

৬৭. আর যখন মুসা তার জাতিকে (বনী ইসরাঈল) বললো– আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা বললো– তুমি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? সে (মুসা) বললো– আমি জাহিলদের[১] অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া সম্প্রদায়।

৬৮. তারা বললো, তোমার রবের কাছে আবেদন করো যেন তিনি আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন সেটি (গরুটি) কী ধরনের? সে (মুসা) বললো– তিনি বলেছেন, সেটি অবশ্যই এমন যা বৃদ্ধ নয় এবং একেবারে ছোট্ট বাছুরও নয়। বরং সেটি হবে মাঝারি বয়সের। অতএব তোমাদের যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই করো।

৬৯. তারা বললো– তোমার রবের কাছে আবেদন করো যেন তিনি আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন তার রং কী? মুসা বললো– তিনি বলেছেন, গরুটি অবশ্যই হলুদ রংয়ের হতে হবে। তার রং এমন উজ্জ্বল হবে যা দর্শকদের আনন্দ দেবে।

৭০. তারা (আবার) বললো– তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য আবেদন করো যেন তিনি আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন গরুটি কী ধরনের? সব গরুই আমাদের কাছে একই রকম (সাদৃশ্যপূর্ণ) মনে হয়। আর আল্লাহ

চাইলে নিশ্চয় আমরা সঠিক পথ পাবো (সঠিক গরুটি খুঁজে পাবো)।

৭১. (মুসা) বললো– তিনি বলছেন, সেটি এমন একটি গরু যা জমি চাষ ও খেতের সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়নি। যাতে কোনো খুঁত নেই এমন সুস্থ সবল। তারা বললো, এখন তুমি সঠিক তথ্য নিয়ে এসেছ। অতঃপর তারা সেটি জবাই করলো যদিও তারা তা আদৌ করতে চাচ্ছিল না[১]।

১. কারণ, ঐ ধরনের গরু তাদের উপাস্য ছিল।

রুকু : ৯

৭২. আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর একে অন্যের বিরুদ্ধে (হত্যার) অভিযোগ এনেছিলে। অথচ তোমরা যা গোপন করো আল্লাহ তা প্রকাশকারী।

৭৩. তখন আমরা বললাম– নিহতের লাশকে তার (গরুর) একটি অংশ দিয়ে আঘাত করো (আর আঘাত করার পর ব্যক্তিটি জীবন ফিরে পেলো)। এভাবে আল্লাহ মৃতদের জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান যাতে তোমরা Common sense/আকলকে ব্যবহার করতে পারো[১]।

১. যাতে তোমরা এর শিক্ষার ভিত্তিতে তোমাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করাসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারো।

৭৪. এরপরও তোমাদের মন কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মতো অথবা তারও চেয়ে কঠিন।[১] আর নিশ্চয় এমন কিছু পাথর আছে যা থেকে নহরসমূহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। আর অবশ্যই তার মধ্যে এমন কিছু (পাথর) আছে যা ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি বের হয়। আবার অবশ্যই তার মধ্যে কিছু (পাথর) আছে যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে। আর তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।

১. এরপরও ইসলাম তথা সত্য বিরোধী চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের কারণে তোমাদের মন তথা মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল অবদমিত হতে হতে সত্য বোঝা ও গ্রহণ করার ব্যাপারে পাথর বা তারও চেয়ে কঠিন (কম্পিউটারের ভাষায় Hang) হয়ে গেল।

৭৫. তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শোনা এবং সেটি Common sense/বিবেক সিদ্ধ জানার পরও তা বিকৃত করে।

৭৬. যখন তারা ঈমানদার ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে– আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন তারা পরস্পরের সাথে নির্জনে মিলিত হয় তখন বলে, তোমরা কি তাদের এমন সব কথা বলে দিচ্ছ যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, যাতে এরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে সেটি যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারে? তোমরা কি Common sense/বিবেক ব্যবহার করো না[১]?

১. তোমরা কি জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে ব্যবহার করো না?

৭৭. তারা কি জানে না যে– যা কিছু তারা গোপন রাখে এবং যা কিছু প্রকাশ করে সবই নিশ্চয় আল্লাহ জানেন?

৭৮. আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাদের (আল্লাহর) কিতাবের কোনো জ্ঞান নেই, আছে শুধু মিথ্যা আশা এবং তারা কেবল অনুমান করে থাকে।

৭৯. অতঃপর তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা সামান্য কিছু ক্রয়ের জন্য (ছোটো ওজরের জন্য) নিজ হাতে কিতাব রচনা করে আর বলে– এটা আল্লাহর পক্ষথেকে এসেছে। অতএব তারা নিজের হাতে যা রচনা করেছে সে কারণে তাদের জন্য ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করে সে কারণেও তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

৮০. আর তারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া। বলো– তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছো? অথচ আল্লাহ কখনো তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছো, যে বিষয়ে তোমাদের (সঠিক) জ্ঞান নেই?[১]

১. আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কিছু দিন/কাল জাহান্নামে থেকে বেরহয়ে এসে অনন্তকালের জন্য জান্নাতে যাওয়া ধরনের কোনো কথা আল্লাহ বলেননি। এটি সঠিক কথা নয়। মানুষের বানানো ভুল কথা।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামের বইটি।

৮১. বস্তুত যারা গুনাহ করে এবং তাদের (বড়ো/কবীরা) গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকে তারা জাহান্নামী হবে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।[১]

১. যারা মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে বড়ো গুনাহবেষ্টিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময়ের পূর্ব সময় হলো এমন সময় যখন ব্যক্তির গুনাহ/অপরাধ করার জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি থাকে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২ ও ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ২৭৫; সোয়াদ/৩৯ : ১৯ ও ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামের বইটি।

৮২. আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

রুকু : ১০

৮৩. আর যখন আমরা বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে– তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না[১], পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে[২], যাকাত প্রদান করবে। কিন্তু সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে এবং এখনো ভেঙ্গে চলেছো।

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করবে না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন সুরা ফাতিহা ৪ নং আয়াত।

২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে।

৮৪. আবার যখন আমরা তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না এবং একে অন্যকে গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবে না, তখন তোমরা অঙ্গীকার করেছিলে এবং তোমরা নিজেরাই তার সাক্ষী।

৮৫. এরপর তোমরা নিজেদের হত্যা করেছো, তোমাদের একদলকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছো, তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করতে একে অন্যকে সহযোগিতা করেছো। আর তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তোমরা মুক্তিপণ আদায় করেছো, অথচ তাদের ঘর থেকে উচ্ছেদ করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান (জ্ঞান+বিশ্বাস) আনছো এবং

অন্য অংশকে অস্বীকার করছো?[১] অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।[২] আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন (গুরুত্ব কম দেওয়া সত্তা) নন।

১. আয়াতটি আহলে কিতাবদের সামনে রেখে বলা হলেও এর শিক্ষা সর্বজনীন। তাই, আয়াতটির এ অংশে প্রশ্ন করার মাধ্যমে কুরআনের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনা আর কিছু অংশের ওপর ঈমান না আনাকে (অস্বীকার করা) নিষেধ করা হয়েছে। ঈমান হলো– জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই এ অংশে কুরআনের কিছু অংশের জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাস করা এবং কিছু অংশের জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাস না করাকে নিষেধ করা হয়েছে। আল কুরআনে মানব জীবনের বড়ো দিকগুলোর সকল মৌলিক বিষয় উল্লিখিত আছে তথ্যটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আন'য়ামের ৩৮, সুরা নিসার ৮২ এবং সুরা মায়েদার ৩নং আয়াতের মাধ্যমে। তাই আয়াতটির এ অংশে– মহান আল্লাহ মানব জীবনের বড়ো দিকসমূহের মৌলিক জ্ঞানের কিছু শেখা এবং কিছু না শেখাকে নিষেধ করেছেন। মানব জীবনের বড়ো দিকগুলো হলো– ধর্ম, ভাষা, সাধারণ জ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমর বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ও ইতিহাস।

২. এ অংশের মাধ্যমে মানব জীবনের বড়ো দিকসমূহের মৌলিক জ্ঞানের কিছু শেখা এবং কিছু না শেখা ব্যক্তিগণ সম্পর্কে দুটি কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– ক. তারা দুনিয়ার জীবনে শুধু লাঞ্ছনা ভোগ করবে। খ. পরকালীন জীবনে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

৮৬. ওরাই তারা যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে।[১] তাই, তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।[২]

১. এ অংশে মানব জীবনের বড়ো দিকসমূহের মৌলিক জ্ঞানের কিছু শেখা এবং কিছু না শেখা ব্যক্তিগণকে দুনিয়াদার ব্যক্তি বলা হয়েছে।

২. এ অংশে মাধ্যমে মানব জীবনের বড়ো দিকসমূহের মৌলিক জ্ঞানের কিছু শেখা এবং কিছু না শেখা ব্যক্তিগণের জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

রুকু : ১১

৮৭. আর অবশ্যই আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তারপর

পর্যায়ক্রমে রসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম। আমরা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলাম এবং পবিত্র রুহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছিলাম। তবে এমন নয় কি যে যখনই কোনো রসূল তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা-বিরোধী কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তখনই তোমরা অহংকার করেছো এবং (রসূলগণের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছো এবং অপর একদলকে হত্যা করেছো।

৮৮. আর তারা বলে– আমাদের মন আচ্ছাদিত (তাই তোমার কথা বুঝি না)। বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন, তাই তাদের অল্পসংখ্যক লোকই ঈমান এনে থাকে।[১]

১. বরং তাদের কুফরী ধরনের আমলের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের মন তথা মনে থাকা Common sense/আকল অবদমিত হয়ে সত্য বুঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই তাদের অল্পসংখ্যক লোকই ঈমান এনেছে।

৮৯. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষথেকে এমন এক কিতাব (আল কুরআন) এলো যা তাদের কাছে বিদ্যমান কিতাবের সত্যায়নকারী, অথচ ইতিপূর্বে তারা (এর সাহায্যে) কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করতো। অতঃপর তাদের চেনা কিতাবটি[১] যখন তাদের কাছে এলো তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। অতএব, (এসব) প্রত্যাখ্যানকারীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।

১. চেনা কিতাব বলতে মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। কারণ– আল কুরআন আসার ঘোষণা পূর্বের সকল আসমানি কিতাবে ছিল।

৯০. যে জিনিস তারা নিজেদের বিনিময়ে ক্রয় করেছে তা কতই না নিকৃষ্ট, (সেটি হচ্ছে) আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করা, কারণ– আল্লাহর নিজ ইচ্ছায় তাঁর বান্দাদের মধ্যে একজনের ওপর অনুগ্রহ নাযিল করা[১]। কাজেই তারা উপর্যুপরি গজব ডেকে এনেছে। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

১. যে জিনিস তারা নিজেদের বিনিময়ে ক্রয় করেছে তা কতই না নিকৃষ্ট। সেটি হলো– আল্লাহর নাযিল করা কুরআন ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করা। এ অস্বীকার করার কারণ হলো– আল্লাহর নিজ ইচ্ছায় তাঁর বান্দাদের মধ্যে একজনের ওপর ওহী নাযিল করা, যা তাদের পছন্দ হয়নি।

৯১. আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তারা বলে– আমরা কেবল আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর ঈমান আনি এবং সেটি ছাড়া সবই প্রত্যাখান করি, অথচ

তা সত্য, (এবং তা) তাদের কাছে বিদ্যমান কিতাবের সত্যায়নকারী। বলো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীদের কেন হত্যা করেছো?

৯২. আর অবশ্যই তোমাদের কাছে মুসা স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, তারপরও তোমরা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে জালিম।

৯৩. আর যখন আমরা তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তূর (পর্বত)-কে তোমাদের ওপর উত্তোলন করেছিলাম (এবং বলেছিলাম)– যা আমরা তোমাদের দিয়েছি তা শক্ত করে ধারণ করো এবং শ্রবণ করো। তারা বলেছিল– আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম। অন্যদিকে কুফরীর কারণে তাদের মনে বাছুরপ্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। বলো, যদি তোমরা ঈমানের (দাবিদার) হয়ে থাকো, তবে তোমাদের (দাবিকৃত) ঈমান যে বিষয়ের নির্দেশ দেয়, তা কতই না নিকৃষ্ট!

৯৪. বলো, যদি আল্লাহর কাছে আখিরাতের বাসস্থান অন্যলোক বাদ দিয়ে বিশেষভাবে তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

৯৫. কিন্তু তারা কখনো তা কামনা করবে না, হাতের কামাই– যা তারা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে। আর আল্লাহ জালিমদের বিষয়ে ভালো করেই জানেন।

৯৬. আর নিশ্চয় তুমি তাদেরকে সকল মানুষ এমনকি মুশরিকদের চেয়ে জীবনের প্রতি বেশি আগ্রহী দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যদি তাকে হাজার বছর আয়ু দেওয়া হতো! অথচ দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। আর আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে দেখছেন।

রুকু : ১২

৯৭. বলো, যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা করে (তার জেনে রাখা উচিত) অবশ্যই জিবরাঈল আল্লাহর হুকুমে এটি (কুরআন) তোমার মনে অবতীর্ণ করেছে, (এটি) পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী এবং মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশনা ও সুসংবাদ স্বরূপ।

৯৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার রসূলগণ, জিবরাঈল ও মীকাঈলের প্রতি শত্রুতা করে, আল্লাহ সেই কাফিরদের শত্রু।

৯৯. আর অবশ্যই আমরা তোমার প্রতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াতসমূহ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। গুনাহগার লোকেরা ছাড়া কেউ তা অবিশ্বাস করে না।

১০০. এটি কি (সত্য) নয় যে, যখনই তারা কোনো অঙ্গীকার করেছে তখনই তাদের কোনো একদল তা ভঙ্গ করেছে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনেনি।

১০১. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষথেকে (এমন এক) রসূল এলো, যে তাদের কাছে বিদ্যমান কিতাবের সত্যায়নকারী, তখন আহলে কিতাবের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, যেন তারা কিছুই জানে না।

১০২. আর শয়তানেরা[১] সুলাইমানের রাজত্বকালে যা পাঠ করতো, তারা (আহলে কিতাবরা) তা অনুসরণ করতো। সুলাইমান অমান্য করেনি তবে অমান্য করেছে শয়তানরা, তারা লোকদের জাদু শিক্ষা দিতো, আর ব্যাবিলনে দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল (উহাও)। অথচ তারা (ফেরেশতাদ্বয়) যখনই শিক্ষা দিতো তখনই বলতো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র। সুতরাং তুমি কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না। তারপর তারা তাদের দুজন থেকে এমন কিছু শিখতো যা দিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। তবে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া এর মাধ্যমে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারতো না।[২] আর তারা এমন কিছু শিখতো যা তাদের ক্ষতি করতো কিন্তু কোনো উপকার করতো না। আর তারা অবশ্যই জানতো যে– যে ব্যক্তি তা (জাদুবিদ্যা) ক্রয় করে তার জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই। আর তারা নিজেদের বিনিময়ে যা ক্রয় করে তা কতই না মন্দ, যদি তারা জানতো!

১. এখানে শয়তান বলতে দুষ্ট জিনদেরকে বুঝানো হয়েছে।
২. আল্লাহর তৈরি জাদু দিয়ে ক্ষতি হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করা ছাড়া জাদুর মাধ্যমে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারতো না।

১০৩. আর যদি তারা ঈমান আনতো এবং আল্লাহ-সচেতন হতো তাহলে আল্লাহর কাছে থেকে অবশ্যই উত্তম প্রতিদান (লাভ করতো)।[১] (হায়!) যদি তারা (এ কথা) জানতো!

১. আর যদি তারা আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতো তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে অবশ্যই উত্তম প্রতিদান লাভ করতো।

রুকু : ১৩

১০৪. হে যারা ঈমান এনেছো! (আল্লাহর রসূলকে) 'রাইনা'[১] বলো না,

বরং 'উনযুরনা'[২] বলো এবং শ্রবণ করো। আর অমান্যকারীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি[৩]।

১. একটু বিকৃত করে বললে হিব্রু ভাষায় এর অর্থ হয়– শোন, তুই বধির হয়ে যা। আর একটি বিশেষ শব্দমূল থেকে শব্দটি ব্যবহার করলে এর অর্থ দাঁড়ায় বোকা, আহাম্মক ইত্যাদি।

২. আমাদের প্রতি নজর দিন।

৩. ওজর ছাড়া বা প্রায় না থাকা মাত্রার ওজর অবস্থায় আদেশ/নিষেধ অমান্যকারী মু'মিনদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারার/২ : ১৮৩, শূরা/৪২ : ৪০ ও ৪১, মায়েদা/৫ : ৩, নাহল/১৬ : ১০৬, নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮ ইত্যাদি ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

১০৫. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে (তারা) এবং মুশরিকরা চায় না যে, তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি কল্যাণমূলক কোনো কিছু অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট করেন।[১] আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

১. আল্লাহর তৈরি অনুগ্রহ পাওয়ার প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে যে কর্মপ্রচেষ্টা চালায় তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়।

১০৬. আমরা যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই সে জায়গায় তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি।[১] তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান?

১. আমরা পূর্বের কিতাবের যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, কিতাবের পরের সংস্করণে সে জায়গায় তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি। আয়াতটির এ ব্যাখ্যা হতে সহজে বোঝা যায়– এ আয়াত নাসিখ-মানসুখের (কুরআনের আয়াত রহিতকরণ তত্ত্বের) দলিল নয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা রা'দ/১৩ : ৩৮ ও ৩৯; হিজর/১৫ : ৯; কাহাফ/১৮ : ২ ও ২৭; হাজ্জ/২২ : ৫২; বাইয়্যেনাহ/৯৮ : ১-৩; কীয়ামাহ/৭৫ : ১৬ ও ১৭; নিসা/৪ : ৮২; হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭ ইত্যাদি ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?' (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামের বইটি।

১০৭. তুমি কি জানো না, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।

১০৮. তাহলে তোমরা কি তোমাদের রসূলকে সে ধরনের প্রশ্ন করতে চাও, যেমন প্রশ্ন ইতিপূর্বে মুসাকে করা হয়েছিল? অথচ যে ব্যক্তি কুফরী দিয়ে ঈমান বদল করে নেয়, সে নিশ্চিতভাবে সরল পথ হারায়।

১০৯. আহলে কিতাবের অধিকাংশ লোক তাদের কাছে সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও নিজেদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে এটা চায় যে– যদি ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে পারতো। তা সত্ত্বেও তোমরা ক্ষমা করো এবং এড়িয়ে চলো, যতক্ষণ না আল্লাহ (এ ব্যাপারে) তাঁর সিদ্ধান্তদেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১০. আর তোমরা সালাত কায়েম করো[১] এবং যাকাত আদায় করো। আর নিজেদের জন্য যে সৎকাজ তোমরা (পরকালের উদ্দেশ্যে) আগে পাঠিয়ে দেবে তা সবই আল্লাহর কাছে মজুত পাবে। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো।
(বিস্তারিত জানার জন্য সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন)

১১১. আর তারা বলে, কোনো ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না যদি না সে ইহুদি অথবা খ্রিষ্টান হয়। এগুলো তাদের (মিথ্যা) আকাঙ্ক্ষা। বলো, তোমাদের প্রমাণ আনো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১১২. হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে সোপর্দ করবে এবং সৎকর্মশীল হবে, তার জন্য তার রবের কাছে প্রতিদান রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।

রুকু : ১৪

১১৩. আর ইহুদিরা বলে, খ্রিষ্টানরা কোনো কিছুর ওপর নেই। খ্রিষ্টানরা বলে, ইহুদিরা কোনো কিছুর ওপর নেই। অথচ তারা সবাই কিতাব পাঠ করে। এভাবে যারা জানে না তারা তাদের (ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের) অনুরূপ কথা বলে। অতঃপর আল্লাহ তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন সেই বিষয় ফয়সালা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে।

১১৪. আর তার চেয়ে বড়ো জালিম (অত্যাচারী/গুনাহগার) আর কে, যে

আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম স্মরণ (যিক্‌র) করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়?[১] নির্ভয়ে সেখানে (মসজিদসমূহে) প্রবেশ করা তাদের জন্য সঙ্গত নয়। তাদের জন্য এ দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

১. আল্লাহর ঘরে আল্লাহর যিক্‌র করার সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো– তিলাওয়াত করা তথা তাত্ত্বিক এবং অনুষ্ঠান করা তথা ব্যাবহারিকভাবে কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখা। তাই, আল্লাহর ঘরে তাঁর যিক্‌র করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টার মূল বিষয় হলো কুরআন জানা ও স্মরণ রাখার অপূর্ব ব্যবস্থা হতে মানুষকে দূরে রাখা। এ কারণে ঐ ধরনের মানুষদের আয়াতটিতে সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে।

১১৫. আর পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর অস্তিত্ব বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞানী।

১১৬. আর তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (বলো) তিনি (এ ধরনের বিষয় থেকে) মুক্ত। আসলে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সমস্ত জিনিস তাঁরই। সবকিছুই তাঁর আদেশের অনুগত।

১১৭. তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। আর তিনি যখন কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন সে সম্পর্কে শুধু বলেন, 'হও', অতঃপর তা হয়ে যায়।

১১৮. আর যারা জানে না তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? অথবা আমাদের কাছে কোনো আয়াত (মু'যিজা) আসে না কেন? তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অনুরূপ কথা বলতো। তাদের মানসিকতা অভিন্ন। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চাওয়া সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষাগ্রহণের বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছি।

১১৯. নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে সত্যসহ পাঠিয়েছি। আর জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

১২০. আর ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তোমার প্রতি কখনই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের আদর্শ (ধর্ম) অনুসরণ করো। বলো, আল্লাহর পথনির্দেশিকাই প্রকৃত পথনির্দেশিকা। আর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তারপরেও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার মতো তোমার কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।

১২১. আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে) যারা তিলাওয়াতের হক আদায় করে তা তিলাওয়াত করে তারাই শুধু তাতে ঈমান রাখে। আর যারা তা অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত[১]।

১. আল্লাহর কিতাব কুরআন তিলাওয়াতের প্রধান ৪টি হক হলো– ১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া, ২. অর্থ বুঝা, ৩. আমল করা, ৪. অপরকে জানানো। তাই, আয়াতটির বক্তব্য হলো– এ ৪টি হক পূরণ করে যারা কুরআন তিলাওয়াত করে তারা কুরআনকে বিশ্বাস করে। আর যে এ ৪টি হকের একটিও অমান্য করে কুরআন তিলাওয়াত করবে সে ক্ষতিগ্রস্থ তথা গুনাহগার হবে। আর সে গুনাহর মাত্রা নির্ভর করবে ওজরের মাত্রার ওপর। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে (ওজর ছাড়া) অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়লে কুফরীর গুনাহ হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪; জুম'য়া/৬২ : ৫; ত্ব-হা/২০ : ১১৩, ১১৪; নিসা/৪ : ৪৩ ইত্যাদি **এবং** সুরা বাকারা/২ : ১৮৩; শূরা/৪২ : ৪০ ও ৪১; মায়েদা/৫ : ৩; নাহল/১৬ : ১০৬; নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮ ইত্যাদি ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?' (গবেষণা সিরিজ-৭) নামের বইটি এবং'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

রুকু : ১৫

১২২. হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং বিশ্ববাসীর ওপর তোমাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম তা স্মরণ করো।

১২৩. আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যে দিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না, কারো থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, আর কারো কোনো সুপারিশ উপকারে আসবে না এবং তাদের কোনো প্রকার সাহায্যও করা হবে না।

১২৪. আর যখন ইব্রাহীমকে তাঁর রব কয়েকটি কথা (নির্দেশ) দিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং ঐ সকল পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হলো। (তখন) তিনি বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা বানাবো। সে (ইব্রাহীম) বললো, আর আমার সন্তানদের মধ্য হতেও? তিনি বললেন– আমার এ অঙ্গীকার জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

১২৫. আর যখন আমরা এই ঘরকে (কাবাকে) মানব-জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থান বানিয়েছিলাম এবং (বলেছিলাম) ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে (মাকামে ইব্রাহীম) তোমরা সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো। আর ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে– তোমরা দুজনে আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন (পবিত্র) রাখবে।

১২৬. আর যখন ইব্রাহীম বলেছিল– হে আমার রব! এই শহরকে নিরাপদ শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে তাদের ফলফলাদি থেকে রিযিক দান করুন। তিনি (আল্লাহ) বললেন– আর যে তাতে অবিশ্বাস করবে অল্প কিছুদিনের ভোগ্য সামগ্রী তাকেও দান করবো, তারপর তাকে আগুনের শাস্তিতে নিক্ষেপ করবো। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!

১২৭. আর ইব্রাহীম ও ইসমাঈল যখন এই ঘরের ভিত্তি নির্মাণ করেছিল (তখন তারা দোয়া করেছিল), হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (এ কাজ) কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

১২৮. হে আমাদের রব! আর আপনি আমাদের দুজনকে আপনার কাছে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ও আমাদের বংশ থেকে আপনার কাছে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) একটি উম্মত বানান এবং আমাদের ইবাদাতের নিয়ম-কানুন দেখিয়ে দিন এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি অতীব তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

১২৯. হে আমাদের রব! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রসূল পাঠান– যিনি তাদেরকে আপনার আয়াত পাঠ করে শুনাবে, কিতাব এবং প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবে।[১] নিশ্চয় আপনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।১. আয়াতটির এ অংশ তথা প্রথম অংশে যোগ্য মানুষ গঠনের জন্য রসুল মুহাম্মাদ (স.) যে ৪টি কাজ করতেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। রসুল (স.)-এর উল্লিখিত ৪টি কাজের কথা আল কুরআনের আরও ৩টি স্থানে (বাকারা/২ : ১৫১, আলে ইমরানের/৩ : ১৬৪; জুমু'য়া/৬২ : ২) মহান আল্লাহ, গুরুত্বের ক্রম অনুসারে উল্লেখ করেছেন। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন– সুরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াত।

রুকু : ১৬

১৩০. আর যে নিজেকে নির্বুদ্ধিতায়[১] আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, সে ছাড়া আর কে ইব্রাহীমের আদর্শ (ধর্ম) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আর নিশ্চয় দুনিয়াতে আমরা তাকে মনোনীত করেছিলাম। আর নিশ্চয়ই আখিরাতে সে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে।

১. যে নিজেকে Common sense/আকল না ব্যবহার করার নীতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

১৩১. যখন তার রব তাকে বলেছিল– 'মুসলিম হও' (আত্মসমর্পণ করো)। (তখন) সে বললো, আমি জগতসমূহের রবের প্রতি মুসলিম

(আত্মসমর্পণকারী) হয়ে গেলাম।

১৩২. আর ইব্রাহীম তার সন্তানদের ওটার (ঐ মিল্লাতের) ব্যাপারে অসিয়ত করেছিল এবং ইয়াকুবও (একই উপদেশ দিয়েছিল), (তারা বলেছিল), হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই জীবন-ব্যবস্থাকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।[১]

১. সুতরাং তোমরা মুসলিম বলে গণ্য হওয়া মানের জ্ঞানী ও আমলকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল? যখন সে তার সন্তানদের বললো– আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবাদত করবে?[১] তারা বললো, আমরা সে অভিন্ন ইলাহর ইবাদত করবো যিনি আপনার ইলাহ, আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল এবং ইসহাকেরও ইলাহ এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।

১. কার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করবে? দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৪।

১৩৪. তারা এক জাতি (একই আদর্শের অনুসারী) যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছে তা তাদের জন্যই, আর তোমরা যা উপার্জন করছো তা তোমাদের জন্য। আর তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

১৩৫. আর তারা বলে, ইহুদি বা খ্রিষ্টান হয়ে যাও তাহলে সঠিক পথ পাবে। বলো, বরং একমাত্র ইব্রাহীমের আদর্শই (ধর্ম) সঠিক। আর ইব্রাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৩৬. (হে মুসলিমগণ) তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি, যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি এবং যা মুসা, ঈসা, ও অন্যান্য নবীদেরকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি। তাঁদের কারোর মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না[১]। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

১. তাঁরা নবী-রসুল হওয়া এবং তাঁদের শরিয়তের নির্ভুলতা ও কল্যাণময়িতার দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য করি না।

১৩৭. অতএব, তোমরা যেমন ঈমান এনেছো তারা যদি ঠিক তেমনিভাবে ঈমান আনে তাহলে তারা সঠিক পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তারা কেবল বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। কাজেই তাদের মুকাবেলায় আল্লাহ-ই যথেষ্ট। আর তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

১৩৮. (বলো– আমরা ধারণ করেছি) আল্লাহর রং।[১] আর আল্লাহর রঙের চেয়ে অন্য কার রং বেশি সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী[২]।

১. কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনার গুণ।

২. তাঁরই দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনাকারী। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াত।

১৩৯. বলো, তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের সাথে বিতর্ক করছো? অথচ তিনিই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের কর্ম (কর্মের প্রতিফল) আমাদের জন্য আর তোমাদের কর্ম (কর্মের প্রতিফল) তোমাদের জন্য এবং আমরা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ।

১৪০. অথবা তোমরা কি একথা বলছো যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানেরা ইহুদি অথবা খ্রিষ্টান ছিল? বলো– তোমরা কি অধিক জানো? না আল্লাহ অধিক জানেন? আর তার চেয়ে বড়ো জালিম (অত্যাচারী/গুনাহগার) কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষথেকে তার কাছে বিদ্যমান সাক্ষ্য (কুরআনের জানা কোনো তথ্য) গোপন করে?[১] আর তোমরা যা করো সে ব্যাপারে আল্লাহ উদাসীন (বে-খেয়াল) নন।

১. এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা লুকমান/৩১ : ১৩; আন'আম/৬ : ৫০ ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামের বইটি।

১৪১. তারা এমন এক জাতি ছিল যারা অতীত হয়ে গিয়েছে। তারা যা উপার্জন করেছিল তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের জন্য। তাদের কাজের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

পারা-২

রুকু : ১৭

১৪২. অচিরেই নির্বোধ লোকেরা[১] বলবে– তারা যে কিবলার (বায়তুল মুকাদ্দাস) দিকে ছিল তা থেকে তাদের মুখ (মক্কার কাবার দিকে) ফিরিয়ে দিলো কীসে? বলো– পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহর। তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা স্থায়ী সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।[২]

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া লোকেরা।

২. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী যে চেষ্টা করে সে জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ পায় (স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫)।

১৪৩. আর এমনিভাবে আমরা তোমাদের একটি মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী (উদাহরণ) হতে পারো এবং রসূল হবেন তোমাদের জন্য সাক্ষী (উদাহরণ)। তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তাকে কিবলা নির্ধারণ করেছিলাম শুধু এটা জানার জন্য যে, কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে পিছনের (পূর্বাবস্থায়) দিকে ফিরে যায়[১]। যদিও এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন বিষয় তাদের ছাড়া যাদের আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথ প্রদর্শন করেছেন[২]। আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে কখনও (তাৎক্ষণিকভাবে) নষ্ট করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের জন্য অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও পরম দয়ালু।

১. এ কথা হতে জানা যায়– কিবলা পরিবর্তনের আদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য তথা সালাতের অনুষ্ঠানের একটি উদ্দেশ্য হলো, আদেশ মানার মানসিকতা তৈরি করা।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৪৩, ১৭৭; মায়েদা/৫ : ৬; জুম'য়া/৬২ : ৯; মাউন/১০৭ : ৪-৬ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে'(গবেষণা সিরিজ-৩) নামের বইটি।

২. যদিও এটি ছিল কঠিন বিষয়, যারা আল্লাহর তৈরি সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টা করার ফলে পথ পেয়েছে তাদের ছাড়া অন্যদের জন্য।

১৪৪. (হে নবী) তুমি যে বার বার আকাশের দিকে মুখমণ্ডল তুলছো আমি নিশ্চয় তা দেখেছি। তাই, আমি অবশ্যই সেই কিবলার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করো। অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও। আর (হে মু'মিনগণ!) তোমরাও যেখানেই থাকো মসজিদুল হারামের দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। আর যাদের হিদায়াতের বাণী (কিতাব) দেওয়া হয়েছিল তারা অবশ্যই জানে এটি (কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ) তাদের রবের পক্ষ থেকে আগত সত্য। আর আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে উদাসীন (বে-খবর) নন।

১৪৫. যদি তুমি আহলে কিতাবদের কাছে সব আয়াত (মু'যিজা) নিয়ে আসো, তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না। আর তুমিও তাদের কিবলার অনুসারী হবে না। আবার তাদের কেউও অন্য কারো কিবলার অনুসারী হবে না। তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসারী হও, (তবে) নিশ্চয় তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
১৪৬. যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা এটি (কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি) এমনভাবে চেনে যেভাবে তাদের নিজেদের সন্তানদের চেনে। অথচ তাদের মধ্য থেকে একটি দল অবশ্যই জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করছে।
১৪৭. এ সত্য (কিবলা পরিবর্তন) তোমার রবের পক্ষ থেকে (আগত)। কাজেই তুমি কখনো সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

রুকু : ১৮

১৪৮. আর প্রত্যেকের একটি দিক (কিবলা) আছে, সে তার দিকেই তার চেহারা ফিরায়, অতএব তোমরা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করো। যেখানেই তোমরা থাকো আল্লাহ তোমাদের সকলকে (বিচারের দিন) উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।
১৪৯. আর তুমি যেখান থেকেই বের হও তোমার মুখ (সালাতের সময়) মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। আর নিশ্চয় এটি (কিবলা পরিবর্তন) তোমার রবের পক্ষ থেকে (আগত) সত্য। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন (বে-খবর) নন।
১৫০. তুমি (স্থায়ী বা অস্থায়ী আবাস) যেখান থেকেই বের হও তোমার মুখ (সালাতের সময়) মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। আর তোমরা যেখানেই থাকো তোমাদের মুখ (সালাতের সময়) ঐ দিকে ফিরাবে যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে (বিরোধী) মানুষদের কোনো যুক্তি-প্রমাণ না থাকে। তবে তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের কথা ভিন্ন। অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় করো। আর (এটি এজন্য) যাতে আমি তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করতে পারি এবং তোমরা যাতে সঠিক পথ পাও।
১৫১. যেমন আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শুনায়, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়[১] এবং তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা পূর্বে (জন্মগতভাবে) জানতে না[২]।

১. আয়াতটির এ অংশ তথা প্রথম অংশে যোগ্য মানুষ গঠনের জন্য রসুল মুহাম্মাদ (স.) যে ৪টি কাজ করতেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। রসুল (স.)-এর উল্লিখিত ৪টি কাজের কথা আল কুরআনের আরও ৩টি স্থানে (বাকারা/২ : ১২৯; আলে ইমরানের/৩ : ১৬৪; জুমু'য়া/৬২ : ২) মহান আল্লাহ, গুরুত্বের ক্রম অনুসারে উল্লেখ করেছেন। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন– সুরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াত।

২. রসুল (স.) মানুষকে এমন বিষয়ও শিখিয়েছেন যা মানুষ জন্মগতভাবে জানে না। অর্থাৎ জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল দিয়ে বুঝতে পারে না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আ'লাক/৯৬ : ৫।

১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণে রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো অকৃতজ্ঞ হয়ো না[১]।

১. সুতরাং তোমরা উল্লিখিত ৪টি বিষয় মনে রাখা ও পালন করার মাধ্যমে আমাকে স্মরণ রাখো, আমিও প্রতিদান দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের স্মরণে রাখবো এবং উল্লিখিত ৪টি বিষয়ের কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও। অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

রুকু : ১৯

১৫৩. হে যারা ঈমান এনেছো! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।

১৫৫. আর নিশ্চয় আমরা তোমাদের পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়-ভীতি ও ক্ষুধার মাধ্যমে এবং জীবন, সম্পদ ও ফসলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে । আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।

১৫৬. যারা বিপদের সম্মুখীন হলে বলে– নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাবো।

১৫৭. তাদের ওপর রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে অপার করুণা ও দয়া। আর তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি (আল্লাহর) ঘরের হাজ্জ বা উমরা করে তার জন্য এই দুই পাহাড়ে প্রদক্ষিণ (সাঈ) করাতে কোনো দোষ নেই। আর যে স্বেচ্ছায় কোনো কল্যাণের কাজ করবে নিশ্চয় আল্লাহ (তাকে যথাযথ) স্বীকৃতি (পুরস্কার) দেবেন এবং (তিনি সকল বিষয়ে) পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

১৫৯. নিশ্চয় আমরা মানুষের জন্য যে সকল স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয়াদি ও পথনির্দেশনা অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে (কুরআনে) তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।

১৬০. তবে যারা তাওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয় আর (যা গোপন করেছিল তা) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করবো। আর আমি অতীব তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

১৬১. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের অভিশাপ[১]।

১. যারা আয়াত গোপন করাসহ যেকোনো বিষয়ে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ করে এবং তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের অভিশাপ বলবৎ থাকে।

১৬২. তারা চিরকাল তাতে (জাহান্নামে) থাকবে। তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে না এবং তাদের প্রতি কোনো (কৃপা) দৃষ্টিও দেওয়া হবে না।

রুকু : ২০

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। সেই পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

১৬৪. নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাত ও দিনের আবর্তন, মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে চলমান নৌযান, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে জীবিত করা মৃতভূমিতে যা উৎপাদন করেন তা, ওটার সাহায্যে পৃথিবীতে বিস্তৃত হওয়া সকল প্রকার সপ্রাণ সৃষ্টি, বায়ু প্রবাহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে আকল ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য[১]।

১. আয়াতটিতে উল্লিখিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা আছে জন্মগতভাবে অর্জিত জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেক ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য তাদের ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

১৬৫. আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে (এবং) আল্লাহকে ভালোবাসার অনুরূপ তাদেরকে ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় সুদৃঢ়। আর যারা জুলুম করেছে তারা যদি দেখতে পেতো, শাস্তি (ভোগ করার সময়) যা তারা দেখতে পাবে, যে–

সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। আর এও (দেখতে পাবে) যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

১৬৬. (কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থা হবে) যে (দুনিয়ায়) যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে কিন্তু (তা সত্ত্বেও) তারা শাস্তি দেখতে পাবে (ভোগ করবে) এবং তাদের সাথে (দুনিয়ার) সকল উপায়-উপকরণের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৬৭. আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, যদি আমাদের আর একবার (দুনিয়াতে ফেরার) সুযোগ হতো, তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেভাবে তারা (আজ) আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে। এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখাবেন যা তাদের আক্ষেপের কারণ হবে। আর তারা (কখনো) আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

রুকু : ২১

১৬৮. হে মানুষ! পৃথিবীতে যত খাদ্য আছে তার মধ্যকার যেগুলো হালাল[১] (ও) পবিত্র[২] সেগুলো খাও। আর (এ ব্যাপারে) শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১. কল্যাণ বেশি অকল্যাণ কম থাকা বিষয়।

২. ক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিন যুক্ত ইত্যাদি নয়।

১৬৯. নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলতে বলে যা সম্পর্কে তোমাদের (নির্ভুল) জ্ঞান নেই।

১৭০. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো। তারা বলে, (না) বরং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি আমরা তারই অনুসরণ করবো। তাদের পূর্ব-পুরুষেরা Common sense/আকল দিয়ে কিছু বিষয় বুঝতে না পারার কারণে সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?[১]

১. সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল উৎকর্ষিত না হওয়ায় বা অন্য কোনো কারণে তাদের পূর্ব-পুরুষরা আল্লাহর কিতাবের কিছু বিষয় সঠিকভাবে বুঝতে না পারার দরুন সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে?

১৭১. আর যারা কুফরী করে, তাদের উদাহরণ সে ব্যক্তিদের মতো যারা এমন কিছুকে ডাকে যে কেবল হাঁক-ডাকের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ (হয়ে গেছে), এ কারণে যে

তারা Common sense/আকলকে কাজে লাগায় না[১]।

১. যারা কুফরী করে, ভুল চিন্তা-ভাবনা ও আচরণের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল অবদমিত হতে হতে অকেজো (কম্পিউটারের ভাষায় তা Hang) হয়ে যায়। এ কারণে তাদের ঐ জ্ঞানের উৎসটি কোনো কিছু জানা/বুঝার ব্যাপারে আর কাজে আসে না। তাই, কার্যত তারা বধির, বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়।

১৭২. হে যারা ঈমান এনেছো! আমরা তোমাদেরকে যে খাদ্য দিয়েছি তার মধ্যে যেগুলো পবিত্র[১] তা খাও এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো[২], যদি তোমরা শুধু তারই দাসত্বকারী হয়ে থাকো[২]।

১. ক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিন যুক্ত ইত্যাদি নয়।

২. আল্লাহর দেওয়া খাদ্যের উপকারিতা জেনে/উপলব্ধি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৩. যদি তোমরা শুধু আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনাকারী হয়ে থাকো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্যদেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

১৭৩. নিশ্চয় তোমাদের জন্য হারাম[১] করা হয়েছে মৃত (জীব), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে (তা খেতে) বাধ্য হবে তার কোনো গুনাহ নেই।[২] নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. অকল্যাণ বেশি ও কল্যাণ কম থাকা বস্তু বা বিষয়।

২. আয়াতাংশ থেকে জানা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ও অনুশোচনা দুটি শর্ত।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আলে ইমরান/৩ : ২৮; শূরা/৪২ : ৪০ ও ৪১; মায়েদা/৫ : ৩; নাহল/১৬ : ১০৬; নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮ ইত্যাদি ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র’ (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

১৭৪. নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে)[১], তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না[২]। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

১. ছোটো ওজরের কারণে গোপন করে।
২. তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না।

১৭৫. তারা সঠিক পথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে। অতএব আগুনের (শাস্তির) ব্যাপারে এরা কতই না সাহসী!

১৭৬. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ সত্য তথ্যসহ এ কিতাব (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। আর নিশ্চয় যারা কিতাবটির মধ্যে (পরস্পর) বিরোধিতা (আবিষ্কার) করেছে[১] তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে (সত্য হতে) অনেক দূরে চলে গিয়েছে[২]।

১. আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য তথা নাসিখ-মানসুখ আবিষ্কার করেছে।
২. নাসিখ-মানসুখ অসত্য/মিথ্যা।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২: ২৬, ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?' (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামক বইটি।

রুকু : ২২

১৭৭. (সালাতে) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো নেকী (কল্যাণ/সাওয়াব) নেই।[১] বস্তুত নেকী অর্জনকারী হলো সে– যে আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় মুক্তির জন্য দান করে[২], আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে[৩], যাকাত দেয়, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে। বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে। তারাই সত্যবাদী। আর তারাই হলো (যথাযথ) আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি।

১. সালাতের শুধু অনুষ্ঠান করায় কোনো নেকী নেই। অর্থাৎ যে সকল ইবাদাতে সকলকে একই ধরনের অনুষ্ঠান করা লাগে সে সব ইবাদাতের শুধু অনুষ্ঠান করায় কোনো নেকী নেই।
২. যে কোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খল।
৩. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আনকাবুত/২৯ : ৪৫; বাকারা/২ :

১৪৩; মায়েদা/৫ : ৬; জুম'য়া/৬২ : ৯; মাউন/১০৭ : ৪-৬ ইত্যাদি ।
বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' (গবেষণা সিরিজ-৩) নামের বইটি।

১৭৮. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের জন্য হত্যার ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান বিধিবদ্ধ (ফরজ) করা হলো। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তবে তার (নিহত ব্যক্তির) ভাইয়ের পক্ষ থেকে (উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে) যদি কিছু মাফ করা হয় তবে ন্যায়সংগতভাবে তা অনুসরণ করতে হবে এবং ভালোভাবে তাকে তা পরিশোধ করতে হবে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে (দণ্ড) হ্রাস ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৯. আর কিসাসের মধ্যে তোমাদের আয়ু রয়েছে[১] হে উলুল আলবাবগণ![২] যাতে তোমরা আল্লাহ সচেতন হতে পারো[৩]।

১. কিসাসের মধ্যে তোমাদের আয়ু সম্পর্কিত শিক্ষা রয়েছে। কিসাসের বিধান চালু হলে অন্যায় হত্যা কমে যাবে। এর ফলে তোমাদের গড় আয়ু বেড়ে যাবে। অর্থাৎ আয়ু বাড়ে ও কমে এবং এটি নির্ভর করে আয়ুর অনুঘটকের ওপর। কিসাস আয়ুর একটি অনুঘটক।
পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন–সুরা বাকারা/২ : ১৭৯; আন'আম/৬ : ২; ফাতির/৩৫ : ১১; হাজ্জ/২২ : ৫; আলে-ইমরান/৩ : ১৪৫ইত্যাদি।
বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা (গবেষণা সিরিজ-২৭) নামের বইটি।
২. হে! প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ (দেখুন– সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত)।
৩. আয়াতটির আয়ু বিষয়ক শিক্ষার মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে জীবন পরিচালনাকারী হতে পারো।

১৮০. তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও কাছের আত্মীয়দের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে অসিয়াত করে যাওয়া তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হলো। এটা আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

১৮১. অতঃপর কেউ যদি শোনার পর তা (অসিয়াত) পরিবর্তন করে, তবে কেবল পরিবর্তনকারীরাই গুনাহগার হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন

ও জানেন।

১৮২. তবে যে ব্যক্তি অসিয়াতকারীর পক্ষ থেকে (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তার কোনো গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু : ২৩

১৮৩. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতন মানুষ হতে পারো।[১]

১. যাতে সিয়ামের অনুষ্ঠানের শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে এক বিশেষ ধরনের জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারো। অর্থাৎ এমন মানুষ হতে পারো– যারা পেটের ক্ষুধাসহ অন্যান্য জৈবিক চাহিদা থাকলেও কুরআন যা নিষেধ করেছে তা হতে প্রকাশ্য ও গোপনে দূরে থাকবে।

১৮৪. (এই সিয়াম পালন) নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ অথবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে এই সংখ্যা পূর্ণ করবে। আর যাদের জন্য তা (সিয়াম) পালন করা অত্যন্ত কষ্টকর[১], তারা (প্রতি সওমের জন্য) একজন মিসকিনকে খাবার প্রদান করবে (ফিদিয়া)। তবে যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে (কষ্ট সহ্য করে) কল্যাণকর কাজ করে তা তার জন্যই কল্যাণকর হয়। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য (অনেক) কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে।[২]

১. অতি মাত্রায় কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জনকারী (রিক্সাচালক, ঠেলাগাড়ী চালক, ক্ষেতমজুর ইত্যাদি) এবং বয়সের ভারে ন্যুব্জ ব্যক্তিগণ।
২. সিয়ামের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক, শারীরিক ও নৈতিক অনেক কল্যাণ আছে। মানুষ তার সব জানে না। দিন যত অতিবাহিত হচ্ছে তত এটি জানা যাচ্ছে। সিয়ামের সর্বশেষ জানতে পারা কল্যাণ হলো Autophagia। জাপানের এক চিকিৎসক ২০১৭ সালে এটি আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পান।

১৮৫. রমযান (হলো সে) মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (কুরআন) মানবজাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা (Manual)[১], পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত[২] এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী[৩]। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস (শুরুর) সাক্ষ্য পাবে সে যেন সিয়াম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে

সে যেন অন্য দিনগুলোতে সিয়ামের সংখ্যা পূর্ণ করে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং কঠিন করতে চান না। আর (এ অনুগ্রহ) এ জন্য যেন তোমরা (সিয়ামের) সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো, আল্লাহ তোমাদের পথনির্দেশিকা দেওয়ায় তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারো এবং তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।[৪]

১. কুরআন মানব-জীবনের সব বড়ো দিকের সকল মৌলিক বিষয় ধারণকারী একটি পথনির্দেশিকা।

২. পথনির্দেশিকার মধ্যে কুরআন সর্বাধিক স্পষ্ট ও প্রমাণিত।

৩. যেকোনো স্থান/গ্রন্থে কুরআনের বিপরীত কথা থাকলে সেটি মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, ইসলামী সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

৪. যাতে মানুষ কুরআনের মহত্ত্ব ও কুরআনের তথ্যের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

১৮৬. আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন বলে দাও) নিশ্চয় আমি অতি কাছে। আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেই যখন সে আমাকে প্রশ্ন করে[১]। সুতরাং তারাও যেন আমার কথায় সাড়া দেয়[২] ও আমার ওপর ঈমান আনে[৩]। যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়[৪]।

১. আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করলে তার উত্তর পাওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

পরিপূরক তথ্য– সুরা শুরা/৪২ : ৫২।

২. মানুষকেও আল্লাহর বলা বক্তব্যসমূহের বিষয়ে কথা ও কাজের মাধ্যমে সাড়া দিতে হবে।

৩. কুরআনের জ্ঞানার্জন ও তা বিশ্বাস করে।

৪. আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করা ও তার উত্তর পাওয়া, আল্লাহর বক্তব্যের কথা ও কাজের মাধ্যমে উত্তর দেওয়া, কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ও তা বিশ্বাস করা– এ সবকিছুর মিলিত ফলে মানুষ জীবন পরিচালনার সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা শুরা/৪২ : ৫১, বাকারা/২ : ১৮৬, আনফাল/৮ : ২৪, সাবা/৩৪ : ৪৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে চাইলে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘আল্লাহর সাথে কথা বলেজ্ঞান ও দিকনির্দেশনা লাভ করার পদ্ধতি’ নামের বইটি। (গবেষণা সিরিজ-৪০) নামের বইটি।

১৮৭. সিয়াম পালনের সময় রাতের বেলা স্ত্রী-মিলন তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানাত করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন এবং তোমাদের ক্ষমা করলেন। সুতরাং এখন তোমরা স্ত্রী- মিলন করো এবং আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের জন্য যা (যে সন্তান) নির্ধারণ করে রেখেছেন তা অন্বেষণ করো।[১] আর পানাহার করো যতক্ষণ না প্রভাতের (ফজরের) কালো রেখা থেকে সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়; এরপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো। আর তোমরা মসজিদে ইতেকাফরত অবস্থায় স্ত্রী- মিলন করো না। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তাই এর ধারে কাছেও যেয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর আয়াত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তারা সতর্ক হতে পারে।[২]

১. সুতরাং এখন তোমরা স্ত্রী- মিলন করো এবং আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন/বিধান) অনুযায়ী তোমাদের জন্য যে সন্তান নির্ধারিত আছে তা অন্বেষণ করো।

২. যেন মানুষ আয়াতটির ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষাসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল/বিবেককে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারে।

১৮৮. আর তোমরা একে অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করো না এবং তোমরা জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদের কিছু অংশ গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে কোনো অভিযোগ পেশ করো না।

রুকু : ২৪

১৮৯. তারা তোমাকে নবচন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, এটা হচ্ছে মানুষের জন্য (চান্দ্র মাসসমূহের শুরুর) সময় ও হাজ্জের সময় নির্দেশক। আর পিছন দিক দিয়ে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, কিন্তু যে (এ বিষয়ে) সতর্ক হয় তার জন্য কল্যাণ আছে। সুতরাং তোমরা (সামনের) দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। আর আল্লাহ-সচেতন হও[১] যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ

সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১৯০. আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

১৯১. আর তাদের (তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া ব্যক্তিদেরকে) যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো এবং তাদের বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছিল। আর ফিতনা (অপপ্রচার বা ভুল তথ্য) হত্যার চেয়ে অনেক অধিক (ক্ষতিকর)। আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু তারা যদি সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা যুদ্ধ করো। অবিশ্বাসীদের প্রতিদান এমনই হয়।

১৯২. কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৯৩. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (অপপ্রচার, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি) নির্মূল হয়ে যায় এবং জীবন-ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়[১]। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিমদের ছাড়া আর কারো প্রতি শত্রুতা করা যাবে না[২]।

১. জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা বিজয়ী থাকে।
২. অত্যাচারী কাফির ছাড়া অন্য কারো সাথে শত্রুতা করা যাবে না।

১৯৪. হারাম মাসের (যুদ্ধের) বদলা হারাম মাসে এবং হারাম বিষয়সমূহ (ক্ষতিপূরণ ও বদলার দিক থেকে) সমান সমান (কিসাস)। অতএব (হারাম মাসে) কেউ তোমাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করলে তোমরাও একইভাবে তার ওপর সীমালঙ্ঘন করো। আর আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ আছেন আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের সাথে।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১৯৫. আর আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো না। আর উন্নতমানের সৎকর্ম করো। নিশ্চয় আল্লাহ উন্নতমানের সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

১৯৬. আর আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য হাজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো। আর যদি তোমরা (পথে) বাধাগ্রস্ত হও তাহলে কুরবানীর পশু হিসেবে যা সহজলভ্য হয় (তা কুরবানী করো)। আর কুরবানীর পশু নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের মাথামুণ্ডন করো না। তবে তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে অথবা তার মাথায় কোনো কষ্ট (রোগ) থাকলে (মাথামুণ্ডন করবে এবং) তার ফিদিয়া হচ্ছে সিয়াম পালন করা বা সাদাকা প্রদান করা অথবা কুরবানী করা। তারপর যদি তোমরা নিরাপদ হয়ে (হাজ্জের আগে মক্কা পৌঁছে) যাও তাহলে তোমাদের মধ্যে যে হাজ্জ পর্যন্ত উমরা পালনের মাধ্যমে তামাত্তু করতে চায় সে কুরবানীর পশুর মধ্যে যা সহজলভ্য হয় (তা কুরবানী করবে)। আর যে তা (কুরবানীর পশু) পাবে না সে হাজ্জের সময় তিন দিন এবং (বাড়ী) ফিরে এসে সাত দিন, এই পুরো দশ দিন সিয়াম পালন করবে। এটি তাদের জন্য যাদের পরিবার মসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

রুকু : ২৫

১৯৭. হাজ্জের মাসগুলো সুনির্দিষ্ট[১]। সুতরাং যে এ মাসগুলোতে হাজ্জকে নিজের ওপর ফরজ করে নিয়েছে সে যেন হাজ্জের সময়ে (মাসগুলোতে) অশ্লীল কাজ, পাপকাজ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। আর তোমরা যে ভালো কাজই করো না কেন আল্লাহ তা জানেন। আর (হাজ্জ হতে জীবনের) পাথেয় সংগ্রহ করো, অতঃপর অবশ্যই (হাজ্জ হতে অর্জিত) সর্বোত্তম পাথেয় হলো (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা[২]। আর আমার সম্পর্কে সচেতন হও, হে উলিল আলবাবগণ![৩]।

১. শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ।*

২. হাজ্জ হতে অর্জিত সর্বোত্তম পাথেয় হলো হাজ্জের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় হতে নেওয়া শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি হওয়া। তারা হবে এমন ব্যক্তি যারা শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি উপেক্ষা করে কুরআন যা নিষেধ করেছে তা হতে দূরে থাকবে।

৩. আর হে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ! আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও। (উলুল আলবাবের

সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত)।
* এর সমর্থনে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য রয়েছে, *তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ১, পৃ. ৩২।

১৯৮. (হজ্জের সময়) তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে (ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে) দোষ নেই। তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে আসো তখন মাশআরুল হারামে (মুজদালিফা) আল্লাহকে স্মরণ করো। আর এমনভাবে স্মরণ করো যেমনভাবে তিনি তোমাদের পথ দেখিয়েছেন[১]। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা পথহারা ছিলে[২]।

১. আল্লাহ যেভাবে ইবাদাত করে অতিবাহিত করতে বলেছেন সেভাবে অতিবাহিত করো।
২. পূর্বে তোমাদের মুজদালিফার আমল সঠিক ছিল না।

১৯৯. তারপর লোকেরা যেখান থেকে ফিরে আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

২০০. অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করো[১], যেমন করে তোমরা তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের স্মরণ করো, বরং তার চেয়ে বেশি করে স্মরণ করো[২]। আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতেই দাও। এ ধরনের লোকের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই।

১. হাজ্জের শিক্ষার ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করো।
২. অন্ধকার যুগে মিনা ময়দানে একত্র হয়ে কবিতা, লোকগাঁথা ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্ব পুরুষদের শৌর্য-বীর্য বর্ণনা করার প্রথা চালু ছিল।

২০১. আবার তাদের কেউ বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

২০২. তাদের জন্য নিজেদের উপার্জন অনুযায়ী (উভয়টিতে) অংশ রয়েছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০৩. আর তোমরা গণনাযোগ্য কয়েকটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ করো[১]। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুদিনে[২] চলে যায় তাতে তার গুনাহ হবে না। আর কেউ বিলম্ব করলে[৩] তারও গুনাহ হবে না। (এটা) তার জন্য যে (অধিকতর) সচেতন। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও[৪] এবং জেনে রেখো যে, অবশ্যই তাঁর কাছে তোমাদের (হিসেবের জন্য) একত্রিত হতে হবে।

১. মিনায় অবস্থানকালীন দিনগুলো আল্লাহ যেভাবে ইবাদাত করে অতিবাহিত করতে বলেছেন সেভাবে অতিবাহিত করো।*

২. ১২ই জিলহজ্জ মিনা ত্যাগ করে।

৩. ১৩ই জিলহজ্জ মিনা ত্যাগ করে।

৪. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

* অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, আরাফাতের দিন, কুরবানীর দিন ও তার পরের তিন দিন আল্লাহ যেভাবে ইবাদাত করে অতিবাহিত করতে বলেছেন সেভাবে অতিবাহিত করো। এর সমর্থনে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য রয়েছে, *তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ১, পৃ. ৩৩।

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে দুনিয়ার জীবনে যার কথা তোমাকে চমৎকৃত করে। আর তার মনের বিষয়ে সে আল্লাহকে সাক্ষী বানায়[১]। আসলে সে (তোমার) প্রচণ্ড বিরোধী।

১. গোপন রাখে।

২০৫. আর যখন সে (তোমার) কাছ থেকে ফিরে যায়, তখন সে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণিকুল ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়। আর আল্লাহ বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না।

২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়– আল্লাহকে ভয় করো তখন তার আত্মসম্মান তাকে গুনাহ করতে প্ররোচিত করে, তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর অবশ্যই সেটি নিকৃষ্টতম আবাস।

২০৭. আর মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে নিজেকে বিক্রি (উৎসর্গ) করে। আর আল্লাহ এসব বান্দার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।

২০৮. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো[১] এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

১. ইসলাম পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করো।

২০৯. অতঃপর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পরেও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে জেনে রেখো আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

২১০. তবে কি তারা[১] এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, মেঘের আড়াল থেকে

আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ তাদের সামনে আগমন করবেন এবং বিষয়টি (সকল বিষয়) ফয়সালা হয়ে যাবে? আর সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে?

১. এসব উপদেশ ও হেদায়াতের পরও সঠিক পথে ফিরে না আসা ব্যক্তিগণ।

রুকু : ২৬

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করো, কতো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত শিক্ষণীয় বিষয় আমরা তাদের দান করেছি। আর যার কাছে আল্লাহর নিয়ামত (শিক্ষা) আসার পর সে তাকে পরিবর্তন করে ফেলে, (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ অত্যন্ত কঠিন শাস্তিদাতা।

২১২. কাফিরদের জন্য দুনিয়াকে মনোমুগ্ধকর করে সাজানো হয়েছে এবং এ ধরনের লোকেরা মু'মিনদের বিদ্রূপ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিরাই তাদের চেয়ে উন্নত মর্যাদায় আসীন হবে।[১] আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে চান বেহিসাব রিযিক দান করেন।[২]

১. কিয়ামতের দিন আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিরাই উন্নত মর্যাদায় আসীন হবে।

২. আল্লাহর তৈরি বে-হিসাব রিযিক পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে ব্যক্তি মানুষ বে-হিসাব রিযিক পায়।

২১৩. মানুষ এক উম্মত (ধর্মভুক্ত) ছিল। অতঃপর (মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে) আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে এবং তাঁদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করলেন যেন তারা মানুষের মাঝে বিদ্যমান মতপার্থক্য বিষয়ে ফয়সালা করতে পারে। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেনি শুধু তারা ছাড়া যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল, (সেটিও তারা করেছিল) পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাওয়ার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত। অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল, আল্লাহ নিজ (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় সে সত্যের ব্যাপারে তাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করেছিল[১]। আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে চান স্থায়ী পথে পরিচালিত করেন।[২]

১. অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহর তৈরি সত্যের ব্যাপারে সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুসরণ করে কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তারা সে বিষয়ে সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছিল, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করেছিল।

২. আল্লাহর তৈরি স্থায়ী পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করা ব্যক্তি জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ পায়। (স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫)।

২১৪. তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমরা (এমনিতেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ উদাহরণ (অবস্থা) এখনও আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল বিপদ ও কষ্ট এবং তারা এমনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল যে স্বয়ং রসূল এবং তাঁর সাথে থাকা মু'মিনগণ বলে উঠেছিল– আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (তখন তাদের বলা হয়েছিল) জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

২১৫. লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে– তারা কী ব্যয় করবে? বলো, যা কিছু উত্তম তা তোমরা ব্যয় করবে। আর তা (সে ব্যয়) হবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে উত্তম কাজ করো আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

২১৬. তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। আর হতে পারে কোনো জিনিস তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আবার হতে পারে কোনো জিনিস তোমরা পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য মন্দ। বস্তুত আল্লাহ জানেন (কোনটি ভালো), আর তোমরা জানো না।

রুকু : ২৭

২১৭. তারা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, ঐ মাসে যুদ্ধ করা বড়ো পাপ। আর আল্লাহর পথ থেকে লোকদের বিরত রাখা, তার সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং এর অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর কাছে অধিক বড়ো পাপ। আর ফিতনা (অপপ্রচার বা ভুল তথ্য) হত্যার চেয়েও গুরুতর। তাদের পক্ষে সম্ভব হলে তারা তোমাদের দ্বীন থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করা থেকে ক্ষান্ত হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড বিফল হয়ে যাবে। এই সমস্ত লোকেরাই জাহান্নামের অধিবাসী, তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশী। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

২১৯. তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এ দুটির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি, উপকারিতার চেয়ে। আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দাও, (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে। এভাবে আল্লাহ আয়াতকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা গবেষণা করতে পারো[১]।

১. এভাবে আল্লাহ কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে একটি বিষয়ের মূল তথ্য, সাধারণ ভাষায় তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা গবেষণা করে ঐ জিনিসের সকল কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দিক উদঘাটন করা এবং তা প্রচার করার মাধ্যমে মানব সভ্যতার কল্যাণ সাধন করতে পারো।

২২০. দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে। আর তারা তোমাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। আর তোমরা যদি তাদের সাথে যৌথভাবে থাকো তাহলে (মনে করবে) তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত অনিষ্টকারীর বিপরীতে কল্যাণকারী কে তা আল্লাহ জানেন। আল্লাহ যদি (তাৎক্ষণিকভাবে) চাইতেন তবে অবশ্যই তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

২২১. আর মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। মু'মিন দাসী মুশরিক (স্বাধীন) নারীর চেয়ে উত্তম যদিও তারা তোমাদের মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে (তোমাদের নারীদের) কখনও বিয়ে দিয়ো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। মুসলিম দাস (স্বাধীন) মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম যদিও তারা তোমাদের মুগ্ধ করে। তারা ডাকছে আগুনেরদিকে। আর আল্লাহ স্বেচ্ছায় তোমাদের ডাকছেন জান্নাত ও ক্ষমা করার দিকে। আর তিনি মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ[১] সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

১. কুরআনের আয়াতে থাকা ধর্মীয়, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ।

রুকু : ২৮

২২২. তারা তোমাকে (মহিলাদের) মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, সেটি একটি কষ্টকর (ও অশুচিকর) অবস্থা। তাই মাসিকের সময় (মিলনের ব্যাপারে) স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো। আর তারা পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে যেয়ো না। তারপর যখন তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন তাদের কাছে যাও যেভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং তিনি ভালোবাসেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারীদের।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের প্রজননক্ষেত্র, তাই তোমরা যখন ইচ্ছা তোমাদের প্রজননক্ষেত্রে গমন করো। আর নিজেদের জন্য (সৎকর্ম) আগে পাঠাও (সঞ্চয় করো)। আর আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং জেনে রেখো, একদিন তোমাদের অবশ্যই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। আর (হে নবী) মু'মিনদের শুভ সংবাদ দাও।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২২৪. আর তোমরা আল্লাহকে শপথের বিষয় বানিও না (শপথ করো না)– সৎকাজ করবো না, আল্লাহ-সচেতনতা অবলম্বন করবো না এবং মানুষের বিবাদ মীমাংসা করে দেবো না বলে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

২২৫. তোমাদের অর্থহীন (স্বভাবগত, মুদ্রাদোষ বা অনিচ্ছাকৃত) কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন সে (কসমের) কারণে যা তোমাদের মন অর্জন করেছে (তোমরা মন থেকে বলেছো)। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল।

২২৬. যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'ইলা' (মিলন না করার কসম) করে তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ। অতঃপর যদি তারা (এ সময়ের মধ্যে) ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

২২৭. আর যদি তারা তালাকের সংকল্প করে, তাহলে (জেনে রেখো) আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

২২৮. তালাক প্রাপ্তাগণ তিনটি মাসিক পর্যন্ত নিজেদের (বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়, যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হয়। আর যদি তাদের স্বামীরা সমঝোতায় আগ্রহী হয় তাহলে তারা এই অবকাশ কালে স্ত্রীদের ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে। আর তাদের (স্ত্রীদের) ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে (স্বামীদের ওপর) যেমন তাদের (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে তাদের (স্ত্রীদের) ওপর। আর পুরুষদের জন্য তাদের (নারীদের) ওপর একটি মর্যাদা[১] রয়েছে। আল্লাহ হলেন মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১. পুরুষগণ তালাক দেওয়া বা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে স্বাধীন কিন্তু নারীগণ তা নয়।

রুকু : ২৯

২২৯. তালাক দুবার। তারপর (হয়) ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীকে রেখে দেবে অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দেবে। আর তাদের যা কিছু দিয়েছো তা থেকে কিছু ফেরত নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু তারা (স্বামী-স্ত্রী) যদি আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে না বলে আশঙ্কা করে তাহলে ভিন্ন কথা। তবে তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী (স্বামী থেকে অব্যাহতি নেওয়ার জন্য) বিনিময় স্বরূপ যা প্রদান করে তাতে তাদের কোনো দোষ নেই। এগুলো আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা, তাই এগুলো লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালিম।

২৩০. অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তাহলে সে স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তবে যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেয় তাহলে উভয়ের জন্য পরস্পরের দিকে ফিরে আসায় কোনো ক্ষতি নেই, যদি তারা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে বলে মনে করে। আর এগুলো আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা। আল্লাহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের[১] জন্য এগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

১. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলের যথাযথ ব্যবহারকারী সম্প্রদায়।

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে ভালোভাবে রেখে দাও অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দাও। অত্যাচারের উদ্দেশ্যে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না। আর যে ব্যক্তি তা করবে সে নিজের ওপর জুলুম করবে। আল্লাহর আয়াতকে খেল-তামাশার বিষয় মনে করো না।[১] আর তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামত এবং তিনি তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমাহ[২] অবতীর্ণ করেছেন যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন তা স্মরণ করো। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও[৩] এবং জেনে রেখো, আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।

১. কুরআনের আয়াতের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে খেল-তামাশার বিষয় মনে না করা।

২. হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) : আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং

ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

৩. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

রুকু : ৩০

২৩২. আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে তখন তাদেরকে বিধি মোতাবেক পারস্পরিক সম্মতিক্রমে তাদের (পূর্বের) স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিয়ো না। এ উপদেশ তোমাদের মধ্যে তাকে দেওয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে। এটাই তোমাদের জন্য সর্বাধিক পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা (নির্ভুল)। আর আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।

২৩৩. আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো দুবছর দুধপান করাবে। (এটা) তার জন্য যে (পিতা) দুধপানের সময়কালপূর্ণ করতে চায়। এ অবস্থায় বিধি-মোতাবেক (সন্তানের) মায়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা সন্তানদের পিতার দায়িত্ব। কারোর ওপর তার সামর্থ্যের বেশি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং কোনো পিতাকেও। ওয়ারিসের ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব। তবে যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায় তাতে তাদের কোনো দোষ নেই। আর যদি তোমরা ধাত্রী দিয়ে তোমাদের সন্তানদের দুধপান করাতে চাও তাতেও কোনো দোষ নেই যখন তোমরা তাদেরকে ন্যায়সংগত পারিশ্রমিক প্রদান করবে। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং জেনে রাখো, নিশ্চয় তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ গভীরভাবে দেখেন।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও এবং জেনে রাখো, নিশ্চয় তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ গভীরভাবে দেখেন।

২৩৪. আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের জীবিত রেখে যায় তারা (তাদের স্ত্রীগণ) চার মাস দশ দিন নিজেদের (বিবাহ থেকে) বিরত রাখবে। তারপর যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায় তখন নিজেদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিলে তোমাদের ওপর এর কোনো দায়িত্ব নেই। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত।

২৩৫. আর (ইদ্দতকালে) তোমরা যদি ইশারা ইঙ্গিতে এসব নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দাও অথবা নিজেদের মনে গোপন রাখো, তবে তাতে তোমাদের দোষ নেই। আল্লাহ জানেন তোমরা শীঘ্রই তাদের স্মরণ করবে কিন্তু তাদের সাথে ন্যায়সংগতভাবে কথা বলা ছাড়া কোনো গোপন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়ো না। তবে বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত ততক্ষণ করবে না যতক্ষণ না ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মনে যা রয়েছে তা জানেন, অতএব তাকে ভয় করো। আরও জেনে রেখো, আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।

রুকু : ৩১

২৩৬. স্ত্রীদের স্পর্শ করার বা মোহর নির্ধারণ করার আগেই যদি তোমরা তালাক দিয়ে দাও তাতে তোমাদের দোষ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দাও। সচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত (ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে। এটি সৎকর্মশীল লোকদের কর্তব্য।

২৩৭. আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর তাদের স্পর্শ করার পূর্বে তোমরা তালাক দাও তাহলে সাব্যস্তকৃত মোহরের অর্ধেক (দিয়ে দাও), তবে স্ত্রী যদি ক্ষমা করে দেয় অথবা বিবাহ বন্ধন যার অধিকারে সে (স্বামী) যদি অনুগ্রহ করে (পুরোটা) দিয়ে দেয় তবে তা ভিন্ন কথা। আর ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহ-সচেতনতার অধিকতর নিকটবর্তী কাজ[১]। আর তোমরা পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহের বিষয়টি ভুলে যেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম গভীরভাবে দেখছেন।

১. আর ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহ-সচেতনতা গুণের সাথে অধিক মিলে।

২৩৮. তোমরা যত্নবান হও সালাতসমূহে[১] এবং সুষ্ঠুভাবে সালাত সম্পাদনের[২] প্রতি এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য একান্ত বিনীতভাবে দাঁড়াও।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। (বিস্তারিত জানার জন্য সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন)

২. এ বক্তব্যটি বলে দেয় সালাতুল উসতা বলতে আছর বা অন্য ওয়াক্তের

সালাত বুঝানো হয়নি। বরং সুষ্ঠুভাবে সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে।

২৩৯. অতঃপর যদি তোমরা (বিপদের) ভয় করো তাহলে হেঁটে চলা বা আরোহী অবস্থায় (কসর সালাত আদায় করো)। আর যখন নিরাপদ হয়ে যাবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করো (সালাত আদায় করো) যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন[১], যা পূর্বে তোমরা জানতে না[২]।

১. পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন সুরা নিসার ১০১ নং আয়াত।

২. যা জন্মগতভাবে তোমাদের জানানো হয়নি।

২৪০. আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা স্ত্রীদের রেখে মৃত্যুবরণ করবে, তারা তাদের স্ত্রীদের ঘর থেকে বের করে না দিয়ে এক বছরের ভরণ পোষণের অসিয়াত করে যাবে। তবে যদি তারা (নিজেরাই) বের হয়ে যায় তাহলে তারা নিজেদের ব্যাপারে নিয়ম মোতাবেক যাই করুক না কেন তার কোনো দায় তোমাদের ওপর বর্তাবে না। আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

২৪১. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য থাকবে বিধি মোতাবেক ভরণ-পোষণ। (এটি) আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের কর্তব্য[১]।

১. Common sense/আকল জাগ্রত থাকা ব্যক্তিদের (মু'মিন) কর্তব্য।

২৪২. এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা এর মাধ্যমে তোমাদের আকলকে ব্যবহার করতে পারো[১]।

১. এভাবে আল্লাহ কুরআনের আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে এর স্পষ্ট ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষার ভিত্তিতে মানুষ তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করাসহ অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারে।

রুকু : ৩২

২৪৩. তুমি কি তাদের (বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়) দেখোনি, যারা (যুদ্ধের নির্দেশ আসার পর) মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, অথচ তারা ছিল হাজার-হাজার? অতঃপর আল্লাহ তাদের বললেন– মরে যাও। এরপর তিনি (তাৎক্ষণিক ইচ্ছায়) তাদের জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[১]

১. অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জেনে, কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (শোকর

আদায়) করে না। (অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না বা অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানা ছাড়াই শুধু কথার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)।

২৪৪. আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং জেনে রেখো, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

২৪৫. এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্জ দেবে, 'কর্জে হাসানা'? তাহলে আল্লাহ তা বহুগুণ (বৃদ্ধি) করে দেবেন। আর (রিযিক) আল্লাহই (অতাৎক্ষণিকভাবে) সংকুচিত ও প্রশস্ত করেন[১] এবং তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

১. আল্লাহর তৈরি কম বা বেশি পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে মানুষ রিযিক কম ও বেশি পায়।

২৪৬. মুসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈল প্রধানদের দেখোনি যখন তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল– আমাদের জন্য একজন বাদশা পাঠিয়ে দাও, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবো? তিনি (নবী) বলেছিলেন, তোমাদের ওপর যদি যুদ্ধ ফরজ করা হয় তাহলে এমন হবে কি যে তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলেছিল, আমাদের কী (অজুহাত) আছে যে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবো না অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে? অবশেষে যখন তাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হলো তখন তাদের স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো। আর আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে ভালো করে জানেন।

২৪৭. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশা মনোনীত করেছেন। তারা বলেছিল, সে কেমন করে আমাদের ওপর রাজত্ব করার অধিকার লাভ করলো অথচ তার তুলনায় আমরা রাজত্ব লাভের অধিক যোগ্য এবং তাকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও দেওয়া হয়নি? সে (নবী) বলেছিল– আল্লাহ তোমাদের ওপর তাকেই মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও দৈহিক দিক দিয়ে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন[১]। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্ববিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

১. আর আল্লাহর তৈরি রাজত্ব পাওয়ার প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে কর্মপ্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি মানুষ রাজত্ব পায়।

২৪৮. আর তাদের (নবী) তাদেরকে বলেছিল– নিশ্চয় তার (তালুতের) রাজত্বের নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তোমাদের কাছে সেই সিন্দুকটি আসবে যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য প্রশান্তির

সামগ্রী এবং (তাতে রয়েছে) মুসার পরিবার ও হারুনের পরিবার যা রেখে গেছে তার অবশিষ্টটুকু, (আর) যা বহন করে আনবে ফেরেস্তারা। নিশ্চয় এতে অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন[১] রয়েছে যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

১. আল্লাহ প্রেরিত সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়।

রুকু : ৩৩

২৪৯. অতঃপর তালুত যখন বাহিনীসহ বের হলো তখন বললো– নিশ্চয় আল্লাহ একটি নদীর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন, যে তার পানি পান করবে সে আমার (দলের) অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সেই আমার (দলের) অন্তর্ভুক্ত। তবে কেউ যদি তার হাত দিয়ে এক আজলা পানি নেয় তা স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু তাদের স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সবাই সেই নদীর পানি পান করলো। অতঃপর সে (তালুত) ও তার সাথী মু'মিনরা যখন নদী অতিক্রম করলো তখন তাদের (কেউ কেউ) বললো– আজ জালুত ও তার বাহিনীর মোকাবেলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। (তবে) যারা এ কথা মনে করতো যে, তাদের (একদিন) আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে তারা বললো– কত ছোটো দলই আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক) হুকুমে বড়ো দলকে পরাজিত করেছে[১]। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

১. কত ছোটো দলই আল্লাহর তৈরি পরাজিত করার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক হুকুমে বড়ো দলকে পরাজিত করেছে।

২৫০. আর যখন তারা জালুত ও তার বাহিনীর মোকাবেলার জন্য বের হলো, তারা বললো– হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য দান করুন, আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় আমাদেরকে সাহায্য করুন।

২৫১. অবশেষে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) হুকুমে তারা তাদেরকে (জালুত বাহিনীকে) পরাজিত করলো[১] এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলো। আর আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং যা তিনি চাইলেন তাকে শিক্ষা দিলেন। আর (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক হুকুমে) আল্লাহ যদি মানুষদের একটি দলকে আর একটি দল দিয়ে দমন না করতেন তাহলে অবশ্যই পৃথিবী বিপর্যস্ত হতো। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগ্রহশীল (তাই তিনি এমনটি করেন)।

১. আল্লাহর তৈরি পরাজিত করার প্রোগ্রাম অনুযায়ী যুদ্ধ করে তারা জালুত বাহিনীকে পরাজিত করলো।

২৫২. এসব আল্লাহর আয়াত[১] যা আমরা তোমার কাছে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করছি। আর নিশ্চয়ই তুমি অবশ্যই রসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

১. এসব আল্লাহর কাছে থেকে আসা ঐতিহাসিক, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়।

পারা-৩

২৫৩. এই রসূলগণ, যাদের একজনকে অন্যজনের ওপর আমরা অধিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা দান করেছি। তাদের কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর আমরা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে উজ্জ্বল নিদর্শন দান করেছি এবং রুহুল কুদুস (জিবরাঈল)-এর মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছি। আর যদি আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করতেন তবে তাদের পরবর্তীরা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না[১], কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধ করলো এবং তাদের মধ্যথেকে কেউ ঈমান আনলো আর কেউ অস্বীকার করলো। আর যদি আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) চাইতেন তবে তারা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না। তবে আল্লাহ যা চান তা করতে পারেন[২]।

১. আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে চাইলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে, পরস্পর মতবিরোধ বা ঈমান অস্বীকার করতে পারতো না। কিন্তু তারা বিষয়গুলো করেছে। এটি প্রমাণ করে এগুলোসহ অধিকাংশ বিষয় ঘটে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।
২. তবে মহান আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা রাখেন।

রুকু : ৩৪

২৫৪. হে যারা ঈমান এনেছো! আমরা তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো সে দিন আসার আগে যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ কিছুই থাকবে না। আর অমান্যকারীরা জালিম[১]।

১. ওজর ছাড়া বা প্রায় না থাকা মাত্রার ওজর অবস্থায় আদেশ/নিষেধ অমান্যকারী মু'মিনরা তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে জালিম বলে গণ্য হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৮৩; শূরা/৪২ : ৪০ ও ৪১; মায়েদা/৫ : ৩; নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮; নাহল/১৬ : ১০৬ ইত্যাদি ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র’ (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

২৫৫. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তিনি জানেন মানুষের সামনে এবং পিছনে যা আছে। তিনি যতটুকু (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।[১] আর তাঁর কুরসি (ক্ষমতার গদি/ব্যাপকতা) আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। আর এ দুটির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি সুউচ্চ ও সুমহান।

১. আল্লাহর তৈরি জ্ঞানার্জনের প্রোগ্রাম/বিধি-বিধান অনুযায়ী চেষ্টা করা ছাড়া মানুষ জ্ঞানের কিছুই অর্জন করতে পারে না।

২৫৬. দ্বীনে (ইসলাম গ্রহণ ও শিক্ষাদানে) জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্যই সত্যকে (সঠিক/নির্ভুল) স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যা (ভুল) থেকে[১]। সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন মজবুত রশি আঁকড়ে ধরল যা কখনও ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।

১. সত্য/নির্ভুল জ্ঞান হলো ইসলামের মূল শক্তি।

২৫৭. যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের অন্ধকারসমূহ থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন[১]। আর যারা অস্বীকার করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা (তাগুতরা) তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারসমূহের দিকে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

১. ঈমান আনা ব্যক্তিরা আল্লাহর তৈরি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসার প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করার ফলে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের হয়ে আসে।

রুকু : ৩৫

২৫৮. তুমি কি তাকে দেখোনি যে ইব্রাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছিল এ জন্য যে– আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইব্রাহীম বললো, যিনি জীবন ও মৃত্যু দেন তিনিই আমার রব! সে বললো, আমিও জীবন ও মৃত্যু দান করি। ইব্রাহীম বললো– নিশ্চয় আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে সূর্য আনেন (উদয় ঘটান), সুতরাং তুমি পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে আসো। তখন সে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।[১]

১. আল্লাহর তৈরি সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন

অনুযায়ী চেষ্টা না করার কারণে জালিম সম্প্রদায় সঠিক পথ পায় না।

২৫৯. অথবা (তুমি কি দেখোনি) তার দৃষ্টান্ত, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করছিল যার বাড়ী-ঘরগুলো বিধ্বস্ত হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল? সে বললো, এ মৃত জনপদকে আল্লাহ কীভাবে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে একশ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রেখে আবার জীবিত করলেন। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তুমি কত কাল (এভাবে) অতিবাহিত করেছো? সে বললো, এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ। তিনি (আল্লাহ) বললেন, বরং তুমি একশ বছর অতিবাহিত করেছো। এখন তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে লক্ষ করো, তা বাসি হয়নি। আর তোমার গাধার দিকেও লক্ষ করো (তার হাড়গুলো খুলে গেছে)। আর (এ ঘটনা) এ জন্য যে আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে চাই।[১] আর (ছড়িয়ে থাকা) এ হাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে (ভেবে) দেখো আমি কীভাবে এগুলোকে জুড়ে দেই এবং তার ওপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অবশেষে যখন তার জন্য (এই উদাহরণ) স্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন সে বললো– আমি জানতে (ও বুঝতে) পারলাম যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১. আর এ ঘটনা এ জন্য যে আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটি সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয় বানাতে চাই।

২৬০. আর যখন ইব্রাহীম বলেছিল, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন কীভাবে আপনি মৃতকে পুনর্জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? সে বললো, হ্যাঁ (বিশ্বাস করি) তবে আমার মনের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার জন্য (দেখতে চাই)। তিনি বললেন– তাহলে তুমি ৪টি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের (কেটে কেটে) এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে আসো। এরপর তাদেরকে ডাকো। তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ অত্যন্ত প্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

রুকু : ৩৬

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের (ব্যয়ের) সম্পর্কে উদাহরণ[১] হলো একটি শস্যবীজ যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, যার প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশতটি শস্যদানা। এভাবে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা (সম্পদ) বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।[২] আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য শিক্ষা।

২. এভাবে আল্লাহর তৈরি সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান

অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টা করার কারণে মানুষের সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

২৬২. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে প্রতিদান রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

২৬৩. একটি মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা এমন (বড়ো) দানের চেয়েও ভালো যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ ঐশ্বর্যময় ও পরম সহনশীল।

২৬৪. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাতকে নষ্ট করো না, সে ব্যক্তির মতো যে লোক দেখানোর জন্য তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না। তার (ব্যয়) সম্পর্কে উদাহরণ[১] হলো– একটি মসৃণ পাথর যার ওপর মাটি জমে আছে। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়লো; ফলে সমস্ত মাটি ধুয়ে গিয়ে তা (পরিষ্কার অবস্থায়) পড়ে রইলো। তারা যা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা ধরে রাখতে সক্ষম হলো না। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) অমান্যকারীদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না[২]।

১. আল্লাহর কাছে থেকে আসা সাধারণ জ্ঞানের সত্য শিক্ষা।
২. আল্লাহর তৈরি সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টা না থাকার কারণে, ওজর ছাড়া বা প্রায় না থাকা মাত্রার ওজর অবস্থায় আদেশ/নিষেধ অমান্যকারী মু'মিনরা সঠিক পথের সন্ধান পায় না।

২৬৫. আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ও নিজেদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের (ব্যয়) সম্পর্কে উদাহরণ[১] হলো– কোনো উচ্চভূমিতে একটি বাগান যাতে প্রবল বর্ষণ হলো, ফলে তার ফসল দ্বিগুণ হলো। আর যদি প্রবল বর্ষণ না হয় তবে হালকা বর্ষণই (যথেষ্ট)। আর তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ ভালো করে দেখেন।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।

২৬৬. তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে– তার একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান থাকবে, যার তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত হবে, এতে তার জন্য সব রকম ফল থাকবে, আর যখন সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার সন্তানেরা থাকবে দুর্বল তখন এমন প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড় তাতে আঘাত হানবে যাতে থাকবে আগুন, ফলে বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এভাবেই আল্লাহ আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারো।[১]

১. এভাবেই আল্লাহ কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা সেগুলো নিয়ে সাধারণ চিন্তা-ভাবনা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে পারো।

রুকু : ৩৭

২৬৭. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজেরা যা উপার্জন করেছো এবং জমি থেকে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) যা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো।[১] আর তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিসটি (আল্লাহর পথে) ব্যয় করার ইচ্ছা করো না যখন তোমরা নিজেরা তা গ্রহণ করতে রাজি হবে না যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে রাখো। আর তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ ঐশ্বর্যময় ও প্রশংসিত।

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেরা যা উপার্জন করেছো এবং আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে তোমরা জমি থেকে যা উৎপন্ন করেছো তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো।

২৬৮. শয়তান তোমাদের দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং তোমাদের অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।

২৬৯. তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা হিকমাহ (প্রজ্ঞা/ বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) দান করেন।[১] আর যাকে (অতাৎক্ষণিক-ভাবে) হিকমাহ দেওয়া হয় তাকে অতীব কল্যাণকর একটি জিনিস দেওয়া হয়।[২] আর উলুল আলবাবগণ ছাড়া কেউ (কুরআন হতে সর্বোৎকৃষ্ট) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না।[৩]

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করে চেষ্টা করার ফলে ব্যক্তি মানুষ হিকমাহ লাভ করে। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব, কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা অর্জন করে।

২. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা করার ফলে যে হিকমা লাভ করে সে অতীব কল্যাণকর এক জিনিস লাভ করে (এ কল্যাণের সবচেয়ে বড়োটি হলো আল কুরআন সহজে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারা)।

৩. আর প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ছাড়া কেউ কুরআন হতে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করতে পারে না। (উলুল আলবাবের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত)।

২৭০. আর তোমরা যা ব্যয় করো কিংবা যা মানত করো আল্লাহ তা সবই জানেন। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান করো তবে তা ভালো। আর যদি গোপনে অভাবীদের দান করো তবে তা তোমাদের জন্য অধিক ভালো। আর তিনি তোমাদের গুনাহ থেকে অনেক গুনাহ মিটিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

২৭২. তাদের (জোর করে) সঠিক পথে পরিচালিত করা তোমার দায়িত্ব নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন[১]। আর তোমরা সম্পদ হতে যা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো তা তোমাদের নিজেদের জন্য। আর তোমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করো। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করো তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

১. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর তৈরি সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যে চেষ্টা করে সে সঠিক পথ পায়।

২৭৩. (দান করো) সেসব অভাবীদের জন্য যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, পৃথিবীতে (উপার্জনের জন্য) চেষ্টা-সাধনা করতে পারে না। তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে জাহিল[১] লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা বুঝতে পারবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে (আর্থিক) সাহায্য চায় না। আর (এসব লোকের জন্য) তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করো সে ব্যাপারে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তি।

রুকু : ৩৮

২৭৪. যারা তাদের ধন-সম্পদ দিনে ও রাতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে তাদের রবের কাছে তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

২৭৫. যারা সুদ খায় তাদের দণ্ডায়মান অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির দণ্ডায়মান অবস্থার মতো যাকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে মোহগ্রস্ত করে দিয়েছে। তা

এ কারণে যে, তারা বলে বেচাকেনা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষথেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে সে পূর্বে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।[১]

১. আয়াতটি হতে জানা যায়– সুদ হারাম জানার পরও যারা সুদ নেওয়া ছাড়েনি তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ পরকালে আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকলেও ব্যক্তিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩ ও ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯ ও ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি।

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ কোনো কুফরীর গুনাহ করা পাপীকে পছন্দ করেন না।

২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে[১] ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

২৭৮. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং (লোকদের কাছে তোমাদের) যে সুদ অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২৭৯. কিন্তু যদি তোমরা তা না করো (তবে জেনে রেখো), আল্লাহ ও তার

রসূলের পক্ষথেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। আর যদি তাওবা করো তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই প্রাপ্য। তোমরা (সুদের মাধ্যমে) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।

২৮০. আর যদি সে (ঋণগ্রহীতা) অসচ্ছল হয় তবে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর সাদাকা করে দেওয়া তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

২৮১. আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেওয়া হবে যা সে (দুনিয়াতে) অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

রুকু : ৩৯

২৮২. হে যারা ঈমান এনেছো! যখন কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমরা পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেন-দেন করো তখন তা লিখে রেখো। আর কোনো লেখক যেন ন্যায়সংগতভাবে তোমাদের মধ্যে লিখে দেয়। আর কোনো লেখক যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে, যেরূপ আল্লাহ তাকে (লেখা) শিক্ষা দিয়েছেন (লেখা শেখাতে অস্বীকার করেননি)। অতএব সে যেন লিখে দেয় এবং যার ওপর দায় সে (ঋণগ্রহীতা) লেখার বিষয় বলে দেবে। সে যেন তার রব আল্লাহকে ভয় করে এবং তা থেকে কিছুই কম না করে। কিন্তু যার ওপর দায় সে (ঋণগ্রহীতা) যদি বুদ্ধিহীন বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তাহলে তার অভিভাবক (প্রতিনিধি) ইনসাফ সহকারে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে। আর তোমাদের মধ্য থেকে দুজন পুরুষ ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। আর যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে যাদের সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সম্মত এমন একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষী হবে। যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করে দিতে পারে। আর সাক্ষীদের ডাকা হলে তারা যেন (সাক্ষ্যদানে) অস্বীকৃতি না জানায়। (ঋণের পরিমাণ) ছোটো হোক বা বড়ো হোক সময়সীমাসহ তা লিখতে তোমরা গড়িমসি করো না। এটি (এই পদ্ধতি) আল্লাহর কাছে অধিকতর ন্যায়সংগত, সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও তোমাদের সন্দেহ পোষণ না করার অধিকতর উপযোগী। তবে যে নগদ ব্যাবসা তোমরা নিজেদের মধ্যে পরিচালনা করে থাকো সেগুলো না লেখাতে কোনো দোষ নেই। আর তোমরা যখন লেনদেন করো তখন সাক্ষী রেখো। আর কোনো লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। যদি তোমরা (তাদের ক্ষতিগ্রস্ত) করো তবে সেটি হবে তোমাদের পাপাচার। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও।[১] আর আল্লাহ

তোমাদের শিক্ষাদান করেন এবং আল্লাহ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণজ্ঞানী।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং (দলিল লেখার জন্য) কোনো লেখক না পাও তাহলে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখবে। যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অন্য কারো কাছে আমানত রাখে, তবে যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে সে যেন তা যথাযথভাবে ফেরত দেয় এবং তার রব আল্লাহকে ভয় করে। আর সাক্ষ্যগোপন করো না। যে ব্যক্তি তা গোপন করে নিশ্চয় তার মন পাপী। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে ভালো করে জানেন।

রুকু : ৪০

২৮৪. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর তোমাদের মনে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন[১]। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১. নিষিদ্ধ কাজ করার পর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী চেষ্টা করায় কেউ ক্ষমা পায় এবং কেউ শাস্তি পায়। সে প্রোগ্রাম হলো− কবীরা গুনাহ মাফ হয় শুধুমাত্র মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে করা তাওবার মাধ্যমে। মানুষের হক ফাঁকি দেওয়া কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য, হক ফেরত দেওয়ার পর তাওবা করতে হবে। কবীরা গুনাহ ভিন্ন অন্য গুনাহ (ছগীরা, মধ্যম) মাফ হয়− তাওবা, নেক আমল, দোয়া ও শাফায়াতের মাধ্যমে।

২৮৫. রসূল তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে এবং মু'মিনরাও। প্রত্যেকেই আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে) আমরা (বিশ্বাস করার দৃষ্টিকোণ থেকে) রসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর তারা বলে আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম[১]। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আর আপনারই দিকে (চূড়ান্ত) গন্তব্যস্থল।

১. শুনলাম ও আনুগত্য করলাম কথাটি প্রযোজ্য হবে কুরআনের আরবী আয়াত ও রসুল (স.)-এর নির্ভুল (সনদ ও মতন সহীহ) হাদীসের ক্ষেত্রে।

কুরআনের আয়াতের অনুবাদ বা তাফসীর ও প্রচলিত সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে নয়। কারণ, কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু অনুবাদ বা তাফসীরে ভুল থাকতে পারে। আর বর্তমান হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় বর্ণনা ধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। আর কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর এবং প্রচলিত সহীহ হাদীসে থাকা ভুল প্রাথমিকভাবে ধরার জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি অপ্রমাণিত উৎস/শক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। সেটি হলো- Common sense/আকল/বিবেক।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা তাওবা/৯ : ৩১; আলে-ইমরান/৩ : ৬৪; আর-রহমান/৫৫ : ১১; বনী-ইসরাইল/১৭ : ৩৬; আশ্ শামস/৯১ : ৭ ও ৮; আনফাল/৮ : ২৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?' (গবেষণা সিরিজ-২১) নামের বইটি।

২৮৬. আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত (বোঝা) চাপিয়ে দেন না। সে (ভালো) যা অর্জন করেছে তা তার ওপর এবং (মন্দ) যা অর্জন করেছে তাও তার ওপর (বর্তাবে)। (রসূল ও মু'মিনগণ বলে) হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুল করি তাহলে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেবেন না যেভাবে আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। হে আমাদের রব! যে বোঝা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। আর আমাদের পাপমোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফির সম্প্রদায়ের মুকাবেলায় আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

সুরা : ৩

আলে ইমরান

ইমরানের বংশধর, মাদানী, আয়াত : ২০০, রুকু : ২০

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ লাম মীম।[১]

১. বিস্তারিত জানতে সুরা আল-বাকারার ১ নং আয়াতের তাফসীর দেখুন।

২. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

৩. তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাবটি (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যা এর পূর্বের (কিতাবসমূহের) সত্যায়নকারী, আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইনজীল।

৪. ইতিপূর্বে (অবতীর্ণ হওয়া ঐ কিতাব ছিল) মানবজাতির জন্য পথনির্দেশিকা স্বরূপ। আর (এখন) তিনি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৫. নিশ্চয় আল্লাহর কাছে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছুই গোপন নয়।

৬. তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।[১] তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১. তাঁর তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠিত হয়।

৭. তিনিই তোমার প্রতি কিতাবটি অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে কিছু হলো 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য'[১] আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো 'অতীন্দ্রিয়'[২]। অতঃপর যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা ভুল বোঝা-বুঝি ছড়ানো এবং (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর ব্যাখ্যা বের করার জন্য। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে– আমরা এটি বিশ্বাস করি, (কারণ) এ সবই আমাদের রবের কাছ থেকে আসা।[৩] আর উলুল আলবাবগণ ছাড়া কেউ (কুরআন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট) শিক্ষালাভ করে না[৪]।

১. ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা জানা ও বোঝা সম্ভব।

২. ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বুঝের বাইরে।

৩. যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে– আমরা 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' ও 'অতীন্দ্রিয়' উভয় আয়াতই বিশ্বাস করি। কারণ, উভয় ধরনের আয়াতই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে। তাই, যেহেতু কুরআনে অধিকাংশ আয়াত 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' তথা যৌক্তিক সেহেতু 'অতীন্দ্রিয়' আয়াত, যার সংখ্যা খুব কম, তাও যৌক্তিক হবে।

৪. আর প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ছাড়া কেউ কুরআন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করতে পারে না। (উলুল আলবাবের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত)।

৮. হে আমাদের রব! সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের মনকে

বক্র করে দেবেন না এবং আপনার কাছ থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহান দাতা।

৯. হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি মানবজাতিকে একদিন সমবেত করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

রুকু : ২

১০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে আল্লাহর কাছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজেই লাগবে না। আর তারাই হবে আগুনের ইন্ধন।

১১. (তাদের অভ্যাস) ফিরাউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মতো। তারাও আমাদের আয়াতসমূহকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। আর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

১২. যারা কুফরী করে তাদের বলো– তোমরা শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং তোমাদের একত্রিত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

১৩. নিশ্চয় দুটি দলের (বদরে) পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছিল এবং অন্যদল ছিল কাফির, এরা (কাফিররা) তাদেরকে (আল্লাহর পথে যুদ্ধকারীদের) নিজেদের চোখে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্যদিয়ে শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।[১]

১. সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) অবস্থিত জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে মানুষ বিষয়টি চোখে দেখলেও তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারে না। তাই, মানুষের Common sense/আকল যত উৎকর্ষিত হয় মানুষ তত সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। আর তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে– বদরের যুদ্ধের ঘটনাবলিতে Common sense/আকল উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করা ব্যক্তিদের জন্য গভীর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

১৪. মানুষের কাছে শোভনীয় করা হয়েছে (তাদের) আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, নারী, সন্তানাদি, স্তুপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নযুক্ত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি ভালোবাসা। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সম্পদ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৫. বলো, আমি কি তোমাদের এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর সংবাদ

দেবো? যারা আল্লাহ-সচেতনতা অবলম্বন করে[১], তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে জান্নাত, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর তাদের জন্য থাকবে পবিত্রজুড়িগণ এবং আল্লাহর পক্ষথেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন।

১. যারা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়।

১৬. যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের পাপ ক্ষমা করুন এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

১৭. (তারা) ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত ও দানশীল এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে– নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং প্রকৃত জ্ঞানীগণও অনুরূপ সাক্ষ্য দেন, তিনি ন্যায়-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১৯. নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। আর যে আল্লাহর আয়াতসমূহ[১] অস্বীকার করবে (তার জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহ নিশ্চয় অতিদ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

২০. যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে তুমি বলো– আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীগণও। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের এবং নিরক্ষরদের[১] বলো– তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছো? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা সঠিক পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য শুধু (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেওয়া। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন।

১. নিরক্ষর আরব মুশরিক।

রুকু : ৩

২১. নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ[১] অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মাঝে যারা ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দেয় তাদেরও হত্যা করে, তুমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

২২. এসব লোকের কার্যাবলি দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

২৩. তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের আংশিক জ্ঞান[১] প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে যখন আল্লাহর (পরিপূর্ণ) কিতাবের (আল কুরআন) দিকে আহবান করা হয় নিজেদের মাঝে (বিদ্যমান বিবাদ) মীমাংসা করার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা সেথায় স্থির থাকে।

১. কুরআন ভিন্ন আল্লাহ প্রদত্ত অন্য কিতাবের জ্ঞান। অন্য কিতাবসমূহ জীবন সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞানধারী নয়।

২৪. এটা এজন্য যে– তারা বলে, নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন (জাহান্নাম) আমাদের স্পর্শ করবে না।[১] বস্তুত তারা যে কথা বানিয়ে নিয়েছে সেটি তাদেরকে নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে[২]।

১. অন্য কিতাবধারীদের মধ্যকার যারা কুরআনের ফায়সালা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সে অবস্থায় স্থির থাকে তাদের এ আচরণের কারণ হলো– তারা মনে করে তাদের কিতাবের অতিরিক্ত কিছু কথা কুরআনে আছে এটি সত্য। কিন্তু তাদের কিতাবে থাকা অনেক কথাও কুরআনে আছে। তাই, কুরআনের ঐ অতিরিক্ত কথাগুলো না মানার কারণে যদি তাদেরকে জাহান্নামে যেতেও হয় তবে তা হবে অল্প কিছুদিনের জন্য।

২. কুরআনের ফায়সালা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সে অবস্থায় স্থির থাকা আহলি কিতাবদের কথাকে তাদের বানানো কথা এবং এটিকে তাদের দ্বীন তথা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সঠিক কথা হলো আল্লাহর কিতাবের অনুসারীদের যারা জাহান্নামে যাবে তাদেরকে সেখানে চিরকাল থাকতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্যদেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তিপাবে কি?’ (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি।

২৫. অতএব, তখন কী অবস্থা হবে যখন আমরা তাদের এমন একদিন একত্রিত করবো যেদিন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

২৬. বলো, রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ! (অতাৎক্ষণিকভাবে) আপনি যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্রক্ষমতা দেন ও যার থেকে ইচ্ছা রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন ও যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন।[১] সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১. মহান আল্লাহর তৈরি রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে কেউ রাষ্ট্রক্ষমতা পায় ও কেউ রাষ্ট্রক্ষমতা হারায় এবং কেউ সম্মান পায় আবার কেউ অপমানিত হয়।

২৭. (অতাৎক্ষণিকভাবে) আপনিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর আপনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) মৃত হতে জীবনকে বের করেন আবার জীবিত হতে মৃতকে বের করেন। অন্যদিকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।[১]

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী রাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে, মৃত হতে জীবন বের হয় আবার জীবিতদের মৃত্যু হয়। আবার আপনার তৈরি বিপুল রিজিক পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টা চালানোর কারণে কেউ বিপুল রিজিক পায়।

২৮. মু'মিনগণ যেন মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।[১] যে তা করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো (ঈমানের) সম্পর্ক থাকবে না, তবে তাদের পক্ষথেকে কোনো ক্ষতির ভয় থাকলে (বাহ্যত) ঐরূপ করলে দোষ নেই।[২] আর আল্লাহ তাঁর নিজের (তৈরি বিধান) সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন। আর আল্লাহর দিকেই (চূড়ান্ত) গন্তব্যস্থল।

১. প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো বন্ধু।

২. নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ওজর (বাধ্য-বাধকতা) একটি শর্ত।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৮৩; শূরা/৪২ : ৪০ ও ৪১; মায়েদা/৫ : ৩; নাহল/১৬ : ১০৬; নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

২৯. বলো, তোমাদের সদরে[১] যা আছে তা যদি তোমরা গোপন করো

অথবা ব্যক্ত করো আল্লাহ তা জানেন। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাও জানেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১. সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনে। মনে থাকে জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮ ও ১৮**

৩০. যেদিন প্রত্যেকে যা কিছু ভালো কাজ করেছে তা নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে (তাও), তখন সে কামনা করবে যদি এসব কাজ ও তার মাঝে সুদূর দূরত্ব থাকতো। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করেছেন। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

রুকু : ৪

৩১. বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, (তাহলে) আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৩২. বলো, আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হও। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (জেনে রেখো) আল্লাহ অমান্যকারীদের পছন্দ করেন না।

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেছেন আদম ও নূহ এবং ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরকে সমগ্রবিশ্বে।

৩৪. এরা একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

৩৫. যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল– হে আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে আমি তা একান্ত আপনার জন্যে উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আপনি আমার কাছ থেকে তাকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী ।

৩৬. অতঃপর যখন সে তাকে (মারিয়ামকে) প্রসব করলো তখন সে বললো– হে আমার রব! নিশ্চয় আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। আর সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ সে সম্পর্কে অধিক অবগত। আর (তার কাঙ্ক্ষিত) পুত্র সন্তান এ কন্যা সন্তানটির মতো না। নিশ্চয় আমি তার নাম রেখেছি মারিয়াম এবং নিশ্চয় আমি বিতাড়িত শয়তান হতে তাকে ও তার বংশধরদের আপনার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি।

৩৭. অতঃপর তার রব তাকে (মারিয়ামকে) উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন এবং যাকারিয়া তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিলো। যখনই যাকারিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে প্রবেশ করতো তখনই তার কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেত। সে বলতো, হে মারিয়াম! এসব তোমার জন্য কোথা থেকে (আসে)? সে বলতো,

আল্লাহর কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন (করতে পারেন)।

৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করলো। সে বললো– হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার পক্ষ থেকে একটি নেক/পূণ্যবান সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৩৯. যখন সে মেহরাবে সালাতে দণ্ডায়মান ছিল, অতঃপর ফেরেশতা তাকে (যাকারিয়াকে) ডেকে বললো– আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহর পক্ষ হতে আসা বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা, সংযমী এবং সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।

৪০. সে বললো– হে আমার রব! আমার পুত্র হবে কীভাবে এবং নিশ্চয় আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা! তিনি বললেন, এভাবেই আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) যা ইচ্ছা তা করেন (করতে পারেন)।

৪১. সে বললো, হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন।[১] তিনি (আল্লাহ) বললেন– তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইশারা ছাড়া মানুষের সাথে কথা বলবে না। আর তোমার রবের অধিক যিক্র[২] করবে এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর তাসবীহ ঘোষণা করবে।

১. আপনার (আল্লাহর) তরফ থেকে একটি আমল।
২. তোমার রব প্রেরিত কিতাবের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য অধিক স্মরণ ও অনুসরণ করবে।

রুকু : ৫

৪২. আর যখন ফেরেশতারা বলেছিল– হে মারিয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে বাছাই করেছেন।

৪৩. হে মারিয়াম! তোমার রবের অনুগত হও, সিজদা করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।

৪৪. এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করেছি। আর তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা তাদের কলমসমূহ নিক্ষেপ করেছিল (এটি নির্ধারণের জন্য যে) কে মারিয়ামের তত্ত্বাবধান করবে। আর তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করেছিল।

৪৫. যখন ফেরেশতাগণ বললো– হে মারিয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষথেকে একটি ‘কালিমা’-এর (একটি সন্তানের) সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম ‘মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম’ এবং সে হবে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম।

৪৬. আর সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে সৎকর্মশীলদের একজন।

৪৭. সে (মারিয়াম) বললো– হে আমার রব! আমার সন্তান হবে কীভাবে? আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি? তিনি বললেন– এভাবেই আল্লাহ (তাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু বলেন 'হও', অতঃপর তা হয়ে যায়।

৪৮. আর তিনি তাকে (ঈসাকে) শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমাহ[১], তাওরাত ও ইঞ্জিল।

১. হিকমা (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) : আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্যবিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

৪৯. আর (তাকে নিযুক্ত করবেন) বনী ইসরাঈলের জন্য রসুল। (সে বলবে), আমি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের কাছ থেকে আয়াত (মু'যিজা) নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখির মতো একটি আকৃতি গঠন করবো, অতঃপর তাতে ফুঁ দেবো, ফলে আল্লাহর (তাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় তা পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর (তাৎক্ষণিক) ইচ্ছায়, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করবো, মৃতকে জীবিত করবো এবং তোমরা যা আহার করো ও তোমাদের ঘরে যা মজুত রাখো তা তোমাদের বলে দেবো। এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন[১] রয়েছে যদি তোমরা মু'মিন হও।

১. আল্লাহ প্রেরিত সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য শিক্ষা।

৫০. আর (আমি এসেছি) আমার সামনে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্যে কিছু জিনিস হালাল করতে যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল এবং আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহ সচেতন হও এবং আমার আনুগত্য করো।

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব, সুতরাং তোমরা তাঁর দাসত্ব[১] করো। এটা স্থায়ী[২] পথ।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করো। দাসত্বের শর্ত দেখুন– সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।
২. স্থায়ী পথের সংজ্ঞা দেখুন– সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৫২. অতঃপর যখন ঈসা তাদের কুফরী মনোভাব উপলব্ধি করতে পারল তখন সে বললো– আল্লাহর দিকে আহবান করার বিষয়ে কারা আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ বললো– আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।

৫৩. হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং আমরা অনুসরণ করেছি রসুলের, সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের সাথে তালিকাভুক্ত করুন।

৫৪. আর তারা চক্রান্ত করেছিল। আল্লাহও কৌশল করেছিলেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী।

রুকু : ৬

৫৫. যখন আল্লাহ বললেন– হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে ওফাত দেবো এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নেব, কাফিরদের থেকে তোমাকে মুক্ত করবো এবং তোমাকে যারা অনুসরণ করেছে (হাওয়ারীগণ) তাদের (মর্যাদা) কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের ওপরে থাকার ব্যবস্থা করবো। এরপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতপার্থক্য করতে আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো।

৫৬. অতঃপর যারা কুফরী করেছে আমি তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করবো এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিদান পুরোপুরি প্রদান করবেন। আর আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।

৫৮. যা আমি তোমার কাছে তিলাওয়াত করছি তা (কুরআনের) আয়াত ও প্রজ্ঞাময়ের শিক্ষা থেকেই করছি।

৫৯. নিশ্চয় আল্লাহর কাছে ঈসা সম্পর্কে উদাহরণ[১] হলো আদম সম্পর্কে উদাহরণের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন অতঃপর তাকে বলেছিলেন 'হও', তখনই সে হয়ে গেল।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য শিক্ষা।

৬০. (এটি) তোমার রবের কাছ থেকে আগত সত্য কথা, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৬১. অতএব তোমার কাছে জ্ঞান (কিতাব) আসার পরও যে ব্যক্তি এ বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্ক করে, তাকে বলো– আসো আমরা আহবান করি আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের। তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি, মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর

অভিশাপ বর্ষিত হোক।

৬২. নিশ্চয় এটা সত্য ঘটনা। আর আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর নিশ্চয় আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

৬৩. তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে ভালো করে জানেন।

রুকু : ৭

৬৪. তুমি বলো, হে আহলে কিতাব! এসো এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন, (তা হলো) আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব[১] না করি, কোনো কিছুকেই তাঁর শরিক না করি এবং আল্লাহকে ছাড়া আমাদের একজন যেন অন্যজনকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি[২]। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্তের পরিবর্তে অন্য কারো দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের কোনো কাজ না করি। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।
২. আল্লাহর বক্তব্য ছাড়া অন্য করো বক্তব্যকে যাচাই ছাড়া গ্রহণ না করি।

৬৫. হে আহলে কিতাবগণ! ইবরাহীম সম্বন্ধে তোমরা কেন বিতর্ক করো অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তার (অনেক) পরে অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি আকলকে কাজে লাগাও না?[১]

১. তোমরা কি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেককে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করো না?

৬৬. তোমরাই সেসব লোক যারা (পূর্বে) এমন বিষয়ে বিতর্ক করেছো যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল। কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে (এখন) কেন বিতর্ক করছো? আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না।

৬৭. ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিল না এবং খ্রিষ্টানও ছিল না, বরং সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৬৮. নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তারাই ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তাঁকে অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও মু'মিনগণও (তার ঘনিষ্ঠতম)। আর আল্লাহই মু'মিনদের অভিভাবক।

৬৯. আর আহলে কিতাবের একদল চায় যেন তারা তোমাদের বিপথগামী করতে পারে অথচ তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিপথগামী করতে

পারবে না, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

৭০. হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতকে[১] অস্বীকার করো? অথচ তোমরাই তার সাক্ষ্য বহন করছো।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো?

রুকু : ৮

৭২. আহলে কিতাবের একদল (অন্য দলকে) বললো– মু'মিনদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা দিনের প্রথম ভাগে তা বিশ্বাস করো এবং দিনের শেষ ভাগে তা অস্বীকার করো, হয়তো তারা (তাদের দ্বীন থেকে) ফিরে আসবে।

৭৩. (তারা আরও বলে) আর যে ব্যক্তি তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাকে ছাড়া আর কাউকে তোমরা বিশ্বাস করো না। (হে নবী) বলো, আল্লাহর নির্দেশিত পথই একমাত্র (সঠিক) পথ। (তারা আরও বলে, তোমরা এটিও বিশ্বাস করো না যে) তোমাদের যা (কিতাব) দেওয়া হয়েছে অনুরূপ কাউকে দেওয়া হবে। অন্যথায় তারা (মুসলিমরা) তোমাদের রবের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করবে। (হে নবী) বলো, নিশ্চয় মর্যাদা[১] আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা প্রদান করেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী ও মহাজ্ঞানী।

১. এখানে কাউকে নবুওয়াত দেওয়া বা কারো ওপর কিতাব নাযিল হওয়াকে মর্যাদা বলা হয়েছে।*

*এর সমর্থনে শিহাবুদ্দীন আলূসী (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে, *রূহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আজীম ওয়াস সাবয়ীল মাছানী*, খ. ৩, পৃ. ৯৪।

৭৪. তিনি নিজের অনুগ্রহ[১] প্রদানের জন্য যাকে ইচ্ছা করেন নির্ধারিত করে নেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

১. এখানে কিতাব নাযিল করাকে বুঝানো হয়েছে।

৭৫. আর আহলে কিতাবের মধ্যে এমন (লোক) রয়েছে যার কাছে যদি তুমি বিপুল (সম্পদ) আমানত রাখো সে তা তোমাকে ফেরত দেবে। আবার এমন লোকও আছে যার কাছে যদি তুমি একটি দিনারও আমানত রাখো তবে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে তা তোমাকে ফেরত দেবে না। এটা এ কারণে যে, তারা বলে– নিরক্ষরদের[১] (সম্পদ ফেরত দেওয়ার) ব্যাপারে আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং তারা জেনে বুঝে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

১. নিরক্ষর অ-ইহুদী।

৭৬. হ্যাঁ, (সেই সঠিক পথে) যে তার অঙ্গীকার[১] পূর্ণ করে এবং আল্লাহ-সচেতন[২] হয়, নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের।

১. রুহের জগতে করা অঙ্গীকার (সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২ ও ১৭৩)।

২. সেই সঠিক পথে যে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়।

৭৭. নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি[১] এবং নিজেদের শপথের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই[২], কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ[৩] করবেন না । আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. রুহের জগতে করা প্রতিশ্রুতি।

২. ছোটো ওজর তথা সামান্য ক্ষতি এড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতি এবং শপথ ভঙ্গ করে।

৩. ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না।

৭৮. আর নিশ্চয় তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা জিহ্বা[১] দিয়ে কিতাব পরিবর্তন করে যাতে তোমরা সেটাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে করো অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

১. বানানো কথার মাধ্যমে।

৭৯. কোনো মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয়[১] যে, আল্লাহ তাকে তাঁর কিতাব, হিকমাহ[২] ও নবুওয়াত দান করবেন, এরপর সে মানুষকে বলবে– তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা হয়ে যাও। বরং (সে বলবে) তোমরা আল্লাহওয়ালা (রব্বানী) হয়ে যাও। (এটি তোমরা জানো) কারণ তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়ে থাকো এবং নিজেরাও অধ্যয়ন করে থাকো।

১. কারণ, ঐ ধরনের কাজ করলে আল্লাহ তাকে হত্যা করতেন।

২. হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) : কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া

জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

৮০. আর সে ফেরেশতা ও নবীদেরকেও রব হিসেবে গ্রহণ করতে তোমাদের নির্দেশ দেবে না। সে কি তোমাদেরকে মুসলিম হওয়ার পর কুফরীর নির্দেশ দেবে?

রুকু : ৯

৮১. আর যখন আল্লাহ (রূহের জগতে) নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন– আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমাহ হতে দান করছি[১], অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী রূপে রসুল আসবে, তখন তোমরা (এবং তোমাদের অনুসারীরা) তাঁর প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে এবং তাকে অবশ্যই সাহায্য করবে। তিনি (আল্লাহ) বললেন– তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার তোমরা কি গ্রহণ করলে? তারা (নবীগণ) বললো– আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন– তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

১. আল্লাহর কাছে কিতাব ও হিকমাহর মূল কপি আছে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে নবী-রসুলগণের প্রতি কিছু অংশ নাযিল হয়।

৮২. এরপরও যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই ফাসিক (পাপাচারী)।

৮৩. তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে (অন্যকোনো দ্বীন) সন্ধান করছে? অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান (সবই) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করছে এবং তাঁর দিকেই তাদের ফিরে যেতে হবে।

৮৪. বলো– আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা তাদের কারোর মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না[১]। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

১. বিশ্বাস করার দৃষ্টিকোণ থেকে।

৮৫. আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চায় তার কাছ থেকে সেটা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮৬. আল্লাহ কীভাবে সে সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন যারা ঈমান আনা, রসুলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দান এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পর অমান্য করে? আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে)

জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।[১]

১. যারা জালিম (অত্যাচারী) আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা সঠিক পথ পায় না।

৮৭. তারাই সেসব লোক যাদের প্রতিদান হচ্ছে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানব-জাতির অভিশাপ।

৮৮. তারা সেখানে (জাহান্নামে) চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের প্রতি কোনো সুনজর দেওয়া হবে না।

৮৯. তারা ছাড়া যারা এ ধরনের কাজ করার পর তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৯০. নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর (ইচ্ছাকৃতভাবে) অমান্য করে অতঃপর (ঐ) অমান্য করার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় তাদের তাওবা কখনও কবুল হবে না। আর তারাই পথভ্রষ্ট।

৯১. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, পৃথিবী ভরা স্বর্ণ দিয়ে (শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য) মুক্তিপণ দেওয়া হলেও তাদের কারো কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। তারাই ঐসব লোক, যাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

পারা-৪

রুকু : ১০

৯২. তোমরা যা পছন্দ করো তা থেকে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছু দান করো নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে ভালোভাবে জানেন।

৯৩. বনী ইসরাঈলের জন্য সব খাবারই হালাল ছিল শুধু তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল (তথা ইয়াকূব আ.) যা নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিল তা ছাড়া। বলো– তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো অতঃপর তা পাঠ করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

৯৪. এরপরও যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তারাই জালিম।

৯৫. বলো, আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের আদর্শ অনুসরণ করো এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

৯৬. নিশ্চয় মানবজাতির জন্য স্থাপিত সর্বপ্রথম ঘর বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত, যেটি বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য পথনির্দেশিকা।

৯৭. সেখানে অনেক স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে– (যেমন) মাকামে ইবরাহীম। আর তাতে (মক্কায়) যে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার

সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হাজ্জ[১] করা তার ওপর অবশ্য কর্তব্য। আর যে ব্যক্তি তা অমান্য করবে (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ অবশ্যই বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।

১. ঘরকে সামনে রেখে হাজ্জের কার্যাবলি সম্পন্ন করা।

৯৮. বলো, হে আহলে কিতাব! তোমরা আল্লাহর আয়াতকে[১] কেন অস্বীকার করো? অথচ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের সাক্ষী।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

৯৯. বলো, হে আহলে কিতাব! যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে তাকে কেন আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখছো, তাতে (তার ঈমান আনাতে) বক্রতা অনুসন্ধান করো অথচ তোমরা (তার) সাক্ষ্যবহন করছো[১]? আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন (গুরুত্ব কম দেওয়া সত্তা) নন।

১. তাদের সঠিক পথে থাকার ব্যাপারে তোমাদের কিতাবেই উল্লেখ আছে।

১০০. হে যারা ঈমান এনেছো! যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমরা যদি তাদের কোনো বিশেষ দলের আনুগত্য করো তবে তারা ঈমান আনার পর তোমাদেরকে আবার কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে।

১০১. আর কীভাবে তোমরা কুফরী করছো? অথচ আল্লাহর আয়াতসমূহ[১] তোমাদের কাছে তেলাওয়াত করা হয় এবং তাঁর রসুল তোমাদের মাঝে রয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে সে অবশ্যই স্থায়ী পথে পরিচালিত হবে।[২]

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

২. যে ব্যক্তি কুরআনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে সে অবশ্যই স্থায়ী পথ পেয়ে যাবে (স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫)।

রুকু : ১১

১০২. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যথাযথ মানের আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।[২]

১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২. মুসলিম বলে গণ্য হওয়া মানের আল্লাহ-সচেতন না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

১০৩. আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলামকে) দৃঢ়ভাবে

আঁকড়ে ধরো এবং তোমরা বিভক্ত হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর (তখনকার) অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি তোমাদের মনে সম্প্রীতি সৃষ্টি করলেন ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও এবং তোমরা ছিলে এক আগুনের গর্তের পাড়ে, অতঃপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেন।[১] এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ[২] স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো।

১. অতঃপর আল্লাহর তৈরি মনে সম্প্রতি সৃষ্টি হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার কারণে তোমাদের মনে সম্প্রতি সৃষ্টি হয়, ফলে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও। আর তোমরা ছিলে একটি আগুনের গর্তের পাড়ে, অতঃপর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা করার ফলে তোমরা তা থেকে রক্ষা পাও।

২. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

১০৪. আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (মানুষকে) কল্যাণমূলক কাজের দিকে আহবান করবে; আর জানা কাজের আদেশ করবে ও অস্বীকার করা কাজ নিষেধ করবে[১]। আর তারাই সফল।

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন এ সুরার ১১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১০৫. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পরও বিভক্ত হয়েছে এবং মতপার্থক্য করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

১০৬. সেদিন (বিচারের দিন) কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ হবে মলিন। অতঃপর যাদের মুখ মলিন হবে, (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কি ঈমান আনার পর অমান্য করেছিলে?[১] অতঃপর তোমরা যা অমান্য[২] করতে তার জন্য শাস্তি ভোগ করো।

১. আল্লাহর কিতাবের আদেশ ও নিষেধ।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রায় না থাকা মাত্রার ওজর অবস্থায় আল্লাহর কিতাবের আদেশ/নিষেধ অমান্য করা।

১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর অনুগ্রহে (জান্নাতে) থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

১০৮. এগুলো আল্লাহর আয়াত[১] যা আমি তোমার কাছে উপস্থাপন করছি। আর আল্লাহ সৃষ্টি জগতের প্রতি জুলুম করতে চান না।

১.কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

১০৯. আর আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর সব কিছুকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

রুকু : ১২

১১০. তোমরা সর্বোত্তম উম্মত[১], তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার জন্য, তোমরা জানা বিষয় বাস্তবায়ন করবে[২] এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করবে[৩] এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে[৪]। আর আহলি কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু আছে মু'মিন[৫] তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

১. সুরা আন'আমের ৩৮ নং আয়াতে সকল জাতিগত সৃষ্টিকে উম্মত বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে মানুষ জাতি সর্বোত্তম উম্মত।

২. মানুষের জানা বিষয় হলো– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের জানা তথা সায় দেওয়া বিষয়। এগুলো হলো, মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের ন্যায় কাজগুলো।

৩. মানুষের অস্বীকার করা বিষয় হলো– Common sense/আকলের সায় না দেওয়া বিষয়। এগুলো হলো, মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের অন্যায় কাজগুলো।

৪. আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হলো– কুরআনকে সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করা।

তাই, আয়াতটিতে–

প্রথমে বলা হয়েছে : মানব-জাতি সর্বোত্তম জাতিগত সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত)।

এরপর বলা হয়েছে : মানব-জাতিকে উদ্ভব তথা সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার জন্য (মানুষ মানুষের জন্য)।

অতঃপর সে কল্যাণ করার পদ্ধতিটা বলে দেওয়া হয়েছে : সেটি হলো– জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন করা এবং অন্যায় কাজগুলো হতে দূরে থাকা বা প্রতিরোধ করা।

ঐ কাজ করার সময় আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে কথাটির ব্যাখ্যা হলো– জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন করা এবং অন্যায় কাজগুলো হতে দূরে থাকা বা প্রতিরোধ করার সময় কুরআনকে সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব হিসেবে বিশ্বাস রাখতে হবে। এর কারণ হলো- Common sense/আকল পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তাই, Common sense-এর সায় দেওয়া বা না দেওয়া কাজগুলো পালন করার আগে সেগুলোর নির্ভুলতার বিষয়টি কুরআনের

আলোকে যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা ছোয়াদ/৩৮ : ২৭; আলে ইমরান/৩ : ১৯০, ১৯১; যারিয়াত/৫১ : ৫৬; আন'আম/৬ : ১৬৫ এবং বাকারা/২ : ৩০ এর প্রথম অংশ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন- কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-১) নামের বইটি।

৫. বক্তব্যটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– অমুসলিম পরিবারে কিছু গোপন মু'মিন ব্যক্তি আছে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১১৩, ১১৪ ও ১৯৯; ফাতহ/৪৮ : ২৪ ও ২৫; বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫; আন'আম/৬ : ১৬৫; বাকারা/২ : ১৭৩ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?' (গবেষণা সিরিজ-২৩) নামের বইটি।

১১১. কিছু কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। তখন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

১১২. আল্লাহর রশি ও মানুষের রশি ছাড়া[১] তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই লাঞ্ছিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর ক্রোধে পড়েছে ও হীনতাগ্রস্ত হয়েছে। এটা এজন্যযে তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ[২] অস্বীকার করতো এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করতো। এটা এজন্য যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেছিল।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানে থাকা নিরাপত্তা পাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে নিরাপত্তা পাওয়া ছাড়া।

২. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

১১৩. তারা সকলে সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে একটি দল (ঈমানের ওপর) প্রতিষ্ঠিত, তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে।[১]

১. আহলি কিতাবরা সকলে সমান নয়। তাদের মধ্যে একটি দল ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা গোপনে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং ইশারায় সিজদার মাধ্যমে সালাত আদায় করে।

১১৪. তারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, জানা কাজের আদেশ

দেয়, অস্বীকার করা কাজ নিষেধ করে[১] এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে। আর তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন এ সুরার ১১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১১৫. আর তারা কল্যাণকর যে কাজই করুক তা অস্বীকার (প্রতিদান থেকে বঞ্চিত) করা হবে না। আর আল্লাহ ভালোভাবে খবর রাখেন আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের সম্পর্কে।[১]

১. আল্লাহ গভীরভাবে খবর রাখেন কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিদের সম্পর্কে।

১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরী[১] করেছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর কাছে কোনো কাজে আসবে না। তারা জাহান্নামের অধিবাসী। আর সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

১. কুরআনের আদেশ ও নিষেধকে কথা ও কাজের মাধ্যমে অস্বীকার করেছে।

১১৭. এ দুনিয়ার জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার ব্যাপারে উদাহরণ[১] হলো– এক হিমশীতল বায়ু যা আঘাত হেনে নষ্ট করে দেয় এমন সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি। বরং তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

১. আল্লাহ কাছ থেকে আসা সত্য কথা।

১১৮. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ (প্রভাবিত হওয়ার মতো) বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (অন্যথায়) তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। যা তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দেয় তা তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের সদরে[১] যা গোপন করে তা আরও গুরুতর। আমরা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছি যাতে তোমাদের Common sense/বোধশক্তিকে ব্যবহার করতে পারো।[২]

১. সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা মন।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭ ও ১৮**

২. আমরা তোমাদের জন্য কুরআনের আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছি যাতে তোমরা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস

Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারো।

১১৯. তোমরা তো তাদের ভালোবাসো কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না, আর তোমরা সব আসমানি কিতাবকে বিশ্বাস করো। অপরদিকে তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে– আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু তারা যখন নির্জনে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে নিজেদের আঙুলের অগ্রভাগ দাঁত দিয়ে কাটতে থাকে। বলো– তোমাদের আক্রোশে তোমরাই মরো। নিশ্চয় আল্লাহ সদরে[১] থাকা বিষয় ভালো করেই জানেন।

১. সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা মনে।

১২০. তোমাদের যদি কোনো মঙ্গল হয় তা তাদেরকে কষ্ট দেয়। আর তোমাদের ওপর অমঙ্গল আপতিত হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। আর তোমরা যদি ধৈর্যশীল ও আল্লাহ-সচেতন[১] হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম পরিবেষ্টন করে আছেন।

১. তোমরা যদি ধৈর্যশীল এবং কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ, ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

রুকু : ১৩

১২১. আর (স্মরণ করো) যখন তুমি তোমার পরিবারের কাছ থেকে খুব ভোরে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য (ওহুদ যুদ্ধ) মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করছিলে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

১২২. যখন তোমাদের দুই দলের (আনসারদের দুই দল) সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল অথচ আল্লাহ উভয়ের অভিভাবক ছিলেন। তাই আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

১২৩. আর অবশ্যই বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন যখন তোমরা শক্তিহীন ছিলে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ-সচেতন[১] হও, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

১. সুতরাং তোমরা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে

পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও। যাতে তোমরা কৃত আমলের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

১২৪. যখন তুমি মু'মিনগণকে বলেছিলে, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তিন হাজার ফেরেশতা অবতরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন?

১২৫. অবশ্যই, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং তারা এর চেয়ে দ্রুতগতিতে তোমাদের ওপর (আক্রমণ করতে) আসে, তবে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিতফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।

১. তোমরা যদি ধৈর্যশীল এবং কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ, ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১২৬. আর আল্লাহ এটি করবেন শুধু তোমাদের সুসংবাদ দেওয়া এবং এ দিয়ে তোমাদের মনকে প্রশান্ত করার জন্য। আর (প্রকৃত) সাহায্য শুধু মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।

১২৭. (আর সাহায্যটি এজন্যও করবেন) যাতে তিনি কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন অথবা লাঞ্ছিত করতে পারেন, ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

১২৮. তিনি তাদের ক্ষমা করবেন না শাস্তি দেবেন, সে বিষয়ে তোমার করার কিছুই নেই, যেহেতু তারা জালিম।

১২৯. আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন।[১] আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. নিষিদ্ধ কাজ করার পর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে কেউ ক্ষমা পায় এবং কেউ শাস্তি পায়। (ক্ষমা পাওয়ার প্রোগ্রামের জন্য দেখুন সুরা বাকারা আয়াত নং ২৮৪-এর তাফসীর)।

রুকু : ১৪

১৩০. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ-সচেতন হও[১] যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ

সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

১৩১. আর তোমরা সে আগুনকে ভয় করো যা অমান্যকারীদের[১] জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

১. ওজর ছাড়া বা প্রায় না থাকা মাত্রার ওজর অবস্থায় আদেশ/নিষেধ অমান্যকারী মু'মিন।

১৩২. আর তোমরা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।

১৩৩. আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আকাশসমূহ ও পৃথিবী জুড়ে । যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিদের জন্য।

১. যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদের জন্য।

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা রাগ নিয়ন্ত্রণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

১৩৫. আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে যিক্‌র[১] করে এবং নিজেদের পাপের জন্যক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা (যে অন্যায়) করে ফেলে, জেনে-শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না।

১. ঐ বিষয়ে কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ করে।

১৩৬. এরাই তারা, যাদের পুরস্কার হচ্ছে তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম!

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু সুন্নাত বাস্তবায়িত হয়েছে।[১] সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করো এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল তা দেখো।

১. তোমাদের পূর্বে আল্লাহর শাস্তি দেওয়ার প্রোগ্রাম/নীতি অনুযায়ী বহু শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

১৩৮. এটি (কুরআন) মানব জাতির জন্য স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বর্ণনা

(ধারণকারী গ্রন্থ) এবং পথনির্দেশিকা ও উপদেশ আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিদের জন্য।

১. যাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল কাজ করে তারা সবাই কম-বেশি আল্লাহ-সচেতন। তাই, আয়াতটি অনুযায়ী কুরআন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য।

১৩৯. তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও।

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তো সে (প্রতিপক্ষ) সম্প্রদায়েরও লেগেছিল। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা মানুষের মধ্যে এ দিনগুলির আবর্তন ঘটাই যাতে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যথেকে কিছু লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন।[১] আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।

১. আর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/নীতি অনুযায়ী মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটতে থাকে যাতে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ জানতে পারেন এবং মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন।

১৪১. আর যাতে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের পরিশুদ্ধ করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

১৪২. তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা (এমনিতে) জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানতে পারেননি কারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল?[১]

১. তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা এমনিতে জান্নাতে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো বাস্তব কাজের মাধ্যমে জানতে পারেননি কারা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছে এবং কারা ধৈর্যশীল।

১৪৩. আর অবশ্যই তোমরা মৃত্যুর (শাহাদাতের) মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে তা কামনা করতে। আর তোমরা তো এখন বাস্তব দৃষ্টিতে তা দেখলে।

রুকু : ১৫

১৪৪. মুহাম্মাদ একজন রসুল ছাড়া অন্য কিছু নয়। তার পূর্বের রসুলগণ গত হয়েছে[১]। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা তোমাদের পিছনের দিকে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে?[২] আর যে তার পিছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ শীঘ্রই (প্রকৃত) কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের পুরস্কার দেবেন[৩]।

১. পূর্বের সকল রসুল মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়া থেকে স্থায়ীভাবে চলে গিয়েছেন।

২. সুতরাং পূর্বের রসুলগণের বেলায় প্রযোজ্য হওয়া আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সে যদি (মুহাম্মাদ স.) মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে?

৩. আল্লাহ শীঘ্রই কুরআন, সুন্নাহ, Common sense/আকল এবং অন্যান্য অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ পেয়ে/জানতে পেরে কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের পুরস্কার দেবেন।

১৪৫. আর আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যুর অবধারিত মেয়াদ লিখিত আছে (উম্মুল কিতাবে)।[১] যে পার্থিব পুরস্কার চায় আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাকে তা থেকে দেই, আর যে পারলৌকিক পুরস্কার চায় আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাকেও তা থেকে দেই।[২] আর শীঘ্রই আমি (প্রকৃত) কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদেরকে পুরস্কৃত করবো।[৩]

১. আর আল্লাহর তৈরি মৃত্যুর প্রোগ্রামে থাকা অনুঘটকসমূহের যথাযথ মিলন হওয়া ছাড়া কারো মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর অবধারিত মেয়াদ বিস্তারিতভাবে লাওহে মাহফুজে থাকা মূল কিতাব (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে।

২. যে পার্থিব পুরস্কার চায় এবং আমাদের তৈরি তা পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে সে পার্থিব পুরস্কার পায়। আর যে পারলৌকিক পুরস্কার চায় এবং আমাদের তৈরি তা পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে সে পারলৌকিক পুরস্কার পায়।

৩. আর শীঘ্রই আমি কুরআন, সুন্নাহ, Common sense/আকল এবং অন্য অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ পেয়ে/জানতে পেরে কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের পুরস্কার দিব।

১৪৬. আর (অতীতে) কত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা লোক ছিল। অতঃপর আল্লাহর পথে তাদের ওপর যা (বিপদ-আপদ) আপতিত হয়েছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি বা দুর্বল হয়নি এবং নতিস্বীকারও করেনি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

১৪৭. আর একথা ছাড়া তাদের আর কোনো কথা ছিল না, হে আমাদের রব! আমাদের পাপসমূহ এবং কাজের ব্যাপারে আমাদের সীমালঙ্ঘনকে আপনি ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।

১৪৮. অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার এবং আখিরাতের উত্তম পুরস্কার দান করলেন। আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।

রুকু : ১৬

১৪৯. হে যারা ঈমান এনেছো, যারা কুফরী করছে যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে তারা তোমাদের পশ্চাতে (পূর্বাবস্থায়) ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তখন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

১৫০. বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনিই তোমাদের সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

১৫১. যারা কুফরী করেছে তাদের মনে শীঘ্রই আমরা ভীতির সঞ্চার করবো, কারণ তারা আল্লাহর সাথে শরিক করেছে যার পক্ষে (আল্লাহ) কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আর তাদের আবাস হলো আগুন। আর কতই না নিকৃষ্ট জালিমদের আবাস!

১৫২. আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর (সাহায্যের) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা (ওহুদের যুদ্ধে প্রথমদিকে) আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে তাদেরকে পরাস্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলে।[১] (এ অবস্থা চলছিল) যে পর্যন্ত না তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং (রসুলের দেওয়া) নির্দেশ সম্বন্ধে মতপার্থক্য করলে এবং তোমরা যা ভালোবাসো তা (গনিমত) দেখার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কেউ দুনিয়া চাচ্ছিলো এবং কেউ চাচ্ছিলো আখিরাত। তখন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের (মোকাবিলায়) তোমাদেরকে পেছনে ফেলে দিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন। আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

১. আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা ওহুদের যুদ্ধে প্রথম দিকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন/বিধান) অনুসরণ করে তাদেরকে পরাস্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলে।

১৫৩. (ঐ যুদ্ধে) যখন তোমরা (বিপর্যয় দেখে পালানোর জন্য) ওপরের দিকে (পাহাড়ে) আরোহণ করছিলে এবং তোমরা কারো প্রতি পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিলে না অথচ রসুল তোমাদের পিছন দিক থেকে আহবান করছিলেন, ফলে (এ অন্যায় আচরণের কারণে) আল্লাহ তোমাদের দুঃখের পর দুঃখ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ (নিশ্চিত বিজয়) এবং তোমাদের ওপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে (হতাহত হওয়া) সে ব্যাপারে মর্মাহত না হয়ে (শিক্ষা নাও)। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই অবগত।

১৫৪. অতঃপর দুঃখের পর তিনি তোমাদের প্রতি তন্দ্রারূপ প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন যা তোমাদের একদলকে (মু'মিনদের) আচ্ছন্ন করেছিল। আর

একটি দল (মুনাফিকরা) নিজেদের উদ্বিগ্ন করেছিল আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য ধারণা করে, (যা ছিল) জাহিলি যুগের ধারণা।[১] তারা বলে, এ বিষয়ে (যুদ্ধেবের হওয়ার বিষয়ে) আমাদের কিছু (এখতিয়ার) আছে কি? বলে দাও, নিশ্চয় সমস্ত বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে। তারা তাদের নিজেদের মধ্যে (এমন কিছু) গোপন রাখে যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, এ (যুদ্ধের) ব্যাপারে আমাদের কোনো এখতিয়ার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলো, তোমরা যদি নিজ ঘরেও থাকতে (এবং) যুদ্ধের স্থানের দিকে (নিজেদের সিদ্ধান্তে) বের হয়ে আসতে তবুও তাদের নিহত হওয়া অবধারিত ছিল।[২] এটা এজন্য যে আল্লাহ তোমাদের সম্মুখ ব্রেইনে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) যা আছে তা পরীক্ষা করতে পারেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আর সম্মুখ ব্রেইনে (থাকা মনে) যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালোভাবে খবর রাখেন।

১. যা ছিল জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দিয়ে জীবন পরিচালনা করা যুগের ধারণা।

২. তোমরা যদি নিজ ঘরেও থাকতে এবং যুদ্ধের স্থানের দিকে নিজেদের সিদ্ধান্তে বের হয়ে আসতে তবুও যুদ্ধ সম্পর্কিত আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যাদের নিহত হওয়া অবধারিত তারা নিহত হতো।

১৫৫. নিশ্চয় দুদল পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার দিন (ওহুদ যুদ্ধে) তোমাদের মধ্যে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তাদের কিছু কর্মের ব্যাপারে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল।

রুকু : ১৭

১৫৬. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা কুফরী করেছে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন পৃথিবীতে ভ্রমণ করে অথবা যুদ্ধরত থাকে তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে তারা মরতো না এবং নিহত হতো না। এটা (এ ধরনের ধারণা) তাদের মনে আল্লাহ অনুতাপে পরিণত করেন। আল্লাহই (অতাৎক্ষণিকভাবে) জীবন (আয়ু) দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।[১] তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন।

১. আল্লাহর তৈরি আয়ু পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করে চলার কারণে মানুষ আয়ু পায় এবং আল্লাহর তৈরি মৃত্যু হওয়ার প্রোগ্রাম অনুসরণ করে চলার কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৭৯; আন'আম/৬ : ২; ফাতির/৩৫ : ১১; হাজ্জ/২২ : ৫; আলে-ইমরান/৩ : ১৪৫ ইত্যাদি ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৭) নামের বইটি।

১৫৭. আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ করো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে (তোমাদের জন্য) রয়েছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ, যা তাদের সকল সঞ্চয়ের চেয়ে উত্তম।

১৫৮. আর তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে অবশ্যই আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

১৫৯. আর আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল মন হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠিন মনের হতে তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো। সুতরাং তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর (পরামর্শের ভিত্তিতে) যখন তুমি সিদ্ধান্তে পৌঁছাও তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর ওপর) ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।

১৬০. আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে তোমাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার মতো কেউ থাকবে না। আর তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তোমাদের সাহায্য করার মতো কে আছে? আর আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

১৬১. আর কোনো কিছু আত্মসাৎ করা নবীর পক্ষে অসম্ভব। যে ব্যক্তি কিছু আত্মসাৎ করবে, সে আত্মসাৎ করা জিনিস নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেককে পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

১৬২. তবে কি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির (পথ) অনুসরণ করে সে তার মতো যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে এবং যার আবাস জাহান্নাম? আর তা কতই না নিকৃষ্টস্থান!

১৬৩. আল্লাহর কাছে এরা ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার। আর তারা যা করে আল্লাহ তা ভালো করেই দেখেন।

১৬৪. আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিজেদের মধ্যথেকে তাদের কাছে একজন রসুল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শেখায়[১] যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট ছিল।

১. আয়াতটিতে যোগ্য মানুষ গঠনের জন্য রসুল মুহাম্মাদ (স.) যে ৪টি কাজ করতেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। রসুল (স.)-এর উল্লিখিত ৪টি কাজের কথা আল কুরআনের আরও ৩টি স্থানে (সুরা বাকারা/২ : ১২৯ ও ১৫১; জুমু'য়া/৬২ : ২) মহান আল্লাহ, গুরুত্বের ক্রম অনুসারে উল্লেখ করেছেন।

কাজ ৪টি হলো–

ক. কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনানো : এর মাধ্যমে সাহাবায়েকিরাম কুরআনের অধিকাংশ বক্তব্য সাধারণভাবে জেনে ও বুঝে ফেলতেন। কারণ, তাঁরা ছিলেন আরব।

খ. পরিশুদ্ধ করা : এটিতে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রসুল (স.) সাহাবীগণের জীবন গঠন করতেন।

গ. কিতাব শিক্ষা দিতেন : এ কাজের মাধ্যমে, অল্প যে কটি স্থানে সাহাবায়েকিরামগণ কুরআনের বক্তব্য বুঝতে পারতেন না সেটি তাঁদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন।

ঘ. হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) তথা হিকমাহ লাভ করার পদ্ধতি শেখাতেন।

হিকমার সংজ্ঞা : আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা উৎকর্ষিত করার পদ্ধতি।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– খ, গ ও ঘ ধারার বিষয়গুলোর ক্রম পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ক ধারার বিষয়টি (কুরআনের সাধারণ জ্ঞান শেখানো) সকল স্থানে ১ নং অবস্থানে রয়েছে। এ থেকে জানা ও বুঝা যায়– আল কুরআনের সাধারণ জ্ঞানার্জন করা সকল মু'মিনের ১নং তথা সবচেয়ে বড়ো ফরজ বা নেকীর কাজ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ' (গবেষণা সিরিজ-৪) নামের বইটি।

১৬৫. এ কি ব্যাপার, যখন (ওহুদে) তোমাদের ওপর বিপদ এলো যদিও তোমরা (বদরে) তার দ্বিগুণ (বিপদ শত্রুদের জন্য) ঘটিয়েছিলে, তোমরা বললে– এটা কীভাবে এলো? বলে দাও, এটা[১] তোমাদের নিজেদের থেকেই এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

১. বলে দাও– ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যয় ঘটেছিল তোমাদের নিজেদের জন্য। যুদ্ধ

ময়দানটির পেছনের গিরিপথ পাহারা দেওয়ার রসুলের নির্দেশ অমান্য করার কারণে।

১৬৬. দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার দিন (ওহুদ যুদ্ধে) তোমাদের ওপর যে বিপদ হয়েছিল তা আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) হুকুমেই হয়েছিল এবং এটি ঘটেছিল (প্রকৃত) মু'মিনদের জেনে নেওয়ার জন্য।[১]

১. ওহুদ যুদ্ধে তোমাদের ওপর যে বিপদ হয়েছিল তা আল্লাহর তৈরি যুদ্ধের প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী হয়েছিল। আর এটি ঘটেছিল প্রকৃত মু'মিনদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

১৬৭. এবং মুনাফিকদের জেনে নেওয়ার জন্য। আর তাদের বলা হয়েছিল– তোমরা এসো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা প্রতিরোধ করো। তারা বলেছিল– আমরা যদি যুদ্ধ (হবে বলে) জানতাম তাহলে নিশ্চয় তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা ঈমানের যতটা নিকটবর্তী ছিল তার চেয়ে বেশি নিকটবর্তী ছিল কুফরীর। যা তাদের মনে নেই তা তারা মুখে বলে। আর তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ তা সবচেয়ে ভালো জানেন।

১৬৮. যারা ঘরে বসে রইলো এবং তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বললো– যদি তারা আমাদের কথা মতো চলতো তাহলে তারা নিহত হতো না। তাদেরকে বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের নিজেদের কাছ থেকে মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দাও।

১৬৯. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত (এবং) তাদের রবের কাছ থেকে তাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়।

১৭০. আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত। আর পেছনের যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি (শহীদ হয়নি), তাদের ব্যাপারে এজন্য আনন্দ প্রকাশ করে যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই।

১৭১. আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে, আর নিশ্চয় আল্লাহ (প্রকৃত) মু'মিনদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

রুকু : ১৮

১৭২. যারা (যে সকল মু'মিন) আহত হওয়ার পরেও আল্লাহ ও রসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে এবং আল্লাহ-সচেতন[১] হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ

সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগত-ভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১৭৩. যাদেরকে লোকেরা বললো– তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো, তখন এটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করলো। আর তারা বললো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

১৭৪. তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ (যুদ্ধ থেকে) ফিরে এলো, কোনো ক্ষতিই তাদেরকে স্পর্শ করেনি। আর তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির (পথ) অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

১৭৫. নিশ্চয় ঐটি শয়তান ভিন্ন আর কেউ নয়, যে (তোমাদেরকে) তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা মু'মিন হও।

১৭৬. আর যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয় তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ আখিরাতে তাদের কোনো অংশ দেওয়ার ইচ্ছা রাখেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

১৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে তারা কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৮. আর যারা অস্বীকার করেছে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমরা তাদের মঙ্গলের জন্য অবকাশ দেই। নিশ্চয় আমরা অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১৭৯. মন্দকে (মুনাফিকদের) ভালো (মু'মিনদের) থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে (অবস্থার) ওপর রয়েছো আল্লাহ মু'মিনদের তার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন না। আর গায়েবের ব্যাপারে তোমাদের অবহিত করা আল্লাহর নীতি নয়, তবে (গায়েব জানানোর জন্য) আল্লাহ তার রসুলগণের মধ্যে (তাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণের ওপর ঈমান আনো। আর যদি তোমরা ঈমান আনো ও আল্লাহ-সচেতন হও তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।[১]

১. ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে– তোমরা

যদি পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন ও তা বিশ্বাস করার মাধ্যমে Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের সচেতন হতে ও আমল/কাজ করতে পারো, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১৮০. আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন সে ব্যাপারে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, সেটা (কৃপণতার মাধ্যমে অর্জিত জিনিস) তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং সেটা তাদের জন্য অকল্যাণকর। তারা যা নিয়ে কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।

রুকু : ১৯

১৮১. তাদের কথা আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন যারা বলে– আল্লাহ অবশ্যই অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত। তারা যা বলেছে তা এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয়টি আমরা শীঘ্রই লিখে রাখবো। আর বলবো, তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ করো।

১৮২. এটা তোমাদের নিজেদের উপার্জিত এবং নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

১৮৩. যারা বলে– আল্লাহ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোনো রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাদের কাছে এমন কুরবানী উপস্থাপন না করবেন যা আগুন এসে গ্রাস করবে। বলো– আগে অনেক রসুল স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এবং তোমরা যা বলছো তাসহ তোমাদের কাছে এসেছে, তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে, যদি তোমরা (ঈমান আনার জন্য এই শর্ত পেশ করার ব্যাপারে) সত্যবাদী হও?

১৮৪. অতঃপর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তোমার পূর্বেও রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। যারা স্পষ্ট প্রমাণাদি, যাবুরসমূহ (লিখিত নির্দেশাবলি) এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল।

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিদান পুরোপুরি দেওয়া হবে। অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে অবশ্যই সফল হবে। আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।

১৮৬. নিশ্চয় তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে তোমাদের সম্পদ ও জীবনের মাধ্যমে। আর নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছ থেকে ও মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক যন্ত্রণাদায়ক কথা শুনবে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহ-সচেতন[১] হও

তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

১৮৭. আর যখন আল্লাহ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল যে– অবশ্যই তোমরা মানুষের কাছে তা (কিতাবের বিষয়) স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু একে তারা তাদের পিছনে নিক্ষেপ করলো (অগ্রাহ্য করলো) এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করলো (গ্রহণ করলো)। সুতরাং যা তারা ক্রয় করলো তা কতই না নিকৃষ্ট!

১৮৮. যারা (নিজেরা) যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালোবাসে তুমি কখনো মনে করো না যে, তারা শাস্তি থেকে পার পেয়ে যাবে। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৮৯. আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। আর আল্লাহ সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

রুকু : ২০

১৯০. নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের[১] জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

১. উলুল আলবাব কুরআনের একটি পরিভাষা। এর সংজ্ঞা পরের আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে।

১৯১. যারা (উলুল আলবাবগণ) দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে আল্লাহর যিক্‌র করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে[১], (আর বলে) হে আমাদের রব! আপনি একে (বিশ্বসমূহের কোনো কিছু) বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি[২], আপনি পবিত্র (মুক্ত)[৩], অতএব আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।[৪]

১. উলুল আলবাবগণের বৈশিষ্ট্য– ক. দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে আল্লাহর যিক্‌র করা তথা সর্ববস্থায় কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্যস্মরণ ও অনুসরণ করা। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলিম। খ. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। অর্থাৎ বিজ্ঞানী। তাই, উলুল

আলবাবের সংজ্ঞা হলো– প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানী।
২. বিশ্বসমূহের প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।
৩. বিনা উদ্দেশ্যে কোনো কিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার ক্রটি থেকে মহান আল্লাহ মুক্ত।
৪. উদ্দেশ্যহীনভাবে আল্লাহ জগৎসমূহের কোনো কিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন এমন ধারণা করা এবং সে ধারণা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার ফল স্বরূপ আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

১৯২. হে আমাদের রব! আপনি যাকে আগুনে নিক্ষেপ করলেন তাকে অবশ্যই আপনি অপমানিত করলেন। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

১৯৩. হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, (এই বলে) যে– তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো। অতঃপর (তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে) আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদের মন্দকাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মৃত্যুদান করুন।

১৯৪. হে আমাদের রব! আপনার রসুলগণের মাধ্যমে আমাদের যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদের দান করুন এবং কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

১৯৫. অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন (এবং বললেন) আমি তোমাদের সৎকর্মশীল কোনো নর অথবা নারীর কাজকে বিনষ্ট করি না। তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের পাপ কাজগুলো অবশ্যই দূরীভূত করবো এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতে, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। (এটা) আল্লাহর পক্ষথেকে পুরস্কার। আর আল্লাহরই কাছে রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

১৯৬. যারা কুফরী করেছে, দেশে তাদের (অবাধ) বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

১৯৭. এটি স্বল্পকালীন ভোগমাত্র, অতঃপর জাহান্নাম তাদের আবাস। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

১৯৮. কিন্তু যারা তাদের রব সম্পর্কে সচেতন[১] তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল

থাকবে, আল্লাহর পক্ষথেকে আতিথেয়তা হিসেবে। আর আল্লাহর কাছে সৎ লোকদের জন্য অতি উত্তম জিনিস রয়েছে।

১. যারা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে উন্নত মানের জ্ঞানী ও আমলকারী।

১৯৯. আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর (আদেশ পালনের) প্রতি নিষ্ঠাবান (এবং) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না।[১] এসব লোকদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার।[২] নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।[৩]

১. ছোটো ওজরের কারণে কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে অমান্য করে না।

২. আহলি কিতাবগণের জান্নাত পাওয়ার জন্য আয়াতটিতে উপস্থিত শর্তগুলো হলো– ১. আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা। এ বিশ্বাসের প্রধান দুটি দিক হলো– আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন এবং আল্লাহর সত্তার সাথে কোন শরীক নেই (বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি নেই) তথ্য দুটি বিশ্বাস করা। ২. কুরআনের প্রতি ঈমান থাকা। অর্থাৎ কুরআন মানুষের জীবন পরিচলনার জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পথনির্দেশিকার (কিতাব) সর্বশেষ সংস্করণ এটি বিশ্বাস করা। ৩. তাদের ওপর নাযিল হওয়া কিতাবের প্রতি ঈমান থাকা। অর্থাৎ তাদের ওপর নাযিল হওয়া কিতাবটিও আল্লাহর কিতাব তবে তা কিতাবের পূর্বের সংস্করণ এ তথ্যটি বিশ্বাস করা। ৪. আল্লাহর আদেশ পালনে নিষ্ঠাবান হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত কিতাবের শেষ সংস্করণ আল কুরআনের আদেশ পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে। ৫. ছোটো ওজরের কারণে কুরআনের আদেশকে অমান্য না করা। অর্থাৎ ছোটো ওজরের কারণে কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে অমান্য করা যাবে না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– আলে-ইমরান/৩ : ১১০, ১১৩, ১১৪ ও ১১৫; ফাতহ/৪৮ : ২৪ ও ২৫; বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫; আন'আম/৬ : ১৬৫; বাকারা/২ : ৬২ ও ১৭৩ ইত্যাদি ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'অমুসলিম

পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?' (গবেষণা সিরিজ-২৩) নামের বইটি।

৩. আমলের হিসেব পদ্ধতি জানার জন্য দেখুন সুরা মু'মিনুন/২৩, আয়াত নং ১০২ ও ১০৩।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামের বইটি।

২০০. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকো এবং তোমরা আল্লাহ-সচেতন[১] হও যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

সুরা : ৪

আন নিসা

নারী, মাদানী, আয়াত : ১৭৬, রুকু : ২৪

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হে মানুষ! তোমরা সচেতন হও তোমাদের রব সম্পর্কে[১]। যিনি তোমাদের একজন মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হতে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন হতে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী। আর তোমরা সচেতন হও আল্লাহ সম্পর্কে যার (দোহাই দেওয়ার) মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছ থেকে (হক) দাবি করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

১. হে মানুষ! তোমরা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২. আর ইয়াতীমদেরকে তাদের (প্রাপ্য) ধন-সম্পদ প্রদান করো এবং ভালো জিনিসকে মন্দ জিনিস দিয়ে বদল করো না। আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলো না। নিশ্চয় তা মহাপাপ।
৩. আর তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না[১] তাহলে (অন্য) নারীদের মধ্যে তোমাদের পছন্দ মতো দুই, তিন অথবা চার জনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিয়ে করো) অথবা ডান হাতের মাধ্যমে তোমাদের অধিকারভুক্ত হওয়া (যুদ্ধবন্দি) নারীদের। এটাই অবিচার থেকে বাঁচার জন্য অধিকতর সঠিক কাজ।
১. নিজেদের অভিভাবকত্বে থাকা ইয়াতীমদের বিয়ে করে তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না।
৪. আর তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহরানা দিয়ে দাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতে পারো।
৫. আর তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ বানিয়েছেন, তা Common sense/আকলহীন লোকদের হাতে অর্পণ করো না, তবে তা থেকে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে ও পোশাক-আশাক দেবে এবং তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা বলবে।
৬. আর বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ইয়াতীমদের পর্যবেক্ষণ করবে। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে (ভালো-মন্দ) বিচার-বিবেচনা ক্ষমতা দেখো, তাহলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। আর তারা বড়ো হয়ে যাচ্ছে বলে তোমরা তা অপচয় ও তাড়াতাড়ি করে খেয়ে ফেলো না। যে বিত্তবান সে যেন (তাদের সম্পদ ভক্ষণ থেকে) বিরত থাকে। আর যে বিত্তহীন সে যেন ন্যায়সংগতভাবে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।
৭. পুরুষের জন্য অংশ আছে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা রেখে যায় তাতে (ধন-সম্পদ)। আর নারীর জন্যও অংশ আছে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা রেখে যায় তাতে (ধন-সম্পদ)। তা (সম্পত্তি) কম হোক আর বেশি হোক; একটি নির্ধারিত অংশ।
৮. আর যখন (সম্পত্তি) বণ্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তাদেরকে তা থেকে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে উত্তমভাবে কথাবার্তা বলবে।

৯. আর তারা যেন (ইয়াতীমদের ব্যাপারে) ভয় করে যেমন ভয় করে নিজেদের সন্তানদের অসহায় অবস্থায় রেখে (মারা) যাওয়ার (অসুবিধার) ব্যাপারে। অতঃপর তাদের উচিত আল্লাহ সচেতন হওয়া এবং সঠিক কথা বলা।

১০. নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা শুধু আগুন দিয়ে তাদের পেট ভর্তি করে। আর তারা শীঘ্রই জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

রুকু : ২

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের মধ্যে (সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধে) বিধান দিচ্ছেন। এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান। কিন্তু যদি তারা (সবাই) কন্যা হয়, দুই বা তার অধিক, তাহলে তাদের জন্য তিন ভাগের দুই ভাগ যা সে (মৃত ব্যক্তি) রেখে গেছে। আর যদি সে (কন্যা) একজন হয় তবে তার জন্য অর্ধেক। আর তার (মৃতের) সন্তান থাকলে তার পিতা ও মাতা প্রত্যেকের জন্য রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ। আর সে (মৃত ব্যক্তি) নিঃসন্তান হলে এবং একমাত্র পিতা-মাতাই তার উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তার (মৃতের) ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। (এ সবই) কৃত ওসিয়াত পূরণ এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মাঝে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নও। (এই বণ্টন) আল্লাহর পক্ষথেকে এক অবশ্য পালনীয় (বিধান)। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১২. আর তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক তোমরা পাবে। কিন্তু যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমরা তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে। (এ সবই) তাদের ওসিয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর। যদি তোমরা নিঃসন্তান হও তা হলে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ তোমাদের স্ত্রীরা পাবে। কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান থাকে তা হলে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ (তোমাদের) স্ত্রীরা পাবে, (এসবই হবে) তোমাদের ওসিয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর। কোনো পুরুষ বা নারী যদি পিতা-মাতা বা সন্তান উত্তরাধিকারী হিসেবে না রেখে যায় এবং তার এক ভাই অথবা এক বোন থাকে তাহলে তাদের দুজনের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি তারা একের অধিক হয় তাহলে কোনো প্রকার ক্ষতি না করে ওসিয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর তাদের সবাই তিন ভাগের এক ভাগে অংশীদার হবে। এটা আল্লাহর পক্ষথেকে নির্দেশ।

আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও পরম সহনশীল।

১৩. এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটি বিরাট সাফল্য।

১৪. আর যে ব্যক্তি (মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে।[১] আর তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

১. মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে কুরআনের আদেশ অমান্য করা একটি কবীরা গুনাহ। তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়– পরকালে আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকলেও ব্যক্তিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি।

রুকু : ৩

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে (ব্যভিচারীদের) ঘরে আবদ্ধ করে রাখবে যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্যকোনো পথ বের করে দিলে (সেভাবে ব্যবস্থা নেবে)।

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন তাতে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হবে তাদের কষ্ট দাও (অপদস্থ করো)। যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তবে তাদের থেকে নিবৃত্ত থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

১৭. আল্লাহর কাছে তাওবা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা Common sense/আকল ব্যবহারকারী না হওয়ার জন্য গুনাহ করে এবং অনতিবিলম্বে তাওবা করে, বস্তুত এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন[১]। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১. যারা জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে Common sense/আকলকে ব্যবহার না করার কারণে গুনাহ করে ... ...।

১৮. আর তাওবা তাদের জন্য নয় (তাদের তাওবা কবুল হবে না) যারা গুনাহের কাজ করে যেতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়[১], (তখন) বলে– আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যেও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জাহান্নামের শাস্তি) প্রস্তুত রেখেছি।

১. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হলো– মৃত্যু আসার এতটা সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির অবস্থা এমন যে, সে ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে তার সামনে উপস্থিত একটি গুনাহর কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে তাই সে গুনাহটি করছে না।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-৩৭) নামের বইটি।

১৯. হে যারা ঈমান এনেছো! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী (স্বামী/অভিভাবক) হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো (মোহরানা) তার অংশ বিশেষ ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে জ্বালাতন করো না, যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তাদের সাথে সৌহার্দ্যের সাথে জীবন-যাপন করবে। আর তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তাহলে তোমরা হয়তো এমন কিছুকে অপছন্দ করছো যার মধ্যে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে বিপুল অর্থও (মোহর ও উপহার) দিয়ে থাকো তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপরূপে (অন্যায়ভাবে) তা গ্রহণ করবে?

২১. আর কীভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে অথচ তোমরা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছো এবং তারা (বিবাহবন্ধনকালে) তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?

২২. আর তোমাদের পিতাগণ যেসব নারীকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা ছাড়া। নিশ্চয় তা অশ্লীল, অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা।

রুকু : ৪

২৩. তোমাদের জন্য (বিয়ে করা) হারাম করা হলো তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধ মাতা, দুধ বোন, শাশুড়ী ও তোমাদের যেসব স্ত্রীর সাথে তোমরা সহবাস করেছো

তাদের সেসব কন্যা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে তোমাদের ঘরেই আছে, কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে সহবাস না করে থাকো তবে তাদের কন্যাদের বিয়ে করাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই এবং আরও হারাম তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী, আর দুইবোনকে একত্রে বিয়ে করা, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

পারা-৫

২৪. আর তোমাদের ডান হাতের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত হওয়া (যুদ্ধবন্দি) নারীদের ছাড়া সকল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নারী (তোমাদের জন্য বিয়ে করা হারাম)। তোমাদের জন্য (এটা) আল্লাহর বিধান। আর উল্লিখিত নারীরা ছাড়া অন্য নারীকে ধন-সম্পদের বিনিময়ে (বিবাহ করতে) চাওয়াকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো চরিত্র রক্ষার্থে, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। অতঃপর তাদের মধ্যে তোমরা যাদের উপভোগ করেছো তাদেরকে পাওনা (মোহরানা) অবশ্যই প্রদান করবে। আর মোহর নির্ধারণের পর পরস্পরের সম্মতিতে তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হলে তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে স্বাধীন মু'মিন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তারা ডান হাতের মাধ্যমে তোমাদের অধিকারভুক্ত হওয়া (যুদ্ধবন্দি) মু'মিন নারীকে বিয়ে করবে। আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। তোমরা (মানুষ হিসেবে) একে অপরের সমান। সুতরাং তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের পাওনা (মোহর) ন্যায়সংগতভাবে প্রদান করবে, তারা সচ্চরিত্রা হবে, ব্যভিচারিণী হবে না এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও (পরকীয়ায় লিপ্ত থাকা নারী) হবে না। যদি তারা বিবাহিতা হওয়ার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদের জন্য স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তি। এটা (যুদ্ধবন্দিনী বিয়ে করা) তাদের জন্য যারা তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার করে বসতে পারে বলে আশঙ্কা করো। আর ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

রুকু : ৫

২৬. আল্লাহ তোমাদের পূর্ববর্তীদের (পূর্ববর্তী নেক বান্দাদের) সুন্নাত (নীতি) তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চান, তোমাদের সে পথে পরিচালিত করতে চান এবং তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

২৭. আর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান। অন্যদিকে যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে তোমরাও (সেদিকে) ভীষণভাবে ঝুঁকে পড়ো।

২৮. আল্লাহ তোমাদের থেকে বোঝা হালকা করতে চান। কেননা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যাবসা করা ছাড়া তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

৩০. আর যে বাড়াবাড়ি ও জুলুম সহকারে ঐরূপ করবে শীঘ্রই আমরা তাকে আগুনে পোড়াবো। আর এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

৩১. যদি তোমরা (মু'মিনরা) কবিরা (বড়ো) গুনাহসমূহ[১] থেকে মুক্ত থাকতে পারো তাহলে আমরা তোমাদের অন্য মাত্রার (মধ্যম ও ছোটো) গুনাহ মোচন করে দেবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে (জান্নাত) প্রবেশ করাবো[২]।

১. সকল ধরনের কবীরা গুনাহ। অর্থাৎ শিরক বা অন্য কবীরা গুনাহ এবং কুফরী বা সাধারণ কবীরা গুনাহ। কুফরীর কবীরা গুনাহ হয় বড়ো নিষিদ্ধ কাজ ইচ্ছাকৃত/খুশীমনে করলে। সাধারণ কবীরা গুনাহ হয় বড়ো নিষিদ্ধ কাজ প্রায় না থাকার মতো ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ করলে।

২. আয়াতটি হতে জানা যায়– জান্নাত পেতে হলে শিরকসহ সকল কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে। অর্থাৎ পরকালে আমল নামায় কবীরা গুনাহ থাকলে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) বইটি।

৩২. আর কোনো কিছু (মিরাসের অংশ) আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যদের তুলনায় বেশি দিয়ে থাকলে তার আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষদের জন্য একটি অংশ রয়েছে যা তারা পেয়েছে। আর নারীদের জন্য একটি অংশ রয়েছে যা তারা পেয়েছে। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ থেকে চাও। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৩৩. আর পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে

প্রত্যেকের (নারী-পুরুষ) জন্য আমরা উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছি। আর যাদের সাথে তোমরা ওয়াদাবদ্ধ তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।

রুকু : ৬

৩৪. পুরুষরা নারীদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল (পরিচালক), কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর (বিশেষ বিশেষ দিক থেকে) শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্যও যে, তারা তাদের ধন-সম্পদ (মোহর ও সংসারের জন্য) ব্যয় করে (ব্যয় করার বিধান দেওয়া হয়েছে)। সুতরাং নেককার স্ত্রীরা অনুগত হয় এবং গোপনীয় বিষয়ের হেফাজত করে, কারণ আল্লাহ তা হেফাজত করেছেন (করতে বলেছেন)। আর (স্ত্রীদের মধ্যে) তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে প্রথমে সদুপদেশ দাও, তারপর শয্যায় তাদের থেকে দূরে থাকো এবং তাদেরকে তিরস্কার/মৃদু শাসন করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন্য (অন্য) কোনো পথ খোঁজ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সুমহান ও শ্রেষ্ঠ।

৩৫. আর তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে, তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সম্পূর্ণ অবহিত।

৩৬. আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো[১] এবং কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করো না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের ডান হাতের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত হওয়াদের (যুদ্ধবন্দি) প্রতি সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করবে (দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াত)।

৩৭. (আল্লাহ এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না) যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা (অর্থ-সম্পদ বা অন্য কিছু) গোপন করে। আর আমি (ঐ) গোপনকারীদের জন্য আখিরাতে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

৩৮. আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তারা না আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং না আখিরাতে। আর তাদের সঙ্গী হয়

শয়তান, আর সে সঙ্গী কতই না মন্দ!

৩৯. আর তারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ তাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করলে কী ক্ষতি হতো? আর আল্লাহ তাদের অবস্থা ভালোভাবে জানেন।

৪০. নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। আর কোনো পুণ্য কাজ হলে আল্লাহ তা দ্বিগুণ করে দেন এবং আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার দান করেন।

৪১. তখন কেমন হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকে তাদের ওপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করবো?

৪২. যারা কুফরী করেছে[১] এবং রসুলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত! আর তারা আল্লাহর কাছে কোনো কথাই গোপন করতে পারবে না।

১. অস্বীকার বা অস্বীকারের কাছাকাছি অবস্থানে থেকে আদেশ অমান্য করেছে।

রুকু : ৭

৪৩. হে যারা ঈমান এনেছো! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো[১] এবং যদি তোমরা পথচারী না হও তবে অপবিত্র (গোসল ফরজ) অবস্থাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করো। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা যদি সহবাস করো, এরপর পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাপমোচনকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

১. আল কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে। এ আয়াতাংশ নেশাগ্রস্ত ঈমান আনা মু'মিন এবং নেশাগ্রস্ত মুসলিমের সন্তানদের নেশা ছাড়ানোর সময় প্রযোজ্য আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা হিজর/১৫ : ৯; বাকারা/২ : ১০৬; কাহাফ/১৮ : ১ ও ২; বাইয়্যেনাহ/৯৮ : ১-৩; কীয়ামাহ/৭৫ : ১৬ ও ১৮; নিসা/৪ : ৮২; হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে কথাটি কি সঠিক?' (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামের বইটি।

৪৪. তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের কিছু অংশ[১] দেওয়া হয়েছিল? তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং তারা চায় যে তোমরাও পথভ্রষ্ট হও।

১. আল্লাহর পাঠানো কিতাবের শেষ সংস্করণের পূর্বের সংস্করণসমূহ। অর্থাৎ কুরআনের পূর্বের কিতাবসমূহ। ঐ সকল কিতাবে থাকা জ্ঞান এই সময়ের উপযোগী ছিল না।

৪৫. আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন। আর অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৪৬. ইহুদিদের মধ্যে কিছু লোক (তাওরাতের) শব্দগুলোকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে এবং বলে– আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম। আর শ্রবণ না করার মতো করে শ্রবণ করে, নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতি উপহাস করে বলে, আমাদের রাখাল (রা-ইনা)। কিন্তু তারা যদি বলতো– আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম এবং শোনো ও তুমি আমাদের প্রতি লক্ষ করো, তাহলে তা তাদের জন্য ভালো ও সঠিক হতো। কিন্তু তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন, তাই তারা বিশ্বাস করবে না অল্প কয়েকজন ছাড়া।

৪৭. হে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে! তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে আমরা যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমরা ঈমান আনো। আমরা চেহারাসমূহকে বিকৃত করে সেগুলোকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া বা তাদের প্রতি সেরূপ লা'নত করার পূর্বে, যেরূপ লা'নত আমরা করেছিলাম শনিবার (দাউদ আ.-এর উম্মাত) ওয়ালাদের প্রতি। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

৪৮. নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাঁর সাথে শরিক করার গুনাহকে ক্ষমা করেন না[১]। আর এটা ছাড়া অন্যান্যগুনাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) চান ক্ষমা করেন[২]। আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করলো সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করলো।[৩]

১. নিশ্চয় শিরক সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী তাওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না।

২. শিরক সম্পর্কিত অন্যান্যগুনাহ (ছগীরা ও মধ্যম গুনাহ) আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী নেক আমল, দোয়া, শাফায়াত ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমা হয়।

৩. 'যে আল্লাহর সাথে শরিক করলো সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করলো'– এ বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্টকরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছ শিরক অতিবড়ো গুনাহ। সবচেয়ে বড়ো গুনাহ নয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– গুনাহের শ্রেণিবিভাগের পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ২৮; শূরা/৪২ : ৪১; মায়েদা/৫ : ৩;

নাহল/১৬ : ১০৬; নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮ ইত্যাদি **এবং** সুরা লুকমান/৩১ : ১৩; আন'আম/৬ : ৫০ ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ- ২২) নামের বইটি **এবং** 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামের বইটি।

শিরকের শ্রেণিবিভাগ– শিরক ৪ ধরনের- **১. আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক :** এটি হচ্ছে আল্লাহ একের অধিক বা তাঁর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি আছে এ কথা বলা বা স্বীকার করা। **২. আল্লাহর গুণাবলির সাথে শিরক :** এটি হচ্ছে, যে সকল গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত সে গুণ অন্য কারো আছে এটি বলা, স্বীকার করা বা সে অনুযায়ী কাজ করা। যেমন– সব জায়গায় উপস্থিত থাকা, সব কথা শুনতে পাওয়া, গায়েব জানা ইত্যাদি গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। অন্যকোনো ব্যক্তি বা সত্তার এই রকম গুণ আছে এটি মনে করা বা সেই অনুযায়ী কাজ করা শিরক। চাই সে ব্যক্তি বা সত্তা জীবিত বা মৃত কোনো নবী-রসুল (আ.), অলি-আউলিয়া, পীর, বুজুর্গ বা অন্য কেউ হোক না কেন। **৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক :** যে সকল জিনিস পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর, তা অন্য কাউকে দিলে বা অন্য কারো তা পাওয়ার হক আছে এ কথা স্বীকার করলে এ ধরনের শিরক করা হবে। যেমন– সিজদা পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর। তাই কেউ যদি কোনো মাজারে বা অন্য কোথাও গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করে, তবে সে শিরক করল। **৪.১. আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সাথে শিরক :** হায়াত, মউত, রিজিক, ধন-দৌলত, সম্মান, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দেওয়া এবং গুনাহ মাফ করার স্বাধীন ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। পৃথিবীর জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার আল্লাহর কাছ থেকে ঐগুলো জোর করে এনে দেওয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। কেউ যদি মনে করে জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার, আল্লাহর কাছ থেকে জোর করে বা আল্লাহকে বাধ্য করে অথবা ইচ্ছে করলেই আল্লাহকে অনুরোধ করে ঐগুলো আদায় করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে অথবা এ বিশ্বাসে কোনো ব্যক্তিকে নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে শিরক করা হবে। **৪.২. আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক :** আইন বানানোর সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। পৃথিবীর আর কোনো সত্তার আইন বানানোর ব্যাপারে সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা নেই। চাই সে সত্তা আইন পরিষদ (Parliament),

সিনেট, হাউজ অব কমন্স, হাউজ অব লর্ডস, লোকসভা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বাদশাহ যেই হোক না কেন। এই সব সত্তা, যে সকল ব্যাপারে আল্লাহ কোনো স্পষ্ট বিধান দেননি, সেগুলোর ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করতে পারবেন। কিন্তু তা অবশ্যই আল্লাহর দেওয়া কোনো স্পষ্ট আইনের পরিপন্থি হতে পারবে না। কেউ যদি ঐ সব সংস্থা বা সত্তা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী, এ কথা ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে স্বীকার করে নেয় বা তাদের বানানো (আল্লাহর আইনের বিরোধী) আইনকে খুশি মনে মেনে চলে, তবে সে আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক করল।

৪৯. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করোনি, যারা (অভিনব পদ্ধতিতে) নিজেদের পাপমুক্ত করে (করার চেষ্টা করে)? অথচ আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা পাপমুক্ত করেন[১] এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হয় না।

১. অথচ আল্লাহর তৈরি পাপমুক্ত হওয়ার প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুসরণ করে কাজ করা ছাড়া মানুষ পাপমুক্ত হতে পারে না।

৫০. দেখো, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে কেমন মিথ্যা রচনা করে। আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।

রুকু : ৮

৫১. তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল[১], তারা জিবত (কুসংস্কার) ও তাগুতে (মিথ্যা উপাস্য) বিশ্বাস করে? আর তারা কাফিরদের বলে, এরাই ঈমান আনা ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক সঠিক পথে রয়েছে।

১. আল্লাহর পাঠানো কিতাবের শেষ সংস্করণের পূর্বের সংস্করণসমূহ। অর্থাৎ কুরআনের পূর্বের কিতাবসমূহ। ঐ সকল কিতাবে বর্তমান সময়ের সকল বিষয়ের সমাধান উপযোগী জ্ঞান ছিল না।

৫২. এদের প্রতিই আল্লাহ লা'নত (অভিশাপ) করেছেন। আর আল্লাহ যাকে লা'নত (অভিশাপ) করেন তুমি কখনও তার কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

৫৩. তবে কি শাসন ক্ষমতায় তাদের কোনো অংশ আছে? তাহলে তো তিল পরিমাণ অংশও তারা কাউকে দেবে না।

৫৪. অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে (রসুল ও মু'মিনদের) যা দিয়েছেন সেজন্য কি তারা মানুষকে হিংসা করে? অথচ আমরা ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমাহ[১] প্রদান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজত্ব দান করেছিলাম।

১. হিকমাহ : আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য

উদাহরণ, সাধারণ এবং ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

৫৫. অতঃপর তাদের কেউ কেউ তাতে বিশ্বাস করেছিল এবং কেউ কেউ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর (যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তাদের) দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

৫৬. নিশ্চয় যারা আমার আয়াতকে[১] অবিশ্বাস করে শীঘ্রই আমরা তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করবো। যখন তাদের চামড়া দগ্ধ হবে তখনই সে স্থানে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো[২] যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে।

২. মানব শারীরবিজ্ঞান অনুযায়ী চামড়া গভীরভাবে পুড়ে গেলে সেখানে ব্যথার অনুভুতি থাকে না। তাই, জাহান্নামীদের অধিক কষ্ট ভোগ করানোর জন্য বারবার চামড়া পাল্টিয়ে দেওয়া হবে।

৫৭. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা তাদের প্রবেশ করাবো জান্নাতে যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য পবিত্র জুড়িগণ থাকবে। আর তাদের আমরা চির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাবো।

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারের কাছে অর্পণ করতে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

৫৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ (কুরআন) ও রসুলের (সুন্নাহর) দিকে।[১] যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো।[২] এটাই সর্বোত্তম ও পরিণামে সর্বোৎকৃষ্ট।[৩]

১. একটি বিষয়ে সকল মানুষ মতভেদ করতে পারে শুধু সে উৎসের জ্ঞানের মাধ্যমে যা সকলের কাছে সকল সময় উপস্থিত থাকে। জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল হলো সে গুণধারী উৎস। কুরআন ও সুন্নাহর সকল জ্ঞান সব মানুষের কাছে সকল সময় উপস্থিত থাকে না। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মু'মিনদের

মধ্যে Common sense/আকলের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটলে প্রথমে কুরআনের তথ্যের মাধ্যমে যাচাই করে বিষয়টি চূড়ান্ত সমাধান করে নিতে হবে। অর্থাৎ কুরআন যদি Common sense-এর রায়কে সমর্থন করে তবে Common sense-এর রায়টি হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। আর কুরআন যদি ভিন্ন কথা বলে তবে Common sense-এর রায়টি বাদ দিয়ে কুরআনের রায়কে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হবে। আর কুরআনের মাধ্যমে এটি সম্ভব না হলে একই পদ্ধতিতে সুন্নাহ দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সমাধান করে নিতে হবে। আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় আল কুরআনে আছে। তাই, Common sense/আকল ও কুরআনের আলোকে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয়ে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল জ্ঞানার্জন করা/সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

২. মতভেদ নিরসন/সিদ্ধান্ত গ্রহণ/নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রবাহচিত্রটি ব্যবহার করা ঈমান থাকা বা না থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

৩. উল্লিখিত প্রবাহচিত্র সর্বোত্তম ও পরিণামে সর্বোৎকৃষ্ট। অর্থাৎ মতভেদ নিরসন/সিদ্ধান্ত গ্রহণ/নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে মানুষ অন্য যত প্রবাহচিত্র তৈরি করুক না কেন, উল্লিখিত প্রবাহচিত্র হলো ফলাফলসহ সকল দিক থেকে সর্বোত্তম।

প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

যেকোনো বিষয়



আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া



কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)



সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)



সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া



মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৮৫; হাশর/৫৯ : ৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আনফাল/৮ : ২৯; যারিয়াত/৫১ : ৫১; ইউনুস/১০ : ১০০; মূলক/৬৭ : ১০; নিসা/৪ : ৫৯; নূর/২৪ : ১৫-১৭ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)’ (গবেষণা সিরিজ-১২) নামের বইটি।

রুকু : ৯

৬০. তুমি কি তাদের দেখোনি যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে? (অথচ) তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা অবিশ্বাস করতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।

৬১. আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসুলের দিকে এসো, (তখন) তুমি মুনাফিকদের দেখতে পাবে তারা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাচ্ছে।

৬২. তাদের কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের ওপর কোনো বিপদ আসবে তখন তাদের কী অবস্থা হবে? অতঃপর তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাইনি।

৬৩. এদের মনে কী আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো এবং তাদের এমন উপদেশ দাও যা তাদের মন স্পর্শ করে।

৬৪. আমরা কোনো রসুল প্রেরণ করিনি যাকে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া আনুগত্য করা হবে।[১] আর যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করে বসে তখন তারা যদি তোমার কাছে আসে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং রসুলও তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন তবে তারা

অবশ্যই আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু হিসেবে পাবে।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ছাড়া রসুল (স.)-এর আনুগত্য করা নিষেধ। আল্লাহর ঐ প্রোগ্রামে থাকা প্রধান চারটি বিষয় হলো−

ক. রসুলুল্লাহ (স.)-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করতে হবে।

খ. রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শুনলে বা দেখলে তা অনুসরণ করতে হবে।

গ. রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন অন্য কারো কাছ থেকে শুনলে বা দেখলে বিষয়টি সত্যই রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন কি না সেটি প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে। তারপর তা অনুসরণ করতে হবে।

ঘ. কুরআনের বিপরীত কথা রসুলুল্লাহ (স.)-এর বলার অধিকার নেই। তাই, কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ বা অনুমোদন রসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা নিষেধ।

৬৫. কিন্তু না, তোমার রবের শপথ, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের ঝগড়া-বিবাদের বিচারের ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার দেওয়া রায় সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা থাকবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে।

৬৬. আর যদি আমরা তাদের ওপর বিধিবদ্ধ (ফরজ) করতাম যে, তোমরা নিজেদের (পরস্পরকে) হত্যা করো অথবা তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও তাহলে তাদের অল্পসংখ্যকই তা করতো। আর যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যদি তা করতো তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য ভালো হতো এবং তাদের অবস্থান আরও মজবুত হতো।

৬৭. (যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যদি তা করতো) তখন আমরা আমাদের কাছ থেকে তাদের মহাপুরস্কার দান করতাম।

৬৮. আর (যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যদি তা করতো) নিশ্চয় (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদের স্থায়ী পথে পরিচালিত করতাম[১]।

১. যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তা করলে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী নিশ্চয় তারা জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথটি পেয়ে যেত (স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫)।

৬৯. আর যে আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করবে সে− নবী, সত্যনিষ্ঠ,

শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!

৭০. এ অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

রুকু : ১০

৭১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা শত্রুর মোকাবেলায় সতর্কতা অবলম্বন করো, অতঃপর (যুদ্ধের জন্য) দলে দলে বিভক্ত হয়ে অথবা এক সঙ্গে অগ্রসর হও।

৭২. আর তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন লোক আছে যে গড়িমসি করবে। অতঃপর তোমাদের কোনো বিপদ-আপদ হলে সে বলবে– আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাই আমি তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলাম না।

৭৩. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনুগ্রহ হলে, সে অবশ্যই এমনভাবে কথা বলবে যেন– তোমাদের সাথে তার কোনো হৃদ্যতা ছিল না (তাই যুদ্ধে যেতে পারেনি)। (আর সে বলবে) হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।

৭৪. অতঃপর আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে সেসব লোক, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয় করেছে। আর যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং নিহত হয় অথবা বিজয়ী হয় শীঘ্রই আমরা তাকে মহাপুরস্কার দান করবো।

৭৫. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো না? অথচ অসহায় নর-নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করছে– হে আমাদের রব! এ জনপদ থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করুন, এর অধিবাসীরা অত্যাচারী। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করুন। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন।

৭৬. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে[১] যুদ্ধ করে এবং যারা কুফরী করেছে তারা তাগুতের পথে[২] যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল বড়োই দুর্বল।

১. আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য।

২. আল্লাদ্রোহীদের প্রণয়ন করা জীবন বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য।

রুকু : ১১

৭৭. তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যাদের বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত সংবরণ করো, সালাত কায়েম করো[১] এবং যাকাত দাও। অতঃপর যখন তাদের যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করেছিল যেমন আল্লাহকে ভয় করতে হয় অথবা তার চেয়ে বেশি ভয় করেছিল। আর তারা বলছিল– হে আমাদের রব! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন

দিলেন? আমাদের কিছু দিনের জন্য অবকাশ কেন দিলেন না? বলো– দুনিয়ার ভোগসামগ্রী সামান্য এবং যে আল্লাহ-সচেতন[২] তার জন্য পরকালই উত্তম। আর তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

১. সালাতের অনুষ্ঠানসমূহ নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো।

২. আয়াতটির শিক্ষাসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তির জন্য পরকালই উত্তম।

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের ধরবেই। এমনকি তোমরা সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। আর যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয় তবে তারা বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয় তবে তারা বলে, এটা তোমার (রসুলের স.) পক্ষথেকে। বলো– সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ সম্প্রদায়ের কী হলো যে, এরা কোনো কথাই বুঝে না?

৭৯. তোমার যা কল্যাণ হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।[১] আর তোমার যা অকল্যাণ হয় তা নিজের পক্ষ থেকে হয়।[২] আর আমরা তোমাকে মানুষের জন্য রসুল হিসেবে পাঠিয়েছি। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

১. তোমার যা কল্যাণ হয় তা আল্লাহর তৈরি কল্যাণ পাওয়ার প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী নিজে চেষ্টা-সাধনা করার কারণে হয়।

২. আর তোমার যা অকল্যাণ হয় সেটি আল্লাহর তৈরি অকল্যাণ হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী তোমার কাজ-কর্ম হওয়ার কারণে হয়।

৮০. যে রসুলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো[১]। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিলো তাদের ওপর পাহারাদার হিসেবে আমরা তোমাকে পাঠাইনি।

১. আয়াতটি হতে অতি সহজে জানা যায়– রাসূল (স.)-কে অনুসরণ করা ইসলামের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং রাসূল (স.)-কে অনুসরণ না করলে কুরআনকেই অনুসরণ করা হয় না।

৮১. আর তারা বলে, (আমরা তো) আনুগত্য করি। অতঃপর যখন তারা তোমার কাছ থেকে চলে যায় তখন তাদের একদল রাতে তোমার কথার বিপরীত পরামর্শ করে। তারা রাতে যে পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিখে

রাখেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা করো। আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৮২. তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না?[১] অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা এটিতে অনেক পরস্পর-বিরোধিতা (পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য)[২] পেতো।

১. 'তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না' বক্তব্যটির মাধ্যমে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। আর এ কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বা কালকে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

২. 'অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা এটিতে অনেক পরস্পর-বিরোধিতা (পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য) পেতো' কথাটির শিক্ষা হলো– আল কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বা তথ্য নেই। এটি কুরআন থেকে সঠিক জ্ঞানার্জন করা এবং কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর করার **১** নং তথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২: ২৬, ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা' (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামের বইটি।

৮৩. আর যখন নিরাপত্তা বা ভীতির কোনো সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রসুল এবং তাদের নেতৃস্থানীয়দের গোচরে নিয়ে আসতো তাহলে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তা (যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত বিষয়টি) জানতে পারতো। আর তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো তাহলে তোমাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই শয়তানের অনুসরণ করতো।

৮৪. সুতরাং (হে নবী) তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। তোমাকে তোমার (কৃতকর্ম) ছাড়া দায়ী করা হবে না এবং মু'মিনদের উদ্বুদ্ধ করো। আশা করা যায় শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদের শক্তি খর্ব করবেন। আর আল্লাহ প্রবল শক্তিধর ও কঠিন শাস্তিদাতা।

৮৫. কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। আবার কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার দায়-দায়িত্ব বর্তাবে। আর আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান।

৮৬. আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন জানানো হয়, তখন (তার

জবাবে) তোমরা তার চেয়ে উত্তমরূপে অভিবাদন জানাও অথবা অনুরূপ জবাব দাও[১]। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

১. পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন এ সুরার ৯৪ নং আয়াত।

৮৭. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন অবশ্যই একত্রিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর কথার চেয়ে কার কথা সবচেয়ে বেশি সত্য হতে পারে?

রুকু : ১২

৮৮. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দুদল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পূর্বাবস্থায় (কুফরীর দিকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১] আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও?[২] আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না।[৩]

১. অথচ তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা পূর্বাবস্থায় (কুফরীর দিকে) ফিরে গেছে।
২. আল্লাহর তৈরি পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার কারণে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে তাকে কি তোমরা সৎপথে আনতে চাও?
৩. আল্লাহর তৈরি পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার কারণে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো পথ তুমি পাবে না।

৮৯. তারা কামনা করে যে, তোমরাও যদি কুফরী করতে যেমন তারা কুফরী করেছে যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। সুতরাং আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যথেকে কাউকে তোমরা (প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ না করে) তবে তাদেরকে যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে। আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে (প্রভাবিত হওয়ার মতো) বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করবে না।

৯০. কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে যায় (আশ্রয় গ্রহণ করে) যাদের ও তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে অথবা (তাদেরকেও নয়) যারা এমতাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে যে তাদের সদর[১] তোমাদের বিরুদ্ধে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংকুচিত হয় (বাধা দেয়)। আর আল্লাহ যদি (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করতেন তবে তাদেরকে তোমাদের ওপর ক্ষমতা দান করতে পারতেন, তখন নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতো। সুতরাং তারা যদি

তোমাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো (ব্যবস্থা অবলম্বনের) পথ রাখেননি।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭**

৯১. শীঘ্রই তোমরা অন্য একদল লোক পাবে যারা তোমাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা পেতে চায় এবং তাদের সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায়। যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ফিরতে বলা হয় তখনই তারা তাতে জড়িয়ে পড়ে[১]। আর যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং তাদের হাত সংবরণ না করে তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে। আর ওরাই তারা যাদের বিরুদ্ধে আমরা তোমাদের স্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান করলাম।

১. যখনই তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদেরকে মুসলিমদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে বা কুফরীর দিকে ফেরাতে চায় তখনই তারা তাতে জড়িয়ে পড়ে।

রুকু : ১৩

৯২. কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা। কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে (তার দণ্ড হচ্ছে) একজন ঘাড় আটকানো[১] মু'মিনকে মুক্ত করা এবং তার পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করা। তবে তারা (নিহতের পরিবার) মাফ করে দিলে ভিন্ন কথা। আর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের[২] লোক হয় এবং মু'মিন হয়, তাহলে (দণ্ড হচ্ছে) একজন ঘাড় আটকানো মু'মিনকে মুক্ত করা। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে (দণ্ড হচ্ছে) তার পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করা এবং একজন ঘাড় আটকানো মু'মিনকে মুক্ত করা। আর যদি সে (ঘাড় আটকানো মু'মিন) না পায় তাহলে তাকে একটানা দুই মাস রোজা পালন করতে হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা তাওবার একটি পদ্ধতি। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১. যে কোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।
২. নিহত ব্যক্তি মু'মিন কিন্তু তার সম্প্রদায় কাফির হয়।

৯৩. আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান হলো জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি।[১]

১. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা একটি কবীরা গুনাহ। তাই, আয়াতটি

থেকে জানা যায়– পরকালে আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকলেও ব্যক্তিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি।

৯৪. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হবে তখন (শত্রু-মিত্র) যাচাই/পরীক্ষা করে নেবে। আর কেউ তোমাদের সালাম দিলে[১] বলো না– তুমি মু'মিন নও[২]। (যদি) তোমরা দুনিয়ার সম্পদ (গনিমত) লাভ করতে চাও তবে আল্লাহর কাছে প্রচুর গনিমতের মাল রয়েছে। আগে তাদের মতো তোমরাও ছিলে[৩]। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা যাচাই/পরীক্ষা করে নেবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

১. সাধারণ অবস্থায় সালাম সম্পর্কিত পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন এ সুরার ৮৬ নং আয়াত।

২. যুদ্ধের ময়দানে কেউ সালাম দিলে তাকে মু'মিন হিসেবে গ্রহণ করা ও হত্যা না করার উপদেশ। কারণ, সে গোপন মু'মিন হতে পারে।

৩. অমুসলিম সমাজে থাকাকালীন অবস্থায় তোমরাও তাদের মতো ঈমান গোপন রেখেছিলে।

৯৫. অক্ষমতা ছাড়া ঘরে বসে থাকা মু'মিনগণ আর আল্লাহর পথে[১] সম্পদ ও জান দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা মুজাহিদগণ সমান নয়। সম্পদ ও জান দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত মুজাহিদগণকে আল্লাহ ঘরে বসে থাকাদের ওপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ মুজাহিদগণকে ঘরে বসে থাকাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন মহাপুরস্কারের দিক দিয়ে।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে।

৯৬. তাঁর পক্ষ থেকে অনেক মর্যাদা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে (মুজাহিদগণকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন)। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু : ১৪

৯৭. নিশ্চয় নিজেদের আত্মার ওপর জুলুমকারীদের[১] প্রাণ হরণকালে ফেরেশতাগণ বলে– তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে– পৃথিবীতে

আমরা অসহায় ছিলাম। তারা (ফেরেশতারা) বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে?[২] তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কতই না মন্দ আবাস!

১. মনের বিরুদ্ধে গুনাহের কাজ করা মু'মিন।
২. আয়াতাংশ থেকে জানা যায়, উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা, নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে একটি শর্ত।

৯৮. তবে সেসব (প্রকৃত) অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু ছাড়া যারা (হিজরতের জন্য) কোনো উপায় খুঁজে পায় না এবং কোনো পথও পায় না (তাদের কথা ভিন্ন)।[১]

১. আয়াতটি থেকে জানা যায় নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ওজর (বাধ্য-বাধকতা) একটি শর্ত।
পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৮৩; আলে ইমরান/৩ : ২৮; শূরা/৪২ : ৪০ ও ৪১; মায়েদা/৫ : ৩; নাহল/১৬ : ১০৬; নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮ ইত্যাদি।
বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

৯৯. অতঃপর আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল।

১০০. আর যে আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে। আর যে আল্লাহ ও রসুলের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে মুহাজির হয়ে বের হয় অতঃপর তার মৃত্যু ঘটে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহরই ওপর ন্যস্ত। আর আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু : ১৫

১০১. আর তোমরা যখন পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে তখন সালাত সংক্ষিপ্ত (কসর) করাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে কাফিররা তোমাদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১০২. আর তুমি যখন তাদের মাঝে অবস্থান করবে ও তাদের সাথে সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাদের একদল তোমার সাথে দাঁড়াবে এবং তারা অস্ত্র কাছে রাখবে। যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করবে তখন তারা তোমাদের পেছনে অবস্থান নেবে এবং অপর দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা তোমার সাথে সালাতে শরিক হবে এবং তারা সতর্ক থাকবে ও অস্ত্র কাছে রাখবে। কাফিররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের

অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র সম্পর্কে উদাসীন[১] মনোভাবাপন্ন হও যাতে তারা তোমাদের ওপর এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বৃষ্টির জন্য যদি তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হয়ে থাকো তাহলে অস্ত্র রেখে দেওয়াতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। তবে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া মনোভাবের মানুষ।

১০৩. অতঃপর (যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উল্লিখিতভাবে) যখন তোমরা সালাত আদায় করা সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সকল অবস্থায়) আল্লাহর যিক্‌র[১] করবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন সালাত প্রতিষ্ঠা[২] করবে। নিশ্চয় সালাত মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত সময়ে ফরজ।

১. কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ এবং অনুসরণ করবে।
২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে।

১০৪. আর (শত্রু) সম্প্রদায়ের পেছনে ধাওয়া করতে তোমরা হীনবল হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তোমাদের মতো যন্ত্রণা পায়। আর আল্লাহর কাছে তোমরা যা আশা করো তারা তা আশা করে না। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

রুকু : ১৬

১০৫. নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ তোমাকে যা দেখিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করার জন্য। আর খিয়ানতকারীদের সমর্থনে তর্ক করো না।

১০৬. আর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১০৭. যারা নিজেদের মনের খিয়ানত করে,[১] তাদের পক্ষে নিয়ে তুমি তর্ক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ খিয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।

১. মন তথা মনে অবস্থিত Common sense/আকল, স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদিকে অপব্যবহার করা ব্যক্তি।

১০৮. তারা মানুষের কাছে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহর কাছে গোপন করতে পারে না এবং তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন যখন তারা তাঁর

(আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা বলার মাধ্যমে রাতের বেলায় পরামর্শ করে। আর আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

১০৯. দেখো, তোমরা সেসব লোক যারা দুনিয়ার জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছো। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের অভিভাবক হবে?

১১০. আর যে কোনো মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে[১], পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবে পাবে।

১. মনের বিরুদ্ধে গিয়ে গুনাহ করে।

১১১. আর যে পাপ করে সে তা নিজের বিরুদ্ধেই করে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

১১২. আর যে কোনো ভুলত্রুটি বা পাপ করে অতঃপর তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, সে নিশ্চয় মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করলো।

রুকু : ১৭

১১৩. আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল (উসাইদ ইবনে উরওয়া ও তার সঙ্গীদের চুরি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে) তোমাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। আর তারা কেবল নিজেদেরই পথভ্রষ্ট করে এবং তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ[১] অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর তোমার প্রতি আল্লাহর মহাঅনুগ্রহ রয়েছে।

১. হিকমাহ : কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/বিবেকের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

১১৪. তাদের (মুনাফিকদের) অনেক গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে তারা যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে মীমাংসার নির্দেশ দেয় সেগুলোর কথা ভিন্ন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা করলে তাকে অচিরেই (কিয়ামতের পর) আমরা মহাপুরস্কার দেবো।

১১৫. যে ব্যক্তি তার কাছে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে,

আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো যেদিকে সে ফিরে যেতে চায়[১] এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর তা কতই না মন্দ আবাস!

১. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী সে, সেদিকেই ফিরে যাবে যেদিকে সে ফিরে যেতে চায়।

রুকু : ১৮

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায়) তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না[১], আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে চান ক্ষমা করেন।[২] আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে।

১. নিশ্চয় শিরক সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী তাওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না।
২. শিরক সম্পর্কিত অন্যান্য গুনাহ (ছগীরা ও মধ্যম গুনাহ) আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী নেক আমল, দোয়া, শাফায়াত ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমা হয়।

১১৭. তারা তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে কিছু নারীকে (দেবীকে) ডাকে এবং তারা (প্রকৃতপক্ষে) কেবল বিদ্রোহী শয়তানকে ডাকে।

১১৮. আল্লাহ তাকে লা'নত করলেন। আর সে (শয়তান) বলল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক অংশকে আমার অনুসারী করে নেব।

১১৯. আর নিশ্চয় আমি (শয়তান) তাদের পথভ্রষ্ট করবো ও তাদের হৃদয়ে মিথ্যা আশার সৃষ্টি করবো এবং নিশ্চয় আমি তাদের নির্দেশ দেবো আর তারা গবাদি পশুর কান ছিদ্র করবে। আবার নিশ্চয় আমি তাদের নির্দেশ দেবো আর তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে সে সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১২০. সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা আশার সঞ্চার করে। আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা মাত্র।

১২১. তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না।

১২২. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে শীঘ্রই আমরা তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে হতে পারে!

১২৩. (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি) তোমাদের খেয়াল-খুশি ও আহলে কিতাবদের

খেয়াল-খুশি অনুসারে হয় না। যে মন্দ কাজ করে তার প্রতিফল তাকে দেওয়া হবে। আর আল্লাহ ছাড়া তার জন্য সে কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১২৪. আর পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎকাজ করবে এবং (সাথে সাথে) মু'মিন হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দু-পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

১২৫. তার চেয়ে ভালো কার জীবনধারা যে সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ করেছে? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

১২৬. আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

রুকু : ১৯

১২৭. আর লোকেরা তোমার কাছে নারীদের সম্পর্কে বিধান জানতে চায়। বলো, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন। যেসব ইয়াতীম নারীদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান করো না অথচ তাদের তোমরা বিয়ে করতে চাও, তাদের ব্যাপারে এবং অসহায় শিশুদের ব্যাপারে তোমাদেরকে (সেই ফাতওয়াই দিচ্ছেন) যা কিতাব (কুরআনে) থেকে তোমাদের পাঠ করে শুনানো হয়। আর ইয়াতীম মেয়েদের প্রতিপালনে তোমাদের ন্যায়-নীতি অবলম্বন করার (বিধান দিচ্ছেন)। আর তোমরা কল্যাণকর যে কাজই করো নিশ্চয় আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

১২৮. আর কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা আপস নিস্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ নেই। বস্তুত আপস নিষ্পত্তিই উত্তম। আর মানুষ লালসায় আসক্ত। আর যদি তোমরা সদ্ব্যবহার করো (স্ত্রীর প্রতি) এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে (জেনে রেখো) আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত।

১২৯. আর তোমরা প্রবল ইচ্ছা করলেও (তোমাদের) স্ত্রীদের মধ্যে কখনোই সমতা রক্ষা করতে পারবে না। অতএব, তোমরা কারো দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং কাউকে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রেখো না। আর যদি সংশোধন করো এবং আল্লাহ-সচেতন হও[১] তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস

Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১৩০. আর যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য দিয়ে তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১৩১. আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের এবং তোমাদের অবশ্যই নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ-সচেতন[১] হও। আর তোমরা যদি অমান্য করো তবে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১৩২. আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

১৩৩. হে মানুষ! তিনি (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন এবং অন্যদের (তোমাদের জায়গায়) আনতে পারেন। আল্লাহ এটা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৩৪. যে দুনিয়ার পুরস্কার চায় তবে (তার জানা উচিত) আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের পুরস্কার রয়েছে। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও দেখেন।

রুকু : ২০

১৩৫. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান অথবা বিত্তহীন যাই হোক আল্লাহ দুজনেরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে চলো তবে আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

১৩৬. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসুল, যে কিতাব তিনি তাঁর রসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আনো। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ,

তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসুলগণ এবং আখিরাতকে অস্বীকার করলো সে নিশ্চয় সুদূরপ্রসারী বিভ্রান্তিতে পড়বে।

১৩৭. যারা ঈমান আনে অতঃপর অমান্য করে, আবার ঈমান আনে অতঃপর অমান্য করে, অতঃপর তাদের অমান্য করার প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ এমন নন যে তিনি (নিজ ইচ্ছায়) তাদের ক্ষমা করে দেবেন এবং (নিজ ইচ্ছায়) তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন[১]।

১. তাদের ক্ষমা বা সঠিক পথ পেতে হলে আল্লাহর প্রণয়ন করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করতে হবে।

১৩৮. মুনাফিকদের সংবাদ দাও যে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

১৩৯. মু'মিনদের পরিবর্তে যারা কাফিরদের (প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? সত্যিকার অর্থে সমস্ত সম্মানের নিশ্চিত মালিক আল্লাহ।

১৪০. আর ইতোমধ্যে কিতাবে তিনি তোমাদের প্রতি (এ মর্মে নির্দেশ) অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ[১] প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং এগুলোর প্রতি বিদ্রুপ করা হচ্ছে তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে। (অন্যথায়) তোমরাও নিশ্চিতভাবে তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফির সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

১৪১. এরা তোমাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষা করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?[১] আবার কাফিরদের কোনো বিজয় হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের পরিবেষ্টন করে রাখিনি এবং মু'মিনদের থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি? অতএব আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। আর আল্লাহ কখনই মু'মিনদের ওপর কাফিরদের (বিজয়ের) পথ করে দেবেন না।[২]

১. আল্লাহর প্রণয়ন করা যুদ্ধ জয়ের প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনার কারণে তোমরা বিজয়ী হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?
২. আর আল্লাহর প্রণয়ন করা প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করা অব্যাহত থাকলে কখনই মু'মিনদের ওপর কাফিররা বিজয়ী হবে না।

রুকু : ২১

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে অথচ তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের ধোঁকায় ফেলেছেন[১]। আর যখন তারা সালাতে

দাঁড়ায় তখন তারা অলসতার সাথে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহর যিক্‌র[২] খুব কমই করে।

১. অথচ ইসলাম বিরোধী চিন্তা ও কর্মের কারণে আল্লাহর প্রণয়ন করা প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল অবদমিত হয়ে গেছে। তাই তারা ভুল/অন্যায় কথায় সহজে ধোঁকায় পড়ে যায়।

২. কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ এবং অনুসরণ।

১৪৩. তারা মাঝখানে দোদুল্যমান, এদের দিকেও না এবং তাদের দিকেও না। আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তাকে সঠিক পথে আনার জন্য কোনো পথ পাবে না।[১]

১. আর ইসলাম বিরোধী চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডের কারণে আল্লাহর প্রণয়ন করা প্রোগ্রাম অনুযায়ী যে পথভ্রষ্ট হয় তুমি তাকে সঠিক পথে আনার জন্যকোনো উপায় পাবে না।

১৪৪. হে যারা ঈমান এনেছো! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের (প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে (তোমাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য) সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও?

১৪৫. নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তাদের জন্য তুমি কখনও কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

১৪৬. কিন্তু যারা তাওবা করে, নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং তারা তাদের আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নেয় তারা মু'মিনদের সাথে থাকবে। আর মু'মিনদের আল্লাহ শীঘ্র মহাপুরস্কার দেবেন।

১৪৭. তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনো?[১] আর আল্লাহ পুরস্কারদাতা ও মহাজ্ঞানী।

১. যদি তোমরা আমার দেওয়া অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনো।

পারা-৬

১৪৮. মন্দ কথা প্রচার করা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কারো ওপর জুলুম করা হয়ে থাকলে (ভিন্ন কথা)। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

১৪৯. তোমরা যদি সৎকাজ প্রকাশ্যে করো বা গোপনে করো অথবা দোষ

ক্ষমা করো তবে আল্লাহও ক্ষমাশীল ও সর্বশক্তিমান।

১৫০. অবশ্যই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণের মধ্যে (ঈমান আনার ক্ষেত্রে) পার্থক্য করতে চায় এবং বলে– আমরা কিছু সংখ্যককে বিশ্বাস করি আর কিছু সংখ্যককে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মধ্যে (ভিন্ন) কোনো পথ বের করতে চায়।

১৫১. তারাই প্রকৃত কাফির আর আমরা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১৫২. আর যারা আল্লাহ, তাঁর রসুলগণের ওপর ঈমান আনে এবং তাদের প্রতি (ঈমান আনার ক্ষেত্রে) কোনো পার্থক্য করে না, তাদেরকে তিনি শীঘ্রই পুরস্কার দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু : ২২

১৫৩. আহলি কিতাবরা তোমার কাছে চায় যে, তুমি তাদের ওপর আকাশ থেকে একটি কিতাব অবতীর্ণ করো। তারা মুসার কাছে এর চেয়েও বড়ো কিছু চেয়েছিল। তারা বলেছিল– তুমি আমাদের প্রকাশ্যভাবে আল্লাহকে দেখাও। তাদের জুলুমের কারণে বজ্রধ্বনি তাদেরকে পাকড়াও করেছিল। তারপর স্পষ্ট প্রমাণাদি তাদের কাছে আসার পরও তারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। অতঃপর আমরা এটাও ক্ষমা করেছিলাম। আর আমরা মুসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ (তাওরাত) প্রদান করেছিলাম।

১৫৪. আর তাদের অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য 'তূর' পর্বতকে আমরা তাদের ওপর তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম– মাথানত করে এই প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করো। তাদের আরও বলেছিলাম, শনিবারের (ব্যাপারে) সীমালঙ্ঘন করো না এবং তাদের কাছ থেকে আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

১৫৫. অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করার জন্য, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের মন আচ্ছাদিত' তাদের এ উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। উপরন্তু তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের মনসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন এ জন্যে (তাদের) অল্পসংখ্যক ছাড়া ঈমান আনে না।[১]

১. কুফরী চিন্তা-ভাবনা ও আচরণ করার কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/ বিধান অনুযায়ী তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেক অবদমিত হতে হতে সেটিতে মোহর পড়ে গেছে (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে গেছে) এ জন্যে তাদের অল্পসংখ্যক

ছাড়া ঈমান আনতে পারে না।

১৫৬. আর তারা (আরও অভিশপ্ত হয়েছিল) তাদের কুফরি ও মারিয়মের সম্পর্কে গুরুতর অপবাদমূলক উক্তির জন্য।

১৫৭. আর (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল) তাদের এ উক্তির জন্য– আমরা মারিয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি যিনি আল্লাহর রসুল অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি বরং তাদের ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। যারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি।

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে (ওফাতের মাধ্যমে) তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১৫৯. আর অবশ্যই আহলে কিতাবের প্রত্যেকেই নিজের মৃত্যুর পূর্বে তার (ঈসা ইবনে মারিয়াম) ওপর ঈমান আনবে। আর কিয়ামতের দিন সে (ঈসা ইবনে মারিয়াম) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন।

১৬০. অতঃপর ইহুদিদের এসব জুলুম এবং বহু (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে তাদের জন্য পবিত্র এবং হালাল ছিল এমন বিষয়াদিও আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের ওপর হারাম করে দিয়েছিলাম।[১]

১. অতঃপর ইহুদিদের জুলুম এবং বহু (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল অবদমিত হতে হতে এমন পর্যায় পৌঁছে যায় যে– পবিত্র ও হালাল ছিল এমন বিষয়াদিও তারা হারাম করে নিয়েছিল।

১৬১. আর নিষেধ করা সত্ত্বেও তাদের সুদ গ্রহণ এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। আর তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যকার সুগভীর জ্ঞানের অধিকারীগণ এবং মু'মিনগণ, যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তাদের পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ঈমান রাখে, সালাত প্রতিষ্ঠাকারী[১], যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী তাদেরকে আমরা শীঘ্রই মহাপুরস্কার দেবো।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠাকারী।

রুকু : ২৩

১৬৩. নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন নূহ ও তার পরের নবীদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছিলাম। আর আমরা ওহী পাঠিয়েছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি। আর দাউদকে দিয়েছিলাম 'যাবুর'।

১৬৪. আর আমরা অনেক রসুল পাঠিয়েছি যাদের ঘটনা আমরা পূর্বে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রসুল পাঠিয়েছি যাদের ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করিনি। আর মুসার সাথে আল্লাহ (পর্দার অন্তরালে থেকে) কথা বলেছেন।

১৬৫. (আমরা) রসুলগণকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি যাতে রসুলগণের (আগমনের) পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের আর কোনো যুক্তি না থাকে। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১৬৬. অতএব আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে– তোমার প্রতি তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি স্বজ্ঞানে অবতীর্ণ করেছেন। আর ফেরেশতাগণও (এ ব্যাপারে) সাক্ষ্যদেয়। যদিও সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

১৬৭. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে তারা চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

১৬৮. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ও জুলুম করেছে আল্লাহ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না (ঈমান আনা ছাড়া) এবং (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের (সঠিক) পথের সন্ধান দেবেন না।[১]

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে না।

১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষেখুবই সহজ।

১৭০. হে মানুষ! রসুল তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা অস্বীকার করো তাহলে (জেনে রেখো) আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে সবই আল্লাহর। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১৭১. হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের জীবন-ব্যবস্থার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। নিশ্চয় মারিয়াম-পুত্র ঈসা মাসীহ আল্লাহর রসুল এবং তার কালিমা (আদেশ) যা তিনি মারিয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তার পক্ষ থেকে

একটি রুহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণের প্রতি ঈমান আনো। আর বলো না যে, (ইলাহ) তিন জন। (এটা বলা থেকে) বিরত থাকা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। নিশ্চয় আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। তাঁর সন্তান থাকা থেকে তিনি পবিত্র। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। আর (সে সব কিছুর) রক্ষক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

রুকু : ২৪

১৭২. মাসীহ (ঈসা) আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনও লজ্জাজনক মনে করেনি এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণও (তা মনে করে) না। আর যে তাঁর বন্দেগী[১] করাকে লজ্জাজনক মনে করে এবং অহংকার করে, সে (জেনে রাখুক) অতঃপর তিনি অবশ্যই তাদের সকলকে তাঁর কাছে একত্রিত করবেন।

১. আল্লাহর দাসত্ব।

১৭৩. তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তিনি তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজের অনুগ্রহে তাদের পাওনা আরও বাড়িয়ে দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাজনক মনে করেছে ও অহংকার করেছে তাদের তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। আর তারা আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ এসেছে এবং আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট জ্যোতি (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি।

১৭৫. অতএব যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করে তাদের শীঘ্রই তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তার দিকে আসার স্থায়ী সঠিক পথে পরিচালিত করবেন[১]।

১. শীঘ্রই তারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তার দিকে আসার স্থায়ী পথ পেয়ে যাবে (স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫)।

১৭৬. তারা তোমার কাছে ফতওয়া (বিধান) জানতে চায়। বলো− আল্লাহ তোমাদের কালালাহ (পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি নেই এমন ব্যক্তি) সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন। কোনো পুরুষ মারা গেলে তার যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং তার এক বোন থাকে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক সে পাবে। আর সে (মৃত নারী) যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি বোন ভাই উভয়ই থাকে তবে পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে (উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা) বর্ণনা করেছেন যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে ভালো জানেন।

সুরা : ৫
আল মায়িদা

খাদ্যপূর্ণ পাত্র, মাদানী, আয়াত : ১২০, রুকু : ১৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গবাদি পশু হালাল করা হলো, তবে ঐসব পশু ছাড়া যা তোমাদের পাঠ করে শুনানো হচ্ছে, তবে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পশু শিকারকে হালাল মনে করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই আদেশ করেন।

২. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ[১], হারাম (সম্মানিত) মাস, কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু, গলায় মালা পরানো (কুরবানীর) পশু এবং নিজ রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র ঘর অভিমুখী যাত্রীদেরকে অবমাননা করাকে বৈধ মনে করো না। আর যখন তোমরা ইহরাম মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পারো। আর তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। আর সৎকাজ ও আল্লাহ-সচেতন হওয়ার ব্যাপারে[২] তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করবে না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

১. হাজ্জের স্থানসমূহ ও অনুষ্ঠানাদি।
২. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়ার ব্যাপারে।

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হচ্ছে মৃত (পশু), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া পশু, প্রহারে মৃত্যু হওয়া পশু, ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু হওয়া পশু, শিং-এর আঘাতে মৃত্যু হওয়া পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছো তা ছাড়া। (আরও হারাম করা হচ্ছে) পূজার বেদীতে বলি দেওয়া পশু এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য

নির্ধারণ করা। এ সব পাপ-কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের জীবন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে আর ভয় করো না, শুধু আমাকেই ভয় করো। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবন-ব্যবস্থাকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম[১] এবং তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম ও জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম। তবে কেউ গুনাহ করার প্রবণতা ছাড়া তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম কিছু খেতে) বাধ্য হলে ভিন্ন কথা।[২] কেননা আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. আয়াতটির পর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোনো আয়াত নাযিল হয়নি এবং আয়াতটি নাযিলের পর রসুল (স.) মাত্র ৮১ দিন জীবিত ছিলেন। তাই, বলা যায়– আয়াতটি নাযিলের দিনে মৌলিক (ফরজ বা হারাম) ও অমৌলিক আমল/বিষয়ের দিক থেকে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ যে বিষয় আল কুরআনে নেই সেটি ইসলামের মৌলিক (ফরজ বা হারাম) নয়। আর কুরআন ও সুন্নায় নেই সেটি ইসলামের মৌলিক বা অমৌলিক বিষয় নয়।

২. আয়াতাংশ থেকে জানা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ওজর (বাধ্য-বাধকতা) একটি শর্ত।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নাহল/১৬ : ৮৯; আন'আম/৬ : ৩৮; বাকারা/২ : ৮৫; মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮; বনী ইসরাইল/১৭ : ৭৯ ইত্যাদি **এবং** সুরা বাকারা/২ : ১৮৩; আলে ইমরান/৩ : ২৮; শূরা/৪২ : ৪০ ও ৪১; মায়েদা/৫ : ৩; নাহল/১৬ : ১০৬; নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়' (গবেষণা সিরিজ-৮) নামের বইটি **এবং** 'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

৪. লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য (খাদ্য হিসেবে) কী হালাল (বৈধ) করা হয়েছে? বলো– সকল পবিত্র[১] খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আর আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শিকারী প্রাণী যে শিকার ধরে তা আহার করো এবং তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন[২] হও। নিশ্চয় আল্লাহ অতিদ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

১. ক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিন যুক্ত ইত্যাদি নয়।

২. আয়াতটির ধর্মীয়, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাসহ কুরআনের অন্যান্য

ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসটিকে (Common sense/আকল) উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

৫. আজ তোমাদের জন্য (সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ভিন্ন) পবিত্র[১] সকল খাদ্য হালাল (বৈধ) করা হলো। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের খাবার তাদের জন্য হালাল। মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী যাদেরকে ব্যভিচার অথবা গোপন প্রেমিকা হিসেবে নয় বরং (যখন) স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তোমরা (তাদের) মোহর প্রদান করবে, (তখন) তারা তোমাদের জন্য হালাল। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে[২] তার কাজ অবশ্যই নিষ্ফল হবে। আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১. ক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিন যুক্ত ইত্যাদি নয়।
২. ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না করলে।

রুকু : ২

৬. হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নেবে তখন ধৌত করো তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত এবং মাসেহ করো তোমাদের মাথা ও দুই পা গোড়ালী পর্যন্ত।[১] আর যদি তোমরা (সহবাস জনিত কারণে) অপবিত্র থাকো তবে (গোসল করে) পবিত্র (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) হবে। আর যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা সহবাস করার পর পানি না পাও তাহলে পবিত্র (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) মাটি অনুসন্ধান করো (তায়াম্মুম করো): অতঃপর (ঐ মাটির ওপর হাত রেখে সে হাত দিয়ে) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো। (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান[২] ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো।[৩]

১. দুই পায়ের ব্যাপারে কুরআনের আদেশের বিষয়ে সহীহ হাদীসের ব্যাখ্যা হলো– পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করার পর মোজা পরে নিলে বাসস্থানে থাকা অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা এবং সফরে থাকলে ৭২ ঘণ্টা মোজার ওপর মাসেহ করা সিদ্ধ।
২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দিতে চান।
৩. যাতে তোমরা আদেশটি মানার পর এর সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর আমার শোকর আদায় করো।

৭. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তিনি তোমাদের যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছেন তা স্মরণ করো, যখন তোমরা বলেছিলে– শ্রবণ করলাম ও মেনে নিলাম। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন[১] হও। নিশ্চয় আল্লাহ সদরের[২] বিষয়সমূহ ভালোভাবেই জানেন।

১. আর তোমরা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২. সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনের বিষয়সমূহ ভালোভাবেই জানেন।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র- ১৭

৮. হে যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। আর কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনও ন্যায়বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটা আল্লাহ-সচেতনতার[১] অধিক নিকটতর (সঙ্গতিশীল)। আর আল্লাহ-সচেতন হও। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তা ভালোভাবেই অবহিত।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া আল্লাহ-সচেতনতার অধিক নিকটতর (সঙ্গতিশীল)।

৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।

১০. আর যারা অস্বীকার করে এবং (কথা ও কাজের মাধ্যমে) আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে[১] তারা জলন্ত আগুনের অধিবাসী।

১. যারা কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহকে কথা বা কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা জলন্ত আগুনের অধিবাসী।

১১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে হাত বাড়াতে চেয়েছিল, তখন তিনি (আল্লাহ) তাদের হাত তোমাদের থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও[১]। আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।

১. আয়াতটির ঐতিহাসিক শিক্ষাসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

রুকু : ৩

১২. আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে ১২ জন নেতা নিযুক্ত করেছিলেন। আর আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা[১] করো, যাকাত প্রদান করো, আমার রসুলগণের ওপর ঈমান আনো ও তাদেরকে সহযোগিতা করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশে ঝরনাধারাসমূহ প্রবাহিত। এরপরও যে ব্যক্তি অমান্য করবে সে সঠিক পথ হারাবে।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো।

১৩. অতএব তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের লা'নত করেছি ও তাদের মন কঠিন করে দিয়েছি[১]। তারা (তাওরাতের) বাক্যগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে। আর তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার অংশবিশেষ তারা ভুলে গেছে। তুমি তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া বাকি সকলকেই সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে। সুতরাং তাদের ক্ষমা করো ও এড়িয়ে চলো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।

১. তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছে ও তাদের মন কঠিন হয়ে গেছে।

১৪. আর যারা বলে, আমরা খ্রিষ্টান, আমরা তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার অংশবিশেষ তারাও ভুলে গেছে। তাই, আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে রেখেছি।[১] আর তারা যা করতো, আল্লাহ তাদের শীঘ্রই তা জানিয়ে দেবেন।

১. তাই, আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ চালু থাকবে।

১৫. হে আহলে কিতাবগণ! আমাদের রসুল তোমাদের কাছে এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক কিছুই তোমাদের কাছে প্রকাশ এবং অনেক বিষয় উপেক্ষাও করে থাকে। আল্লাহর কাছ থেকে তোমাদের কাছে এক আলো ও স্পষ্ট কিতাব (কুরআন) এসেছে।

১৬. যা (আল কুরআন) দিয়ে (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টি সন্ধানকারীদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে স্থায়ী পথে পরিচালিত করেন।[1]

১. যারা কুরআনের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাঁর সন্তুষ্টি সন্ধান করে তারা শান্তির পথ পায়, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ধাবিত হয় এবং জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ পেয়ে যায় (স্থায়ী সঠিক পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫)।

১৭. অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলে– মারিয়ামের পুত্র মাসীহ-ই আল্লাহ। তুমি বলে দাও– মারিয়ামের পুত্র মাসীহ, তার মাতা (মারিয়াম) এবং দুনিয়ার সকলকে যদি তিনি (তাৎক্ষণিক বা অতাৎক্ষণিকভাবে) ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তবে তাতে বাধা দেওয়ার শক্তি কারো আছে কি? আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে/তাৎক্ষণিকভাবে)[1] যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় বিশ্বসমূহের সকল কিছু সৃষ্টি হয়।

১৮. আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার অধিক প্রিয়পাত্র। বলে দাও– তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য শাস্তি দেবেন? বরং তোমরা তাদেরই মতো মানুষ যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান তিনি শাস্তি দেন।[1] আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার রাজত্ব আল্লাহরই। আর ফিরে যেতে হবে তাঁরই দিকে।

১. তাঁর তৈরি ক্ষমা পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টা করার কারণে মানুষ ক্ষমা পায় এবং শাস্তি পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কাজ করার কারণে মানুষ শাস্তি পায়। (ক্ষমা পাওয়ার প্রোগ্রামের জন্য দেখুন সুরা বাকারা আয়াত নং ২৮৪)।

১৯. হে আহলে কিতাব! নিশ্চয় রসুল প্রেরণে বিরতির পর আমাদের রসুল তোমাদের কাছে এসেছে, সে তোমাদের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে যাতে তোমরা বলতে না পারো যে, 'কোনো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আমাদের কাছে আসেনি'। বরং সে তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে এসেছে। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

রুকু : ৪

২০. আর যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন তোমাদের মধ্যথেকে নবী বানিয়েছিলেন ও তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছিলেন। আর জগতের কাউকে যা তিনি দেননি তা তোমাদের দিয়েছিলেন।

২১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি[১] নির্ধারণ করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ করো এবং তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যেয়ো না, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

১. তুর পর্বত ও তার চারপাশের ভূমি।

২২. তারা বললো, হে মুসা! সেখানে রয়েছে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায়। তাই তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনই সেখানে প্রবেশ করবো না। আর যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায় নিশ্চয়ই আমরা সেখানে প্রবেশ করবো।

২৩. যারা (আল্লাহকে) ভয় করেছিল তাদের মধ্যে দুজন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বললো– তোমরা তাদের মোকাবেলায় প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করো, আর প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে। আর আল্লাহর ওপরই ভরসা করো যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

২৪. তারা বললো, হে মুসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবোই না, সুতরাং তুমি আর তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকলাম।

২৫. সে (মুসা) বললো, হে আমার রব! আমার ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো ওপর আমার কর্তৃত্ব নেই, সুতরাং আপনি আমাদের ও ফাসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন।

২৬. তিনি (আল্লাহ) বললেন– তাহলে নিশ্চিতভাবে এটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য নিষিদ্ধ থাকলো। তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং তুমি ফাসিক সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।

রুকু : ৫

২৭. আর আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিলের) ঘটনা তুমি তাদের

কাছে যথাযথভাবে পাঠ করো। যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করেছিল তখন একজনের (হাবিলের) কুরবানী কবুল হলো এবং অন্য জনেরটা কবুল হলো না। সে (কাবিল) বললো, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো। সে (হাবিল) বললো, নিশ্চয় আল্লাহ শুধু আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের (কুরবানী) কবুল করেন[১]।

১. নিশ্চয় আল্লাহ শুধু– আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, সত্য উদাহরণ, সত্য ঘটনার শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তির কুরবানী কবুল করেন।

২৮. (হাবিল বললো) আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি আমার দিকে তোমার হাত প্রসারিত করলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার দিকে আমার হাত প্রসারিত করবো না। আমি জগৎসমূহের রব আল্লাহকে ভয় করি।

২৯. (হাবিল বললো) আমি চাই যে, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করো, অতঃপর আগুনের অধিবাসী হও। আর এটা জালিমদের প্রতিদান।

৩০. তারপর তার (কাবিল) প্রবৃত্তি (নফস) তাকে তার ভাই হত্যায় প্ররোচিত করলো, অতঃপর সে তাকে হত্যা করলো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

৩১. অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন যেটি তার ভাইয়ের মৃতদেহ কীভাবে গোপন করা যায় তা দেখানোর জন্য মাটি খনন করতে লাগলো। সে বললো– হায়! আমি কি এ কাকের মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারতাম? অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো।

৩২. এ কারণেই আমরা বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম– যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করলো, সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে কারো প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। আর অবশ্যই তাদের কাছে আমাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারপরও তাদের অনেকেই পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করলো।

৩৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধবংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি এটি যে– তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে বিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা

হবে। এটা তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।

৩৪. তবে, তোমাদের করতলগত হওয়ার আগে (ধরা পড়ার আগে) যারা সত্যিকারভাবে ফিরে আসবে (তাওবা করবে) তাদের জন্য এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ অবশ্যই অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু : ৬

৩৫. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় খোঁজ করো ও তাঁর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।[১]

১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা কুরআনের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় খোঁজ করো এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

৩৬. নিশ্চয় যারা অমান্য করেছে[১], কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে মুক্তিপণ প্রদানের জন্য দুনিয়ার সবকিছু ও তার সমপরিমাণ সম্পদও যদি তাদের থাকে; তবু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

১. ওজর ছাড়া বা প্রায় না থাকা মাত্রার ওজর অবস্থায় আদেশ/নিষেধ অমান্য করেছে (কুফরীর গুনাহ বা সাধারণ কবীরা গুনাহ করেছে)।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সূরা বাকারা/২ : ১৮৩; শূরা/৪২ : ৪০ ও ৪১; মায়েদা/৫ : ৩; নাহল/১৬ : ১০৬; নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮ ইত্যাদি ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র’ (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

৩৮. আর পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও[১]। এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক (শিক্ষামূলক) শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

১. পেটের দায়ে চুরি করা ব্যক্তি ছাড়া।

৩৯. তবে অন্যায় করার পর কেউ তাওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৪০. তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই? তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা শাস্তিদেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন[১]। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১. নিজ কর্মের ভিত্তিতে আল্লাহর প্রণীত প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কেউ শাস্তি পায় এবং কেউ ক্ষমা পায় (ক্ষমা পাওয়ার প্রোগ্রামের জন্য দেখুন সুরা বাকারা আয়াত নং ২৮৪)।

৪১. হে রসুল! যারা দ্রুত কুফরীতে ধাবিত হয় তারা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। তারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদের মন ঈমান আনেনি। আর যারা ইহুদী (তারাও যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে)। তারা (ইহুদীরা) মিথ্যা কথা শ্রবণ করতে খুবই পটু। তারা তোমার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থে কান পেতে শুনে, যারা তোমার কাছে আসেনি। এরা (তাওরাতের) বাক্যগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে। আর (তাদের অনুসারীদের) বলে– যদি তোমাদেরকে এ ধরনের (বিকৃতির পর যা হয়) বিধান দেওয়া হয় তবে গ্রহণ করো, আর যদি তা না দেওয়া হয় তবে বর্জন করো। আর আল্লাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পরীক্ষায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহর কাছে তোমার কিছুই করার নেই।[১] ওরাই তারা যাদের মনকে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) সত্য বোঝা, গ্রহণ ও পালন করার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন করতে চান না।[২] তাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা। আর আখিরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।

১. আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি পরীক্ষায় পড়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী নিজ তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মচেষ্টায় যে পরীক্ষায় পড়ে, রসুল (স.) তাকে পরীক্ষায় পড়া হতে বাঁচাতে পারে না।

২. ওরাই তারা যাদের মন আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সত্য বোঝা, গ্রহণ ও পালন করার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন হয় না।

৪২. তারা (ইহুদীরা) মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত পটু, হারাম খেতে অত্যন্ত আসক্ত। তারা যদি তোমার কাছে আসে তবে তাদের বিচার মীমাংসা করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো। যদি তুমি উপেক্ষা করো তাহলে তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার ফয়সালা করো তবে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

৪৩. আর তারা (ইহুদীরা) কীভাবে তোমাকে বিচারক বানাবে অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত, যাতে আছে আল্লাহর বিধান (কিন্তু তারা তা মানে না)? এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তারা মু'মিনই নয়।

রুকু : ৭

৪৪. নিশ্চয় আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও (জ্ঞানের) আলো। নবীগণ যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তারা সে অনুযায়ী ইহুদীদের বিচার ফয়সালা করতো এবং রব্বানীগণ (আল্লাহ-ওয়ালাগণ) ও পণ্ডিতগণও। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্বদেওয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো এবং আমাদের আয়াতসমূহের[১] বিনিময়ে তুচ্ছ জিনিস ক্রয় করো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফির।

১. সামান্য ক্ষতি এড়ানো তথা সামান্য ওজরের কারণে কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ বিশ্বাস ও বাস্তবায়ন করা থেকে দূরে থেকো না।

৪৫. আর আমরা তাদের জন্য তাতে (তাওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে– প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে (সাদকা করলে) তাতে তারই পাপমোচন হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফয়সালা করে না তারাই জালিম।

৪৬. আর আমরা তাদের পরে মারিয়ামের পুত্র ঈসাকে তার সম্মুখে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে প্রেরণ করেছিলাম। আর আমরা তাকে হেদায়েত ও নূরসম্বলিত ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, তা ছিল তাদের মধ্যে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং একটি পথনির্দেশিকা ও উপদেশ, আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য[১]।

১. তৎকালীন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। কারণ, যার জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল জাগ্রত আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে এবং মানে। অর্থাৎ সে কম-বেশি আল্লাহ-সচেতন। সাধারণ নৈতিকতা/ বান্দার হক/মানবাধিকারের সকল কথা পৃথিবীর সকল মানুষ জানে। ঐ কথাগুলোর সবই ইসলামের কথা।

৪৭. আর ইঞ্জিলের অনুসারীদের অবশ্যই উচিত আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে বিচার-ফয়সালা করা। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ

করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফয়সালা করে না তারাই ফাসিক।

৪৮. আর আমরা তোমার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছি পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী তুমি তাদের বিচার-ফয়সালা করো। আর যে সত্য তোমার কাছে এসেছে তা ত্যাগ করে তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের এক জাতিভুক্ত করতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে, অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।

৪৯. আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করো, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখো, তাদের কিছু কিছু পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।

৫০. তবে কি তারা জাহিলি যুগের[১] বিধি-বিধান কামনা করে? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে কে শ্রেষ্ঠতর?

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া যুগ।

রুকু : ৮

৫১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে (প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

৫২. অতঃপর যাদের মনে রোগ আছে তুমি তাদেরকে দ্রুত তাদের (ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের) দিকে ধাবিত হতে দেখবে এ কথা বলে যে– আমাদের আশঙ্কা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। অথচ শীঘ্রই আল্লাহ (তোমাদের) বিজয় দেবেন অথবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের মনে যা গোপন রেখেছিল তার জন্য অনুতপ্ত হবে।

৫৩. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে– এরাই কি তারা যারা আল্লাহর

নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, নিশ্চয় তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে? তাদের সকল কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৫৪. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের মধ্যে যে তার জীবন-ব্যবস্থা (ইসলাম) ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাবে, (সে জেনে রাখুক) শীঘ্রই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে আনবেন যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে। তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে[১] সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) চান তাকে তা দান করেন[২]। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও মহাজ্ঞানী।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে।

২. আল্লাহর অনুগ্রহ, কর্মের ভিত্তিতে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যে পাওয়ার যোগ্য সে তা পায়।

৫৫. প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু হলো আল্লাহ, তাঁর রসুল ও সেসব মু'মিনগণ যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে[১] এবং যাকাত প্রদান করে আর যারা (আল্লাহর সামনে) বিনীত ।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

৫৬. আর যে আল্লাহ, তাঁর রসুল ও মু'মিনগণকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে (সে আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত হবে), আর নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।

রুকু : ৯

৫৭. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের জীবন-ব্যবস্থাকে তামাশা ও খেলার বিষয়রূপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে[১] গ্রহণ করো না। আর আল্লাহ-সচেতন হও যদি তোমরা মু'মিন হও[২]।

১. প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো বন্ধু।

২. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও যদি তোমরা মু'মিন হও।

৫৮. আর তোমরা যখন সালাতের জন্য আহবান করো তখন তারা সেটাকে

তামাশা ও খেলার বিষয়রূপে গ্রহণ করে। এটা এ কারণে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা আকলকে কাজে লাগায় না[১]।

১. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেককে কাজে লাগায় না।

৫৯. বলো, হে আহলে কিতাবগণ! একমাত্র এ কারণেই কি তোমরা আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি? আর নিশ্চয় তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক।

৬০. বলো, আমি কি তোমাদের প্রতিফল স্বরূপ এর চেয়েও নিকৃষ্ট ধরনের সংবাদ দেবো যা আল্লাহর কাছে আছে? (সেটি হলো) যাকে আল্লাহ লা'নত করেছেন, যার ওপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের (ইহুদীদের) মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে তিনি বানর ও শুকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগূতের ইবাদাত করে[১] তারা সবাই মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্ট এবং সরলপথ থেকে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

১. আল্লাহদ্রোহীর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫। সেখানে আল্লাহর স্থানে তাগূত পড়তে হবে।

৬১. তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে– আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফর নিয়েই প্রবেশ করে এবং তা নিয়েই বের হয়ে যায়। তারা যা গোপন করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত।

৬২. আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই দেখতে পাবে তারা পাপ, সীমালঙ্ঘন এবং হারাম খাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করছে। তারা যা করে নিশ্চয় তা অতি নিকৃষ্ট।

৬৩. রব্বানীগণ (আল্লাহ ওয়ালাগণ) ও ধর্মীয় পণ্ডিতগণ কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ বস্তু খেতে নিষেধ করে না? তারা যা করে নিশ্চয় তা অতি নিকৃষ্ট।

৬৪. আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত সংকুচিত। (আসলে) তাদের হাতই সংকুচিত এবং তারা যা বলে তার জন্যই তারা অভিশপ্ত। বরং তার (আল্লাহর) উভয় হাতই প্রসারিত যেভাবে তিনি চান দান করেন। তোমার রবের কাছ থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকেরই অবাধ্যতা ও কুফরী নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি করবে। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার

করেছি।[১] যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) তা নিভিয়ে দিয়েছেন[২]। আর তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়। আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না।

১. তাদের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মতৎপরতার প্রচলিত ধারা অব্যাহত থাকলে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যেস্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হতে থাকবে।

২. যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তা নিভে গেছে বা আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে তা নিভিয়ে দিয়েছেন।

৬৫. আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো এবং আল্লাহ-সচেতন হতো[১] তাহলে আমরা তাদের পাপসমূহ অবশ্যই মাফ করে দিতাম এবং তাদেরকে অবশ্যই নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

১. এবং কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে উন্নত মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতো ... ...।

৬৬. তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও তাদের রবের কাছ থেকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে (ঐ কিতাবসমূহের সময়কালে) তা প্রতিষ্ঠা করতো, তা হলে অবশ্যই তারা ওপর দিক ও পায়ের নিচ থেকে আহার লাভ করতো। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে মধ্যমপন্থী। আর তাদের অধিকাংশই যা করে তা নিকৃষ্ট।

রুকু : ১০

৬৭. হে রসুল! তোমার রবের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো। যদি না করো তাহলে তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) তোমাকে মানুষের (আক্রমণ) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) নির্দেশ অমান্যকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।[১]

১. নিশ্চয় নির্দেশ অমান্যকারী সম্প্রদায় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সঠিক পথে পরিচালিত হয় না।

৬৮. বলো– হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কোনো কিছুর ওপর (প্রতিষ্ঠিত) নও যতক্ষণ না তাওরাত, ইঞ্জিল এবং (পরবর্তিতে) যা তোমাদের রবের কাছ হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (কুরআন) তা প্রতিষ্ঠা না করো। আর নিশ্চয় তোমার রবের কাছ থেকে যা তোমার প্রতি

অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।

৬৯. নিশ্চয় যারা (কুরআন ও শেষ নবীর প্রতি) ঈমান এনেছে[১] (মুসলিম) এবং যারা ইহুদী, সাবেয়ী ও খ্রিষ্টান হয়েছে, (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি (প্রকৃতভাবে) ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।

১. যারা কুরআন ও শেষ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তথা মুসলিম। আয়াতটির প্রকৃত শিক্ষার জন্য সুরা আল-বাকারা ৬২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

৭০. অবশ্যই আমরা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের কাছে অনেক রসুল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই কোনো রসুল তাদের কাছে এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তাদের মনঃপূত নয় (তখনই) তারা তাদের এক দলকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং এক দলকে হত্যা করেছে।

৭১. আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের কোনো বিপর্যয় হবে না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেছিলেন, (তবে) পুনরায় তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিল। আর তারা যা করে আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখেন।

৭২. নিশ্চয় তারা কাফির হয়ে গেছে যারা বলে মারিয়াম পুত্র ঈসা আল্লাহ। অথচ মাসীহ বলেছিল– হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত করো। কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

৭৩. যারা বলে, আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন, তারা অবশ্যই কাফির হয়ে গেছে। অথচ এক ইলাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা থেকে তারা নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা অমান্য করেছে[১] তাদেরকে অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিস্পর্শ করবে।

১. অস্বীকার বা অস্বীকারের কাছাকাছি অবস্থানে থেকে আদেশ/নিষেধ অমান্য করেছে।

৭৪. তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৭৫. মারিয়াম পুত্র মাসীহ একজন রসুল ছাড়া অন্য কিছু নয়। তার পূর্বে রসুলগণ (সকল রসুল) গত হয়েছে[১]। আর তার মা ছিল সত্যনিষ্ঠ। তারা উভয়ে খাবার খেতো। দেখো আমরা তাদের জন্য আয়াতসমূহ কত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি, এরপরও দেখো তারা কীভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

১. ওফাতের মাধ্যমে দুনিয়া হতে চলে গেছে।

৭৬. বলো, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত করো[১] যারা তোমাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করবে (দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াত)।

৭৭. বলো, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের জীবন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং তোমরা সে সম্প্রদায়ের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

রুকু : ১১

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফুরী করেছিল তারা দাউদ ও মারিয়ামের পুত্র ঈসার ভাষায় অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়ে পড়েছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করতো।

৭৯. তারা যে সব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করতো না। নিশ্চয় তারা যা করতো তা কতই না নিকৃষ্ট!

৮০. তাদের অনেককে তুমি অস্বীকারকারীদের সাথে (প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো) বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তারা নিজেরা তাদের জন্য যা পাঠিয়েছে নিঃসন্দেহে তা কতই না নিকৃষ্ট যে, আল্লাহ তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা শাস্তির মধ্যে চিরকাল থাকবে।

৮১. আর যদি তারা আল্লাহ, নবী ও তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনতো, তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতো[১] (তবে তা তাদের জন্য ভালো হতো)। কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক।

১. কাফিরদেরকে প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতো।

৮২. অবশ্যই ঈমান আনা ব্যক্তিদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকদেরকেই তুমি সবচেয়ে কঠোর অবস্থানে দেখবে। আর যারা বলে আমরা খ্রিষ্টান, মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি মু'মিনদের নিকটতম বন্ধুত্বে দেখবে। এর কারণ হলো– তাদের মধ্যে অনেক ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে এবং নিশ্চয় তারা অহংকারও করে না।

পারা-৭

৮৩. আর যখন তারা রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শোনে তখন সত্য উপলব্ধি করার কারণে তুমি তাদের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত দেখতে পাবে। তারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্যদানকারীদের সাথে তালিকাভুক্ত করো।

৮৪. আর আল্লাহ এবং আমাদের কাছে আগত সত্যের ওপর আমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে পারে? আর আমরা প্রত্যাশা করি আমাদের রব আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

৮৫. অতঃপর তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর এটাই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার।

৮৬. আর যারা অস্বীকার করেছে এবং (কথা ও কাজের মাধ্যমে) আমাদের আয়াতসমূহকে[১] মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

রুকু : ১২

৮৭. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র[১] খাদ্য আল্লাহ হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

১. ক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিন যুক্ত ইত্যাদি নয়।

৮৮. আর আল্লাহ তোমাদের যে হালাল (ও) পবিত্র রিযিক দিয়েছেন তা থেকে খাও। আর আল্লাহ-সচেতন হও[১], যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

৮৯. তোমাদের নিরর্থক কসমসমূহের জন্য আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না। কিন্তু যেসব কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে করো সেসব কসমের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। অতঃপর এর কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান কিংবা একজন দাসমুক্তি। আর যার সামর্থ নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন করা। এটা তোমাদের কসমের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) যখন তোমরা তা ভঙ্গ করো। তোমরা তোমাদের

কসম রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো[১]।

১. এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য কুরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা এর ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষার সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৯০. হে যারা ঈমান এনেছো! নিশ্চয় নেশা-দ্রব্য[১], জুয়া, (মুর্তিপূজার) বেদী ও ভাগ্য-নির্ধারক তীর শয়তানের ঘৃণ্য কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও।

১. মদ, হিরোইন, প্যাথিডিন ইত্যাদি দ্রব্য যা নেশা সৃষ্টি করে।

৯১. নিশ্চয় শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে যিক্‌র[১] করতে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। অতএব তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?

১. কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য অধ্যয়ন, স্মরণ এবং অনুসরণ করতে।

৯২. আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রসুলের আনুগত্য করো এবং সর্তক হও[১]। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখো যে, আমাদের রসুলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে তারা যা (পূর্বে হারাম করা হয়েছিল তা) খেয়েছে তার জন্য তাদের কোনো গুনাহ নেই যদি তারা খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং ঈমানের ওপর স্থায়ী থাকে ও সৎকাজ করে যেতে থাকে। অতঃপর সচেতন হয় ও ঈমানকে দৃঢ় করে।[১] অতঃপর (আরও) সচেতন হয় এবং মুহসিন হয়।[২] আর আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয় ও ঈমানকে দৃঢ় করে।

২. অতঃপর আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির গভীর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে অধিকতর উৎকর্ষিত করে মুহসিন হয়।

রুকু : ১৩

৯৪. হে যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবেন (ইহরাম বাঁধা অবস্থায়) শিকারের বস্তু দিয়ে, যা (সহজে) তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালে আসে, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন কে তাকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং এরপর কেউ সীমালঙ্ঘন করলে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

৯৫. হে যারা ঈমান এনেছো! ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ তা হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। যা কুরবানীর পশু হিসেবে কাবাতে পৌঁছাতে হবে অথবা এর কাফফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্যদান করা। কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফলভোগ করে। যা হয়ে গেছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ পুনরাবৃত্তি করলে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার (মাছ/প্রাণী) ও তার খাদ্য বৈধ করা হয়েছে, এটি তোমাদের জন্য (খাদ্য) উপকরণ (বসবাসস্থলে) অথবা পর্যটনকালে[১]। তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও[২], তিনি সেই সত্তা যার কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

১. পর্যটনকালে তথা শুঁটকি বানিয়ে।

২. তোমরা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

৯৭. আল্লাহ সম্মানিত ঘর কাবাকে মানুষের কল্যাণের স্থায়ী কারণ বানিয়েছেন। আবার পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু এবং গলায় মালা পরিহিত পশুকেও (মানুষের কল্যাণের কারণ বানিয়েছেন)। এটা এ জন্য যাতে তোমরা জানতে পারো যা কিছু আকাশসমূহ ও

পৃথিবীতে আছে অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন এবং অবশ্যই আল্লাহ সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৯৮. তোমরা জেনে রেখো নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা এবং নিশ্চয় আল্লাহ অতিক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৯৯. রসুলের দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছে দেওয়া। আর তোমরা যা প্রকাশ করো ও যা গোপন রাখো আল্লাহ তা জানেন।

১০০. বলো, মন্দ ও ভালো সমান নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে। সুতরাং আল্লাহ-সচেতন[১] হও, হে উলিল আলবাবগণ[২]! যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২. হে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ! (উলুল আলবাবের সংজ্ঞার জন্য সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন)।

রুকু : ১৪

১০১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা এমন বিষয়ে (নবীর নিকট) প্রশ্ন করো না যা (কুরআনে) তোমাদের জন্য প্রকাশিত হলে তোমরা কষ্ট পাবে।[১] আর কুরআন নাযিলকালে তোমরা যদি (নবীর কাছে) সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো তাহলে তা (কুরআনে) তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে।[২] আল্লাহ সেসব ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ অতিক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল[৩]।

১. এ অংশে কুরআন নাযিলকালে নবীর কাছে আমল তথা কাজের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক নিয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে– আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক কুরআনে প্রকাশিত হলে তা পালন করতে তাদের কষ্ট হবে। অন্যদিকে এখানে যে আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিকের কথা বলা হয়েছে তা বোঝা যায় নিম্নোক্তভাবে–

ক. আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে পরের আয়াতে বলা ঘটনায়, আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক নিয়ে প্রশ্ন করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. সুরা নাহল/১৬ : ৭৯, সুরা আন'আম/৬ : ৩৬ এবং সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮ নং আয়াতসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, আমলের মৌলিক দিকসহ সব মৌলিক বিষয় কুরআনে উল্লিখিত আছে।

আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিকের কথা কুরআনে প্রকাশিত থাকলে মু'মিনদের কী উপায়ে কষ্ট হবে তা এখানে সরাসরি বলা না হলেও আকল/ Common sense/বিবেকের ভিত্তিতে বলা যায় কষ্ট হবে নিম্ন উপায়ে–

ক. আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক অসংখ্য। তাই, সেগুলো পালন করতে গিয়ে মু'মিনরা অনেক কষ্টে পড়বে।

খ. মূল আমল ও আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক পৃথক করা অসম্ভব হবে। ফলে মুসলিমরা আমলের মৌলিক দিক বাদ রেখে অমৌলিক/ খুঁটিনাটি দিক পালন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এ কারণে দুনিয়ায় তারা ভীষণ কষ্ট পাবে। আর পরকালে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

গ. আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক নিয়ে মুসলিম জাতি বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে ইসলাম বিরোধীদের মাধ্যমে মুসলিম জাতি বিভিন্ন ধরনের কষ্ট পাবে।

২. এ অংশের মাধ্যমে জানানো হয়েছে কুরআন নাযিলকালে আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক নিয়ে রসুলুল্লাহর (স.) কাছে প্রশ্ন করলে আল্লাহ সেগুলো কুরআনে প্রকাশ করে দেবেন। আর একটি (তাহাজ্জুদ সালাত) ছাড়া কুরআনে কোনো অমৌলিক আমল প্রকাশিত/উল্লিখিত না থাকা প্রমাণ করে যে– আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণ কোনো আমলের অমৌলিক/ খুঁটিনাটি দিক নিয়ে রাসুলুল্লাহর (স.) কাছে আর কোনো প্রশ্ন করেননি।

৩. এ অংশ হতে জানা যায়– আয়াত দুটি নাযিল হওয়ার পূর্বে সাহাবীগণ আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক নিয়ে রসুলুল্লাহ (স.)-কে যে সকল প্রশ্ন করেছিলেন তা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ মু'মিনদের আমলের অমৌলিক/খুঁটিনাটি বিষয় পালন করাকে ক্ষমা করা হয়েছে।

১০২. তোমাদের পূর্বে এক সম্প্রদায় সে ধরনের (আমলের অমৌলিক/ খুঁটিনাটি দিক নিয়ে) প্রশ্ন (তাদের নবীর কাছে) করেছিল[১], অতঃপর তারা সেসব বিষয়ে অমান্যকারী হয়ে গিয়েছিল[২]।

১. অব্যবহিতপূর্বের আয়াতের বক্তব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি সুরা বাকারার ৬৭-৭১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো– মূসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হওয়া তাওরাত কিতাবে মহান আল্লাহ একটি গাভী কুরবানী করার আদেশ দেন। যেকোনো একটি গাভী কুরবানী করলে আদেশটি পালন হয়ে যেত। কিন্তু মূসা (আ.)-এর কওম গাভীটির বয়স, শারীরিক গঠন, রং, কাজ ইত্যাদি অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক নিয়ে মূসা (আ.)-কে একটার পর একটা প্রশ্ন করে।

২. মূসা (আ.)-এর কওমের লোকদের প্রশ্নের কারণে মহান আল্লাহ

আমলটির অমৌলিক/খুঁটিনাটি দিক তাওরাত কিতাবে প্রকাশ করে দেন এবং সেগুলো তাদের জন্য পালন করা বাধ্যতামূলক (ফরজ) হয়ে যায়। ফলে মূল আদেশটি পালন করা তাদের জন্য কঠিন/কষ্টকর হয়ে পড়ে। অতঃপর আমলটি অমান্য করে তারা বিভিন্ন মাত্রার গুনাহগার হয়েছিল।

১০৩. বাহীরা, সা-ইবা, ওয়াসীলা ও হা-ম[১] আল্লাহ নির্ধারণ করেননি কিন্তু কাফিররা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। আর তাদের অধিকাংশই আকলকে কাজে লাগায় না[২]।

১. মাদী ও পুরুষ উটের নাম।
২. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ বিবেককে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্য কাজে ব্যবহার করে না?

১০৪. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ও রসুলের দিকে আসো। তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের পূর্বপুরুষগণ সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হলেও?[১]

১. তাদের পূর্বপুরুষগণ সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা বা অন্য কোনো কারণে সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং ফলস্বরূপ সঠিক পথপ্রাপ্ত না হলেও তারা কি তাদের অনুসরণ করবে?

১০৫. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের নিজেদের প্রতি যত্নবান হওয়া তোমাদের দায়িত্ব। তোমরা যদি সঠিক পথে থাকো তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে, তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

১০৬. হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা সফরে থাকা অবস্থায় তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হলে নিজেদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী মনোনীত করবে। তাদের সততার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদেরকে অপেক্ষমাণ রাখবে, অতঃপর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে– আমরা এর বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করবো না যদিও সে আত্মীয় হয়। আর আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করবো না, করলে অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

১০৭. যদি এটা প্রকাশ পায় যে, তারা দুজন (মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে) পাপে

লিপ্ত হয়েছে তবে যারা মিরাসের অধিকতর হকদার তাদের মধ্য হতে নিকটতম দুজন তাদের দুজনের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে– আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য থেকে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালঙ্ঘন করিনি। করলে অবশ্যই আমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

১০৮. এটিতেই যথাযথ সাক্ষ্যদানের অধিকতর সম্ভাবনা আছে অথবা তারা ভয় করবে যে, তাদের শপথের পর (পূর্বোক্ত) শপথ প্রত্যাখ্যান করা হবে।[১] আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও শ্রবণ করো। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) গুনাহগার সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।[২]

১. এ পদ্ধতিতেই যথাযথ সাক্ষ্যদানের অধিকতর সম্ভাবনা আছে অথবা তারা মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীরা এটি ভেবে ভয় করবে যে, তাদের নিকটাত্মীয়দের শপথের পর (পূর্বোক্ত) শপথ প্রত্যাখ্যান করা হবে।
২. গুনাহগার সম্প্রদায় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সঠিক পথে পরিচালিত হয় না।

রুকু : ১৫

১০৯. যেদিন (শেষ বিচারের দিন) আল্লাহ রসুলগণকে একত্রিত করবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা (উম্মাতের পক্ষথেকে) কী জওয়াব পেয়েছো? তারা বলবে, এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি গায়েব সম্পর্কে অধিক ভালো জানেন।

১১০. যখন আল্লাহ বলবেন– হে মারিয়ামের পুত্র 'ঈসা' তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন পবিত্র আত্মা দিয়ে আমরা তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে। আর যখন তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম। আর তুমি মাটি দিয়ে আমার (তাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করতে ও তাতে ফুঁ দিতে, ফলে আমার (তাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যেত। আর জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার (তাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে। আবার আমার (তাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে। আমি তোমার থেকে বনী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম। তুমি যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলেছিল, এটি সুস্পষ্ট জাদু।

১১১. আর আমি যখন হাওয়ারীদের[১] এ আদেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসুলের প্রতি ঈমান আনো। তারা বলেছিল, আমরা

ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

১. সাদা মনের মানুষ/ঈসা (আ.)-এর সঙ্গী-সাথীগণ।

১১২. যখন হাওয়ারীরা বলেছিল– হে মারিয়ামের পুত্র 'ঈসা'! তোমার রব কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ পাত্র পাঠাতে সক্ষম? সে বলেছিল, আল্লাহ-সচেতন[১] হও যদি তোমরা মু'মিন হও।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

১১৩. তারা বলেছিল– আমরা চাই যে তা থেকে কিছু খাবো ও আমাদের মন প্রশান্তি লাভ করবে এবং আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদের সত্য বলছো ও আমরা তার সাক্ষী থাকতে চাই।

১১৪. মারিয়ামের পুত্র 'ঈসা' দোয়া করলো– হে আমাদের রব আল্লাহ! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ পাত্র অবতীর্ণ করুন যেটি হবে আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দোৎসব এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন। আর আমাদের রিযিক দান করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

১১৫. আল্লাহ বললেন– নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তা অবতীর্ণ করবো। কিন্তু এরপর তোমাদের কেউ অমান্য করলে[১] তাকে এমন শাস্তি দেবো যে শাস্তি জগতের অপর কাউকে দেবো না।

১. ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রায় না থাকার মতো ওজরসহ আদেশ/নিষেধ অমান্য করলে ... ...

রুকু : ১৬

১১৬. আল্লাহ যখন বলবেন– হে মারিয়ামের পুত্র 'ঈসা'! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমাকে ও আমার মাকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ করো? সে বলবে– আপনি পূত-পবিত্র, যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে আপনি তা জানতেন। আমার মনে যা আছে তা আপনি জানেন, কিন্তু আমি জানি না আপনার মনে কী আছে। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানেন।

১১৭. আপনি আমাকে যে আদেশ করেছেন তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি, (আর তা এই যে), তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব

আল্লাহর ইবাদাত করো[১]। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের (কার্যকলাপের) সাক্ষী। কিন্তু যখন আপনি আমাকে ওফাত (মৃত্যু) দান করলেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের (কার্যকলাপের) তত্ত্বাবধায়ক। আর আপনি সকল বিষয়ের সাক্ষী।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করো। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

১১৮. আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা আপনারই বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে নিশ্চয় আপনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

১১৯. আল্লাহ বলবেন– এই দিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা উপকারে আসবে। তাদের জন্য আছে জান্নাত যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট। এটি একটি মহাসফলতা।

১২০. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহরই। আর তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সুরা : ৬

আল আন'আম

গবাদি পশু, মাক্কী, আয়াত : **১৬৫**, রুকু : ২০

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। এরপরও কাফিররা তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায় (শিরক করে)।

২. তিনিই তোমাদের মাটি হতে (মাটির মৌলিক উপাদান হতে) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (মৃত্যুর) একটি অনির্দিষ্ট (পরিবর্তনশীল) সময় নির্ধারণ করেছেন। আর (মৃত্যুর) একটি সুনির্দিষ্ট (অপরিবর্তনীয়) সময় তার কাছে রয়েছে।[১] এরপরও তোমরা সন্দেহ করো?

১. তিনিই মাটির মৌলিক উপাদান থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মৃত্যুর একটি অনির্দিষ্ট/পরিবর্তনশীল সময় নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ ঐ সময়ে মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এটি নির্ভর করবে রোগ ও তার চিকিৎসার ওপর। আর বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging

process) অনুযায়ী মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট/অপরিবর্তনীয় শেষ সময়ও নির্ধারিত রয়েছে। অর্থাৎ ঐ সময়ে পৌঁছলে কোনো রোগ না হলেও মানুষের মৃত্যু হবে। তবে মানুষ সাধারণত ঐ শেষ সময়ে পৌঁছাতে পারে না। কারণ, প্রকৃতিতে তথা আল্লাহর তৈরি যত রোগ আছে তার সবগুলোর শতভাগ সঠিক চিকিৎসা দেওয়া মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৭৯; ফাতির/৩৫ : ১১; হাজ্জ/২২ : ৫; আলে ইমরান/৩ : ১৪৫, ১৫৪; মুনাফিকুন/৬৩ : ১০ ও ১১ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা (গবেষণা সিরিজ-২৭) নামের বইটি।

৩. আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তিনিই (একমাত্র) আল্লাহ; যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন এবং তোমরা যা অর্জন করো তাও তিনি জানেন।

৪. আর তাদের রবের কাছ থেকে এমন কোনো আয়াত[১] তাদের কাছে আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় না।

১. ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়।

৫. অতঃপর সত্য যখন তাদের কাছে এসেছে তারা তা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কাজেই অতিশীঘ্রই তাদের কাছে সে সংবাদ (কিয়ামত) পৌঁছাবে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো।

৬. তারা কি দেখে না যে, (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি?[১] (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদেরও করিনি এবং তাদের ওপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম।[২] আর প্রবাহিত করেছিলাম তাদের পাদদেশে নদ-নদী, অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছি[৩] এবং তাদের পরে অপর এক মানব প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি।

১. তারা কি দেখে না যে, আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছিল?

২. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেমনটি তোমরাও হতে পারোনি এবং তাদের ওপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল।

৩. অতঃপর তাদের পাপের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা

ধ্বংস হয়েছিল।

৭. (হে নবী) আর আমরা যদি তোমার কাছে কাগজে লিখিত কিতাবও অবতীর্ণ করতাম অতঃপর তারা যদি তা হাত দিয়ে স্পর্শ করতো তবুও কাফিররা অবশ্যই বলতো, এটা সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮. আর তারা বলে– তার কাছে কোনো ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হলো না? যদি আমরা ফেরেশতা প্রেরণ করতাম তাহলে চূড়ান্ত ফয়সালাই হয়ে যেত, অতঃপর তাদের কোনো অবকাশ দেওয়া হতো না।

৯. আবার যদি আমরা তাকে ফেরেশতা বানাতাম তবে অবশ্যই তাকে একজন মানুষের আকারেই প্রেরণ করতাম এবং অবশ্যই তাদের (অতাৎক্ষণিকভাবে) সেরূপ বিভ্রান্তিতে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রান্তিতে তারা এখন রয়েছে।[১]

১. অবশ্যই তাদের কর্মের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা অবশ্যই সেরূপ বিভ্রান্তিতে পড়তো যেরূপ বিভ্রান্তিতে তারা এখন রয়েছে।

১০. আর অবশ্যই তোমার পূর্বেও রসুলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল পরিণামে তাই বিদ্রুপকারীদের পরিবেষ্টন করেছে।

রুকু : ২

১১. বলো– তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, অতঃপর লক্ষ করো মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল।

১২. (হে নবী! তাদের) জিজ্ঞাসা করো– আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা আছে তা কার? বলো, (সবই) আল্লাহরই। (আল্লাহ) দয়া করাকে তিনি তাঁর নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তোমাদের একত্রিত করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনতে পারবে না[১]।

১. ভুল চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের কারণে যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা আমার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ঈমান আনতে পারবে না।

১৩. আর রাত ও দিনে যা অবস্থান করে তা তারই। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

১৪. বলো, আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবো? অথচ তিনিই খাদ্য দান করেন কিন্তু তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন না। বলো, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন

আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী হই এবং (হে নবী!) তুমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১৫. বলো– আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তবে আমি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি।

১৬. সে (বিচারের) দিন যাকে (শাস্তি থেকে) রক্ষা করা হবে তার প্রতি তিনি দয়া করবেন আর এটা সুস্পষ্ট সাফল্য।

১৭. আর আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) কোনো ক্ষতি দিয়ে তোমাকে স্পর্শ করলে তিনি ছাড়া তা রোধকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি (তাৎক্ষণিকভাবে) তোমার কোনো কল্যাণ করেন, তবে তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৮. আর তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি মহাপ্রজ্ঞাময় ও সকল বিষয়ে জ্ঞাত।

১৯. বলো– সাক্ষ্য হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ কী? বলো– আল্লাহই। তিনি আমার ও তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার কাছে ওহী করা হয়েছে যেন তোমাদের এবং যার কাছে এটা পৌঁছাবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও আছে? বলো– আমি সে সাক্ষ্য দেই না। বলো– নিশ্চয় তিনি একমাত্র ইলাহ এবং তোমরা যা শরিক করো তা থেকে আমি দায়মুক্ত।

২০. আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (রসুল মুহাম্মাদ সা.-কে) সে রকম চেনে, যে রকম চেনে তারা তাদের সন্তানদের। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনতে পারবে না[১]।

১. ভুল চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের কারণে যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা আমার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ঈমান আনতে পারবে না।

রুকু : ৩

২১. আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে যে আল্লাহ সম্বন্ধে একটি মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতকে মিথ্যা বলে?[১] নিশ্চয় জালিমরা সফল হবে না।

১. সবচেয়ে বড়ো অত্যাচারী/গুনাহগার হলো সে, যে আল্লাহ তথা কুরআন সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে অথবা কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? (আয়াতটির ব্যাখ্যা হতে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর শিরক অতিবড়ো গুনাহ)।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা লুকমান/৩১ : ১৩; আন'আম/৬ : ৫০

ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামের বইটি।

২২. আর সেদিন (বিচারের দিন) আমরা তাদের সকলকে একত্রিত করবো, অতঃপর মুশরিকদের বলবো, তোমাদের শরীকরা কোথায় যাদের তোমরা (আমার শরীক) ধারণা করতে?

২৩. অতঃপর তাদের ফিতনা (মিথ্যা কৈফিয়ত) এ কথা ছাড়া আর কিছুই হবে না যে, আমাদের রব আল্লাহর শপথ আমরা মুশরিক ছিলাম না।

২৪. লক্ষ করো, তারা নিজেদের ব্যাপারে কীরূপ মিথ্যা বলবে, আর যে মিথ্যা (শিরক) তারা রচনা করতো তা কীভাবে তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।

২৫. আর তাদের মধ্যে কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। কিন্তু আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের মনের ওপর আবরণ এঁটে দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে[১] এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতা। আর যদি তারা সব নিদর্শন দেখে তবুও তারা এতে ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন কাফিররা বলে, এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১. কিন্তু নিজেদের কৃতকর্মের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের মনের ওপর আবরণ পড়ে গেছে, ফলে তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না এবং তাদের কান হয়ে গেছে বধির।

২৬. আর তারা অন্যকে তা (শ্রবণ করা) থেকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে। আর তারা শুধু নিজেদের ধ্বংস করে অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।

২৭. আর তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের (দুনিয়ায় আবার) প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে আমরা আমাদের রবের আয়াতকে[১] মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না।

২৮. বরং পূর্বে তারা যা গোপন করতো তা এখন তাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে। আর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয়ও, যা করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তাই করবে এবং নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

২৯. আর তারা বলে, দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না।

৩০. আর তুমি যদি দেখতে, তাদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে (এবং) তিনি বলবেন– এটা কি প্রকৃত সত্য নয়? তারা বলবে– হ্যাঁ, (কেন নয়?) এবং আমাদের রবের শপথ। তিনি বলবেন– তবে তোমরা যে কুফরী করতে তার জন্য শাস্তি ভোগ করো।

রুকু : ৪

৩১. যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশেষে হঠাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, এর প্রতি আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আফসোস। আর তারা তাদের নিজেদের পিঠে (পাপের) বোঝা বহন করবে। মনে রেখো, তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট!

৩২. দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যারা আল্লাহ-সচেতন হয় তাদের জন্য আখিরাতের উত্তম আবাস[১]। তোমরা কি আকল ব্যবহার করো না?[২]

১. যারা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয় তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতের উত্তম আবাস।

২. তোমরা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্য কাজে ব্যবহার করো না?

৩৩. আমরা অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চয় কষ্ট দেয়। তবে নিশ্চয় তারা তোমাকে (ব্যক্তিগতভাবে) মিথ্যাবাদী বলে না বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহই প্রত্যাখ্যান করে।

৩৪. আর তোমার পূর্বেও অবশ্যই রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের সাহায্য তাদের কাছে আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর আল্লাহর বাক্যের কোনো পরিবর্তনকারী নেই[১]। আর অবশ্যই রসুলগণের কিছু সংবাদ তোমার কাছে এসেছে।

১. আল কুরআনের বাক্য বা শিক্ষার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা রহিতকারী

কেউ নেই।

৩৫. আর যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সিঁড়ি খোঁজ করো এবং তাদের কাছে কোনো নিদর্শন/মু'যিজা নিয়ে আসো। যদি আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের সকলকে অবশ্যই সঠিক পথে একত্রিত করতেন।[১] সুতরাং তুমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[২]

১. যদি আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান থাকতো তাহলে তাদের সকলে অবশ্যই সঠিক পথে একত্রিত হতো।

২. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ বোধশক্তিকে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করাসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার না করা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৩৬. যারা (সত্য গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে) শ্রবণ করে তারাই কেবল (রসুলের) ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতদেরকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন, অতঃপর তার দিকেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

৩৭. আর তারা বলে, তার রবের পক্ষ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন/মু'যিজা অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলো– নিদর্শন অবতীর্ণ করতে আল্লাহ অবশ্যই সক্ষম কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৩৮. আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোনো পাখি নেই যারা তোমাদের মতো এক একটি উম্মত[১] নয়। আমরা কিতাবে (কুরআনে) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি[২], অতঃপর তাদের রবের কাছে তাদেরকে একত্রিত করা হবে।

১. পৃথিবীর প্রতিটি জাতিগত সৃষ্টি একটি উম্মত। অর্থাৎ মানুষ, গরু, ছাগল, পাখি, পিপীলিকা, বাঘ ইত্যাদি সবই একটি উম্মত।

২. আয়াতাংশ থেকে জানা যায়– আল কুরআনে মানব জীবনের মৌলিক ও অমৌলিক সকল তথ্য আছে। মৌলিক বিষয়গুলো সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। আর অমৌলিক বিষয়গুলো জানানো হয়েছে রসুল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে। অর্থাৎ যে বিষয় কুরআনে নেই তা ইসলামের কোনো মৌলিক (ফরজ বা হারাম) আমল/বিষয় নয়। আর সুন্নায় আছে মৌলিক ও অমৌলিক সকল আমল/বিষয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নাহল/১৬ : ৮৯; আন'আম/৬ : ৩৮; মায়েদা/৫ : ৩; বাকারা/২ : ৮৫; মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮; বনী ইসরাইল/১৭ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায় ' (গবেষণা সিরিজ-৮) নামের বইটি।

৩৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত বধির ও বোবা। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা স্থায়ী পথটির সন্ধান দেন[১]।

১. আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি বিপথগামী হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী নিজ তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় চলার কারণে মানুষ বিপথগামী হয় এবং আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি স্থায়ী পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী নিজ তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় চলার কারণে মানুষ স্থায়ী পথ পায়।
(স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫)।

৪০. বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহর বিপদ (গজব) তোমাদের ওপর আপতিত হয় অথবা তোমাদের ওপর (জীবনের শেষ) মুহূর্ত উপস্থিত হয় তখন তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া (অন্য কাউকে) ডাকো? (বলো) যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

৪১. বরং (তখন) তোমরা শুধু তাঁকেই (আল্লাহকেই) ডেকে থাকো, অতঃপর তোমরা যে (বিপদের) কারণে তাকে ডাকো তিনি নিজ (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় তোমাদের সে বিপদ দূর করে দেন[১] এবং তখন (বিপদের সময়) যাকে তোমরা শরীক করো তাকে (ডাকতে) ভুলে যাও।

১. অতঃপর তোমরা যে বিপদের কারণে তাঁকে ডাকো তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বা তাঁর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় তোমাদের সে বিপদ দূর হয়ে যায়।

রুকু : ৫

৪২. আর নিশ্চয় তোমার পূর্বেও আমরা বহু জাতির কাছে (রসুল) প্রেরণ করেছি, অতঃপর তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) অভাব-অনটন ও দুঃখে-কষ্টে নিক্ষেপ করেছি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে[১]।

১. অতঃপর তাদের ওপর আমার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে এসেছে, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করে।

৪৩. অতঃপর আমাদের শাস্তি যখন তাদের ওপর আপতিত হলো তখন

তারা কেনো কাকুতি-মিনতি (সহকারে দোয়া) করলো না? আসলে তাদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করেছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করেছিল।

৪৪. অতঃপর তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের জন্য সবকিছুর (প্রাচুর্যের) দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম।[১] অবশেষে তাদেরকে যা দেওয়া হলো তাতে তারা যখন উল্লসিত হলো তখন হঠাৎ আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের পাকড়াও করলাম, অতঃপর তারা নিরাশ হলো।[২]

১. যখন তা ভুলে গেল তখন আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের জন্য সবকিছুর প্রাচুর্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল।
২. তাতে তারা যখন উল্লসিত হলো তখন হঠাৎ আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা পাকড়াও হলো, অতঃপর তারা নিরাশ হলো।

৪৫. অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) জালিম সম্প্রদায়ের শিকড় কেটে দেওয়া হলো।[১] আর সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

১. অতঃপর কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী জালিম সম্প্রদায়ের শিকড় কেটে গেল।

৪৬. বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি (তাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের মনে মোহর এঁটে দেন তবে আল্লাহ ছাড়া কে সেই ইলাহ যে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবে? দেখো, আমরা কীভাবে আয়াতসমূহ[১] বিশদভাবে বর্ণনা করি, এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

৪৭. বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো– যদি আল্লাহর শাস্তি হঠাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের ওপর আপতিত হয় তাহলে জালিম সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?

৪৮. আর আমরা রসুলগণকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করি। যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও (নিজেকে) সংশোধন করে নেয় তার কোনো ভয় নেই এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

৪৯. আর যারা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে[১], তাদের ওপর শাস্তি আপতিত হবে, কারণ তারা ফাসিক।

১. ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রায় না থাকার মতো ওজরসহ আমার আদেশ/নিষেধ অমান্য করেছে ... ...।

৫০. বলো, আমি তোমাদের বলি না যে– আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার

আছে, আর অদৃশ্য বিষয়ে আমি অবগতও নই। আর আমি তোমাদের এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি শুধু তাই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। বলো– অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি সমান? তবে কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না?

রুকু : ৬

৫১. আর তুমি এ (কুরআন) দিয়ে তাদের সতর্ক করে যাও যারা ভয় করে যে– তাদেরকে তাদের রবের কাছে (বিচারের জন্য) একত্রিত করা হবে, (যখন) তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না, অতএব তারা যেন আল্লাহ-সচেতন হয়[১]।

১. অতএব তারা যেন আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়।

৫২. যারা তাদের রবকে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না। তাদের কোনো কিছুর হিসাব দেওয়ার দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোনো কিছুর হিসাব দেওয়ার দায়িত্বও তাদের নয়। অতএব তাদের বিতাড়িত করলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

৫৩. আর আমরা এভাবে তাদের একদলকে অন্য দল দিয়ে পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে– আমাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতিই কি আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী লোকদের সম্বন্ধে সর্বাধিক অবহিত নন?[১]

১. কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য নির্ভুলভাবে জানা এবং মানার পর সেগুলোর সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জেনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহ কি সর্বাধিক অবহিত নন?

৫৪. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহের[১] প্রতি ঈমান আনে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদেরকে তুমি বলবে– তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জাহালাতের জন্য মন্দ কাজ করে[২] অতঃপর তাওবা করে তার ব্যাপারে তিনি (আল্লাহ) অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

২. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে।

৫৫. আর এভাবে আমরা আয়াতসমূহ[১] ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করি এবং তা এ জন্য করি যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

রুকু : ৭

৫৬. বলো– তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকো তাদের দাসত্ব করতে[১] আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলো– আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না। যদি করি তবে অবশ্যই আমি বিপথগামী হবো এবং সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করতে ... ... (দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরাফাতিহার ৪ নং আয়াত)।

৫৭. বলো, অবশ্যই আমি আমার রবের স্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত অথচ তোমরা তা মিথ্যা অভিহিত করেছো। তোমরা যে (শাস্তির) বিষয়টি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো তা আমার কাছে নেই। হুকুম[১] দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।

১. আদেশ, আইন বা বিধান।

৫৮. বলো, তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাচ্ছো তা যদি আমার কাছে থাকতো তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে সর্বাধিক অবহিত।

৫৯. আর অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ সেগুলো সম্পর্কে জানে না। আর জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না এবং মাটির অন্ধকারে কোনো শস্যদানা নেই এবং নেই কোনো ভেজা ও শুষ্ক বস্তু যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে[১] (লিপিবদ্ধ) নেই।

১. উম্মুল কিতাব যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে।

৬০. আর তিনিই রাতে তোমাদের (অতাৎক্ষণিকভাবে) ওফাত দেন।[১] অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের পুনর্জাগরিত করেন যাতে (মৃত্যুর) সুনির্দিষ্ট সময়টি পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে যেতে পারো[২] এবং দিনে তোমরা যে সকল কাজ করো তা তিনি জানেন। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে, তারপর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী রাতে মানুষের ঘুম তথা

Physiological মৃত্যু আসে।
২. দিনে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী মানুষ পুনর্জাগরিত হয় বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্ধারিত মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টি পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

রুকু : ৮

৬১. আর তিনিই তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র অধিপতি এবং তিনিই তোমাদের ওপর সংরক্ষণকারীদের[১] প্রেরণ করে থাকেন, অবশেষে যখন তোমাদের কারোর মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমাদের প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না।

১. আমলনামার রেকর্ড সংরক্ষণকারী ফেরেশতা।

৬২. অতঃপর তাদের প্রকৃত প্রভু (মাওলা) আল্লাহর দিকে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়। জেনে রেখো, হুকুম (কর্তৃত্ব) তারই। আর তিনিই সবচেয়ে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৬৩. বলো, কে তোমাদের উদ্ধার করেন স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার (বিপদ) থেকে যখন তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তাকে ডাকতে থাকো (এ কথা বলে যে)– তিনি যদি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো[১]।

১. তাহলে আমরা অবশ্যই উপকার বুঝতে পারার কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

৬৪. বলো– আল্লাহই (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের এ (বিপদ) থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন[১], তারপরও তোমরা (তাঁর সাথে) শরীক করো।

১. আল্লাহর তৈরি করা বিপদ, দুঃখ-কষ্টথেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী চেষ্টা করার কারণে বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় তোমরা বিপদ এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার পাও।

৬৫. বলে দাও, তিনিই তোমাদের ওপরের দিক থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে বা তোমাদের এক দলের সাথে অপর দলের সংঘর্ষের স্বাদ গ্রহণ করাতে সক্ষম। দেখো আমরা কীভাবে বিভিন্ন ধরনের আয়াত[১] বর্ণনা করি যাতে তারা অনুধাবন করে।

১. ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বক্তব্য।

৬৬. আর তোমার সম্প্রদায় তা (আখিরাত) মিথ্যা অভিহিত করেছে অথচ তা সত্য। বলো, আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।

৬৭. প্রত্যেক সংবাদের (ঘটনার) জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে। আর শীঘ্রই তোমরা (তা) জানতে পারবে।

৬৮. আর তুমি যখন দেখো, তারা (কাফিররা) আমাদের আয়াতসমূহ[১] সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় রত আছে তখন তুমি তাদের থেকে সরে পড়বে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করে। আর শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পরে জালিম লোকদের সাথে তুমি আর বসবে না।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

৬৯. আর তাদের হিসেবের কোনো দায়িত্ব আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের নয়[১], তবে উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য যাতে তারাও আল্লাহ-সচেতন হতে পারে[২]।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিদের নয়।
২. যাতে তারা অধিক আল্লাহ-সচেতন হতে পারে। (যে শেখায় তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়)।

৭০. আর তুমি তাদেরকে (আমাদের কাছে) ছেড়ে দাও যারা তাদের জীবন-ব্যবস্থাকে খেল-তামাশার বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছে। তুমি এর (কুরআনের) মাধ্যমে শিক্ষা দাও যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস না হয়। আল্লাহ ছাড়া তার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। সে যদি মুক্তিপণ হিসেবে সব কিছু প্রদান করে তবুও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না। তারাই নিজেদের কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস হবে। তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানি ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা কুফরী করতো।

রুকু : ৯

৭১. বলো– আল্লাহ ছাড়া আমরা কি এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের কোনো উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? আর আল্লাহ আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির মতো আবার পিছনে ফিরে যাবো, শয়তানরা যাকে বিভ্রান্ত করে পৃথিবীতে হতবুদ্ধি করেছে? তার রয়েছে অনেক সহচর, যারা তাকে আহবান করে বলে– সঠিক পথের জন্য আমাদের কাছে আসো। বলে দাও, নিশ্চয় আল্লাহর নির্দেশিত পথই সঠিক পথ।

আর আমরা জগৎসমূহের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি।

৭২. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা[১] করো এবং তাঁর সম্পর্কে সচেতন[২] হও। আর তিনি সেই সত্তা যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো।

২. সালাতের শিক্ষাসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

৭৩. আর তিনিই যথাযথভাবে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সেদিন (কিয়ামতে দিন) তিনি বলবেন– 'হয়ে যাও', তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে সেদিনের রাজত্ব তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু তিনি জানেন। আর তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান ও সকল বিষয়ে অবহিত।

৭৪. আর যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল– আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেন? আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট পথভ্রষ্টদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

৭৫. আর এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও পরিচালনার তত্ত্ব দেখাই যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭৬. অতঃপর যখন রাত্রি তাকে (অন্ধকার দিয়ে) আচ্ছন্ন করলো তখন সে নক্ষত্র দেখে বললো– এটা আমার রব। এরপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন সে বললো– যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।

৭৭. এরপর যখন সে চাঁদকে উদিত হতে দেখলো তখন বললো– এটি আমার রব। যখন সেটাও অস্তমিত হলো তখন বললো– আমাকে আমার রব (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] সঠিক পথে পরিচালিত না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

১. আমার রবের তৈরি করা সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধি-বিধান অনুসরণ করে চেষ্টা-সাধনা না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবো।

৭৮. এরপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখলো তখন বললো- এটি আমার রব, এটি সবচেয়ে বড়ো। যখন তাও অস্তমিত হলো তখন বললো– হে আমার

সম্প্রদায় তোমরা যাকে (আল্লাহর) শরীক করো আমি তা থেকে মুক্ত।

৭৯. (এরপর ইবরাহীম বললো) আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখমণ্ডল তাঁর অভিমুখী করলাম যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৮০. আর তাঁর (ইবরাহিমের) সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। সে বললো– তোমরা কি আল্লাহর সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্ক করছো অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন? তোমরা যাকে তাঁর সাথে শরিক করো তাকে আমি ভয় করি না তবে আমার রব (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে)[১] কিছু চাইলে সে বিষয় ভিন্ন। আমার রবের জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?১. আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধি-বিধান অনুযায়ী বা তাঁর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কিছু ঘটলে সে বিষয় ভিন্ন।

৮১. আর (বলে দাও) তোমরা যাকে (আল্লাহর সাথে) শরীক করো আমি তাকে ভয় করবো কীভাবে যখন তোমরা (সে বিষয়ে) আল্লাহর সাথে শরীক করতে ভয় করো না, যে বিষয়ে তিনি তোমদের ওপর কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং (বলো- এ) দুই দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের বেশি হকদার? যদি তোমরা জানো।

৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের[১] সাথে মিশ্রিত করেনি নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

১. শিরক সম্পর্কিত বা অন্য কবীরা গুনাহ।

৮৩. আর এটাই আমাদের যুক্তি-প্রমাণ, যা আমরা ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়। আমরা (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে)[১] যাকে ইচ্ছা উচ্চতর মর্যাদা দান করি। নিশ্চয়ই তোমার রব মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।

১. আল্লাহর তৈরি উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ উচ্চ মর্যাদা পায়।

রুকু : ১০

৮৪. আর আমরা তাকে (ইবরাহীমকে) দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে। এদের প্রত্যেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে নুহকেও সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধরদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।

৮৫. আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও (সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম)। তারা সকলে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৬. আরও (সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম) ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনূস ও লূতকে। আর প্রত্যেককে বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

৮৭. আর এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভাইদের থেকে কয়েকজনকে। আমরা তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম (নবী ও রসুল হিসেবে) এবং তাদেরকে স্থায়ী পথে[১] পরিচালিত করেছিলাম।

১. স্থায়ী সঠিক পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৮৮. এটি (ওহী) আল্লাহর পথনির্দেশিকা (Manual), তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে (তাৎক্ষণিকভাবে) চান তাকে তিনি এর মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শিরক করতো তবে তারা যা করতো তা অবশ্যই বিফল হতো।

৮৯. আমরা তাদেরকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করেছি। অতঃপর যদি তারা এসব অস্বীকার করে তবে তার ভার আমরা এমন এক জাতির ওপর অর্পণ করবো যারা তা অস্বীকার করবে না।

৯০. তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের সঠিক পথ অনুসরণ করো। (তাদেরকে) বলো– এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। এটি (কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্য যিক্‌র ছাড়া আর কিছুই নয়[১]।

১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু নয়।

৯১. আর তারা আল্লাহকে যথার্থ মর্যাদা দিলো না যখন তারা বলে, আল্লাহ মানুষের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেননি। বলো– মুসা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নিদের্শনাস্বরূপ যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছে? যা তোমরা বিভিন্ন পাতায় লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করো আর যার অনেকাংশই তোমরা গোপন করো। তোমরা এমনকি তোমাদের পূর্বপুরুষরাও যা জানতো না তা তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। বলো– আল্লাহই (মুসার প্রতি তা অবতীর্ণ করেছেন)। এরপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক আলোচনার খেলায় মত্ত থাকতে দাও।

রুকু : ১১

৯২. আর এই কিতাব যা আমরা অবতীর্ণ করেছি তা বরকতময় এবং তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, যাতে তুমি এর মাধ্যমে উম্মুল কুরা (মক্কা) ও তার চার পাশের লোকদেরকে সতর্ক করতে পারো। আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তারা এ কিতাবে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের

সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হয়।

৯৩. তার চেয়ে বড়ো জালিম (অত্যাচারী/গুনাহগার) আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ (কুরআন) সম্বন্ধে একটি মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে– আমার কাছে ওহী অবতীর্ণ হয় অথচ তার প্রতি কোনো ওহী অবতীর্ণ করা হয়নি এবং যে বলে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন শীঘ্রই আমিও তার অনুরূপ অবতীর্ণ করবো?[১] যদি তুমি দেখতে পেতে (তাদের অবস্থা কেমন হবে) যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও। আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে, কেননা তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য বলতে ও তাঁর আয়াত সম্পর্কে অহংকার করতে।

১. আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হতে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর শিরক অতিবড়ো গুনাহ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা লুকমান/৩১ : ১৩; আন'আম/৬ : ৫০ ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামের বইটি।

৯৪. তোমরা আমাদের কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো, যেমন (নিঃসঙ্গ ছিলে যখন) আমরা প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করি এবং তোমাদের যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পিছনে ফেলে এসেছো। তোমরা যাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে (আমার) শরীক মনে করতে তোমাদের সে সুপারিশকারীগণকে তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তাও হারিয়ে গেছে।

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) শস্যদানা ও বীজ আহরিত করেন[১]। তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে বের করেন এবং জীবন্ত থেকে প্রাণহীনকে বের করেন[২]। তিনিই আল্লাহ, তাহলে কেন তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো?

১. নিশ্চয় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী শস্যদানা ও বীজ আহরিত হয়।

২. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণহীন থেকে জীবন্ত সৃষ্টি বের হয় এবং জীবন্ত থেকে প্রাণহীন বের হয়।

রুকু : ১২

৯৬. তিনিই প্রভাতরশ্মির উন্মেষক। আর তিনিই বানিয়েছেন আরামের

জন্য রাত এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র। এ সবই মহাপ্রতাপশালী মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত তাকদীর[১]।

১. এ সবই মহাপ্রতাপশালী মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ করা প্রোগ্রাম/বিধি-বিধান অনুযায়ী সংঘটিত হয়।

৯৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রসমূহ বানিয়েছেন যেন তা দিয়ে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ দেখতে পাও। আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি[১]।

১. আমরা জন্মগতভাবে পাওয়া উৎস Common sense/আকলের জ্ঞানে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যেন তারা উল্লিখিত বিষয়সমূহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসটিকে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারে।

৯৮. আর তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি (আদম আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী (পরকাল) ও অস্থায়ী (মাতৃগর্ভ এবং ভূ-পৃষ্ঠ) আবাসস্থল। আমরা এমন সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যারা ফকীহ[১]।

১. মানব জীবনের যত দিক আছে তার সকল দিকের তথ্য আল কুরআনে আছে। আয়াতটি অনুযায়ী কুরআন প্রকৃতভাবে বুঝতে পারবে ফকীহগণ। **তাই, ফকীহ (প্রজ্ঞাবান/ হিকমাহধারী) ব্যক্তির সংজ্ঞা হলো–** কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে উন্নত মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তি।

৯৯. আর তিনিই (আল্লাহ) আকাশ থেকে (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এরপর তা দিয়ে (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা সব ধরনের উদ্ভিদের চারা উৎপন্ন করি, এরপর তা থেকে সবুজ পাতা উৎপন্ন করি, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা (শীষ) উৎপন্ন করি। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাদি নির্গত করি, আর আঙুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং সৃষ্টি করি যায়তুন ও আনার, এগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন। লক্ষ করো এ ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং এর পরিপক্কতা লাভের প্রতি। নিশ্চয় এগুলোতে অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য[২]।

১. আর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ... ...
২. আয়াতটিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ হতে প্রকৃত শিক্ষা নিতে হলে অবশ্যই বিজ্ঞান জানতে হবে। তাই, আয়াতাংশ অনুযায়ী গভীর ঈমানের অধিকারী হতে হলে অবশ্যই বিজ্ঞান জানতে হবে।

১০০. আর তারা জ্বিনকে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়েছে অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা কোনো জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা (থাকার মিথ্যা অপবাদ) আরোপ করে। তিনি পূত-পবিত্র এবং তারা যা আরোপ করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

১০১. তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির সূচনাকারী। তাঁর সন্তান হবে কীভাবে অথচ তাঁর কোনো সঙ্গিনী নেই? তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

রুকু : ১৩

১০২. এই হলো– তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, সুতরাং তোমরা তাঁর দাসত্ব[১] করো। তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

১. সুতরাং তোমরা তাঁর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করো। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

১০৩. দৃষ্টিসমূহ তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না অথচ সকল দৃষ্টি তাঁর বেষ্টনাধীন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছু অবগত।

১০৪. (হে নবী বলো) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (জ্ঞানের) আলোকবর্তিকা এসেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি (তা দিয়ে) দেখবে সেটি তার নিজের কল্যাণের জন্যই। আর যে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে থাকবে তার দায়ভার তার নিজের ওপরেই বর্তাবে। আর আমি (রসুল) তোমাদের ওপর পাহারাদার নই।

১০৫. আর আমরা এভাবে আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করি, এ কারণে তারা বলে তুমি (অন্য কারো কাছ থেকে) শিখেছো। আর আমরা তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞানী[১]।

১. আর আমরা এভাবে কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া ব্যক্তিদের জন্য তাদের জ্ঞানের ঐ উৎস Common sense/আকলকে কুরআনের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে উৎকর্ষিত করে

যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারে।

১০৬. তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা ওহী হয় তুমি তারই অনুসরণ করো। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আর তুমি মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করো।

১০৭. আর আল্লাহ যদি (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করতেন তবে তারা শিরক করতো না[১]। আর আমরা তোমাকে তাদের জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করিনি। অন্য দিকে তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়কও নও।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিতে শিরক না করতে পারার বিধান থাকলে বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সব ঘটলে কেউ শিরক করতে পারতো না।

১০৮. আর আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদের তোমরা গালি দিও না, তাহলে তারা অজ্ঞতাবশত শত্রুতা করে আল্লাহকেও গালি দেবে। এভাবে আমরা প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের কার্যকলাপকে চাকচিক্যময় করেছি। অতঃপর তাদের রবের কাছে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

১০৯. আর তারা আল্লাহর নামে দৃঢ় কসম খেয়ে বলে, তাদের কাছে যদি কোনো আয়াত (নিদর্শন/মু'যিজা) আসে তবে অবশ্যই তারা এতে (কুরআনে) ঈমান আনবে। বলে দাও, নিদর্শন আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। আর (হে মু'মিনগণ) এটা তোমাদের কেমন করে বুঝানো যাবে যে, তাদের কাছে যখন নিদর্শন আসবে তখন তারা ঈমান আনবে না।

১১০. আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দেই[১]। অভিন্ন কারণে তারা প্রথমবার তাতে (কুরআনে) ঈমান আনেনি। আর তাদের অবকাশ দেই যেন তারা তাদের অবাধ্যতা নিয়ে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়ায়।

১. আর নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনের বহুস্থানে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য 'আমরা' বা 'আমাদের' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় একবচনের সম্মান প্রকাশক রূপ হিসেবে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। তাই এটি আল্লাহর একত্ববাদের পরিপন্থি নয়।

পারা-৮

রুকু : ১৪

১১১. আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতো না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া[১]। কারণ তাদের অধিকাংশ জাহিলি ভাবধারার অনুসারী।[২]

১. ফেরেশতা দেখলে, মৃতদের সাথে কথা হলে বা সব বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হলেও আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করে চেষ্টা না করলে তারা ঈমান আনতে পারবে না।

২. কারণ, তাদের অধিকাংশই জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তি। এখান থেকে জানা যায়– ঈমান আনার জন্য Common sense/আকল ব্যবহার করার গুরুত্ব অপরিসীম।

১১২. আর এভাবে আমরা মানুষ ও জ্বিন জাতির শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে চমকপ্রদ কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি তোমার রব (অতাৎক্ষণিকভাবে) না চাইতেন তবে তারা তা করতো না[১]। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে উপেক্ষা করো।

১. যদি তোমার রবের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানে স্বাধীনতা না থাকতো তবে তারা শত্রুতা করতে পারতো না।

১১৩. আর (তারা প্ররোচনা দেয়) যাতে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের মন যেন (তাদের চমকপ্রদ কথার) প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারা যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তারা যা (অপকর্ম) করে তাই যেন তারা করতে থাকে।

১১৪. বলো– তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিচারক মানবো অথচ তিনি তোমাদের প্রতি বিস্তারিতভাবে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এটা (কুরআন) তোমার রবের কাছ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১১৫. আর সত্য ও ন্যায়পরায়ণতায় তোমার রবের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।

১১৬. আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের আনুগত্য করো তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।

১১৭. নিশ্চয় তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয় তার সম্বন্ধে তোমার রব সবচেয়ে বেশি জানেন। আর তিনি সঠিক পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সর্বাধিক অবহিত।

১১৮. সুতরাং তোমরা যদি তাঁর আয়াতসমূহে[১] বিশ্বাসী হয়ে থাকো তাহলে যাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়েছে তা তোমরা খাও।[২]

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।
২. যে সকল পশু-পাখি জবাই বা শিকারকৃত।

১১৯. আর তোমাদের কী হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম স্মরণ হয়েছে তোমরা তা খাও না? অথচ তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে তোমরা তাতে বাধ্য হলে ভিন্ন কথা। অবশ্য অনেকে (হালাল-হারামের ব্যাপারে) কোনো জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশি দিয়ে অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয়ই তোমার রব সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে সর্বাধিক অবগত।

১২০. আর তোমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য পাপ বর্জন করো। নিশ্চয় যারা পাপ করে শীঘ্রই তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিদান তাদের দেওয়া হবে।

১২১. আর (জবাই বা শিকারকালে) যাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়নি তা তোমরা খেয়ো না, নিশ্চয় তা পাপাচার। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিতর্ক করতে প্ররোচিত করে। যদি তোমরা তাদের অনুসরণ করো তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।

রুকু : ১৫

১২২. যে মৃত ছিল, অতঃপর আমরা যাকে জীবিত করেছি এবং তার জন্য আলো (কুরআন) দিয়েছি এবং ওটা দিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলে বেড়ায়, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির উদাহরণের মতো যে (জ্ঞানের) অন্ধকারে রয়েছে (এবং) যা থেকে সে বের হবার নয়? এভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মকে চাকচিক্যময় করে দেওয়া হয়েছে।

১২৩. আর এভাবে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) প্রত্যেক জনপদের বড়ো বড়ো পাপীদের চক্রান্ত করার জন্য সেখানে নিযুক্ত করি[১]। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

১. এভাবে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক জনপদের বড়ো বড়ো পাপীরা সেখানে চক্রান্ত শুরু করে।

১২৪. আর যখন তাদের কাছে কোনো আয়াত[১] আসে তখন তারা বলে, আল্লাহর রসুলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল (নিদর্শন/মু'যিজা/বিশেষ নিয়ামত) আমাদেরও তা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও ঈমান আনবো না। আল্লাহ তাঁর রিসালাতের ভার কার ওপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন। যারা অপরাধ করেছে শীঘ্রই আল্লাহর কাছ থেকে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হবে, কারণ তারা চক্রান্ত করতো।

১.কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

১২৫. অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চান তিনি তার সদরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন।[১] আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) বিপথগামী করতে চান তার সদরকে এমন সংকীর্ণ ও কঠিন করে দেন যে (ইসলাম) তার জন্য আকাশে আরোহণ করা।[২] এভাবে, যারা ঈমান আনে না তাদের ওপর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।[৩]

১. অতঃপর যে সঠিক পথের সন্ধান পেতে চায় ও আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করে তার সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) অবস্থিত জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তির (Common sense/আকল) সত্য জানা, বোঝা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে উৎকর্ষিত/উন্মুক্ত হতে থাকে। ফলে তার জন্য ঈমান আনা ও সে অনুযায়ী আমল করা সহজ হয়ে যায়।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭**

২. আর যে বিপথগামী হতে চায় (সঠিক পথ পেতে আগ্রহী নয়), ভুল চিন্তা ও কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তার সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) অবস্থিত জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তির (Common sense/আকল) সত্য জানা, বোঝা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে অবদমিত/সংকীর্ণ হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা এমন কঠিন (কম্পিউটারের ভাষায় Hang) হয়ে যায় যে, ঈমান আনা ও সে অনুযায়ী আমল করা তার জন্য আকাশে আরোহণ করার মতো কাজ হয়ে যায়।

৩. এভাবে, যারা ঈমান আনতে পারে না তাদের ওপর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী অকল্যাণ চেপে বসে।

১২৬. আর এটা (ওপরে বর্ণিত পথ) তোমার রবের স্থায়ী পথ।[১] উপদেশ গ্রহণ করা সম্প্রদায়ের জন্য আমরা আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

১. স্থায়ী সঠিক পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

১২৭. তাদের রবের কাছে তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আবাস, আর তাদের

কৃতকর্মের ব্যাপারে তিনিই তাদের অভিভাবক।

১২৮. আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন (এবং বলবেন), হে জ্বিন সম্প্রদায় (জ্বিন শয়তানেরা), তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করেছিলে। তখন মানব-সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুরা বলবে– হে আমাদের রব! আমরা একে অপরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছি এবং আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। তিনি (আল্লাহ) বলবেন– জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে, আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) কারো ব্যাপারে অন্যকিছু চাইলে ভিন্ন কথা[১]। তোমার রব অবশ্যই মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী।

১. আয়াতটির বক্তব্য থেকে জানা যায়, শয়তানের মানব বন্ধুরা পরকাল সম্পর্কে জ্ঞান থাকার পরও দুনিয়ায় শয়তানের সাথে মিলে-মিশে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছিল। অর্থাৎ তারা কাফির ব্যক্তি। তাই, আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হবে– জাহান্নামে চিরকাল থাকার কথা শুধু কাফিরদের। কিন্তু আল্লাহর তৈরি করা ও কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী, কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে পরকালে যাওয়া মু'মিনদেরকেও অভিন্ন শাস্তি ভোগ করতে হবে। পরের আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

১২৯. এভাবে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমরা জালিমদের একদলকে অন্য দলের সাথে মিলিয়ে দেবো।[১]

১. জালিমদের একদল হলো 'কাফির জালিম'। আর অন্য দল 'মু'মিন জালিম'। তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে– মহান আল্লাহ কাফির ও মু'মিন বিভাগের জালিমদেরকে অভিন্ন শাস্তি দেবেন। আর এর কারণটিও আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। সেটি হলো– তাদের কৃতকর্ম। কারণ, কাফির বিভাগের জালিমের করা অন্যয় কাজ আর মু'মিন বিভাগের জালিমের করা অন্যায় কাজের জন্য মানুষের অভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্যদেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি।

রুকু : ১৬

১৩০. (সে দিন আমি তাদের বলবো) হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রসুলগণ তোমাদের কাছে আসেনি যারা আমার আয়াতসমূহ[১] তোমাদের কাছে বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করতেন? তারা বলবে– আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি। বস্তুত দুনিয়ার জীবন তাদের প্রতারিত করেছিল এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যও দেবে যে, তারা কাফির ছিল।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

১৩১. এটি এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ) অনবহিত/বে-খবর থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো জুলুমের কাজ করেন না।

১৩২. আর প্রত্যেকে যা আমল করে সে অনুসারে তাকে মর্যাদা দেওয়া হবে। আর তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমার রব বে-খবর নন।

১৩৩. আর তোমার রব অভাবমুক্ত ও অনুগ্রহশীল। তিনি (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে চান তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন।

১৩৪. তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

১৩৫. বলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করো, আমিও কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে চূড়ান্ত পরিণাম কার অনুকূলে। নিশ্চয় জালিমরা কখনও সফল হবে না।

১৩৬. আর আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে তারা আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে– এটা আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের দেবতাদের জন্য। অতঃপর তাদের শরীকদের অংশ আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। অথচ আল্লাহর অংশ তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছায়। তাদের ফয়সালা (বণ্টননীতি) খুবই নিকৃষ্ট।

১৩৭. আর এভাবে তাদের শরীকরা (দেবতারা) বহু মুশরিকদের কাছে তাদের সন্তানদের হত্যা করাকে শোভনীয় করেছে, যেন তারা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে এবং যেন তারা নিজেদের ধর্মকে তাদের মাধ্যমে (জুলুম বা শিরক দিয়ে) মিশ্রিত করতে পারে। আল্লাহ যদি (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করতেন তাহলে তারা তা করতে পারতো না[১]। সুতরাং তাদেরকে তাদের বানানো বিষয় নিয়ে থাকতে দাও।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানে এটি করার স্বাধীনতা না থাকলে তারা

তা করতে পারতো না।

১৩৮. আর তারা (তাদের ধারণা অনুসারে) বলে– এসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া কেউ এসব খেতে পারবে না এবং কিছু গবাদি পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ হারাম করা হয়েছে এবং কিছু পশুর ক্ষেত্রে (জবাই করার সময়) তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে না। এসবই তারা তাঁর (আল্লাহর) ওপর মিথ্যা দোষ চাপানোর উদ্দেশ্যে রচনা করে। তাদের এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি শীঘ্রই তাদের দেবেন।

১৩৯. আর তারা আরও বলে– এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এটা আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর তা যদি মৃত হয় তবে সকলেই এতে অংশীদার। তিনি এরূপ বৈশিষ্ট্য যুক্ত করার প্রতিফল অচিরেই তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাপ্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী।

১৪০. অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা Common sense/আকলহীন ব্যক্তির মতো (প্রমাণিত) জ্ঞান ছাড়া নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহ প্রদত্ত রিজিককে হারাম গণ্য করেছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল না।

রুকু : ১৭

১৪১. আর তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] কাণ্ডবিহীন ও কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ-লতা সম্বলিত উদ্যানসমূহ, খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য শস্য, যায়তুন (জলপাই) ও আনার (ডালিম) সৃষ্টি করেছেন, এগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন। যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল খাও এবং ফসল সংগ্রহের দিনে তার হক (উশর) প্রদান করো। আর অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

১. আর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী।

১৪২. আর গবাদি পশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী ও ছোটো আকৃতির পশু (আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন)। আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

১৪৩. (তিনি সৃষ্টি করেছেন) আট রকমের পুরুষ ও মাদী পশু। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার এবং ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। বলো, পুরুষ দুটিই কি তিনি হারাম করেছেন না কি মাদী দুটি? অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যা আছে তা (হারাম করেছেন)? তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত করো।

১৪৪. আর উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। বলো, পুরুষ দুটিই কি তিনি হারাম করেছেন না কি মাদী দুটি? অথবা মাদী

দুইটির গর্ভে যা আছে তা (হারাম করেছেন)? আল্লাহ যখন তোমাদের এসব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? অতএব তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে (কুরআন) না জানার কারণে আল্লাহ সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়?[১] নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না[২]।

১. আয়াতাংশ থেকে জানা যায়– যে ব্যক্তি কুরআন না জানার কারণে আল্লাহ সম্পর্কে তথা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি ভুল কথা বলে সে সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে গুনাহগার। আয়াতাংশে এর কারণ বলা হয়েছে– সে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়। সে ভুল হলো মৌলিক ভুল। কারণ, কুরআনের বিষয় হলো ইসলামের মৌলিক বিষয়। তাই, আয়াতাংশের ভিত্তিতে কুরআন না জানা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা লুকমান/৩১ : ১৩; আন'আম/৬ : ৫০ ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামের বইটি।

রুকু : ১৮

১৪৫. বলো, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে খাবার গ্রহণকারী যা খায় তার মধ্যে হারাম পাই না– (তবে) মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস যেহেতু তা অবশ্যই ক্ষতিকর, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করার জন্য যা পাপে পরিণত হয়েছে তা ছাড়া অন্যকিছু। তবে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া (খেতে) বাধ্য হয় (তার ব্যাপারে) তোমার রব নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৪৬. আর আমরা ইহুদীদের ওপর সকল নখরযুক্ত (পশু) হারাম করেছিলাম। আবার গরু ও ভেড়ার চর্বিও তাদের ওপর হারাম করেছিলাম তবে যা এগুলোর পিঠের সাথে বা অন্ত্রের সাথে লেগে থাকে কিংবা হাড়ের সাথে মিশ্রিত থাকে তা ছাড়া। এর মাধ্যমে (এ বিধান দেওয়ার মাধ্যমে) তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার কারণে। আর নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী।

১৪৭. অতঃপর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে বলো, তোমাদের রব ব্যাপক অনুগ্রহশীল। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তি প্রত্যাহার

করা হয় না।

১৪৮. শীঘ্রই মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শিরক করতে পারতাম না এবং আমরা কোনো কিছু হারামও করতে পারতাম না।[১] এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও আমার শাস্তিভোগ না করা পর্যন্ত (রসুলগণকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল। বলো– তোমাদের কাছে কোনো জ্ঞান আছে কি যা আমার কাছে পেশ করবে? তোমরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করো এবং কেবল মনগড়া কথা বলো।

১. আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) চান বলেই তো আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শিরক করতে পারছি এবং আমরা কিছু বিষয় হারামও করতে পারছি।

১৪৯. বলো, (তোমাদের যুক্তির মুকাবিলায়) চূড়ান্ত যুক্তি আল্লাহর (কাছে রয়েছে)। বস্তুত তিনি যদি (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই তোমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেন[১]।

১. বস্তুত তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানে যদি থাকতো তবে অবশ্যই তোমরা সকলে সঠিক পথে পরিচালিত হতে।

১৫০. বলো, তোমাদের সেসব সাক্ষীদের হাজির করো যারা আল্লাহ এটি (যা হারাম নয় তা) হারাম করেছেন বলে সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দেবে না। তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে[১] এবং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

১. যারা কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

রুকু : ১৯

১৫১. বলো, তোমরা আসো তোমাদের রব তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন তা পাঠ করে তোমাদেরকে শুনাই। তা এই যে– তোমরা তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদের ও তাদের রিযিক দিয়ে থাকি। আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না। আর যথাযথ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না। তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা আকলকে কাজে লাগাতে পারো[১]।

১. তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা এর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসকে (Common sense/বিবেক)

উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারো।

১৫২. আর উত্তম প্রক্রিয়া ছাড়া ইয়াতিমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়। মাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে পূর্ণমাত্রায় দাও। আমরা কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার দেই না। যখন তোমরা কথা বলো তখন নায্য কথা বলো যদিও (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) নিকটাত্মীয় হয়। আর (রূহের জগতে) আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করো[১]। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা যিক্‌র করো[২]।

১. আর রূহের জগতে করা অঙ্গীকার সম্পর্কে দেখুন সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২ ও ১৭৩।

২. যেন তোমরা এ নির্দেশগুলো স্মরণ রাখো ও অনুসরণ করো।

১৫৩. আর নিশ্চয় এ পথই (ওপরে বর্ণিত পথ) আমার স্থায়ী পথ[১], সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো। আর ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। (যদি করো) তাহলে সেটি তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও[২]।

১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞা দেখুন– সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

২. যেন তোমরা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১৫৪. আর আমরা মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব যা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির জন্য পরিপূর্ণ, (মৌলিক) সব কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশিকা এবং অনুগ্রহস্বরূপ যাতে তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করে।

রুকু : ২০

১৫৫. আর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বরকতময়, সুতরাং তোমরা তা অনুসরণ করো এবং আল্লাহ সচেতন হও, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো[১]

১. সুতরাং তোমরা এ কিতাবের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস

Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো।

১৫৬. (এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি) যেন তোমরা (কিয়ামতের দিন) বলতে না পারো– কিতাব তো শুধু আমাদের পুর্বে দুটি সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠানো হয়েছিল। আর আমরা তাদের শিক্ষা সম্পর্কে অবশ্যই বে-খবর ছিলাম।

১৫৭. অথবা যেন বলতে না পারো– যদি কিতাবটি আমাদের প্রতি পাঠানো হতো তবে আমরা তাদের চেয়ে বেশি হিদায়েতপ্রাপ্ত হতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশিকা ও রহমত এসেছে। অতঃপর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে?[১] যারা আমাদের আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় শীঘ্রই আমরা তাদেরকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে নিকৃষ্ট শাস্তি দেবো।

১. আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হতে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা লুকমান/৩১ : ১৩; আন'আম/৬ : ৫০ ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামের বইটি।

১৫৮. তারা কি শুধু অপেক্ষা করে যে– তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, কিংবা তোমার রব আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু বা অন্য আজাব) আসবে সেদিন তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান থাকা অবস্থায় (ঈমান আনার পর) কোনো সৎকাজ (নেক আমল) করেনি। বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমরাও প্রতীক্ষায় থাকলাম।

১. এটিসহ আল কুরআনের অসংখ্য স্থানে ঈমান আনা ও সৎকাজ কাজ করা (আমল করা) বিষয় দুটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই, ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না। ঈমান হলো মনের বিশ্বাস। আর আমল হলো সে বিশ্বাসের প্রমাণ। তাই, ঈমান আনার পর মৃত্যু আসার পূর্বে সৎকাজ না করলে সে ঈমানের কোনো মূল্য পাওয়া যায় না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ২৫, ১৮৩, ১৭৮; আলে

ইমরান/৩ : ১০৩; আনকাবুত/২৯ : ২; জুম'য়া/৬২ : ৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-১৪) নামের বইটি।

১৫৯. নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো বিষয়ের সাথে তোমার সম্পর্ক নেই। অবশ্যই তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

১৬০. যে সৎকাজ নিয়ে আসবে তাঁর জন্য রয়েছে তার দশ গুণ প্রতিদান। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাকে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার জুলুম করা হবে না।

১৬১. বলো, আমার রব নিশ্চয় আমাকে স্থায়ী পথে পরিচালিত করেছেন, এটি স্থায়ী দ্বীন[১], ইবরাহীমের আদর্শ, যে ছিল একনিষ্ঠ। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১. স্থায়ী পথ ও দ্বীনের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

১৬২. বলো, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু (তথা সকল কিছু) জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

১৬৩. তার কোনো অংশীদার নেই। আর আমি এ ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।

১৬৪. বলো– আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোনো রব অনুসন্ধান করবো অথচ তিনিই সব কিছুর রব? আর প্রত্যেক ব্যক্তি কিছুই অর্জন করে না যা তার ওপর বর্তায় না। আর কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না।[১] অতঃপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তা তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।

১. প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী ও প্রতিফল পাবে।

১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।[১] নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. শেষ বিচারের দিন মহান আল্লাহ, জন্মগতভাবে পাওয়া সুযোগ-সুবিধাকে হিসেবে এনে বিচার করবেন। অর্থাৎ জন্মগতভাবে পাওয়া সুযোগ-সুবিধা কম পাওয়া ব্যক্তির হিসাব বেশি পাওয়া ব্যক্তির হিসাবের চেয়ে অপেক্ষাকৃত

সহজ হবে। পৃথিবীর কোনো বিচারে জন্মগতভাবে পাওয়া সুযোগ-সুবিধা বিচার করার সময় হিসেবে আনা হয় না। কিন্তু শেষ বিচারের দিন মহান আল্লাহ এটি হিসেবে আনবেন। এটিই হলো আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক হওয়ার প্রমাণ।

সুরা : ৭

আল আ'রাফ

উঁচু স্থান, মাক্কী, আয়াত : ২০৬, রুকু : ২৪

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ।

২. এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্ক করার ব্যাপারে তোমার সদরে[১] যেন কোনো সংকোচ না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা যিক্‌র[২]।

১. সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮**

২. মু'মিনদের জন্য এটা অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ।

৩. তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তা অনুসরণ করো এবং তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। (যদিও) তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো।

৪. আর কত জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি এবং আমাদের শাস্তি তাদের ওপর নেমে এসেছিল রাতে অথবা যখন তারা দুপুরে বিশ্রামরত ছিল।

৫. যখন আমাদের শাস্তি তাদের ওপর নেমে এসেছিল, তখন তাদের কথা শুধু এটাই ছিল যে, নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম।

৬. অতঃপর যাদের কাছে (রসুল) পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো এবং অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো রসুলগণকেও।

৭. এরপর অবশ্যই আমরা পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের কাছে তাদের সব কাহিনি বর্ণনা করবো এবং আমরা তো সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না।

৮. আর সেদিন পরিমাপ করা হবে সত্য-সঠিক (পন্থায়)। অতঃপর যাদের নেকীর পরিমাণ বেশি হবে তারা সফলকাম হবে।

৯. আর যাদের নেকীর পরিমাণ শূন্য হবে তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত

করেছে[১], কেননা তারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি জুলুম করতো।[২]

১. ৮ ও ৯ নং আয়াত দুটির মাধ্যমে পরকালে সাওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতি জানানো হয়েছে। ঐ পদ্ধতি হবে ভর নয়, গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা। অর্থাৎ আমলনামায় একটি মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে সকল নেকী/সাওয়াব শূন্য হয়ে যাবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; ক্বারীয়া/১০১ : ৬-৯; নিসা/৪ : ৩৮, ৯৩; বাকারা/২ : ৮৫, ২৭৫; মুহাম্মাদ/২৫ : ২৫-২৮ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতিপ্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র ' (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামের বইটি।

২. কাফির এবং কবিরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ না করিয়ে পরকালে যাওয়া মু'মিন শেষবিচারের দিন কুরআনের আয়াতের প্রতি জুলুমকারী বলে গণ্য হবে।

১০. আর নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য সেখানে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। তোমরা খুব অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো[১]।

১. তোমরা খুব অল্প সংখ্যকই আমার প্রদত্ত রিযিকের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা বা জানার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। মানুষের অধিকাংশই আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যকোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অথবা অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা বা জানা ছাড়া শুধু কথার মাধ্যমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

রুকু : ২

১১. আর আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমরাই তোমাদের আকৃতি দান করেছি এরপর আমরা ফেরেশতাদের বলেছি, আদমকে সিজদা (সম্মান প্রদর্শন) করো। অতঃপর ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

১২. তিনি (আল্লাহ) বললেন– আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কীসে তোমাকে বাধা দিলো যে তুমি সিজদা (সম্মান প্রদর্শন) করলে না? সে (ইবলিস) বললো– আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

১৩. তিনি বললেন– তাহলে এ স্থান থেকে নেমে যাও, কেননা এখানে থেকে তুমি অহংকার করবে তা হতে পারে না, সুতরাং বের হয়ে যাও,

নিশ্চয় তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. সে (ইবলিস) বললো– পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

১৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন– তুমি নিশ্চয়ই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

১৬. সে বললো– আপনি যেহেতু (মানব জাতির মাধ্যমে অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন[১] সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।[২]

১. যেহেতু মানব জাতির মাধ্যমে আপনার প্রণীত প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমি বিপথগামী হলাম ও শাস্তি পেলাম। অতাৎক্ষণিকভাবে ঘটা কথাটির অর্থ হলো– প্রণীত প্রোগ্রাম/বিধানের ভিত্তিতে কোনো কিছু ঘটা। আল্লাহ তা'আলার প্রোগ্রাম করা আছে যে– তাঁর আদেশ জানার পর বা সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে তাঁর আদেশের যৌক্তিকতা জানার পর কেউ যদি অমান্য করে এবং পরে তাওবা না করে তবে তাকে স্থায়ীভাবে শাস্তি (জাহান্নাম) পেতে হবে। জ্বীন জাতি মানব জাতির আগের সৃষ্টি। তাই, এ ধরনের প্রোগ্রাম জ্বীন জাতির জন্য থাকা এবং ইবলিসের তা জানা থাকাটাই স্বাভাবিক।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা' (গবেষণা সিরিজ-৩৯) এবং'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামের বই দুটি।

২. ইবলিস আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী সঠিক পথ থেকে মানব সভ্যতাকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বক্ষণ কাজ করবে। স্থায়ী সঠিক পথের সংজ্ঞার জন্যদেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

১৭. অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে।[১] আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হিসেবে পাবেন না।[২]

১. শয়তান চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

২. আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহের (নিয়ামত) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার তিনটি অবস্থান হতে পারে– ১. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা। ২. অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক বা সাধারণ কল্যাণ না উপলব্ধি করে/জানতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ৩. অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক বা সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। শয়তান (ও তার দোসররা) এমনভাবে কাজ করবে যে– আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহের (নিয়ামত) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিক দিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অবস্থান হবে ১ ও ২ নং বিভাগে। কারণ,

৩ নং বিভাগের মানুষকে ধোঁকা দিয়ে শয়তানের দলে ভেড়ানো কঠিন।

১৮. তিনি বললেন, এই স্থান থেকে ধিক্কৃত অবস্থায় বিতাড়িত হয়ে বের হয়ে যাও। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তাদের সকলকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

১৯. আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী (হাওয়া) জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা তোমরা খাও কিন্তু এই গাছের কাছেও যাবে না। যদি যাও তবে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২০. অতঃপর শয়তান ধোঁকা/তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে (মনের বিতর্কে) তাঁদেরকে উলঙ্গ করার অবস্থায় নিপতিত করার জন্য বললো[১]– তোমরা দুজনে যাতে ফেরেশতা হতে কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারো সে জন্য তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।[২]

১. অতঃপর শয়তান তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে মনের বিতর্কে তাদেরকে উলঙ্গ করে দেওয়া তথা লজ্জাকরভাবে হারিয়ে দেওয়ার জন্য বললো।

২. আয়াতটির মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– শয়তান (ও তার দোসররা) প্রথমে আল্লাহর সরাসরি কথা তথা আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করবে। তারপর ঐ ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যা সহজে গ্রহণ করানোর জন্য তার সাথে কল্যাণের মোড়ক (নেকী, সওয়াব ও অন্য কল্যাণ) লাগিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে।

২১. আর সে (শয়তান) তাদের দুজনের কাছে (আল্লাহর নামে) শপথ করে বললো, অবশ্যই আমি তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন।[১]

১. আয়াতটির বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– শয়তান (ও তার দোসররা) কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত অনুবাদ বা ব্যাখ্যা সহজে গ্রহণ করানোর জন্য তার সাথে শুধু কল্যাণের মোড়ক লাগিয়ে উপস্থাপন করে ক্ষান্ত হবে না। সে তার ব্যক্তি সত্তাকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য দুটি কাজ করবে– ১. সে নিজেকে অত্যন্ত নেককার ও জ্ঞানী বলে উপস্থাপন করবে। যেমন– আল্লাহর কসম করা, আল্লামা, মুহাক্কীক, মুসতাহিদ, ফকীহ ইত্যাদি। বর্তমানে– আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, মাক্কী, মাদানী, আজহারী, দেওবন্দী, মাওলানা ইত্যাদি। ২. সে নিজেকে মানুষের কল্যাণকামী বলে পরিচয় দেবে। যেমন– মানবতাবাদী, সমাজকর্মী, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসক ইত্যাদি।

২২. এভাবে সে (ইবলিস) তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদেরকে বিভ্রান্ত করলো। অতঃপর যখন তারা সেই গাছের (ফলের) স্বাদ গ্রহণ করলো তখন তাদের লজ্জা জাগ্রত হলো এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে

নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো[১]। তখন তাদের রব তাদের ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছের কাছে যেতে নিষেধ করিনি? আর আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

১. খাদ্যের বিষয়ে আল্লাহর আদেশের সরল অর্থের ইবলিসের করা বিপরীতধর্মী ব্যাখ্যা শুনে আদম ও হাওয়া (আ.) প্রথমে মনের দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে যান। পরে ইবলিস যখন আল্লাহর কসম খায় এবং তাঁদের কল্যাণকামী বলে নিজের পরিচয় দেয় তখন আদম ও হাওয়া (আ.) বিভ্রান্ত হয়ে গাছটির কাছে গিয়ে সেটির ফল খান। অতঃপর মনের বিতর্কে ইবলিসের কাছে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া তথা শোচনীয়ভাবে হেরে গেছেন বুঝতে পেরে তাঁরা লজ্জা পান এবং নিজেদের চেহারাকে জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে আবৃত করার চেষ্টা করতে থাকেন।

'নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর পরিধান বস্ত্র খুলে পড়ায় আদম ও হাওয়া (আ.) উলঙ্গ হয়ে যায়। তখন তাঁরা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে থাকেন' আয়াতটির প্রথম অংশের এ ধরনের অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। এর কারণ হলো–

কারণ-১

ভুল বা অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে মানুষের শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কোনো বিধান ইসলামে নেই।

কারণ-২

ইবলিসকে মানুষের শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করা বা শক্তি প্রয়োগ করে বিপথে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তাকে শুধু মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

কারণ-৩

পূর্বের একটি সংলাপের (সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৮, ১১৯) মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে উলঙ্গ থাকবে না/হবে না।

কারণ-৪

বিতর্কে কাউকে লজ্জাকর/শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দেওয়া বিষয়টি বোঝানোর জন্য সারা বিশ্বে চালু একটি প্রবাদ হলো– উলঙ্গ করে দেওয়া।

২৩. তারা দুইজন (আদম ও হাওয়া) বললো, হে আমাদের রব! আমরা

নিজেদের (মনের) প্রতি জুলুম করেছি[১], যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

১. মন সায় দিচ্ছিল না তারপরও ইবলিসের ধোঁকাবাজীমূলক কথার প্রভাবে মনকে অগ্রাহ্য করে তথা মনের ওপর জুলুম করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছি।

২৪. তিনি বললেন– তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু। আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য কিছুদিনের অবস্থান ও ভোগ্যসামগ্রী রয়েছে।

২৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন, সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, আর সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।

রুকু : ৩

২৬. হে বনী আদম! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক (তৈরির সামগ্রী) অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢাকতে পারো এবং (এটি) একটি সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়[১]। আর আল্লাহ সচেতনতার পোশাক অধিক উত্তম।[২] এটি আল্লাহর একটি নিদর্শন[৩] যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

১. পোশাকের দুটি ফরজ বিষয় হলো– লজ্জাস্থান ঢাকা ও সৌন্দর্যবর্ধক হওয়া।
২. আল্লাহ সচেতনতার পোশাক বস্তুগত পোশাকের চেয়ে অধিক উত্তম। আল্লাহ সচেতনতার পোশাক হলো– জীবন সম্পর্কিত যেকোনো সত্য জ্ঞানের পোশাক। আর জ্ঞানের পোশাকের মধ্যে কুরআনের জ্ঞানের পোশাক সর্বোৎকৃষ্ট।
৩. এটি আল্লাহর প্রেরিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়।

২৭. হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের প্রতারিত না করে[১] যেভাবে সে তোমাদের (আদি) পিতা-মাতাকে জান্নাত হতে বের করে দিয়েছিল[২]। সে তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করে দিয়েছিল[৩]। নিশ্চয় সে এবং তার দল তোমাদের দেখে এমন স্থান থেকে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না[৪]। নিশ্চয় আমরা শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক বানিয়েছি যারা ঈমান আনে না[৫]।

১. হে মানুষ! শয়তান যেন মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রতারিত করে জান্নাত হতে বঞ্চিত না করে।
২. যেভাবে মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতারিত করে সে তোমাদের আদি পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল।
৩. শয়তান মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতারিত করে তোমাদের আদি পিতা-মাতার জ্ঞানের পোশাক খুলে উলঙ্গ করে দিয়েছিল।

শয়তানের আদম ও হাওয়া (আ.)-এর শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ না করার দলিল হলো–

ক. শয়তানকে মানুষের শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করা বা শক্তি প্রয়োগ করে বিপথে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। শয়তানকে শুধু মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে বিপথে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

খ. ভুল বা অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কোনো বিধান ইসলামে নেই।

গ. সুরা ত্ব-হার ১১৮ নং আয়াতে কুরআন জানিয়ে দিয়েছে যে, আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে উলঙ্গ থাকবে/হবে না।

ঘ. আয়াতটির পূর্বের আয়াতে (২৬নং আয়াত) মহান আল্লাহ জ্ঞানের পোশাকের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন এভাবে– বস্তুগত পোশাকের চেয়ে জ্ঞানের পোশাক অধিক উত্তম।

ঙ. বিতর্কে কাউকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দেওয়া বিষয়টি প্রচারের একটি জনপ্রিয় প্রবাদবাক্য/খনার বচন (Phrase) হলো– উলঙ্গ করে ফেলা/দেওয়া।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আ'রাফ/৭ : ১৬, ১৭; হিজর/১৫, ৩৯, ৪০, ৪২; ত্ব-হা/২০ : ১১৮, ১১৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

ক. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা (গবেষণা সিরিজ-৩৯) নামের বইটি।

খ. 'ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা' (গবেষণা সিরিজ-৩৮)নামের বইটি।

গ. 'যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানোহয়েছে' (গবেষণা সিরিজ-৩০) নামের বইটি।

৪. শয়তান ও তার দোসররা তথ্যসন্ত্রাস করে তোমাদের জ্ঞানের চোখ এমনভাবে অন্ধ করে দেবে যে তোমরা আমার কিতাবের, তাদের করা মিথ্যা ব্যাখ্যা ধরতেও পারবে না। কিন্তু তাদের জ্ঞানের চোখে ঐ ব্যাখ্যা তথ্যসন্ত্রাস।

৫. ঈমান আনা কথাটির মূল অর্থ হলো, পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ও সে জ্ঞান বিশ্বাস করা। তাই, এ অংশের ব্যাখ্যা হলো– নিশ্চয় শয়তান তথ্যসন্ত্রাস কবলিত করে, আমার কিতাবের বক্তব্য জানা ও মানার ব্যাপারে উলঙ্গ করা ধরনের অবস্থানে নিতে এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতে পারবে শুধু তাদেরকে, যারা আমার জানিয়ে দেওয়া নীতিমালা অনুসরণ করে

সরাসরি আরবীতে বা অনুবাদ পড়ে আমার কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে না।

২৮. আর তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এ কাজের ওপরেই পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদের এ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। বলো, নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তাহলে তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছো যা তোমরা জানো না?

২৯. বলো, আমার রব সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক মসজিদে[১] তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল (কিবলামুখী) স্থির রাখবে এবং জীবন-ব্যবস্থাকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাকবে। তোমরা সেভাবেই ফিরে যাবে (পুনরুত্থিত হবে) যেভাবে তিনি তোমাদের (সৃষ্টির) সূচনা করেছেন।

১. সালাত সম্পাদনকালে/সালাতের স্থানে।

৩০. এক দলকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথভ্রষ্টতা (অতাৎক্ষণিকভাবে) অবধারিত হয়েছে।[১] নিশ্চয় তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের তাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারা মনে করতো তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

১. তাঁর তৈরি সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে একদল সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে। আর তাঁর তৈরি পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার ফলে অপর দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়েছে।

৩১. হে বনী আদম! প্রত্যেকবার মসজিদের সময় তোমাদের সৌন্দর্যবর্ধক জিনিস দিয়ে নিজেদেরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো[১] এবং তোমরা আহার করো ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

১. প্রত্যেকবার সালাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান, সুগন্ধি লাগানো ইত্যাদিভাবে নিজেদেরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো।

রুকু : ৪

৩২. বলো– আল্লাহর (দেওয়া) সৌন্দর্য ও পবিত্র জীবনসামগ্রী কে নিষিদ্ধ করলো, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বের করেছেন? বলো, এসব দুনিয়ার জীবনে মু'মিনদেরই জন্য (যদিও তা কাফিরদেরও ভোগ করতে দেওয়া হয়)। কিয়ামতের দিনে তা (মু'মিনদের জন্যই) সুনির্দিষ্ট থাকবে। এভাবে আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।[১]

১. এভাবে আমরা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসের (Common

sense/আকল) জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য কুরআনের আয়াতের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। যাতে তারা এর শিক্ষার ভিত্তিতে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসটিকে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারে।

৩৩. বলো, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে শরীক করা যার কোনো প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের এমন কিছু বলা যা (নির্ভুল কি না তা) তোমরা জানো না।

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে।[১] যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকাল দেরি করতে পারবে না, আবার তাড়াহুড়োও করতে পারবে না।

১. প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় আছে।

৩৫. হে বনী আদম! যখন তোমাদের মধ্য থেকে রসুলগণ তোমাদের কাছে এসে আমার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে তখন যারা সচেতন হবে এবং সংশোধন করে নেবে[১] তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

১. তখন তোমরা আমার কিতাবের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী হবে এবং নিজেদের আমল সংশোধন করে নেবে।

৩৬. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে[১] এবং সেগুলো সম্পর্কে অহংকার করে, তারাই আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

১. আমার কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ... ..।

৩৭. তার চেয়ে বড়ো অত্যাচারী (গুনাহগার) আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে কিংবা তার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে[১]? এরাই তারা যাদের কাছে কিতাবে উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য (শাস্তির) অংশ (দুনিয়াতে) পৌঁছাবে। অবশেষে

আমাদের ফেরেশতাগণ জান কবজের জন্য তাদের কাছে এসে যখন বলবে– আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকতে তারা কোথায়? তারা বলবে, তারা আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে তারা কাফির ছিল।

১. আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হতে জানা যায়, কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। পরিপূরক আয়াত ও বিস্তারিত জানতে দেখুন সুরা আ'রাফের ১৪৪ নং আয়াত।

৩৮. তিনি (আল্লাহ) বলবেন– তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানবজাতি গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা আগুনে প্রবেশ করো। যখনই কোনো দল সেখানে প্রবেশ করবে অপর দলকে তারা লা'নত করবে। এমনকি যখন সকলে তাতে একত্র হবে তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং এদের আগুনের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও। আল্লাহ বলবেন– প্রত্যেকের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি কিন্তু তোমরা জানো না।

৩৯. আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে, আমাদের চেয়ে তোমাদের কোনো মর্যাদা (ভালো দিক) নেই, তাই তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করো।

রুকু : ৫

৪০. নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে[১] এবং সে সম্পর্কে অহংকার করে তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে।[২] আর এভাবে আমরা অপরাধীদের (স্থায়ী) প্রতিফল দেবো।

১. আমার কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।
২. জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারা অসম্ভব।

৪১. তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের (আগুনের) বিছানা এবং তাদের ওপরে ঢেকে দেওয়া পোশাকগুলোও হবে (আগুনের)। আর এভাবে আমরা জালিমদের প্রতিফল দেবো।

৪২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে (তাদের) কারো ওপর আমরা সাধ্যের অধিক বোঝা চাপিয়ে দেইনি। তারাই জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৪৩. আর আমরা তাদের সদর[১] থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করবো, তাদের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝরনাধারা। আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা

আল্লাহরই যিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাদেরকে এই সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন[২], আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত না করলে আমরা সঠিক পথ পেতাম না[৩]। অবশ্যই আমাদের রবের রসুলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিল। তাদের ডেকে বলা হবে, তোমরা যে কাজ করতে তার জন্যই তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮**

২. যার তৈরি সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করার ফলে আমরা সঠিক পথ পেয়েছি।

৩. সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুসরণ করে কাজ না করলে আমরা সঠিক পথ পেতাম না।

৪৪. আর জান্নাতের অধিবাসীগণ জাহান্নামের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদের রব আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য হিসেবে পেয়েছি, অতঃপর তোমাদের রব তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা কি তা সত্য হিসেবে পেয়েছো? তারা বলবে– হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, আল্লাহর লা'নত জালিমদের ওপর।

৪৫. যারা আল্লাহর পথে বাধা দিতো এবং তাতে বক্রতা খোঁজ করতো (এবং) তারা ছিল আখিরাতে অবিশ্বাসী।

৪৬. আর উভয়ের মাঝে (জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদের মাঝে) একটি পর্দা (দেয়াল) থাকবে। আর আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তাদের বিশেষ চিহ্নের মাধ্যমে চিনতে পারবে। আর তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করেনি কিন্তু (জান্নাতে প্রবেশের) আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে।

৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টি আগুনের অধিবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করো না।

রুকু : ৬

৪৮. আর আ'রাফবাসীগণ (জাহান্নামের) কিছু লোকদের বিশেষ চিহ্নের মাধ্যমে চিনবে, তারা তাদের ডেকে বলবে, তোমাদের জমা করা (ধন-সম্পদ) ও তোমরা যে অহংকার করতে তা তোমাদের কোনো কাজে এলো না।

৪৯. (জান্নাতীদের দেখিয়ে আ'রাফবাসীরা ঐ জাহান্নামীদের বলবে) এরাই কি তারা, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করবেন না? (আ'রাফবাসীগণকে বলা হবে) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

৫০. আর জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদের ওপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ রিযিক হিসেবে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও। তারা বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ এ দুটি কাফিরদের জন্য হারাম করেছেন।

৫১. যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। অতএব, আজ আমরা তাদেরকে ভুলে যাবো যেভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাৎ-কে ভুলে গিয়েছিল এবং যেভাবে তারা আমাদের আয়াতসমূহকে[১] অস্বীকার করেছিল।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহকে কথা ও কাজের মাধ্যমে অস্বীকার করেছিল।

৫২. আর আমরা তাদের কাছে এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছিলাম যা আমরা জেনে-বুঝে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলাম, (আর তা ছিল) ঈমান আনা সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশিকা ও অনুগ্রহ।

৫৩. (যারা দ্বীনকে খেল-তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল) তারা কি শুধু (কিতাবে বর্ণিত) পরিণামের অপেক্ষায় রয়েছে। যেদিন এর পরিণাম এসে যাবে সেদিন যারা পূর্বের কিতাবের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে– আমাদের রবের রসুলগণ সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং (আজ) আমাদের কি কোনো সুপারিশকারী আছে যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদের কি পুনরায় (দুনিয়ায়) ফিরে যেতে দেওয়া হবে? তাহলে আমরা পূর্বে যে (মন্দ) কাজ করেছিলাম তার বিপরীত কাজ (ভালো কাজ) করতাম। আসলে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করতো তাও তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

রুকু : ৭

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি 'আরশে' সমাসীন হয়েছেন। তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন[১], সে (রাত) তাকে (দিনকে) দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে তাঁর বিধানের অধীন করেছেন। জেনে রেখো, সৃষ্টি ও বিধান তাঁরই।

বরকতময় আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতিপালক।

১. তাঁর তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী দিন রাত দিয়ে ঢেকে যায় ... ...।

৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও চুপে চুপে তোমাদের রবকে ডাকো। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

৫৬. আর শান্তি স্থাপনের পর তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না এবং তোমরা তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা নিয়ে। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।

৫৭. আর তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) বৃষ্টির পূর্বে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন[১]। অবশেষে যখন তা ভারী মেঘ বহন করে তখন আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) সে মেঘকে মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালনা করি, অতঃপর তা থেকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পানি বর্ষণ করি, এরপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা দিয়ে সব ধরনের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি। এভাবে আমরা মৃতদের বের করে আনবো, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে[২]।

১. আর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বৃষ্টির পূর্বে বাতাস সুসংবাদবাহীরূপে আসে ... ...

২. এ সকল উদাহরণ জানা/বাস্তবে দেখার পর আশা করা যায়, তোমরা জীবন সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

৫৮. আর উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল তার রবের (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিতে উৎপন্ন হয়[১]। আর নিকৃষ্ট ভূমিতে কঠিন পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জন্মায় না। এভাবে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি[২]।

১. আর উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল তার রবের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী উৎপন্ন হয়।

২. এভাবে আমরা কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি, যাতে নিয়ামত/অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানা সহজ হয় এবং মানুষ মন থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

রুকু : ৮

৫৯. অবশ্যই আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে এবং সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর

মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করো। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

৬০. তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলেছিল– নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।

৬১. সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই বরং আমি জগৎসমূহের রবের পক্ষ থেকে রসুল।

৬২. আমার রবের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দিচ্ছি এবং আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না।

৬৩. তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছো যে, তোমাদেরই এক ব্যক্তির প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কিতাব এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারে এবং তোমরা সচেতন ও দয়াপ্রাপ্ত হতে পারো?[১]

১. তোমরা কিতাবের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে উন্নত মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ও দয়াপ্রাপ্ত হতে পারো।

৬৪. তখন তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে আমরা তাকে ও তার সাথে যারা নৌযানে ছিল তাদের উদ্ধার করলাম এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল[১] তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

১. যারা কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল ... ...।

রুকু : ৯

৬৫. আর আদ জাতির কাছে আমরা তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো[১], তিনি ছাড়া অন্যকোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না?[২]

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করো। দাসত্বের শর্ত দেখুন– সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

২. তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস

Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে উন্নত মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হবে না?

৬৬. তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যারা কুফরী করেছিল তারা বলেছিল– নিশ্চয় আমরা তোমাকে Common sense/আকলহীনতায় নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

৬৭. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো Common sense/আকলহীনতা নেই বরং আমি জগৎসমূহের রবের পক্ষ থেকে (প্রেরিত) রসুল।

৬৮. আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত উপদেশদানকারী।

৬৯. তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছো যে– তোমাদেরই এক ব্যক্তির প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য যিক্‌র[১] এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারে? আর তোমরা স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে দৈহিক গঠনে অধিকতর বলিষ্ঠ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হবে।

১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের কিতাব।

৭০. তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছো যে, আমরা যেন এক আল্লাহর দাসত্ব[১] করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যার দাসত্ব করতো তা বর্জন করি? তাহলে তুমি আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে আসো যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করতো তা বর্জন করি? (দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।)

৭১. সে বললো, রবের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে। তবে কি তোমরা এমন কতকগুলো নাম সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও যে নামগুলো তোমাদের পূর্বপুরুষরা এবং তোমরা রেখেছো, (এবং) যার কোনো প্রমাণ আল্লাহ নাযিল করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

৭২. এরপর আমরা তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে আমাদের অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহকে[১] মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে আমরা নির্মূল করেছিলাম, আর তারা মু'মিন ছিল না।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহকে ... ...

রুকু : ১০

৭৩. আর ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো[১], তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। (আর তাহলো) আল্লাহর এ উটনী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন[২], একে আল্লাহর পৃথিবীতে চরে খেতে দাও এবং একে কোনো প্রকার কষ্ট দিও না, অন্যথায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদের ওপর আপতিত হবে।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করো।
২. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।

৭৪. আর স্মরণ করো, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে না।

৭৫. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা ঐসব মু'মিন লোকদের যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, তাদের বলেছিল– তোমরা কি জানো যে সালিহ তাঁর রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত? তারা বললো– তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে অবশ্যই আমরা তাতে বিশ্বাসী।

৭৬. দাম্ভিকরা বললো– তোমরা যা বিশ্বাস করো নিশ্চয় আমরা তা বিশ্বাস করি না।

৭৭. অতঃপর তারা সে উটনীকে হত্যা করলো ও তাদের রবের নির্দেশ অমান্য করলো এবং বললো, হে সালিহ! তুমি যদি রসুল হয়ে থাকো তবে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে আসো।

৭৮. এরপর তারা ভূমিকম্প দিয়ে আক্রান্ত হলো এবং নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো।

৭৯. এরপর সে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো– হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা উত্তম উপদেশ দানকারীদের পছন্দ করো না।

৮০. আর আমরা লূতকেও পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তার সম্প্রদায়কে

বলেছিল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে জগৎসমূহের কেউ করেনি।

৮১. তোমরা যৌন চাহিদা পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে গমন করো। বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

৮২. আর জবাবে তার সম্প্রদায় শুধু বললো, এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা এমন লোক যারা কলুষমুক্ত হতে চায়।

৮৩. অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিবারকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রীকে ছাড়া। সে ছিল পিছনে অবস্থানকারীদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত।

৮৪. আর আমরা তাদের ওপর প্রচণ্ড (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ করো।

রুকু : ১১

৮৫. আর আমরা মাদায়েনবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো[১], তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের রব হতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা পরিমাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মু'মিন হও।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করো। (দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫-এর ব্যাখ্যা)।

৮৬. আর তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা (জীবনের) সকল পথে বসে থাকবে না, আল্লাহর পথে তাদের বাধা দেবে না এবং তাতে (আল্লাহর পথে) বাঁকা নীতি খোঁজ করবে না। আর স্মরণ করো, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে (আল্লাহ) তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল তা তোমরা লক্ষ করো।

৮৭. আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোনো দল ঈমান আনে এবং কোনো দল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্যধারণ করো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। আর তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী।

পারা-৯

৮৮. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা বললো– হে শু'আইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে অবশ্যই বহিষ্কৃত করবো। অথবা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের ধর্মীয় আদর্শে ফিরে আসতে হবে। সে বললো– যদি আমরা ওটা অপছন্দ করি তবুও কি?

৮৯. তোমাদের ধর্মীয় আদর্শ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করলাম। আমাদের রব আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা না করলে আর এতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সব কিছুই আমাদের রবের জ্ঞানের আওতায়। আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

৯০. আর তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানরা বললো– তোমরা যদি শু'আইবকে অনুসরণ করো তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৯১. অতঃপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করলো, ফলে নিজ ঘরে উপুড় হয়ে তারা পড়ে থাকলো।

৯২. (মনে হয়েছিল) যারা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। শু'আইবকে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

৯৩. অতঃপর সে তাদের থেকে মুখ ফিরালো এবং বললো– হে আমার সম্প্রদায়! আমার রবের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। তাই আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কী করে দুঃখ করি!

রুকু : ১২

৯৪. আর আমরা যখন কোনো জনপদে নবী পাঠিয়েছি তখন (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার অধিবাসীদের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছি যাতে তারা বিনীত হয়[১]।

১. তখন আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তার অধিবাসীরা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও হয়েছে যাতে বিনীত হয়।

৯৫. এরপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) অকল্যাণের স্থানে কল্যাণ প্রতিস্থাপন করি, অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়[১]। আর (তখন)

কাফিররা বলে– আমাদের পূর্বপুরুষগণও দুঃখ-কষ্ট ও সুখ ভোগ করেছে[২], অতঃপর হঠাৎ আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে)[৩] তাদের পাকড়াও করি এবং তারা তা টেরও পায়নি।

১. এরপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী অকল্যাণের স্থানে কল্যাণ প্রতিস্থাপিত হয় এবং তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়।
২. তখন কাফিররা নিজেদের সংশোধন না করে বলে আমাদের পূর্বপুরুষগণও এরূপ দুঃখ-কষ্ট ও সুখভোগ করেছে। তাই, এতে শিক্ষা খোঁজার দরকার নেই।
৩. অতঃপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা হঠাৎ পাকড়াও হয়, আর তারা তা টেরও পায় না।

৯৬. আর যদি সেসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো ও আল্লাহ-সচেতন হতো[১], তবে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করতাম[২]। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।

১. সেসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো ও আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে উন্নত মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতো।
২. তবে আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যেত।

৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদে থাকবে যখন আমাদের শাস্তি তাদের ওপর রাতের বেলায় আসবে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে?

৯৮. অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি নিরাপদে থাকবে যখন আমাদের শাস্তি তাদের ওপর আসবে পূর্বাহ্নে, যখন তারা থাকবে খেলায় মগ্ন?

৯৯. তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদে রয়েছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে না।

রুকু : ১৩

১০০. পৃথিবীতে, পূর্বের অধিবাসীদের যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়নি যে, আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি?[১] আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের মনে মোহর মেরে দেবো ফলে তারা শুনতে পাবে না[২]।

১. পূর্বের অধিবাসীদের যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়নি যে, পাপ কাজের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের শাস্তি হতে পারে?

২. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ইসলাম (সত্য) বিরোধী চিন্তা-চেতনা ও কর্মের কারণে তাদের মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসটি (Common sense/আকল) ধীরে ধীরে অবদমিত হবে এবং একদিন তাতে মোহর পড়ে যাবে (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যাবে)। ফলে তারা সঠিক (ইসলাম সিদ্ধ) বিষয় কানে শুনেও বুঝতে পারবে না।

১০১. এসব জনপদের কিছু খবর আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। আর অবশ্যই তাদের কাছে তাদের রসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল, কিন্তু তারা পূর্বে যা মিথ্যা বলেছিল তাতে তারা ঈমান আনার জন্য সম্মত ছিল না। এভাবে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) কাফিরদের মনে মোহর মেরে দেন[১]।

১. এভাবে ভুল (ইসলাম বিরোধী) কথা ও আচরণের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কাফিরদের মন তথা মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল ধীরে ধীরে অবদমিত হতে থাকে এবং একদিন তাতে মোহর পড়ে যায় (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যায়)।

১০২. আর আমরা তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি[১] পালনকারী হিসেবে পাইনি। বরং তাদের অধিকাংশকে পাপাচারী হিসেবেই পেয়েছি।

১. রুহের জগতে করা প্রতিশ্রুতি। বিস্তারিত জানতে দেখুন সুরা আ'রাফের ১৭২ ও ১৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যা।

১০৩. অতঃপর তাদের পরে আমরা মুসাকে আমাদের আয়াতসহ (আল্লাহর কিতাব) ফিরাউন ও তার পরিষদের কাছে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তারা ওটার প্রতি জুলুম করেছিল। সুতরাং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ করো।

১০৪. আর মুসা বললো, হে ফিরাউন! নিশ্চয় আমি সমগ্র জগতের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত।

১০৫. এটা দৃঢ় সত্য যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলবো না। তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের কাছে এনেছি সুতরাং বনী ইসরাঈলকে তুমি আমার সাথে যেতে দাও।

১০৬. সে (ফিরাউন) বললো, যদি তুমি কোনো নিদর্শন/মু'যিজা নিয়ে এসে থাকো তবে তুমি তা পেশ করো যদি তুমি সত্যবাদী হও।

১০৭. অতঃপর মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং তৎক্ষণাৎ সেটা স্পষ্টতই এক অজগর হয়ে গেল।	
১০৮. আর সে তার হাত বের করলো এবং তৎক্ষণাৎ এটা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল মনে হলো।	

রুকু : ১৪

১০৯. ফিরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বললো, নিশ্চয় সে একজন সুদক্ষ জাদুকর।
১১০. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে চায়। এখন তোমরা কী পরামর্শ দাও?
১১১. তারা বললো, তাকে ও তার ভাইকে কিছুটা অবকাশ দিন এবং নগরে নগরে সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করুন।
১১২. তারা প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে।
১১৩. আর জাদুকররা ফিরাউনের কাছে এসে বললো, আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য অবশ্যই পুরস্কার থাকবে তো?
১১৪. সে বললো, হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
১১৫. তারা বললো, হে মুসা! তুমি কি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করবো?
১১৬. সে বললো, তোমরাই নিক্ষেপ করো। যখন তারা নিক্ষেপ করলো তখন তারা (উপস্থিত) লোকদের চোখগুলোকে জাদু করলো, তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করলো এবং তারা এক বড়ো রকমের জাদু দেখালো।
১১৭. আমরা মুসার প্রতি ওহী করলাম, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। তৎক্ষণাৎ সেটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো।
১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করেছিল তা বাতিল (অসত্য) প্রতিপন্ন হলো।
১১৯. সুতরাং সেখানে তারা (ফিরাউন ও তার দল) পরাভূত ও অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল।
১২০. আর জাদুকররা সিজদাবনত হলো।
১২১. তারা বললো– আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের রবের প্রতি।
১২২. (যিনি) মুসা ও হারূনের রব।
১২৩. ফিরাউন বললো, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে? নিশ্চয় এটা একটা চক্রান্ত, তোমরা এ নগরে এই চক্রান্ত করছো এখান থেকে এর অধিবাসীদের বহিষ্কার করার

জন্য। শীঘ্রই তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

১২৪. অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটবো, অতঃপর অবশ্যই আমি তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো।

১২৫. তারা বললো, নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের দিকে ফিরে যাবো।

১২৬. আর তুমি আমাদের শাস্তি দিচ্ছো শুধু এজন্য যে, আমরা আমাদের রবের আয়াতের[১] প্রতি ঈমান এনেছি যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম রূপে আমাদের মৃত্যু দাও।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহের প্রতি।

রুকু : ১৫

১২৭. আর ফিরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা (ফিরাউনকে) বললো– আপনি কি মুসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বর্জন করতে ছেড়ে দেবেন? সে বললো– অচিরেই আমরা তাদের ছেলেদের হত্যা করবো এবং তাদের মেয়েদের জীবিত রাখবো। আর নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর প্রবল শক্তিধর।

১২৮. মুসা তার সম্প্রদায়কে বললো– আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় পৃথিবী আল্লাহরই। তিনি (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ওটার উত্তরাধিকারী করেন[১]। আর শুভ পরিণাম হলো আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য[২]।

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) বা তাঁর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ ওটার উত্তরাধিকারী হয়।

২. আর শুভ পরিণাম আয়াতটিসহ আল্লাহর কিতাবের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদের জন্য।

১২৯. তারা বললো, আমাদের কাছে তোমরা আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমরা আসার পরেও। সে (মুসা) বললো– হয়তো শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কেমন কাজ করো তা তিনি দেখবেন।

রুকু : ১৬

১৩০. আর আমরা ফিরাউনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে পাকড়াও করেছি, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

১৩১. যখন তাদের কোনো কল্যাণ হতো তখন তারা বলতো, এটা আমাদের (গুণের) জন্য। আর যখন কোনো অকল্যাণ হতো তখন তারা মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে কুলক্ষণ মনে করতো। বস্তুত তাদের অকল্যাণ তো আল্লাহর (অতাৎক্ষণিকভাবে) নিয়ন্ত্রণাধীন[১] কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

১. বস্তুত তাদের অকল্যাণ আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানের অধীন।

১৩২. আর তারা বললো, আমাদেরকে জাদুগ্রস্ত করার জন্য তুমি যেকোনো নিদর্শন/মু'যাজাই আমাদের কাছে পেশ করো না কেন আমরা তোমাতে ঈমান আনবো না।

১৩৩. অতঃপর আমরা প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত তাদের কাছে প্রেরণ করলাম স্পষ্ট নিদর্শন[১]স্বরূপ। তবু তারা অহংকার করলো, বস্তুত তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

১. স্পষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়।

১৩৪. আর যখন তাদের ওপর শাস্তি আসতো তারা বলতো, হে মুসা! তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, তোমার সাথে তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন তদনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের থেকে শাস্তি অপসারিত করো তবে আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে অবশ্যই যেতে দেবো।

১৩৫. অতঃপর যখনই আমরা তাদের ওপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, যেটিতে তারা পৌঁছাতো (যা তারা ভোগ করতো), তখনই তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো।

১৩৬. সুতরাং আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি, কারণ তারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং সে ব্যাপারে তারা ছিল গাফিল/উদাসীন[১]।

১. কারণ তারা কথা ও কাজের মাধ্যমে আমাদের কিতাবের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষাসমূকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং সে ব্যাপারে তারা ছিল জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া মনোভাবের মানুষ।

১৩৭. আর যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে আমরা সেই রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করলাম যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছি। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে তোমার রবের কল্যাণময় বাণী সত্যে পরিণত হলো, কারণ তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় যা কিছু তৈরি করতো এবং যেসব প্রাসাদ নির্মাণ করতো তা ধ্বংস করেছি।

১৩৮. আর আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দেই, অতঃপর তারা এমন এক জাতির কাছে উপস্থিত হলো যারা তাদের মূর্তি নিয়ে (পূজায়) মগ্ন ছিল। তারা (বনী ইসরাঈলরা) বললো, হে মুসা! তাদের দেবতাদের মতো আমাদের জন্যও একটি দেবতা বানিয়ে দাও। সে (মুসা) বললো, তোমরা নিশ্চয় জাহিলি ভাবধারার অনুসারী এক সম্প্রদায়[১]।

১. তোমরা নিশ্চয় জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া এক সম্প্রদায়।

১৩৯. নিশ্চয় এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা ধ্বংস হবেই এবং তারা যা করছে তাও বাতিল (মিথ্যা)।

১৪০. সে বললো— আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য আমি কি অন্য কোনো উপাস্য (ইলাহ) খুঁজবো অথচ তিনিই তোমাদের জগৎসমূহের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?

১৪১. আর (স্মরণ করো) যখন আমরা তোমাদেরকে ফিরাউনের অনুসারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলাম যারা তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো। তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখতো। আর এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা।

রুকু : ১৭

১৪২. আর মুসার জন্য আমরা ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দিয়ে তা পূর্ণ করি, এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত পূর্ণ হয়। আর মুসা (রওনা হওয়ার সময়) তার ভাই হারূনকে বললো, আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে ও সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।

১৪৩. মুসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন তখন সে বললো— হে আমার রব! আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখবো। তিনি বললেন— তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না, তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ করো, ওটা যদি নিজের

স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখবে। যখন তার রব পাহাড়টিতে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চুর্ণ-বিচুর্ণ করলো এবং মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেলো তখন বললো, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম।

১৪৪. তিনি বললেন, হে মুসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দিয়ে মানুষের মধ্য হতে মনোনীত করেছি, সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও[১]।

১. তোমার প্রতি আমার এ বিশেষ অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও।

১৪৫. আর আমরা তার জন্য ফলকসমূহে সকল বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। সুতরাং এগুলো শক্তভাবে ধরো এবং তোমার সম্প্রদায়কে তাদের যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমরা শীঘ্রই তোমাদেরকে পাপাচারীদের বাসস্থান দেখাবো।

১৪৬. শীঘ্রই, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায়, আমি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে আমার আয়াত থেকে ফিরিয়ে দেবো[১]। ফলে তারা আমাদের সকল আয়াত দেখলেও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি তারা সঠিক পথ দেখতে পায় তবু তারা তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তারা যদি ভুল পথ দেখতে পায় তবে তাকেই পথ হিসেবে গ্রহণ করে নেবে। এটা এজন্য যে, তারা আমাদের আয়াতকে মিথ্যা অভিহিত করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা গাফিল/উদাসীন থেকেছে[২]।

১. শীঘ্রই যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায়, আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান অনুযায়ী তারা আমার কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণের অযোগ্য হয়ে যাবে।

২. তারা আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা অভিহিত করেছে এবং জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া মনোভাবের মানুষ।

১৪৭. আর যারা আমাদের আয়াত ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের কাজ নিষ্ফল হয়। তাদেরকে,

যা তারা করতো তা ছাড়া (অন্য কিছুর) প্রতিফল দেওয়া হবে কি?

রুকু : ১৮

১৪৮. আর মুসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে এক বাছুর বানিয়ে নিলো, একটি দেহাকৃতি যা 'হাম্বা' শব্দ করতো। তারা কি দেখলো না, এটা তাদের সাথে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা তাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করলো এবং তারা ছিল জালিম।

১৪৯. আর তারা যখন গভীরভাবে অনুতপ্ত হলো ও দেখলো যে, তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন তারা বললো– আমাদের রব যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

১৫০. আর মুসা যখন ক্রুদ্ধ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করলো তখন বললো– আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো। তোমরা তোমাদের রবের আদেশ আসার পূর্বে তাড়াহুড়ো[১] করেছো? আর সে ফলকগুলো ফেলে দিলো এবং নিজের ভাইকে মাথা (চুল) ধরে তার দিকে টান দিলো। সে (হারূন) বললো– হে আমার সহোদর! লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল[২]। তাই, আপনি আমাকে শত্রুদের সামনে হাসির পাত্র করবেন না[৩] এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

১. তাড়াহুড়ো করে ভুল পথ অবলম্বন করেছো।
২. হে আমার সহোদর! লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তাই, আমি তাদের বিরত রাখতে পারিনি।
৩. তাই, আমাকে মাথার চুল ধরে টান দিয়ে শত্রুদের সামনে হাসির পাত্র করবেন না।

১৫১. সে (মুসা) বললো– হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং আমাদের তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করো। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

রুকু : ১৯

১৫২. যারা বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল দুনিয়ার জীবনে শীঘ্রই তাদের ওপর তাদের রবের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা অবশ্যই আপতিত হবে। আর এভাবে আমরা মিথ্যা রচনাকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৫৩. আর যারা অসৎকাজ করে অতঃপর তাওবা করে ও ঈমান আনে (ঈমান দৃঢ় করে নেয়), এরপর নিশ্চয় তোমার রব অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৫৪. আর যখন মুসার ক্রোধ প্রশমিত হলো তখন সে ফলকগুলো তুলে

নিলো। আর তাতে লেখা বিষয়ের মধ্যে ছিল হিদায়াত ও রহমত, তাদের জন্য যারা তাদের রবকে ভয় করে।

১৫৫. আর মুসা নিজ সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করলো। তারা যখন ভূমিকম্প দিয়ে আক্রান্ত হলো তখন মুসা বললো, হে আমার রব! আপনি ইচ্ছা করলে পূর্বেই এদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদের মধ্যে যারা জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব দেয় না, তারা যা করেছে সে জন্য কি আপনি আমাদের সকলকে ধ্বংস করবেন? এটা তো শুধু আপনার পরীক্ষা যার মাধ্যমে আপনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন[১]। আপনিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আর আপনিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল।

১. এটা তো শুধু আপনার পরীক্ষা, যারা এ থেকে ভুল শিক্ষা নেয় তারা আপনার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বিপথগামী হয় এবং যারা এ থেকে সঠিক শিক্ষা নেয় তারা আপনার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সৎপথে পরিচালিত হয়।

১৫৬. আর আমাদের জন্য নির্ধারিত করুন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, আমরা আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি। তিনি (আল্লাহ) বলেন– আমার শাস্তি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি[১]। আর আমার দয়া প্রতিটি জিনিসেই বেষ্টিত। অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করেছি যারা আল্লাহ-সচেতন হয়, যাকাত দেয় এবং যারা আমাদের আয়াত বিশ্বাস করে।[২]

১. কর্মের ভিত্তিতে আমার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মানুষ শাস্তি পায়।

২. অতঃপর 'দয়া' আমার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের জন্য নির্ধারিত যারা– আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়, যাকাত দেয় এবং আমাদের প্রেরিত কিতাবের বক্তব্যকে বিশ্বাস করে।

১৫৭. যারা এই রসুলের অনুসরণ করে যে নিরক্ষর নবী, যার কথা তারা

তাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত দেখতে পায়। যে তাদের জানা কাজ পালনের নির্দেশ দেয় ও অস্বীকার করা কাজ পালন করতে নিষেধ করে[১], যে (আল্লাহর অনুমতিক্রমে) তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃঙ্খল থেকে যা তাদের ওপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফল।

১. জানা কাজ হলো মানুষের আকল/Common sense/বিবেক জন্মগতভাবে যে কাজ জানে তথা সৎকাজ। আর অস্বীকার করা কাজ হলো মানুষের আকল/Common sense/বিবেক জন্মগতভাবে যে কাজ করতে সায় দেয় না তথা অসৎকাজ।

রুকু : ২০

১৫৮. বলো, হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসুল যিনি (আল্লাহ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া অন্যকোনো ইলাহ নেই, তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান।[১] সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর নিরক্ষর রসুলের প্রতি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনেন এবং সঠিক পথ পাওয়ার জন্য তোমরা তার অনুসরণ করো।

১. তাঁর তৈরি জীবন (আয়ু) পাওয়া ও মৃত্যু ঘটার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে মানুষ জীবন (আয়ু) পায় ও মানুষের মৃত্যু ঘটে।

১৫৯. আর মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দলও ছিল যারা অন্যকে ন্যায় পথ দেখাতো ও সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করতো।

১৬০. আর তাদের আমরা পৃথক পৃথক বারটি গোত্রে বিভক্ত করি। মুসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি প্রার্থনা করলো তখন আমরা তার প্রতি ওহী পাঠালাম যে– তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো। ফলস্বরূপ তা থেকে বারটি ঝরনা উৎসারিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি পান করার স্থান চিনে নিলো। আর মেঘ দিয়ে তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করে দিলাম এবং তাদের কাছে মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম। (আর বলেছিলাম) আমরা তোমাদের যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা থেকে খাও। আর তারা আমাদের প্রতি জুলুম করেনি বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল।

১৬১. আর যখন তাদের বলা হয়েছিল, তোমরা এ জনপদে বাস করো ও এর মধ্যে যেখান থেকে ইচ্ছা খাও এবং বলো– হিত্তাতুন (ক্ষমা চাই) এবং নতশিরে প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করো, আমরা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা

করবো। শীঘ্রই আমরা সৎকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেবো।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্য থেকে যারা জুলুম করেছিল তারা একে এমন কথা দিয়ে পরিবর্তন করলো যা তাদেরকে বলা হয়নি, অতঃপর আমরা তাদের ওপর আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল করলাম, তাদের জুলুম করার কারণে।

রুকু : ২১

১৬৩. আর তাদেরকে সেই জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো যারা ছিল সমুদ্র তীরবর্তী। তারা শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করতো, যখন তাদের শনিবারে মাছগুলো পানিতে ভেসে তাদের কাছে আসতো, কিন্তু তাদের শনিবার ছাড়া (অন্যদিন) তারা তাদের কাছে আসতো না। এভাবে আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম যেহেতু তারা পাপাচার করতো।

১৬৪. আর যখন তাদের এক দল বলেছিল, আল্লাহ যাদের ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তেমন সম্প্রদায়কে সদুপদেশ দাও কেন? তারা বলেছিল– তোমাদের রবের কাছে কৈফিয়ত স্বরূপ এবং যাতে তারা সতর্ক হয় এ জন্য।

১৬৫. অতঃপর তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গিয়েছিল তখন যারা অসৎকাজ থেকে বাধা দিতো তাদেরকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম, আর যারা জুলুম করেছিল তারা যে পাপাচার করতো সে জন্য আমরা তাদেরকে অতি কঠোর শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম।

১৬৬. তারপর তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ ঔদ্ধত্য সহকারে করতে লাগলো তখন আমরা তাদেরকে বললাম, তোমরা ঘৃণ্য বানরে পরিণত হয়ে যাও।

১৬৭. আর যখন তোমার রব ঘোষণা করেন যে, নিশ্চয় তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ওপর এমন লোকদের প্রেরণ করবেন যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদাতা। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়।

১৬৮. আর দুনিয়ায় আমরা তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের কিছু সৎকর্মশীল ও কিছু তা হতে ভিন্নতর। আর মঙ্গল ও অমঙ্গল দিয়ে আমরা তাদের পরীক্ষা করি যাতে তারা ফিরে আসে।

১৬৯. অতঃপর তাদের পরে তাদের এমন বংশধর এসেছে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা ইহজগতের তুচ্ছ সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর অনুরূপ সামগ্রী যদি তাদের কাছে আবারও আসে তারা তাও গ্রহণ করবে। তাদের থেকে কি কিতাবে এমন অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? অথচ তারা তাতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে। আর আখিরাতের

উত্তম আবাস তাদের জন্যই যারা আল্লাহ-সচেতন হয়ে চলে[১]। তোমরা কি আকলকে কাজে লাগাও না?[২]

১. আখিরাতের উত্তম আবাস তাদের জন্যই যারা– আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়।

২. তোমরা কি জন্মগতভাবে পাওয়া উৎস Common sense/বিবেককে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করো না?

১৭০. আর যারা কিতাবকে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে[১] আমরা এরূপ সৎকর্মশীলদের কর্মফল অবশ্যই নষ্ট করি না।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

১৭১. আর যখন আমরা পর্বতকে তাদের ওপরে তুলে ধরি, আর তা ছিল যেন এক ছাদ, তারা মনে করলো, ওটা তাদের ওপর পড়ে যাবে। (তাদেরকে বলা হলো) তোমাদের যা (কিতাব) দেওয়া হলো তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং তাতে যা আছে তা থেকে (সরাসরি) শিক্ষা গ্রহণ করো, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন হতে পারো[১]।

১. যাতে তোমরা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারো।

রুকু : ২২

১৭২. আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের যুহুর থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন[১] এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম।[২] (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম[৩]।

১. এ কথার মাধ্যমে ভ্রূণ অবস্থায় মানুষের প্রজনন অঙ্গের শারীরিক অবস্থান জানিয়ে দেওয়া (Anatomical position) হয়েছে। ভ্রূণ অবস্থায় প্রজনন অঙ্গ থাকে পেটের বুক ও কোমরের হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে, পিঠের দিকে, কিডনির সাথে।

২. বক্তব্যটি হতে জানা যায়– মহান আল্লাহ সকল মানব রুহের কাছে তাকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চেয়েছিলেন এবং সকল মানব রুহ সেচ্ছায় সে অঙ্গীকার দিয়েছিল।

৩. এ বক্তব্যের মাধ্যমে সকল মানব রুহ হতে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করার ১ নং কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কারণ হলো– মানুষ যেন কিয়ামতের দিন বলতে না পারে তারা 'রব' তথা রুবুবিয়াত বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। এ কথা বলার সুযোগ থাকলে, রুবুবিয়াত বিরোধী কাজ (কবীরা গুনাহ) করার জন্য মানুষকে দায়ী করা ও শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হতো না। কেননা, জানতে না পারার দরুণ কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার বিরোধী।

রুবুবিয়াত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে– আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ, হক ও ইখতিয়ার (সাধারণ ও আইন বানানোর ক্ষমতা) ধরনের সকল তৌহিদ (একত্ববাদ), আল্লাহর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য। তবে এ সময় মানব রুহের কাছ থেকে রুবুবিয়াতের সকল বিষয় মেনে নেওয়ার **সরাসরি** অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি। এ তথ্যটি জানা যায় ৩টি আয়াতের বক্তব্য হতে– ১. সুরা আলাকের ৫ নং আয়াত : (কুরআনের মাধ্যমে) এমন বিষয় শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে (রুহের জগতে ও জন্মগতভাবে) জানে না। ২. সুরা বাকারার ১৫১ নং আয়াতের শেষের অংশ : (রাসুলগণ) তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা পূর্বে (রুহের জগতে ও জন্মগতভাবে) জানতে না। ৩. সুরা বাকারার ৩৮ নং আয়াত : এরপর আমার কাছ হতে তোমাদের কাছে (যুগে যুগে) পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না।

তাই, আয়াতটির এ অংশের সার্বিক শিক্ষা হলো–

১. রুহের জগতে সকল মানব রুহের কাছ হতে আল্লাহর রুবুবিয়াতের তৌহিদের সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ (তৌহিদ বিয-যাত) মানার সরাসরি অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল।

২. রুবুবিয়াতের অন্যান্য বিষয়ে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল তা হলো–

ক. যুগে যুগে তাঁর কাছ থেকে রুবুবিয়াতের অন্যান্য বিষয় ধারণকারী গ্রন্থ (কিতাব) এবং সেগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নবী-রসুলগণ পৃথিবীতে যাবে।

খ. ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে মানুষকে রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল তথ্য জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

গ. অন্যথায় তারা দুনিয়ায় রুবুবিয়াতের একত্ববাদ ও অন্যান্য বড়ো বিষয় বিরোধী কাজ (শিরক ও অন্যান্য বড়ো/কবীরা গুনাহ) করবে এবং সে গুনাহ নিয়ে পরকালে উপস্থিত হয়ে ধ্বংস হবে (পরের আয়াতে ধ্বংস কথাটি আছে)।

১৭৩. অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা পূর্বে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (আমাদের পূর্ববর্তী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?[১]

১. আয়াতটিতে রুহের জগতে সকল মানব রূহ হতে আল্লাহকে রব হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ২নং কারণটি জানানোর মাধ্যমে অঙ্গীকার নেওয়ার অন্য বিষয় কী ছিল তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা কোনো মানুষের থাকবে না। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানানো অঙ্গীকার নেওয়ার ২নং কারণটি হলো– দুনিয়া থেকে ফিরে এসে কিয়ামতের দিন মানুষ যেন আল্লাহর কাছে এটি বলে আবেদন করতে না পারে যে, 'রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ জানা না থাকায় বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীরা যে সকল শিরক করতো, অন্ধঅনুসরণ (তাকলীদ) করে আমরা তা করেছি। অতএব পথভ্রষ্ট বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের গুনাহর কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না'। এ আবেদন করার সুযোগ থাকলে ঐ সকল শিরকের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হয় না।

কোনো বিষয়ে একজন মানুষের জন্য অন্যের অন্ধঅনুসরণ করা লাগে ঐ বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান না থাকলে। তাই বলা যায়, এ আয়াতে রুবুবিয়াতের তৃতীয় একটি বিষয় সম্পর্কে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল

এভাবে– মহান আল্লাহ বলেছিলেন বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধঅনুসরণ করলে নানা ধরনের শিরক করে মানুষকে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ভোগ করতে হবে। আর পরকালে এসে ধ্বংস তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই, রুবুবিয়াতের বিষয়ে অন্যের অন্ধঅনুসরণের মাধ্যমে শিরক করা হতে বিরত রাখার জন্য একটি জ্ঞানের উৎস (আকল/Common sense/বিবেক) আমি দেবো যা সকলের কাছে সবসময় থাকবে। দুনিয়ার জীবন পরিচালনার সময় ঐ উৎসের রায়কে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধঅনুসরণ করে বিভিন্ন ধরনের শিরক না করার অঙ্গীকার সকলের কাছে চাচ্ছি। সকল মানব রূহ এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহকে দিয়েছে।

সারমর্ম হিসেবে বলা যায়– রুহের জগতের তৃতীয় অঙ্গীকারটি ছিল, আল্লাহর দেওয়া ও সকলের কাছে সবসময় উপস্থিত থাকা জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া এবং উৎসটির রায়কে গুরুত্ব না দিয়ে বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের নির্ভুল মনে করে অনুসরণ করার (অন্ধঅনুসরণ) শিরক এবং তাদের করা অন্যান্য শিরকী কাজ অন্ধভাবে গ্রহণ ও পালন করে পরকালে এসে ধ্বংস না হওয়ার অঙ্গীকার।

১৭৪. আর এভাবে আমরা আয়াতসমূহ[১] বিস্তারিত বর্ণনা করি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

১৭৫. আর তাদেরকে ঐ ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করো যাকে আমরা আমাদের আয়াতসমূহ (আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান) দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা বর্জন করে, পরে শয়তান তার পিছনে লাগে এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৬. আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) চাইলে এ দিয়ে তাকে উচ্চমর্যাদা দান করতে পারতাম[১] কিন্তু সে পার্থিব জীবনকে স্থায়ী মনে করে ও আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার উদাহরণ (তার সম্পর্কে আল্লাহ প্রেরিত সত্য কথা) হলো সেই কুকুর, যদি তুমি তাকে তাড়া করো সে হাঁপায় আর যদি এমনিতেই ছেড়ে দাও তাও হাঁপায়। এ উদাহরণ সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে[২]। সুতরাং এসব কাহিনি বর্ণনা করো যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

১. আর উচ্চমর্যাদা পাওয়ার আমাদের তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করলে সে উচ্চমর্যাদা পেতো।

২. যারা কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

১৭৭. সে সম্প্রদায়ের উদাহরণ কতই না মন্দ যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

১৭৮. আল্লাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাদের তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[১]

১. আল্লাহর তৈরি সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করে কাজ করলে মানুষ সঠিক পথ পায়। আর আল্লাহর তৈরি বিপথে যাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করলে মানুষ বিপথগামী হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৭৯. আর অবশ্যই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা অনেক জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।[১] তাদের মন আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। আর তাদের চোখ আছে তা দিয়ে দেখে না। আর তাদের কান আছে তা দিয়ে শোনে না[২]। তারা পশুর মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।[৩] ওরা উদাসীন/গাফিল।[৪]

১. আর অবশ্যই কর্মের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী অনির্দিষ্ট অনেক জ্বিন ও মানুষ জাহান্নামে যাবে।

২. ওদের মন, চোখ ও কান আছে কিন্তু সেগুলো দিয়ে তারা সঠিকভাবে বুঝতে, দেখতে ও শুনতে পারে না।

৩. তারা পশুর মতো বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ, ঐ ধরনের ব্যক্তিরা মানুষের ক্ষতি করবে। আর কখনও কখনও তাদের করা ক্ষতি পশুর করা ক্ষতির তুলনায় বহুগুণে বেশি হয়।

৪. জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া সম্প্রদায়।

সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী– মন তথা মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসে (Common sense/ আকল) যে বিষয় সম্পর্কে ধারণা নেই সে বিষয় চোখে দেখা বা কানে শোনার পর তার প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় না। তাই, গাফিল/উদাসীন ব্যক্তিরা চোখ দিয়ে প্রকৃতভাবে দেখেও দেখে না। কান দিয়ে শুনেও শুনে না। আবার Common sense/আকল উৎকর্ষিত না হলে তা দিয়েও অনেক বিষয় জানা ও বোঝা যায় না। Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করার উপায় হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করা।

১৮০. আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, অতএব তোমরা তাকে

সে-সকল নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নামসমূহে বিচ্যুতি ঘটায় তাদের বর্জন করবে। শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে।

১৮১. আর যাদের আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

রুকু : ২৩

১৮২. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে[১] অচিরেই আমরা তাদের এমনভাবে পর্যায়ক্রমে পাকড়াও করবো যে, তারা জানতেও পারবে না।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

১৮৩. আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি। নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

১৮৪. তারা কি চিন্তা করে না। তাদের সহচরের (মুহাম্মাদ) মধ্যে মোটেও পাগলামী নেই। সে এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

১৮৫. তারা কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব লক্ষ করে না এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে এবং এ সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী? সুতরাং এরপর (কুরআনের পর) তারা আর কোন বাণীতে ঈমান আনবে?

১৮৬. আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাদের বিপথগামী করেন তাদের কোনো পথপ্রদর্শক নেই।[১] আর তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেন।

১. নিজ চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের ধরনের কারণে আল্লাহর প্রণীত প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যে পথভ্রষ্ট হয় তার জন্যকোনো পথপ্রদর্শক নেই।

১৮৭. তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তা কখন ঘটবে? বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবেরই আছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এর সময় প্রকাশ করতে পারবে না। সেটা আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে। অবশ্যই হঠাৎ তা তোমাদের ওপর আসবে। তুমি এ বিষয়ে ভালোভাবে জানো মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

১৮৮. বলো, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা ছাড়া নিজের লাভ এবং ক্ষতির ওপরও আমার কোনো কর্তৃত্বনেই।[১] আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে আমি অনেক কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না। আমি মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও

সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কিছুই নই।

১. আল্লাহর তৈরি লাভ ও ক্ষতি হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করে কাজ করার মাধ্যমে লাভ ও ক্ষতি পাওয়া ছাড়া আমার নিজের লাভ ও ক্ষতির ওপরও আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই।

রুকু : ২৪

১৮৯. তিনিই তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি[১] থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন[২] যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করে। অতঃপর যখন সে (স্বামী) তার সাথে মিলিত হয় তখন সে এক হালকা গর্ভধারণ করে এবং এটা নিয়ে সে চলাফেরা করে। (গর্ভ) যখন ভারী হয়ে পড়ে তখন তারা দুজনে তাদের রব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো, যদি তুমি আমাদের সুস্থ সন্তান দাও তবে নিশ্চয় আমরা (সে অনুগ্রহের কারণে আপনার প্রতি) কৃতজ্ঞ থাকবো।

১. আদম (আ.)।
২. যুগের জ্ঞানের আলোকে বলা যায়– হাওয়া (আ.)-কে আদম (আ.)-এর কোষ হতে ক্লোনিং-এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৯০. অতঃপর তিনি যখন তাদের এক সুস্থ সন্তান দান করেন (তখন) তারা তাদেরকে যা দেওয়া হয় সে সম্পর্কে (আল্লাহর) শরীক করে। কিন্তু তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে অনেক ওপরে।

১৯১. তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? অধিকন্তু তারা নিজেরাই সৃষ্ট।

১৯২. আর তারা তাদেরকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারে না এমনকি তারা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।

১৯৩. আর তোমরা যদি তাদের সৎপথে ডাকো তবু তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে ডাকো অথবা চুপ থাকো তোমাদের পক্ষে (উভয়ই) সমান।

১৯৪. নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ডাকো তারা তোমাদেরই মতো বান্দা। অতএব, তোমরা তাদের কাছে প্রার্থনা করো আর (পারলে) তারা তোমাদের প্রার্থনার জবাব দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

১৯৫. তাদের কি পা আছে যার মাধ্যমে তারা চলে? তাদের কি হাত আছে যার মাধ্যমে তারা ধরে? তাদের কি চোখ আছে যার মাধ্যমে তারা দেখে? কিংবা তাদের কি কান আছে, যার মাধ্যমে তারা শোনে? বলো, তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাকো, অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে (একটুও) অবকাশ দিও না।

১৯৬. আমার অভিভাবক আল্লাহ; যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।

১৯৭. আর আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাকে ডাকো তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের নিজেদেরকেও নয়।

১৯৮. আর যদি তাদের সৎপথে ডাকো তবে তারা তোমাদের কথা শুনবে না। আবার তুমি দেখতে পাবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু (আসলে) তারা দেখেনা।

১৯৯. তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো ও সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং জাহিলদের এড়িয়ে চলো[১]।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলো।

২০০. আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাদের প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

২০১. নিশ্চয় যারা আল্লাহ-সচেতন হয়[১] তাদেরকে শয়তানের দল যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা যিক্‌র করে[২] এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

১. নিশ্চয় যারা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়।

২. তখন সঠিক তথ্যটি তাদের মানসপটে ভেসে ওঠে (শয়তান তাদের বিপথে নিতে পারে না)।

২০২. আর তাদের (শয়তানের) ভাইয়েরা (সঙ্গী-সাথীরা) তাদেরকে (আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদরকে) বিভ্রান্তির দিকে টেনে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে, অতঃপর এ বিষয়ে তারা থেমে থাকে না।

২০৩. আর তুমি যখন তাদের কাছে কোনো আয়াত (কুরআনের আয়াত) উপস্থিত করা থেকে বিরত থাকো তখন তারা বলে, তুমি নিজেই তা বেছে নাও না কেন? বলো– আমার রবের কাছ থেকে যে ওহী আসে আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। এটি (কুরআন) তোমাদের রবের কাছ থেকে আসা দৃষ্টিশক্তি এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশিকা ও রহমত।[১]

১. কুরআন তোমাদের রবের কাছ থেকে আসা জ্ঞানরূপী দৃষ্টিশক্তি এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ের তথ্যধারণকারী

পথনির্দেশিকা ও রহমত।

২০৪. আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

২০৫. আর তোমার রবের যিক্‌র করো মনে মনে, বিনয়ের সাথে, মনে ভয় নিয়ে, অনুচ্চ স্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়[১]। আর তোমরা উদাসীনদের/গাফিলদের[২] অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১. সর্বক্ষণ আল্লাহ প্রদেয় আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ, অনুসরণ করো।
২. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিগণ।

২০৬. নিশ্চয় যারা (ফেরেশতারা) তোমার রবের কাছে রয়েছে তারা অহংকার করে তাঁর ইবাদাত বিমুখ হয় না এবং তারা তাঁর ত্রুটিমুক্ততা ঘোষণা করে ও তারই প্রতি সিজদাবনত হয়।

সুরা : ৮

আল আনফাল

যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ, মাদানী, আয়াত : ৭৫, রুকু : ১০

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. (লোকেরা) তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলে দাও– যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রসুলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহ-সচেতন[১] হও এবং নিজেদের পারস্পরিক বিষয়ে মীমাংসা করে নাও। আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২. নিশ্চয় মু'মিন তারাই যাদের মন আল্লাহর স্মরণের সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়[১], আর তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।

১. ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। কুরআন তিলাওয়াত শোনার পর ঈমান বাড়ার কারণ হলো জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া। অন্যদিকে কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান বৃদ্ধি পেতে হলে অবশ্যই কুরআন বুঝে তথা অর্থসহ পড়তে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১২১; মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪; জুম'য়া/৬২ : ৫; ত্ব-হা/২০ : ১১৩, ১১৪; নিসা/৪ : ৪৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব' (গবেষণা সিরিজ-৭) নামের বইটি।

৩. যারা সালাত কায়েম করে[১] এবং আমরা যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

৪. তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের রবের কাছে তাদের জন্য রয়েছে অনেক মর্যাদা ও ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক।

৫. (এটা এ রকম) যেমন তোমার রব তোমাকে সংগত কারণেই তোমার ঘর থেকে বের করেছিলেন অথচ মু'মিনদের একদল তা অপছন্দ করেছিল।

৬. স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে সত্য নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, মনে হয় যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নেওয়া হচ্ছে আর তারা তা দেখছে।

৭. আর যখন আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের একদল তোমাদের (আয়ত্তাধীন) হবে, অথচ তোমরা চেয়েছিলে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক, আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন তিনি তাঁর বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ও কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করবেন।

৮. (এটা) এ জন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত করবেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

৯. যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন (এই বলে যে) আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করবো যারা একের পর এক আসবে।

১০. আর আল্লাহ এ ব্যবস্থা করেছেন কেবল সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যেন তোমাদের মন প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য শুধু আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।

রুকু : ২

১১. যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন যাতে তা দিয়ে তোমাদের পরিচ্ছন্ন করা যায়, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করা যায়, তোমাদের মনকে দৃঢ় করা যায় এবং এ দিয়ে (তোমাদের) পাগুলোকে দৃঢ় করা যায়।
১২. যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের প্রতি ওহী করলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি সুতরাং মু'মিনদের অবিচল রেখো। যারা কুফরী করে আমি অচিরেই তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো, সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করো এবং আঘাত করো তাদের প্রত্যেকটি জোড়ায়।
১৩. এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে নিশ্চয় আল্লাহ (তাদের জন্য) কঠোর শাস্তিদাতা।
১৪. এটাই তোমাদের (শাস্তি) সুতরাং তা তোমরা ভোগ করো এবং নিশ্চয় কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।
১৫. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না।
১৬. আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা নিজ দলের সৈন্যদের কাছে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে আল্লাহর গজব ডেকে আনবে এবং জাহান্নামই হবে তার আবাস। আর তা কতই না মন্দ আশ্রয়স্থল!
১৭. (বদরের যুদ্ধে) তোমরা তাদের হত্যা করোনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি যখন নিক্ষেপ করছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। আর তা এজন্য যে, মু'মিনদের তিনি তাঁর পক্ষথেকে ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।
১৮. এটি তোমাদের জন্য (পরীক্ষা) এবং (এটি) এও যে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন।
১৯. (হে কাফিররা) যদি তোমরা মীমাংসা চাও তবে মীমাংসা তোমাদের কাছে এসে গেছে। যদি তোমরা বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর যদি তোমরা (যুদ্ধে) ফিরে আসো তবে আমি আবার (শাস্তিতে) ফিরে আসব। আর তোমাদের দল সংখ্যায় বেশি হলেও তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের সাথে আছেন।

রুকু : ৩

২০. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করো এবং শোনার পর তোমরা তা (আদেশ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

২১. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বলে, আমরা শুনলাম অথচ তারা শোনে না।

২২. নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা, যারা Common sense/বিবেককে কাজে লাগায় না।[১]

১. আয়াতটি থেকে জানা যায়– যারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেক/ আকলকে কাজে লাগায় না তারা নিকৃষ্টতম জীব। এর কারণ হলো– নিকৃষ্টতম জীব মানব সভ্যতার যে ক্ষতি করতে পারে Common sense/বিবেক/আকল ব্যবহার না করা মানুষ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষতি করতে পারবে। অর্থাৎ জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেক/আকল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আনফাল/৮ : ২৯; ইউনুস/১০ : ১০০; মূলক/৬৭ : ১০; আল আন'আম/৬ : ১১১; হাজ্জ/২২ : ৪৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ইসলামী জীবন বিধানেCommon sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?' (গবেষণা সিরিজ-৬) নামের বইটি।

২৩. আর যদি আল্লাহ জানতে পারতেন যে তাদের মধ্যে কিছু শুভ চিন্তা-ভাবনা আছে, (তাহলে) তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে অবশ্যই শোনাতেন।[১] (যেহেতু তাদের মধ্যে শুভ চিন্তা-ভাবনা নেই) তাই যদি তাদেরকে শোনাতেন তাহলেও তারা অবশ্যই উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিতো।

১. যদি তাদের মধ্যে কিছু শুভ চিন্তা-ভাবনা থাকতো তাহলে তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান অনুযায়ী তারা অবশ্যই শুনতে পারতো।

২৪. হে যারা ঈমান এনেছো! রসুল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদের জীবন দান করে (জীবনের জন্য কল্যাণকর) তখন তোমরা আল্লাহ ও রসুলের আহবানে সাড়া দেবে। আর জেনে রেখো– আল্লাহ মানুষ (মানুষের ব্যক্তি সত্তা) ও তার মনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন[১] এবং নিশ্চয় তারই কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

১. আল্লাহর অবস্থান বলতে বুঝানো হয়েছে মহান আল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক অবস্থান। মানুষের ব্যক্তি সত্তা ও মনকে যেমন আলাদা করা যায় না তেমনি

মানুষের মন ও আল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক অবস্থানকে আলাদা করা যায় না। বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে বলা হয় Quantum entanglement। তাই, মনে উদয় হওয়া প্রশ্নের উত্তর মহান আল্লাহর কাছ থেকে মানুষ প্রায় শূন্য সময়ে পেয়ে যায়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকরা/২ : ১৮৬ ও শুরা/৪২ : ৫১।

বিষয়টি নিয়ে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন শীঘ্রই প্রকাশ করতে যাচ্ছে, 'আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা লাভ করার পদ্ধতি' (গবেষণা সিরিজ-৪০) নামক বই।

২৫. আর তোমরা এমন বিপর্যয়কে ভয় করো যা তোমাদের ভেতর যারা জালিম তাদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে না। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

২৬. আর যখন তোমরা ছিলে পৃথিবীতে সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল, তোমরা আশঙ্কা করতে যে লোকেরা তোমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, তখন তিনি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং নিজ সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ রিযিক হিসেবে দান করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো[১]।

১. যাতে তোমরা ঐ সকল অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

২৭. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতের ক্ষেত্রেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না।

২৮. আর তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ। আর অবশ্যই আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

রুকু : ৪

২৯. হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন[১], তোমাদের পাপসমূহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ঢেকে দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।[২] আর মহান আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

১. হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষা থেকে জ্ঞানার্জন করে তোমাদের জন্মগতভাবে পাওয়া ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি

Common sense/আকলের জ্ঞানভান্ডার (Memory) বাড়াতে পারো তবে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী, ঐ শক্তিটির বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) বেড়ে যাবে।
২. আয়াতের প্রথম অংশ পালন করলে আল্লাহর তৈরি করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী তোমদের পাপ ঢেকে যাবে ও তোমরা ক্ষমা পাবে। (ক্ষমা পাওয়ার প্রোগ্রামের জন্য দেখুন সুরা বাকারা আয়াত নং ২৮৪)।

৩০. আর (স্মরণ করো) যখন কাফিররা তোমার বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বন্দি, হত্যা বা বহিষ্কার করার জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও কৌশল করেন। আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠকৌশলী।

৩১. আর যখন তাদের কাছে আয়াতসমূহ[১] পাঠ করা হয় তখন তারা বলে– আমরা শুনলাম, আমরাও ইচ্ছা করলে এমন বলতে পারি। এতো শুধু পূর্ববর্তী লোকদের উপকথা মাত্র।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

৩২. আর যখন তারা (উপহাস করে) বলেছিল– হে আল্লাহ! এটা যদি আপনার পক্ষথেকে সত্য হয় তবে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন বা আমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিন।

৩৩. কিন্তু আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আবার আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এমতাবস্থায় যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

৩৪. আর তাদের কী যুক্তি আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তিদেবেন না অথচ তারা লোকদের মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে, যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়? শুধু আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিরাই এর তত্ত্বাবধায়ক[১], তবে তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

১. এই আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিরাই মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক ... ...।

৩৫. আর কা'বা ঘরের কাছে শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই তাদের সালাত। সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ করো যেহেতু তোমরা কুফরী করতে।

৩৬. নিশ্চয় আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেওয়ার জন্য কাফিররা তাদের ধন-

সম্পদ ব্যয় করে। তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে অতঃপর তা তাদের আফসোসের কারণ হবে, এরপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।

৩৭. (এটি) এজন্য যে, আল্লাহ খারাপকে (খারাপ মানুষকে) ভালো থেকে (ভালো মানুষ থেকে) পৃথক করতে পারেন এবং খারাপ (খারাপ মানুষদের) একজনকে আরেক জনের ওপরে রাখতে পারেন, অতঃপর সকলকে স্তুপ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন। তারাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকু : ৫

৩৮. যারা কুফরী করছে তাদের বলো, যদি তারা বিরত হয় তবে যা অতীত হয়েছে তা ক্ষমা করা হবে। কিন্তু তারা যদি পুনরাবৃত্তি করে তাহলে (তাদের সামনে) পূর্ববর্তীদের (পরিণামের) দৃষ্টান্ত তো রয়েছেই।

৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা[১] দূরীভূত হয় এবং জীবন-ব্যবস্থার প্রতিটি দিক আল্লাহর জন্য হয়ে যায়[২]। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে তারা যা করে আল্লাহ সবই দেখছেন।

১. আক্রমণ, অত্যাচার-নির্যাতন, অপ-প্রচার ইত্যাদি।
২. জীবন-ব্যবস্থার প্রতিটি দিক ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী গড়ে উঠে।

৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

পারা-১০

৪১. আর জেনে রেখো, তোমরা যে গনিমত লাভ করো তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রসুল, রসুলের স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং পথচারীদের জন্য (নির্ধারিত)। যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করো এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের যে দিনে (বদরের যুদ্ধের দিন) দুটি দল মুখোমুখি হয়েছিল সে দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি (সাহায্যস্বরূপ) যা নাযিল করেছিলাম তা বিশ্বাস করো। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪২. যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটপ্রান্তে এবং তারা ছিল দূরপ্রান্তে, আর উষ্ট্রারোহী দল (বাণিজ্য কাফেলা) তোমাদের চেয়ে নিচু ভূমিতে অবস্থান করেছিল। যদি তোমরা পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হতে তবে অবশ্যই ওয়াদার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটতো।[১] কিন্তু আল্লাহ (তাদের একত্র করেছেন) যেন সম্পন্ন করতে পারেন যা সম্পন্ন হওয়ারই ছিল। (আর) যে ধ্বংস হওয়ার সে যাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং

যে জীবিত থাকার সে যাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর বেঁচে থাকে। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

১. যদি তোমরা (মুসলিম ও কুরাইশরা) পরস্পর যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার সময় নির্ধারণ করার চেষ্টা করতে তবে অবশ্যই তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটতো।

৪৩. (বদরের যুদ্ধে) যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় অল্প। আর যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন তা হলে তোমরা অবশ্যই সাহস হারাতে এবং যুদ্ধের বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছিলেন। নিশ্চয় তিনি সদরে[১] থাকা বিষয় ভালোভাবে জানেন।

১. সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৬**

৪৪. আর তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে সংখ্যায় অল্প দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকেও তাদের দৃষ্টিতে সংখ্যায় অল্প দেখিয়েছিলেন যাতে যা ঘটার ছিল তা আল্লাহ সম্পন্ন করতে পারেন। আর সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

রুকু : ৬

৪৫. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন কোনো দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থেকো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

৪৬. আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না। অন্যথায় তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে এবং তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

৪৭. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা দম্ভ ভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজ ঘর থেকে বের হয়েছিল এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়। আর তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

৪৮. আর যখন (বদরের প্রান্তরে) শয়তান তাদের কাজসমূহ তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং বলেছিল– আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পাশেই থাকবো। অতঃপর দুই দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হলো তখন সে পিছনে সরে পড়লো এবং বললো, আমি তোমাদের থেকে দায়মুক্ত। আমি তা দেখি যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয়

করি এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

রুকু : ৭

৪৯. যখন মুনাফিক ও যাদের মনে ব্যাধি আছে তারা বলছিল, এদের জীবন-ব্যবস্থা এদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। তবে যে কেউ আল্লাহর ওপর ভরসা করে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানবান।

৫০. আর তুমি যদি (সে সময়ের অবস্থা) দেখতে পেতে যখন (ফেরেশতারা) নিহত কাফিরদের প্রাণ হরণ করছিল। ফেরেশতাগণ তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করেছিল। আর (কিয়ামতের দিন বলা হবে) তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি ভোগ করো।

৫১. এটা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

৫২. (এদের আচরণ) ফিরাউন বংশ ও তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের মতো। তারা আল্লাহর আয়াতকে[১] অবিশ্বাস করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিধর ও কঠোর শাস্তিদাতা।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে।

৫৩. এর কারণ হলো আল্লাহ– একটি নিয়ামত যা তিনি কোনো সম্প্রদায়কে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দান করেছেন, তা (তাৎক্ষণিকভাবে) পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।[১] আর এও যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

১. এর কারণ হলো, কল্যাণকর জিনিস যা একটি সম্প্রদায় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী পেয়েছে তা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে।

৫৪. (এদের আচরণ) ফিরাউন বংশ ও তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের মতো। তারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে[১] (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, ফলে আমরা তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম এবং ফিরাউন বংশকে নিমজ্জিত করেছিলাম। আর তারা সবাই ছিল জালিম।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে ... ...

৫৫. নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সর্বনিকৃষ্ট জীব হলো তারা, যারা কুফরী করে অতঃপর তারা ঈমান আনে না।

৫৬. (বিশেষ করে) তাদের মধ্যে (সেই লোকেরা) যাদের সাথে তুমি

চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছো এরপর প্রতিবার তারা চুক্তিভঙ্গ করে এবং তারা আল্লাহকে একটুও ভয় করে না।

৫৭. সুতরাং যুদ্ধে তাদেরকে যদি নাগালে পাও (তবে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে) যেন তাদের বিধ্বস্ত অবস্থা দিয়ে তাদের পেছনের লোকদের হুঁশ হয় (এবং) তারা যেন শিক্ষালাভ করে।

৫৮. আর তুমি যদি কোনো সম্প্রদায়ের খিয়ানতের (চুক্তিভঙ্গের) আশঙ্কা করো তবে তুমিও একইভাবে তাদের দিকে (চুক্তি) নিক্ষেপ করো। নিশ্চয় আল্লাহ খিয়ানতকারীদের (চুক্তি ভঙ্গকারীদের) পছন্দ করেন না।

রুকু : ৮

৫৯. আর কাফিররা যেন কখনও মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা (মু'মিনদের) পরাস্ত করতে পারবে না।

৬০. আর তোমরা (বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে) তাদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি[১] ও অশ্বরোহী বাহিনী[২] প্রস্তুত রাখবে[৩], এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন[৪]। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

১. বস্তুগত শক্তি তথা অর্থনৈতিক, প্রচার, সামরিক (রাইফেল, ট্যাংক, কামান, মিজাইল, যুদ্ধ বিমান, ড্রোন, সাবমেরিন, পারমাণবিক), চিকিৎসা ইত্যাদি শক্তি।

২. অর্থাৎ সেনা ও সাঁজোয়া বাহিনী।

৩. প্রস্তুত করে রাখতে হবে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। আক্রমণের উদ্দেশ্যে নয়।

৪. সকল শক্তির মান ও পরিমাণ হতে হবে এমন যেন মুসলিমদের জানা-অজানা সকল শত্রু আতঙ্কিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আক্রমণ করতে সাহস না পায়।

৬১. আর তারা যদি সন্ধির প্রস্তাব দেয় তবে তুমি তা গ্রহণ করো এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করো। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

৬২. আর যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মু'মিনদের দিয়ে শক্তিশালী করেছেন।

৬৩. আর তিনি তাদের (মু'মিনদের) পরস্পরের মনের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের মনে প্রীতির বন্ধন স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানবান।

৬৪. হে নবী! তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

রুকু : ৯

৬৫. হে নবী! মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকলে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন এক সম্প্রদায় যারা প্রজ্ঞা রাখে না[১]।

১. তারা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/বিবেকের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা সম্পন্ন নয়।

৬৬. এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা কমালেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা[১] আছে। তাই তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল (দৃঢ়পদ) যোদ্ধা থাকলে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকলে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায়[২] তারা দুই হাজারের ওপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

১. জ্ঞানের দুর্বলতা।
২. আল্লাহর তৈরি যুদ্ধ জয়ের প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।

৬৭. জমীনে ব্যাপকভাবে (শত্রুকে) পরাজিত না করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দি রাখা কোনো নবীর জন্যে (সংগত) কাজ নয়। তোমরা কামনা করো দুনিয়ার সম্পদ আর আল্লাহ চান পরকালীন কল্যাণ। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

৬৮. যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে (ক্ষমা করার) একটি কিতাব পূর্বে (লিখিত আকারে লওহে মাহফূজে) না থাকতো তা হলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো সেজন্য তোমাদের অবশ্যই মহাশাস্তি স্পর্শ করতো।

৬৯. অতএব, যে গনিমত তোমরা লাভ করেছো তা হালাল ও কলুষমুক্ত হিসেবে ভোগ করো। আর আল্লাহ-সচেতন হও[১]। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ

সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

রুকু : ১০

৭০. হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দিদের বলো, আল্লাহ যদি তোমাদের মনে ভালো কিছু দেখেন তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম কিছু তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৭১. কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চায়, যেমন তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, ফলে (এমন ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকবে যেমন) তিনি তাদেরকে তোমাদের করতলগত করেছেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

৭২. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, সম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে[১] সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছে এবং যারা আশ্রয়দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই। আর জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধের ব্যাপারে) নয়। তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই দেখেন।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে।

৭৩. আর যারা কুফরী করে তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমরা যদি তা না করো[১] তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।

১. মু'মিনগণ যদি পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন না করে।

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে[১] সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছে, আর যারা আশ্রয়দান করেছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্যক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক রয়েছে।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে।

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সঙ্গে (ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য) সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর বিধানে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন একে অপরের কাছে বেশি হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাতা।

সুরা : ৯

আত তাওবা

তাওবা, মাদানী, আয়াত : ১২৯, রুকু : ১৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

১. এই সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে, সে সমস্ত মুশরিকদের জন্য যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে।

২. সুতরাং তোমরা (কাফির-মুশরিকরা) পৃথিবীতে চার মাসকাল ভ্রমণ করো ও জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন।

৩. আর মহান হাজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষথেকে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, নিশ্চয় মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ দায়মুক্ত। আর তাঁর রসুলও। তবে তোমরা (কাফির-মুশরিকরা) যদি তাওবা করো তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। আর কাফিরদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ এবং পরে তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিদের।

১. নিশ্চয় আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিদের আল্লাহ পছন্দ করেন।

৫. অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দি করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য (ওত পেতে) বসে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে[১] ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি

অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

৬. আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জ্ঞান রাখে না[১]।

১. জন্মের স্থানের কারণে কুরআনের জ্ঞান রাখে না।

রুকু : ২

৭. আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে মুশরিকদের চুক্তি কী করে (বলবৎ) থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে (তাদের কথা ভিন্ন)। সুতরাং যে পর্যন্ত তারা তোমাদের চুক্তিতে অটল থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে অটল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিদের।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিদের আল্লাহ পছন্দ করেন।

৮. (চুক্তি বলবৎ থাকবে) কেমন করে? আর যদি তারা তোমাদের ওপর জয়ী হয় তবে তারা অবশ্যই তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা দেবে না। তারা শুধু মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে কিন্তু তাদের মন প্রত্যাখ্যান করে। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।

৯. তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে[১] এবং তারা লোকদের তার (আল্লাহর) পথ থেকে নিবৃত্ত করে। নিশ্চয় তাদের কৃতকর্ম অতি নিকৃষ্ট।

১. তারা ছোটো ক্ষতি এড়ানোর জন্য কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহের বিপরীত কথা বা কাজ করে।

১০. তারা কোনো মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। আর তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

১১. অতঃপর যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম[১] করে ও যাকাত প্রদান করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য[২] আমরা আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করি।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি

অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

২. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল/ বিবেকধারী সম্প্রদায়।

১২. আর তাদের সাথে চুক্তির পর তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীনের দুর্নাম করে তবে কাফিরদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো। নিশ্চয় তাদের কাছে প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই। (যুদ্ধ করলে) সম্ভবত তারা বিরত থাকবে।

১৩. তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রসুলকে বহিষ্কারের জন্য ষড়যন্ত্র করেছে? আর তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ) শুরু করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

১৪. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো, তোমাদের হাতে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিক, তাৎক্ষণিক বা উভয় পদ্ধতির মিশ্রণের মাধ্যমে) তাদের শাস্তি দেবেন[১], তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মু'মিন সম্প্রদায়ের সদরকে[২] প্রশান্ত করবেন।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আল্লাহর তাৎক্ষণিক ও সরাসরি হস্তক্ষেপ অথবা উভয় পদ্ধতির মিশ্রণের মাধ্যমে তোমাদের হাতে তারা শাস্তি পাবে।

২. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭**

১৫. আর তিনি তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন[১]। আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানবান।

১. আর নিষিদ্ধ কাজ করার পর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে মানুষ ক্ষমা পায়।

১৬. তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমাদের এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ আল্লাহ জেনে নেননি তোমাদের মধ্যে কারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছে[১] এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রসুল ও মু'মিনগণ ছাড়া অন্য কাউকে (প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো) অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে।

রুকু : ৩

১৭. কোনো মুশরিক আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে (মুতাওয়াল্লী ও খাদিম হবে) এমনটি হতে পারে না। কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষী। তারা ঐসব লোক যাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ হয়েছে। আর ওরা আগুনে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

১৮. নিশ্চয় আল্লাহর মসজিদের আবাদকারী (মুতাওয়াল্লী ও খাদিম) হবে তারাই যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে[১], যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায় যে, তারা সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

১৯. হাজীদের জন্য পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারামের আবাদ করাকে তোমরা (মুশরিকরা) কি তাদের সমান মনে করেছো, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে[১] সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে? আল্লাহর কাছে তারা সমান নয়। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) জালিম সম্প্রদায়কে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না[২]।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে।
২. কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী জালিম সম্প্রদায় সঠিক পথ পায় না।

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই সফল।

২১. তাদের রব তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর দয়া, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নিয়ামত।

২২. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।

২৩. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে বেশি ভালোবাসে, তবে তাদের (প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই জালিম।

২৪. বলো– তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোষ্ঠী, যে সম্পদ তোমরা উপার্জন করেছো, ব্যাবসা-বাণিজ্য

যাতে মন্দার আশঙ্কা করো এবং বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো এসব যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং আল্লাহর পথে[১] সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয় তবে আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন না।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে।

রুকু : ৪

২৫. অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের বহু ক্ষেত্রে (যুদ্ধে) সাহায্য করেছেন। আর সাহায্য করেছেন হুনাইনের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তখন তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল, তখন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

২৬. অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসুল ও মু'মিনদের ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন। আর এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদের শাস্তি প্রদান করেন। আর এটি কাফিরদের প্রতিফল।

২৭. এরপরও আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে চান তার তাওবা কবুল করেন[১]। আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. এরপরও আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ব্যক্তি মানুষের তাওবা কবুল হয়।

২৮. হে যারা ঈমান এনেছো! মুশরিকরা (মানসিক) অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের কাছে না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা করো তবে আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। অবশ্যই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

২৯. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য জীবন-ব্যবস্থা (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা) অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া দেয়।

রুকু : ৫

৩০. আর ইহুদীরা বলে, উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিষ্টানরা বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। তারা তাদের কথার অনুকরণ করে যারা পূর্বে কুফরী করেছিল। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। কীভাবে তারা (সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে) প্রতারিত হচ্ছে।

৩১. তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব বলে গ্রহণ করেছে[১] এবং মারিয়ামের পুত্র মাসীহকে। অথচ তারা এক ইলাহের দাসত্ব করার[২] জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র (মুক্ত)!

১. বক্তব্য অনুসরণ করার দিক থেকে পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবের স্থান দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের সকল কথা, বক্তব্য ও সিদ্ধান্তকে অন্ধভাবে মেনে নিয়েছে ও অনুসরণ করেছে।

২. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করবে (দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াত)।

৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতিকে নেভাতে চায় অথচ আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণতা ছাড়া অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

৩৩. তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ, উহাকে[১] প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থার সকল অঙ্গনে[২], যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

১. সত্য জীবন-ব্যবস্থাকে তথা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে।

২. জীবন-ব্যবস্থা নামক বিষয়টির সকল অঙ্গনে তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি অঙ্গনে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা ফাতহ্/৪৮ : ২৮; আস সাফ/৬১ : ৯; জুম'য়া/৬২ : ২; ইয়াসিন/৩৬ : ৩০; যুখরুফ/৪৩ : ৭; বাকারা/২ : ২১৪ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মুহাম্মাদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি' (গবেষণা সিরিজ-২) নামের বইটি।

৩৪. হে যারা ঈমান এনেছো! অবশ্যই পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

৩৫. যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং এ দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করতে, সুতরাং তোমরা যা জমা

করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।

৩৬. নিশ্চয় সেদিন থেকে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারটি যেদিন তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে চারটি মাস রয়েছে সম্মানিত[১]। এটাই স্থায়ী বিধান (দ্বীন)। সুতরাং এর মধ্যে (নিষিদ্ধ মাসে) তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ আছেন আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিগণের সাথে[২]।

১. জিলক্বদ, জিলহাজ্জ, মুহার্‌রাম ও রজব (ভিন্নমতও রয়েছে)।

২. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারীদের সাথে।

৩৭. প্রকৃতপক্ষে নাসী (পবিত্র মাসকে পিছিয়ে দেওয়া) হলো কুফরী বৃদ্ধি করা, যা দিয়ে কাফিরদের বিভ্রান্ত করা হয়, তারা একে কোনো বছর বৈধ করে এবং কোনো বছর অবৈধ করে যাতে আল্লাহ যে সংখ্যাগুলো (মাসগুলো) হারাম করেছেন তারা সেগুলোর সাথে মিশিয়ে নিতে পারে এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিক-ভাবে) কাফির সম্প্রদায়কে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন না[১]।

১. ইসলাম বিরোধী কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/ বিধান অনুযায়ী কাফির সম্প্রদায় সঠিক পথ পায় না।

রুকু : ৬

৩৮. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে[১] (যুদ্ধের জন্য) বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূমিতে ঝুঁকে পড়ো? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনেই পরিতুষ্ট হয়েছো? কিন্তু আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগ্য সামগ্রী তো খুবই সামান্য।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য।

৩৯. যদি তোমরা (যুদ্ধের জন্য) বের না হও তবে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। আর অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আর আল্লাহ

সকল বিষয়ে মহাশক্তিমান।

৪০. যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন (সে সময়ে) যখন কাফিররা তাকে বহিষ্কার করেছিল (এবং) সে ছিল দুজনের দ্বিতীয় জন। যখন তারা উভয়ে (মুহাম্মাদ স. ও আবু বকর রা.) গুহার মধ্যে ছিল তখন সে তার সাথীকে বলেছিল– দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাকে সাহায্য করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফিরদের কথাকে নিম্নতম করে দিলেন। আর আল্লাহর কথা, সে তো সবার ওপরে। আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানবান।

৪১. তোমরা বের হয়ে পড়ো, হাল্কা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায়[১] এবং আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করো তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

১. হাল্কা অস্ত্র নিয়ে অথবা ভারী অস্ত্র নিয়ে।

৪২. আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে এবং সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করতো কিন্তু তাদের কাছে যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হলো। আর তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে– পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বের হতাম। তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করে। আর আল্লাহ জানেন তারা অবশ্যই মিথ্যাচারী।

রুকু : ৭

৪৩. আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তুমি কেন তাদের (মুনাফিকদের) অব্যাহতি দিলে, কারা সত্যবাদী তা তোমার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত?

৪৪. যারা আল্লাহ ও আখিরাতে (প্রকৃত) ঈমান এনেছে তারা তোমার কাছে নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম[১] করা থেকে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা করে না। আর আল্লাহ সম্পূর্ণ অবগত আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের সম্পর্কে[২]।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম।

২. আর আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারীগণ সম্পর্কে।

৪৫. তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং যাদের মন সংশয়গ্রস্ত, তাই তারা তাদের সংশয়ের আবর্তে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে।

৪৬. আর তারা যদি (প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের জন্য) বের হতে চাইতো তবে নিশ্চয় তারা এর জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো, এজন্যে তাদের যাত্রা করাটা আল্লাহ অপছন্দ করলেন, সুতরাং তিনি তাদের বিরত রাখলেন এবং তাদেরকে বলা হলো, যারা (ঘরে) বসে আছে তোমরা তাদের সাথে বসে থাকো।

৪৭. তারা যদি তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তারা কেবল বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করতো এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করতো। আর তোমাদের মধ্যে তাদের পক্ষে কথা শুনবার লোক আছে। আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত।

৪৮. অবশ্যই তারা এর পূর্বেও ফিতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তারা তোমার বহু কাজ উলট-পালট করেছিল যতক্ষণ না প্রকৃত সত্য এলো এবং আল্লাহর নির্দেশ (বিজয়) স্পষ্ট হলো। আর তারা তা অপছন্দকারী ছিল।

৪৯. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে– আমাকে (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। জেনে রেখো! তারাই ফিতনায় পড়ে আছে। আর নিশ্চয় জাহান্নাম কাফিরদের পরিবেষ্টন করে আছে।

৫০. যদি তোমার মঙ্গল হয় তবে তা তাদেরকে কষ্ট দেয়। আর যদি তোমার বিপদ ঘটে তারা বলে, আমরা তো পূর্বেই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম এবং তারা উৎফুল্ল চিত্তে সরে পড়ে।

৫১. বলো, আমাদের জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু কখনই হবে না[১]। তিনি আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।

১. বলো! কর্মের ভিত্তিতে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট আছে তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু হবে না।

৫২. বলো, তোমরা কি আমাদের দুটি কল্যাণের (শহীদ হওয়া বা বিজয়) একটির প্রতীক্ষা করছো? আর আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ নিজের পক্ষথেকে তোমাদের শাস্তি দেবেন অথবা আমাদের হাত দিয়ে। অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।

৫৩. বলো, তোমরা (আল্লাহর পথে যা) ব্যয় করো ইচ্ছায় (সন্তুষ্টচিত্তে) বা অনিচ্ছায় (অসন্তুষ্টচিত্তে), তোমাদের কাছ থেকে তা কখনও গৃহীত হবে না। নিশ্চয় তোমরা হলে এক পাপাচারী সম্প্রদায়।

৫৪. আর তাদের অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে কেবল এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অসন্তুষ্টচিত্তে অর্থ সাহায্য করে।

৫৫. সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ এগুলো দিয়ে কেবল তাদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান এবং তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

৫৬. আর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত তারা ভীত সন্ত্রস্ত সম্প্রদায়।

৫৭. যদি তারা কোনো আশ্রয়স্থল, গিরিগুহা বা প্রবেশস্থল পায় তাহলে অবশ্যই সে দিকে তারা দ্রুত গতিতে পলায়ন করবে।

৫৮. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা সাদকা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। তবে যদি তা থেকে তাদের কিছু দেওয়া হয় তাহলে তারা খুশি হয় এবং যদি তা থেকে তাদেরকে কিছু না দেওয়া হয় তখন তারা বিক্ষুব্ধ হয়।

৫৯. আর ভালো হতো যদি আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা খুশি হতো এবং বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ ও তাঁর রসুল শীঘ্রই আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করবেন। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর প্রতি অনুরাগী।

রুকু : ৮

৬০. নিশ্চয় সাদাকাহ (যাকাত) কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, (যাকাত সংশ্লিষ্ট) কর্মচারী[১], মন জয় করা প্রয়োজন এমন ব্যক্তি[২], ঘাড় আটকানো ব্যক্তি[৩], ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথ[৪] ও মুসাফিরদের জন্যে। এটা (এই বণ্টন নীতিমালা) আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ বিধান। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

১. যাকাত বিভাগের কর্মচারীগণের বেতন।
২. যারা পক্ষে আসলে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।
৩. যেকোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যক্তি।
৪. দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ।

৬১. আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে– সে কান-কথায় বিশ্বাসী। বলে দাও, সে তোমাদের জন্য কল্যাণকর কান-কথায় বিশ্বাসী, সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং মু'মিনদের বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য রহমত। আর যারা আল্লাহর রসুলকে কষ্টদেয় তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬২. তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তোমাদের কাছে আল্লাহর

(নামে) শপথ করে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসুলই তাদের সন্তুষ্ট করতে চাওয়া প্রচেষ্টার বেশি হকদার যদি তারা মু'মিন হয়।

৬৩. তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে তাঁর জন্য আছে জাহান্নামের আগুন যেখানে সে চিরস্থায়ী হবে? এটাই চরম লাঞ্ছনা।

৬৪. মুনাফিকরা তাদের সম্পর্কে এমন এক সুরা অবতীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা করে যা তাদের মনে যা কিছু আছে তা ফাঁস করে দেবে। বলে দাও, বিদ্রুপ করতে থাকো। নিশ্চয় তোমরা যা আশঙ্কা করছো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।

৬৫. আর তুমি তাদের প্রশ্ন করলে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশায় লিপ্ত ছিলাম। বলো– তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত[১] ও তাঁর রসুলকে বিদ্রুপ করছিলে?

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

৬৬. তোমরা কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর অমান্য করেছো। আমরা যদি তোমাদের এক শ্রেণিকে ক্ষমা করেও দেই তবে অন্য শ্রেণিকে শাস্তি দেবো কারণ তারা অপরাধী।

রুকু : ৯

৬৭. মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ। তারা অস্বীকার করা কাজ পালন করার নির্দেশ দেয় ও জানা কাজ পালন করতে নিষেধ করে[১] এবং তারা হাত বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরাই ফাসিক।

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৬৮. আর মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদের জন্য আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই তাদের জন্য উপযুক্ত (প্রাপ্য)। আর আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

৬৯. (তোমরা) তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো, যারা ছিল তোমাদের চেয়ে অধিক পরাক্রমশালী এবং অধিক মাল ও সন্তানের অধিকারী। অতঃপর তারা নিজেদের প্রাপ্য অংশের মজা লুটেছে এবং তোমরাও নিজেদের প্রাপ্য অংশের স্বাদ লুটছো[১], যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা লুটেছিল তাদের প্রাপ্য অংশ এবং তারা যেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও সেরূপ আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রয়েছ। ওরাই তারা যাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজ ব্যর্থ হয়েছে। আর এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১. কর্মপ্রচেষ্টার কারণে আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী তারা তাদের প্রাপ্য অংশের মজা লুটেছে এবং তোমরাও নিজেদের প্রাপ্য অংশের স্বাদ লুটছো।

৭০. তাদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়, ইব্রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীগণের সংবাদ পৌঁছায়নি? তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসুলগণ এসেছিল। আর আল্লাহ এমন নন যে, তাদের ওপর জুলুম করবেন। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

৭১. আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা জানা কাজ পালন করার নির্দেশ দেয় ও অস্বীকার করা কাজ পালন করতে নিষেধ করে[১], সালাত কায়েম করে[২], যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে। তাদেরকে শীঘ্রই আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

৭২. আল্লাহ মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন জান্নাতের যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানসমূহের যা চিরস্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। আর আল্লাহর পক্ষথেকে তাঁর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়ো। এটাই মহাসাফল্য।

রুকু : ১০

৭৩. হে নবী! (ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য) কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। আর তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা খুবই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

৭৪. তারা আল্লাহর (নামে) শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি। কিন্তু তারা অবশ্যই কুফরীর কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়েছে এবং তারা যা (রসুলকে আক্রমণ করার) মনস্থ করেছিল তাতে সফলতা পায়নি। আল্লাহ ও তাঁর রসুল নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করতে পেরেছিল। তারা তাওবা করলে তাদের জন্য ভালো হবে। আর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। আর পৃথিবীতে তাদের

জন্য কোনো অভিভাবক এবং কোনো সাহায্যকারী নেই।

৭৫. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, যদি তিনি (আল্লাহ) তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদের দান করেন তবে আমরা অবশ্যই সাদকা দেবো এবং আমরা অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

৭৬. অতঃপর যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদের দান করলেন তখন তারা কার্পণ্য করলো এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরালো।

৭৭. অতঃপর তিনি পরিণামে (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের মনে মুনাফিকী বদ্ধমূল করলেন[১] তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত। (এটি) এ কারণে যে তারা আল্লাহর কাছে যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং এ কারণে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো।

১. কৃতকর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের মনে মুনাফিকী বদ্ধমূল হলো ... ..।

৭৮. তারা কি জানতো না যে, তাদের গোপনীয় বিষয় ও গোপন কথাবার্তা আল্লাহ জানেন এবং অদৃশ্য বিষয়াবলি সম্পর্কে আল্লাহ পরিপূর্ণ অবগত।

৭৯. সেসব লোক যারা ভর্ৎসনা করে সে সমস্ত মু'মিনদের যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যারা নিজ শ্রম ছাড়া (সাদকা করার মতো) কিছুই পায় না। অতঃপর তাদের (উভয় দলকে) বিদ্রুপ করে। আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রুপ করেন। আর তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৮০. তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করো একই কথা। যদি তুমি সত্তর বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো তারপরও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এটা এজন্যযে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ফাসিক সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না[১]।

১. কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ফাসিক সম্প্রদায় সঠিক পথ পায় না।

রুকু : ১১

৮১. পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসুলের (প্রস্থানের) পর তাদের বসে থাকাতেই আনন্দবোধ করলো এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে (ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করাকে অপছন্দ করলো এবং তারা বললো– গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলো, গরমের চেয়ে জাহান্নামের আগুন আরও বেশি উত্তপ্ত। যদি তারা বুঝতো।

৮২. অতএব, তাদের কম হাসা এবং বেশি করে কাঁদা উচিত। তারা যা অর্জন করেছে তার প্রতিফল স্বরূপ।

৮৩. অতঃপর আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের কোনো দলের কাছে (মদিনায়) ফেরত আনেন এবং তারা (অভিযানে) বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি বলবে– তোমরা আমার সাথে কখনও বের হয়ো না এবং তোমরা আমার পক্ষ হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করো না। তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, সুতরাং তোমরা পিছনে থেকে যাওয়াদের সাথে বসে থাকো।

৮৪. আর তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনও তার জন্যে জানাজার সালাত পড়বে না এবং তার কবর-পাশেও দাঁড়াবে না। তারা আল্লাহ ও তার রসুলকে অস্বীকার করেছিল এবং ফাসিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

৮৫. আর তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে। নিশ্চয় আল্লাহ এসব দিয়ে তাদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান এবং তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

৮৬. আর যখন এ মর্মে কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং রসুলের সঙ্গী হয়ে (ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাও তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে তারা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে– আমাদের রেহাই দিন, আমরা (ঘরে) বসে থাকাদের সাথে থাকবো।

৮৭. তারা পিছনে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করেছে এবং তাদের মনসমূহে (অতাৎক্ষণিকভাবে) মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে[১], তাই তারা বুঝতে পারে না।

১. ইসলাম তথা সত্য বিরোধী চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের মন তথা মনে থাকা Common sense ধীরে ধীরে অবদমিত হয়ে তাতে মোহর পড়ে গেছে (কম্পিউটারের ভাষায় তা Hang হয়ে গেছে), তাই তারা সঠিক কথা বুঝতে পারে না।

৮৮. কিন্তু রসুল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে (ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছে। তাদের জন্যই রয়েছে কল্যাণ। আর তারাই সফল।

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

রুকু : ১২

৯০. আর মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করতে এলো যেন তাদের (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দেওয়া হয় এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে মিথ্যা বলেছিল তারা (ঘরে) বসে থাকলো। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে অচিরেই তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।

৯১. দুর্বল, পীড়িত এবং অর্থ সাহায্যে যারা অসমর্থ তাদের কোনো দোষ নেই যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কল্যাণকামী হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো পথ নেই। আর আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৯২. আর তাদেরও (কোনো অপরাধ) নেই যারা তোমার কাছে বাহনের জন্য এসেছিল আর তুমি বলেছিলে– আমি এমন কিছু পাচ্ছি না যাতে আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাবো। তারা অশ্রু বিগলিত চোখে ফিরে গেল এই দুঃখে যে, তারা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করার মতো কিছুই পাচ্ছে না।

৯৩. (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ তো কেবল তাদের বিরুদ্ধে; যারা বিত্তবান হয়েও (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অনুমতি চেয়েছিল। তারা পিছনে থেকে যাওয়াদের সাথে থেকেই সন্তুষ্ট ছিল। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের মনে মোহর মেরে দিয়েছেন[১] তাই (অনেক কিছু) তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় আসে না।

১. ভুল তথা ইসলাম বিরোধী কাজ করা/করতে থাকার কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের মন তথা মনে থাকা Common sense/আকল ধীরে ধীরে অবদমিত হয়ে তাতে মোহর পড়ে গেছে (কম্পিউটারের ভাষায় তা Hang হয়ে গেছে), তাই অনেক কিছু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় আসে না।

পারা-১১

৯৪. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে তখন তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে। বলো– অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদের কখনও বিশ্বাস করবো না, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন এবং তাঁর রসুলও। অতঃপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয় জানেন তাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন তোমরা যা করতে।

৯৫. তোমরা তাদের কাছে ফিরে এলে শীঘ্রই তারা আল্লাহর শপথ করবে

যাতে তোমরা তাদের (দোষ-ত্রুটি) উপেক্ষা করো। অতঃপর তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। তারা অপবিত্র (মানসিকভাবে)। আর জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ।

৯৬. তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

৯৭. মরুবাসীগণ কুফরী ও মুনাফিকীতে কঠোরতর এবং আল্লাহ তাঁর রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকার সম্ভাবনা বেশি। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

৯৮. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ যা তারা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে তাকে অর্থদণ্ড বলে মনে করে এবং তোমাদের পরিণতির প্রতীক্ষা করে। খারাপ পরিণতি তাদেরই। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

৯৯. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও রসুলের দুআ লাভের উপায় মনে করে। জেনে রেখো, এটা তাদের জন্য (আল্লাহর) সান্নিধ্য লাভের উপায়। আল্লাহ শীঘ্রই তাদেরকে নিজ রহমতে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু : ১৩

১০০. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম (ঈমানের দাওয়াত গ্রহণের জন্য) অগ্রসর হয়েছিল এবং পরে যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

১০১. আর মরুবাসীদের (বেদুঈনদের) মধ্যে যারা তোমাদের আশে-পাশে আছে তাদের মাঝে কেউ কেউ মুনাফিক। আর মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ। তারা মুনাফিকীর ওপর অনড়, তুমি তাদেরকে জানো না। আমরা তাদেরকে জানি। আমরা অচিরেই তাদেরকে দুবার শাস্তি দেবো, এরপর তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে।

১০২. আর অন্যরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা সৎকাজের সাথে অসৎকাজ মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১০৩. তাদের ধন-সম্পদ থেকে (কাফফারা হিসেবে) 'সাদাকা' গ্রহণ করো, এর মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করো এবং তুমি তাদের

জন্য দুআ করো। তোমার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তি স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

১০৪. তারা কি জানে না, আল্লাহ তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও 'সাদাকা' গ্রহণ করেন? আর নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১০৫. আর বলে দাও– তোমরা কাজ করতে থাকো, আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন এবং তাঁর রসুল ও মু'মিনগণও। আর শীঘ্রই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয়ে অবহিত সত্তার কাছে, অতঃপর তোমরা যা করতে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।

১০৬. আর অন্যদের বিষয়ে আল্লাহর আদেশ আপাতত স্থগিত রইলো, (কার্যকলাপের ভিত্তিতে) হয় তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১০৭. আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী করা এবং মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। আর তারা অবশ্যই শপথ করবে, আমরা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই তা করেছি। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

১০৮. তুমি তাতে কখনও (সালাতের উদ্দেশ্যে) দাঁড়াবে না। অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ-সচেতনতার ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে[১] সেটাই তোমার (সালাতে) দাঁড়াবার অধিক উপযুক্ত। সেখানে এমন লোক আছে যারা পরিশুদ্ধ হতে ভালোবাসে। আর পরিশুদ্ধতা অর্জনকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন।

১. যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ তৈরির উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে ... ...।

১০৯. যে ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহর) ঘরের ভিত আল্লাহ-সচেতনতা[১] এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাঁর ঘরের ভিত স্থাপন করে এমন এক খাদের কিনারায় যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।[২]

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের ভিত কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী ও আমলকারী মানুষ গঠনের লক্ষ্যেস্থাপন করে ... ।
২. আর নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী জালিম সম্প্রদায় সঠিক পথ খুঁজে পায় না।

১১০. তাদের নির্মিত ঘর তাদের মনে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের মন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

রুকু : ১৪

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা (শত্রুকে) হত্যা করে ও (নিজেরা) নিহত হয়। (এটি) তাঁর জন্য পালনীয় একটি সত্য প্রতিশ্রুতি যা আছে তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে। স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠকে আছে? সুতরাং তোমরা তোমাদের সেই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সুসংবাদ গ্রহণ করো যে ক্রয়-বিক্রয় তোমরা সম্পাদন করেছো। আর এটাই মহাসাফল্য।

১১২. (তারা) তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, (আল্লাহর) প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, জানা কাজ পালন করার আদেশ দানকারী ও অস্বীকার করা কাজ পালনে নিষেধকারী[১] এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। আর (এ সকল ধরনের) মু'মিনদের তুমি সুসংবাদ দাও।

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১১৩. আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয়, যখন তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।

১১৪. আর স্বীয় পিতার জন্য ইব্রাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা ছিল কেবল একটি প্রতিশ্রুতির কারণে, যে প্রতিশ্রুতি সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন ইবরাহীম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। নিশ্চয় ইবরাহীম কোমল মনসম্পন্ন ও সহনশীল।

১১৫. আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোনো সম্প্রদায়কে (অতাৎক্ষণিকভাবে) সঠিক পথপ্রদর্শন করার পর পথভ্রষ্ট করবেন[১] যতক্ষণ

না তিনি তাদের জন্য স্পষ্ট করেন, কী কী তাদের পরিহার করতে হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

১. আর আল্লাহ এমন নন যে, তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কোনো সম্প্রদায় সঠিক পথ পাওয়ার পর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন ... ...।

১১৬. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর। (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান[১]। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।

১. আল্লাহর প্রণীত জীবন তথা আয়ু পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার ফলে মানুষ আয়ু পায় এবং আল্লাহর প্রণীত মৃত্যু হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী চলার কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে।

১১৭. আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন– নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তার অনুসরণ করেছিল দুঃসময়ে (এমনকি) যখন তাদের এক দলের মন বাঁকা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, পরে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন। তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও পরম দয়ালু।

১১৮. আর (তিনি তাওবা কবুল করলেন) অপর তিন জনেরও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। পরিশেষে পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে তা যখন সংকুচিত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ থেকে (বাঁচার জন্য) তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের তাওবা কবুল করলেন যাতে তারা ফিরে আসে। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

রুকু : ১৫

১১৯. হে যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং সত্যপন্থীদের সাথী হও।

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১২০. মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের আল্লাহর রসুলের

(সহগামী না হয়ে) পিছনে পড়ে থাকা এবং তাঁর (রসুলের) জীবনের চেয়ে তাদের নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা (উচিত) নয়। কারণ, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদেরকে স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে এবং শত্রুদের পক্ষথেকে তারা যা কিছুই (দুঃখ-কষ্ট) লাভ করে তার (প্রত্যেকটির) পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় সৎকাজ (সওয়াব)। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

১২১. আর তারা ছোটো বা বড়ো যা-ই ব্যয় করে এবং (আল্লাহর রাস্তায়) যত প্রান্তর অতিক্রম করে, তা তাদের অনুকূলে লিখে রাখা হয়, যাতে তারা যা করে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন।

১২২. আর (বেদুঈন/গ্রামের) মু'মিনদের জন্য (সংগত) নয় যে তারা সকলে এক সঙ্গে (জ্ঞানার্জনের জন্য) বের হবে। তবে তাদের প্রত্যেক বেদুঈন দল/গ্রাম থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রজ্ঞা (হিকমাহ) অর্জন করা[১] এবং ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য, যাতে তারা সতর্ক হয়ে চলতে পারে?

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হওয়া।

রুকু : ১৬

১২৩. হে যারা ঈমান এনেছো! কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের সাথেই আছেন[১]।

১. নিশ্চয় আল্লাহ আছেন আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদের সাথে।

১২৪. আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে– এটা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করলো? তবে যারা মু'মিন এটি তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়।

১২৫. আর যাদের মনে ব্যাধি আছে, এটা তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা যোগ করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়।

১২৬. তারা দেখে না তাদেরকে প্রতি বছর একবার বা দুবার পরীক্ষায় ফেলা হয়? এরপরও তারা তাওবা করে না এবং শিক্ষাগ্রহণ করে না।

১২৭. আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং (ইশারায়) জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদেরকে কেউ দেখে ফেলেছে কি? অতঃপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের মনকে সত্যবিমুখ করেছেন, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (কুরআন) গভীরভাবে বুঝতে চায় না।

১. কুরআন গভীরভাবে বুঝতে না চাওয়ায় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের মন সত্যবিমুখ হয়ে গেছে।

১২৮. অবশ্যই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে একজন রসুল এসেছে তোমাদেরকে যা কষ্ট দেয় তা তার কাছে দুঃসহ, (সে) তোমাদের কল্যাণকামী (এবং) মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও দয়ালু।

১২৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলবে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তারই ওপর ভরসা করি, আর তিনি মহান আরশের অধিপতি।

সুরা : ১০

ইউনুস

একজন নবীর নাম, মাক্কী, আয়াত : ১০৯, রুকু : ১১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-র। এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত।[১]

১. এগুলো ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্রবিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির বিশেষ জ্ঞানের তথ্য ধারণকারী গ্রন্থের পঙ্ক্তি।

২. মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে– আমরা তাদেরই একজনের

কাছে ওহী পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, সে মানুষকে সতর্ক করবে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দেবে যে– তাদের জন্য তাদের রবের কাছে আছে উচ্চ মর্যাদা। কাফিররা বলে, নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুস্পষ্ট জাদুকর।

৩. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। এরূপ সত্তা আল্লাহ তোমাদের রব; সুতরাং তোমরা তাঁর দাসত্ব করো[১]। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করো। দাসত্বের শর্ত দেখুন– সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

৪. তারই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। (এটি) আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর পুনরায় তাকে ফিরিয়ে আনবেন, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের ন্যায়বিচারের সাথে প্রতিদান দেওয়ার জন্য। আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে গরম পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা কুফরী করতো।

৫. তিনিই সূর্যকে বানিয়েছেন প্রদীপ ও চাঁদকে করেছেন আলোকিত এবং তার (চাঁদের) মনযিলসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে তোমরা বছর গণনা করতে ও (সময়ের) হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ এটা যথার্থ কারণ ছাড়া সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য[১] তিনি এ সমস্ত আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

১. তিনি এ সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত কুরআনের আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করেন, জন্মগতভাবে পাওয়া Common sense/আকলের বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞানে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ঐ উৎসটিকে উৎকর্ষিত করে কুরআন, সুন্নাহ জানা, বুঝা ও ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

৬. নিশ্চয় দিন ও রাতের আবর্তন এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা আল্লাহ-সচেতনতা অবলম্বন করে।[১]

১. নিশ্চয় দিন ও রাতের আবর্তন এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তার সৃষ্টির তত্ত্বে বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান Common sense/আকলের বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞানে আল্লাহ-সচেতন হওয়া সম্প্রদায়ের জন্য তাদের ঐ উৎসটিকে উৎকর্ষিত করে কুরআন, সুন্নাহ জানা, বুঝা ও ব্যাখ্যা করা, ঈমান

আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

৭. নিশ্চয় যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট ও এতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যারা আমাদের আয়াত[১] থেকে উদাসীন (গাফিল)[২]।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।
২. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া মনোভাবের মানুষ।

৮. তাদেরই আবাসস্থল আগুন, (এটি) তাদের কৃতকর্মের কারণে।

৯. নিশ্চয় যারা মু'মিন ও সৎকর্মশীল তাদের রব ঈমানের কারণে (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।[১] (তারা থাকবে) নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের মধ্যে (যার) তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে।

১. যারা মু'মিন ও সৎকর্মশীল ঈমান তথা সঠিক জ্ঞান ও সে জ্ঞানে বিশ্বাস রাখার কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা সঠিক পথে পরিচালিত হবে।

১০. সেখানে তারা ডাক দেবে (এই বলে যে,) হে আল্লাহ! আপনি পুত-পবিত্র এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম'। আর তাদের শেষকথা হবে, সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

রুকু : ২

১১. আর আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণে তাড়াহুড়ো করতেন যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ তাড়াতাড়ি পেতে চায় (তবে) অবশ্যই তাদের মেয়াদ শেষ হতো। সুতরাং যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না আমরা তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘনের কর্মতৎপরতায় দিশেহারা থাকার অবকাশ দেই।

১২. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। অতঃপর আমরা যখন তার দুঃখ-দুর্দশা দূর করি, সে এমন পথ অবলম্বন করে যেন তাকে যে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করেছিল তা থেকে মুক্তির জন্য সে আমাকে ডাকেনি। এভাবে সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তাদের কৃতকর্মকে শোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে।

১৩. আর অবশ্যই তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমরা ধ্বংস করেছি যখন তারা জুলুম করেছিল। আর স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের কাছে তাদের রসুল এসেছিল কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

১৪. অতঃপর আমরা তাদের পর পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি এ জন্য যে, আমরা দেখবো তোমরা কেমন কাজ করো।

১৫. আর যখন আমাদের স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত[১] তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না, তারা বলে– এটা ছাড়া অন্য এক কুরআন নিয়ে এসো অথবা এটাকে বদলাও। বলো, নিজ পক্ষ থেকে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। যদি আমি আমার রবের অবাধ্য হই তবে অবশ্যই আমি মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি।

১. কুরআনের স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

১৬. বলো, আল্লাহ যদি (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করতেন[১] তবে আমি তোমাদের কাছে তা তিলাওয়াত করতাম না এবং তিনিও তোমাদের এ বিষয়ে জানাতেন না। আমি এর পূর্বেতোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি। তোমরা কি আকলকে ব্যবহার করো না?[২]

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান যদি না থাকতো ... ...

২. তোমরা কি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান Common sense/বিবেককে কুরআন, সুন্নাহ জানা, বুঝা ও ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করো না?

১৭. অতএব তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে যে আল্লাহ সম্বন্ধে একটি মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতকে মিথ্যা বলে?[১] নিশ্চয় অপরাধীরা সফল হয় না।

১. আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হতে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর শিরক অতি বড়ো গুনাহ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আন'আম/৬ এর ১৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১৮. আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন সত্তার দাসত্ব করে[১] যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে– এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বলো, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না? তিনি পূত-পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করে।

১৯. মানুষ ছিল একই জাতিভুক্ত (ধর্মভুক্ত), পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে। আর তোমার রবের পূর্ব ঘোষণা[১] না থাকলে তারা যে বিষয়ে

মতভেদ করে তার মীমাংসা হয়েই যেত।

১. পূর্বে তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান না থাকলে।

২০. আর তারা বলে, তার রবের কাছ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন/মু'যিজা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতএব বলো– অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো। আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

রুকু : ৩

২১. আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করানোর পর যখন আমরা তাদেরকে অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই তখনই তারা আমার শিক্ষণীয় বিষয়ের বিরুদ্ধে অপকৌশল অবলম্বন করে[১]। বলো– আল্লাহ কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে দ্রুততর। তোমরা যে অপকৌশল অবলম্বন করো তা অবশ্যই আমার ফেরেশতাগণ লিখে রাখে।

১. আর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মানুষ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার পর যখন আমাদের অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করে তখনই তারা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের বিরুদ্ধে অপকৌশল অবলম্বন করে।

২২. তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করান[১]। আর তারা যখন নৌকায় আরোহণ করে এবং এগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে চলে তখন তারা তাতে আনন্দিত হয়। (অতঃপর যখন) এক ঝড়ো হাওয়া তাতে আঘাত হানে এবং চতুর্দিক থেকে তরঙ্গ ধেয়ে আসে এবং তারা তা দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে তখন তারা আল্লাহকে ডাকে আনুগত্যকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ে। (আর বলে) আপনি যদি আমাদেরকে এটা থেকে রক্ষা করেন তবে আমরা অবশ্যই (সে উপকার পেয়ে আপনার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

১. তাঁর (আল্লহার) তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে তোমরা স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করে থাকো।

২৩. অতঃপর তিনি যখনই তাদেরকে উদ্ধার করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ আসলে তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে। (তোমরা এটি করো) দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী (উপভোগ করার জন্য)। অতঃপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন আমরা তোমাদের জানিয়ে দেবো তোমরা যা করতে।

২৪. বস্তুত দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে উদাহরণ[১] এরূপ, আমরা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি[২] যার সংস্পর্শে ভূমিজাত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যা থেকে মানুষ

ও জীব-জন্তু আহার করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ মনে করে তারা এ সবের ওপর ক্ষমতাবান (আহরণ ও ভোগ করতে), তখনই দিনে অথবা রাতে আমাদের (অতাৎক্ষণিক/তাৎক্ষণিক) নির্দেশ এসে পড়ে ও আমরা তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই যেন গতকালও তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ[৩] বর্ণনা করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।
২. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় ... ...
৩. আমাদের প্রেরিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাসমূহ।

২৫. আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন, আর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা স্থায়ী পথে পরিচালিত করেন[১]।

১. আর আল্লাহ প্রণীত প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ স্থায়ী পথ পায়। স্থায়ী সঠিক পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

২৬. যারা সৎকাজ (নেকী) করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরও অধিক কিছু। কোনো প্রকার মলিনতা ও অপমান তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

২৭. আর যারা গুনাহর কাজ[১] করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই। তাদের মুখমণ্ডল যেন রাতের অন্ধকারের মতো আচ্ছাদিত। তারা আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

১. অস্বীকার বা অস্বীকারের কাছাকাছি অবস্থানে থেকে আদেশ/ নিষেধ অমান্য করা ধরনের গুনাহ তথা কুফরীর কবীরা বা সাধারণ কবীরা গুনাহ করে ... ...

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?’ (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি।

২৮. আর যেদিন আমরা তাদের সকলকে একত্রিত করবো এবং

মুশরিকদেরকে বলবো, তোমরা এবং তোমরা যাদের শরীক বানিয়েছিলে তারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করো। অতঃপর আমরা তাদের মাঝখান থেকে অপরিচিতির আবরণ সরিয়ে নেবো (ফলে তারা একে অন্যকে চিনতে পারবে)। তখন তারা যাদেরকে শরীক বানিয়েছিল তারা বলবে– তোমরা আমাদের দাসত্ব[১] করতে না?

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করতে না।

২৯. বস্তুত আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, (তোমরা আমাদের দাসত্ব করে থাকলেও) আমরা তোমাদের দাসত্ব করা সম্পর্কেবে-খবর ছিলাম।

৩০. সেখানে তাদের প্রত্যেকে তার অতীত কৃতকর্ম যাচাই করে জেনে নেবে এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। আর তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাদের কাছ থেকে উধাও হবে।

রুকু : ৪

৩১. বলো, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন বা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন বা কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? আর কে সকল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা বলবে– ‘আল্লাহ’। অতঃপর বলো, তবু কি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হবে না[১]?

১. তবু কি তোমরা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হবে না?

৩২. অতএব তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রকৃত রব। সত্য ত্যাগ করার পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী থাকে? সুতরাং তোমাদের কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

৩৩. এভাবে সত্য ত্যাগকারীদের ওপর তোমার রবের বাণী সত্য প্রমাণিত হয়, তাই, তারা ঈমান আনতে পারে না।[১]

১. এভাবে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান সত্য ত্যাগকারীদের (ফাসিক) ওপর কার্যকর হয়। তাই, তারা ঈমান আনতে পারে না।

৩৪. বলো, তোমরা যাদের শরীক করো তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনে ও পরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়? বলো, আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন ও পরে তার পুনরুত্থান ঘটান, সুতরাং তোমাদের

বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

৩৫. বলো, তোমরা যাদের শরীক করো তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে? বলো, আল্লাহই সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন। তবে কি যিনি সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর যোগ্য, নাকি যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না সে? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো?

৩৬. আর তাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। নিশ্চয় সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোনো উপকারে আসে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন।

৩৭. আর এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা রচনা করেছে বরং এটা এর সামনে যা আছে তার সত্যায়নকারী[১] এবং কিতাবটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ধারণকারী[২] (এবং) এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি জগৎসমূহের রবের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ)।[৩]

১. পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ।

২. কুরআনের একটি আয়াত অন্যটির ব্যাখ্যা। তাই, হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা হলেও কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। এটি কুরআন থেকে সঠিক জ্ঞানার্জন করা এবং কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর করার একটি মূলনীতি।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২: ২৬, ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা’ (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামের বইটি।

৩৮. তারা কি বলে এটা সে (মুহাম্মাদ) রচনা করেছে? বলো, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সুরা নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পারো ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩৯. বরং যে জিনিসটি এদের জ্ঞানের আওতায় আসেনি তাকে এরা মিথ্যা অভিহিত করে[১] অথচ এখনও এর তাৎপর্য (ব্যাখ্যা) এদের কাছে আসেনি। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা অভিহিত করেছিল, সুতরাং দেখো, জালিমদের পরিণাম কী হয়েছে!

১. মিথ্যা অভিহিত করার অন্য অর্থ হতে পারে রহিত (মানসুখ) অভিহিত করা।

৪০. আর তাদের মধ্যে কেউ এতে বিশ্বাস করে এবং কেউ এতে বিশ্বাস করে না। আর তোমার রব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

রুকু : ৫

৪১. আর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তুমি বলবে− আমার কাজের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা করো সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত।

৪২. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ (শোনার ভাব দেখিয়ে) তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তুমি কি বধিরকে শোনাবে যদি সে আকলকে কাজে না লাগায়, তারপরও?[১]

১. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বোধশক্তিকে কাজে না লাগালে কেউ কুরআন শুনে তার প্রকৃত অর্থ জানতে বা বুঝতে পারবে না।

৪৩. তাদের মধ্যে কেউ কেউ (দেখার ভাব দেখিয়ে) তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও?[১]

১. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বোধশক্তিকে কাজে না লাগালে কেউ কুরআন দেখে পড়ে তার প্রকৃত অর্থ জানতে বা বুঝতে পারবে না।

৪৪. নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না। বরং মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে।

৪৫. আর যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন সেদিন তাদের মনে হবে যে, তারা দিনের মুহূর্তকাল মাত্র (দুনিয়াতে) অবস্থান করেছিল। তারা পরস্পরকে চিনবে। আল্লাহর সাক্ষাৎকে যারা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল না।

৪৬. আর আমরা যে (শাস্তির) ওয়াদা তাদের সাথে করেছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখাই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই, সকল অবস্থায় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে এবং তারা যা করে আল্লাহ তার সাক্ষী।

৪৭. প্রত্যেক জাতির জন্য একজন রসুল রয়েছে (পাঠানো হয়েছে)। আর যখন তাদের রসুল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হয়নি।

৪৮. আর তারা বলে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বলো− এ প্রতিশ্রুতি কবে (পূর্ণ) হবে?

৪৯. বলো, আমার নিজের ভালো-মন্দের ওপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা ছাড়া।[১] প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে[২]। যখন তাদের সে সময় আসবে তখন তারা তা এক মুহূর্তও পিছাতে পারবে না। আবার এক মুহূর্তও আগাতে পারবে না।

১. বলো, আমার নিজের ভালো-মন্দের ওপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, কর্মের ভিত্তিতে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যা সংঘটিত হওয়ার কথা তা আমার বেলায়ও ঘটে।

২. প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় আছে।

৫০. বলো তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের ওপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে (তোমরা কি তা প্রতিরোধ করতে পারবে)? তবে অপরাধীরা কি তা তাড়াতাড়ি পেতে চায়?

৫১. যখন ঘটনা ঘটবে তখন কি তোমরা তাতে বিশ্বাস করবে? এখন আনলে?[১] অথচ তোমরা এটাই (শাস্তি) তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে।

১. শাস্তি আসার পর ঈমান আনলে বলা হবে– এখন আনলে? শাস্তি আসার পর ঈমান আনলে তা গ্রহণ করা হয় না।

৫২. পরে জালিমদের বলা হবে, স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন করো। তোমরা যা উপার্জন করতে তার বাইরের কোনো প্রতিফল তোমাদের দেওয়া হচ্ছে কি?

৫৩. আর তারা তোমার কাছে জানতে চায়, (তুমি যা বলছো) তা কি সত্য? বলো– হ্যাঁ, আমার রবের শপথ এটা অবশ্যই সত্য। আর তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না।

রুকু : ৬

৫৪. আর পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা যদি জুলুম করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির থাকতো তবে (কিয়ামতের দিন) সে তা অবশ্যই মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতো। আর যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন অনুতাপ গোপন করবে। আর তাদের মাঝে ফয়সালা করা হবে ন্যায্যভাবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

৫৫. জেনে রেখো! আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। জেনে রেখো! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৫৬. তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান[১] এবং তাঁর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

১. আল্লাহর প্রণীত আয়ু পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার ফলে মানুষ

জীবন (আয়ু) পায় এবং আল্লাহর প্রণীত মৃত্যু হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে।

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে উপদেশ এসেছে। আর তোমাদের সদরে[১] যা আছে তার নিরাময়কারী এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে যা আছে তার নিরাময়কারী এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮**

৫৮. বলো, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় (কুরআন এসেছে), সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা জমা করে রাখে তার চেয়ে এটা উত্তম।

৫৯. বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তোমাদের জন্যযে জীবন সামগ্রী অবতীর্ণ করেছেন তার কিছু তোমরা হালাল ও কিছু হারাম করেছো? বলো, আল্লাহ কি তোমাদের এর অনুমতি দিয়েছেন? না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছো?

৬০. আর যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কী ধারণা? নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[১]

১. আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর মানুষ ৩ বিভাগে বিভক্ত থাকবে– ক. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা শ্রেণি। খ. অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানা ছাড়াই কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা শ্রেণি। গ. অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা শ্রেণি। পৃথিবীর অধিকাংশ থাকবে ১ ও ২ নং বিভাগে।

রুকু : ৭

৬১. তোমরা যে অবস্থায় থাকো এবং তুমি কুরআন থেকে সে অবস্থা সম্পর্কে যাই পাঠ করো এবং (হে লোকেরা!) তোমরা কাজের মধ্যে থেকে (সে সম্পর্কে) যে কাজই করো, আমরা তোমাদের ওপর প্রত্যক্ষদর্শী, যখন তোমরা তাতে মনোনিবেশ করো। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ এমনকি তার চেয়েও ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই তোমার রবের অগোচরে নয় বরং তা সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে।

৬২. জেনে রেখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

৬৩. যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ-সচেতনতার পথ অবলম্বন করে।[১]

১. যারা ঈমান আনে এবং কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয় তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

৬৪. তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহর কথার কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই মহাসাফল্য।

৬৫. আর তাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ সব ইজ্জত-সম্মানের মালিক। তিনি সব শোনেন ও সব জানেন।

৬৬. জেনে রেখো, যারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহরই। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে শরীকরূপে ডাকে তারা কীসের অনুসরণ করে? তারা শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যাই বলে।

৬৭. তিনিই তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন[১] আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা (মনযোগ সহকারে) শোনে।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে (এবং মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে)।

৬৮. তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পুত-পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত। আকাশসমূহে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো যুক্তি নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছো যা তোমরা জানো না।

৬৯. বলো, নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে তারা সফল হবে না।

৭০. (তাদের জন্য) পৃথিবীতে কিছু ভোগ-সামগ্রী রয়েছে, অতঃপর আমাদেরই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন তাদের আমরা কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো, কারণ তারা কুফরী করতো।

রুকু : ৮

৭১. আর তুমি তাদের কাছে নুহ-এর সংবাদ পাঠ করে শোনাও। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থান ও

আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে[১] উপদেশ দান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয়ে থাকে তবে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করি, সুতরাং তোমরা তোমাদের শরীকদের নিয়ে তোমাদের (করণীয়) বিষয়ে একমত হও, পরে যেন তোমাদের (করণীয়) বিষয়ে তোমাদের কাছে অস্পষ্ট না থাকে। অতঃপর তোমরা (যা স্থির করবে তা) আমার প্রতি কার্যকর করো এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে ... ...

৭২. এরপর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় কেবল আল্লাহর কাছে। আর আমি আত্মসমর্পণকারী হতে আদিষ্ট হয়েছি।

৭৩. তখন তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো, অতঃপর তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌযানে ছিল তাদেরকে আমরা উদ্ধার করলাম এবং তাদেরকে (পূর্ববর্তীদের) স্থলাভিষিক্ত করলাম এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। অতএব দেখো, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল?

৭৪. এরপর আমরা অনেক রসুল প্রেরণ করি তাদের সম্প্রদায়ের কাছে, তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট বিষয় নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারা পূর্বে যা অস্বীকার করেছিল তার প্রতি ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) সীমালঙ্ঘনকারীদের মনে মোহর মেরে দেই[১]।

১. এভাবে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সীমালঙ্ঘনকারীদের মন তথা মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল ইসলাম বিরোধী কথা ও কাজের কারণে অবদমিত হতে থাকে এবং একদিন তাতে মোহর পড়ে যায় (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যায়)।

৭৫. তারপর আমরা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহসহ মুসা ও হারূনকে, ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করি কিন্তু তারা অহংকার করে এবং তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

৭৬. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে সত্য এলো তখন তারা বললো– এটা নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট জাদু।

৭৭. মুসা বললো, সত্য তোমাদের কাছে আসার পরও তোমরা সে সম্পর্কে এমন বলছো? এটা কি জাদু? আর জাদুকররা তো সফল হয় না।

৭৮. তারা বললো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তুমি কি তা থেকে আমাদের বিচ্যুত করার জন্য এবং যাতে দেশে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা হয় সে জন্য আমাদের কাছে এসেছো? আর আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করি না।
৭৯. আর ফিরাউন বললো, তোমরা আমার কাছে সকল সুদক্ষ জাদুকরকে নিয়ে এসো।
৮০. অতঃপর যখন জাদুকররা এলো তখন মুসা তাদের বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ করো।
৮১. অতঃপর যখন তারা তা নিক্ষেপ করলো তখন মুসা বললো, তোমরা যা এনেছো তা জাদু। নিশ্চয় আল্লাহ তা নষ্ট করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কাজ সংশোধন করেন না।
৮২. আর আল্লাহ তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন অপরাধীরা যতই অপছন্দ করুক।

রুকু : ৯

৮৩. অতঃপর ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ভয়ে মুসার সম্প্রদায়ের কিছু সন্তান-সন্ততি ছাড়া আর কেউ তার প্রতি ঈমান আনেনি। আর বস্তুত ফিরাউন ছিল দেশে খুবই স্বেচ্ছাচারী। আর সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
৮৪. আর মুসা বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো (এবং) যদি তোমরা মুসলিম হও, তবে তোমরা তাঁরই ওপর ভরসা করো।
৮৫. অতঃপর তারা বললো– আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব! আমাদের জালিম সম্প্রদায়ের নির্যাতনের শিকার করো না।
৮৬. আর আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করো।
৮৭. আর আমরা মুসা ও তার ভাইকে ওহী করলাম, মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য ঘর তৈরি করো এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কিবলা (ইবাদাতের স্থান) বানাও এবং সালাত কায়েম করো[১]। আর মু'মিনদের সুসংবাদ দাও।
১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো। **পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন–** সুরা বাকারা/২ : ১৭৭, ১৪৩; মায়েদা/৫ : ৬; জুম'য়া/৬২ : ৯; মাউন/১০৭ : ৪-৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' (গবেষণা সিরিজ-৩) বইটি।

৮৮. আর মুসা বললো, হে আমাদের রব! তুমি তো ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্য ও সম্পদ দিয়েছো। হে আমাদের রব! তার সাহায্যে তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে ভুল পথে পরিচালিত করে। হে আমাদের রব! তাদের সম্পদ নষ্ট করে দাও, তাদের মনের ওপর কাঠিন্য (অশান্তি/কষ্ট) আরোপ করো, তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

৮৯. তিনি বললেন, তোমাদের দুজনের দোয়া কবুল হলো, সুতরাং তোমরা অটল থাকো এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করো না।

৯০. আর আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী শত্রুতা ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের পেছনে ধাওয়া করলো। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগলো তখন বললো– আমি এটিতে ঈমান আনলাম যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই যার ওপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

৯১. এখন (ঈমান আনলে)! অথচ ইতিপূর্বে তুমি অমান্য করেছো এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

৯২. তাই আজ আমরা তোমার দেহটি সংরক্ষণ করবো যাতে তা তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে[১]। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অবশ্যই অনেকেই আমাদের আয়াত সম্পর্কে গাফিল/উদাসীন[২]।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকে।
২. আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অবশ্যই অনেকেই কুরআনের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনিকে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল দিয়ে বুঝে নেওয়াকে কম গুরুত্ব দেয়।

রুকু : ১০

৯৩. আর আমরা বনী ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করলাম এবং আমরা তাদের উত্তম খাদ্য দিলাম। অতঃপর তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পর তারা সে বিষয়ে মতভেদ করেছিল। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিল তোমার রব অবশ্যই তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনে তার ফয়সালা করে দেবেন।

৯৪. আমরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তুমি কোনো প্রকার সন্দেহে থাকো তবে তোমার পূর্ববর্তী কিতাব যারা পাঠ করে তাদের

জিজ্ঞাসা করো। নিশ্চয় তোমার রবের কাছ থেকে তোমার কাছে সত্য এসেছে, অতএব তুমি কখনও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৯৫. আর যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে[১] তুমি কখনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, তাহলে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১. যারা কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

৯৬. নিশ্চয় যাদের ওপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমার রবের বাণী কার্যকর হয়েছে, তারা ঈমান আনবে না।[১]

১. নিশ্চয় কৃতকর্মের কারণে যাদের ওপর তোমার রবের তৈরি ঈমান না আনার প্রোগ্রাম/বিধান কার্যকর হয়েছে তারা অবশ্যই ঈমান আনতে পারবে না।

৯৭. আর যদি তাদের কাছে সকল নিদর্শনও আসে যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখবে (ততক্ষণ তারা ঈমান আনবে না)।

৯৮. অতঃপর ইউনূসের সম্প্রদায় ছাড়া একটি জনপদবাসীও কেন এমন হলো না যে, তারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো? তারা (ইউনূসের সম্প্রদায়) যখন ঈমান আনলো তখন আমরা তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের অপমানজনক শাস্তি দূর করলাম এবং তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ভোগ-বিলাস করতে দিলাম।

৯৯. আর তোমার রব (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সবাই অবশ্যই ঈমান আনতো[১]। তবে কি তুমি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে তারা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত![২]

১. আর তোমার রবের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানে থাকলে বা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চাইলে পৃথিবীর সকল মানুষ অবশ্যই ঈমান আনতো।
২. ইসলাম বাহু বলে প্রতিষ্ঠা করার বিষয় নয়।

১০০. আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না[১]। আর যারা আকলকে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) ভুল চাপিয়ে দেন[২]।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।
২. আর যারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে না তাদের ওপর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী অকল্যাণ/ভুল চেপে বসে।
পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আনফাল/৮ : ২২ ও ২৯; মূলক/৬৭ : ১০; আল আন'আম/৬ : ১১১; হাজ্জ/২২ : ৪৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন’ (গবেষণা সিরিজ-৬) নামের বইটি।

রুকু : ১১

১০১. বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ করো। আর নিদর্শন ও ভীতি প্রদর্শন সেই সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না যারা (যথাযথ প্রক্রিয়ায়) ঈমান আনেনি[১]।

১. আর আল্লাহর কাছ থেকে আসা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও ভীতি প্রদর্শন সেই সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না যারা জন্মগতভাবে জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল দিয়ে জেনে-বুঝে ঈমান আনেনি।

১০২. তবে তারা কি তাদের পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে তাদের অনুরূপ দিনগুলোর জন্য অপেক্ষা করছে? বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা করো আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

১০৩. এরপর আমরা আমাদের রসুলগণকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উদ্ধার করি। এভাবেই মু’মিনদের উদ্ধার করা আমাদের দায়িত্ব।

১০৪. বলো, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার জীবন-ব্যবস্থার প্রতি সন্দিহান হও তবে জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের দাসত্ব করো[১] আমি তাদের দাসত্ব করি না বরং আমি দাসত্ব করি আল্লাহর যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর আমি মু’মিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

১. আমি আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করি। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

১০৫. আর তুমি একনিষ্ঠভাবে তোমার চেহারাকে (জীবনকে) ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার অভিমুখী করো। আর কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১০৬. আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না অপকারও করে না। যদি এটা করো তবে তুমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১০৭. আর আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিলে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই। আর আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তাঁর অনুগ্রহ বন্ধ করার কেউ নেই। তার বান্দাদের মধ্যে (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন[১], আর তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. তাঁর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী মানুষ মঙ্গল পায়।

১০৮. বলো, হে মানুষ! তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে

সত্য এসেছে। তাই যে এ সঠিক পথ অবলম্বন করবে তাঁর নিজের কল্যাণের জন্যই এ পথ অবলম্বন করবে। আর যে ভুল পথে চলবে, পথভ্রষ্টতা তার নিজের ওপর অকল্যাণ ডেকে আনবে। আর আমি তোমাদের ওপর কর্তৃত্বধারী নই।

১০৯. আর তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহ মীমাংসা করে দেওয়া পর্যন্ত তুমি ধৈর্যধারণ করো। আর আল্লাহই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

সুরা : ১১

হুদ

একজন নবীর নাম, মাক্কী, আয়াত : ১২৩, রুকু : ১০

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-র। এটি এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ[১] সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, অতঃপর তা ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয়েছে, মহাপ্রজ্ঞাবান ও সকল বিষয়ে অবহিত সত্তার পক্ষ থেকে।

১. ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

২. তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে না[১]। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষথেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

১. তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের কোনো কাজ করবে না। শর্তগুলো জানার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

৩. আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তিনি তোমাদের এক নির্দিষ্টকালের জন্য উত্তম ভোগের সামগ্রী দেবেন এবং তিনি প্রত্যেক গুণিজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি।

৪. আল্লাহর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫. জেনে রেখো, নিশ্চয় তারা তাঁর কাছ থেকে গোপন করার জন্য তাদের সদরকে ভাঁজ করে[১]। জেনে রেখো, যখন তারা কাপড় দিয়ে নিজেদের আবৃত করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন।

নিশ্চয় তিনি সদরে থাকা বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে ভাঁজ করে। এটি মনের কথা লুকানোর এক ধরনের প্রচেষ্টা।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭**

পারা-১২

৬. আর পৃথিবীতে বিচরণশীল সবার জীবন সামগ্রীর দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে জানেন। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে[১]।

১. সবকিছুর প্রোগ্রাম/বিধান সুস্পষ্ট উম্মুল কিতাবে লেখা রয়েছে। যে কিতাব লাওহে মাহফুজে আছে।

৭. আর তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তখন তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর, তোমাদের মধ্যে কে কাজে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য। তুমি যদি বলো, মৃত্যুর পর তোমরা অবশ্যই উত্থিত হবে, কাফিররা নিশ্চয়ই বলবে– এটা সুস্পষ্ট জাদু।

৮. আর আমরা যদি নির্দিষ্ট কালের জন্য তাদের ওপর থেকে শাস্তি বিলম্বিত করি তবে তারা নিশ্চয় বলবে– কীসে তা আটকে রেখেছে? জেনে রেখো! যে দিন তাদের কাছে এটা আসবে সেদিন তাদের কাছ থেকে তা নিবৃত্ত করা হবে না এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

রুকু : ২

৯. আর যদি (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা মানুষকে আমাদের কাছ থেকে দয়ার স্বাদ গ্রহণ করাই এবং পরে তার কাছ থেকে সেটি প্রত্যাহার করি (তখন) নিশ্চয় সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।[১]

১. মানুষ যদি কৃতকর্মের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন/বিধান) অনুযায়ী দয়ার স্বাদ গ্রহণ করে এবং পরে ... ...।

১০. আর যদি দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাকে অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে অবশ্যই বলবে, আমার বিপদ কেটে গেছে[১]। (তখন) নিশ্চয় সে অবশ্যই উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়ে ওঠে।

১. যদি দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী মানুষ অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করে তখন সে অবশ্যই বলে, আমার বিপদ কেটে গেছে।

১১. কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১২. তবে কি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার কিছু তুমি বর্জন করবে? আর তোমার সদর[১] সংকুচিত হবে এজন্য যে, তারা বলে– তার কাছে ধনভান্ডার অবতীর্ণ হয় না কেন অথবা তার সাথে কোনো ফেরেশতা আসে না কেন? নিশ্চয় তুমি তো কেবল সতর্ককারী। আর আল্লাহ সব বিষয়ের কর্তৃত্বের অধিকারী।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮**

১৩. তারা কি বলে সে এটা নিজে রচনা করেছে? বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর মতো দশটি সুরা রচনা করে আনো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পারো, ডেকে আনো (এ কাজে তোমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য)।

১৪. যদি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয় তবে জেনে রেখো, এটা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই অবতীর্ণ এবং তিনি ছাড়া অন্যকোনো ইলাহ নেই। অতএব, তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে কি?

১৫. যারা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, দুনিয়াতে (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেওয়া হয় না।[১]

১. যারা পার্থিব জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা করে, দুনিয়াতে মহান আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কৃত কাজের পূর্ণ প্রতিদান তারা পেয়ে যায় এবং সেখানে তারা কম পায় না।

১৬. ওরাই তারা যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। আর তারা যা করেছে তা (আখিরাতে) নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের কৃতকর্ম বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৭ যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেটি সে অধ্যয়ন করে, তাঁর (আল্লাহর) পক্ষথেকে প্রেরিত সাক্ষীকে (রসুল) এবং পূর্বে উপস্থিত থাকা মুসার কিতাবকে, পথপ্রদর্শক ও অনুগ্রহ হিসেবে বিশ্বাস করে সে কি তার মতো (যে অনুরূপ নয়)? এমন লোকেরাই এতে (কুরআনে) বিশ্বাস স্থাপন করে। অন্য দলের যে একে (কুরআনকে) অবিশ্বাস করবে আগুনই হচ্ছে তার প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এতে (কুরআনের প্রতি) সন্দিহান হয়ো না। এটা (কুরআন) তোমার রবের প্রেরিত সত্য (গ্রন্থ)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।

১৮. আর যারা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) আল্লাহ সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে তাদের চেয়ে বড়ো অত্যাচারী/গুনাহগার আর কে হতে পারে?[১]

তাদেরকে উপস্থিত করা হবে তাদের রবের সামনে এবং সাক্ষীরা বলবে– এরাই এদের রবের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করেছিল। সাবধান! আল্লাহর অভিশাপ জালিমদের ওপর।

১. আয়াতাংশের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

বিস্তারিত জানতে দেখুন– সুরা আন‘আমের ১৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১৯. যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং এতে বক্রতা (দোষ-ত্রুটি) অনুসন্ধান করে তারাই আখিরাতে অবিশ্বাসী।

২০. তারা পৃথিবীতে (আল্লাহকে) অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কোনো অভিভাবক নেই। তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। তাদের শোনার সামর্থ্যও ছিল না এবং তারা দেখতও না।[১]

১. কারণ, তারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে কোনো কিছু জানা বা বোঝার জন্য কাজে লাগায় না (সৃষ্টিতত্ত্ব হলো সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের আধারে একটি বিষয়ের ধারণা না থাকলে মানুষ বিষয়টি শুনে বা দেখে তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে না)।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৮**

২১. তারাই ঐসব লোক যারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে এবং (কথা ও কাজের মাধ্যমে) যে মিথ্যা তারা রচনা করতো তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

২২. কোনো সন্দেহ নেই যে, তারাই আখিরাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং তাদের রবের প্রতি বিনয়াবনত হয়, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

২৪. দুটি দলের উদাহরণ[১] হলো– দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে দৃষ্টিহীন ও বধির ব্যক্তির তুলনা করার মতো[২]। তুলনায় কি উভয়ে সমান? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১. আল্লাহ কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।

২. Common sense/আকল জাগ্রত থাকা বা না থাকার কারণে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে দৃষ্টিহীন ও বধির ব্যক্তির তুলনা করার মতো।

রুকু : ৩

২৫. আর অবশ্যই আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী।

২৬. তোমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত[১] না করো। আমি তোমাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির ভয় করি।

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের কোনো কাজ না করো। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

২৭. অতঃপর তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বললো, আমরা তোমাকে আমাদের মতো মানুষ ছাড়া কিছু দেখছি না এবং আমাদের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যারা অধম তাদেরকে ছাড়া কাউকে তোমার অনুসরণ করতে দেখছি না। আর আমরা আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না। বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।

২৮. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছো আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর থেকে থাকি এবং তিনি আমাকে তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ (নবুয়্যত) দান করেন, অতঃপর সেটি তোমাদের কাছে অন্ধকার করে রাখা হয়, তাহলে আমি কি তাতে (বিশ্বাস করতে) তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি এমতাবস্থায় যে, তোমরা সেটিকে অপছন্দ করো?

২৯. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে কোনো ধন-সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক শুধু আল্লাহর কাছে এবং মু'মিনদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। তারা (মু'মিনরা) নিশ্চিতভাবে তাদের রবের সাক্ষাৎ লাভ করবে, তবে আমি দেখছি তোমরা জাহিলিভাবধারার অনুসারী এক সম্প্রদায়[১]।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া এক সম্প্রদায়।

৩০. আর হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

৩১. আর আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার আছে এবং আমি অদৃশ্যও জানি না। আর আমি এও বলি না যে, আমি ফেরেশতা এবং তোমাদের দৃষ্টিতে যারা নীচু তাদের সম্পর্কে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনই কল্যাণ দেবেন না। তাদের মনে যা আছে তা আল্লাহ ভালোভাবে জানেন। (এ ধরনের কথা যদি বলি) তা হলে আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

৩২. তারা বললো, হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করছো এবং তুমি আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বিতর্ক করছো। অতঃপর তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে আসো।
৩৩. সে বললো, আল্লাহই তা তোমাদের কাছে নিয়ে আসবেন যদি তিনি চান এবং তোমরা (তাকে) ব্যর্থ করতে পারবে না।
৩৪. আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে চান[১]। তিনিই তোমাদের রব। আর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।
১. যদি আল্লাহর তৈরি পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তোমরা চলতে থাকো।
৩৫. তারা কি বলে যে, সে এটা রচনা করেছে? বলো, আমি যদি এটা রচনা করে থাকি, তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হবো এবং তোমরা যে অপরাধ করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত।

রুকু : ৪

৩৬. আর নূহের প্রতি ওহী হয়েছিল, যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনও ঈমান আনবে না, সুতরাং তারা যা করে তার জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না।
৩৭. আর তুমি আমাদের তত্ত্বাবধানে ও আমাদের ওহী অনুযায়ী একটি নৌকা নির্মাণ করো এবং যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে।
৩৮. আর সে নৌকাটি তৈরি করতে লাগলো এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা তার কাছ দিয়ে যেত, তাকে উপহাস করতো। সে বলতো, তোমরা যদি আমাদেরকে উপহাস করো তবে নিশ্চয় আমরাও (একদিন) তোমাদের উপহাস করবো, যেমন তোমরা উপহাস করছো।
৩৯. অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার ওপর আসবে অপমানজনক শাস্তি এবং কার ওপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।
৪০. অবশেষে যখন আমাদের আদেশ এলো এবং চুলা উথলে উঠলো, আমরা বললাম– প্রত্যেক (জীব) থেকে এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তারা ছাড়া সকলে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের এতে উঠিয়ে নাও। আর তাঁর (নূহ) সঙ্গে অল্প কয়েকজন ছাড়া আর কেউই ঈমান আনেনি।
৪১. আর সে বললো, তোমরা এতে আরোহণ করো, আল্লাহর নামে এর

গতি ও স্থিতি। আমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৪২. আর পর্বত-সমান ঢেউয়ের মধ্যে এটা তাদের নিয়ে চলতে থাকলো। আর নূহ তার পৃথক থাকা পুত্রকে ডেকে বললো, হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো এবং কাফিরদের সঙ্গী হয়ো না।

৪৩. সে বললো, শীঘ্রই আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেবো যা আমাকে পানি (প্লাবন) থেকে রক্ষা করবে। সে (নূহ) বললো, আজ আল্লাহর হুকুম থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে যাকে আল্লাহ দয়া করবেন সে ছাড়া। এরপর ঢেউ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

৪৪. এরপর বলা হলো, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ (বর্ষণ) বন্ধ করো। এরপর বন্যার পানি কমে গেল এবং (আল্লাহর) কাজ শেষ হলো। আর তা (নৌকা) জুদী পর্বতের ওপর স্থির হলো এবং বলা হলো, জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক।

৪৫. আর নূহ তার রবকে ডেকেছিল অতঃপর বলেছিল– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।

৪৬. তিনি বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ে চেয়ো না/অনুরোধ করো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন তুমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত না হও[১]।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত না হও।

৪৭. সে বললো, হে আমার রব! নিশ্চয় আমি আপনার কাছে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যে বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আর আপনি আমাকে ক্ষমা না করলে এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

৪৮. বলা হলো, হে নূহ! আমার পক্ষ থেকে শান্তিসহ অবতরণ করো এবং বরকত (কল্যাণ) তোমার ও তোমার সাথে থাকা উম্মতের (দল) প্রতি। আর উম্মতের (যারা কুফরি করবে) তাদের আমি শীঘ্রই জীবনোপভোগ দেবো, পরে আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।

৪৯. এ সমস্ত অদৃশ্যের সংবাদ যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করছি। এর পূর্বে তুমি এবং তোমার সম্প্রদায়ও এসব জানতো না। সুতরাং ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় শুভ পরিণাম আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিগণের জন্য[১]।

১. নিশ্চয় শুভ পরিণাম এ আয়াতগুলোর ঐতিহাসিক শিক্ষাসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিগণের জন্য।

রুকু : ৫

৫০. আর আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো[১], তিনি ছাড়া তোমাদের অন্যকোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমরা মিথ্যা রচনাকারী ছাড়া আর কিছু নও।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৫১. হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক আছে তার কাছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবু কি তোমরা আকলকে কাজে লাগাবে না?[১]

১. তবু তোমরা কি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেককে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করবে না?

৫২. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। অতঃপর তাঁর কাছে তাওবা করো তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তিনি আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তিবৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

৫৩. তারা বললো, হে হূদ! তুমিতো আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আনোনি, (সুতরাং) তোমার কথায় আমরা আমাদের দেবতাদের পরিত্যাগ করবো না এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাসও করি না।

৫৪. আমরা এটাই বলি, আমাদের দেবতাদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ প্রভাব দিয়ে পরিবেষ্টন করেছে। সে বললো, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয় আমি তা থেকে দায়মুক্ত যাকে তোমরা শরীক করো।

৫৫. তাকে ছাড়া; অতঃপর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

৫৬. নিশ্চয় আমি ভরসা করি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর ওপর। এমন কোনো জীব-জন্তু নেই যাদের নিয়ন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেননি। নিশ্চয় আমার রব আছেন স্থায়ী পথে।

৫৭. তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে (এটা জেনে রেখো) আমি যা সহ তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার রব তোমাদের ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার রব সবকিছুর সর্বাধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী।

৫৮. আর যখন আমাদের নির্দেশ এলো তখন আমরা হূদ ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর তাদের রক্ষা করলাম কঠিন শাস্তি থেকে।

৫৯. আর এই আদ জাতি। (এরা) তাদের রবের আয়াত[১] অস্বীকার করেছিল ও তাঁর রসুলগণের অবাধ্য হয়েছিল এবং তারা প্রত্যেক ঔদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করেছিল।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

৬০. আর লা'নতকে তাদের অনুগামী করা হয়েছিল এই দুনিয়ায় এবং (অভিশপ্ত হবে তারা) কিয়ামতের দিনেও। জেনে রেখো! আদ সম্প্রদায় তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল। জেনে রেখো! ধ্বংসই ছিল আদ জাতির পরিণাম, যারা হূদের সম্প্রদায়।

রুকু : ৬

৬১. আর আমরা ছামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো[১], তিনি ছাড়া তোমাদের অন্যকোনো ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন, সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে ফিরে আসো। নিশ্চয় আমার রব অতি নিকটবর্তী এবং ডাকে সাড়াদানকারী।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৬২. তারা বললো, হে সালিহ! এর পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল, তুমি কি আমাদেরকে তাদের দাসত্ব করতে নিষেধ করছো যাদের দাসত্ব করতো আমাদের পিতৃপুরুষরা? আর আমরা অবশ্যই অবশ্যই বিভ্রান্তিকর

সন্দেহে রয়েছি সে বিষয়ে যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান করছো।
৬৩. সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার রবের প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের ওপর থেকে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ (নবুওয়াত) দান করে থাকেন তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই? সুতরাং তোমরা কেবল আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করছো না।
৬৪. আর হে আমার সম্প্রদায়! এটা আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন[১] স্বরূপ, একে আল্লাহর জমিনে চরে খেতে দাও এবং একে কোনো কষ্ট দিও না, তাহলে এমন শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে যা অতি নিকটে।
১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা একটি শিক্ষণীয় বিষয়।
৬৫. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করলো, অতঃপর সে বললো, তোমরা তোমাদের ঘরে তিনদিন জীবন উপভোগ করে নাও। এটি একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা নয়।
৬৬. অতঃপর যখন আমাদের নির্দেশ এলো তখন আমরা সালিহ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম সে দিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয় তোমার রব শক্তিশালী ও মহাপ্রতাপশালী।
৬৭. অতঃপর যারা জুলুম করেছিল প্রচণ্ড শব্দ তাদেরকে আঘাত করলো, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।
৬৮. যেন তারা সেখানে কখনও বসবাস করেনি। জেনে রেখো! ছামূদ সম্প্রদায় তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল। জেনে রেখো! ধ্বংসই ছিল ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

রুকু : ৭

৬৯. আর অবশ্যই আমার দূত (ফেরেশতাগণ) সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের কাছে এসে বললো, সালাম। সেও বললো– সালাম, অতঃপর সে এক কাবাবকৃত বাছুর নিয়ে আসতে বিলম্ব করলো না।
৭০. অতঃপর সে যখন দেখলো তাদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অশুভ মনে করলো এবং তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা বললো– ভয় করো না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।
৭১. আর তাঁর স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল এবং (ভয় দূর হওয়াতে) সে হাসলো, অতঃপর আমরা তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম। আর ইসহাকের পর ইয়াকুবের।

৭২. সে বললো, কী আশ্চর্য! আমি সন্তান জন্ম দেবো? অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামীও বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভূত ব্যাপার।
৭৩. তারা বললো, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করছো? হে পরিবারের লোকজন! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। নিশ্চয় তিনি অধিক প্রশংসিত ও সম্মানিত।
৭৪. অতঃপর যখন ইব্রাহীমের ভয় দূর হলো এবং তার কাছে সুসংবাদ এলো তখন সে লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার (ফেরেশতাদের) সাথে বাদানুবাদ করতে লাগলো।
৭৫. ইবরাহীম অবশ্যই সহনশীল, কোমল মন ও আল্লাহ অভিমুখী।
৭৬. (আমরা বললাম) হে ইবরাহীম! এ (যুক্তি-তর্ক) থেকে বিরত হও। নিশ্চয় তোমার রবের নির্দেশ এসে পড়েছে। আর নিশ্চয় তাদের প্রতি আসবে অপ্রতিরোধ্য শাস্তি।
৭৭. আর যখন আমার প্রেরিত দূত (ফেরেশতাগণ) লূতের কাছে এলো তখন সে তাদেরকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো এবং তাদের রক্ষায় নিজেকে অসমর্থ মনে করলো এবং বললো, এটা এক কঠিন দিন।
৭৮. তার সম্প্রদায় তার কাছে উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলো। আর আগে থেকেই তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বললো– হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?
৭৯. তারা বললো– তুমি জানো, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর আমরা কী চাই তা তুমি অবশ্যই জানো।
৮০. সে বললো, তোমাদের ওপর যদি আমার শক্তি থাকতো অথবা যদি আমি কোনো শক্ত খুঁটির (জাতিগোষ্ঠীর) আশ্রয় নিতে পারতাম!
৮১. তারা বললো– হে লূত! নিশ্চয় আমরা তোমার রবের প্রেরিত দূত, এরা কখনই তোমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোনো এক সময়ে তোমার পরিবারসহ বের হয়ে পড়ো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পিছন দিকে তাকাবে না, তবে তোমার স্ত্রী ছাড়া। তাদের যা ঘটবে তারও তা-ই ঘটবে। নিশ্চয় সকাল তাদের জন্য নির্ধারিত সময়। সকাল কি নিকটবর্তী নয়?
৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশের সময় আসলো তখন আমরা গোটা জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগতভাবে পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম।

৮৩. যা তোমার রবের কাছে চিহ্নিত (ছিল)। আর সে স্থানটা এ জালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়।

রুকু : ৮

৮৪. আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুআইবকে (আমরা পাঠিয়েছিলাম)। সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো[১] তিনি ছাড়া তোমাদের অন্যকোনো ইলাহ নেই। আর মাপে ও ওজনে কম করো না, আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখছি কিন্তু নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৮৫. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সংগতভাবে মাপ ও ওজন করবে এবং লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে না।

৮৬. যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ অনুমোদিত অবশিষ্ট (লাভ) তোমাদের জন্য উত্তম। আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।

৮৭. তারা বললো, হে শুআইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার দাসত্ব করতো আমাদের তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে নিজেদের ইচ্ছায় যা করি (ওজনে কম দেওয়া) তাও? তুমি অবশ্যই ধৈর্যশীল ও সৎ মানুষ।

৮৮. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আমি যদি আমার রবের প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের ওপর থেকে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর কাছ থেকে আমাকে উত্তম সম্পদ (নবুওয়াত) দান করে থাকেন (তবে তোমাদের অপরাধ করতে নিষেধ করা কি আমার দায়িত্ব নয়)? আমি যা তোমাদের করতে নিষেধ করি তা নিজে করতে চাই না। আমি শুধু আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক) সাহায্য ছাড়া আমার কোনো (কিছু করার) সামর্থ্য নেই[১]। আমি তাঁর ওপর ভরসা করি এবং আমি তাঁর দিকে ফিরে যাই।

১. আল্লাহর তৈরি সফল হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক সাহায্য ছাড়া কোনো কিছু করার পর সফল হওয়ার সামর্থ্য আমার নেই।

৮৯. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদেরকে (এমন অপরাধ করতে) বাধ্য না করে যাতে তোমাদের ওপর

অনুরূপ বিপদ আপতিত হয় যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়, হূদের সম্প্রদায় বা সালেহ-এর সম্প্রদায়ের ওপর। আর লূতের সম্প্রদায় তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয়।

৯০. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। নিশ্চয় আমার রব পরম দয়ালু ও বন্ধুপ্রতিম।

৯১. তারা বললো– হে শুআইব! তুমি যা বলো তার অনেক কথাই আমরা বুঝি না এবং নিশ্চয় আমরা আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি। আর তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠী না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা) করতাম। আর আমাদের ওপর তুমি প্রতাপশালীও নও।

৯২. সে বললো– হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠী আল্লাহর চেয়ে বেশি শক্তিশালী? তোমরা তো তাঁকে তোমাদের পিছনে ফেলে রেখেছো। নিশ্চয় আমার রব তোমাদের কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন।

৯৩. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করতে থাকো, আমিও কাজ করে যাচ্ছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার ওপর অপমানজনক শাস্তি আসবে এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা পর্যবেক্ষণ করো, আমিও তোমাদের সাথে পর্যবেক্ষণ করছি।

৯৪. যখন আমার নির্দেশ এসে গেল তখন আমি শুআইব ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা জুলুম করেছিল বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করলো, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় অবস্থায় পড়ে রইল।

৯৫. (সে আঘাতের ধ্বংসলীলা এমন ছিল) যেন সেখানে কখনও জনবসতি ছিল না। জেনে রেখো! ধ্বংসই ছিল মাদইয়ানবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল ছামূদ সম্প্রদায়।

রুকু : ৯

৯৬. আর অবশ্যই আমরা মুসাকে আমাদের আয়াতসমূহ[১] এবং স্পষ্ট প্রমাণসহ (স্পষ্ট মু'যিজাসহ) পাঠিয়েছিলাম।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

৯৭. ফিরাউন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে কিন্তু তারা ফিরাউনের নির্দেশের অনুসরণ করলো। আর ফিরাউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না।

৯৮. সে (ফিরাউন) কিয়ামতের দিন তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে। আর কতই নিকৃষ্ট সে প্রবেশস্থল যেখানে তাদের প্রবেশ করানো হবে।

৯৯. আর এখানে (এই দুনিয়ায়) অভিশাপ তাদের পিছু লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সেই প্রদত্ত পুরস্কার!

১০০. এটা জনপদসমূহের কিছু সংবাদ যা আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করছি, তার মধ্যে কিছু এখনো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিছু নির্মূল হয়েছে।

১০১. আর আমরা তাদের প্রতি জুলুম করিনি কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। যখন তোমার রবের নির্দেশ এলো তখন আল্লাহ ছাড়া যে ইলাহদের তারা দাসত্ব করতো[১] তারা তাদের কোনো উপকারে এলো না। আর তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের অন্য কিছু বৃদ্ধি করলো না।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করবে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১০২. আর এমনই তোমার রবের পাকড়াও। যখন জনপদসদমূহ জুলুম করতে থাকে তখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক (ও) কঠিন।

১০৩. নিশ্চয় এতে অবশ্যই তার জন্য অনেক আয়াত[১] আছে যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে। এটা সেই দিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং এটা সেই দিন যেদিন (সকলকে) উপস্থিত করা হবে।

১. অনেক সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়।

১০৪. আর আমরা শুধু নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য তা বিলম্বিত করছি।

১০৫. যেদিন তা আসবে সেদিন তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতঃপর তাদের মধ্যেকেউ (হবে) অসুখী ও কেউ (হবে) সুখী।

১০৬. অতঃপর যারা অসুখীদের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা যাবে আগুনে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে অধিক চিৎকার ও আর্তনাদ।

১০৭. সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে (চিরকাল), তোমার রবের (কারো ব্যাপারে) ভিন্ন রকম (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা থাকলে অন্য কথা[১]। নিশ্চয় তোমার রব যা ইচ্ছা করেন তা করতে পারেন।

১. অসুখীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারতো শুধু কাফিররা। কিন্তু তোমার রবের তৈরি করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ করিয়ে না নিয়ে যে সকল মু'মিন পরকালে যাবে তাদেরকেও অসুখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্যদেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩;

বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি।

১০৮. পক্ষান্তরে যারা সুখীদের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা যাবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে (চিরকাল), তোমার রবের (কারো ব্যাপারে) ভিন্ন রকম (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা থাকলে অন্য কথা[১]। এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

১. সুখীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারতো শুধু নেককার মু'মিনগণ। কিন্তু তোমার রবের তৈরি করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কবীরা ভিন্ন অন্য গুনাহ (মধ্যম ও ছাগীরা) নিয়ে যে সকল মু'মিন পরকালে যাবে তারাও সুখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবে।

১০৯. সুতরাং তারা যাদের ইবাদাত করে তাদের সম্পর্কে সন্দেহে থেকো না। পূর্বে তাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের দাসত্ব করতো[১] তারা তাদেরই দাসত্ব করে। আর নিশ্চয় আমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য কম নয়, পূর্ণমাত্রায় দেবো।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করা। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

রুকু : ১০

১১০. আর নিশ্চয় আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ করা হয়েছিল। আর তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া হতো[১]। তারা অবশ্যই এ (কুরআন) সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

১. তোমার রবের পূর্বে তৈরি করা প্রোগ্রাম না থাকলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া হতো।

১১১. আর তখন অবশ্যই তোমার রব প্রত্যেককে তাদের কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

১১২. সুতরাং তুমি অবিচল থাকো যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো এবং তোমার সাথে যারা (কুফরি থেকে) ফিরে এসেছে তারাও এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কৃতকর্ম প্রত্যক্ষকারী।

১১৩. আর যারা জুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না তাহলে

আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। আর তখন আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্যও করা হবে না।

১১৪. আর তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে।[১] অবশ্যই (সালাতসহ) সকল নেক আমল মন্দ কাজগুলোকে দূর করে।[২] এটি (সালাত) স্মরণ রাখার অতিবড়ো ব্যবস্থা, যারা স্মরণ রাখতে চায় তাদের জন্য।[৩]

১. আর তুমি কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখা এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে সালাত আদায় করো।

২. সালাতসহ সকল নেক আমলের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো– ব্যক্তি ও সমাজ জীবন হতে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা।

৩. সালাত রিভিশন (Revision) দেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখার অতিবড়ো ব্যবস্থা কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য। সালাত দু'ভাবে মানুষকে কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখতে সহায়তা করে– ক.সালাতে পঠিত কুরআন, তাসবীহ ও দুয়ার শিক্ষার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically)। সালাতে কুরআন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক (ফরজ)। খ. সালাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে (Practically)।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৪৩, ১৭৭; মায়েদা/৫ : ৬; জুম'য়া/৬২ : ৯; মাউন/১০৭ : ৪-৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' (গবেষণা সিরিজ-৩) নামের বইটি।

১১৫.আর তুমি ধৈর্যধারণ করো, কারণ নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

১১৬. তাহলে তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে যেসব জাতি গত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন লোক থাকলো না কেন যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা নিষেধ করতো? তবে অল্পকিছু লোক ছিল যাদেরকে আমরা তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা জালিম ছিল তারা বিলাস সামগ্রীর পেছনে ছুটেছিল, যা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের বিপুল পরিমাণে দেওয়া হয়েছিল[১] এবং তারা ছিল অপরাধী।

১. যা আমাদের তৈরি বিলাস সামগ্রী পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তারা বিপুল পরিমাণে পেয়েছিল এবং তারা ছিল অপরাধী।

১১৭. আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন অথচ তার অধিবাসীরা নেককার।

১১৮. আর তোমার রব (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক (ধর্মীয়) জাতিভুক্ত করতে পারতেন[১] এবং তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতে পারতো না।

১. আর তোমার রবের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানে থাকলে সমস্ত মানুষ এক ধর্মীয় জাতিভুক্ত হতো।

১১৯. তারা ছাড়া যারা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমার রবের দয়া (সঠিক জ্ঞান) অর্জন করে[১]। আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।[২] আর এ কারণেও যে– তোমার রবের বাণী 'আমরা অবশ্যই (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্বিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো' পূর্ণ হবে।[৩]

১. তারা বিপথে যাবে না যারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে সঠিক জ্ঞানার্জন করবে।

২. আর মতভেদ করা ও বিপথে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

৩. আর এ কারণেও যে– তোমার রবের বাণী 'অবশ্যই কৃতকর্মের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুসারে জ্বিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ হবে' সত্য প্রমাণিত হবে।

১২০. আর রসুলগণের সংবাদসমূহ[১] থেকে আমরা যে ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমরা তোমার মনকে[২] দৃঢ় করি। আর এর মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য শিক্ষা, উপদেশ ও যিক্‌র[৩]।

১. ঘটনা বা কাহিনিসমূহ।

২. মনে থাকা ঈমানকে।

৩. স্মরণ ও অনুসরণের বিষয়।

১২১. আর যারা বিশ্বাস করে না তাদের বলো, তোমরা নিজ-নিজ স্থানে কাজ করতে থাকো। নিশ্চয় আমরাও কাজ করে যাচ্ছি।

১২২. আর তোমরা অপেক্ষা করো। নিশ্চয় আমরাও অপেক্ষা করছি।

১২৩. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই আছে এবং তাঁরই কাছে সমস্ত কিছু ফিরে যাবে, সুতরাং তুমি তাঁর দাসত্ব করো[১] এবং তাঁর ওপর ভরসা করো। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমার রব উদাসীন নন।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। শর্তগুলোর জন্য বিস্তারিত বিবরণ দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

সুরা : ১২
ইউসুফ
একজন নবীর নাম, মাক্কী, আয়াত : ১১১, রুকু : ১২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত কিতাবের আয়াতসমূহ[১]।
১. এগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত কিতাব আল কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।
২. নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা আকলকে ব্যবহার করতে পারো।[১]
১. নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা এর নির্ভুল ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করতে পারো। অতঃপর সেটি দিয়ে অন্যগ্রন্থ বা স্থানে থাকা উল্লিখিত ধরনের জ্ঞানসমূহ যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জন করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারো।
৩. আমরা তোমার কাছে সর্বোত্তম কাহিনি[১] বর্ণনা করছি, তোমার প্রতি এই কুরআন ওহী করার মাধ্যমে। যদিও এর পূর্বে তুমি (এ ব্যাপারে) বে-খবরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।
১. সর্বোত্তম শিক্ষামূলক কাহিনি।
৪. যখন ইউসুফ তার পিতা (ইয়াকূব)-কে বলেছিল– হে আমার পিতা! আমি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে দেখেছি, আমি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায় দেখেছি।
৫. সে (ইয়াকূব) বললো– হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।
৬. এভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে (স্বপ্নের) বিভিন্ন কথার ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে

তিনি তা পূর্বে পরিপূর্ণরূপে পূরণ করেছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার রব মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।

রুকু : ২

৭. প্রশ্নকারীদের জন্য ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের ঘটনায় অবশ্যই একটি নিদর্শন[১] রয়েছে।

১. শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

৮. যখন তারা বলেছিল, আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ এবং তার ভাই (বিনইয়ামিন) অবশ্যই আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয় অথচ আমরা (সকল ভাই মিলে) একটি দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

৯. (তাদের এক ভাই বললো) তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো অথবা তাকে কোনো স্থানে ফেলে আসো, এতে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা সৎ মানুষ হয়ে যাবে।

১০. এদের মধ্যে (আর) এক ভাই বললো– তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোনো কূপের গভীরে নিক্ষেপ করো, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

১১. তারা বললো– হে আমাদের পিতা! আপনার কী হয়েছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না? অথচ নিশ্চয় আমরা তার শুভাকাঙ্ক্ষী।

১২. (সুতরাং) আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে পাঠান, সে তৃপ্তি সহকারে খাবে ও খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার (যথাযথ) রক্ষণাবেক্ষণ করবো।

১৩. সে (তাদের পিতা ইয়াকূব) বললো– এটা আমাকে অবশ্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করছি তাকে কোনো নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে এমন অবস্থায় যখন তোমরা তার ব্যাপারে গাফিল/উদাসীন থাকবে[১]।

১. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে কম গুরুত্ব দেবে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১৪. তারা বললো, আমরা একটি দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

১৫. অতঃপর তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হলো। আর আমরা তার প্রতি ওহী করলাম যে, তুমি

তাদেরকে তাদের এই কাজের কথা (একদিন) অবশ্যই বলে দেবে, যখন তারা তোমাকে বুঝতে পারবে না।

১৬. আর তারা এশার সময় কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এলো।

১৭. তারা বললো– হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেললো। কিন্তু (এ কথায়) আপনি আমাদের বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হই।

১৮. আর তারা তার জামা নিয়ে এলো মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে। সে (ইয়াকুব) বললো– না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বিষয় সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ধৈর্যধারণই উত্তম। আর তোমরা যা বানিয়ে বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।

১৯. আর এক যাত্রীদল আসলো, তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে প্রেরণ করলো, অতঃপর সে তার বালতি (সেই কূপের ভেতর) নামিয়ে দিলো। সে বলে উঠলো, ওহে, কী সুখবর! এ যে এক কিশোর। অতঃপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখলো। আর তারা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।

২০. আর তারা তাকে বিক্রয় করলো স্বল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে। আর তারা ছিল তার ব্যাপারে অনাগ্রহী।

রুকু : ৩

২১. আর মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললো– এর সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা করো, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্ররূপে গ্রহণ করবো। আর এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। আর তা এ কারণে যে, আমি তাকে (স্বপ্নের) বিভিন্ন কথার ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবো। আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে সর্বদা বিজয়ী কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

২২. আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো তখন তাকে প্রজ্ঞা[১] এবং জ্ঞান[২] দান করলাম। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

১. **প্রজ্ঞা/হিকমাহ :** কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/ আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

২. স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার জ্ঞান।

২৩. আর যে নারীর ঘরে সে ছিল সে তাকে অসৎকর্মের প্ররোচনা দিলো এবং সে (ঘরের) দরজাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে বললো, তোমাকে ডাকছি। সে (ইউসুফ) বললো, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, নিশ্চয় তিনি আমার প্রভু, তিনি (আল্লাহ) আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। (এ ধরনের কাজ করা ব্যক্তি জালিম) আর নিশ্চয় জালিমরা সফল হয় না।
২৪. আর সে স্ত্রীলোকটি (জুলাইখা) অবশ্যই তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল। আর সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো যদি না সে তার রবের নিদর্শন দেখতো। এভাবে আমরা তাকে মন্দকাজ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য (নিদর্শন দেখিয়েছিলাম)। নিশ্চয় সে ছিল আমার একজন একনিষ্ঠ বান্দা।
২৫. আর তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং (স্ত্রীলোকটি) পিছন থেকে (ধরে) তার জামা ছিঁড়ে ফেললো এবং তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেলো। স্ত্রীলোকটি বললো, যে তোমার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল কাজ করতে চায় তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কী প্রতিফল হতে পারে?
২৬. ইউসুফ বললো, সে-ই আমার কাছ থেকে অসৎকাজ কামনা করেছিল। আর স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো (বললো), যদি তার জামার সামনে থেকে ছেঁড়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী।
২৭. আর তার জামা যদি পিছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।
২৮. (স্ত্রী লোকটির) স্বামী যখন দেখলো যে, তার জামার পিছনে ছেঁড়া তখন সে বললো, নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা। তোমাদের ছলনা ভীষণ মারাত্মক।
২৯. হে ইউসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা করো। আর (হে নারী!) তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তুমিই প্রকৃত অপরাধী।

রুকু : ৪

৩০. আর শহরের কিছু নারী বললো, আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাসের কাছ থেকে অসৎকাজ কামনা করেছে। (অবৈধ) প্রেম তাকে উন্মাদ করেছে। আমরা নিশ্চিতভাবে তাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।
৩১. অতঃপর স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করলো এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিলো এবং (ইউসুফকে) বললো, তাদের সামনে বের হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখলো তখন তারা অভিভূত

হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো এবং তারা বললো, মহিমা আল্লাহর! এতো মানুষ নয়। এ এক সম্মানিত ফেরেশতা ছাড়া কিছু নয়।

৩২. সে (স্ত্রী লোকটি) বললো, এই সে; যার সম্পর্কে তোমরা আমার নিন্দা করেছো। আমি তার থেকেই দৈহিক অসৎকাজ কামনা করেছি, তবে সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আর আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে তাহলে সে অবশ্যই কারারুদ্ধ হবে এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩৩. সে (ইউসুফ) বললো, হে আমার রব! তারা (নারীরা) আমাকে যার প্রতি আহবান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে বেশি প্রিয়। আর আপনি যদি তাদের ছলনা আমার থেকে সরিয়ে না দেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হবো[১]।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবো। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩৪. অতঃপর তার রব তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে সরিয়ে দিলেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

৩৫. আর কিছু নিদর্শন[১] দেখার পর তাদের (আযিযের লোকদের) মনে হলো যে, তাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করবেই (যদিও সে নির্দোষ)।

১. আল্লাহ প্রেরিত কিছু বিষয়।

রুকু : ৫

৩৬. আর তার সাথে দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো। তাদের একজন বললো, নিশ্চয় আমি স্বপ্নে আমাকে মদ নিংড়াতে (বানাতে) দেখেছি। আর অপরজন বললো, নিশ্চয় স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আমাদের তুমি এর তাৎপর্য জানিয়ে দাও। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখতে পাচ্ছি।

৩৭. (ইউসুফ) বললো, তোমাদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তা আসার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেবো। এটি তার অন্তর্ভুক্ত যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাদের আদর্শ বর্জন করেছি।

৩৮. আর আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের আদর্শ অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা (আল্লাহর শরীক না থাকা) আমাদের ও সমস্ত মানুষের

প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[১]

১. আল্লাহর শরীক না থাকা মানুষের জন্য অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জেনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। মানুষের অধিকাংশই আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অথবা অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানা ছাড়াই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৩৯. হে কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না এক আল্লাহ যিনি মহাপরাক্রমশালী?

৪০. তাকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতকগুলো নামের দাসত্ব করছো[১], যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এগুলোর কোনো প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন তোমরা কেবল তাকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে না। এটা স্থায়ী দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করছো। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪১. হে আমার জেলখানার সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের দুজনের একজন তার প্রভুকে মদ পান করাবে। আর অপরজন শুলবিদ্ধ হবে অতঃপর পাখি তার মাথা খাবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছো তার ফয়সালা হয়ে গেছে।[১]

১. যে বিষয় তোমরা জানতে চেয়েছিলে তা সংঘটিত হওয়ার প্রোগ্রাম/ বিধান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ করা আছে।

৪২. আর ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলো তাকে বললো, তোমার রাজার কাছে আমার কথা বলবে। কিন্তু শয়তান তাকে তার রাজার কাছে ইউসুফের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার বিষয়টি ভুলিয়ে দিলো। সুতরাং ইউসুফকে কয়েক বছর কারাগারেই থাকতে হলো।

রুকু : ৬

৪৩. রাজা (মিশরের শাসক) বললো– নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখলাম, ৭টি মোটাতাজা গাভী, আর তাদেরকে ৭টি শীর্ণকায় (গাভী) খেয়ে ফেলছে এবং দেখলাম ৭টি সবুজ শীষ ও (অপর ৭টি) শুকনো। হে (স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী) প্রধানরা! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো তবে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে অভিমত দাও।

৪৪. তারা বললো, এটা অর্থহীন স্বপ্ন। আর আমরা এমন স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।

৪৫. আর দুজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে

যার স্মরণ হলো, সে বললো– আমি এর তাৎপর্য তোমাদের জানিয়ে দেবো, সুতরাং তোমরা আমাকে (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠাও।
৪৬. (সে বললো) হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী আর তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় (গাভী) খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও (অপর সাতটি) শুকনো শীষ সম্পর্কে তুমি আমাদের ব্যাখ্যা দাও। যাতে আমি লোকদের (রাজা ও পারিষদবর্গ) কাছে ফিরে যেতে পারি ও যাতে তারা (স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে) জানতে পারে।
৪৭. সে (ইউসুফ) বললো, তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে। অতঃপর তোমরা যে শস্য কাটবে তা শীষসহ রেখে দেবে অল্প কিছু ছাড়া, যা তোমরা খাবে।
৪৮. এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, তোমরা আগে যা জমা করে রাখবে তা এ সময়ে খেয়ে ফেলবে, অল্প কিছু ছাড়া যা তোমরা (বীজের জন্য) সংরক্ষণ করবে।
৪৯. এরপর আসবে এক বছর সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফল নিংড়াবে (ভোগ-বিলাস করবে)।

রুকু : ৭

৫০. আর (মিশরের) রাজা বললো, তোমরা তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে আসো। যখন দূত তার কাছে এলো তখন সে বললো, তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী। নিশ্চয় আমার রব তাদের ষড়যন্ত্র ভালোভাবেই জানেন।
৫১. রাজা (মিশরের শাসক) নারীদের বললো, (সে ব্যাপারে) তোমাদের বক্তব্য কী যখন তোমরা ইউসুফের কাছ থেকে দৈহিক অসৎকর্ম কামনা করছিলে? তারা বললো, মহিমা আল্লাহর আমরা তার মধ্যেকোনো দোষ দেখিনি। আযীযের স্ত্রী বললো, এতক্ষণে সত্য প্রকাশিত হলো। আমিই তাকে দৈহিক অসৎকর্মের জন্য ফুসলিয়েছিলাম, আর সে নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।
৫২. (ইউসুফ বললো) এটা এ জন্য যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।

পারা-১৩

৫৩. (সে বললো) আমি নিজেকে কু-মন্ত্রণা দেওয়া মন মুক্ত মনে করি না। নিশ্চয় (মানুষের) মন মন্দ কাজের কুমন্ত্রণা দেয়, কিন্তু সে ভিন্ন যার প্রতি আমার রব (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনুগ্রহ করেন[১]। আমার রব তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. যে আমার রবের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কুমন্ত্রণা উপেক্ষা করে সে সঠিক পথে চলার পদ্ধতির (অনুগ্রহ) সন্ধান পায়।

৫৪. আর রাজা বললো, তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে আসো, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করবো। অতঃপর সে (রাজা) যখন তার সাথে কথা বললো, তখন বললো আজ তুমি আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত।

৫৫. সে (ইউসুফ) বললো, আমাকে জমীনের (মিশরের) ধনভান্ডারের ওপর কর্তৃত্ব দিন। নিশ্চয় আমি (এ বিষয়ে) উত্তম রক্ষক ও বিজ্ঞ।

৫৬. আর এভাবে ইউসুফকে আমরা জমীনে (মিশরে) প্রতিষ্ঠিত করলাম। সেই দেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানে সে অবস্থান করতে পারতো। আমরা যাকে ইচ্ছা ধন্য করি আমাদের (তাৎক্ষণিক) অনুগ্রহ দিয়ে এবং আমরা সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল নষ্ট করি না।

৫৭. আর যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ-সচেতনতা সহকারে কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতের উত্তম পুরস্কার।[১]

১. যারা ঈমান আনে এবং কুরআনের ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়... ... ...

রুকু : ৮

৫৮. আর ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তার কাছে প্রবেশ করলো, সে তাদেরকে চিনলো কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না।

৫৯. আর সে যখন তাদের দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো তখন বললো, তোমরা আমার কাছে তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছো না যে, আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ?

৬০. কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আসো তবে আমার

কাছে তোমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।	
৬১. তারা বললো, তার বিষয়ে আমরা তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করবো এবং আমরা নিশ্চয় এটা করবো।	
৬২. আর সে (ইউসুফ) তার ভৃত্যদেরকে বললো, তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা (গোপনে) তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তারা তা জানতে পারে, (আর) সে জন্য তারা (কৃতজ্ঞ হয়ে) আবার ফিরে আসে।	
৬৩. অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এলো, তখন তারা বললো– হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা বরাদ্দ পেতে পারি, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।	
৬৪. তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সেরূপ বিশ্বাস করবো যেরূপ বিশ্বাস ইতিপূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম তার ভাই সম্পর্কে? আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ। আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।	
৬৫. আর যখন তারা তাদের মালপত্র খুললো তখন দেখতে পেলো যে, তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বললো– হে আমাদের পিতা! আমরা আর কী আশা করতে পারি? এটা আমাদের পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারকে খাদ্য-সামগ্রী এনে দেবো, আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করবো এবং অতিরিক্ত আর এক উট-বোঝাই পণ্য আনবো। এটি (যা এনেছি) অল্প পরিমাপ (বরাদ্দ)।	
৬৬. পিতা বললো, আমি তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করো যে, তোমরা তাকে আমার কাছে অবশ্যই নিয়ে আসবে যদি তোমরা একান্তভাবে অসহায় হয়ে না পড়ো। অতঃপর যখন তারা তার সাথে প্রতিজ্ঞা করলো তখন সে বললো, আমাদের মধ্যেযে কথাবার্তা হলো আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক।	
৬৭. আর সে আরও বললো– হে আমার পুত্ররা! তোমরা (শহরের) এক প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে (যাতে মানুষেরা সন্দেহ না করে)। আল্লাহর (ফয়সালার) বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না। হুকুম (বিধান) কেবল আল্লাহরই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি। আর ভরসাকারীরা যেন তাঁরই ওপর ভরসা করে।	

৬৮. আর যখন তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবেই প্রবেশ করলো তখন আল্লাহর (ফয়সালার) বিরুদ্ধে তা তাদের কোনো কাজে এলো না, এতুটুকু ছাড়া যে, (এটি ছিল) ইয়াকুবের মনের একটি অভিপ্রায় যা সে পূর্ণ করেছিল। তবে সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমরা তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

রুকু : ৯

৬৯. আর তারা যখন ইউসুফের সামনে উপস্থিত হলো তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখলো। (আর) বললো, নিশ্চয় আমি তোমার (হারিয়ে যাওয়া) সহোদর সুতরাং তারা যা করতো (সৎ ভাইয়েরা যে নির্যাতন করেছে) তার জন্য দুঃখ করো না।

৭০. অতঃপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো তখন সে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিলো, অতঃপর এক ঘোষক চিৎকার করে বললো– হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয় চোর।

৭১. তারা (ভাইয়েরা) তাদের দিকে ফিরে বললো, তোমরা কী হারিয়েছো?

৭২. তারা (সরকারী কর্মচারীরা) বললো, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, আর যে তা এনে দেবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি তার জামিন।

৭৩. তারা (ভাইয়েরা) বললো, আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই জানো আমরা এ দেশে বিশৃঙ্খলা করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।

৭৪. তারা (সরকারী কর্মচারীরা) বললো, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তার (চোরের) শাস্তি কী?

৭৫. তারা (ভাইয়েরা) বললো, এর শাস্তি যার মাল-পত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়। এভাবে (আমাদের এলাকায় ইবরাহিমী বিধান অনুযায়ী) আমরা জালিমদের (চোরদের) শাস্তি দিয়ে থাকি।

৭৬. অতঃপর সে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগলো, পরে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যথেকে এটি (পাত্রটি) বের করলো। এভাবে আমি ইউসুফের জন্যকৌশল বের করেছিলাম। আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা না করলে রাজার আইনের মাধ্যমে তার সহোদরকে সে রাখতে পারতো না। আমরা (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি[১]। আর প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির ওপর আছেন এক মহাজ্ঞানী।

১. আমাদের তৈরি মর্যাদা উন্নত হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে বা আমাদের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থায় মানুষের মর্যাদা উন্নত হয়।

৭৭. তারা (ভাইয়েরা) বললো, সে যদি চুরি করে থাকে তবে তার ভাইও তো পূর্বে চুরি করেছিল। তবে ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলো এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলো না। সে (মনে মনে) বললো, তোমাদের অবস্থা তো নিকৃষ্টতর। আর তোমরা যা বলছো সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।

৭৮. তারা (ভাইয়েরা) বললো, হে আযীয! এর পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ, তাই তার স্থানে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। নিশ্চয় আমরা আপনাকে মহানুভব ব্যক্তিদের একজন দেখছি।

৭৯. সে বললো, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। এমন করলে আমরা অবশ্যই জালিম বলে গণ্য হবো।

রুকু : ১০

৮০. যখন তারা তার কাছে সম্পূর্ণ নিরাশ হলো, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলো। তাদের বড়োজন বললো, তোমরা কি জানো না যে– তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ভুল করেছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করবো না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য (অন্যকোনো) ব্যবস্থা করেন। আর তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক।

৮১. তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বলো– হে আমাদের পিতা! আপনার ছেলে চুরি করেছে। আর আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম, আর অদৃশ্য সম্বন্ধে আমরা সংরক্ষণকারী (হাফেজ) নই।

৮২. আর যে জনপদে আমরা ছিলাম তার অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও। আর আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।

৮৩. সে (ইয়াকুব) বললো– না, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনি সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ধৈর্যধারণই উত্তম। হয়তো আল্লাহ এদেরকে এক সঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন। অবশ্যই তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

৮৪. আর সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, আফসোস ইউসুফের জন্য এবং শোকে তার দুই চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, কারণ সে ছিল দুঃখভারাক্রান্ত।

৮৫. তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আপনি ইউসুফের কথা স্মরণ করতেই

থাকবেন যতক্ষণ না অসুস্থ হবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।

৮৬. সে বললো, আমি আমার অসহনীয় কষ্ট ও আমার দুঃখের ব্যাপারে শুধু আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছি এবং আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না।

৮৭. হে আমার পুত্ররা! তোমরা যাও ইউসুফ ও তার ভাইয়ের অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে কেউ নিরাশ হয় না।

৮৮. অতঃপর যখন তারা (ভাইয়েরা) তার কাছে উপস্থিত হলো তখন বললো– হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং আমরা অল্প পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। নিশ্চয় আল্লাহ দানকারীদের পুরস্কৃত করেন।

৮৯. সে (ইউসুফ) বললো– তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কীরূপ আচরণ করেছিলে যখন তোমরা জাহিল ছিলে[১]?

১. তোমরা জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তি ছিলে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৯০. তারা বললো– তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বললো– আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ-সচেতন হয় এবং ধৈর্যধারণ করে[১], আল্লাহ (সেরূপ) উন্নত সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

১. নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয় ও ধৈর্যধারণ করে... ...

৯১. তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা অপরাধী ছিলাম।

৯২. সে (ইউসুফ) বললো, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৯৩. তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলের ওপর রাখবে, (তাহলে) তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর

তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার কাছে নিয়ে এসো।

রুকু : ১১

৯৪. অতঃপর যাত্রীদল যখন (মিশর থেকে) বের হয়ে পড়লো তখন তাদের পিতা (পরিবারের লোকদের) বললো– যদি তোমরা আমাকে পাগল মনে না করো তবে (বলি) নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

৯৫. তারা (পরিবারের লোকেরা) বললো– আল্লাহর শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক এলো এবং তার মুখমণ্ডলের ওপর জামাটি রাখলো তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো। সে বললো– আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে তা জানি যা তোমরা জানো না?

৯৭. তারা বললো– হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী।

৯৮. সে (ইয়াকূব) বললো, অচিরেই আমি আমার রবের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৯৯. অতঃপর তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো তখন সে তার পিতা-মাতাকে তার কাছে আশ্রয় দিলো এবং বললো, আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।

১০০. আর ইউসুফ তার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসালো এবং তারা সকলে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো। আর সে বললো– হে আমার পিতা! আমি পূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম এটাই তার ব্যাখ্যা যা আমার রব সত্যে পরিণত করেছেন। আর তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং শয়তান কর্তৃক আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও (তিনি) আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে দিয়ে। আমার রব যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

১০১. হে আমার রব! নিশ্চয় আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। (হে) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! ইহকাল ও পরকালে আপনি আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করুন।

১০২. এটি অদৃশ্যের সংবাদ যা তোমাকে আমরা ওহীর মধ্যমে জানাচ্ছি। আর তখন তুমি তাদের সাথে ছিলে না, যখন তারা একমত হয়েছিল ষড়যন্ত্র করার জন্য ।

১০৩. আর অধিকাংশ মানুষ মু'মিন নয়, যদিও তুমি আগ্রহী হও।

১০৪. আর তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছো না। এটা জগৎসমূহের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।

রুকু : ১২

১০৫. আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সবের ওপর দিয়ে চলাচল করে কিন্তু তারা এ সবকে উপেক্ষা করে[১]।

১. আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে মানুষের চলার পথে বহু সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা রয়েছে। ঐ শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করাকে মানুষ উপেক্ষা করে।

১০৬. আর তাদের (মানুষের) অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, মুশরিক হওয়া ছাড়া[১]।

১. মানুষের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সাথে সাথে শিরকও করে।

১০৭. তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তিথেকে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে নিরাপদ?

১০৮. বলো– এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীরা সজ্ঞানে আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করি। আর আল্লাহ (শিরক থেকে) পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

১০৯. (হে মুহাম্মাদ!) তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষ মানুষকেই (রসুল হিসেবে) পাঠিয়েছিলাম যাদের কাছে আমরা ওহী পাঠাতাম। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল তা দেখেনি? আর যারা আল্লাহ-সচেতন তাদের জন্য পরকালই উত্তম[১]। তোমরা কি আকলকে কাজে লাগাও না?[২]

১. যারা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয় তাদের জন্য পরকালই উত্তম।

২. তোমরা কি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ বিবেককে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করাসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করো না?

১১০. এমনকি যখন রসুলগণ (লোকদের থেকে) নিরাশ হলো এবং

লোকেরা ভাবলো যে, রসুলদের মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে আমাদের সাহায্য এল। এরপর আমরা যাকে ইচ্ছা উদ্ধার করি। আর কোনো অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমাদের শাস্তি ফিরানো যায় না।

১১১. অবশ্যই তাদের কাহিনিতে উলিল আলবাব[১]-এর জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। (কুরআনের) কোনো বক্তব্য মনগড়া রচনা নয় বরং এটির সামনে যা আছে তার সত্যায়নকারী, সকল বিষয়ের ব্যাখ্যামূলক বিবরণ ধারণকারী[২] এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একটি পথনির্দেশিকা ও অনুগ্রহ।

১. প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। উলুল আলবাবের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত।

২. কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা। তাই, কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

সুরা : ১৩

আর রা'দ

মেঘের গর্জন, মাক্কী, আয়াত : ৪৩, রুকু : ৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-মীম-র।[১] এগুলো কিতাবটির আয়াত[২]। আর যা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা-ই সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

১. এ সকল আয়াতের (হরুফে মুকাত্তায়াত) অর্থ ও ব্যাখ্যা লেখাকে বক্রতা থাকা লোকদের কাজ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

২. পরিপূর্ণ কিতাব আল কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা ধারণকারী কুরআনের আয়াত।

২. আল্লাহ, যিনি কোনো খুঁটি ছাড়াই আকাশমণ্ডলীকে ওপরে স্থাপন করেছেন যা তোমরা দেখতে পাও, এরপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে (নির্দিষ্ট নিয়মের) অধীন করে দিলেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে। তিনি সকল বিষয় (অতাৎক্ষণিকভাবে) নিয়ন্ত্রণ করেন[১]। তিনি আয়াতসমূহ ব্যাখ্যাসহ[২] বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে পারো।

১. আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়।
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৩. আর তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিনকে রাত দিয়ে আচ্ছাদিত করেন[১]। নিশ্চয় এতে অবশ্যই চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে[২]।

১. তাঁর তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী দিন রাত দিয়ে আচ্ছাদিত হয়।
২. নিশ্চয় উল্লিখিত বিষয়সমূহতে অবশ্যই চিন্তা-গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের জন্য বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাদের জ্ঞানকে উৎকর্ষিত করে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

৪. পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড এবং আঙুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শাখাবিশিষ্ট বা এক শাখাবিশিষ্ট খেজুর গাছ যা একই পানিতে সেচকৃত। আর ফল হিসেবে তাদের কিছুকে আমরা কিছুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। নিশ্চয় এগুলোতে অবশ্যই আয়াত রয়েছে আকল ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য[১]।

১. নিশ্চয় এগুলোতে অবশ্যই অনেক বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেক ব্যবহারকারী মানুষদের জন্য, তাদের জ্ঞানের ঐ শক্তিটিকে উৎকর্ষিত করে কুরআন বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

৫. আর যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়কর তো তাদের এ কথা যে, আমরা মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আবার নতুন জীবনলাভ করবো? মূলত তারাই তাদের রবকে অস্বীকার করে, তাদের গলায় থাকবে লোহার শিকল। আর তারা আগুনের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৬. আর পূণ্যের পূর্বে তারা তোমাকে পাপকে ত্বরান্বিত করতে বলে। যদিও তাদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। আর তোমার রব নিশ্চয় মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও। তোমার রব নিশ্চয় কঠোর শাস্তিদাতা।

৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে– তার রবের কাছ থেকে তার ওপর কোনো নিদর্শন/মু'যিজা অবতীর্ণ হয় না কেন? নিশ্চয় তুমি কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথপ্রদর্শক।

রুকু : ২

৮. প্রত্যেক গর্ভবতী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা (সবই) জানেন। আর তার কাছে (থাকা উম্মুল কিতাবে) প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম/বিধান সবিস্তারে আছে।
৯. যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত, তিনি মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।
১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে এবং যে রাতে আত্মগোপন করে ও যে দিনে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তারা সবাই সমান[১]।
১. আল্লাহর দৃষ্টির মধ্যে থাকার দিক থেকে সবাই সমান।
১১. তার (প্রত্যেক মানুষের) জন্য সামনে ও পিছনে প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তাকে সংরক্ষণ করে।[১] নিশ্চয় আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের (জাতি) অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে[২]। আর আল্লাহ যদি কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন তবে তা রোধ করা যায় না। আর তিনি ছাড়া তাদের জন্য কোনো অভিভাবক নেই।
১. তারা মানুষের কার্যকলাপ ভিডিও বা আরও উন্নত মানের রেকর্ডিং যন্ত্র দিয়ে রেকর্ড করে সংরক্ষণ করে। ২. নিশ্চয় আল্লাহ তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কোনো সম্প্রদায়ের (জাতি) অবস্থা পরিবর্তন করেন না। সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন হয় যখন আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা চেষ্টা করে। **পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন–** সুরা নাজম/৫৩ : ৩৯; কাহাফ/১৮ : ২৯; রা'দ/১৩ : ১১; রুম/৩০ : ৪১; নিসা/৪ : ৭৯ ইত্যাদি। **বিস্তারিত জানতে পড়ুন–** কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৪) বইটি।
১২. তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদেরকে বিজলী দেখান ভয় ও ভরসা সঞ্চার করার জন্য এবং তিনিই ভারী মেঘ সৃষ্টি করেন[১]।
১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বিজলী চমকায়, মানুষের মনে ভয় ও ভরসা সঞ্চারিত করার জন্য এবং তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভারী মেঘ সৃষ্টি হয়।
১৩. বজ্রধ্বনি তাঁর প্রশংসাসহ ত্রুটি মুক্ততা ঘোষণা করে এবং

ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে (তার ত্রুটি মুক্ততা ঘোষণা করে)। আর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) বজ্র প্রেরণ করেন এবং যাকে ইচ্ছা এ দিয়ে আঘাত করেন[১], আর তারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।

১. আর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় তা দিয়ে মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

১৪. সঠিক ডাক তাঁরই প্রাপ্য[১]। তাঁকে ছাড়া অন্য যাদেরকে তারা ডাকে তারা তাদের ডাকে কোনো সাড়া দেয় না, তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মতো, যে তার দুই হাত পানির দিকে সম্প্রসারিত করে যাতে তার মুখে পানি পৌঁছে যায় অথচ বাস্তবে পানি তার মুখে পৌঁছার নয়। আর কাফিরদের আহবান কেবল লক্ষ্যভ্রষ্টই হয়ে থাকে।

১. প্রার্থনা, জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য প্রশ্ন করা ইত্যাদি।

১৫. আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং তাদের ছায়াগুলোও ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়।

১৬. বলো, কে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রব? বলো, আল্লাহ। বলো, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতিসাধনে সক্ষম নয়? বলো, অন্ধ ব্যক্তি ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি সমান? অথবা অন্ধকার ও আলো কি অভিন্ন? তবে কি তারা আল্লাহর সাথে এমন কাউকে শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো কিছু সৃষ্টি করেছে, অতঃপর সে সৃষ্টি তাদের কাছে তাঁর (আল্লাহর) সৃষ্টির অনুরূপ মনে হয়েছে (তাই তারা বিভ্রান্তিতে পড়েছে)? বলো, আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা, আর তিনি একক পরাক্রমশালী।

১৭. তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন[১], ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন স্ফীত ফেনা বহন করে নিয়ে যায়। আবার অনুরূপ ফেনা হয় যখন মানুষ অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে (ধাতুকে) আগুনে উত্তপ্ত করে। এভাবে আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার বর্ণনা দিয়ে থাকেন। অতঃপর যা ফেনা (আবর্জনা) তা শুকিয়ে যায়। আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উদাহরণ[২] বর্ণনা করে থাকেন।

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।
২. আল্লাহর কাছ হতে আসা সত্য সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।

১৮. (ঐ সকল) কল্যাণ তাদের জন্য যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দিয়েছে। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা

সবই যদি তাদের থাকে এবং তার সাথে আরও সমপরিমাণ থাকে, তবে তারা তার বিনিময়ে (মুক্তিপণ দিয়ে) মুক্তি পেতে চাইবে। (কিন্তু) তাদের হিসাব কঠোরভাবে নেওয়া হবে। আর জাহান্নামে হবে তাদের আবাস। আর তা নিকৃষ্টতম আশ্রয়স্থল।

রুকু : ৩

১৯. তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে কি তার মতো যে জ্ঞানান্ধ? নিশ্চয় উলুল আলবাবই শিক্ষা গ্রহণ করে[১]।

১. নিশ্চয় প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ কুরআন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করে। উলুল আলবাবের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত।

২০. যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।

২১. আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, তাদের রবকে ভয় করে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।

২২. আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা[১] করে, আমরা তাদেরকে যে জীবনসামগ্রী দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দিয়ে মন্দকে দূরীভূত করে, তাদেরই জন্য রয়েছে আখিরাতে শুভ পরিণাম।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে অধিক জানার জন্য সুরা বাকারার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

২৩. (তা হলো) স্থায়ী জান্নাত, এতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও, আর ফেরেশতাগণ (জান্নাতের) প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে।

২৪. (তারা বলবে) তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছো, সুতরাং কত ভালো এই শেষ নিবাস।

২৫. আর যারা (রুহের জগতে) আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে[১] আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট নিবাস।

১. রুহের জগতের অঙ্গীকার জানার জন্য দেখুন সুরা আ'রাফ আয়াত নং

১৭২ ও ১৭৩।

২৬. আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য চান সীমিত করেছেন[১]। কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে উল্লসিত। অথচ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় সামান্য ভোগ্য-সামগ্রী মাত্র।

১. আর আল্লাহর প্রণীত বেশি রিযিক পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ রিযিক বেশি পায় এবং আল্লাহর প্রণীত কম রিযিক পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে মানুষ কম রিযিক পায়।

রুকু : ৪

২৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে– তার রবের কাছ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন/মু'যিজা নাযিল করা হয় না কেন? বলো– নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন[১]। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি তাকে সঠিক পথ দেখান।

১. নিশ্চয় আল্লাহর তৈরি বিভ্রান্ত হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। আর যে স্বেচ্ছায় আল্লাহর তৈরি সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে সে সঠিক পথ পায়।

২৮. (ঐ ব্যক্তিরা হলো তারা) যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর যিক্‌র (কুরআন) দিয়ে তাদের মন প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, আল্লাহর যিক্‌রে মন প্রশান্তি লাভ করে[১]।

১. কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণে মন প্রশান্তি লাভ করে।

২৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পরম আনন্দ এবং উত্তম আশ্রয়স্থল।

৩০. (হে মুহাম্মাদ!) এভাবে আমরা তোমাকে এক জাতির প্রতি পাঠিয়েছি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, এ জন্য যে তুমি তাদের কাছে তিলাওয়াত করবে যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করেছি, এমন অবস্থায় যখন তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে।[১] বলো– তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

১. এমন মানুষদের কাছে যারা দয়াময় আল্লাহর সত্ত্বাকে স্বীকার করলেও তাঁর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ না মানার মাধ্যমে তাকে অস্বীকার করে।

৩১. আর কুরআন যদি এমন হতো যার মাধ্যমে পাহাড়কে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত (তবে কী হতো)? কেননা সব বিষয়ই আল্লাহর অধীন[১]। ঈমান আনা

ব্যক্তিরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, আল্লাহ যদি (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) চাইতেন তবে সব মানুষকে অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন?[২] যারা কুফরী করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে অথবা বিপর্যয় তাদের ঘরের আশেপাশে আপতিত হতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে পড়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

১. সব বিষয়ই আল্লাহর অধীন। তাই, ঐগুলো কি আল্লাহর জন্য কঠিন বিষয়?
২. ঈমান আনা ব্যক্তিরা কি নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানে থাকতো বা আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে চাইতেন তবে সব মানুষ অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত হতো?

রুকু : ৫

৩২. আর অবশ্যই তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরি করেছে তাদের আমি কিছুকাল অবকাশ দিয়েছি, তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। সুতরাং কেমন (কঠিন) ছিল সে শাস্তি?

৩৩. প্রত্যেকে যা উপার্জন করে তার ওপর তিনি (আল্লাহ) কি পর্যবেক্ষক নন? অথচ তারা আল্লাহর সাথে বহু শরীক সাব্যস্ত করে নিয়েছে। বলো, তাদের পরিচয় দাও। তোমরা কি তাঁকে পৃথিবীর মধ্যে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি জানেন না? নাকি এটা বাহ্যিক কথা মাত্র? বরং (অতাৎক্ষণিকভাবে) কাফিরদের কাছে তাদের চক্রান্তকে সুশোভিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছে[১]। আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই[২]।

১. কাফিরদের কাছে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের চক্রান্ত সুশোভিত হয় এবং তারা সৎপথ থেকে নিবৃত্ত হয়।
২. কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী যে বিভ্রান্ত হয় তাকে কেউ সঠিক পথপ্রদর্শন করতে পারে না।

৩৪. তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি অবশ্যই আরও কঠোর। আর আল্লাহর শাস্তিথেকে রক্ষা করার মতো তাদের কেউ নেই।

৩৫. আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদেরকে[১]যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার উদাহরণ হলো, এর তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। এর ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী। যারা আল্লাহ-সচেতন এটা তাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল। আর কাফিরদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল হলো আগুন।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিগণ।

৩৬. আর আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা (তাদের মধ্যের মু'মিনরা) তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু (বিরোধিতাকারী) দলসমূহের কেউ কেউ এর (কুরআনের) কিছু অংশ অস্বীকার করে। বলো, নিশ্চয় আমি আল্লাহর দাসত্ব করতে[১] ও তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁর দিকেই আহবান করি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করতে ... ...। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩৭. আর এভাবে আমরা একে (কুরআনকে) একটি হুকুম ধারণকারী গ্রন্থ[১] রূপে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। আর তোমার কাছে জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো তবে আল্লাহর মোকাবেলায় তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং রক্ষকও থাকবে না।

১. প্রোগ্রাম/নীতিমালা/আদেশ/নিষেধ ইত্যাদি ধারণকারী গ্রন্থ রূপে ... ...।

রুকু : ৬

৩৮. আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমরা অনেক রসুল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো আয়াত[১] আনয়ন করা কোনো রসুলের ক্ষমতাধীন নয়। প্রত্যেকটি (নির্দিষ্ট) মেয়াদের জন্য একটি কিতাব বরাদ্ধ[২]।

১. শিক্ষণীয় বিষয়/মু'যিজা।

২. প্রত্যেকটি (নির্দিষ্ট) মেয়াদের জন্য একটি কিতাব বরাদ্ধ। তাই, কুরআনের আয়াত রহিত হয়েছে বা কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে (নাসিখ-মানসুখ) অবশ্যই এটা সঠিক নয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ৬; হিজর/১৫ : ৯; কাহাফ/১৮ : ১ ও ২; বাইয়্যেনাহ/৯৮ : ১-৩; কীয়ামাহ/৭৫ : ১৬ ও ১৭; নিসা/৪ : ৮২; হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত'আল

কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক? (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামের বইটি।

৩৯. (পূর্ববর্তী কিতাব থেকে) আল্লাহ যা ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন (রহিত) করেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন[১]। আর তাঁরই কাছে (লাওহে মাহফুজে) আছে মূল কিতাবটি।

১. কুরআন পূর্বের কিতাবের আয়াত রহিতকারী (নাসিখ)।

৪০. আর তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যদি তার কিছু আমরা তোমাকে দেখাই অথবা যদি (এর পূর্বে) তোমার মৃত্যু ঘটাই, অবস্থা যাই হোক না কেন, তোমার কর্তব্য কেবল প্রচার করা আর হিসাব-নিকাশ আমাদের দায়িত্ব।

৪১. তারা কি দেখে না যে, আমরা তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ আদেশ করেন, তার আদেশ বাতিল করার কেউ নেই। আর তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী[১]।

১. কম্পিউটার, ক্যালকুলেটার ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার পর এ ধরনের আয়াত বুঝা সহজ হয়ে গেছে।

৪২. আর তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল, তবে প্রতিটি চক্রান্ত (সফল হওয়া বা না হওয়া) আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) আওতাধীন[১]। প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন। আর শুভ পরিণাম কাদের জন্য কাফিররা তা শীঘ্রই জানবে।

১. প্রতিটি চক্রান্ত সফল হওয়া না হওয়া আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানের আওতাধীন।

৪৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে– তুমি রসুল নও। বলো– আল্লাহ এবং যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে তারা, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

সুরা : ১৪

ইবরাহীম

একজন নবীর নাম, মাক্কী, আয়াত : ৫২, রুকু : ৭

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-র। এ কিতাব তোমার প্রতি আমরা অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনুমতিক্রমে[১] অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনতে পারো মহাপ্রতাপশালী ও প্রশংসিতের পথে।

১. তাদের রবের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করে ... . ।

২. আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। আর কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ রয়েছে কাফিরদের জন্য।

৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে অধিক ভালোবাসে, আল্লাহর পথ হতে (লোকদের) বিরত রাখে এবং তাতে বক্রতা খোঁজে। তারাই চরম বিভ্রান্তির মধ্য রয়েছে।

৪. আর আমরা প্রত্যেক রসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি যাতে সে তাদের জন্য (অবতীর্ণ কিতাব) পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারে। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন[১]। আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১. আল্লাহর প্রণীত সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ সঠিক পথ পায় এবং আল্লাহর প্রণীত ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার কারণে মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয়।

৫. আর আমরা মুসাকে প্রেরণ করেছিলাম আমাদের স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াতসমূহ[১] সহকারে যেন সে তাঁর সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনতে পারে। আর যেন সে তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলোর মাধ্যমে উপদেশ দিতে পারে[২]। নিশ্চয় এতে অবশ্যই প্রত্যেক ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে[৩]।

১. শিক্ষাসমূহ।

২. আল্লাহর রহমত বর্ষিত হওয়া অতীতের দিনগুলোর মাধ্যমে উপদেশ দিতে পারে।

৩. এ বক্তব্যে অবশ্যই প্রত্যেক ধৈর্যশীল এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জেনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা রয়েছে।

৬. আর যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল– তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো যখন তিনি তোমাদেরকে ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো, তোমাদের পুত্রদের জবাই করতো ও কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো। আর এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক বিরাট বড়ো পরীক্ষা।

রুকু : ২

৭. আর (স্মরণ করো) যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা

আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে অবশ্যই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমি তোমাদের জন্য (নিয়ামত/অনুগ্রহ) বাড়িয়ে দেবো।[১] আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমার শাস্তি অতি কঠোর।[২]

১. যদি তোমরা আমার বিভিন্ন অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ব্যক্তি হও তাহলে আমার তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী অবশ্যই তোমাদের সুযোগ-সুবিধা, সুখ-শান্তি অনেক বেড়ে যাবে।

২. আর যদি ঐ সকল কিছুর কল্যাণ না জেনে বা জানার পরও কথা ও কাজের মাধ্যমে আমার অকৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমার শাস্তি অতি কঠোর।

৮. আর মুসা বলেছিল, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তবুও আল্লাহ নিঃসন্দেহে ঐশ্বর্যময় এবং প্রশংসিত।

৯. তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও সামূদ এবং তাদের পরবর্তী সম্প্রদায়ের সংবাদ আসেনি? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্যকেউ জানে না। তাদের কাছে স্পষ্ট আয়াতসহ তাদের রসুলগণ এসেছিল, তারা তাদের হাত তাদের মুখে রাখতো এবং বলতো যা কিছু নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছো তা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করি এবং তোমরা যে বিষয়ের দিকে আমাদের ডাকছো সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি।

১০. তাদের রসুলগণ বলেছিল– আল্লাহ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ আছে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন তোমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য এবং একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ততোমাদেরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য। তারা বলতো, তোমরা আমাদের মতোই মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের দাসত্ব করতো তোমরা তাদের দাসত্ব থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাও[১]? তাহলে তোমরা আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করো।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করতো ... ...। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১১. তাদের রসুলগণ তাদেরকে বলতো– যদিও আমরা তোমাদের মতোই মানুষ কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ (নবুওয়াত) করেন, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর আল্লাহর ওপরই মু'মিনগণের ভরসা করা উচিত।

১২. আর আমাদের কী (যুক্তি) আছে যে আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা

করবো না অথচ তিনিই আমাদেরকে আমাদের (সঠিক) রাস্তাগুলো দেখিয়েছেন? আর তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছো, আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্য্যধারণ করবো। আর ভরসাকারীদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

রুকু : ৩

১৩. আর কাফিররা তাদের রসুলগণকে বলেছিল– আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বহিষ্কার করবো অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর রসুলগণকে তাদের রব ওহী প্রেরণ করলেন, জালিমদের আমরা অবশ্যই ধ্বংস করবো।

১৪. আর অবশ্যই আমরা তাদের পরে তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটা তাদের জন্য যারা আমাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং ভয় রাখে আমাদের (শাস্তির) প্রতিশ্রুতিকে।

১৫. আর তারা (কাফিররা) ফয়সালা কামনা করলো এবং প্রত্যেক ঔদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ হলো।

১৬. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং (সেখানে) তাদের পুঁজের পানি পান করানো হবে।

১৭. যা সে অতি কষ্টে একেক ঢোক গিলবে এবং তা গেলা সহজ হবে না, সবদিক থেকে তার কাছে আসবে মৃত্যুযন্ত্রণা কিন্তু তার মৃত্যুই ঘটবে না। আর এরপরও রয়েছে কঠোর শাস্তি।

১৮. যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে উদাহরণ[১] হলো– তাদের কাজসমূহ ছাইয়ের মতো যা ঝড়ের দিনের বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না, এটা চরম পথভ্রষ্টতা।

১. আল্লাহ কাছ থেকে আসা সত্য কথা।

১৯. তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন? তিনি যদি (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করেন তবে তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।

২০. আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেও কঠিন নয়।

২১. আর তারা সকলে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, অতঃপর যারা অহংকার করতো তাদেরকে দুর্বলেরা বলবে– আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন কি তোমরা আল্লাহর শাস্তিথেকে আমাদেরকে একটু রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবে– যদি আল্লাহ আমাদের

(অতাৎক্ষণিকভাবে) সঠিক পথে পরিচালিত করতেন তাহলে আমরাও তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতাম।[১] আমরা অধৈর্য হই বা ধৈর্যশীল হই একই কথা, আমাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই।

১. যদি আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে আমরা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারতাম ... ..।

রুকু : ৪

২২. যখন কাজটি (বিচার কাজ) শেষ হবে তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (যা ছিল) সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছি। আমার তো তোমাদের ওপর কোনো আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে ডেকেছিলাম আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না, বরং তোমরা নিজেদেরকেই দোষারোপ করো। আমি তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা পূর্বে যে আমাকে (আল্লাহর সাথে) শরীক করেছিলে আমি অবশ্যই তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।

২৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের রবের (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে[১]। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।

১. তাদের রবের তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।

২৪. তুমি কি দেখোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ[১] উপস্থাপন করেছেন? কালিমায়ে তাইয়্যেবা[২] হলো একটি উত্তম গাছ, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।

২. কালিমা তাইয়্যেবার উদাহরণ হলো একটি কল্যাণময় বাক্য, যার মূল কুরআন ও সুন্নাহ এবং যার শিক্ষা বহুবিধ।

২৫. তা (কালিমা তাইয়্যেবা) প্রত্যেক মওসুমে তার রবের (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে তার ফলদান করে।[১] আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণ উপস্থাপন করে থাকেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।[২]

১. কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবনকে নানাভাবে উপকৃত করে।

২. আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে

অনেক সত্য শিক্ষা প্রেরণ করেছেন যাতে তারা এর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারে।

কালেমা তাইয়্যেবা সম্পর্কিত উল্লিখিত কথাগুলোর যথার্থতা সহজে বোঝা যায় কালিমাটির সামগ্রিক ব্যাখ্যা থেকে। কালিমাটির لَاإِلٰهَ إِلَّااللهُ অংশের ব্যাখ্যা– মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করে পরকালে মুক্তির জন্যে সকল নির্ভুল তথ্য ও বিধি-বিধান দেওয়ার এবং সকল প্রয়োজন পূরণের একমাত্র স্বাধীন সত্তা আল্লাহ। আর কালিমাটির مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ অংশের ব্যাখ্যা– ঐ সকল তথ্য ও বিধি-বিধান আল্লাহ তাঁর মনোনীত ব্যক্তি মুহাম্মাদ (স.)-কে মাতলু ওহী (কুরআন) ও গয়েরে মাতলু ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS)-এর মাধ্যমে জানিয়েছেন। মুহাম্মাদ (স.) সেগুলো মানুষকে জানিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে। মুহাম্মাদ (স.) ঐগুলো যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন সেটিই হচ্ছে তা বাস্তবায়নের একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি। ক্ষুদে বার্তা/SMS-এর জন্য দেখুন সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ২৬; হুদ/১১ : ১২০; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব’ (গবেষণা সিরিজ-৩৪) নামের বইটি।

২৬. আর খারাপ বাক্যের (খারাপ কথার) ব্যাপারে উদাহরণ হলো– এক খারাপ গাছ, যার মূল মাটির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

২৭. যারা সুদৃঢ় বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।[১] আর আল্লাহ জালিমদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করেন।[২] অন্যদিকে (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ বাস্তবায়ন করেন যা তিনি চান।[৩]

১. যারা কুরআন ও সুন্নাহর বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার জীবনে ও অখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, তারা নির্ভুল জ্ঞান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে বা করবে।

২. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী জালিমরা পথভ্রষ্ট হয়।

৩. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু সংঘটিত হয়।

রুকু : ৫

২৮. তুমি কি তাদেরকে দেখো না যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে[১] এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আবাসে?

১. যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে কথা ও কাজের মাধ্যমে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

২৯. জাহান্নাম; যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে। আর তা কত নিকৃষ্ট স্থায়ী আবাসস্থল!

৩০. আর তারা আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে তাঁর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করার জন্য। বলো– তোমরা ভোগ করে নাও, আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

৩১. আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদের তুমি বলো সালাত প্রতিষ্ঠা করতে[১] এবং আমরা তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে, সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে অধিক জানার জন্য সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

৩২. তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের রিযিকের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন[১]। আর যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর (অতাৎক্ষণিক) নির্দেশে তা সমুদ্রে চলাচল করে। আর যিনি নদী-নালাকে তোমাদের কল্যাণে প্রবাহিত করেছেন।

১. এবং তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয় ... ...।

৩৩. তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম (চলছে)। আর তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।

৩৪. আর তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছো (প্রকৃতিগত চাহিদা) তা সবই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। আর যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে মানুষ

অত্যন্ত জালিম ও খুবই অকৃতজ্ঞ।

রুকু : ৬

৩৫. আর যখন ইবরাহীম বলেছিল (দোয়া করেছিল), হে আমার রব! এই নগরীকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।

৩৬. হে আমার রব! নিশ্চয় এগুলো (মূর্তিগুলো) বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাই যে আমার (ইবরাহীম) অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর কেউ আমাকে অমান্য করার পর (তাওবা করলে) নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৩৭. হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কয়েকজনকে আবাসনের ব্যবস্থা করেছি অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের কাছে। হে আমাদের রব! (এটি করেছি) এজন্য যে তারা যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করে[১]। অতএব, আপনি কিছু লোকের মন তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলফলাদি দিয়ে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে[২]।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে অধিক জানার জন্য সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

২. আপনার অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৩৮. হে আমাদের রব! আপনি নিশ্চয় জানেন আমরা যা গোপন করি ও যা প্রকাশ করি। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার রব অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন।

৪০. হে আমাদের রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী[১] বানিয়ে দিন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আমার প্রার্থনা কবুল করুন।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠাকারী।

৪১. হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করবেন।

রুকু : ৭

৪২. আর তুমি কখনও জালিমদের কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহকে বে-খবর মনে করো না। তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চোখ স্থির হয়ে যাবে।

৪৩. তারা তাদের মাথা ওপরের দিকে উঠিয়ে ছুটোছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না। আর তাদের মন হবে (আশা) শূন্য।

৪৪. আর যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক করো তখন জালিমরা বলবে– হে আমাদের রব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং রসুলগণের অনুসরণ করবো। (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই?

৪৫. অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল এবং তোমাদের কাছে আমরা অনেক উদাহরণও[১] উপস্থিত করেছিলাম।

১. আল্লাহ কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।

৪৬. আর তারা তাদের চক্রান্ত চালালো কিন্তু তাদের চক্রান্ত আল্লাহর কাছে (জানা) ছিল। আর তাদের চক্রান্ত এমন ছিল যাতে পর্বত টলে যেত।

৪৭. অতএব, তুমি কখনও আল্লাহকে তাঁর রসুলগণের প্রতি দেওয়া ওয়াদা ভঙ্গকারী মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৪৮. যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও, আর (মানুষ) এক মহাক্ষমতাধর আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।

৪৯. আর সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শিকল বাঁধা অবস্থায়।

৫০. তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে।

৫১. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসেব[১] গ্রহণকারী।

১. আমলের হিসেবের পদ্ধতি জানার জন্য দেখুন সুরা মু'মিনুনের আয়াত নং ১০২ ও ১০৩ এর ব্যাখ্যা।

৫২. এটা মানুষের জন্য একটি বার্তা যাতে এর মাধ্যমে তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ এবং যাতে উলুল আলবাবগণ[১] শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

১. প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। উলুল আলবাবের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

সুরা : ১৫

আল হিজর

প্রস্তরময় পথ, মাক্কী, আয়াত : ৯৯, রুকু : ৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-র। এগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত কুরআনের আয়াত[১]।

১. এগুলো পরিপূর্ণগ্রন্থ ও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

পারা-১৪

২. (যখন) সময় আসবে কাফিররা কামনা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হতো।

৩. (তাই) তাদের ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং (মিথ্যা) আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, অতঃপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

৪. আমরা যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি তার জন্য ছিল একটি নির্ধারিত কিতাব[১]।

১. যে জনপদই ধ্বংস হয়েছে তারা প্রত্যেকেই ধ্বংস হয়েছে আল্লাহর তৈরি করা এবং উম্মুল কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকা জনপদ ধ্বংস হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।

৫. কোনো জাতি তার নির্ধারিত সময়কে এগিয়ে আনতে পারে না এবং বিলম্বিতও করতে পারে না।[১]

১. কোনো জাতি উম্মুল কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকা জনপদ ধ্বংস হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী তার ধ্বংস হওয়ার নির্ধারিত সময়কে এগিয়ে আনতে পারে না এবং বিলম্বিতও করতে পারে না।

৬. আর তারা বলে, হে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয় তুমি পাগল।

৭. যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের কাছে ফেরেশতাগণকে উপস্থিত করছো না কেন?

৮. আমরা ফেরেশতাগণকে সত্য (যথার্থ কারণ) ছাড়া প্রেরণ করি না, আর (যখন ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবে) তখন তারা অবকাশ পাবে না।

৯. নিশ্চয় আমরাই যিক্‌র[১] অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী[২]।
১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ কুরআন। ২. পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিতকরণ প্রতিরোধকারী। আয়াতটি হতে জানা যায়– আল কুরআনের কোনো আয়াত রহিত হয়নি এবং কিয়ামহ পর্যন্ত রহিত হবে না। অধিক জানার জন্য দেখুন সুরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
১০. আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়ের কাছে (রসুল) পাঠিয়েছি।
১১. আর তাদের কাছে এমন কোনো রসুল আসেনি যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেনি।
১২. এভাবে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) অপরাধীদের মনে তা (বিদ্রুপ করার প্রবণতা) সঞ্চার করি।[১]
১. এভাবে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী অপরাধীদের মনে বিদ্রুপ করার প্রবণতা সঞ্চারিত হয়।
১৩. তারা এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনবে না, আর (এরূপই ছিল তাদের) পূর্ববর্তীদের রীতি (যারা) গত হয়েছে।
১৪. আর যদি আমরা তাদের জন্য আকাশের কোনো একটি দরজা খুলে দিতাম, অতঃপর তারা তাতে অবিরত আরোহণও করতে থাকতো।
১৫. তবু তারা অবশ্যই বলতো, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

রুকু : ২

১৬. আর অবশ্য আমরা আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সুশোভিত করেছি।
১৭. আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমরা তাকে সুরক্ষিত করেছি।
১৮. তবে যে চুরি করে (আকাশের সংবাদ) শুনতে চায় জ্বলন্ত শিখা তার পিছু ধাওয়া করে।
১৯. আর আমরা পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং আমরা তাতে প্রত্যেক বস্তু ভারসাম্যপূর্ণ (Echologically ballanced) পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছি।
২০. আর তাতে তোমাদের জন্য জীবনসামগ্রীর ব্যবস্থা করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের জীবনসামগ্রীদাতা তোমরা নও।
২১. আর এমন কোনো বস্তু নেই যার ভান্ডার আমাদের কাছে নেই। আর

আমরা তা নাযিল করি না জানা প্রোগ্রাম[১] ছাড়া।

১. প্রত্যেক জিনিস নাযিল হয় আল্লাহর তৈরি করা ও জানা থাকা প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী।

২২. আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) মেঘ বহনকারী বাতাস প্রেরণ করি অতঃপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, এরপর তা তোমাদের পান করাই[১]। আর তোমরা এর ভান্ডার রক্ষকও নও।

১. আর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী মেঘ বহনকারী বাতাস আসে … … …।

২৩. আর নিশ্চয় আমরা অবশ্যই (অতাৎক্ষণিকভাবে) জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী[১]।

১. নিশ্চয় আমাদের প্রণীত আয়ু পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী চলার ফলে মানুষ আয়ু পায় এবং আমাদের প্রণীত মৃত্যু হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী চলার কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং আমরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

২৪. আর অবশ্যই তোমাদের মধ্যকার অগ্রগামীদের আমরা জানি এবং পশ্চাদগামীদেরও আমরা জানি।

২৫. আর নিশ্চয় তোমার রব তাদের সমবেত করবেন। তিনি মহাপ্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী।

রুকু : ৩

২৬. আর নিশ্চয় আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড থেকে[১]।

১. কাদামাটির মূল উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন হতে।

২৭. আর এর পূর্বে জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি জ্বলন্ত আগুন থেকে।

২৮. আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন– নিশ্চয় আমি গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড হতে মানুষ সৃষ্টি করছি।

২৯. তারপর যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে[১]।

১. সম্মান প্রদর্শন করবে।

৩০. অতঃপর ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করলো (সম্মান প্রদর্শন করলো)।

৩১. ব্যতিক্রম ছিল ইবলিস! সে সিজদাকারীদের (সম্মান প্রদর্শনকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মত হলো না।

৩২. আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! তোর কী হলো যে তুই সিজদাকারীদের (সম্মান প্রদর্শনকারীদের) সঙ্গী হলি না?[১]

১. এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইবলিসকে তাওবা করার একটি সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগ নিয়ে ইবলিস যদি তাওবা করতো তবে হয়তো তার অপরাধ মাফ হয়ে যেত।

৩৩. সে বললো, আপনি গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করতে (সম্মান প্রদর্শন করতে) পারি না।

৩৪. তিনি বললেন, তবে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, কারণ তুই অভিশপ্ত।

৩৫. আর নিশ্চয় তোর প্রতি অভিশাপ শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত (চিরকাল)।

৩৬. সে (ইবলিস) বললো– হে আমার রব! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

৩৭. তিনি বললেন– তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৮. নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত[১]।

১. আয়াত নং ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ হতে জানা যায়, মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে ইবলিসের ষড়যন্ত্র চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।

৩৯. সে বললো, হে আমার রব! আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন[১] তাই আমিও অবশ্যই পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো।

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সুরা আ'রাফ/৭-এর ১৬ নং আয়াত।

৪০. তবে তাদের মধ্যকার আপনার 'একনিষ্ঠ' বান্দাদের ছাড়া[১]।

১. আয়াত নং ৩৯ ও ৪০ হতে জানা যায়– ইবলিস পাপ কাজকে আকর্ষণীয় (লাভ, কল্যাণ, সুখ, মজা, উপভোগ্য, অনেক নেকী ইত্যাদি) করে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। এর মাধ্যমে ইবলিস সকল মানুষকে বিপথে নিয়ে যাবে। তবে আল্লাহর 'একনিষ্ঠ' বান্দাগণকে সে বিপথে নিতে পারবে না। 'একনিষ্ঠ' বান্দা হলো সে সকল প্রকৃত মুসলিমরা যারা মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া বিভিন্ন বিষয়ের (অনুগ্রহ) বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জেনে বা উপলব্ধি করে সেগুলো অনুসরণের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করবে। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। এ ধরনের বান্দাদের সামনে ইবলিস পাপ কাজকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করলেও ঐ মানুষেরা তা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা ঐ বিষয়টির প্রকৃত কল্যাণ জানে।

৪১. তিনি (আল্লাহ) বললেন, এটাই আমার কাছে স্থায়ী পথ[১]।

১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫-এর ব্যাখ্যা।

৪২. বিপথগামীদের মধ্যে যারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) তোকে অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার অন্য বান্দাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে বিপথে নেওয়ার কোনো ক্ষমতা তোর থাকবে না[১]।

১. ইবলিস শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে বিপথে নিতে পারবে না। সে শুধু মনের বিতর্কে ধোঁকা/তথ্যসন্ত্রাস করে মানুষকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আ'রাফ/৭ : ১৬, ১৭; হিজর/১৫, ৩৯, ৪০, ৪২; ত্ব-হা/২০ : ১১৮, ১১৯; নাস/১১৪ : ৫ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

ক. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা (গবেষণা সিরিজ-৩৯) নামের বইটি।

খ. 'ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা' (গবেষণা সিরিজ-৩৮) বইটি।

গ. 'যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে' (গবেষণা সিরিজ-৩০) নামের বইটি।

৪৩. আর অবশ্যই জাহান্নাম তাদের সবার জন্য প্রতিশ্রুত স্থান।

৪৪. এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের মধ্যকার একেকটি অংশকে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

রুকু : ৪

৪৫. নিশ্চয় আল্লাহ-সচেতেন ব্যক্তিগণ[১] থাকবে জান্নাত ও ঝরনাসমূহের মধ্যে।

১. নিশ্চয় কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিগণ।

৪৬. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে নিরাপদে তাতে প্রবেশ করো।

৪৭. আর আমরা তাদের সদর[১] থেকে বিদ্বেষ দূর করে দেবো (তখন) তারা ভাই ভাই হয়ে পরস্পর মুখোমুখি আসনে সমাসীন হবে।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মন।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৬**

৪৮. সেখানে কোনো অবসাদ তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।

৪৯. আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমি অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
৫০. আর নিশ্চয় আমার শাস্তি তা অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
৫১. আর তাদেরকে জানিয়ে দাও, ইবরাহীমের অতিথিদের কথা।
৫২. যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললো– 'সালাম', তখন সে বলেছিল, আমরা তোমাদের আগমনে আতঙ্কগ্রস্ত।
৫৩. তারা বললো– ভয় করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।
৫৪. সে বললো, তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কী বিষয়ে সুসংবাদ দিচ্ছ!
৫৫. তারা বললো, আমরা সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং তুমি নিরাশ হয়ো না।
৫৬. সে বললো, পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার রবের অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়?
৫৭. সে বললো, হে প্রেরিতরা (ফেরেশতারা)! এরপর তোমাদের উদ্দেশ্য কী?
৫৮. তারা বললো, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।
৫৯. তবে লূতের পরিবার পরিজন ছাড়া। নিশ্চয় আমরা তাদের সকলকে রক্ষা করবো।
৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়, আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) নির্ধারণ করেছি যে, সে অবশ্যই পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত[১]।
১. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সে অবশ্যই পিছনে অবস্থানকারীদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত।
রুকু : ৫
৬১. অতঃপর প্রেরিতরা (ফেরেশতারা) লূত পরিবারের কাছে উপস্থিত হলো।
৬২. সে (লূত) বললো, তোমরা তো অপরিচিত লোক।
৬৩. তারা বললো, প্রকৃত বিষয় হলো আমরা আপনার কাছে তা-ই (সেই বিপদ) নিয়ে এসেছি যার আগমন সম্বন্ধে তারা সন্দেহ পোষণ করে।
৬৪. আর আমরা আপনার কাছে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।
৬৫. সুতরাং আপনি রাতের কোনো এক সময় আপনার পরিবার-পরিজনসহ বের হয়ে পড়ুন এবং আপনি তাদের পেছনে অবস্থান করে চলতে থাকবেন। আর আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন দিকে না তাকায় এবং আপনাদের যেখানে যেতে বলা হচ্ছে আপনারা সেখানে চলে যান।

৬৬. আর আমরা তাকে এ ফয়সালা জানিয়ে দিলাম যে, খুব ভোরে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।
৬৭. আর নগরবাসীরা উল্লসিত হয়ে (লুত-এর কাছে) উপস্থিত হলো।
৬৮. সে বললো, নিশ্চয় তারা আমার অতিথি সুতরাং তোমরা আমাকে অপমানিত করো না।
৬৯. আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও আমাকে হেয় করো না।
৭০. তারা বললো, আমরা কি জগৎসমূহ[১] থেকে তোমাকে নিষেধ করিনি?
১. জগতের সব লোকের রক্ষাকারী সাজতে।
৭১. (লূত) বললো, এরা আমার কন্যা যদি তোমরা কিছু করতে চাও।
৭২. তোমার জীবনের শপথ! নিঃসন্দেহে তারা তাদের (সমকামিতার) নেশায় দিশেহারা।
৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত করলো।
৭৪. অতঃপর আমরা একে (জনপদকে) উঠিয়ে ওপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম।
৭৫. নিশ্চয় এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীলদের জন্য[১]।
১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই বহু বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে বিজ্ঞানীদের জন্য।
৭৬. আর অবশ্যই তা (ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর) চালু পথের পাশেই বিদ্যমান।
৭৭. নিশ্চয় এতে অবশ্যই মু'মিনদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে[১]।
১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে মু'মিনদের জন্য।
৭৮. আর অবশ্যই আইকাবাসীরাও (হযরত শোয়াইব আ.-এর জাতি) ছিল জালিম।
৭৯. সুতরাং আমরা তাদেরকে উচিত শাস্তি দিয়েছি। আর অবশ্য উভয়টি (উভয় স্থান) প্রকাশ্য পথের পাশে অবস্থিত।

রুকু : ৬

৮০. আর অবশ্যই হিজরবাসীরাও প্রেরিতদের (রসুলদের) প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।
৮১. আর আমরা তাদেরকে আমাদের বহু আয়াত[১] দিয়েছি কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল।
১. বহু সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়।
৮২. আর তারা নিরাপদে বসবাসের জন্য পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করতো।
৮৩. অতঃপর ভোর বেলা বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত করলো।
৮৪. ফলে তারা যা উপার্জন করতো তা তাদের কোনো কাজে আসেনি।

৮৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী কোনো কিছুই আমরা অযথা (উদ্দেশ্যহীনভাবে) সৃষ্টি করিনি। আর কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদের কাজ-কর্মকে উপেক্ষা করো।

৮৬. নিশ্চয় তোমার রব মহান স্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী।

৮৭. আর নিশ্চয় আমরা তোমাকে দিয়েছি পুনঃপুন পঠিত সাতটি আয়াত[১] এবং দিয়েছি মহান কুরআন।

১. সুরা ফাতিহা।

সুরা ফাতিহা সালাতের প্রতি রাকা'য়াতে পড়া বাধ্যতামূলক। তাই, এটি পুনঃপুন পঠিত সুরা। এটি প্রথম নাযিল হওয়া পুর্নাঙ্গ সুরা। সুরাটি পরে নাযিল হলেও কুরআন সাজানোর সময় এটিকে প্রথমে রাখা হয়েছে। এখান থেকে সহজে বোঝা যায়, সুরাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ কারণে সুরাটিকে উম্মুল (মা) সুরা বা উম্মুল কুরআন বলা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সালাত আদায়কারী যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর সাথে সংলাপের মাধ্যমে একটি প্রার্থনা উপস্থাপন করে। প্রার্থনাটিতে আল্লাহ তা'আলার কথা উহ্য এবং বান্দার কথা লেখা আছে। হাদীসে, রসুল (স.) বান্দার কথা বা চাওয়া এবং আল্লাহর প্রশ্নবা উত্তরমূলক যে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন সেটি তাঁর যুগের মানব সমাজের অবস্থাকে সামনে রেখে বলেছেন। সুরা নাহলের ৪৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ কুরআন ও হাদীস নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে যেতে বলেছেন।

তাই, বর্তমান মুসলিম সমাজের অবস্থানকে সামনে রেখে একটু ভাবলে প্রার্থনার সংলাপটি যেমন হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে অত্র গ্রন্থের সুরা ফাতিহার সংক্ষিপ্ত তাফসীরে। পুরো সংলাপটি পড়লে যেকোনো ব্যক্তি খুব সহজে বুঝতে পারবে কেন সুরাটিকে এতো গুরুত্বদেওয়া হয়েছে এবং কেন এটিকে প্রথমে আনা হয়েছে।

৮৮. আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও তোমার দুচোখ প্রসারিত করো না এবং তাদের জন্য তুমি দুঃখও করো না[১]। আর মু'মিনদের প্রতি তোমার বাহু নত করো (নরম দিল হও)।

১. ভোগ বিলাসের উপকরণ লাভের আমার তৈরি প্রোগ্রাম/ প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে তাদের বিভিন্ন শ্রেণি ভোগ বিলাসের যে উপকরণ পেয়েছে ... ...।

৮৯. আর বলো, নিশ্চয় আমি একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৯০. এটি তেমনি ধরনের সতর্কীকরণ যা আমরা অবতীর্ণ করেছিলাম (বিভিন্ন মতে) বিভক্তদের জন্য (ইহুদী)।

৯১. যারা কুরআনকে (আল্লাহর কিতাব) বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।

৯২. সুতরাং শপথ তোমার রবের, আমরা তাদের সকলকে অবশ্যই প্রশ্ন করবো।

৯৩. (জিজ্ঞাসা করবো) তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

৯৪. অতএব, তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো তা প্রকাশ্যে প্রচার করো এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করো।

৯৫. নিশ্চয় তোমার বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই যথেষ্ট।

৯৬. তারা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে ইলাহ নির্ধারণ করেছে। সুতরাং তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

৯৭. আর আমরা অবশ্যই জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার সদর[১] সংকুচিত হয়।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮**

৯৮. সুতরাং (প্রতিকার এই যে) তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করো এবং তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৯৯. তোমার রবের দাসত্ব করতে থাকো[১] যতক্ষণ না তোমার ইয়াকীন (মৃত্যু) আসে।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করতে থাকো যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু আসে। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

সুরা : ১৬

আন নাহল

মৌমাছি, মাক্কী, আয়াত : ১২৮, রুকু : ১৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আল্লাহর আদেশ আসবেই সুতরাং তোমরা তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। তিনি ত্রুটিমুক্ত এবং তারা যা শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

২. তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশের রুহসহ (ওহীসহ) ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন যেন তারা (এটি বলে) সতর্ক

করতে পারে যে, নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং আমার সম্পর্কে সচেতন হও[১]।

১. সুতরাং আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

৩. তিনি সঠিকভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারা যা শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

৪. তিনি ফোঁটা থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন অথচ সে প্রকাশ্য ঝগড়াকারী (বনে গেছে)।

৫. তিনি গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন। তাতে তোমাদের জন্য শীত নিবারণকারী উপকরণ ও বহুবিধ উপকার রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা আহার করে থাকো।

৬. আর তোমাদের জন্য এগুলোর মধ্য রয়েছে সৌন্দর্য[১] যখন তোমরা এগুলোকে (সন্ধ্যা বেলায়) বিশ্রামে নিয়ে আসো এবং যখন এগুলোকে (সকাল বেলায় চারণভূমিতে) নিয়ে যাও।

১. সৌন্দর্য উপভোগ করার বিষয়।

৭. আর তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে যেখানে প্রাণান্ত কষ্ট করা ছাড়া তোমরা পৌঁছাতে পারতে না। তোমাদের রব অবশ্যই অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু।

৮. আর তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জানো না।

৯. আর সঠিক পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহর, আর এটির (পথের) মধ্যে বাঁকা পথও আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন (তবে দুনিয়া পরীক্ষাক্ষেত্র বলে তিনি তা করেননি)।

রুকু : ২

১০. তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন[১], তাতে রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে (জন্মায়) উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাকো।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতি অনুযায়ী আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

১১. তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের জন্য এর মাধ্যমে শস্য, যায়তুন (জলপাই), খেজুর গাছ, আঙুর এবং সব রকমের ফল উৎপন্ন করেন[১]। নিশ্চয় এতে চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে[২]।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী অনুযায়ী শস্য, যায়তুন, খেজুর গাছ, আঙুর এবং সব রকমের ফল জন্মায়।

২. নিশ্চয় এতে অবশ্যই চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায় তথা বিজ্ঞানীদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে আসা বহু বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

১২. তিনি রাত, দিন, সূর্য এবং চাঁদকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। আর নক্ষত্ররাজিও তাঁরই নির্দেশের অধীন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই আকল ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে[১]।

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেক ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে আসা বহু বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাদের ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে কুরআন বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

১৩. আর পৃথিবীতে নানা রঙের বহুকিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা শিখতে চায়[১]।

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই আল্লাহর কাছ থেকে আসা বহু সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা এ সব হতে শিক্ষা নিয়ে Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে কুরআন বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে চায়।

১৪. তিনিই সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে টাটকা[১] (Fresh) মাংস (মাছ/প্রাণী) খেতে পারো এবং তা (সমুদ্র) থেকে আহরণ করতে পারো গহনা (মণিমুক্তা) যা তোমরা পরিধান করে থাকো। আর তোমরা দেখতে পাও যে এর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এ জন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ (জীবন সামগ্রী) সন্ধান করতে পারো এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[২]

১. মৃত কিন্তু পচা নয়।

২. তোমরা যেন এ সকল অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

১৫. আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে এবং নদী-নালা ও রাস্তা-ঘাটও যাতে তোমরা পথ চলতে পারো।

১৬. আর (স্থাপন করেছেন পথ নির্ণায়ক) চিহ্নসমূহও। আবার নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথের সন্ধান পায়।

১৭. সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মতো যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না?[১]

১. তবুও কি তোমরা এ সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে উৎকর্ষিত করে কুরআন বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করাসহ অন্য কাজে ব্যবহার করবে না?

১৮. আর তোমরা যদি আল্লাহর দেওয়া কল্যাণকর বিষয় গণনা করো তাহলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। আল্লাহ অবশ্যই অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৯. তোমরা যা গোপন রাখো এবং যা প্রকাশ করো আল্লাহ তা জানেন।

২০. আর তারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।

২১. তারা মৃত, জীবিত নয়। আর কখন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে সে বিষয়েও তাদের কোনো চেতনা নেই।

রুকু : ৩

২২. তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মন (সত্য) অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকারী।

২৩. সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

২৪. আর যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়– তোমাদের রব কী অবতীর্ণ করেছেন? তারা বলে, পূর্ববর্তীদের রূপকথা।

২৫. ফলে কিয়ামতের দিন তারা তাদের (পাপের) বোঝা পূর্ণ মাত্রায় বহন করবে। আর তাদের (পাপের) বোঝাও যাদেরকে তারা জ্ঞান ছাড়া পথভ্রষ্ট করেছে[১]। জেনে রেখো, তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট।

১. জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান তথা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান না জেনে পথভ্রষ্ট করেছে।

রুকু : ৪

২৬. তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের

(ষড়যন্ত্রের) ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন, ফলে ওপর থেকে ছাদ তাদের ওপর ধসে পড়লো এবং তাদের প্রতি এমন দিক থেকে শাস্তি এলো যা তারা বুঝতেও পারেনি।

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তিনি বলবেন– কোথায় আমার সে সমস্ত শরীক যাদের সম্পর্কে তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) বিতর্ক করতে? যাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান দান করা হয়েছিল[১] তারা বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের ওপর।

১. যারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

২৮. সেসব ব্যক্তি, ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটায় এমন অবস্থায় যে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল, তখন তারা আত্মসমর্পণ করে বলে– আমরা কোনো মন্দ কাজ করতাম না। (ফেরেশতারা বলবে) নিশ্চয় তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবগত।

২৯. সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট।

৩০. আর যারা আল্লাহ-সচেতন ছিল[১] তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের রব কী অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে– মহাকল্যাণ। যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে এই দুনিয়ায় মঙ্গল। আর আখিরাতের আবাস অবশ্যই আরও উৎকৃষ্ট। আর কতই না উত্তম আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিদের আবাস।

১. আর যারা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ছিল।

৩১. তা হচ্ছে স্থায়ী জান্নাত যেখানে তারা প্রবেশ করবে, তার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, যা কিছু তারা কামনা করবে তাদের জন্য তা-ই সেখানে থাকবে। এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদেরকে।

৩২. সেসব ব্যক্তি, ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র অবস্থায়। (ফেরেশতারা) তাদের বলে, তোমাদের প্রতি শান্তি। তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।

৩৩. তারা (কাফিররা) কি কেবল তাদের কাছে (মৃত্যুর) ফেরেশতাদের আগমনের অথবা তোমার রবের (শাস্তির) নির্দেশ আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে?

তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনই করতো। আর আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করতো।

৩৪. সুতরাং তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল তাদেরই মন্দ কাজের শাস্তি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল তা-ই যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো।

রুকু : ৫

৩৫. আর মুশরিকরা বলে— আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা ও আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করতে পারতাম না এবং কোনো কিছু নিষিদ্ধও করতে পারতাম না।[১] তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ করেছে।[২] সুতরাং (এ বিষয়ে) স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বাণী পৌঁছে দেওয়া ছাড়া রসুলদের ওপর আর কোনো দায়িত্ব আছে কি?[৩]

১. কুরআন নাযিলের সময়কালের মুশরিকরা বলতো, আল্লাহ না চাইলে তারা ও তাদের পিতৃ-পুরুষেরা শিরক করতে পারতো না। তাই শিরক করা সিদ্ধ।

২. মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ সময়ের পূর্বের মানুষেরাও একই ধরনের কথা বলতো।

৩. এ কথা হতে জানা যায়— রসুলগণ ‘আল্লাহ ইচ্ছায় হওয়া’ কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ইবলিস ও তার দোসররা সে ব্যাখ্যা মানব সভ্যতার কাছ থেকে হারিয়ে দিয়েছে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন— সুরা নাজম/৫৩ : ৩৯; কাহাফ/১৮ : ২৯; রা'দ/১৩ : ১১; রুম/৩০ : ৪১; নিসা/৪ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন— কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত‘আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা’ (গবেষণা সিরিজ-২৪) বইটি।

৩৬. আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি[১], (যাদের দাওয়াত ছিল) আল্লাহর দাসত্ব করো এবং আল্লাহদ্রোহীদের বর্জন করো।[২] অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের কাউকে আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের কারো ওপর পথভ্রষ্টতা সত্য হয়েছিল[৩]। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখ যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে।

১. অবশ্যই প্রত্যেক ভৌগলিক জনগোষ্ঠির মধ্যে রসুল এসেছে।

২. সকল রসুলের একই দাওয়াত ছিল— আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করো তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো এবং আল্লাহদ্রোহীদের দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা বর্জন করো।

কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।
৩. তাদের কেউ সৎপথ পাওয়ার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে সৎপথ পেয়েছিল এবং কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কেউ পথভ্রষ্ট হয়েছিল।

৩৭. (হে নবী!) যদি তুমি তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শন করতে আগ্রহী হও তবে নিশ্চয় আল্লাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করেন তাকে তিনি (তাৎক্ষণিকভাবে) সঠিক পথ দেখান না[১]। আর তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

১. নিশ্চয় কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী যে পথভ্রষ্ট হয় তাকে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক পথ দেখান না।

৩৮. আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে– যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না। হ্যাঁ, (অবশ্যই পুনর্জীবিত করার ব্যাপারে) তার প্রতিশ্রুতি সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

৩৯. (তাদের পুনর্জীবিত করবেন) যাতে তিনি, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল সেটি তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করতে পারেন এবং যাতে কাফিররা জানতে পারে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল।

৪০. নিশ্চয় আমরা কোনো বিষয়ে ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমরা বলি ‘হও’, (আর) তখনই তা হয়ে যায়।

রুকু : ৬

৪১. আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দেবো[১]। আর আখিরাতের পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। যদি তারা জানতো।

১. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী অবশ্যই তারা দুনিয়ায় উত্তম আবাস পাবে।

৪২. যারা ধৈর্যধারণ করে ও তাদের রবের ওপর ভরসা করে।

৪৩. তোমার পূর্বে আমরা (পুরুষ) মানুষই প্রেরণ করেছিলাম যাদের প্রতি ওহী নাযিল করতাম। অতঃপর তোমরা যদি না জানো[১] তবে বিশেষজ্ঞজ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করো[২]।

১. আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে তোমরা যদি না জানতে/না বুঝতে পারো।
২. আল্লাহ প্রদত্তজ্ঞানের উৎস হলো তিনটি– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকল। আর কিয়াস ও ইজমা হলো বিশেষজ্ঞজ্ঞানী ব্যক্তিদের একক ও সামষ্টিক গবেষণার ফল। তাই, আলোচ্য আয়াতাংশ

থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জানা যায় তা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে ইজমা বা কিয়াস থেকে সেটি জেনে নিতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সে বিষয়ে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা না করলেও চলবে।

৫. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে ইজমা বা কিয়াস দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্য ভিত্তিকটি গ্রহণ করায় দোষ নেই।

৬. ইজমা বা কিয়াস যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৭. ইজমা বা কিয়াস জ্ঞানের উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)' (গবেষণা সিরিজ-১২) নামের বইটি।

৪৪. (আমরা তাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও লিখিত কিতাবসহ। আর তোমার প্রতি যিক্‌র[১] অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে[২] এবং তারাও যেন চিন্তা-গবেষণা করে[৩]।

১. আল কুরআন।

২. এ বক্তব্যের ভিত্তিতে আয়াতটিকে রসুল (স.)-এর কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে মহান আল্লাহর নিয়োগপত্র বলা যায়।

৩. কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে সকলকে কিয়ামত পর্যন্ত চিন্তা-গবেষণা করতে হবে।

৪৫. যারা হীন ষড়যন্ত্র করে তারা কি নির্ভয় হয়ে গেছে যে– আল্লাহ তাদেরসহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন না অথবা তাদের কাছে শাস্তি আসবে না এমন দিক থেকে যা তারা বুঝতেও পারবে না?

৪৬. অথবা চলাফেরা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? অতঃপর তারা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না।

৪৭. অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না? কিন্তু তোমাদের রব অবশ্যই পরম স্নেহশীল ও অশেষ দয়ালু।

৪৮. তারা কি আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যকার কিছুই দেখে না, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে সিজদাবনত হয়ে?
৪৯. আর আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যত জীব-জন্তু আছে সবই আল্লাহকে সিজদা করে এবং ফেরেশতাগণও, আর তারা অহংকার করে না।
৫০. তারা তাদের ওপরে থাকা (আরশে সমাসীন) তাদের রবকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই করে।

রুকু : ৭

৫১. আর আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনিই একমাত্র ইলাহ। সুতরাং কেবল আমাকেই ভয় করো।
৫২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং নিরবিচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করবে?
৫৩. আর তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে তা আল্লাহরই পক্ষথেকে। অতঃপর যখন দুঃখ-দৈন্যতোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাকেই ব্যাকুলভাবে ডাকতে থাকো।
৫৪. অতঃপর যখন আল্লাহ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের একদল তাদের রবের সাথে শিরক করে।
৫৫. আমরা তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্য। সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও। আর (এর পরিণতি) শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।
৫৬. আর আমরা তাদেরকে যে জীবনসামগ্রী দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করো সে সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে।
৫৭. তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে (কিন্তু) তিনি তা হতে পবিত্র। আর তাদের জন্য তা-ই রয়েছে যা তারা কামনা করে।
৫৮. আর তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনঃকষ্টে ভোগে।
৫৯. তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার লজ্জায় সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। (সে চিন্তা করে) লাঞ্ছনা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে না মাটিতে পুঁতে দেবে! জেনে রেখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।
৬০. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা নিকৃষ্ট বিষয় সমতুল্য। আর আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম সত্তা তুল্য। তিনি মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।

রুকু : ৮

৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের জুলুমের কারণে শাস্তি দিতেন (তবে) ভূ-পৃষ্ঠের কোনো জীব-জন্তুই ছাড় পেতো না। কিন্তু তিনি এক (অতাৎক্ষণিকভাবে) নির্দিষ্ট হওয়া সময়কাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন[১]। অতঃপর যখন তাদের সময় এসে যায় তখন তারা মুহূর্তকাল তা বিলম্বিত করতে পারে না এবং না তারা তা এগিয়ে আনতে পারে।

১. মহান আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া সময়কাল।

৬২. আর যা তারা অপছন্দ করে তা-ই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এবং তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, তাদেরই জন্য (রয়েছে) উত্তম (প্রতিদান)। কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্য আছে আগুন এবং তারাই তাতে সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত (হবে)।

৬৩. শপথ আল্লাহর! আমরা তোমার পূর্বেও বহু উম্মতের কাছে রসুল প্রেরণ করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের কাজকর্মকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। সুতরাং সে-ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬৪. নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি কিতাব (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এ জন্যে যে, তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে তা তুমি তাদের কাছে স্পষ্ট করতে পারো। আর মু'মিনদের জন্য একটি পথনির্দেশিকা (Manual) ও দয়া স্বরূপ।[১]

১. জীবনের সকল মৌলিক বিষয় ধারণকারী গ্রন্থ।

৬৫. আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং এ দিয়ে তিনি মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন[১]। নিশ্চয় এতে অবশ্যই যে সম্প্রদায় শোনে তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে[২]।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় ... ...।

২. অবশ্যই আয়াতে উল্লিখিত বিষয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল জাগ্রত রেখে শোনা ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তাদের জ্ঞানের ঐ উৎসটিকে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে।

রুকু : ৯

৬৬. আর অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য (বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ) শিক্ষা রয়েছে। আমরা তা থেকে তোমাদের পান

করাই, যা হলো তাদের পেটের, গোবর ও রক্তের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা খাঁটি দুধ[১], যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

১. দুধ গৃহপালিত পশুর পেটের ওলানে থাকে। আর রাসায়নিক দিক থেকে দুধের অবস্থান গোবর ও রক্তের মধ্যবর্তী।

৬৭. আর খেজুর গাছের ফল ও আঙুর থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্যগ্রহণ করে থাকো। নিশ্চয় এতে অবশ্যই আকল ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে[১]।

১. নিশ্চয় আয়াতে উল্লিখিত বিষয়ে অবশ্যই জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ বিবেক ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাদের জ্ঞানের ঐ উৎসটিকে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

৬৮. তোমার রব মৌমাছির প্রতি ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) করেছেন পাহাড়, গাছ ও যে মাচা তারা (মানুষেরা) তৈরি করে তাতে বাসা বাঁধতে।

৬৯. অতঃপর প্রত্যেক ফল-ফুল থেকে কিছু কিছু খাও, অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ করো।[১] তার পেট থেকে বের হয় নানা রঙের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য।[২] নিশ্চয় এতে অবশ্যই চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।[৩]

১. আয়াতাংশ হতে মানুষের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি শিক্ষা হলো–

ক. মৌচাক তৈরি করা এবং ফল-ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে জমা করা ভীষণ সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ। আয়াতটি থেকে জানা যায়– মৌচাক তৈরি করা, ফল-ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা এবং মৌচাক তৈরি করে সেখানে মধু জমা করার পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা মৌমাছিকে ওহী করেন। আর ঐ পদ্ধতিকে মহান আল্লাহ সহজ বলে উল্লেখ করেছেন। মৌমাছির কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। প্রাণিটি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর পাওয়া ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) বুঝে নিয়ে মৌচাক তৈরি করা, ফল-ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা এবং মৌচাক তৈরি করে সেখানে মধু জমা করার কঠিন কাজটি সুচারুরূপে পালন করে। মানুষকে, জন্মগতভাবে একটি জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল) আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। ঐ উৎস মৌমাছির উৎস থেকে কোটি কোটি গুণে বেশি শক্তিশালী।

মানুষের জীবন পরিচালনার জ্ঞানের হার্ড কপি হলো আল কুরআন। আর ঐ কুরআনে আল্লাহ বারবার বলেছেন কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সকল মানুষের জন্য সহজ। তাই, আয়াতাংশের ভিত্তিতে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে

বলা যায়– Common sense/আকল/বিবেক ব্যবহার করে কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ভীষণ সহজ।

খ. মৌমাছির জন্য আল্লাহর সাথে ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) আদান-প্রদান করে জ্ঞানার্জন ও জীবন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি চালু আছে ও কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। মানুষের আল্লাহর সাথে ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) আদান-প্রদান করে জ্ঞানার্জন ও জীবন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতিও মহান আল্লাহ চালু রেখেছেন ও কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা শুরা/৪২ : ৫১ ও বাকারা/২ : ১৮৬।

বিষয়টির বিস্তারিত তথ্য ধারণকারী 'আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা লাভ করারপদ্ধতি' (গবেষণা সিরিজ-৪০) নামের বই কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন শীঘ্রই প্রকাশ করবে ইনশাআল্লাহ।

২. বর্তমানে এটি প্রমাণিত যে– মধুর জীবাণুনাশক গুণসহ অনেক রোগ নিরাময়ী গুণ আছে।

৩. নিশ্চয় এতে অবশ্যই বিজ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে অধিক উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা ও ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করাসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

৭০. আর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের মৃত্যু ঘটান[১]। আর তোমাদের মধ্যে কাউকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) উপনীত করা হয় এমন জরাজীর্ণ বয়সে যে তারা জানা বিষয়ও ভুলে যায়।[২] নিশ্চয় আল্লাহ সম্পূর্ণ অবগত ও সর্বশক্তিমান।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মানুষের মৃত্যু হয়।

২. মানুষের কেউ কেউ আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী উপনীত হয় এমন জরাজীর্ণ বয়সে যে তারা জানা বিষয়ও ভুলে যায়। এ বক্তব্যের মাধ্যমে বয়োবৃদ্ধির নিয়মের (Aging process) চিরসত্য বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রুকু : ১০

৭১. আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) জীবন উপকরণের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন[১]। অতঃপর যারা শ্রেষ্ঠ হয়েছে তারা নিজেদের ডান হাতের মাধ্যমে মালিক হওয়া ব্যক্তিদেরকে (যুদ্ধবন্দিদের)

তাদের জীবন উপকরণ থেকে (এমন পরিমাণ) দিয়ে দেয় না, যাতে তারা তাতে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে?

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী জীবন উপকরণের ক্ষেত্রে মানুষের কেউ কেউ শ্রেষ্ঠত্ব পায়।

৭২. আর আল্লাহ তোমাদের (সমজাতীয় সৃষ্টির) থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবন উপকরণ দান করেছেন। তবু কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৭৩. আর তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে[১] যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে কোনো জীবন উপকরণ সরবরাহ করার মালিক নয় এবং তারা কিছু করার ক্ষমতাও রাখে না।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করবে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৭৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোনো সমতুল্য নির্ধারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

৭৫. আল্লাহ উদাহরণ[১] দিচ্ছেন– মালিকানাধীন এক দাসের, যে কোনো কিছুর ওপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা নিজের পক্ষ থেকে উত্তম জীবন উপকরণ দান করেছি[২] এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। অথচ তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।
২. যে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে উত্তম জীবন উপকরণ পেয়েছে ... ...।

৭৬. আল্লাহ আরও উদাহরণ উপস্থাপন করছেন– দুই ব্যক্তি, যাদের একজন বোবা, কোনো কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার মনিবের ওপর একটি বোঝা স্বরূপ। তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে কোনো কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না। সেকি ঐ ব্যক্তির সমান যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে স্থায়ী পথের[১] ওপর রয়েছে?

১. স্থায়ী সঠিক পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

রুকু : ১১

৭৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য (বিষয়ের জ্ঞান) আল্লাহরই। আর কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের মতো এবং তার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭৮. আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং মন দিয়েছেন যাতে তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[১]

১. যাতে তোমরা এ সকল অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৭৯. তারা কি আকাশের শূন্যে নিয়ন্ত্রাধীন পাখিদের প্রতি লক্ষ করে না? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সেগুলোকে ধরে রাখে না। নিশ্চয় এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে[১]।

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত বহু (আকাশে চলা বাহন, বিমান যুদ্ধ ইত্যাদি) বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

৮০. আর আল্লাহ তোমাদের ঘরকে করেছেন তোমাদের বাসস্থান এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া দিয়ে ঘরের (তাঁবু) ব্যবস্থা করেছেন যাকে তোমরা হালকা পাও তোমাদের ভ্রমণ ও অবস্থানের দিনে। আর তিনি তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে একটি সময়ের জন্য ব্যবহার্য আসবাবপত্র ও ভোগ্য-সম্পদের ব্যবস্থা করেছেন।

৮১. আর আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন ছায়া ও পাহাড়ে আশ্রয় স্থান এবং ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এমন পরিধেয় বস্ত্রের যা তোমাদেরকে যুদ্ধের সময় রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করো।

৮২. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।

৮৩. তারা আল্লাহর নিয়ামত চিনতে পারে তারপরও সেগুলো তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।

রুকু : ১২

৮৪. আর যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একজন সাক্ষী দাঁড় করাবো সেদিন কাফিরদের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদের

(আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভেরও সুযোগ দেওয়া হবে না।[১]

১. অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকায় অপরাধী নয় বলার কোনো সুযোগ থাকবে না।

৮৫. আর যখন জালিমরা শাস্তি দেখবে তখন তাদের শাস্তি কম করা হবে না এবং তাদের কোনো অবকাশও দেওয়া হবে না।

৮৬. মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক করেছিল তাদেরকে যখন দেখবে তখন বলবে– হে আমাদের রব! এরাই তারা যাদেরকে আমরা আপনার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আপনার পরিবর্তে ডাকতাম। তখন (জবাবে তাদের মা'বুদেরা) তাদের প্রতি এই কথা ছুড়ে দেবে যে, তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৮৭. আর সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যেসব মিথ্যা উদ্ভাবন করতো তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।

৮৮. কাফিরদের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের আমরা শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করবো, কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করতো।

৮৯. আর সেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদেরই মধ্য থেকে তাদের বিষয়ে একজন সাক্ষী দাঁড় করাবো এবং তোমাকে আমরা এদের ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে আনবো। আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ এবং মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশনা, অনুগ্রহ এবং সুসংবাদ।[১]

১. আয়াতাংশ থেকে জানা যায় কুরআনে মানব জীবনের সকল বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল কুরআনে ইসলামের একটিমাত্র অমৌলিক (নফল) আমল উল্লিখিত আছে। সেটি হলো তাহাজ্জুতের সালাত। তাই আয়াতাংশের শিক্ষা হলো ইসলামের সকল মৌলিক (ফরজ বা হারাম) আমল/বিষয় কুরআনে উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ যে বিষয় কুরআনে নেই তা ইসলামের কোনো মৌলিক (ফরজ বা হারাম) আমল/বিষয় নয়। নির্ভুল হাদীসে উল্লেখ থাকলে সেটি হবে ইসলামের অমৌলিক আমল/বিষয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আন'আম/৬ : ৩৮; মায়েদা/৫ : ৩; বাকারা/২ : ৮৫; মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮; বনী ইসরাইল/১৭ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়' (গবেষণা সিরিজ-৮) নামের বইটি।

রুকু : ১৩

৯০. নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের

নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করো।

৯১. আর তোমরা পরস্পর যখন কোনো অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও তখন আল্লাহর (নামে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং তোমরা শপথ ভঙ্গ করো না তা পাকাপোক্ত করার পর যখন তোমরা আল্লাহকে তোমাদের ওপর সাক্ষী বানিয়েছো। নিশ্চয় তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন।

৯২. তোমরা সে নারীর মতো হয়ো না যে তার সুতা মজবুত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে থাকো, যাতে একদল অন্যদল থেকে বেশি লাভবান হও। আল্লাহ এ দিয়ে শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আর যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন।

৯৩. আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এক জাতিভুক্ত করতে পারতেন[১] কিন্তু তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।[২] আর তোমরা যা করো সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

১. আর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান থাকলে মানুষ এক জাতিভুক্ত হতো।
২. আল্লাহ প্রণীত ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চিন্তা ও কাজের কারণে মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চিন্তা ও কাজের ফলে মানুষ সঠিক পথ পায়।

৯৪. আর তোমরা তোমাদের কসমগুলোকে একে অপরকে ধোঁকা দেওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহার করো না, তাহলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা খারাপ পরিণতি (ভোগ) করবে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

৯৫. আর তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় (গ্রহণ) করো না।[১] নিশ্চয় আল্লাহর কাছে যা আছে শুধু তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

১. ছোটো ওজর তথা ছোটো কোনো ক্ষতি এড়ানোর জন্য আল্লাহর কাছে করা অঙ্গীকার তথা রুহের জগতে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। রুহের জগতে করা অঙ্গীকারের জন্য দেখুন সুরা আ'রাফের ১৭২ ও ১৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৯৬. তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর

কাছে যা আছে তা স্থায়ী। আর যারা ধৈর্যধারণ করে আমরা নিশ্চয় তাদেরকে যা তারা করে তার চেয়েও উত্তম পুরস্কার দান করবো।

৯৭. পুরুষ কিংবা নারীদের মধ্যে যে সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাকে আমরা নিশ্চয় উত্তম জীবন দান করবো[১]। আর নিশ্চয় আমরা তাদেরকে তাদের কাজের চেয়েও উত্তম পুরস্কার (জান্নাত) দান করবো।

১. সৎকাজ করে পুরস্কার পেতে হলে ঈমান থাকতে হবে।

৯৮. যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।[১]

১. এটি একটি আদেশ। তাই কুরআন পড়া আরম্ভ করার সময় আল্লাহর কাছে শয়তান হতে আশ্রয় না চাইলে কবীরা গুনাহ হবে। মহান আল্লাহ অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে উপদেশও দেননি। এখান থেকে জানা যায় শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানো। শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ হলো সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। তাই, আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আলাক/৯৬ : ১-৫; আলে ইমরান/৩ : ১৬৪; বাকারা/২ : ১২৯ ও ১৫১; জুম'য়া/৬২ : ২; আন'আম/৬ : ১৪৪ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ' (গবেষণা সিরিজ-৪) নামের বইটি।

৯৯. নিশ্চয় তার (শয়তানের) কোনো কর্তৃত্ব নেই[১] তাদের ওপর যারা ঈমান আনে এবং (তারা) তাদের রবের ওপর ভরসা করে।

১. শক্তি প্রয়োগ করে বিপথে নেওয়ার ক্ষমতা নেই।

১০০. নিশ্চয় তার (শয়তানের) কর্তৃত্ব কেবল তাদের ওপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।

রুকু : ১৪

১০১. আর আমরা যখন কোনো আয়াত পরিবর্তন করে অন্য এক আয়াত আনি এবং আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন[১], (তখন) তারা বলে– তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

১. আয়াতাংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো– আর আমরা যখন পূর্বের কিতাবের

কোনো আয়াত পরিবর্তন করে পরের কিতাবে অন্য এক আয়াত আনি এবং আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন সে বিষয়ে যা তিনি অবতীর্ণ করেন। তাই, আয়াতাংশকে কুরআনের আয়াত রহিত হওয়ার পক্ষের দলিল বলার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি অধিক জানার জন্য সুরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

১০২. বলো, তোমার রবের কাছ থেকে রূহুল-কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় করা জন্য এবং মুসলিমদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ।

১০৩. আর নিশ্চয় আমরা অবগত আছি যে, তারা বলে– তাকে শিক্ষা দেয় একজন মানুষ (মক্কার এক খ্রিষ্টান দাস)। তারা যার প্রতি তা অরোপ করে তার ভাষা তো আরবি নয় কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবি।

১০৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াত বিশ্বাস করে না তাদেরকে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) সঠিক পথে পরিচালিত করেন না[১] এবং তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. নিশ্চয় যারা কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা ধারণকারী আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে না, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা সঠিক পথ পায় ন।

১০৫. নিশ্চয় তারাই মিথ্যা উদ্ভাবন করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে না। আর তারাই মিথ্যাবাদী।

১০৬. যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে অমান্য করে শুধুমাত্র বাধ্য হওয়া অবস্থায় কিন্তু তার মন থাকে ঈমানে অবিচল (তার কোনো গুনাহ নেই)[১]। তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার সদর উন্মুক্ত রাখে[২] তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ। আর তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১. আয়াতটি থেকে জানা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ও অনুশোচনা দুটি শর্ত।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– আলে ইমরান/৩ : ২৮; শূরা/৪২ : ৪০ ও ৪১; মায়েদা/৫ : ৩; নাহল/১৬ : ১০৬; নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

২. তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে উন্মুক্ত রাখে তথা ইচ্ছাকৃতভাবে/খুশি মনে অমান্য করে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭**

১০৭. এটা এজন্য যে তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না[১]।

১. আর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কাফির সম্প্রদায় হিদায়াত পায় না।

১০৮. এরাই তারা আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাদের মন, কান ও চোখের শক্তিকে অবদমিত করে দিয়েছেন। আর তারাই উদাসীন/গাফিল।[১]

১. এরাই তারা, ইসলাম তথা সত্য বিরোধী চিন্তা-ভাবনা, কথা ও কাজের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যাদের মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি অবদমিত হয়ে গেছে। ফলে সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী কুরআন, সুন্নাহ ও অন্য সত্য বিষয় দেখা বা শোনার পর সেগুলো তাদের অনুধাবন করা কঠিন হয়। তাই, তারা উদাসীন থাকে।

১০৯. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১১০. এরপর তোমার রব নিশ্চয় তাদের জন্য আছেন যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ[১] এবং ধৈর্যধারণ করে। নিশ্চয় তোমার রব এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে।

রুকু : ১৫

১১১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমালোচনা করতে থাকবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পুরোপুরি বদলা দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

১১২. আর আল্লাহ একটি উদাহরণ[১] দিচ্ছেন– এক জনপদ যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে তার জন্য আসতো সবদিক থেকে প্রচুর জীবনসামগ্রী, অতঃপর তা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করলো, ফলে কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাকের স্বাদগ্রহণ করালেন।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।

১১৩. তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসুল এসেছিল কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল, ফলে জালিম অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো।

১১৪. অতএব, তোমরা আহার করো, আল্লাহর দেওয়া খাদ্যের মধ্যে যেগুলো হালাল (ও) পবিত্র[১] এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করো[২], যদি তোমরা শুধু তাঁরই দাসত্ব করো[৩]।

১. ক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিন যুক্ত ইত্যাদি নয়।

২. আল্লাহর অনুগ্রহের কল্যাণ অনুধাবন করে বা জানতে পেরে কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৩. যদি তোমরা শুধু তাঁরই দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

১১৫. নিশ্চয় আল্লাহ কেবল মৃত পশু, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাতে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু কেউ আগ্রহী ও সীমালঙ্ঘন না করে অনন্যোপায় হয়ে (তা খেলে) নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু[১]।

১. আয়াতাংশ হতে জানা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর ওজর ও মনের অবস্থা দু'টি শর্ত। বিষয়টিতে অধিক জানার জন্য দেখুন সুরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১১৬. আর তোমাদের জিহ্বা যেহেতু মিথ্যা রচনা করে তাই আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে তোমরা বলো না– এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফল হবে না।

১১৭. তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১১৮. আর ইহুদীদের জন্য আমরা তো শুধু তাই হারাম করেছিলাম যা তোমার কাছে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর আমরা তাদের ওপর কোনো জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই জুলুম করেছে নিজেদের প্রতি।

১১৯. অতঃপর যারা জাহালাতের[১] কারণে গুনাহ করার পর তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাদের জন্য তোমার রব এসবের পরও অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়ার মানসিকতা। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

রুকু : ১৬

১২০. নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল আল্লাহর অনুগত ও একনিষ্ঠ একটি উম্মত। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১২১. সে তাঁর (আল্লাহর) অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল, আল্লাহ তাকে

মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে স্থায়ী পথে[১] পরিচালিত করেছিলেন।

১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

১২২. আর আমরা তাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছিলাম। আর আখিরাতে সে হবে সৎকর্মশীলদের অন্যতম।

১২৩. এরপর আমরা তোমার প্রতি ওহী করলাম যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের মতাদর্শ অনুসরণ করো। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১২৪. শনিবার পালন শুধু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করতো। আর যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো তোমার রব অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের বিচার-মীমাংসা করে দেবেন।

১২৫. তুমি তোমার রবের পথে ডাকো হিকমাহ[১] এবং কল্যাণময় উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে সর্বোত্তম পন্থায়। নিশ্চয় তোমার রব অধিক ভালো জানেন কে তার পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়েছে। আর তিনি সঠিক পথে অবস্থানকারীদেরও অধিক জানেন।

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

১২৬. আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও তবে ঠিক ততখানি প্রতিশোধ নেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো তবে ধৈর্যশীলদের জন্য তা অবশ্যই উত্তম।

১২৭. আর তুমি ধৈর্যধারণ করো তোমার ধৈর্য তো শুধু আল্লাহরই জন্য। আর তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

১২৮. নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা আল্লাহ-সচেতন হয়[১] এবং যারা সর্বোচ্চ স্তরের সৎকর্মশীল।

১. নিশ্চয় আল্লাহ তদের সঙ্গে আছেন যারা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়।

পারা-১৫

সুরা : ১৭

বনী ইসরাঈল/আল ইসরা

ইসরাঈলের বংশধর/রাতের ভ্রমণ, মাক্কী, আয়াত : ১১১, রুকু : ১২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে একরাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চার পাশকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন[১] দেখানোর জন্য। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

১. জগৎসমূহের সৃষ্টি ও পরিচালনা পদ্ধতির কিছু বৈজ্ঞানিক বিষয়।

২. আর আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তাকে আমরা বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম, (আর কিতাবে আদেশ করেছিলাম) তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না।

৩. (হে তাদের বংশধর!) যাদেরকে আমরা নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা[১]।

১. আমার অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানতে পারার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বান্দা।

৪. আর আমরা কিতাবের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে জানিয়েছিলাম যে, নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে[১] এবং তোমরা খুব বেশি বিদ্রোহাত্মক কাজ করবে।

১. নিশ্চয় তোমরা কর্মের ভিত্তিতে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

৫. অতঃপর যখন প্রথম প্রতিশ্রুতির (সময়) উপস্থিত হলো তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম যারা যুদ্ধে খুবই শক্তিশালী ছিল, তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে (তোমাদের শাস্তি দেয়)। আর এটি ছিল (আমাদের অতাৎক্ষণিক) একটি ওয়াদা, যা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।[১]

১. আর এটি ছিল প্রোগ্রামের মাধ্যমে করা আমাদের একটি ওয়াদা, যা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।

৬. অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদেরকে পুনরায় তাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।[১]

১. অতঃপর কর্মের ভিত্তিতে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তোমরা পুনরায় তাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে ... .।

৭. যদি তোমরা ভালো কাজ করো তাহলে তোমাদের নিজেদেরই ভালো করবে। আর মন্দকাজ করলে তাও তোমাদের নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী প্রতিশ্রুত সময় যখন এলো[১] তখন (আমার বান্দাদেরকে পাঠিয়েছিলাম) তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করা, প্রথমবার তারা যেভাবে (বায়তুল মাকদিস) মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করা এবং তারা যা দখলে নিয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য[১]।

১. অতঃপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী পরবর্তী প্রতিশ্রুত সময় যখন এলো ... ...।

৮. (অতঃপর আমরা জানিয়ে দিলাম) সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু যদি তোমরা (অতীত আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো তবে আমরাও পুনরাবৃত্তি করবো। জাহান্নামকে আমরা কাফিরদের জন্য কারাগার বানিয়েছি।

৯. নিশ্চয় এ কুরআন পথপ্রদর্শন করে সে পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১০. আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না আমরা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

রুকু : ২

১১. আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে এমনভাবে যেভাবে কল্যাণ কামনা করা উচিত। আসলে মানুষ খুব বেশি তাড়াহুড়াকারী।

১২. আর আমরা রাত ও দিনকে বানিয়েছি দুটি নিদর্শন[১], রাতের নিদর্শনকে (চাঁদ) জ্যোতিহীন করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে (সূর্য) আলোকিত করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো। আর আমরা সবকিছু ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেছি।

১. বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়।

১৩. আর আমরা প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে[১] তার গলায় ঝুলিয়ে

রেখেছি। আর কিয়ামতের দিন আমরা তার জন্য বের করবো একটি কিতাব[২] যা সে খোলা অবস্থায় পাবে।

১. কৃতকর্মের রেকর্ড।
২. কম্পিউটারের ভাষায় একটি ফোল্ডার (আমলনামা)।

১৪. (বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

১৫. যে সঠিক পথ অবলম্বন করে সে নিজের কল্যাণের জন্য সঠিক পথ অবলম্বন করে। আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে পথভ্রষ্ট হয় নিজের ধ্বংসের জন্য। আর কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর আমরা রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।[১]

১. বার্তাবাহক না পাঠানো পর্যন্ত তথা বার্তাবাহকের মাধ্যমে ইসলাম না জানানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় না। কারণ, সেটি ন্যায় বিচার নয়।

১৬. আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার বিত্তবানদের (সৎকাজের) আদেশ করি। অতঃপর তারা সেখানে পাপাচারে লিপ্ত হয়। ফলে উক্ত জনপদের ওপর (শাস্তির) বাণী যৌক্তিক হয়ে যায়[১]। তখন আমরা তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

১. কর্মের কারণে উক্ত জনপদের ওপর কিতাবের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দেওয়া শাস্তির বাণী যৌক্তিক হয়ে যায়।

১৭. আর নূহের পর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি[১]! তোমার রব তার বান্দাদের অপরাধের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

১. নূহের পর অনেক প্রজন্ম আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ধ্বংস হয়েছে।

১৮. যে নগদকে কামনা করে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাতেই তা নগদে দিয়ে দেই, যা ইচ্ছা করি, যাকে ইচ্ছা করি। এরপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি।[১] যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ বঞ্চিত অবস্থায়।১. যে দুনিয়ার জীবনকে কামনা করে, আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সে যতটুকু পাওয়ার যোগ্য দুনিয়াতেই তা সে নগদে পেয়ে যায়। এরপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়।

১৯. আর যে আখিরাত কামনা করে ও তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে এবং সে মু'মিন, তাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃত।[১]

১. তারা তাদের কামনাকৃত আখিরাত পায়।

২০. এদের ও ওদের প্রত্যেককে আমরা (দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী) দিয়ে থাকি, (এবং) এগুলো তোমার রবের পক্ষ থেকে। আর তোমার রবের দান সীমিত নয়।
২১. লক্ষ করো, আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) কীভাবে তাদের এক দলকে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি[১]। আর অবশ্যই আখিরাত সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।
১. লক্ষ করো, আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মের ভিত্তিতে কীভাবে তাদের এক দল অপর দলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে।
২২. আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহ সাব্যস্ত করো না, (যদি করো) তাহলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হবে ।

রুকু : ৩

২৩. আর তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন যে– তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে না[১] এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে (কষ্টদায়ক) উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনকভাবে কথা বলবে।
১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের কোনো কাজ করবে না। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।
২৪. মমতাবশে তাদের প্রতি বিনয়ের বাহু অবনমিত করবে এবং বলবে– হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।
২৫. তোমাদের রব তোমাদের মনে যা আছে তা অধিক ভালো জানেন। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও তবে (মনে রেখো) তিনি তাঁর অভিমুখীদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল।
২৬. আর আত্মীয়-স্বজনকে তার অধিকার/প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং অপব্যয়/ অপচয় করবে না[১]।
১. মহান আল্লাহর নিজের অপব্যয় না করার প্রমাণ– মানব শরীরে পিত্তরস তৈরি ও ব্যবহার ব্যবস্থা। ❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৪ ও ২৯**
২৭. নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা/অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি বড়োই অকৃতজ্ঞ।
২৮. আর তোমরা যদি তাদের থেকে পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও,

তোমাদের রবের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করো তা এখনও তালাশ করছো তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।[১]

১. আর তোমরা যদি তাদের থেকে পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এজন্যে যে, তোমাদের রবের কাছ থেকে যে ধন-সম্পদ আকাঙ্ক্ষা করো তা এখনও পাওনি তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।

২৯. আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।[১]

১. দানের সময় হাত বন্ধ না রাখা তথা দান করা হতে বিরত না থাকা এবং হাত খালি না করা তথা সকল সম্পদ দান না করার নির্দেশ।

৩০. নিশ্চয় (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমার রব যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনসামগ্রী বৃদ্ধি করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন।[১] নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ও সবকিছু দেখেন।

১. নিশ্চয় জীবনসামগ্রী পাওয়ার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ জীবনসামগ্রী বেশি ও কম পায়।

রুকু : ৪

৩১. আর তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না।[১] আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে জীবনসামগ্রী দেই এবং তোমাদেরকেও।[২] নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

১. দারিদ্র্যের ভয়ে ভ্রূণ হত্যা করা নিষেধ। তবে মায়ের জীবনের ঝুঁকি থাকলে ভিন্ন কথা। অন্যদিকে ঘন ঘন বাচ্চা হলে মা ও বাচ্চার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তাই, আল্লাহ তা'য়ালা প্রাকৃতিক গর্ভনিয়ন্ত্রণের (ফ্যামিলি প্লানিং) ব্যবস্থা করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী, বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়কালে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন মায়ের ডিম্ব ফোটে না (Ovulationহয় না)। তাই, ঐ সময়ে মায়েরা গর্ভধারণ করে না।

২. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তারা ও তোমরা জীবনসামগ্রী পাও।

৩২. আর ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ[১]।

১. ব্যভিচার বিভিন্ন কঠিন রোগ সৃষ্টিকারী বিষয়। যেমন– Hepatitis B,C,D; AIDS, Syphilis, Gonorroea ও অন্যান্য STD রোগ।

৩৩. আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার অভিভাবককে (কেসাস দাবি করার) কর্তৃত্ব দিয়েছি। তবে সে যেন হত্যার ব্যাপারে

বাড়াবাড়ি না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।
৩৪. আর ইয়াতীম প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না। আর প্রতিশ্রুতি পূরণ করো। নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।
৩৫. আর তোমরা যখন পরিমাপ করবে তখন মাপ পূর্ণ করবে এবং ওজন করবে ত্রুটিহীন মাপযন্ত্রে। এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।
৩৬. আর যে বিষয়ে তোমার (প্রমাণিত) জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও মন এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে[১]।
১. কান, চোখ ও মন সম্পর্কে জবাবদিহির একটি দিক হলো নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহার। আর এ তিনটির জবাবদিহির গুরুত্বপূর্ণ অন্য একটি দিক হলো– এ তিনটির রায়ের বিপরীত বিষয় যাচাই না করে মানা হয়েছে কি না।
৩৭. আর পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয় তুমি ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতের সমান পৌঁছাতে পারবে না।
৩৮. এগুলোর মধ্যে যেগুলো মন্দ (সেগুলো) তোমার রবের কাছে ঘৃণ্য।
৩৯. তোমার রব ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যে হিকমাহ দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত[১]। আর তুমি আল্লাহর সাথে অপর ইলাহ নির্ধারণ করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।
১. হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি)হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ এবং ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।
৪০. তোমাদের রব কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানদের জন্য বিশেষিত করেছেন এবং তিনি নিজে ফেরেশতাদেরকে কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন? তোমরা নিশ্চয় ভয়ানক কথা বলে থাকো!

রুকু : ৫

৪১. আর অবশ্যই আমরা এ কুরআনে (বহু বিষয়) ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু এটি তাদের বিমুখতা ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করেনি।
৪২. বলো, যদি তার সাথে আরও ইলাহ থাকতো যেমনটি তারা বলে তাহলে সে অবশ্যই আরশ অধিপতির জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পথ খোঁজ করতো।
৪৩. তিনি ত্রুটিমুক্ত এবং তারা যা বলে তিনি তার বহু ঊর্ধ্বে।

৪৪. সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই ত্রুটিমুক্ততা (তাসবীহ) ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসাসহ ত্রুটিমুক্ততা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের ত্রুটিমুক্ততা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। নিশ্চয় তিনি বড়োই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল।

৪৫. আর তুমি যখন কুরআন পাঠ করো তখন (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে অদৃশ্য পর্দা টেনে দেই[১]।

১. আর তুমি যখন কুরআন পাঠ করো তখন আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে অদৃশ্য পর্দা পড়ে যায়।

৪৬. আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদের মনের ওপর আবরণ ফেলে দেই যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে দেই বধিরতা[১]। আর তুমি যখন কুরআনে থাকা তোমার রবের একত্ববাদের বিষয় আবৃত্তি করো তখন তারা বিতৃষ্ণা সহকারে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১. আল্লাহর তৈরি সে প্রোগ্রাম হলো– ইসলাম তথা সত্যবিরোধী কথা ও কাজের প্রভাবে মানুষের মনে থাকা Common sense/আকল ধীরে ধীরে অবদমিত হতে থাকে এবং একদিন তা এমনভাবে অবদমিত (কম্পিউটারের ভাষায় Hang) হয়ে যায় যে, ঐ ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর কথা আর বুঝতে পারে না। আর এর সৃষ্টিতত্ত্বগত কারণ হলো– Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে মানুষ কানে শোনা বা চোখে দেখা বিষয় উপলব্ধি করতে পারে না।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭

৪৭. যখন তারা তোমার কথা কান পেতে শুনে তখন তারা কেন কান পেতে শুনে তা আমরা ভালো করে জানি এবং এটাও জানি গোপনে আলোচনাকালে জালিমরা বলে, তোমরা এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।

৪৮. দেখো, তারা তোমার জন্য কেমন উদাহরণ (তুলনীয় বিষয়) উপস্থাপন করে, অতএব তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে সুতরাং তারা পথ (খুঁজে) পাবে না।

৪৯. আর তারা বলে যখন আমরা হাড্ডিতে পরিণত ও চুর্ণ-বিচুর্ণ হবো তখন কি নিশ্চিতভাবে আমরা অবশ্যই নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?

৫০. বলো, তোমরা যদি পাথর অথবা লোহাও হয়ে যাও (তিনি তোমাদের পুনরুত্থিত করতে পারবেন)।

৫১. অথবা এমন সৃষ্টিতে (পরিণত হও) যা তোমাদের সদরে[১] খুবই

কঠিন। তারা সাথে সাথে বলবে– কে আমাদের (সৃষ্টির) পুনরাবৃত্তি করবে? বলো, তিনি (সেই সত্তা) যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে এটা কবে হবে? বলো, সম্ভবত তা খুবই নিকটবর্তী।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল।

৫২. যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।

রুকু : ৬

৫৩. আর আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বলো। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে (বিভেদ সৃষ্টির) প্ররোচনা দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৫৪. তোমাদের রব তোমাদেরকে ভালোভাবে জানেন। তাঁর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা মতো তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাঁর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা মতো তিনি তোমাদের শাস্তি দেন।[১] আমি তোমাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাঠাইনি।

১. তাঁর তৈরি দয়া পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুসারে কাজ করার কারণে তোমরা দয়া পাও এবং তাঁর তৈরি শাস্তি পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করার কারণে তোমরা শাস্তি পাও।

৫৫. আর যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার রব ভালোভাবে জানেন। আমরা নবীদের একজনকে অন্য জনের ওপর মর্যাদা দিয়েছি। আর দাউদকে যাবূর কিতাব দিয়েছি।

৫৬. বলো, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে (ইলাহ) ধারণা করেছো তাদেরকে ডাকো, কিন্তু তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।

৫৭. তারা যাদেরকে ডাকে তারাই একজন অন্যজন অপেক্ষা তাদের রবের অধিকতর নৈকট্য লাভের জন্য উপায় (অছিলা) সন্ধান করে এবং তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ।

৫৮. (উল্লিখিত ধরনের) এমন কোনো জনপদ নেই (অতাৎক্ষণিকভাবে) যা আমরা কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করবো না বা যাকে কঠোর শাস্তি দেবো না। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।[১]

১. উল্লিখিত ধরনের সকল জনপদ কিয়ামতের দিনের পূর্বে কর্মের কারণে

আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ধ্বংস হবে অথবা কঠোর শাস্তি পাবে। ঐ প্রোগ্রাম লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে।

৫৯. আর পূর্ববর্তীরা নিদর্শন (মু'যিজা) অস্বীকার করায় আমাদেরকে তা প্রেরণ করা হতে বিরত রেখেছে। আর আমরা নিদর্শন স্বরূপ ছামূদ জাতিকে উটনী দিয়েছিলাম কিন্তু তারা সেটির প্রতি জুলুম করেছিল। আমরা কেবল ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

৬০. আর আমরা তোমাকে বলেছিলাম যে, নিশ্চয় তোমার রব মানুষকে বেষ্টন করে আছেন[১]। আর আমরা যে স্বপ্ন তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত গাছটিও (যাক্কুম বৃক্ষ) কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আর আমরা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি কিন্তু এটা তাদের জন্য কেবল চরম অবাধ্যতাই বাড়িয়ে দেয়।

১. দৃষ্টি (CC Camera) ও ক্ষমতার আওতায় আছে।

রুকু : ৭

৬১. আর যখন ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা (সম্মান) করো তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। সে বলেছিল, আমি কি তাকে সিজদা করবো যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন?

৬২. সে (ইবলিস) বলেছিল, আপনি কি বিবেচনা করেছেন আপনি আমার ওপর এ ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করে (কী কাজটি করেছেন)? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্পসংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদের অবশ্যই বশীভূত করে ফেলবো।

৬৩. তিনি (আল্লাহ) বললেন– চলে যাও! তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে জাহান্নাম হবে তোমাদের সকলের প্রতিদান, যা হবে পূর্ণ প্রতিদান।

৬৪. আর তোমার আওয়াজ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত করো, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে জড়ো করো, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

৬৫. নিশ্চয় আমার বান্দাদের ওপর তোর কোনো ক্ষমতা নেই।[১] আর অভিভাবক হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট।

১. নিশ্চয় আমার বান্দাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে বিপথে নেওয়ার কোনো ক্ষমতা তোর থাকবে না।

৬৬. তোমাদের রব হলেন তিনি যিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের জন্য

সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো।[১] নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

১. তোমাদের রব হলেন তিনি যাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তোমরা সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করার মাধ্যমে তাঁর দেওয়া জীবনসামগ্রী সন্ধান করো।

৬৭. আর সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও।[১] আর মানুষ বড়োই অকৃতজ্ঞ।

১. অতঃপর যখন আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় তোমরা উদ্ধার পেয়ে স্থলে আসো তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও।

৬৮. তোমরা কি নির্ভয় হয়েছো যে, তিনি (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদেরসহ কোনো অঞ্চল ধসিয়ে দেবেন না অথবা তোমাদের ওপর শিলা বৃষ্টি প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের জন্য কোনো অভিভাবক পাবে না।

৬৯. অথবা তোমরা কি নির্ভয় হয়েছো যে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডঝড় পাঠাবেন না এবং তোমাদের কুফরীর জন্য তোমাদের নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

৭০. আর অবশ্যই আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদের উত্তম জীবনসামগ্রী দান করেছি এবং আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে (সকল দিক দিয়ে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

রুকু : ৮

৭১. যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ ডাকবো। অতঃপর যাদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না।

৭২. আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

৭৩. আর আমরা তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা থেকে তারা তোমাকে

পদস্খলন ঘটাবার কম চেষ্টা করেনি যাতে তুমি আমাদের সম্বন্ধে এর বিপরীত কথা রচনা করো। আর তখন তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো।

৭৪. আর যদি আমরা তোমাকে স্থির না রাখতাম তবে তুমি তাদের দিকে অবশ্যই কিছুটা ঝুঁকে পড়তে।

৭৫. তাহলে অবশ্যই তোমাকে দুনিয়ার জীবনে দ্বিগুণ ও পরকালে দ্বিগুণ (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করাতাম। তখন আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোনো সাহায্যকারী পেতে না।

৭৬. আর তারা তোমাকে ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করার জন্য, আর (যদি তা হতো) তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকতো।

৭৭. আমার রসুলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রে এ নীতিই ছিল, আর তুমি আমাদের নীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

রুকু : ৯

৭৮. সালাত কায়েম করো সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত (চার বার) এবং ফজরে কুরআন পাঠ করো।[১] নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ প্রত্যক্ষ করা হয়।

১. সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত চার বার এবং ফজরের সময় সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করো।

৭৯. আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ (সালাত) আদায় করা তোমার জন্য একটি নফল (অতিরিক্ত ফরজ)। আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে অধিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।

৮০. আর বলো, হে আমার রব! আমাকে প্রবেশ করান কল্যাণসহ এবং বাহির করুন কল্যাণসহ এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।

৮১. আর বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবেই।

৮২. আর আমরা কুরআনে এমন বিষয় অবতীর্ণ করি যা মু'মিনদের জন্য (বিভিন্ন বিষয়ের) চিকিৎসা ও রহমত। আর তা জালিমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া কিছুই বাড়ায় না।

৮৩. আর আমরা যখন মানুষের প্রতি (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়।[১] আর যখন তাকে ক্ষতি স্পর্শ করে তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে।

১. আর আমাদের তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বা আমাদের তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ যখন জীবনসামগ্রী লাভ করে তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়।

৮৪. বলো, প্রত্যেকেই নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে[১], তবে তোমার রব সম্পূর্ণ অবগত কে সবচেয়ে সঠিক পথে রয়েছে।

১. কর্মপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে মানুষের একজনের কাজের সাথে অন্য জনের কাজের শতভাগ মিল থাকে না।

রুকু : ১০

৮৫. আর তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, রূহ আমার রবের আদেশ মাত্র এবং তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

৮৬. আর যদি আমরা ইচ্ছা করতাম তবে তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম, অতঃপর এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিভাবক পেতে না।

৮৭. তবে তোমার রবের পক্ষ হতে রহমত থাকায় (তা প্রত্যাহার করা হচ্ছে না)। অবশ্যই তোমার প্রতি তাঁর মহাঅনুগ্রহ রয়েছে।

৮৮. বলো, যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় তবু তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না, যদি তারা পরস্পরকে সাহায্যও করে।

৮৯. আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে সকল ধরনের উদাহরণ[১] বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অস্বীকার/অমান্য করা ছাড়া ক্ষান্ত হয় না।

১. সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য ঘটনা, ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনি ইত্যাদি ধরন।

৯০. আর তারা বলে, আমরা কখনই তোমার প্রতি ঈমান আনবো না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটি ঝরনা উৎসারিত না করো।

৯১. অথবা তোমার জন্য খেজুরের ও আঙুরের একটি বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দেবে।

৯২. অথবা তুমি যেমন বলে থাকো তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে

আমাদের ওপর ফেলবে অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের আমাদের সামনে নিয়ে আসবে।
৯৩. অথবা তোমার একটি স্বর্ণনির্মিত ঘর হবে অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান আনবো না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক (লিখিত) কিতাব অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করবো। বলো, ত্রুটিমুক্ত আমার রব! আমি কি একজন মানুষ (ও) একজন রসুল ছাড়া অন্য কিছু?

রুকু : ১১

৯৪. আর যখন তাদের কাছে পথনির্দেশ আসে তখন মানুষদের ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে একমাত্র তাদের এ উক্তি যে, আল্লাহ কি মানুষকেই রসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন?
৯৫. বলো, ফেরেশতারা যদি (মানুষ ঈমান আনবে এ বিষয়ে) নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারতো তবে আমরা অবশ্যই আকাশ থেকে তাদের কাছে ফিরিশতাকেই রসুল করে পাঠাতাম।
৯৬. বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত এবং সবকিছু দেখেন।
৯৭. আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন তারা পথপ্রাপ্ত। আর যাদেরকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করেন তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে তুমি তাঁর পরিবর্তেকোনো অভিভাবক পাবে না।[১] কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়– অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই তা স্তিমিত হবে আমরা তখনই তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দেবো।
১. আল্লাহর তৈরি সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা ও কাজ করার ফলে মানুষ সঠিক পথ পায়। আর আল্লাহর প্রণীত ভুল পথে যাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা ও কাজ করার ফলে ভুল পথে পরিচালিত হয়।
৯৮. এটাই তাদের প্রতিফল কারণ তারা আমাদের আয়াতসমূহকে[১] অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল– হাড্ডিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও আমরা কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?
১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।
৯৯. তারা কি (জ্ঞানের আলোয়) দেখে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম? আর

তিনি তাদের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জালিমরা (তা সবই) অস্বীকার করলো, কুফরী ছাড়া।

১০০. বলো, যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবে ব্যয় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তোমরা তা ধরে রাখতে। আর আসলে মানুষ খুবই কৃপণ।

রুকু : ১২

১০১. আর আমরা মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখো যখন সে তাদের কাছে এসেছিল ফিরাউন তাকে বলেছিল– হে মুসা! আমি মনে করি নিশ্চয় তুমি জাদুগ্রস্ত।

১০২. (মুসা) বলেছিল, তুমি অবশ্যই অবগত আছো যে– এ সমস্ত (স্পষ্ট নিদর্শন) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রবই অবতীর্ণ করেছেন চাক্ষুষ প্রমাণ স্বরূপ। আর হে ফিরাউন! আমি অবশ্যই তোমাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত ধারণা করছি।

১০৩. অতঃপর ফিরাউন তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা করলো, তখন আমরা ফিরাউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম।

১০৪. আর তারপর আমরা বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা পৃথিবীতে বসবাস করো, এরপর যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমরা একত্র করে উপস্থিত করবো।

১০৫. আর আমরা তা (কুরআন) সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি এবং তা (কুরআন) সত্যসহই অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

১০৬. আর এটি (কুরআন) একটি অধ্যয়ন[১] দাবিকৃত গ্রন্থ, যাকে আমরা (বিভিন্ন অংশে) পৃথক করেছি যাতে তুমি তা মানুষের কাছে থেমে থেমে পাঠ করতে পারো এবং আমরা তা ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।

১. অর্থসহ বা বুঝে বুঝে পড়ার দাবিকৃত গ্রন্থ।

১০৭. বলো, তোমরা কুরআনে বিশ্বাস করো বা না করো যাদেরকে পূর্বে জ্ঞান[১] দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন তা পাঠ করা হয় তখনই তারা অধোমুখে সিজদায় অবনত হয়।

১. যাদের আল্লাহর পূর্বে পাঠানো কিতাবের প্রকৃত জ্ঞান আছে।

১০৮. আর তারা বলে– আমাদের রব ত্রুটিমুক্ত, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি[১] অবশ্যই কার্যকর হয়।

১. পূর্বের কিতাবে কুরআন ও রসুল মুহাম্মাদ স. সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি আছে তা কার্যকর হয়েছে।

১০৯. আর তারা কাঁদতে কাঁদতে অধোমুখে অবনত[১] হয় এবং তা তাদের

বিনয় বৃদ্ধি করে।
১. সিজদায় অবনত হয় কুরআনের প্রতি ঈমান আনে।
১১০. বলো, তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাকো বা 'রহমান' নামে ডাকো, তোমরা যে নামেই ডাকো না কেন সকল সুন্দর নামই তাঁর। তোমরা সালাতে স্বর উচ্চ করো না এবং একেবারে ক্ষীণও করো না বরং এ দুয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।
১১১. আর বলো, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, যার রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই এবং তিনি এমন দুর্বল নন যে, তাঁর কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে এবং তাঁর যথাযথ মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।

সুরা : ১৮

আল কাহাফ

গুহা, মাক্কী, আয়াত : ১১০, রুকু : ১২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তার বান্দার প্রতি কিতাবখানি অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি কোনো বক্রতা[১] রাখেননি।
১. শিক্ষা দেওয়া বা গ্রহণের ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা ও কাঠিন্য রাখেননি।
২. একে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে তাঁর পক্ষ থেকে আসা কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা যায় এবং যেসব মু'মিন সৎকাজ করে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেওয়া যায় যে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।
৩. সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।
৪. আর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।
৫. এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখনিঃসৃত কথা কী সাঙ্ঘাতিক! তারা মিথ্যা ছাড়া কিছু বলে না।
৬. অতঃপর তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পিছনে ঘুরে তুমি দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে।
৭. নিশ্চয় পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমরা সেগুলোকে এর সৌন্দর্য স্বরূপ বানিয়েছি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাদের মধ্যে (সৎ) কাজে উত্তম।
৮. আর এর ওপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমরা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে

পরিণত করবো।

৯. তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার আয়াতসমূহের মধ্যে বিস্ময়কর ছিল?[1]

১. আমার প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে বিস্ময়কর ছিল?

১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিলো তখন তারা বলেছিল– হে আমাদের রব! আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।

১১. অতঃপর আমরা তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর তাদের কানসমূহের ওপর রাখলাম[1]।

১. তাদেরকে কাত করে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।

১২. পরে আমরা তাদেরকে জাগ্রত করলাম এটি জানার জন্য যে– দুই দলের মধ্যে কারা তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

রুকু : ২

১৩. আমরা তোমার কাছে তাদের সংবাদ নির্ভুলভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয় তারা ছিল কয়েকজন যুবক যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমরা তাদের সঠিক পথ পাওয়ার দিকনির্দেশনাকে বৃদ্ধি করেছিলাম।

১৪. আর আমরা তাদের মনকে (ঈমানকে) দৃঢ় করে দিলাম, তারা যখন (অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর সামনে) উঠে দাঁড়াল তখন বললো– আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রবই আমাদের রব। আমরা কখনই তার পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবো না, যদি ডাকি তবে আমরা অত্যন্ত গর্হিত কথা বললাম।

১৫. আমাদের এ স্বজাতিরা তার পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে। তারা এ সমস্ত ইলাহ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? আর যে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে?[1]

১. আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হতে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর শিরক অতিবড়ো গুনাহ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা লুকমান/৩১ : ১৩; আন'আম/৬ : ৫০ ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-

২৮) নামের বইটি।

১৬. (যুবকরা একে অপরকে বললো) আর তোমরা যখন তাদের ও তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের দাসত্ব করে[1] তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো, তোমাদের রব তোমাদের জন্য তার দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করে। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

১৭. আর উদয়ের সময় তুমি সূর্যকে দেখবে তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিক দিয়ে চলে যায় এবং যখন সেটি অস্ত যায় তাদের পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়, অথচ তারা ছিল এর (গুহার) ফাঁকা স্থানে। বস্তুত এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত[1]। আল্লাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) সঠিকপথে পরিচালিত করেন সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনও তার জন্যকোনো পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।[2]

১. আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
২. আল্লাহর প্রণীত সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা ও কাজ করার ফলে মানুষ সঠিক পথ পায়। আর যে আল্লাহর প্রণীত পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে পথভ্রষ্ট হয় তাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কোনোভাবে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

রুকু : ৩

১৮. আর (তাদের দেখলে) তুমি ভাবতে তারা জাগ্রত কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত[1]। আমরা তাদেরকে ডান ও বাম দিকে পাশ পরিবর্তন করাতাম। আর তাদের কুকুরটি (বসেছিল) ছিল সামনের পা দুটি (গুহার) দরজায় প্রসারিত করে। তুমি যদি তাদেরকে দেখতে তবে অবশ্যই পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও অবশ্যই তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

১. আংশিক Anaesthetised। অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক সাময়িকভাবে উঠিয়ে নেওয়ার কারণে কিছু অনুভূতি ক্ষমতা না থাকা মানুষ।

১৯. আর এভাবেই আমরা তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে তারা পরস্পরকে প্রশ্ন করে। তাদের একজন বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো? তারা বললো, আমরা অবস্থান করেছি এক দিন অথবা এক

দিনের কিছু অংশ। তারা বললো– তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো তা তোমাদের রবই ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ করো, অতঃপর সে যেন দেখে কোন খাদ্যটি উত্তম এবং এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। আর সে যেন বিচক্ষণতা অবলম্বন করে এবং কিছুতেই তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু বুঝতে না দেয়।

২০. নিশ্চয় তারা যদি তোমাদের সম্পর্কে জানতে পারে তবে তোমাদেরকে পাথরের আঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনও সাফল্য লাভ করবে না।

২১. আর এভাবে আমরা (মানুষকে) তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জানে যে– আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা (এলাকার মানুষেরা) তাদের কর্তব্য সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বললো, তাদের ওপর সৌধ নির্মাণ করো। তাদের রব তাদের বিষয়ে ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য সম্পর্কে যারা জয়ী হলো তারা বললো– আমরা নিশ্চয়ই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করবো।

২২. অজানা বিষয়ে ঢিল মারার মতো অচিরেই তারা বলবে– (তারা ছিল) তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। আবার (কেউ) বলবে পাঁচ জন তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর, অজানা বিষয় অনুমানের ওপর নির্ভর করে। আবার (কেউ) বলবে সাতজন তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলো– আমার রবই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন। তাদের সংখ্যা (আহলে কিতাবদের) অল্প সংখ্যকই জানে। সুতরাং সাধারণ আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের সাথে আলোচনা করো না[১] এবং তাদের কাউকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো না।

১. সুতরাং ওহীর জ্ঞানের আলোকে নিশ্চিত হওয়ার আগপর্যন্ত সাধারণ আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের সাথে আলোচনা করো না।

রুকু : ৪

২৩. আর তুমি কখনোই একটি বিষয় সম্পর্কে বলো না, আমি আগামীকাল তা (শতভাগ সঠিকভাবে) করবো।

২৪. যদি না আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করেন।[১] ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে– আশা আছে আমার রব কাজটির শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি স্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন[২]।

১. যদি না ঐ কাজ আল্লাহর তৈরি সফল হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী শতভাগ নিখুঁতভাবে পালন করা হয়। যা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, একটি কাজের বড়ো, ছোটো, ক্ষুদ্র সকল অনুঘটক মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

২. ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে রবকে স্মরণ করে দোয়া করতে হবে– হে আমার রব! কাজটির শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি অবস্থানের দিকে আমাকে পথ দেখান।

২৫. আর তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শত বছর এবং তারা (লোকেরা) বৃদ্ধি করেছে নয় বছর।

২৬. তুমি বলো, তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কতই না সুন্দর দ্রষ্টা ও কতই না সুন্দর শ্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোনো অভিভাবক নেই। আর তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।

২৭. আর তুমি তোমার প্রতি ওহী হিসেবে প্রেরিত তোমার রবের কিতাব থেকে তিলাওয়াত করে শুনাও। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউই নেই[১]। আর তুমি কখনই তাঁকে ছাড়া অন্য আশ্রয়দাতা পাবে না।

১. আল কুরআনের আয়াত পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা রহিত (মানসুখ) করার কেউ নেই। তাই, আয়াতাংশ হতে জানা যায়– কুরআনের কোনো আয়াত রহিত হয়নি এবং কুরআনে কোনো শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত নেই। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন সুরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২৮. আর তুমি নিজকে তাদের সাথে অবিচলভাবে জুড়ে রাখবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় (সারাক্ষণ) তাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁকে ডাকে এবং তুমি পার্থিব জীবনের চাকচিক্য কামনা করে তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। তুমি তাঁর আনুগত্য করো না যার মনকে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাদের যিক্র (কুরআন) থেকে উদাসীন/গাফিল করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমালঙ্ঘন করে।

১. তুমি তার আনুগত্য করো না যার মন তথা মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং কার্যকলাপে সীমালঙ্ঘন করাসহ ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী কাজের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী অবদমিত হয়ে গেছে। ফলে কুরআন জানা/বুঝা এবং অন্য কাজে সে ঐ উৎসটির যথাযথ সাহায্য নিতে পারে না।

২৯. আর বলো, এ সত্য তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক[১]। আমরা জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর মতো পানীয় যা তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট সে পানীয়! আর কত নিকৃষ্ট সে আশ্রয়স্থল!

১. মানুষের ঈমান আনা নির্ভর করে আল্লাহর ঈমান আনার প্রোগ্রাম/বিধান (আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা) অনুযায়ী মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টা করার ওপর। আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার ওপর নয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নাজম/৫৩ : ৩৯; কাহাফ/১৮ : ২৯; রা'দ/১৩ : ১১; রুম/৩০ : ৪১; নিসা/৪ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৪) বইটি।

৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, যে সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদন করে আমরা নিশ্চয় তার কর্মফল নষ্ট করি না।

৩১. তাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের চুড়িতে অলংকৃত করা হবে এবং তারা মিহি ও পুরু রেশমের সবুজ পোশাক পরিধান করবে ও সেখানে তারা সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে। কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল!

রুকু : ৫

৩২. তুমি তাদের কাছে দুব্যক্তির উদাহরণ[১] উপস্থাপন করো, যাদের একজনকে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) দুটি আঙুর-বাগান দিয়েছিলাম[২] এবং এ দুটিকে আমরা খেজুর গাছ দিয়ে পরিবেষ্টন করেছিলাম ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে বানিয়েছিল শস্যক্ষেত্র।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।

২. যাদের একজন আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে দুটি আঙুর-বাগান বানিয়েছিল।

৩৩. উভয় বাগানই ফলদান করতো এবং এতে কোনো ত্রুটি করতো না। আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে নালা প্রবাহিত করেছিলাম[১]।

১. আর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে সে ব্যক্তি উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে নালা প্রবাহিত করেছিল।

৩৪. আর তার (বাগানে) অনেক ফল হলো। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বললো, ধন-সম্পদে আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।

৩৫. আর এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করা অবস্থায়[১] তার বাগানে প্রবেশ করে সে বললো, আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।

১. অহংকারী ও অকৃতজ্ঞ অবস্থায়।

৩৬. আর আমি এও মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই-ই তবে আমি নিশ্চয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল পাবো।

৩৭. কথোপকথনের সময় তার সাথী তাকে বললো, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে ও পরে শুক্র থেকে এবং তারপর পূর্ণ মানুষের আকৃতি দিয়েছেন?

৩৮. বরং তিনিই আল্লাহ, আমার রব এবং আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক করি না।

৩৯. আর তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, আল্লাহ (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) যা চান তাই হয় (এবং) আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তিনেই (সাহায্য করার)[১]। যদি তুমি ধন-সম্পদ ও সন্তানে আমাকে তোমার চেয়ে কম পেয়ে থাকো।

১. তখন কেন বললে না, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ছাড়া কোনো ঘটনা ঘটা সম্ভব নয় এবং আল্লাহর ছাড়া সাহায্য করার কোনো শক্তি নেই।

৪০. তবে হতে পারে আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ থেকে এক বজ্রপাত করবেন যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য মসৃণ ময়দানে পরিণত হবে।

৪১. অথবা এর পানি ভূগর্ভে চলে যাবে এবং তুমি কখনও এর সন্ধানলাভে সক্ষম হবে না।

৪২. আর তার ফল-ফসল বিনষ্ট হয়ে গেল, অতঃপর সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য দুই হাত চাপড়াতে লাগলো, যখন তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে গেছে এবং সে বলতে লাগলো, হায়! আমি যদি কাউকে আমার রবের সাথে শরীক না করতাম!

৪৩. আর আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার কোনো লোক ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না।

৪৪. সেখানে কর্তৃত্ব আল্লাহরই যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম

নির্ধারণে তিনিই উত্তম।

রুকু : ৬

৪৫. তাদের কাছে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কিত উদাহরণ[১] উপস্থাপন করো। যেমন– পানি, যা আমরা আকাশ থেকে বর্ষণ করি, অতঃপর যার সংমিশ্রণে সবুজ শ্যামল ভূমিজ উদ্ভিদ উদগত হয়, এরপর তা শুকিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।

৪৬. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ। আর স্থায়ী সৎকাজসমূহ তোমার রবের কাছে পুরস্কার প্রদানের জন্য উত্তম এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় হিসেবেও উত্তম।

৪৭. আর যেদিন আমরা পর্বতমালাকে চলমান করবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তররূপে। আর সেদিন তাদের সকলকে আমি একত্র করবো এবং তাদের কাউকে ছেড়ে দেবো না।

৪৮. আর তাদেরকে তোমার রবের কাছে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে। (বলা হবে) তোমাদের প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছো। অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময় আমরা কখনও উপস্থিত করবো না।

৪৯. আর আমলনামা উপস্থিত করা হবে, তাতে যা (লিপিবদ্ধ) আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখবে এবং তারা বলবে– হায় আফসোস! এটা কেমন কিতাব! এটা তো ছোটো বড়ো কোনো কিছুই বাদ দেয়নি বরং সমস্ত হিসাবই রেখেছে। আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার রব কারো প্রতি অবিচার করেন না।

রুকু : ৭

৫০. আর স্মরণ করো যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম– আদমকে সিজদা করো[১] তখন ইবলিস ছাড়া সকলে সিজদা করলো। সে ছিল জ্বিনদের একজন, তাই সে তার রবের আদেশ অমান্য করলো; তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছো? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। জালিমদের এ বিনিময় অতীব নিকৃষ্ট।

১. সম্মান দেখাও।

৫১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমরা তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার সময়ও নয়। আর আমরা পথভ্রষ্টকারীদেরকে সাহায্যকারী হিসেবেও গ্রহণ করিনি।

৫২. আর যেদিন তিনি বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাকো, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং আমরা তাদের উভয়ের মাঝে বানাবো এক ধ্বংস-গহ্বর।

৫৩. আর অপরাধীরা আগুন দেখবে এবং ধারণা করবে যে, তারা তাতে পতিত হচ্ছে এবং তারা তা থেকে পরিত্রাণের কোনো জায়গা পাবে না।

রুকু : ৮

৫৪. আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল ধরনের উদাহরণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি[১]। কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে প্যাচায় (Twist করে)।[২]

১. মানুষকে বুঝানের জন্য আমরা এ কুরআনে সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনি ইত্যাদি সকল ধরনের উদাহরণ, আমার কাছ হতে আসা সত্য শিক্ষা হিসেবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।
২. কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিতর্কপ্রবণ। অর্থাৎ মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদাহরণের সহজ শিক্ষার ভিত্তিতেও কুরআন জানতে, বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে ও মানতে চায় না।
উদাহরণ ব্যবহারের পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারার ২৬নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৫৫. আর যখন তাদের (মানুষের) কাছে পথনির্দেশনা আসে তখন ঈমান আনা এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা থেকে মানুষকে কেবল এই চিন্তাই বিরত রাখে যে, তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের রীতি আসুক অথবা শাস্তি সরাসরি তাদের সামনে আসুক।[১]

১. তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের প্রতি অনুসৃত ধ্বংস আসুক অথবা শাস্তি সরাসরি তাদের সামনে আসুক তারপর ঈমান আনবে।

৫৬. আর আমরা রসুলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করে থাকি। কিন্তু কাফিররা মিথ্যার ভিত্তিতে বিতর্ক করে, তা দিয়ে সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য এবং আমাদের আয়াতসমূহ[১] ও যেসব বিষয় দিয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে সেগুলোকে বিদ্রুপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

৫৭. আর তার চেয়ে বড়ো জালিম (গুনাহগার) আর কে হতে পারে যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়[১] এবং তার দু হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে তা (কৃতকর্মসমূহ) ভুলে যায়। আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের মনের ওপর আবরণ এটে দিয়েছি যেন তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি।[২] আর তুমি তাদেরকে সঠিক পথে ডাকলেও তারা কখনও সঠিক পথ পাবে না।

১. আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হতে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর শিরক অতিবড়ো গুনাহ। বিস্তারিত জানতে দেখুন সুরা আন‘আমের ১৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২. কুরআন বিরোধী চিন্তা-ভাবনা ও কাজের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের মন তথা মনে থাকা Common sense ধীরে ধীরে অবদমিত হতে হতে তাতে মোহর পড়ে গেছে (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যাওয়া)। এর ফলে সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী তারা কুরআন (ও সুন্নাহ) পড়ে বা শুনে বুঝতে পারে না।

৫৮. আর তোমার রব পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতেন তবে তাকে অবশ্যই তাদের জন্য শাস্তি তরান্বিত করতে হতো। তবে তাদের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় রয়েছে যা থেকে তারা পালানোর কোনো পথ পাবে না।

৫৯. আর ঐসব জনপদ যাদেরকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল, আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম[১]।

১. আর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট হয়ে ছিল।

রুকু : ৯

৬০. আর যখন মুসা তার খাদেমকে বলেছিল– দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে (ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর) না পৌঁছে আমি থামবো না অথবা আমি বহু যুগ ধরে চলতে থাকবো।

৬১. তারা উভয়ে যখন দুটির সংযোগস্থলে পৌঁছালো তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল, অতঃপর তা (মাছ) ফাঁক দিয়ে বের হয়ে সমুদ্রে তার পথ করে নিলো।

৬২. অতঃপর যখন আরও অগ্রসর হলো সে (মুসা) তার খাদেমকে বললো, আমাদের সকালের নাস্তা আনো। অবশ্যই আমরা আমাদের এ

সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।
৬৩. সে (খাদেম) বললো, আমরা যখন পাথরের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন (কী ঘটেছিল তা) আপনি লক্ষ করেছেন? মাছের প্রতি আমার লক্ষ ছিল না এবং শয়তানই তার কথা আপনাকে বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তা (মাছটি) আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছিল।
৬৪. মুসা বললো, আমরা সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললো।
৬৫. অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের সাক্ষাৎ পেলো যাকে আমরা আমাদের কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমাদের কাছ থেকে এক (বিশেষ) জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম।
৬৬. মুসা তাকে বললো, আমি কি আপনাকে অনুসরণ করবো এ শর্তে যে– সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ করার যে জ্ঞান আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমাকে শেখাবেন?
৬৭. সে বললো, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।
৬৮. আর যে বিষয়ে আপনার খবর (জানা) নেই সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কীভাবে?
৬৯. মুসা বললো, আল্লাহ (অতাৎক্ষণিক বা অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন[১] এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করবো না।
১. মুসা বললো, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।
৭০. সে বললো, আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণই করেন তবে আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।

রুকু : ১০

৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো, পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলো তখন সে তা ছিদ্র করে দিলো। সে (মুসা) বললো, আপনি কি আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য তা ছিদ্র করলেন? নিশ্চয় আপনি গুরুতর কিছু করলেন।
৭২. সে বললো– আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?
৭৩. সে (মুসা) বললো, আমার ভুলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না

এবং আমার ব্যাপারে অতটা কড়াকড়ি করবেন না।
৭৪. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো যতক্ষণ না তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাত হলো, অতঃপর সে তাকে হত্যা করলো। তখন মুসা বললো, আপনি কি হত্যার অপরাধ ছাড়াই এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন? আপনি নিঃসন্দেহে ঘৃণ্য কিছু করলেন।

পারা-১৬

৭৫. সে (খিজির) বললো– আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?
৭৬. সে (মুসা) বললো– এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। এখন তো আপনি আমার পক্ষ থেকে ওজর পেলেন।
৭৭. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো, চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাদ্য চাইলো কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। অতঃপর সেখানে তারা এক পড়ে যাওয়ার উপক্রম প্রাচীর (দেখতে) পেলো এবং সে তা নিজ ইচ্ছায় খাড়া করে দিলো। সে (মুসা) বললো, আপনি ইচ্ছা করলে অবশ্য এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।
৭৮. সে বললো– এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো। শীঘ্রই যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি আমি তার তাৎপর্য আপনার কাছে ব্যাখ্যা করবো।
৭৯. নৌকাটির ব্যাপার– এটি ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো, আমরা ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে কারণ তাদের পিছনে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে প্রতিটি (ভালো) নৌকা ছিনিয়ে নিতো।
৮০. এরপর বালকটির কথা– তার পিতা-মাতা মু'মিন, আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দেবে।
৮১. সুতরাং আমি চাইলাম যে, তাদের রব যেন তাদেরকে এর পরিবর্তে এমন এক সন্তান দান করেন, যে হবে তার চেয়ে অধিকতর পবিত্র ও সম্পর্কের দিক থেকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ।
৮২. আর ঐ প্রাচীরটি, এটি ছিল নগরের দুই ইয়াতীম বালকের, এর নিচে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার রব ইচ্ছা করলেন যে, তারা শক্তি-সামর্থ্য (বয়ঃপ্রাপ্ত) হোক এবং

তারা তাদের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক। (এটা ছিল) আপনার রবের পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ। আর আমি নিজ থেকে কিছু করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলেন এটাই তার ব্যাখ্যা।

রুকু : ১১

৮৩. আর তারা তোমাকে জুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো, শীঘ্রই আমরা তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করবো।

৮৪. আমরা তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।

৮৫. অতঃপর সে একটি পথ অনুসরণ করলো।

৮৬. অবশেষে সে যখন সূর্যাস্তের স্থানে[১] পৌঁছালো তখন সে এটিকে (সূর্যকে) এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলো এবং সে সেখানে একটি সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো। আমরা বললাম, হে জুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা তাদের প্রতি সদয়ও হতে পারো।

১. পশ্চিম দিকের শেষ সীমা।

৮৭. সে বললো, যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করবে অচিরেই আমি তাকে শাস্তি দেবো। অতঃপর সে তার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

৮৮. তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর শীঘ্রই আমাদের বিধান তাকে সহজ করে বলবো।

৮৯. অতঃপর সে (অন্য) একটি পথ অনুসরণ করলো।

৯০. অবশেষে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থানে[১] পৌঁছালো তখন সে দেখতে পেলো এটি (সূর্য) এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য তা থেকে কোনো আড়াল আমি (অতাৎক্ষণিকভাবে) সৃষ্টি করিনি।[২]

১. পূর্ব দিকের শেষ সীমা।

২. সূর্য এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদিত হচ্ছে যারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরবাড়ি বা পোশাক-পরিচ্ছদ বানানোর জ্ঞান রাখে না।

৯১. এ রকমই (ছিল যুলকারনাইনের ঘটনা)। আর তার সব খবর আমরা অবগত আছি।

৯২. এরপর সে (আরও) একটি পথ অনুসরণ করলো।

৯৩. অবশেষে সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে[১] পৌঁছালো তখন সেখানে সে তাদেরকে ছাড়াও এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো যারা কোনো কথা বুঝতে পারতো না।

১. কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মাঝের ককেসীয় পর্বতমালা।

৯৪. তারা বললো– হে জুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজূজ ও মাজূজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাই আমরা কি আপনাকে খরচ দেবো যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন?

৯৫. সে বললো, আমার রব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তা উৎকৃষ্ট, সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক প্রাচীর নির্মাণ করে দেবো।

৯৬. (সে বললো) তোমরা আমার কাছে লৌহপিণ্ডসমূহ নিয়ে এসো। যখন (লৌহপিণ্ড দিয়ে) দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে (দুই পাহাড়ের) সমান হলো তখন সে বললো, তোমরা (হাপরে) ফুঁ দিতে থাকো। যখন তা আগুনের মতো হয়ে গেলো তখন সে বললো, তোমরা গলিত তামা আমার কাছে নিয়ে এসো আমি (তা) এর ওপর ঢেলে দেই।

৯৭. এরপর তারা (ইয়াজূজ ও মাজূজ) তা অতিক্রম করতে পারলো না এবং তা ভেদও করতে পারলো না।

৯৮. সে (জুলকারনাইন) বললো– এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় (কিয়ামত) আসবে তখন তিনি তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।

৯৯. আর সেদিন আমরা তাদেরকে (এমনভাবে) ছেড়ে দেবো যে, একদল আরেক দলের ওপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এসে পড়বে। আর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, অতঃপর আমরা তাদের সকলকেই একত্র করবো।[১]

১. কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেবো এমন অবস্থায় যে, একদল আরেক দলের ওপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এসে পড়বে। আর শিঙায় ফুঁ (দ্বিতীয় শিঙা ফুঁ) দেওয়া হবে, অতঃপর আমরা তাদের সকলকেই হাশরের ময়দানে একত্র করবো।

১০০. আর সেদিন আমরা জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ করার জন্য কাফিরদের কাছে উপস্থিত করবো।

১০১. যাদের চোখ ছিল আমার যিকর[১] থেকে আবরণে ঢাকা এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ কুরআন।

রুকু : ১২

১০২. যারা কুফরী করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে? নিশ্চয় আমরা কাফিরদের আতিথেয়তার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি।

১০৩. বলো, আমি কি তোমাদেরকে কাজের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি

ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দেবো?

১০৪. ওরাই তারা, দুনিয়ার জীবনে যাদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে যদিও তারা মনে করে যে তারাই সুন্দরভাবে কাজ করছে।

১০৫. ওরাই তারা, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে[১] ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, ফলে তাদের কৃতকর্ম বিফল হয়ে যায়, সুতরাং কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে কোনো গুরুত্বই দেবো না।

১. রবের প্রেরিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে।

১০৬. এটাই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও রসুলগণকে বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস।

১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তর কামনা করবে না।

১০৯. বলো, যদি আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র কালি হয় তবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমি অনুরূপ সাহায্য (কালি) আবার নিয়ে আসি।

১১০. বলে দাও, আমি কেবল তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকাজ করে ও তার রবের দাসত্বে[১] কাউকে শরীক না করে।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করার বিষয়ে কাউকে শরীক না করে। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

সুরা : ১৯

মারিয়াম

ঈসা (আ)-এর মা, মাক্কী, আয়াত : ৯৮, রুকু : ৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কাফ-হা-ইয়া-‘আইন-সোয়াদ।

২. এটা তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ, (যা তিনি) তার বান্দা যাকারিয়াকে করেছিলেন।

৩. যখন সে তার রবকে নিভৃতে ডেকেছিল।

৪. সে বলেছিল, হে রব! নিশ্চয় আমার হাড্ডি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মাথার চুল সাদা হয়েছে। হে আমার রব! আপনাকে ডেকে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।

৫. আর আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের (দ্বীনের উত্তরাধিকারী হওয়ার) ব্যাপারে নিশ্চয় আমি শঙ্কিত, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন একজন অনুগামী।

৬. যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুবের বংশের। আর আমার রব, আপনি তাকে পছন্দের ব্যক্তি বানান।

৭. (আল্লাহ বললেন) হে যাকারিয়া! আমরা তোমাকে একজন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি তার নাম হবে ইয়াহইয়া। আমরা পূর্বে কারো এ নামকরণ করিনি।

৮. সে (যাকারিয়া) বললো, হে আমার রব! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। আর আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।

৯. তিনি বললেন, এরূপই হবে। তোমার রব বললেন, এটা আমার জন্য সহজ, আমি পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

১০. সে (যাকারিয়া) বললো, হে রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি একাধারে তিন রাত কারো সাথে কথা বলবে না।

১১. অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এলো এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করতে বললো।

১২. হে (যাকারিয়ার পুত্র) ইয়াহইয়া! এ কিতাব[১] দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করো। আর আমরা তাকে শৈশবেই হিকমাহ[২] দান করেছিলাম।

১. এখানে মূসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হওয়া তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে।
২. হিকমাহর (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) সংজ্ঞা : আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

১৩. আর আমাদের কাছ থেকে (সে পেয়েছিল) কোমলতা ও পবিত্রতা। আর সে ছিল আল্লাহ-সচেতন[১]।

১. আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common

sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তি।

১৪. আর সে ছিল পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না।

১৫. আর তার প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবে।

রুকু : ২

১৬. আর (হে নবী) এ কিতাবের মারিয়ামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করো যখন সে তার পরিবার-পরিজন হতে পৃথক হয়ে (বায়তুল মুকাদ্দিসের) পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিলো।

১৭. অতঃপর তাদের থেকে সে পর্দা করলো। এরপর আমরা তার কাছে আমার রুহকে (জিবরাঈলকে) পাঠালাম সে তার কাছে পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো।

১৮. সে (মারিয়াম) বললো, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যদি তুমি আল্লাহ-সচেতন হয়ে থাকো[১]।

১. আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়ে থাকো।

১৯. সে (জিবরাঈল) বললো, নিশ্চয় আমি আপনাকে এক পবিত্র সন্তান দানের (সুখবর দেওয়ার) জন্য আপনার রবের প্রেরিত দূত।

২০. সে (মারিয়াম) বললো, কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?

২১. সে (জিব্রাইল) বললো, এভাবেই হবে। তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য। আর তা এজন্য যে, আমরা তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন[১] বানাবো এবং আমাদের কাছ থেকে এক অনুগ্রহ। আর এটা এক ফয়সালাকৃত ব্যাপার।

১. বৈজ্ঞানিক (ক্লোনিং, দোলনায় কথা বলা, কুষ্ঠ রোগ, দৃষ্টিহীনতা ইত্যাদির চিকিৎসা) শিক্ষণীয় বিষয় বানাবো।

২২. তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করলো অতঃপর তাকেসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।

২৩. প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের তলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো। সে বললো, হায় এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও (মানুষের)

স্মৃতি থেকে বিস্মৃত হয়ে যেতাম!
২৪. অতঃপর সে (জিবরাঈল) তার নিচ থেকে তাকে আহবান করে বললো, তুমি দুশ্চিন্তা করো না তোমার নিচে তোমার রব একটি ঝরনা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।
২৫. আর তুমি তোমার দিকের খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা তোমাকে পরিপক্ক তাজা খেজুর দান করবে।
২৬. সুতরাং আহার করো, পান করো ও চোখ জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাউকে যদি তুমি দেখো তখন বলো– আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি, তাই আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কথা বলবো না।
২৭. অতঃপর সে তাকে (সন্তানকে) নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলো। তারা বললো, হে মারিয়াম! তুমি তো এক জঘন্য কাজ করেছো।
২৮. হে হারূনের বোন! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ব্যভিচারিণী ছিলেন না।
২৯. অতঃপর মারিয়াম তার (সন্তান) প্রতি ইঙ্গিত করলো। তারা বললো, যে দোলনার শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো?
৩০. সে (শিশু) বললো, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।
৩১. আর আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। আর আমি যতদিন জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন।
৩২. আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন। আর তিনি আমাকে উদ্ধত ও অসুখী করেননি।
৩৩. আর আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হবো।
৩৪. এটাই মারিয়াম-পুত্র ঈসা। এটা সেই সত্য কথা যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে।
৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি এ বিষয় থেকে মুক্ত। তিনি যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু বলেন ‘হও’, আর তা হয়ে যায়।
৩৬. আর নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব ও তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর দাসত্ব করো[১]। এটাই স্থায়ী পথ।[২]
১. তাঁর (আল্লাহর) দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা

জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪। ২. স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।
৩৭. অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো। সুতরাং দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য মহাদিবসের উপস্থিতকালে।
৩৮. তারা যেদিন আমাদের কাছে আসবে সেদিন তারা কতই না শুনবে ও কতই না দেখবে কিন্তু জালিমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।
৩৯. আর তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিন সম্পর্কে, যেদিন সকল বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে। আর তারা Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়ার নীতিতে অবিচল আছে এবং (ফলে) তারা ঈমান আনতে পারে না।
৪০. নিশ্চয় পৃথিবী ও এর ওপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমাদের এবং তারা আমাদেরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

রুকু : ৩

৪১. আর স্মরণ করো এ কিতাবে বর্ণিত ইব্রাহীমের কথা। নিশ্চয় সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী।
৪২. যখন সে তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা! আপনি কেন তার দাসত্ব করেন যে শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজে আসে না?
৪৩. হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো।
৪৪. হে আমার পিতা! শয়তানের দাসত্ব করবেন না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।
৪৫. হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করছি যে, আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, অতঃপর আপনি শয়তানের বন্ধু হয়ে পড়বেন।
৪৬. সে (পিতা) বললো, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও তবে আমি অবশ্যই পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবো এবং তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।
৪৭. সে (ইবরাহীম) বললো, আপনার প্রতি সালাম। অচিরেই আমি আমার রবের কাছে আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।
৪৮. আর আমি আপনার থেকে ও আপনারা আল্লাহ ছাড়া যাদের দাসত্ব করেন তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি, আর আমার রবকে ডাকবো। আশা করি

আমার রবকে ডেকে আমি ব্যর্থ হবো না।
৪৯. অতঃপর সে যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের দাসত্ব করে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল তখন আমরা তাকে (সন্তান হিসেবে) ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করলাম। আর (তাদের) প্রত্যেককে নবী (হিসেবে মনোনীত) করলাম।
৫০. আর তাদেরকে আমরা আমাদের অনুগ্রহ দান করলাম ও তাদের দিলাম সত্যিকার সুনাম-সুখ্যাতি।

রুকু : ৪

৫১. আর এ কিতাবে বর্ণিত মুসার প্রসঙ্গ স্মরণ করো। নিশ্চয় সে ছিল খাঁটি (লোক) এবং সে ছিল রসুল ও নবী।
৫২. আর তাকে আমরা আহবান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক থেকে এবং আমরা একান্ত আলাপের জন্য তাকে নৈকট্য দান করলাম।
৫৩. আর আমরা নিজ অনুগ্রহে তার জন্য তার ভাই হারূনকে নবী হিসেবে দান করেছিলাম।
৫৪. আর এ কিতাবে থাকা ইসমাঈলের প্রসঙ্গস্মরণ করো। নিশ্চয় সে ছিল প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী এবং সে ছিল রসুল ও নবী।
৫৫. আর সে তার পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতো। আর সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন।
৫৬. আবার এ কিতাবে বর্ণিত ইদরিসের প্রসঙ্গ স্মরণ করো। নিশ্চয় সে ছিল সত্যনিষ্ঠ ও নবী।
৫৭. আর আমরা তাকে উচ্চস্থানে (মর্যাদায়) উন্নীত করেছিলাম।
৫৮. এরাই তারা, নবীদের মধ্য থেকে যাদের ওপর আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, আদমের বংশধর থেকে, আর আমরা যাদের নুহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের থেকে, আর ইবরাহীম ও ইসরাঈলের (ইয়াকুব) বংশ থেকে এবং যাদেরকে আমরা সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের মধ্য থেকে। যখন তাদের কাছে দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হতো তখন তারা ক্রন্দন করতে করতে সিজদায় লুটিয়ে পড়তো।
৫৯. পরে তাদের (নবী-রসুলগণের) পরবর্তী প্রজন্মের ব্যক্তিরা সালাত নষ্ট করলো[১] এবং (সালাত সম্পর্কে) কামনা-বাসনার দাসত্ব করলো, সুতরাং তারা অচিরেই এ বিচ্যুতির শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।
১. সালাত নষ্ট করতে প্রধানতম যে কাজটি করা হয়েছে তা হলো আকিমুস্ সালাতের প্রকৃত ব্যাখ্যাটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৬০. কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

৬১. এটা স্থায়ী জান্নাত, (এটা হলো সে) অদৃশ্য বিষয় যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় (আল্লাহ) তার বান্দাদের দিয়েছেন। অবশ্যই তার প্রতিশ্রুতির আগমন ঘটবে।

৬২. সেখানে তারা শান্তি ছাড়া কোনো বেহুদা বাক্য শুনবে না। আর সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে খাদ্যোপকরণ।

৬৩. এই সে জান্নাত যার অধিকারী করবো আমার বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ-সচেতন[১]।

১. যারা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী।

৬৪. (জিবরাঈল বলল,) আর (হে রসুল), আমরা আপনার রবের আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে ও পিছনে রয়েছে এবং যা এ দুয়ের মধ্যবর্তী তা তারই। আর আপনার রব ভুলে যান না।

৬৫. তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী যা কিছু রয়েছে তার রব, সুতরাং তারই দাসত্ব[১] করুন এবং তাঁর দাসত্বে ধৈর্যশীল থাকুন। আপনি কি তার সমগুণসম্পন্ন কাউকে জানেন?

১. তারই (আল্লাহর) দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করুন। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

রুকু : ৫

৬৬. আর মানুষ বলে, আমি যখন মৃত্যুবরণ করবো তখন অচিরেই কি আমাকে জীবিত করে উত্থিত করা হবে?

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে আমরা অবশ্যই তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না?

৬৮. সুতরাং শপথ তোমার রবের, আমরা অবশ্যই তাদের এবং শয়তানদের সমবেত করবো এবং পরে আমরা তাদেরকে অবশ্যই নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবো।

৬৯. অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য

আমরা তাকে অবশ্যই টেনে বের করবো।

৭০. এরপর অবশ্যই আমরা তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জানি।

৭১. আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তা অতিক্রম করবে না।[১] এটা তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

১. আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জাহান্নামের ওপর দিয়ে বিছানো পুলসিরাত পার হবে না।

৭২. অতঃপর আমরা আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদেরকে নিরাপদ রাখবো/রক্ষা করবো এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।[১]

১. অতঃপর কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিগণ নিরাপদে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে এবং কাফির ও মু'মিন জালিমরা জাহান্নামে পড়ে যাবে ও সেখানে নতজানু অবস্থায় থাকবে।

৭৩. আর তাদের কাছে আমাদের স্পষ্ট আয়াত[১] আবৃত্তি করা হলে কাফিররা মু'মিনদের বলে, দুদলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসেবে উত্তম?

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক স্পষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

৭৪. আর তাদের পূর্বে আমরা কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা তাদের চেয়ে সম্পদে ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

৭৫. বলো, যারা বিভ্রান্তিতে আছে দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দেবেন যতক্ষণ না যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তা তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেটি শাস্তিহোক অথবা কিয়ামত হোক। অতঃপর তারা অচিরেই জানতে পাবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও বাহিনীর দিক দিয়ে অধিক দুর্বল।

৭৬. আর যারা সৎপথে চলে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে অধিক হিদায়াত দান করেন।[১] আর স্থায়ী সৎকাজগুলো (সাদাকায়ে যারিয়াহ) তোমার রবের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য উত্তম এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।

১. আর যারা সৎপথে চলে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা অধিক হিদায়াত লাভ করে।

৭৭. তুমি কি লক্ষ করেছো সে ব্যক্তিকে যে আমাদের আয়াতসমূহ[১]

প্রত্যাখ্যান করে এবং সে বলে আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে।
১. কুরআনর ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।
৭৮. সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?
৭৯. কখনই নয়। সে যা বলে আমরা তা শীঘ্রই লিখে রাখবো এবং তার জন্য শাস্তি বৃদ্ধি করবো।
৮০. আর সে যে বিষয়ে কথা বলে (ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি) তার উত্তরাধিকারী হবো আমরা এবং সে আমাদের কাছে আসবে একাকী।
৮১. আর তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ (উপাস্য) গ্রহণ করে এজন্যযে, তারা তাদের সহায়ক হবে।
৮২. কখনই নয়। শীঘ্রই তারা (উপাস্যরা) তাদের দাসত্ব অস্বীকার করবে এবং তারা হবে তাদের প্রতিপক্ষ।

রুকু : ৬

৮৩. তুমি কি লক্ষ করোনি, আমরা কাফিরদের ওপর শয়তানদেরকে প্রেরণ করেছি যারা তাদেরকে (মন্দ কাজে) অতিমাত্রায় উসকানি দেয়?
৮৪. সুতরাং তাদের (শাস্তির) বিষয়ে তুমি তাড়াহুড়ো করো না। অবশ্যই আমি তাদের নির্ধারিত কাল গণনা করছি।
৮৫. যেদিন দয়াময়ের কাছে আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করা হবে।[১]
১. যেদিন দয়াময়ের কাছে কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করা হবে।
৮৬. আর অপরাধীদের তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো।
৮৭. সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না যে দয়াময়ের কাছে প্রতিশ্রুতি (অনুমতি) গ্রহণ করেছে।
৮৮. আর তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন।
৮৯. নিশ্চয় তোমরা (এ কথার মাধ্যমে) এক গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করেছো।

৯০. যার ফলে আকাশমণ্ডলী ভেঙ্গে পড়া ও পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার এবং পাহাড়-পর্বত ধসে পড়ার উপক্রম হয়।
৯১. (সে গুরুতর বিষয়টি হচ্ছে) তারা দয়াময়ের (আল্লাহ) সন্তান আছে বলে দাবি করেছে।
৯২. অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়।
৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।
৯৪. অবশ্যই তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে পূর্ণরূপে গণনা করেছেন।
৯৫. আর কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তার কাছে আসবে একাকী অবস্থায়।
৯৬. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে দয়াময় (আল্লাহ) শীঘ্রই তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন।
৯৭. অতঃপর আমরা তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করেছি যাতে তুমি তা দিয়ে আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদেরকে সুসংবাদ দিতে পারো এবং ঝগড়াটে সম্প্রদায়কে তা দিয়ে সতর্ক করতে পারো।[1]
১. অতঃপর আমরা আরবি ভাষায় কুরআনকে সহজ করেছি যাতে তুমি এর ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান Common sense/আকল সম্পন্ন ব্যক্তিদের সুসংবাদ দিতে পারো এবং ঝগড়াটে সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো।
৯৮. আর তাদের পূর্বে আমরা কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও?

সুরা : ২০

ত্ব-হা

হুরুফে মুকাত্তা'য়াত, মাক্কী, আয়াত : ১৩৫, রুকু : ৮

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. ত্ব-হা।
২. আমরা এজন্য তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি যে তুমি কষ্ট পাবে।
৩. বরং (অবতীর্ণ করেছি) যিক্‌র স্বরূপ[1] তার জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় করে।
১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ্ স্বরূপ।

৪. (এ কুরআন) যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ।
৫. দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমাসীন আছেন।
৬. আকাশসমূহ, পৃথিবী, এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং ভূ-গর্ভে যা আছে সব তাঁরই।
৭. আর যদি তুমি স্বর উচ্চ করো (তাতে কোনো বাড়তি সুবিধা নেই) কারণ, নিশ্চয় তিনি গোপন ও অব্যক্ত সবই জানেন।
৮. আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো ইলাহ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।
৯. আর তোমার কাছে কি মুসার সংবাদ পৌঁছেছে?
১০. যখন সে আগুন দেখলো তখন তার পরিবারকে বললো, তোমরা এখানে থাকো নিশ্চয় আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারবো অথবা আমি আগুনের কাছে পথের সন্ধান পাবো।
১১. অতঃপর যখন সে সেটির (আগুন) কাছে এলো তখন তাকে ডেকে বলা হলো হে মুসা!
১২. নিশ্চয় আমি তোমার রব, অতএব তোমার জুতা খুলে ফেলো। নিশ্চয় তুমি পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'তে রয়েছো।
১৩. আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা (তোমার প্রতি) ওহী করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শোনো।
১৪. নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, অতএব আমার দাসত্ব করো[১] এবং আমার স্মরণের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো[২]।
১. আমার (আল্লাহর) দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫। ২. কুরআনকে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উপায়ে স্মরণ রাখার জন্য সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে।
১৫. নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেককে নিজ কর্মানুযায়ী প্রতিফল দেওয়া যায়।
১৬. সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিতে না পারে, তা হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।
১৭. আর (আমি বললাম) হে মুসা, তোমার ডান হাতে ওটা কী?
১৮. সে বললো, এটা আমার লাঠি। আমি এতে ভর দেই এবং এটা দিয়ে

আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।
১৯. তিনি (আল্লাহ) বললেন– হে মুসা! তুমি ওটা নিক্ষেপ করো।
২০. অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করলে সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগলো।
২১. তিনি (আল্লাহ) বললেন, তুমি ওটাকে ধরো এবং ভয় করো না। শীঘ্রই আমরা এটাকে এর পূর্বরূপে ফিরিয়ে দেবো।
২২. আর তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, কোনো ক্ষতি ছাড়াই তা বের হয়ে আসবে শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে, যা অন্য এক নিদর্শন/মু'যিজা স্বরূপ।
২৩. (এটা) এজন্য যে, আমরা তোমাকে আমাদের বড়ো বড়ো নিদর্শন/মু'যিজাগুলোর কিছু দেখাবো।
২৪. তুমি ফিরাউনের কাছে যাও; নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

রুকু : ২

২৫. সে (মুসা) বললো, হে আমার রব! আমার জন্য আমার সদরকে উন্মুক্ত করে দিন[১]।
১. আমার জন্য আমার সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে উন্মুক্ত করে দিন। মানুষের মনে থাকে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্তজ্ঞানের শক্তি Common sense, চিন্তা-শক্তি, প্রয়োগশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, সমস্যা সমাধান করার শক্তি, স্মরণশক্তি, বুঝের শক্তি, ভাষা জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব এবং স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি। তাই, মনকে উন্মুক্ত/প্রশস্ত করে দেওয়ার অর্থ হলো মনে থাকা ভালো গুণগুলো উন্মুক্ত/প্রশস্ত করে দেওয়া। ❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮ ও ১৮**
২৬. আর আমার কাজ সহজ করে দিন।
২৭. আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন।
২৮. (যেন) তারা আমার কথা বুঝতে পারে।
২৯. আর আমার জন্য একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দিন, আমার স্বজনদের মধ্য হতে।
৩০. আমার ভাই হারূনকে।
৩১. তাকে দিয়ে আমার কোমরকে (শক্তিকে) সুদৃঢ় করে দিন।
৩২. আর তাকে আমার কাজে অংশীদার করে দিন।
৩৩. যেন আমরা বেশি করে আপনার তাসবীহ (পাঠ) করতে পারি।
৩৪. আর বেশি করে আমরা আপনার যিক্‌র করতে পারি[১]।

১. বেশি করে আপনার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ করতে পারি।
৩৫. নিশ্চয় আপনি আমাদের ব্যাপারে সবকিছু দেখেন।
৩৬. তিনি বললেন– হে মুসা! তুমি যা চাচ্ছো তা তোমাকে দেওয়া হলো।
৩৭. আর আমরা তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।
৩৮. যখন আমরা তোমার মাকে ইঙ্গিত করেছিলাম যা ইঙ্গিত করার ছিল।
৩৯. (সে ইঙ্গিত এই ছিল) যে তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দাও, এরপর তা সাগরে (নীল নদে) ভাসিয়ে দাও। অতঃপর সাগর তাকে তীরে ঠেলে দেবে, (সেখান থেকে) তাকে গ্রহণ করবে আমার শত্রু ও তার শত্রু। আর আমার কাছ থেকে তোমার ওপর ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেলাম। আর (এমন ব্যবস্থা করেছিলাম) যেন তুমি আমার চোখের সামনে (তত্ত্বাবধানে) লালিত-পালিত হও।
৪০. যখন তোমার বোন (পিছনে পিছনে) চলেছিল অতঃপর বলেছিল– আমি কি তোমাদের এমন কাউকে দেখিয়ে দেবো যে তার লালন-পালনের ভার নেবে? তারপর আমরা তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুশ্চিন্তা না করে। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে অতঃপর আমরা তোমাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি দেই এবং আমরা তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে। এখন তুমি (নবুওয়াত প্রাপ্তির) নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে গেছো, হে মুসা।
৪১. আর আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।
৪২. তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শন/মু'জিযাসহ যাত্রা করো এবং আমার যিক্‌র-এ শৈথিল্য করো না[১]।
১. আমার আদেশ, নিষেধ ও তথ্য স্মরণ এবং অনুসরণ করতে শৈথিল্য করো না।
৪৩. তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।
৪৪. অতঃপর তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।
৪৫. তারা দুইজন বললো, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ভয় করি সে আমাদের ওপর (শাস্তি) ত্বরান্বিত করবে অথবা (অন্যায় আচরণে) সীমালঙ্ঘন করবে।
৪৬. তিনি বললেন– তোমরা ভয় করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি (সবকিছু) শুনছি ও দেখছি।

৪৭. সুতরাং তোমরা দুইজন তার কাছে যাও এবং বলো, আমরা দুইজন তোমার রবের রসুল তাই আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও। আর তাদেরকে কষ্ট দিও না। আমরা তোমার কাছে তোমার রবের কাছ থেকে আয়াত নিয়ে এসেছি[১]। আর শান্তি তাদের প্রতি যারা সঠিকপথ অনুসরণ করে।

১. ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে এসেছি।

৪৮. নিশ্চয় আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে (রসুলগণকে) মিথ্যাবাদী বলেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

৪৯. সে (ফিরাউন) বললো– হে মুসা! কে তোমাদের দুইজনের রব?

৫০. সে (মুসা) বললো– আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন[১]।

১. জীবন চলার সঠিক পথ জানিয়ে দিয়েছেন।

৫১. সে (ফিরাউন) বললো, তাহলে পূর্ববর্তী যুগের লোকদের অবস্থা কী?

৫২. সে (মুসা) বললো, এর জ্ঞান আমার রবের কাছে থাকা এক কিতাবে (উম্মুল কিতাব) রয়েছে। আমার রব ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না।

৫৩. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করেছেন এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।[১]

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। অতঃপর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তা দিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

৫৪. (যা) তোমরা আহার করো ও (যাতে) তোমাদের গবাদি পশু চরাও। নিশ্চয় এতে অবশ্যই উলিন নুহাদের জন্য অনেক আয়াত রয়েছে[১]।

১. নিশ্চয় এ সকল বিষয়ে অবশ্যই বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য তাদের ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

রুকু : ৩

৫৫. আমরা তা (মাটি) থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি[১] এবং তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবো এবং পুনরায় তা থেকেই তোমাদেরকে বের

করে আনবো।

১. আমরা মাটির মৌলিক উপাদান অক্সিজেন, সিলিকন, এ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, নাইট্রোজেন হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।

৫৬. আর আমরা অবশ্যই তাকে (ফিরাউনকে) আমাদের সমস্ত নিদর্শন/মু'যিজা দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা মিথ্যা অভিহিত করেছে ও অমান্য করেছে।

৫৭. সে বললো– হে মুসা! তুমি কি তোমার জাদু দিয়ে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে এসেছো?

৫৮. আমরাও অবশ্যই তোমার কাছে এর অনুরূপ জাদু উপস্থিত করবো, সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে সমতল স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করো যার ব্যতিক্রম আমরাও করবো না এবং তুমিও করবে না।

৫৯. সে (মুসা) বললো, তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।

৬০. অতঃপর ফিরাউন উঠে গেল, তারপর তার কৌশলসমূহ একত্র করলো এরপর সে এলো।

৬১. সে (মুসা) তাদেরকে বললো– দুর্ভোগ তোমাদের জন্য, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না, তাহলে তিনি তোমাদের শাস্তি দিয়ে সমূলে ধ্বংস করবেন। আর যে মিথ্যা আরোপ করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।

৬২. অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কাজ সম্বন্ধে মতবিনিময় করলো এবং তারা গোপনে পরামর্শ করলো।

৬৩. তারা বললো, এ দুজন অবশ্যই জাদুকর। তারা চায় তাদের জাদু দিয়ে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে ও তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে দিতে।

৬৪. অতএব তোমরা তোমাদের কৌশল (জাদুক্রিয়া) একত্র করো, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। আর যে আজ জয়ী হবে সেই সফল হবে।

৬৫. তারা বললো, হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করো অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।

৬৬. সে (মুসা) বললো, বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো। আর তাদের জাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর (মুসার) কাছে মনে হলো তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে।

৬৭. অধিকন্তু মুসা তার মনে কিছু ভীতি অনুভব করলো।

৬৮. আমরা বললাম, ভয় করো না নিশ্চয় তুমি বিজয়ী হবে।

৬৯. আর তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো। এটি তারা যা তৈরি করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। অবশ্যই তারা যা তৈরি করেছে তা কেবল জাদুকরের কৌশল। আর জাদুকর যেখান থেকেই আসুক সফল হবে না।

৭০. অতঃপর জাদুকররা সিজদাবনত হলো ও বললো, আমরা হারূন ও মুসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

৭১. সে (ফিরাউন) বললো, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মুসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবো এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবো। আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।

৭২. তারা বললো, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার ওপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার ওপর কখনই তোমাকে আমরা প্রাধান্য দেবো না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও তা করো। তুমি কেবল এ দুনিয়ার জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারো।

৭৩. আমরা নিশ্চয় আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছো তা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।

৭৪. নিশ্চয় যে তার রবের কাছে অপরাধী হয়ে আসবে[১] তার জন্য আছে জাহান্নাম। যেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

১. কুফরীর ও সাধারণ কবিরা গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হবে।

৭৫. আর যারা তার কাছে সৎকাজ করে মু'মিন অবস্থায় উপস্থিত হবে তাদের জন্য আছে সুউচ্চ মর্যাদা।

৭৬. স্থায়ী জান্নাত যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আর এ পুরস্কার তাদের জন্য যারা পরিশুদ্ধ হয়েছে।

রুকু : ৪

৭৭. আর আমরা অবশ্যই মুসার প্রতি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে রওনা হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে (লাঠির আঘাতে) এক শুকনো পথ নির্মাণ করো। পিছন দিক থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এ আশঙ্কা করো না এবং ভয়ও করো না।

৭৮. অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্য-বাহিনীসহ তাদের পিছন হতে ধাওয়া

করলো, তারপর সমুদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেল যেভাবে ছেয়ে যাওয়া উচিত ছিল।
৭৯. আর ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সঠিকপথ দেখায়নি।
৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমরা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে উদ্ধার করেছিলাম এবং আমরা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ পাশে এবং তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম।
৮১. (আর বলেছিলাম) তোমাদের যে উত্তম রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আহার করো এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করো না, তাহলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ অবধারিত হবে। আর যার ওপর আমার ক্রোধ অবধারিত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়।
৮২. আর নিশ্চয় আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে (তাওবা করে), ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং তারপর সঠিক পথ অবলম্বন করে।
৮৩. আর তোমার সম্প্রদায় থেকে (আগে আসতে) তোমাকে তাড়াহুড়ো করালো কীসে হে মুসা?
৮৪. সে (মুসা) বললো, তারা আমার পিছনেই আছে এবং হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে এসেছি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।
৮৫. তিনি বললেন, তুমি চলে আসার পর তোমার সম্প্রদায়কে আমি পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।
৮৬. অতঃপর মুসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে আসলো। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রব কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতকাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়ে গেছে, না তোমরা চেয়েছো তোমাদের ওপর তোমাদের রবের ক্রোধ আপতিত হোক, তাই তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?
৮৭. তারা (মুসার সম্প্রদায়) বললো, আমরা তোমার (প্রতি প্রদত্ত) অঙ্গীকার আমাদের নিজ ইচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, তবে আমাদের ওপর সেই সম্প্রদায়ের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা তা (আগুনে) নিক্ষেপ করি অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে।
৮৮. অতঃপর সে (সামিরী) তাদের জন্য বের করলো একটি বাছুর, এক অবয়ব যার (ডাক) ছিল 'হাম্বা', তারা বললো এটা তোমাদের ইলাহ এবং মুসারও ইলাহ তবে মুসা ভুলে গেছে।
৮৯. তবে কি তারা দেখেনি যে, তা তাদের কথায় সাড়া দেয় না। আর

তাদের কোনো ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না?

রুকু : ৫

৯০. আর হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! এ দিয়ে কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।

৯১. তারা বলেছিল, আমাদের কাছে মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত হবো না।

৯২. সে (মুসা) বললো, হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কীসে তোমাকে বাধা দিলো (তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে)?

৯৩. আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?

৯৪. সে (হারূন) বললো– হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও মাথা (মাথার চুল) ধরবেন না। নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, আপনি বলবেন, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো ও তুমি আমার কথা পালনে কখনও যত্নবান হওনি।

৯৫. সে (মুসা) বললো– হে সামিরী, (এ ব্যাপারে) তোমার বক্তব্য কী?

৯৬. সে (সামিরী) বললো, আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখেনি, অতঃপর আমি সেই দূতের (জিবরাঈল) পদচিহ্ন হতে এক মুষ্ঠি (মাটি) নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম, আর এভাবেই আমার মন আমাকে প্ররোচিত করেছিল।

৯৭. সে (মুসা) বললো– দূর হও, নিশ্চয় তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য (অবধারিত) রইলো যে, তুমি বলবে আমি অস্পৃশ্য। আর নিশ্চয় তোমার জন্য থাকলো এক নির্দিষ্টকাল (তোমার বেলায়) যার ব্যতিক্রম হবে না। আর তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ করো যার পূঁজায় তুমি মগ্ন ছিলে। নিশ্চয় আমরা তাকে জ্বালিয়ে দেবো। অতঃপর নিশ্চয় তাকে ছিন্নভিন্ন করে সাগরে নিক্ষেপ করবো।

৯৮. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ কেবল আল্লাহ যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তার জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।

৯৯. এভাবে পূর্বে ঘটেছে তার সংবাদ আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করি। আর আমরা আমাদের কাছ থেকে তোমাকে যিক্‌র[১] দান করেছি।

১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ কুরআন।

১০০. তা থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে কিয়ামতের দিন (পাপের) বোঝা বহন করবে।

১০১. তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। আর কিয়ামতের দিন এ বোঝা তাদের জন্য কতই না মন্দ হবে!
১০২. যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং যেদিন আমি অপরাধীদের দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করবো।
১০৩. (সেদিন) তারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে, তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।
১০৪. আমি ভালো জানি তারা কী বলবে, তাদের মধ্যে যে পথ-পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ছিল সে বলবে– তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।

রুকু : ৬

১০৫. আর তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলো– আমার রব এদেরকে সমূলে উৎপাটন করে দেবেন।
১০৬. অতঃপর তিনি একে (পৃথিবীকে) তৃণহীন সমতল ময়দানে পরিণত করবেন।
১০৭. যাতে তুমি বক্রতা ও অসমতা দেখবে না।
১০৮. সেদিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না। আর দয়াময়ের সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না।
১০৯. দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন[১] ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন[২] সে ছাড়া কারও শাফায়াত (সুপারিশ) সেদিন কোনো কাজে আসবে না।
১. শাফায়াতের অনুমতি পাবেন শুধু অতি উচ্চ স্তরের নেককার মু'মিনগণ। অর্থাৎ দুনিয়ার পরীক্ষায় যারা রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করার পর্যায়ে আছেন। ২. অনুমতি পেলেই শুধু হবে না শাফায়াত কার্যকর হতে হলে অনুমতি লাভ করা ব্যক্তির কথা অর্থাৎ তার করা সুপারিশ আল্লাহর পছন্দ হতে হবে। আমলনামায় কবীরাগুনাহ নেই এমন ব্যক্তিদের জন্য করা সুপারিশ আল্লাহ পছন্দ করবেন। **পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন–** সুরা নিসা/৪ : ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; ঝুমার/৩৯ : ১৯; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ২৭৫; নিসা/৪ : ৪; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি। **বিস্তারিত জানতে পড়ুন–** কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।
১১০. তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত, আর তারা জ্ঞান দিয়ে তাকে বেষ্টন করতে পারে না।

১১১. আর চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তার কাছে সকলেই হবে অবনতমুখ। আর সে-ই ব্যর্থ হবে যে জুলুম বহন করবে।

১১২. আর যে সৎকাজ করে এবং মু'মিন, সে কোনো অবিচার ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না।

১১৩. আর এভাবেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবিতে এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক তথ্য বর্ণনা করেছি[১] যাতে তারা (সরাসরি) আল্লাহ সচেতন হতে পারে[২]। অথবা এটা তাদের জন্য গবেষণার বিষয় সরবরাহ করে[৩]।

১. মানব জীবনের বিভিন্ন দিক (ধর্ম, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি) সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জ্ঞান কুরআনে ছড়িয়ে আছে।

২. যাতে মু'মিনরা সরাসরি কুরআনের জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের Common sense/আকলের জ্ঞানের ভান্ডার বাড়িয়ে উৎকর্ষিত করে নিতে এবং তা মেনে চলতে পারে।

৩. অথবা মু'মিনরা কুরআনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করে তার বিস্তারিত দিক আবিষ্কার করে নিজেদের Common sense/আকলকে আরও উৎকর্ষিত করতে পারে।

১১৪. অতএব আল্লাহ হলেন সুমহান সত্য মালিক। আর কুরআন পাঠে তুমি তাড়াহুড়ো করো না, যতক্ষণ না তোমার কাছে উহার শিক্ষা ফয়সালা হয় (বুঝে এসে যায়)। আর বলবে– হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন[১]।

১. কুরআন পড়ার সময় তাড়াহুড়ো করা নিষেধ। একটি আয়াতের শিক্ষা ভালোভাবে আয়ত্তে না আসা পর্যন্ত পরের আয়াতে যাওয়া যাবে না। এরপরও আল্লাহর কাছে জ্ঞান বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যদোয়া করতে হবে।

১১৫. আর আমরা ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল এবং তাকে দৃঢ়সংকল্প অবস্থায় পাইনি।

রুকু : ৭

১১৬. আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা (সম্মান) করো তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা (সম্মান) করলো। সে (ইবলীস) অমান্য করলো।

১১৭. তখন আমি বললাম, হে আদম! নিশ্চয় সে তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের দুজনকে জান্নাত হতে বের করে না দেয়; তাহলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে।

১১৮. নিশ্চয় তোমার জন্য এটা ব্যবস্থা রইলো যে, তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র (উলঙ্গ) থাকবে/হবে না[১]।

১. মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন– জান্নাতে আদম ও হাওয়া (আ.) বিবস্ত্র থাকবে না বা হবে না। তাই আল কুরআনের যে সকল আয়াতে (সুরা আ'রাফ/৭ : ২০, ২২ ও ২৭) আদম ও হাওয়া (আ.)-এর উলঙ্গ হওয়ার কথা এসেছে সেখানে বস্তুগতভাবে উলঙ্গ হওয়া নয় বরং মনের বিতর্কে ইবলিস কর্তৃক জ্ঞানের পোশাক উলঙ্গ করে ফেলাকে বুঝানো হয়েছে।

১১৯. আর নিশ্চয় সেখানে তুমি পিপাসার্ত থাকবে না এবং রোদে ক্লান্তও হবে না।

১২০. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো, সে বললো– হে আদম, আমি কি তোমাকে চিরন্তন বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা বলবো?

১২১. অতঃপর তারা উভয়ে তা হতে ভক্ষণ করলো। তাই, তারা উলঙ্গ হয়ে গেল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের চেহারাকে আবৃত করতে লাগলো।[১] আর আদম তার রবকে অমান্য করলো, ফলে সে বিপথগামী হলো।

১. তারা মনের বিতর্কে ইবলিসের কাছে উলঙ্গ হওয়া ধরনের হেরে গেল এবং লজ্জায় নিজেদের চেহারাকে জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে আবৃত করতে লাগলো।

১২২. এরপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন, তার তাওবা কবুল করলেন ও তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করলেন।

১২৩. তিনি বললেন, তোমরা দুইজন একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা (আদম-হাওয়া ও ইবলিস) একে অপরের শত্রু। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের (আদম ও হাওয়া) কাছে পথনির্দেশনা আসবে তখন যে আমার পথ অনুসরণ করবে[১], সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না।

১. তখন তা থেকে সরাসরি শিক্ষা নিয়ে যে আমার পথ অনুসরণ করবে।

১২৪. আর যে আমার যিক্‌র[১] থেকে বিমুখ থাকবে অবশ্যই তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন হাজির করবো অন্ধ অবস্থায়।

১. আমার পাঠানো কিতাব অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ থেকে।

১২৫. সে বলবে, হে আমার রব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় হাজির করলে অথচ আমি তো দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম?

১২৬. তিনি বলবেন, যেমনিভাবে আমাদের আয়াতসমূহ[১] তোমার কাছে

এসেছিল কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

১২৭. আর এভাবেই আমরা প্রতিফল দেই তাকে যে বাড়াবাড়ি করে ও তার রবের আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করে না। আর পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠিনতম ও চিরস্থায়ী।

১২৮. এটাও কি তাদের সঠিক পথ দেখালো না যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? নিশ্চয় এতে অবশ্যই উলিন নুহাদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে[১]।

১. নিশ্চয় এ সকল ঐতিহাসিক বিষয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাদের জ্ঞানের ঐ উৎসটিকে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করাসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

রুকু : ৮

১২৯. আর যদি তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং (অবকাশের) নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত না থাকতো তবে (এদের ওপর শাস্তি এসে পড়া) অপরিহার্য হয়ে যেত।

১৩০. সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আছর) তোমার রবের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ[১] করো। আর তাসবীহ করো রাতে (মাগরিব ও এশা) এবং দিনের প্রান্তসমূহে[২] যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।

১. সালাত আদায় করো।

২. ফজর, যোহর বা মাগরিব।

১৩১. আর তুমি তোমার চোখ দুটো কখনও প্রসারিত করো না তার প্রতি যে ভোগ্যসামগ্রী আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে দিয়েছি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ, তাদের পরীক্ষা করার জন্য। আর তোমাদের রবের রিযিক (হালাল জীবনসামগ্রী) উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

১৩২. আর তোমার পরিবারকে সালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো জীবনোপকরণ চাই না। আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই। আর শুভ পরিণাম আল্লাহ-সচেতন হওয়া ব্যক্তিদের জন্য[১]।

১. আর শুভ পরিণাম আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব

শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদের জন্য।

১৩৩. আর তারা বলে, সে তার রবের কাছ থেকে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন/মু'যিজা আনয়ন করে না কেন? তাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণ আসেনি? যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আছে?

১৩৪. আর যদি আমরা তাদেরকে ইতিপূর্বে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করতাম তবে তারা বলতো, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের কাছে একজন রসুল প্রেরণ করলে না কেন? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে তোমার আয়াতসমূহ[১] মেনে চলতাম।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

১৩৫. বলো, প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করো। অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কারা সরল পথের পথিক এবং কারা সঠিক পথ অবলম্বন করেছে।

পারা-১৭

সুরা : ২১

আল আম্বিয়া

নবীগণ, মাক্কী, আয়াত : ১১২, রুকু : ৭

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে অথচ তারা উদাসীনতায় স্থায়ী আছে।[১]

১. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া মনোভাবের মানুষ হিসেবে স্থায়ী হয়ে আছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২. যখনই তাদের কাছে তাদের রবের কোনো নতুন উপদেশ আসে তারা তা কেবল খেলাচ্ছলে শ্রবণ করে।

৩. তাদের মন অমনোযোগী থাকে। জালিমরা গোপনে পরামর্শ করে, এ কি তোমাদের মতই একজন মানুষ নয়? তবুও কি তোমরা দেখে শুনে জাদুর কবলে পড়বে?

৪. সে বললো– আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার রব অবগত আছেন। আর তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জ্ঞাত।

৫. বরং তারা আরও বলে– এগুলো অলীক কল্পনা, হয় সে তা উদ্ভাবন করেছে আর নয়তো সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে একটি নিদর্শন/মু'যিজা আনুক যেরূপ পূর্ববর্তীরা প্রেরিত হয়েছিল।

৬. এদের পূর্বে যেসব জনপদ আমরা ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীরা ঈমান আনেনি। তবে এরা কি ঈমান আনবে?

৭. আর তোমার পূর্বে আমরা পুরুষ ছাড়া অন্য কারো কাছে ওহী পাঠাইনি, তোমরা যদি না জানো[১] তবে আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানধারীদের জিজ্ঞাসা করো।

১. আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে তোমরা যদি না জানতে/না বুঝতে পারো। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সুরা নাহলের ৪৩ নং আয়াত।

৮. আর আমরা তাদের (রসুলদের) এমন দেহবিশিষ্ট বানাইনি যে তাদের খাদ্যগ্রহণ করা লাগবে না এবং তাদের কেউ (দুনিয়ার জীবনে) অমরও ছিল না।

৯. অতঃপর আমরা তাদের প্রতি দেওয়া (আমার) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছিলাম, এরপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের ধ্বংস করেছিলাম[১]।

১. এরপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুয়ায়ী তারা এবং যারা রক্ষা পাওয়ার যোগ্য তারা রক্ষা পেয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘনকারীরা ধ্বংস হয়েছিল।

১০. আমরা অবশ্যই তোমাদের জন্য কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য যিক্র[১] রয়েছে। এরপরও কি তোমরা আকলকে ব্যবহার করবে না?[২]

১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের বিষয়।
২. এরপরও কি তোমরা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেককে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করবে না?

রুকু : ২

১১. আর আমরা কত জনপদ ধ্বংস করেছি যারা ছিল জালিম এবং তাদের পরে অপর জাতি সৃষ্টি করেছি।

১২. অতঃপর যখন তারা আমাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগলো।
১৩. (তাদের বলা হয়েছিল) পলায়ন করো না এবং ফিরে আসো তোমাদের ভোগ্য-সামগ্রীর দিকে ও তোমাদের বাসগৃহে যাতে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা যায়।
১৪. তারা বললো– হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম।
১৫. অতঃপর তাদের এ আর্তনাদ চলছিল যতক্ষণ না আমরা তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুনের মতো করে দেই।
১৬. আর আমরা আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।[১]
১. বিশ্বসমূহের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি/প্রণয়ন করার পেছনে মহান আল্লাহর একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।
১৭. আমরা যদি তামাশার সামগ্রী চাইতাম তবে অবশ্যই আমাদের কাছে যা আছে তা নিয়েই করতাম। আমরা তা করিনি।
১৮. কিন্তু আমরা সত্য দিয়ে মিথ্যার ওপর আঘাত হানি ফলে সেটি (সত্য) তাকে (মিথ্যাকে) চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ তা (মিথ্যা) বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর তোমাদের জন্য দুর্ভোগ! তোমরা যা বলছো তার জন্য।
১৯. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই। আর তার সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশত তাঁর দাসত্ব থেকে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।
২০. তারা রাত-দিন তাঁর তাসবীহ করে তারা শিথিল হয় না।
২১. তারা (মুশরিকরা) জমিন থেকে যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে তারা কি (মৃতকে) জীবিত করে?
২২. যদি উভয়টিতে (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী) আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকতো তবে উভয়টিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। অতএব, তারা যা বলে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।
২৩. তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।
২৪. তারা (মুশরিকরা) কি তাঁকে ছাড়া বহু ইলাহ (উপাস্য) গ্রহণ করেছে? বলো, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। এটাই আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং (এটাই) আমার পূর্ববর্তীদের জন্য উপদেশ ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই (প্রকৃত সত্য) জানে না। তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২৫. আমরা তোমার পূর্বে এমন কোনো রসুল প্রেরণ করিনি, যার প্রতি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করা হয়নি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং আমারই দাসত্ব করো[১]।

১. আমার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

২৬. আর তারা বলে– দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি এ থেকে মুক্ত। বরং তারা (ফেরেশতারা) তাঁর সম্মানিত বান্দা।

২৭. তারা তাঁর অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।

২৮. তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবগত এবং তারা শুধু তাদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট[১] এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

১. এ ব্যক্তিরা হবেন তারা পরকালে যাদের আমলনামায় কবীরা (বড়ো) গুনাহ থাকবে না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; ঝুমার/৩৯ : ১৯; বাকারা/২ : ৮০ ও ৮১; নিসা/৪ : ৪; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; বাকারা/২ : ২৭৫; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

২৯. আর তাদের মধ্যে যে বলবে– তিনি (আল্লাহ) ছাড়াও নিশ্চয় আমি একজন ইলাহ, আমরা তাকে এর প্রতিফল হিসেবে জাহান্নাম দেবো। এভাবেই আমরা জালিমদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

রুকু : ৩

৩০. যারা কুফরী করে তারা কি দেখে না[১] যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম। আর পানি থেকে প্রাণবান সকল কিছু সৃষ্টি করলাম। তবু কি তারা ঈমান আনবে না?[২]

১. দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে গবেষণার দৃষ্টিতে দেখে না?
২. এ সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় দেখার পরও কি তারা ঈমান আনবে না?

৩১. আর আমরা পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি যাতে পৃথিবী

তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না পড়ে। আর আমরা তাতে প্রশস্ত পথ বানিয়ে দিয়েছি যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

৩২. আর আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি। কিন্তু তারা উহার (আকাশের) নিদর্শনসমূহ[১] থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১. বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

৩৩. আর তিনিই (আল্লাহ) দিন ও রাত এবং চাঁদ ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।

৩৪. আর (হে নবী!) আমরা তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে (দুনিয়ার জীবনে) অমরত্ব দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অমর হয়ে থাকবে?

৩৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমরা তোমাদের ভালো ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করি। আবার আমাদেরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৩৬. আর কাফিররা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। (আর বলে) একি সেই (ব্যক্তি) যে তোমাদের দেব-দেবীগুলোর সমালোচনা করে? আর তারাই রহমানের আলোচনায় অবিশ্বাসী।

৩৭. মানুষকে তাড়াহুড়াপ্রবণ[১] করে সৃষ্টি করা হয়েছে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাবো, সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলো না।

১. দ্রুত ফলাফল পাওয়ার মানসিকতা প্রবণ।

৩৮. আর তারা বলে– তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?

৩৯. যদি কাফিররা সে সময়ের কথা জানতো যখন তারা তাদের সামনে ও পিছন থেকে আসা আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে (কোনো ধরনের) সাহায্য করা হবে না!

৪০. বস্তুত তা তাদের ওপর হঠাৎ করে আসবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে। অতঃপর তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না।

৪১. আর অবশ্যই তোমার পূর্বের রসুলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছিল। অতঃপর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তা বিদ্রুপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

রুকু : ৪

৪২. বলো, রহমান থেকে কে তোমাদের দিনে ও রাতে রক্ষা করবে? তবু তারা তাদের রবের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৩. তবে কি আমরা ছাড়া তাদের এমন দেব-দেবী আছে যারা তাদের রক্ষা করতে পারে? এরা নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না এবং আমাদের বিরূদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবে না।

৪৪. বস্তুত আমরাই তাদের এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদের ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের আয়ুও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখছে না যে, আমরা তাদের দেশকে চারদিক থেকে সংকুচিত করছি। তবু কি তারা বিজয়ী হবে?

৪৫. বলো, আমি কেবল ওহী দিয়েই তোমাদের সতর্ক করি। কিন্তু যারা বধির তাদের যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা আহবান শোনে না।

৪৬. আর তোমার রবের শাস্তির কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা নিশ্চয় বলে উঠবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা জালিম ছিলাম।

৪৭. আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবো, সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। সুতরাং ‘আমল যদি দানা পরিমাণেরও হয় তবু আমরা তাসহ উপস্থিত করবো। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

৪৮. আর আমরা মুসা ও হারুনকে সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী গ্রন্থ (আল্লাহর কিতাব) দিয়েছিলাম (যা ছিল) আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য আলো ও শিক্ষা নেওয়ার গ্রন্থ[১]।

১. যা ছিল জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত উৎস Common sense/ আকলের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ-সচেতন হওয়া ব্যক্তিদের জন্য ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করার ব্যাপারে জ্ঞানের আলো ও শিক্ষা নেওয়ার গ্রন্থ।

৪৯. যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে এবং তারা কিয়ামত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

৫০. আর এটা কল্যাণকর উপদেশ, আমরা এটা অবতীর্ণ করেছি। তবু কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করো?

রুকু : ৫

৫১. আমরা এর পূর্বে ইবরাহীমকে অবশ্যই সত্য পথ দিয়েছিলাম এবং আমরা তার সম্বন্ধে ভালোভাবেই অবগত ছিলাম।

৫২. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললো, এ মূর্তিগুলো কী– যাদের পূজায় তোমরা রত আছো?

৫৩. তারা বললো– আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।

৫৪. সে বললো– অবশ্যই তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষরাও স্পষ্ট পথভ্রষ্টায় রয়েছো।

৫৫. তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছো না কি তুমি তামাশা করছো?

৫৬. সে বললো, বরং তোমাদের রব হলেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব যিনি ওগুলো সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিষয়ে আমি সাক্ষী।

৫৭. আর শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করবো।

৫৮. অতঃপর সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো তাদের বড়োটি ছাড়া, যাতে তারা সেটির দিকে ফিরে আসে।

৫৯. তারা বললো– কে আমাদের উপাস্যগুলোর সাথে এমন আচরণ করলো? নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৬০. তারা (কেউ কেউ) বললো, এক যুবককে এদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলে ডাকা হয়।

৬১. তারা বললো– তাকে লোক সম্মুখে উপস্থিত করো যাতে তারা সকলে তাকে দেখতে পায়।

৬২. তারা বললো– হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ আচরণ করেছো?

৬৩. সে বললো– বরং এদের মধ্যকার এই বড়োটি তা করেছে, তাই এদের জিজ্ঞাসা করো যদি এরা কথা বলতে পারে।

৬৪. তখন তারা নিজেদের দিকে ফিরে গেল এবং একে অপরকে বলতে লাগলো, নিশ্চয় তোমরাই জালিম।

৬৫. অতঃপর তাদের মাথা নত হয়ে গেল। (আর তারা বললো) অবশ্যই তুমি জানো যে– এরা কথা বলে না।

৬৬. সে (ইবরাহীম) বললো, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর দাসত্ব করো[১] যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না?

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করা/করছো/করবে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৬৭. ধিক তোমাদের এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের দাসত্ব করো

তাদেরকে। তোমরা কি তোমদের আকলকে[১] ব্যবহার করো না?

১. তোমরা কি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ বিবেককে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করো না?

৬৮. তারা বললো– তাকে পুড়িয়ে ফেলো এবং তোমাদের দেবতাগুলোকে সাহায্য করো যদি তোমরা (কিছু) করতেই চাও।

৬৯. আমরা বললাম– হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও প্রশান্তিদায়ক হয়ে যাও।

৭০. আর তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল কিন্তু আমরা তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।

৭১. আর আমরা তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেদেশে নিয়ে গেলাম যেখানে আমরা জগৎসমূহের (বিশ্ববাসীর) জন্য কল্যাণ রেখেছি।

৭২. আমরা তাকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং অতিরিক্ত হিসেবে (পৌত্ররূপে) ইয়াকূবকে। আর আমরা প্রত্যেককেই সৎকর্মশীল বানিয়েছিলাম।

৭৩. আর তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করতো, তাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকাজ করতে, সালাত কায়েম করতে[১] এবং যাকাত প্রদান করতে। আর তারা আমারই দাসত্ব করতো[২]।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

২. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৭৪. আর আমরা লূতকে হিকমাহ[১] ও ইলম (নবুওয়াত) দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। নিশ্চয় তারা ছিল অতি জঘন্য এক পাপাচারী সম্প্রদায়।

১. **হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) :** আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

৭৫. আর তাকে আমরা আমাদের অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।

রুকু : ৬

৭৬. আর নূহ, যখন সে (ইবরাহীম ও লূতের) পূর্বে ডেকেছিল তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

৭৭. আর আমরা তাকে সাহায্য করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) আমাদের আয়াতসমূহকে[১] মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। নিশ্চয় তারা ছিল এক জঘন্য সম্প্রদায়, এজন্য তাদের সকলকেই আমরা নিমজ্জিত করেছিলাম।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে।

৭৮. আর দাউদ ও সুলাইমান, যখন তারা শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল যেখানে রাতের বেলায় কোনো সম্প্রদায়ের মেষ প্রবেশ করেছিল। আর আমরা তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম।

৭৯. অতঃপর আমরা সুলাইমানকে তা (ঐ বিষয়ের ফয়সালা) বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আর তাদের প্রত্যেককে আমি হিকমাহ[১] ও ইলম (নবুওয়াত) দিয়েছিলাম। আমরা পাহাড় ও পাখিকে দাউদের অধীন করে দিয়েছিলাম। তারা আমাদের তাসবীহ করতো। আর আমরাই ছিলাম এ সকল কিছুর কর্তা।

১. সংজ্ঞার জন্য আয়াত নং ৭৪ দেখুন।

৮০. আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে যুদ্ধের সময় তা তোমাদের রক্ষা করে। অতঃপর তোমরা (এ উপকার পেয়ে আমার) কৃতজ্ঞ হবে কি?

৮১. আর সুলাইমানের জন্য উদ্দাম বায়ুকে (বশীভূত করে দিয়েছিলাম), যা তার আদেশক্রমে সেই জমীনের (এলাকা) দিকে প্রবাহিত হতো যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছি। আর প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবগত।

৮২. আর (জ্বীন) শয়তানদের মধ্যে কেউ কেউ তার জন্য ডুবুরীর কাজ ও অন্যান্য কাজ করতো। আর আমরা ছিলাম তাদের তত্ত্বাবধায়ক।

৮৩. আর আইয়ুব, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, দুঃখ-কষ্ট আমাকে পেয়ে বসেছে আর তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৮৪. তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম এবং তার কাছে তার পরিবার-পরিজনকে ফিরিয়ে দিলাম। আর তাদের সঙ্গে তাদের মতো (আরও বাড়িয়ে দিলাম), আমাদের পক্ষ থেকে

দয়াস্বরূপ এবং দাসত্বকারীদের জন্য[১] শিক্ষা গ্রহণের বিষয় স্বরূপ।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করা ব্যক্তিদের জন্য। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৮৫. আর ইসমাঈল, ইদরিস ও যুল-কিফল; তাদের প্রত্যেকেই ধৈর্যশীল ছিল।

৮৬. আর আমরা তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল সৎকর্মশীল।

৮৭. আর যুননুন, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিলো আমি তার জন্য (শাস্তি) নির্ধারণ করবো না, অতঃপর সে গভীর অন্ধকার থেকে আহবান করেছিল, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

৮৮. তখন আমরা তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম। আর তাকে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম। আর এভাবেই আমরা মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

৮৯. আর যাকারিয়া, যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল– হে আমার রব! আমাকে একা (উত্তরাধিকারবিহীন) রেখো না, তুমি শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।

৯০. অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম। আর তার জন্য ইয়াহইয়াকে দান করেছিলাম এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে (সন্তান ধারণের জন্য) উপযুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয় তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো। তারা আমাদেরকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকতো। আর তারা আমাদের প্রতি বিনীত ছিল।

৯১. আর (সেই নারী), যে নিজ লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রেখেছিল। অতঃপর (তাৎক্ষণিকভাবে) তার মধ্যে আমরা আমাদের রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন[১] করেছিলাম।

১. বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় করেছিলাম।

৯২. নিশ্চয় তোমাদের এই জাতি অভিন্ন জাতি। আর আমিই তোমাদের রব অতএব তোমরা আমার দাসত্ব[১] করো।

১. আমার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৯৩. কিন্তু (এ সত্ত্বেও) তারা নিজেদের মধ্যে তাদের (দ্বীনের) বিষয়কে বিভক্ত করেছিল। প্রত্যেককেই আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

রুকু : ৭

৯৪. সুতরাং যদি কেউ সৎকাজ করে এবং সে মু'মিন হয়[১], তাহলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করা হবে না। আর নিশ্চয় আমরা তার জন্য তা লিখে রাখি।

১. সৎকাজ কবুল হওয়ার জন্য ঈমান পূর্বশর্ত।

৯৫. আর যে জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীদের জন্য আবার ফিরে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৯৬. যে পর্যন্ত না ইয়াজূজ ও মাজূজকে খুলে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে।

৯৭. আর যখন সত্য প্রতিশ্রুতি আসন্ন হবে তখন অকস্মাৎ কাফিরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে। (আর তারা বলবে) হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা এ বিষয়ে উদাসীনতায়[১] ছিলাম। অধিকন্তু আমরা ছিলাম জালিম।

১. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া মনোভাবের মানুষ। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৯৮. নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা দাসত্ব করো[১] সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৯৯. যদি তারা ইলাহই হতো তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না। সকলেই তাতে চিরস্থায়ী হবে।

১০০. সেখানে তাদের আর্তনাদ থাকবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।

১০১. নিশ্চয় যাদের জন্য আমাদের কাছে পূর্ব থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদের তা থেকে দূরে রাখা হবে।[১]

১. নিশ্চয় আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী যাদের জন্য পূর্ব থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে ...।

১০২. তারা এর ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না। আর সেখানে তাদের মন যা চায় তা চিরকাল ভোগ করবে।

১০৩. মহাভীতি তাদের বিষাদগ্রস্ত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদের অভ্যর্থনা জানাবে (এ কথা বলে যে), এটি তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

১০৪. সেদিন আমরা আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলবো যেভাবে গুটানো হয় লিখিত পৃষ্ঠাকে। যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। (এটি) আমাদের ওপর পালনীয় প্রতিশ্রুতি। অবশ্যই আমি এটা পালন করবো।
১০৫. আর (লওহে মাহফূজে) উল্লেখের পর আমরা যাবুরে (লিখিত কিতাব) লিখে দিয়েছি যে, আমাদের সৎকর্মশীল বান্দারাই (একদিন) জমীনের উত্তরাধিকারী হবে।
১০৬. নিশ্চয় এতে দাসত্বকারী সম্প্রদায়ের জন্য সংবাদ রয়েছে।[১]
১. নিশ্চয় এতে আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করা সম্প্রদায়ের জন্য সংবাদ রয়েছে। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।
১০৭. আর আমরা তোমাকে কেবল সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।
১০৮. বলো, আমার প্রতি (এই মর্মে) ওহী অবতীর্ণ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে?
১০৯. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলবে– আমি তোমাদেরকে (আল্লাহর বিধান) যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি। আর আমি জানি না তোমাদের যে (কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী হয়েছে নাকি দূরে আছে।
১১০. নিশ্চয় প্রকাশ্য কথা সম্পর্কে তিনি অবগত এবং যা তোমরা গোপন করো সে সম্পর্কেও তিনি অবগত।
১১১. আর আমি জানি না এটা (কিয়ামতের সময় প্রকাশ না হওয়াটা) তোমাদের জন্য হয়তো এক পরীক্ষা এবং কিছুকালের ভোগের অবকাশ মাত্র।
১১২. (রসুল) বলেছিল– হে আমার রব! তুমি (আমাদের মধ্যে) ন্যায়ের ভিত্তিতে ফয়সালা করে দাও। আর আমাদের রব দয়াময়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে তিনিই (আমাদের) একমাত্র সহায়স্থল।

সুরা : ২২

আল হাজ্জ

হাজ্জ, মাদানী, আয়াত : ৭৮, রুকু : ১০

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

২. যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে এবং তুমি মানুষকে নেশাগ্রস্তের মতো দেখবে, প্রকৃতপক্ষে তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।

৩. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে এবং বিদ্রোহী শয়তানদের অনুসরণ করে।

৪. তার সম্বন্ধে এ বিধান লিখে দেওয়া হয়েছে যে– যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্বলিত আগুনের শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে।

৫. হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো তবে (ভেবে দেখো) আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর ফোঁটা থেকে, তারপর ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি আঁশ বিহীন বস্তু থেকে, তোমাদের কাছে স্পষ্ট করার জন্য।[১] আর আমাদের (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায়[২] তা (ভ্রূণ) এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির থাকে তারপর আমরা তোমাদের শিশুরূপে বের করি যেন পরে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হতে পারো। এরপর তোমাদের মধ্যে (অতাৎক্ষণিকভাবে) কাউকে (পূর্বে) মৃত্যু দেওয়া হয় এবং কাউকে পৌঁছানো হয় হীনতম বয়সে (বার্ধক্যে) যখন একটি বিষয় জানার পরেও তারা ভুলে যায়।[৩] আর তুমি ভূমিকে দেখো শুকনো, এরপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে)[৪] তাতে পানি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত হয়।

১. হে মানুষ, পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো তবে ভেবে দেখো আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তোমরা মাটির মৌলিক উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছো, তারপর বিন্দু আকৃতির বস্তু থেকে,

তারপর ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতির আঁশ বিহীন বস্তু থেকে, সৃষ্টির এ পর্যায়গুলো উল্লেখ করছি পুনরুত্থান ঘটাতে আমরা সক্ষম সে বিষয়টি তোমাদের কাছে স্পষ্ট করার জন্য।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১০, ১১ ও ১২**

২. আর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভ্রূণ এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির থাকে, তারপর শিশুরূপে বের হয়ে আসে, যেন পরে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হতে পারো।

৩. এরপর আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে কারো কারো পূর্বে মৃত্যু ঘটে এবং কেউ কেউ পৌঁছে যায় বার্ধক্য বয়সে যখন বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী একটি বিষয় জানার পরেও তারা ভুলে যায়।

৪. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী।

৬. এটা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং নিশ্চয় তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে শক্তিমান।

৭. আর নিশ্চয় কিয়ামত আসবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।

৮. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে এবং তাদের নেই কোনো (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশ এবং নেই কোনো (জ্ঞানের) আলোকময় কিতাব।

৯. তারা ঘাড় বাকিয়ে (বিতর্ক করে) যাতে সে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমরা তাকে দহনযন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ করাবো।

১০. (সেদিন তাকে বলা হবে) এটা তোমার কৃতকর্মের কারণে আর নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

রুকু : ২

১১. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর দাসত্ব করে[১] দ্বিধার সাথে। তার মঙ্গল হলে তাতে তার মন প্রশান্ত হয়। আর কোনো ফিতনার (পরীক্ষা) সম্মুখীন হলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়, (ফলে) সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১২. সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোনো অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম বিভ্রান্তি।

১৩. সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এ অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এ সহচর।

১৪. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) যা ইচ্ছা তাই করেন[১]।

১. নিশ্চয় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু সংঘটিত হয়।

১৫. (রসুলের প্রতি আক্রোশবশত) যে ব্যক্তি মনে করে আল্লাহ তাকে (রসুলকে) দুনিয়া ও আখিরাতে কখনই সাহায্য করবেন না সে[১] আকাশ পর্যন্ত একটি রশি টানুক অতঃপর তা কেটে ফেলুক, এরপর দেখুক তার এ কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কি না[২]।

১. সে তার আক্রোশ মিটানোর জন্য।

২. অতঃপর তা কেটে ফেলুক এবং কল্পনা করুক যে সে আল্লাহর সাথে রসুলের সম্পর্কের রশি কেটে দিয়েছে, এরপর দেখুক তার এ কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কি না।

১৬. আর এভাবেই আমরা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াতসহ[১] তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন[২]।

১. স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সহ।

২. নিশ্চয় আল্লাহর তৈরি সৎপথ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা ও কাজ করার ফলে মানুষ সৎপথ পায়।

১৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে (মুসলিম) এবং যারা ইহুদী, সাবিয়ী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক ও যারা শরীক করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে প্রত্যক্ষকারী।

১৮. তুমি কি দেখো না! নিশ্চয়ই আল্লাহকে সিজদা করে আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতমালা, গাছপালা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের প্রতি শাস্তি যৌক্তিক হয়েছে। আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে অসম্মান করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই[১]। নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে বা তাৎক্ষণিকভাবে) যা ইচ্ছা তাই করেন[২]।

১. আর নিজ কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যে হেয় প্রতিপন্ন হয় তাকে সম্মানদাতা কেউ নেই।

২. নিশ্চয় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় জগৎসমূহের সবকিছু সংঘটিত হয়।

১৯. এরা (মু'মিন ও কাফিররা) বিবাদমান দুটি পক্ষ, তারা তাদের রব সম্বন্ধে বিতর্ক করে। অতএব যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কাটা (তৈরি করা) হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত গরম পানি।

২০. যা দিয়ে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া গলিয়ে ফেলা হবে।

২১. আর তাদের (শাস্তির) জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি।

২২. যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) তোমরা দহনযন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ করো।

রুকু : ৩

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের অলংকার ও মুক্তা দিয়ে। আর সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

২৪. আর তারা ভালো কথার দিকে পরিচালিত হয়েছিল। আর তারা পরম প্রশংসনীয় আল্লাহর পথে চলেছিল।

২৫. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ও মসজিদুল হারামে (প্রবেশ) থেকে বাধা দেয়, যা স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য আমরা সমান (অধিকার সম্পন্ন) করে দিয়েছি (তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য)। আর যে ব্যক্তি এর (মসজিদে হারাম) মধ্যে (দ্বীনের ব্যাপারে) বিচ্যুতি ঘটাতে বা জুলুম করতে চায় তাকে আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

রুকু : ৪

২৬. আর যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য সে ঘরের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম (তখন বলেছিলাম) আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাওয়াফকারী এবং যারা (সালাতে) দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে।

২৭. আর মানুষের মাঝে হাজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষীণকায় উটের পিঠে চড়ে।[১]

১. বিভিন্ন ধরনের বাহনে করে।

২৮. যাতে তারা তাদের কল্যাণের (স্থানসমূহে পৌঁছে তা) প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য থেকে যেগুলোকে জীবনসামগ্রী হিসেবে দান করেছেন তার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে (কুরবানী করতে পারে)। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুস্থ ও অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।

২৯. অতঃপর তারা যেন তাদের (দৈহিক) অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।

৩০. এটাই (হাজ্জের বিধান)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র বিধানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সেটা তার জন্য উত্তম তার রবের কাছে। তোমাদের কাছে যা (হারাম বলে) পাঠ করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া সব গৃহপালিত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, সুতরাং তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন করো এবং মিথ্যা কথা পরিহার করো।

৩১. আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হও এবং তাঁর কোনো শরীক করো না। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো এরপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।

৩২. এটাই (আল্লাহর বিধান), আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে এটা তার মনের আল্লাহ-সচেতনতা[১]।

১. এটা তার মনে থাকা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া গুণের বহিঃপ্রকাশ।

৩৩. এসব গৃহপালিত জন্তুতে তোমাদের জন্য নানারকম উপকার রয়েছে[১] এক নির্দিষ্টকালের[২] জন্য। অতঃপর এদের কুরবানীর স্থান প্রাচীন ঘরের কাছে।

১. এগুলো থেকে উপকার নেওয়া বৈধ।
২. কুরবানী করার আগ পর্যন্ত।

রুকু : ৫

৩৪. আর আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছি যাতে তাদেরকে জীবনসামগ্রী স্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দেওয়া হয়েছে সেগুলোর ওপর তারা (জবাইকালে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ, সুতরাং তারই কাছে

আত্মসমর্পণ করো। আর বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ দাও।

৩৫. (আরো সুসংবাদ দাও তাদের) আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের মন ভয়ে কম্পিত হয়, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে[১]। আর আমরা তাদেরকে যে জীবনসামগ্রী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে। আরও জানতে দেখুন সুরা বাকারার ৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩৬. আর কুরবানীর পশুকে (যা হাজীরা কাবার দিকে নিয়ে যায়) তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্যতম বানিয়েছি[১], তোমাদের জন্য তাতে কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের ওপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা থেকে আহার করো এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও বিনয়ের সাথে ভিক্ষাপ্রার্থীকে। এভাবে আমরা এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো[২]।

১. শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্যতম বানিয়েছি।

২. যাতে তোমরা এ সকল অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৩৭. কখনই এদের (কুরবানীকৃত পশুর) গোশত এবং রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না[১] বরং পৌঁছে তোমাদের (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা।[২] এভাবে তিনি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো এজন্যযে তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন। আর সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দাও।

১. যে সকল আমল করতে সকলকে একই ধরনের অনুষ্ঠান করা লাগে তাকে আনুষ্ঠানিক আমল বলে। যেমন– সালাত, যাকাত, সিয়াম, কুরবানী, হাজ্জ ইত্যাদি। পশু জবাই করে রক্ত ঝরানো হলো কুরবানী নামক আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান। আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান হলো পাথেয় তথা আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বা মাধ্যম। তাই, 'এদের গোশত এবং রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না' কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কুরবানীসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের শুধু অনুষ্ঠান পালন করায় কোনো নেকী নেই।

২. কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুরবানী নামক আমলের যে

বিষয়টি আল্লাহর কাছে পৌঁছায় তা হলো– এর অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হওয়া বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতনতা (তাকওয়া)। আর সেটি হলো– যেকোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করা, এমনকি জীবন গেলেও কুরআন যা নিষেধ করেছে তা থেকে দূরে থাকা ধরনের মন-মানসিকতা। এটি হলো কুরবানী আমলটির উদ্দেশ্য। আয়াতটি থেকে তাই জানা যায়– আনুষ্ঠানিক আমলের পাথেয় তথা অনুষ্ঠানটি এমনভাবে পালন করতে হবে যে, তা যেন আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে কোনো না কোনোভাবে ভূমিকা রাখে। আর এটি না হলে ঐ আমল আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৭৭; আন'আম/৬ : ১৬২; সোয়াদ/৩৮ : ২৭; হাজ্জ/২২ : ৩৭; বাকারা/২ : ১৪৩; মায়েদা/৫ : ৬; মাউন/১০৭ : ৪-৭; বাকারা/২ : ৮৫, ৮৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-৫) নামের বইটি।

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের রক্ষা করেন। নিশ্চয় তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

রুকু : ৬

৩৯. তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।

৪০. তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে– আমাদের রব আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দিয়ে প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত (খ্রিষ্টান) সংসার বিরাগীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

৪১. আমি যদি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করি[১] তবে তারা সালাত কায়েম করবে[২], যাকাত দেবে, জানা কাজ পালন করার আদেশ করবে ও অস্বীকার করা কাজ পালনে নিষেধ করবে[৩]। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক/তাৎক্ষণিক) ইখতিয়ারে[৪]।

১. আমার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয় এবং সে শিক্ষা

ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪. আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের আলোকে নির্ধারিত হয় বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ক্ষমতা প্রয়োগে হয়।

৪২. আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহ, আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়।

৪৩. আরও (মিথ্যাবাদী বলেছিল) ইব্রাহীমের সম্প্রদায় ও লূতের সম্প্রদায়।

৪৪. আরও (মিথ্যাবাদী বলেছিল) মাদইয়ানের অধিবাসীরা। আর মুসাকেও অস্বীকার করা হয়েছিল। অতঃপর আমি কাফিরদের অবকাশ দিয়েছিলাম, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। তাহলে কেমন ছিল (আমার) শাস্তি!

৪৫. আর আমরা কত জনপদ ধ্বংস করেছি যা (যার বাসিন্দারা) ছিল জালিম। এসব (জনপদের বাসিন্দারা) তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও।

৪৬. তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো[১]। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।[২]

১. পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা সত্য উদাহরণ দেখা যায় এবং সেগুলোর শিক্ষার মাধ্যমে এমন উৎকর্ষিত মন তথা মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল সম্পন্ন হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ পড়ে এবং এমন কান সম্পন্ন হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন, সুন্নাহ শুনে সঠিকভাবে বুঝা যায়।

২. এ কথার মাধ্যমে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তথ্যটি হলো– সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) অবস্থিত মন তথা মনে থাকা Common sense/আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে থেকে ধারণা না থাকলে, চোখে দেখে মানুষ তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে না। তাই, কুরআনে (ও সুন্নায়) উপস্থিত একটি বিষয় সম্পর্কে মন তথা মনে থাকা Common sense/আকলে পূর্বে থেকে ধারণা না থাকলে চোখে দেখে কুরআন পড়ে মানুষ তার প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে পারে না।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮, ১৭, ১৮ ও ২২**

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আনফাল/৮ : ২২ ও ২৯; ইউনুস/১০ : ১০০; মূলক/৬৭ : ১০; আল আন'আম/৬ : ১১১ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?' (গবেষণা সিরিজ-৬) নামের বইটি।

৪৭. আর তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনই ভঙ্গ করেন না। আর নিশ্চয় তোমার রবের কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের মতো।

৪৮. আর আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি যখন তা (জনপদ) ছিল জালিম, অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। আর প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।

রুকু : ৭

৪৯. বলো– হে মানুষ! আমি কেবল তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

৫১. আর যারা আমাদের আয়াতকে[১] ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে।

৫২. আর আমরা তোমার পূর্বে এমন কোনো রসুল বা নবী পাঠাইনি যখন সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত পাঠ করেছে কিন্তু শয়তান তাঁর পঠিত আয়াতে নিক্ষেপ করেনি[১]। অতঃপর আল্লাহ শয়তানের সকল নিক্ষেপকে রহিত (মানসুখ) করে নিজের আয়াতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন[২]। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

১. তোমার পূর্বে এমন কোনো রসুল বা নবী পাঠাইনি যখন সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত পাঠ করেছে কিন্তু শয়তান তাঁর পঠিত আয়াতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিত করা ধরনের কথা জুড়ে দেয়নি।

২. অতঃপর আল্লাহ শয়তানের সকল জুড়ে দেওয়া কথা রহিত (মানসুখ) করে নিজের আয়াতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা হিজর/১৫ : ৯; বাকারা/২ : ১০৬; কাহাফ/১৮ : ১ ও ২; বাইয়্যেনাহ/৯৮ : ১-৩; কীয়ামাহ/৭৫ : ১৬ ও ১৭; নিসা/৪ : ৮২; হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক? (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামের বইটি।

৫৩. (এটা) এজন্য যে, শয়তান যা নিক্ষেপ করে তিনি সেটিকে

পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের মনে রোগ আছে[১] এবং তাদের মন কঠিন হয়ে গেছে।[২] আর নিশ্চয় জালিমদের বিরোধী বুঝ/ব্যাখ্যা সত্য থেকে বহু দূরে।[৩]

১. এটা এজন্য যে, শয়তান আল্লাহর কিতাবে যে সকল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিত করামূলক কথা জুড়ে দেয় তিনি সেটিকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের মনে সত্য বিরোধী চিন্তা-ভাবনা আছে।

২. তাদের মন ঐ চিন্তা-ভাবনার কারণে অবদমিত হতে হতে কঠিন (কম্পিউটারের ভাষায় Hang) হয়ে যায়।

৩. নিশ্চয় যাদের বুঝ/ব্যাখ্যা আল্লাহর কিতাবের প্রকৃত বক্তব্য থেকে অনেক দূরে তারা জালিম ব্যক্তি।

৫৪. আর এজন্য যে– যাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জেনে নেয় যে, এটা (কুরআন) তোমার রবের কাছ থেকে আসা সত্য, অতঃপর তারা যেন তা বিশ্বাস করে এবং তাদের মন যেন তার প্রতি অনুগত হয়।[১] আর যারা (যথাযথভাবে) ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ স্থায়ী পথে পরিচালিত করেন।[২]

১. আর এজন্য যে– আল্লাহর জানানো নীতিমালা (উসূল) অনুযায়ী আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যারা জ্ঞানী হয় তারা (নিশ্চিতভাবে) বুঝতে পারে যে, কুরআন তোমার রবের কাছ থেকে আসা সত্য গ্রন্থ, অতঃপর তারা কুরআনকে বিশ্বাস করে এবং মন দিয়ে কুরআনকে অনুসরণ করে।

২. যারা আল্লাহর দেওয়া নীতিমালা (উসূল) অনুযায়ী জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে বিশ্বাস করে, তারা অবশ্যই স্থায়ী পথে পরিচালিত হয়। স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৫৫. আর যারা কুফরি করেছে[১] তারা তাতে সন্দেহ পোষণ করতেই থাকবে যতক্ষণ না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়বে অথবা তাদের কাছে আসবে এমন দিবসের শাস্তি যা থেকে রক্ষার কোনো উপায় নেই।

১. অস্বীকার বা অস্বীকারের কাছাকাছি অবস্থানে থেকে আদেশ/নিষেধ অমান্য করেছে ... ...।

৫৬. সেদিন আল্লাহরই রাজত্ব। তিনিই তাদের বিচার করবেন। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা (অবস্থান করবে) নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে।

৫৭. আর যারা অস্বীকার করে ও (কথা ও কাজের মাধ্যমে) আমাদের আয়াতসমূহকে[১] মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

রুকু : ৮

৫৮. আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে অতঃপর নিহত (শহীদ) হয়েছে অথবা মারা গেছে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবনসামগ্রী দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহই (তিনি) যিনি সর্বোৎকৃষ্ট জীবনসামগ্রী দাতা।

৫৯. অবশ্যই তিনি তাদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও পরম সহনশীল।

৬০. এটিই (তাদের পুরস্কার)। আর কোনো ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করলে এবং পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাপমোচনকারী ও ক্ষমাশীল।

৬১. এটার (ওপরের বক্তব্যের) সত্যতা এরকম যেমন– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান[১]। আর নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

১. (ওপরের বক্তব্যের) সত্যতা এ রকম যেমন– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী রাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে।

৬২. এটা (ওপরের বক্তব্য সত্য) এজন্যও যে– নিশ্চয় আল্লাহ তিনি, যিনি সত্য এবং এও যে, তাঁর পরিবর্তে যাকে তারা ডাকে তা অবশ্যই অসত্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ সুউচ্চ ও সুমহান।

৬৩. তুমি কি লক্ষ করো না যে– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন যাতে পৃথিবী সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে[১]। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবহিত।

১. তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় যাতে পৃথিবী সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে।

৬৪. আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। আর নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।

রুকু : ৯

৬৫. তুমি কি দেখো না যে, পৃথিবীর সবকিছু ও সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন যাতে তাঁর (অতাৎক্ষণিক)

অনুমতি ছাড়া সেটি পৃথিবীর ওপর না পড়ে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু।

৬৬. আর তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের জীবন দান করেছেন। অতঃপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন[১], অতঃপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই অকৃতজ্ঞ।

১. তাঁর তৈরি জীবন/আয়ু পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার ফলে মানুষ জীবন/আয়ু পায় এবং তাঁর তৈরি মৃত্যু হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী চলার কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে।

৬৭. আমরা প্রত্যেক (নবীর) উম্মতের জন্য উপাসনা ও জীবন-যাপন পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা (ঐ নবীর নবুওয়াতের সময়কালে) অনুসরণ করে। সুতরাং তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক না করে, তুমি তাদেরকে তোমার রবের দিকে আহবান করো। নিশ্চয় তুমি স্থায়ী পথের ওপর রয়েছো।[১]

১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞা দেখুন– সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৬৮. আর তারা যদি তোমার সাথে বিতর্ক করে তবে বলো– তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ ভালোভাবে অবগত।

৬৯. তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ কিয়ামতের দিনে সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন।

৭০. তুমি কি জানো না যে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন? এ সকলই আছে এক কিতাবে[১]। নিশ্চয় তা আল্লাহর কাছে সহজ।

১. লাওহে মাহফুজে থাকা উম্মুল কিতাব।*

* এর সমর্থনে শিহাবুদ্দীন আলূসী (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে, *রূহুল মাআনী*, খ. ১৩, পৃ. ১৩৪।

৭১. আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করে যার সম্পর্কে তিনি কোনো দলিল প্রেরণ করেননি এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান নেই। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

৭২. আর তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ[১] তিলাওয়াত করা হলে তুমি কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ করবে। যারা তাদের কাছে আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বলো– তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে মন্দ কিছুর সংবাদ দেবো? (তা হচ্ছে) আগুন। যে বিষয়ে আল্লাহ কাফিরদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

১. কুরআনের সুস্পষ্ট ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

রুকু : ১০

৭৩. হে মানুষ! একটি উদাহরণ[১] উপস্থাপন করা হচ্ছে (মনোযোগের সাথে) তা শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। (কারণ) যে চায় এবং যার কাছে চাওয়া হয় উভয়েই দুর্বল।

১. আল্লাহর কাছ হতে আসা সত্য শিক্ষা। দেখুন সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াত।

৭৪. তারা আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ন করেনি। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী।

৭৫. আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

৭৬. তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর সবকিছু আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৭৭. হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো এবং তোমাদের রবের দাসত্ব করো[১] ও সৎকাজ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলো দেখুন– সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৭৮. তোমরা আল্লাহর পথে[১] সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করো যেভাবে প্রচেষ্টা চালালে তার দাবি আদায় হয়। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি জীবন-ব্যবস্থার ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের জীবন-ব্যবস্থা। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এটিতেও (এ কিতাবেও), যাতে রসুল তোমাদের জন্য অনুকরণীয় হন এবং তোমরাও মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় হও। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো[২], যাকাত দাও এবং আল্লাহকে (কুরআনকে) আঁকড়ে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে।
২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো। বিষয়টি অধিক জানার জন্য দেখুন সুরা বাকারার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

পারা-১৮

সুরা : ২৩

আল মু'মিনুন

মু'মিনগণ, মাক্কী, আয়াত : ১১৮, রুকু : ৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. নিশ্চয় সফল হয়েছে মু'মিনগণ।
২. যারা তাদের নিজেদের সালাতে বিনয়ী।
৩. আর যারা অনর্থক বিষয় থেকে বিরত থাকে।
৪. আর যারা যাকাতে সক্রিয়[১]।
১. যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তিতে নিজের ও সমাজের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে সক্রিয়।
৫. আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী।
৬. তবে নিজেদের স্বামী-স্ত্রী অথবা ডান হাতের দাসীরা[১] ছাড়া, কেননা তাতে তারা নিন্দার পাত্র হবে না।
১. যুদ্ধবন্দি নারীরা।
৭. তবে যারা তাদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করবে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।
৮. আর যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী।
৯. আর যারা নিজেদের সালাতসমূহের ব্যাপারে যত্নবান থাকে[১]।
১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করা, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নেওয়া এবং সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে যত্নবান থাকে।
১০. তারাই হবে উত্তরাধিকারী।
১১. যারা অধিকারী হবে (জান্নাতুল) ফিরদাউসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
১২. আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির মূল উপাদান থেকে।[১]
১. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ শরীর ও মাটির মূল উপাদান অভিন্ন। আর তা হলো কার্বন, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন।
১৩. অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা ফোঁটার আকৃতিরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ু)[১]।

১. অতঃপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী পুরুষের শুক্র ও মেয়েদের ডিম্বের মিলনে তৈরি হওয়া ফোঁটার আকৃতির ভ্রূণ নিরাপদ আধার জরায়ুতে স্থিতি লাভ করে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১০**

১৪. পরে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) ফোঁটাকে পরিণত করি 'আলাকা'[১]-তে, অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আলাকাকে পরিণত করি 'মুদগা'[২]-তে, অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) মুদগা থেকে অস্থি[৩] তৈরি করি, তারপর অস্থিকে আচ্ছাদিত করি মাংস দিয়ে। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি স্বতন্ত্র এক সৃষ্টিরূপে। অতএব বরকতময় আল্লাহ তিনিই সর্বোত্তম স্রষ্টা।

১. অতঃপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভ্রূণটি ঝুলে থাকা বস্তু সদৃশ জিনিসে পরিণত হয়।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১১**

২. অতঃপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভ্রূণটি দুপাটি দাঁতের ছাপ থাকা চর্বিত মাংসপিণ্ড সদৃশ জিনিসে পরিণত হয়।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১২**

৩. অতঃপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী মুদগা থেকে অস্থি তৈরি হয়, তারপর অস্থি আচ্ছাদিত হয় মাংস দিয়ে।

১৫. এরপর অবশ্যই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে।

১৬. অতঃপর অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে।

১৭. আর নিশ্চয় আমরা তোমাদের ওপরে সাতটি স্তর (আকাশ) সৃষ্টি করেছি। আর আমরা সৃষ্টির বিষয়ে অপরিকল্পিত নই।

১৮. আর আমরা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী। এরপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা মাটিতে সংরক্ষণ করি[১]। আর নিশ্চয় আমরা তা নিয়ে নিতেও সক্ষম।

১. এরপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তা মাটিতে সংরক্ষিত হয়।

১৯. অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) এর মাধ্যমে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি[১]। তাতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল এবং তা থেকে তোমরা আহার করো।

১. অতঃপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি হয়।

২০. আর এক প্রকার গাছ (জয়তুন) যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, তা হতে উৎপন্ন হয় তেল এবং আহারকারীদের জন্য তরকারি।

২১. আর অবশ্যই তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তুতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে[১]। তাদের পেটে যা আছে তা থেকে তোমাদের আমরা পান করাই

এবং তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা রয়েছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাকো।

১. সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

২২. আর তোমাদের তাতে এবং নৌযানে বহন করা হয়।

রুকু : ২

২৩. আর অবশ্যই আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব করো[১]। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তবু কি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হবে না[২]?

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্যদেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

২. তবু কি তোমরা আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হবে না?

২৪. অতঃপর তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা অস্বীকার করেছিল তারা বললো, এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। সে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে। আর আল্লাহ যদি চাইতেন তবে অবশ্যই ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে এমন কথা তো শুনিনি।

২৫. সে কেবল এমন লোক যার মধ্যে পাগলামী রয়েছে, সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা করো।

২৬. নূহ বলেছিল– হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।

২৭. অতঃপর আমরা তার কাছে ওহী পাঠালাম তুমি আমাদের তত্ত্বাবধানে ও আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকাটি তৈরি করো। অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসবে ও চুলা (থেকে পানি) উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক জীবের এক একজোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে তাতে উঠিয়ে নাও, তাদেরকে ছাড়া যাদের বিরূদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলবে না, যারা জুলুম করেছে। তারা নিশ্চয় নিমজ্জিত হবে।

২৮. যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে, তখন বলবে– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি আমাদের জালিম সম্প্রদায়

থেকে উদ্ধার করেছেন।

২৯. আর বলবে– হে আমার রব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নিন যা হবে কল্যাণকর এবং আপনিই সবচেয়ে সুন্দর অবতরণকারী।

৩০. নিশ্চয় এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন[১] রয়েছে এবং আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই বহু আল্লাহ প্রেরিত সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

৩১. অতঃপর তাদের পরে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।

৩২. অতঃপর তাদেরই একজনকে তাদের কাছে রসুল করে পাঠিয়েছিলাম, (সে বলেছিল) তোমরা আল্লাহর দাসত্ব[১] করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা আল্লাহ সচেতন হবে না?[২]

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

২. তবুও কি তোমরা আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হবে না?

রুকু : ৩

৩৩. আর তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা অস্বীকার করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাতকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং যাদের আমরা দিয়েছিলাম দুনিয়ার জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্পদ তারা বলেছিল– এ তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও সে তাই খায় এবং তোমরা যা পান করো সেও তাই পান করে।

৩৪. আর যদি তোমরা তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩৫. (সম্প্রদায়ের প্রধানরা আরও বলে) সে কি তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে অবশ্যই উত্থিত করা হবে?

৩৬. অসম্ভব, তোমাদের যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অসম্ভব।

৩৭. এটি (জীবন) আমাদের দুনিয়ার জীবন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরায় উত্থিত হবো না।

৩৮. সে কেবল এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তার ওপর বিশ্বাসী নই।
৩৯. সে বললো– হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।
৪০. তিনি (আল্লাহ) বললেন– অবশ্যই শীঘ্র তারা অনুতপ্ত হবে।
৪১. অতঃপর সত্যিই এক বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত করলো এবং আমরা তাদের বানিয়ে দিলাম আবর্জনা। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল জালিম সম্প্রদায়।
৪২. অতঃপর তাদের পরে আমরা সৃষ্টি করেছি অন্যান্য প্রজন্ম।
৪৩. কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে এগিয়ে আনতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।[১]
১. কোনো জাতিই আমার তৈরি প্রোগ্রাম/কদর অনুযায়ী তার জন্য নির্ধারিত হওয়া কালকে এগিয়ে আনতে পারে না। বিলম্বিতও করতে পারে না।
৪৪. অতঃপর আমরা একের পর এক আমাদের রসুল প্রেরণ করেছি। যখনই কোনো জাতির কাছে তাদের রসুল এসেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, অতঃপর আমরা তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করি এবং আমরা তাদের (শিক্ষণীয়) কাহিনির বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা!
৪৫. অতঃপর আমরা আমাদের আয়াত[১] এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ (মু'যিজা) মুসা ও তার ভাই হারূনকে পাঠালাম।
১. ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়ধারণকারী কিতাব।
৪৬. ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে, কিন্তু তারা অহঙ্কার করলো, আর তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।
৪৭. অতঃপর তারা বললো– আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করবো যারা আমাদের মতো এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?
৪৮. অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তারা ধ্বংস হলো।
৪৯. আর অবশ্যই আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সঠিক পথ পায়।
৫০. আর আমরা মারিয়ামের পুত্র ও তার মাকে করেছিলাম একটি নিদর্শন[১] এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেলাম এক বাসযোগ্য ও ঝরনাবিশিষ্ট উঁচু ভূমিতে।
১. বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় এবং মু'যিজা।

রুকু : ৪

৫১. হে রসুলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য আহার করো[১] এবং সৎকাজ করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো তা আমি ভালোভাবেই জানি।

১. উপকার বেশি ও ক্ষতি কম হওয়া (হালাল) ও পচা নয় এমন খাদ্য আহার করো।

৫২. আর নিশ্চয় তোমাদের এ উম্মত একই উম্মত[১] এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব আমার সম্পর্কে সচেতন হও[২]।

১. সকল নবীর উম্মত একই মুসলিম মিল্লাত/জাতি।

২. অতএব আয়াতটিসহ আল্লাহর কিতাবের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

৫৩. কিন্তু তারা তাদের (দ্বীনের) নির্দেশনাকে টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে লিখিত গ্রন্থে বিভক্ত করেছে[১]। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে খুশি।

১. বিভিন্ন লিখিত ফিকাহ গ্রন্থে বিভক্ত করে নিয়েছে।

৫৪. সুতরাং কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে তাদের বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।

৫৫. তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে সাহায্যস্বরূপ যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দিয়ে সাহায্য করি (তা দিয়ে)।

৫৬. আমরা তাদের জন্য সবধরনের কল্যাণকে বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

৫৭. নিশ্চয় যারা তাদের রবের ভয়ে ভীত।

৫৮. আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহে ঈমান আনে[১]।

১. রবের কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিষয়সমূহের জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাস করে। ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমল/কাজ অন্তর্ভুক্ত নয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ২৫, ১৭৮, ১৮৩; আলে ইমরান/৩ : ১০২; আন'আম/৬ : ১৫৮; আনকাবুত/২৯ : ২; জুম'য়া/৬২ : ৯; আসর/১০৩ : ৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-১৪) নামের বইটি।

৫৯. আর যারা তাদের রবের সাথে শরীক করে না।

৬০. আর যারা দান করার সময় যা কিছুই দেয় তাদের মন প্রকম্পিত হয় এ কারণে যে, তাদের রবের কাছে তাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।
৬১. তারাই কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তারা এ জন্য অগ্রগামী হয়।
৬২. আমরা কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব/বোঝা অর্পণ করি না। আর আমাদের কাছে আছে এমন এক কিতাব (আমলনামা) যা সত্য কথা বলবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।
৬৩. বরং এ বিষয়ে (আমলনামার বিষয়ে) তাদের মন বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন এবং এ ছাড়া তাদের আরও কর্ম আছে যা তারা করে থাকে।
৬৪. অবশেষে আমরা যখন তাদের বিলাস সামগ্রীর অধিকারীদের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করি, তখন তারা ফরিয়াদ করতে থাকে।
৬৫. (তাদেরকে বলা হবে) আজ আর্তনাদ করো না। নিশ্চয় তোমরা আমাদের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না।
৬৬. আমার আয়াতসমূহ[১] তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হতো কিন্তু তোমরা পিছনে সরে পড়তে।
১. আমার প্রেরিত কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ।
৬৭. অহঙ্কারভরে এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে।
৬৮. তবে কি তারা এই বাণী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না অথবা তাদের কাছে কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?
৬৯. অথবা তারা কি তাদের রসুলকে চেনে না বলে তাকে অস্বীকার করে?
৭০. অথবা তারা কি বলে যে, তার মধ্যে পাগলামী রয়েছে? আসলে সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে এবং তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে।
৭১. আর সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুগামী হতো তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো। পক্ষান্তরে আমরা তাদের জন্য দিয়েছি তাদের যিক্র[১] কিন্তু তারা তাদের যিক্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ কুরআন।
৭২. অথবা তুমি কি তাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাও? যখন তোমার রবের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবনসামগ্রী দাতা।
৭৩. অথচ নিশ্চয় তুমি তাদেরকে স্থায়ী পথে[১] আহবান করছো।
১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৭৪. আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না নিশ্চয় তারা (সঠিক) পথ থেকে বিচ্যুত।

৭৫. আর আমরা যদি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করি তথাপি তারা দিশেহারা হয়ে তাদের অবাধ্যতায় অবশ্যই অনড় থাকবে।

৭৬. আর নিশ্চয় আমরা তাদের শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম কিন্তু তারা তাদের রবের প্রতি বিনীত হলো না এবং কাতরভাবে প্রার্থনাও করলো না।

৭৭. অবশেষে যখন আমরা তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই তখন তারা এতে হতাশ হয়ে পড়ে।

রুকু : ৫

৭৮. আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ ও মন সৃষ্টি করেছেন। তোমরা অল্পসংখ্যকই শোকর আদায় করে থাকো।[১]

১. তোমরা অল্প সংখ্যকই এ সকল অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানতে পারার পর আমার শোকর আদায় করে থাকো। মানুষের অধিকাংশই আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যকোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অথবা অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানা ছাড়াই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৭৯. আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তারই কাছে একত্রিত হতে হবে।

৮০. তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান[১] এবং তাঁরই অধিকারে রয়েছে রাত ও দিনের আবর্তন। তোমরা কি আকল ব্যবহার করো না?[২]

১. আল্লাহর তৈরি জীবন/আয়ু পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার ফলে মানুষ জীবন পায় এবং মৃত্যু হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার কারণে মৃত্যু ঘটে।

২. তোমরা কি এ সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বোধশক্তিকে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করো না?

৮১. এরপরও তারা (ঐ কথা) বলে যেমন বলেছিল পূর্ববর্তীরা।

৮২. তারা বলে, আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হলেও কি আমরা উত্থিত হবো?

৮৩. এ রকম প্রতিশ্রুতি আমাদের এবং ইতিপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও

অনেক দেওয়া হয়েছে, এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮৪. বলো, এ পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার, যদি তোমাদের জানা থাকে?

৮৫. শীঘ্রই তারা বলবে– আল্লাহর। বলো, তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

৮৬. জিজ্ঞাসা করো– কে সাত আকাশ এবং মহা-আরশের অধিপতি?

৮৭. শীঘ্রই তারা বলবে (এসব) আল্লাহর। বলো– তবুও কি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হবে না?[১]

১. এ সকল বিষয় জানার পরও কি এর সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে তোমাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হবে না?

৮৮. বলো– সকল কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে যখন তিনি আশ্রয়দান করেন এবং তার ওপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জানো?

৮৯. শীঘ্রই তারা বলবে– আল্লাহর। বলো– তবু তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্ত হচ্ছো?

৯০. বরং আমরা তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি এবং তারা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।

৯১. আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোনো ইলাহ নেই। যদি থাকতো তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং অবশ্যই একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করতো। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ মুক্ত।

৯২. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

রুকু : ৬

৯৩. বলো (দোয়া করো)– হে আমার রব! যে বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা যদি তুমি আমাকে দেখাও।

৯৪. হে আমার রব! তবে তুমি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।

৯৫. আর আমরা তা তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম যে বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

৯৬. মন্দের মুকাবিলা করো যা উত্তম তা দিয়ে। তারা যা বলে আমরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

৯৭. আর বলো– হে আমার রব! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানদের প্ররোচনা থেকে।

৯৮. আর হে আমার রব! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার কাছে তাদের উপস্থিত হওয়া থেকে।

৯৯. যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে– হে আমার রব! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন।

১০০. যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি। না তা হওয়ার নয়। নিশ্চয় এটা তার একটি কথা মাত্র যা সে (এখন) বলছে। আর তাদের সামনে থাকবে (আলমে) বারযাখ, পুনরায় উঠানোর দিন পর্যন্ত।

১০১. অতঃপর যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না।

১০২. অতঃপর যাদের নেকী বেশি হবে তারা হবে সফলকাম।

১০৩. আর যাদের নেকী শূন্য হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।[১]

১. আয়াত নং ১০২ ও ১০৩ এ থাকা مَوَازِين শব্দের আভিধানিক প্রধান দুটি অর্থ হলো– মাপযন্ত্র (দাড়িপাল্লা) ও আল্লাহর কাছে মূল্য আছে এমন কাজ তথা নেক আমল/নেকী। ثَقُلَتْ শব্দের আভিধানিক প্রধান দুটি অর্থ হলো– ভারী ও বেশি। خَفَّتْ শব্দের আভিধানিক প্রধান দুটি অর্থ হলো– হাল্কা ও শূন্য/কম।

কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীরের ১ নং নীতি অনুযায়ী শব্দ তিনটির এমন অর্থ নিতে হবে যা নিলে আয়াত দুটি থেকে বের হয়ে আসা তথ্য একই বিষয় ধারণকারী অন্য আয়াতসহ কুরআনের সকল আয়াতের সম্পূরক হয় এবং বিরোধী না হয়। এ নীতি পূর্ণ করতে হলে শব্দ তিনটির অর্থ নিতে হবে যথাক্রমে নেকী, বেশি ও শূন্য। আর আলোচ্য দুটিসহ শব্দ তিনটি ধারণকারী অন্য আয়াত এবং আমল হিসেব হওয়ার তথ্য ধারণকারী সকল আয়াতের বক্তব্য পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো– পরকালে আমল হিসেব করা হবে কম্পিউটার (Computer) ধরনের কোনো হিসেব যন্ত্র দিয়ে। আর সে হিসেব হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে ডিজিটাল (Digital) পদ্ধতিতে। সে হিসেবের প্রোগ্রাম/নীতিমালা হবে আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ থাকলে ব্যক্তির সকল নেকী নাকচ (Delete) হয়ে রিসাইকেল বিনে (Recycle bin)

চলে যাবে।

ব্যক্তি যদি সাথে সাথে বা মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে খালিস নিয়াতে তাওবা করে, তবে তার কৃত কবীরা গুনাহটি নেকীতে পরিবর্তিত হবে। অতঃপর সেটি ব্যক্তির কৃত নেকীর সাথে যোগ হয়ে তার আমল নামায় ফিরে আসবে (Re-store)। আর ব্যক্তি যদি তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ করিয়ে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার সকল নেকী স্থায়ীভাবে শূন্য হয়ে যাবে (Permanantly delete হয়ে যাবে)। আর নেকীর পরিমাণ শূন্য হয়ে যাওয়ার কারণেই ১০৩ নং আয়াতে ব্যক্তিদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা বলা হয়েছে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা কারীয়া/১০১ : ৬-৯; নিসা/৪ : ৯৩; বাকারা/২ : ৮৫, ২৭৫; নিসা/৪ : ৩৮; মুহাম্মাদ/২৫ : ২৫-২৮ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামের বইটি।

১০৪. আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে জ্বালিয়ে দেবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়।

১০৫. তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ[১]আবৃত্তি করা হতো না? তখন তোমরা তাকে মিথ্যা অভিহিত করতে।

১. আমার প্রেরিত কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ।

১০৬. তারা বলবে– হে আমার রব! কামনা-বাসনা আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়।

১০৭. হে আমার রব! এ স্থান (জাহান্নাম) থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন, এরপর আমরা যদি আবার অপরাধ করি তবে আমরা অবশ্যই জালিম হবো।

১০৮. আল্লাহ বলবেন– তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় এখানেই থাকো এবং আর মুখ খুলো না।

১০৯. আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলতো– হে আমার রব! আমরা ঈমান এনেছি তুমি আমাদের ক্ষমা করো ও দয়া করো এবং তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

১১০. কিন্তু তাদেরকে তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ হিসেবে গ্রহণ করেছিলে এমনকি তা (সে ঠাট্টা-বিদ্রুপ) তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে।

১১১. নিশ্চয় আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে তারাই সফল হলো।
১১২. তিনি (আল্লাহ) বলবেন– তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে।
১১৩. তারা বলবে– আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ, অতএব আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করুন।
১১৪. তিনি বলবেন– তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, (এ তথ্য) যদি তোমরা (সে সময়) জানতে।
১১৫. তবে তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না?
১১৬. প্রকৃত মালিক আল্লাহ, তিনি সুমহান। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। (তিনি) সম্মানিত আরশের অধিপতি।
১১৭. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে অথচ এই বিষয়ে তার কাছে কোনো প্রমাণ নেই, তার হিসেব তার রবের কাছে আছে। নিশ্চয় কাফিররা সফল হবে না।
১১৮. আর বলো– হে আমার রব! ক্ষমা করো ও দয়া করো এবং তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

সুরা : ২৪

আন নূর

আলো, মাদানী, আয়াত : ৬৪, রুকু : ৯

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. এটি একটি সুরা, যা আমরা অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি। আর এতে আমি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াতসমূহ[১] যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।
১. স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।
২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো। আর আল্লাহর দণ্ডবিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি কোনো প্রকার মমতা যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হও। আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

৩. ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না। আর ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া কেউ বিয়ে করবে না। মু'মিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪. আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং (স্বচোখে দেখা) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আর ওরাই ফাসিক।

৫. তবে যদি তারপর তারা তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে তবে আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অভিযোগ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে– সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।

৭. আর পঞ্চমবার (কসম করে বলবে) যে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।

৮. তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্যদেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।

৯. আর পঞ্চমবার (কসম করে বলবে) যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর গজব।

১০. আর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো (তবে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেতে না) এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

রুকু : ২

১১. নিশ্চয় যারা (তাদের নবীর স্ত্রীর প্রতি) অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল। একে তোমরা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না। বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।[১] তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপ কাজের ফল। আর তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে মহাশাস্তি।

১. ঐ কল্যাণের সবচেয়ে বড়োটি হলো– ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হওয়া কুরআনের আয়াতসমূহ এবং ঐ ঘটনার বিষয়ে রসুল (স.)-এর সিদ্ধান্তে পৌঁছা ও ব্যবস্থা নেওয়া (ফে'য়লী হাদীস)। যার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনো বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছা ও ব্যবস্থা তথা নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৫৯; বাকারা/২ : ১৮৫;

হাশর/৫৯ : ৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আনফাল/৮ : ২৯; যারিয়াত/৫১ : ৫১; ইউনুস/১০ : ১০০; মূলক/৬৭ : ১০; নূর/২৪ : ১৫-১৭ ইত্যাদি।
বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)' (গবেষণা সিরিজ-১২) নামের বইটি।

১২. যখন তারা তা শুনলো তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীরা আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করলো না এবং বললো না যে, এটা সুস্পষ্ট অপবাদ?

১৩. তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন (স্বচোখে দেখা) সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।

১৪. আর দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে সে জন্য মহাশাস্তিতোমাদের স্পর্শ করতো।

১৫. যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা (আয়েশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়।

১৬. আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়।[১] পবিত্রতা[২] শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ।

১. তখন কেন সকলের কাছে সব সময় উপস্থিত থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান Common sense/আকলের ভিত্তিতে বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়।
২. অনিচ্ছা বা ইচ্ছাকৃত ভুল বা মিথ্যা বলার দোষমুক্ততা।

১৭. আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করবে না।

১৮. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ (শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ) সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

১৯. নিশ্চয় যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও অখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি। আর (অশ্লীলতা প্রসারের ক্ষতি)[১] আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

১. বর্তমান যুগে সে ক্ষতির সবচেয়ে বড়োটি হচ্ছে AIDS।

২০. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে (তোমাদের কেউ

অব্যাহতি পেতে না) এবং আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু : ৩

২১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শয়তান তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনও পরিশুদ্ধ হতে পারতে না। তবে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন[১]। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।

১. তবে আল্লাহ প্রণীত পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কাজ করার ফলে মানুষ পরিশুদ্ধ হয়।

২২. আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদের কিছুই দেবে না। অবশ্যই তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এং তাদের (দোষ-ত্রুটি) উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

২৩. নিশ্চয় যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা ও ঈমানদার নারীদের প্রতি গাফলাতির কারণে অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত।[১] আর তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।

১. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়ার কারণে ... ...। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২৪. যে দিন তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

২৫. সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য কর্মফল পুরোপরি দেবেন এবং তারা জানবে আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য।

২৬. দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য আর দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। আবার সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে তারা তা থেকে পবিত্র (মুক্ত)। তাদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক।

রুকু : ৪

২৭. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া কারও ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি পাও এবং তার বাসিন্দাদের

প্রতি সালাম দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, আশা করা যায় তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে।

২৮. যদি তোমরা তাতে (ঘরে) কাউকে না পাও তবে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য পরিশুদ্ধতম (পন্থা)। আর তোমরা যা করো তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।

২৯. যে ঘরে কেউ বসবাস করে না তাতে তোমাদের দ্রব্যসামগ্রী থাকলে সেখানে তোমরা প্রবেশ করলে কোনো পাপ নেই। আর তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো তা আল্লাহ জানেন।

৩০. মু'মিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে এটাই তাদের জন্য পরিশুদ্ধতম (পন্থা)। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

৩১. আর মু'মিন নারীদের বলো– তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে, তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, যা (সাধারণত) প্রকাশ পেয়ে থাকে তা ছাড়া তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের পুত্র, বোনের পুত্র, নারীগণ, তাদের ডান হাতের মাধ্যমে (যুদ্ধে) অধিকারভুক্ত দাস, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পা না ফেলে। আর হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

৩২. আর তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী/স্ত্রী নেই[১] তাদের বিয়ে দাও এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। আর তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

১. বিবাহ হয়নি অথবা স্বামী বা স্ত্রী মারা গেছে।

৩৩. আর যারা বিয়ের (উপায়-উপকরণ) পায় না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন (অবৈধ পথ হতে) বিরত থাকে। আর তোমাদের ডান হাতের মালিকানাধীনদের (যুদ্ধ-বন্দিদের) মধ্যেকেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ

তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদের দান করো। তোমাদের বাঁদিরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যাভিচারিণী হতে বাধ্য করো না। আর যদি কেউ (পতিতা বৃত্তিতে) তাদের বাধ্য করে তবে নিশ্চয় জবরদস্তির কারণে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৩৪. আর আমরা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত[১], তোমাদের পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে উদাহরণ[২] এবং আল্লাহ সচেতনদের জন্য উপদেশ।[৩]

১. স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাধারণকারী কুরআনের আয়াত।

২. পূর্ববর্তীদের ঘটনার মাধ্যমে সত্য শিক্ষা।

৩. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল সম্পন্নদের যথাযথ মানের সচেতন হওয়ার জন্য উপদেশ।

রুকু : ৫

৩৫. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। তাঁর জ্যোতি সম্পর্কে উদাহরণ[১] হলো– একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত। কাঁচের আবরণটি যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যা প্রজ্বলিত করা হয় এমন বরকতময় যায়তুন গাছের তেল দিয়ে যা পূর্বদিকের নয় পশ্চিম দিকেরও নয়। সে তেল আলোদানের জন্য প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও। জ্যোতির ওপর জ্যোতি। আল্লাহ যার জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করেন তাঁর (জ্ঞানের) আলোর দিকে পথপ্রদর্শন করেন[২]। আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করে থাকেন[৩]। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।

২. আল্লাহর তৈরি জ্ঞানের আলো পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ জ্ঞানের আলো পায়।

৩. আল্লাহ মানুষের জন্য সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক নানা ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করে থাকেন যেন মানুষ তা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারে।

৩৬. (তাঁর আলোর দিকে হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ) সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর

তাসবিহ করে (সালাত আদায় করে) সে সকল ঘরে, যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৭. সেসব লোক, যাদেরকে ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিক্র[১], সালাত কায়েম করা[২] এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন মন ও দৃষ্টিসমূহ ওলটপালট হয়ে পড়বে।

১. কুরআন অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ।
২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে দেখুন সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩৮. যাতে তারা যে কাজ করে সেজন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি দেন। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা অগণিত জীবনসামগ্রী দান করেন[১]।

১. আল্লাহর প্রণীত অগণিত জীবনসামগ্রী পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ অগণিত জীবনসামগ্রী পায়।

৩৯. আর যারা কুফরী করে তাদের কাজ মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে সে তার কাছে উপস্থিত হলে কিছুই পায় না কিন্তু সে সেখানে আল্লাহকে পায়, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেন। আর আল্লাহ অতিদ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৪০. অথবা (তাদের কাজ) গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকারের মতো, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের পর ঢেউ, যার ওপর মেঘমালা। স্তরে স্তরে অন্ধকার, এমনকি সে হাত বের করলেও তা দেখতে পায় না। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে আলো দেন না তার জন্যকোনো আলো নেই[১]।

১. আল্লাহ প্রণীত প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টা না করলে কেউ জ্ঞানের আলো পায় না।

রুকু : ৬

৪১. তুমি কি দেখো না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং সারিবদ্ধ পাখিরা আল্লাহর তাসবীহ করে? প্রত্যেকেই তার সালাত (সিজদা) ও তাসবীহ করার পদ্ধতি জানে। আর তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।

৪২. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব[১] আল্লাহরই। আর আল্লাহর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।

১. শাসন ক্ষমতা।

৪৩. তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] মেঘমালাকে পরিচালিত করেন, পরে সেগুলোর মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করেন এবং সেগুলো পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বের হয় বৃষ্টি। আর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন (মেঘের) পবর্তমালা যার মধ্যে থাকে শিলা এবং এ দিয়ে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার ওপর থেকে ইচ্ছা তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তিকে প্রায় কেড়ে নেয়।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।

৪৪. আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিন ও রাতের আবর্তন ঘটান। নিশ্চয় এতে অবশ্যই সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য গভীর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।[১]

১. নিশ্চয় দিন ও রাতের আবর্তনের মধ্যে অবশ্যই সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন লোক তথা বিজ্ঞানীদের জন্য বৈজ্ঞানিক/ সূক্ষ্ম শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

৪৫. আর আল্লাহ সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের কিছু পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু দুই পায়ে চলে এবং কিছু চলে চার পায়ে। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন[১]। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কিছু সৃষ্টি হয়।

৪৬. অবশ্যই আমরা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত অবতীর্ণ করেছি।[১] আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্থায়ী পথ প্রদর্শন করেন[২]।

১. অবশ্যই আমরা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়-ধারণকারী কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

২. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা ও কাজ করার ফলে মানুষ স্থায়ী পথ পায়। স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৪৭. আর তারা বলে– আমরা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্যস্বীকার করলাম কিন্তু এরপরও তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নিলো। আর তারা মু'মিন নয়।

৪৮. আর যখন তাদের আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৯. আর যদি তাদের কোনো অধিকার (পাওনা) থাকে তাহলে তারা

বিনীতভাবে তাঁর কাছে ছুটে আসে[১]।

১. তাহলে সেটি রসুলের ফয়সালার মাধ্যমে পাওয়ার আশায় তারা বিনীতভাবে তাঁর কাছে ছুটে আসে।

৫০. তাদের মনে কি রোগ আছে, না তারা সন্দেহ করে? নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং তারাই জালিম।

রুকু : ৭

৫১. মু'মিনদের উক্তি এই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বলে– আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।[১] আর তারাই সফল।

১. শুনলাম ও আনুগত্য করলাম কথাটি প্রযোজ্য হবে কুরআনের আরবী আয়াত ও রসুল (স.)-এর নির্ভুল হাদীসের ক্ষেত্রে। কুরআনের আয়াতের অনুবাদ বা তাফসীর ও প্রচলিত সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে নয়। কারণ, কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু অনুবাদ বা তাফসীরে ভুল থাকতে পারে। আর বর্তমান হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় বর্ণনাধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। আর কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর এবং প্রচলিত সহীহ হাদীসে থাকা ভুল প্রাথমিক ধরার জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি অপ্রমাণিত উৎস/মাধ্যম সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। সেটি হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২ ও ১৭৩; তাওবা/৯ : ৩১; আলে-ইমরান/৩ : ৬৪; আর-রহমান/৫৫ : ১১; বনী-ইসরাইল/১৭ : ৩৬; আশ্ শামস/৯১ : ৭ ও ৮; আনফাল/৮ : ২৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?' (গবেষণা সিরিজ-২১) নামের বইটি।

৫২. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর ব্যাপারে সচেতন[১] হয়, তারাই সফল।

১. আল্লাহ সচেতনতা।

৫৩. আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম করে বলে যে, তুমি তাদেরকে আদেশ করলে তারা অবশ্যই (যুদ্ধে) বের হবে। তুমি বলো, কসম করো না। (তোমাদের) আনুগত্য জানা আছে। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

৫৪. বলো, আল্লাহর আনুগত্য করো ও রসুলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তাঁর (রসুল) ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সেই দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য করো তবে সৎপথ পাবে। আর রসুলের কাজ স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দেবেন যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের জীবন-ব্যবস্থাকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দেবেন। তারা আমার দাসত্ব করবে[১] আর আমার সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না। আর এরপর যারা অমান্য করবে তারাই ফাসিক।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৫৬. আর তোমরা সালাত কায়েম করো[১], যাকাত দাও এবং রসুলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৫৭. তুমি কখনও ধারণা করো না যে, যারা কুফরী করেছে তারা পৃথিবীতে (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে। তাদের আশ্রয়স্থল আগুন। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।

রুকু : ৮

৫৮. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ডান হাতের মাধ্যমে মালিকানাধীন যুদ্ধ-বন্দিরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি প্রার্থনা করে। ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো এবং ঈশার সালাতের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ছাড়া (অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে) তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমরা একে অপরের কাছে ঘোরাফেরা (যাওয়া-আসা) করে থাকো। এভাবে আল্লাহ

তোমাদের কাছে তাঁর আয়াত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।[১] আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

১. তাঁর আয়াতের মানব জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

৫৯. আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি প্রাপ্তবয়স্ক হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে তাদের পূর্ববর্তীরা (বয়োজ্যেষ্ঠগণ)। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর আয়াত সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

৬০. আর বৃদ্ধা নারী যারা বিয়ের আশা রাখে না, সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা ছাড়া তাদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখাতে কোনো দোষ নেই। তবে তা থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

৬১. অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই, রুগ্ন ব্যক্তির জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও (দোষ নেই) আহার গ্রহণ করা তোমাদের ঘরে, তোমাদের পিতাদের ঘরে, তোমাদের মায়েদের ঘরে, তোমাদের ভাইদের ঘরে, তোমাদের বোনদের ঘরে, তোমাদের চাচাদের ঘরে, তোমাদের ফুফুদের ঘরে, তোমাদের মামাদের ঘরে, তোমাদের খালাদের ঘরে অথবা সেসব ঘরে যার চাবির মালিক তোমরা এবং তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা একত্রে আহার করো অথবা পৃথকভাবে আহার করো তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের নিজেদের (স্বজনদের) প্রতি সালাম দাও। (এটা) আল্লাহর পক্ষথেকে অভিবাদন (যা) বরকতময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা আকল ব্যবহার করতে পারো[১]।

১. এভাবে আল্লাহ কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তোমাদের জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে এর শিক্ষার মাধ্যমে তোমাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারো।

রুকু : ৯

৬২. তারাই কেবল মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর (রসুলের) সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তার অনুমতি

ছাড়া সরে পড়ে না। নিশ্চয় যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাওয়ার জন্যতোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
৬৩. রসুলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহবানের মতো বিবেচনা করো না। তোমাদের মধ্যে যারা চুপিসারে সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা সতর্কহোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।
৬৪. জেনে রেখো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। তোমরা যাতে ব্যস্ত তিনি তা জানেন, আর যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ সবকিছু ভালোভাবে জানেন।

সুরা : ২৫

আল ফুরকান

মানদণ্ড, মাক্কী, আয়াত : ৭৭, রুকু : ৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান[১] অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।
১. সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী গ্রন্থ আল কুরআন।
২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব (শাসন ক্ষমতা) তাঁর, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই, আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা পরিচালিত হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধি-বিধান নির্দিষ্ট করেছেন।
৩. আর তারা তাঁর পরিবর্তে অন্যদের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে; যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরায় উঠানোর ওপরও কোনো ক্ষমতা রাখে না।
৪. আর কাফিররা বলে– এটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, এটা সে উদ্ভাবন

করেছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এভাবে (এ কথা বলে) তারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যা নিয়ে এসেছে।
৫. আর তারা বলে– এগুলো সেকালের উপকথা যা সে লিখে নিয়েছে এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।
৬. বলো– এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত গোপন রহস্য জানেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
৭. তারা আরও বলে– এ কেমন রসুল যে আহার করে এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কোনো ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলো না যে তার সঙ্গে থাকতো সতর্ককারীরূপে?
৮. অথবা তাকে ধনভান্ডার দেওয়া হয় না কেন বা তার একটি বাগান নেই কেন যা থেকে সে খেতে পারে? আর জালিমরা আরও বলে– তোমরা এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো।
৯. দেখো তারা তোমার ব্যাপারে কী উদাহরণ (তুলনীয় বিষয়) উপস্থাপন করে! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাই তারা পথ পাবে না।

রুকু : ২

১০. কতই বরকতময় তিনি যিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিতে পারেন– (এমন) বাগানসমূহ যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত এবং তিনি দিতে পারেন তোমাকে প্রাসাদসমূহ।
১১. কিন্তু তারা কিয়ামতকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর যে কিয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার জন্য আমরা জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি।
১২. তা (জাহান্নাম) যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে তখন তারা এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবে।
১৩. আর যখন তাদের শিকলবাঁধা অবস্থায় এর (জ্বলন্ত আগুনের) কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে (নিজেদের) ধ্বংস (মৃত্যু) কামনা করবে।
১৪. (তাদের বলা হবে) আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না বরং বহুবার ধ্বংস হওয়া কামনা করতে থাকো।
১৫. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, এটা উত্তম না স্থায়ী জান্নাত (উত্তম) যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আল্লাহ-সচেতন হওয়া ব্যক্তিদেরকে[১]? এটাই তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল।
১. যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান,

অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিদেরকে।

১৬. সেখানে তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাই থাকবে (এবং) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এই প্রার্থিত প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার রবেরই দায়িত্ব।

১৭. আর যেদিন তিনি তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের দাসত্ব করতো[১] তাদেরকে একত্রিত করবেন সেদিন তিনি (উপাস্যদের) জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করতো। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১৮. তারা (উপাস্যরা) বলবে– পবিত্র ও মহান আপনি! আপনার পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করা আমাদের মানায় না বরং আপনিই এদের ও এদের বাপ-দাদাদের ভোগ্যসামগ্রী দিয়েছিলেন। অবশেষে তারা উপদেশ ভুলে গিয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এ ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।

১৯. সুতরাং তোমরা (মুশরিকরা) যা বলছো সে ব্যাপারে তারা (উপাস্যরা) অবশ্যই তোমাদের মিথ্যাবাদী বলবে। তাই তোমরা (শাস্তি) রোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও পাবে না। তোমাদের মধ্যে যে জুলুম করবে আমরা তাকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

২০. আর তোমার পূর্বে আমরা যেসব রসুল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই আহার করতো ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করতো। আর (হে মানুষ) আমরা তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি, তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? আর তোমার রব সমস্ত কিছু দেখেন।

পারা-১৯

রুকু : ৩

২১. আর যারা আমাদের সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে– আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাই না কেন? তারা তাদের মনে অবশ্যই অহংকার পোষণ করেছে এবং তারা মারাত্মকভাবে সীমালঙ্ঘন করেছে।

২২. যেদিন তারা ফেরেশতাদের দেখবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো

সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে কোনো বাধা যদি তা আটকে রাখতো!

২৩. আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি অগ্রসর হবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো।

২৪. সে দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।

২৫. আর সেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ ফেটে যাবে এবং ফেরেশতাদের পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করা হবে।

২৬. সেদিনের রাজত্ব সত্যিই পরম করুণাময়ের জন্য। আর কাফিরদের জন্য সেদিন হবে বড়োই কঠিন।

২৭. আর সেদিন জালিম[১] ব্যক্তি তার দুহাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়, আমি যদি রসুলের সাথে সঠিক পথ[২] অবলম্বন করতাম।

১. মু'মিন ও কাফির উভয় বিভাগের জালিম।

২. কুরআনের পথ।

২৮. হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে[১] বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

১. শয়তান ও তার দোসরদের।

২৯. অবশ্যই সে আমাকে যিক্‌র (কুরআন) থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য (বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) অধিক প্রতারণাকারী[১]।

১. শয়তান মানুষের জন্য কুরআনের বিষয়ে অধিক প্রতারণাকারী। কারণ, কুরআন হলো জ্ঞানের উৎসের দৃষ্টিকোণ হতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩০. আর রসুল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল।[১]

১. রসুল (স.) কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে– তিনি নানা দৃষ্টিকোণের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জনকে অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞানার্জন হতে অপরিসীমভাবে বেশি গুরুত্ব দিতে বলেছেন, তারপরও এরা কুরআনকে পরিত্যাগ করে অন্য গ্রন্থকে জ্ঞানার্জনের মূল গ্রন্থ বানিয়েছিল এবং তা অনুসরণ করেছিল। বর্তমান যুগ পর্যন্ত যা ঘটেছে তাতে বলা যায় রসুল (সা.) হয়তো এটিও বলবেন যে– কুরআনের সরাসরি আদেশ অমান্য করে তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছিল এবং উপদল সমূহের নাম থেকে কুরআনের নামটিও বাদ দিয়েছিল (আহলে হাদীস ও আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত)। তাই, আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন (শাফায়াত) করছি।

শাফায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামক বইটি।

৩১. আর এভাবেই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম।[১] তোমার জন্য তোমার রবই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।

১. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী অপরাধীরা প্রত্যেক নবীর শত্রু হয়েছিল।

৩২. আর কাফিররা বলে– তার কাছে একবারেই সমগ্র কুরআন অবতীর্ণ হলো না কেন? হ্যাঁ, তোমার মনে মজবুত করে গেঁথে দেওয়ার জন্য আমি তা অবস্থা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে আবৃত্তি করেছি।

৩৩. আর তারা তোমার কাছে এমন কোনো সমস্যার কথা উপস্থিত করে না যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা তোমাকে দান করি না।

৩৪. যাদেরকে অধোমুখী অবস্থায় জাহান্নামের সামনে একত্র করা হবে তাদের সে স্থানটি হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তা হবে বড়োই ভ্রান্ত পথ।

রুকু : ৪

৩৫. আর অবশ্যই আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী করেছিলাম।

৩৬. অতঃপর আমরা বলেছিলাম, তোমরা সে সম্প্রদায়ের কাছে যাও যারা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) আমাদের আয়াতসমূহকে[১] মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এরপর আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

১. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়ধারণকারী আয়াতকে।

৩৭. আর নূহের সম্প্রদায়কেও, যখন তারা রসুলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, আমরা তাদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন[১] বানিয়ে রেখেছি। আর জালিমদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

১. আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক, সাধারণ ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

৩৮. আর (আমরা ধ্বংস করেছিলাম) আদ, ছামুদ ও রাস-এর অধিবাসীদের এবং তাদের মাঝখানের বহু সম্প্রদায়কে।

৩৯. আমরা তাদের প্রত্যেকের কাছে উদাহরণ[১] পেশ করেছিলাম। আর তাদের সকলকেই আমরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

১. পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ প্রেরিত ঐতিহাসিক সত্য তথ্য।

৪০. আর অবশ্যই তারা সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার ওপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুত তারা পুনরুত্থানের আশা করে না।

৪১. আর তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র বিবেচনা করে। (আর বলে) এই-ই কি সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রসুল করে পাঠিয়েছেন?

৪২. সে আমাদের দেবতাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের (দেবতাদের) ওপর ধৈর্যধারণ করতাম (আনুগত্য করতাম)। আর তারা অচিরেই জানবে কে বেশি পথভ্রষ্ট যখন শাস্তি দেখবে।

৪৩. তুমি কি তাকে দেখো না, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে? তবু কি তুমি তার তত্ত্বাবধায়ক হবে?

৪৪. তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ শোনে এবং আকল ব্যবহার করে?[১] তারা কেবল গবাদি পশুর মতো, বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।

১. তাদের অধিকাংশ শোনে কিন্তু শোনা কথাটি বোঝার জন্য জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেক ব্যবহার করে না।

রুকু : ৫

৪৫. তুমি কি তোমার রবের প্রতি লক্ষ করো না কীভাবে তিনি ছায়াকে প্রসারিত করেন? আর যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই তাকে স্থির রাখতে পারতেন। অতঃপর আমরা সূর্যকে তার (ছায়ার) নির্দেশক বানিয়েছি।

৪৬. অতঃপর আমরা একে (ছায়াকে) আমাদের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।

৪৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ স্বরূপ, বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন ঘুম এবং জেগে উঠার জন্য দিয়েছেন দিন।

৪৮. আর তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন[১]। আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।

১. আর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী বৃষ্টি আসার পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু আসে।

৪৯. যাতে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) মৃত ভূ-খণ্ডকে জীবিত করতে পারি এবং আমাদের সৃষ্টির মধ্যে বহু জীব-জন্তু ও মানুষকে তা পান করাতে পারি।

৫০. আর নিশ্চয় আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা (পানি) তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।[১] কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অবিশ্বাসই প্রকাশ করে।

১. আর নিশ্চয় আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী পানি তাদের মধ্যে বণ্টিত হয় ... ...।

৫১. আর আমরা ইচ্ছা করলে প্রতিটি (ছোটো) জনপদে একজন করে সতর্ককারী (নবী) প্রেরণ করতে পারতাম।

৫২. সুতরাং তুমি কাফিরদের অনুসরণ করো না এবং এর (কুরআনের) মাধ্যমে তাদের জন্য প্রবল চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাও।

১. সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং কুরআনের যৌক্তিক, বিজ্ঞানসম্মত ও কল্যাণকর তথ্যের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রবল চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাও।

৫৩. তিনিই (পাশাপাশি মিলিত) দুই সাগরকে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, বিস্বাদ। আর উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায় এবং একটি বাধা যা অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

৫৪. আর তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। আর তোমার রব সর্বশক্তিমান।

৫৫. আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর দাসত্ব করে১ যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। আর কাফিররাতো তার রবের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৫৬. আর (হে মুহাম্মদ) আমরা তোমাকে কেবল সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

৫৭. বলো, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না, শুধু (চাই) যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।

৫৮. আর তুমি নির্ভর করো তাঁর ওপর যিনি চিরঞ্জীব ও অমর এবং তাঁর প্রশংসাসহ তাসবীহ করো। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত।

৫৯. যিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (তিনিই) রহমান তাঁর সম্বন্ধে যে অধিক অবগত তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

৬০. আর যখন তাদের বলা হয়, সিজদাবনত হও রহমান-এর প্রতি, তারা

বলে– রহমান আবার কে? তুমি আমাদেরকে সেজদা করতে বললেই কি আমরা সিজদা করবো? আর এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

রুকু : ৬

৬১. বরকতময় তিনি, যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্রপুঞ্জ এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ।

৬২. আর তিনিই রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন সে ব্যক্তির জন্য যে শিক্ষা নিতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়।[১]

১. যে এ থেকে বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা নিতে চায় অথবা এর বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে কৃতজ্ঞ হতে চায়।

৬৩. আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন জাহিলরা[১] কথা বলতে থাকে তখন তারা সালাম বলে (বিদায় নেয়)।

১. জীবন পরিচালনায় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়া সম্প্রদায়/ব্যক্তি।

৬৪. আর তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে।

৬৫. আর তারা বলে– হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূরে রাখুন। নিশ্চয় এর শাস্তি সর্বনাশা।

৬৬. নিশ্চয় তা বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান হিসেবে খুবই নিকৃষ্ট।

৬৭. আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে।

৬৮. আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না (শিরক করে না), আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে।

৬৯. কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে।[১]

১. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে কি?’ (গবেষণা

সিরিজ-২০) নামক বইটি।

৭০. তবে যারা তাওবা করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৭১. আর যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকাজ করে সে নিশ্চয় আল্লাহর দিকে অনুতপ্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসে।

৭২. আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। আর যখন অনর্থক কার্যকলাপের পাশ দিয়ে গমন করে তখন নিজ সম্মান বাঁচিয়ে পাশ কেটে চলে যায়।

৭৩. আর যখন তাদেরকে তাদের রবের আয়াত[১] স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখন তার প্রতি কখনো বধির এবং অন্ধের মতো আচরণ করে না[২]।

১. রবের প্রেরিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয় সম্বলিত আয়াত।

২. না শোনা এবং না দেখা লোকের মতো আচরণ করে না।

৭৪. আর যারা প্রার্থনা করে– হে আমাদের রব! আমাদেরকে এমন জুড়ি ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়াবে এবং আমাদেরকে আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিদের আদর্শ বানিয়ে দিন।

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদের আদর্শ বানিয়ে দিন।

৭৫. এরা হলো তারা যাদের প্রতিদান দেওয়া হবে (জান্নাতের) কক্ষ, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল এবং সেখানে তাদের অভিবাদন ও সালাম জানানো হবে।

৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। বিশ্রামস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতই না উৎকৃষ্ট!

৭৭. বলো– আমার রবের কিছুই আসে যায় না যদি তোমরা তাঁকে না ডাকো। অতঃপর তোমরা অস্বীকার করেছো ফলে অচিরেই নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

সুরা : ২৬

আশ শু'আরা

কবিগণ, মাক্কী, আয়াত : ২২৭, রুকু : ১১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. ত্ব-সীন-মীম।
২. এগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত কিতাবের আয়াত[১]।
১. ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়।
৩. হয়তো তুমি নিজেকে মনঃকষ্টে ধ্বংস করে ফেলবে এটি ভেবে যে, তারা মু'মিন হচ্ছে না।
৪. আমরা ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে তাদের কাছে একটি নিদর্শন/মু'যিজা প্রেরণ করতে পারতাম, ফলে তার প্রতি তাদের ঘাড় নত হয়ে পড়তো।
৫. আর তাদের কাছে দয়াময়ের কাছ থেকে এমন কোনো নতুন যিক্‌র[১] আসেনি যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।
১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের কিতাব।
৬. অতঃপর তারা (কথা ও কাজের মাধ্যমে সে কিতাবের বক্তব্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তার (প্রকৃত) সংবাদ তাদের কাছে শীঘ্রই এসে পড়বে।
৭. তারা কি পৃথিবীর দিকে লক্ষ করে না, আমরা তাতে সবধরনের উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ জোড়া জোড়া উৎপন্ন করেছি।
৮. নিশ্চয় এতে (উদ্ভিদে) অবশ্যই আছে বহু আয়াত কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়[১]।
১. নিশ্চয় উদ্ভিদে আছে বহু আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঐ সকল শিক্ষার ভিত্তিতে কুরআন আল্লাহর গ্রন্থ হওয়ার প্রমাণ পাওয়ার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না।
৯. আর নিশ্চয় তোমার রব মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

রুকু : ২

১০. আর যখন তোমার রব মুসাকে ডেকে বলেছিলেন, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কাছে যাও।
১১. ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে। তারা কি আল্লাহ সচেতন হবে না[১]?
১. তারা কি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের জন্মগতভাবে

পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে জীবন পরিচালনাকারী হবে না?

১২. সে বলেছিল– হে আমার রব! আমি আশঙ্কা করি যে তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

১৩. আর আমার সদর[১] সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আমার জিহ্বা সাবলীল নয়। সুতরাং হারূনের প্রতিও (ওহীসহ জিবরাঈলকে) প্রেরণ করুন।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭**

১৪. আর আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অভিযোগও আছে, তাই আমি আশঙ্কা করি তারা আমাকে হত্যা করবে।

১৫. আল্লাহ বললেন– না; কখনই নয়। অতএব তোমরা উভয়ে আমাদের আয়াতসহ[১] যাও, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে থাকবো শ্রবণকারী হিসেবে[২]।

১. আমাদের প্রেরিত কিতাব ও মু'যিজাসহ যাও।

২. সবকিছুর শ্রবণ ও রেকর্ড সংরক্ষণকারী হিসেবে।

১৬. অতএব তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও এবং বলো– নিশ্চয় আমরা জগতসমূহের রবের রসুল।

১৭. (আর বলো) যে, আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠাও।

১৮. (ফিরাউন) বললো, আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মাঝে লালন-পালন করিনি? আর তুমি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মাঝে কাটিয়েছো।

১৯. আর তুমি তোমার যে কাজ করার তা করেছো[১]; আর তুমি তো অকৃতজ্ঞ।

১. আমাদের একটি লোককে হত্যা করেছো।

২০. মুসা বললো– আমি তা (মানুষ হত্যা) করেছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম পথহারা।

২১. এরপর আমি তোমাদের ভয়ে ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম, অতঃপর আমার রব আমাকে হিকমাহ[১] দান করেছেন এবং আমাকে রসুলগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১. **হিকমাহর (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) সংজ্ঞা :** আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

২২. আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছো তা এই

যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছো।
২৩. ফিরাউন বললো– জগৎসমূহের রব আবার কে?
২৪. সে (মুসা) বললো– যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।
২৫. সে (ফিরাউন) তার চারপাশের লোকদের বললো– (মুসা যা বলেছে) তোমরা কি শুনছো না?
২৬. সে (মুসা) বললো– তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপূরুষদেরও রব।
২৭. সে (ফিরাউন) বললো– নিশ্চয় তোমাদের রসুল (মুসা) যাকে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে (সে) একজন পাগল।
২৮. সে (মুসা) বললো– তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও উভয়ের মধ্যে যা আছে তার সবকিছুর রব। যদি তোমরা আকল ব্যবহার করতে[১]।
১. যদি তোমরা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ বিবেকের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের অগণিত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ দিক পর্যালোচনা করতে, তবে এটি সহজে বুঝতে পারতে।
২৯. সে (ফিরাউন) বললো– তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করবো।
৩০. সে (মুসা) বললো– আমি যদি তোমার কাছে কোনো স্পষ্ট কিছু (দলিল-প্রমাণ) আনি তবুও?
৩১. সে (ফিরাউন) বললো, তবে তা উপস্থিত করো; যদি তুমি সত্যবাদী হও।
৩২. অতঃপর সে (মুসা) তার লাঠি নিক্ষেপ করলো; তৎক্ষণাৎ তা এক দৃশ্যমান অজগরে পরিণত হলো।
৩৩. আবার সে (বগল হতে) হাত বের করলো আর তৎক্ষনাৎ তা দর্শকদের কাছে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো।

রুকু : ৩

৩৪. (এসব নির্দশন দেখে) সে (ফিরাউন) তার চারপাশে থাকা পারিষদবর্গকে বললো– এতো এক সুদক্ষ জাদুকর।
৩৫. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তার জাদুর মাধ্যমে বহিষ্কার করতে চায়। এখন তোমরা কী করতে বলো?
৩৬. তারা বললো– তাকে ও তার ভাইকে অপেক্ষায় রাখুন এবং নগরে নগরে (জাদুকর) সংগ্রাহকদের পাঠান।
৩৭. তারা আপনার কাছে সকল দক্ষ জাদুকরকে নিয়ে আসবে।

৩৮. অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদের একত্র করা হলো।
৩৯. আর লোকদের বলা হলো, তোমরা সমবেত হচ্ছো কি?
৪০. যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি যখন তারা বিজয়ী হয়।
৪১. অতঃপর জাদুকরগণ এসে ফিরাউনকে বললো– আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে কি আমাদের জন্য নিশ্চয় কোনো পুরস্কার থাকবে?
৪২. সে (ফিরাউন) বললো– হ্যাঁ, এবং তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের মধ্যে শামিল হবে।
৪৩. সে (মুসা) তাদেরকে বললো– তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ করো।
৪৪. অতঃপর তারা তাদের দড়ি ও লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং তারা বললো– ফিরাউনের মর্যাদার শপথ! নিশ্চয় আমরাই বিজয়ী হবো।
৪৫. অতঃপর মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো, তৎক্ষণাৎ তা তাদের কৃত্রিম সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলতে লাগলো।
৪৬. তখন জাদুকররা সিজদাবনত হলো।
৪৭. তারা (জাদুকররা) বললো, আমরা ঈমান আনলাম জগৎসমূহের রবের প্রতি।
৪৮. (যিনি) মুসা ও হারুনের রব।
৪৯. সে (ফিরাউন) বললো– আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস করলে? অবশ্যই সে তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। নিশ্চয় শীঘ্রই তোমরা এর (পরিণাম) জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবো এবং অবশ্যই তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করবো।
৫০. তারা বললো– কোনো ক্ষতি নেই। নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো।
৫১. নিশ্চয় আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, কারণ আমরা (মৃত্যুর) আগে ঈমান এনেছি।

রুকু : ৪

৫২. আর আমরা মুসার প্রতি ওহী করলাম যে– আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বের হও, নিশ্চয় তোমাদের পিছন দিক থেকে ধাওয়া করা হবে।
৫৩. অতঃপর ফিরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠালো।
৫৪. (এই বলে যে) নিশ্চয় এরা ক্ষুদ্র একটি দল।
৫৫. আর নিশ্চয় তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে।

৫৬. আর নিশ্চয় আমরা এক সতর্ক দল।
৫৭. অতঃপর আমরা ফিরাউন গোষ্ঠীকে তাদের উদ্যানরাজি ও ঝরনাসমূহ থেকে বহিষ্কৃত করলাম।
৫৮. আর (বঞ্চিত করলাম) ধন-ভান্ডার ও সুরম্য প্রাসাদসমূহ থেকে।
৫৯. এরূপই ঘটেছিল। আর বনী ইসরাঈলকে এ সবকিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম।
৬০. অতঃপর তারা সূর্যোদয়কালে তাদের অনুসরণ করলো।
৬১. এরপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখলো তখন মুসার সঙ্গীরা বললো, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।
৬২. সে (মুসা) বললো– কখনই না। নিশ্চয় আমার সাথে আছেন আমার রব, শীঘ্রই তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন।
৬৩. অতঃপর মুসার প্রতি ওহী করলাম, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো। ফলে তা (সমুদ্র) বিভক্ত হলো এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মতো হয়ে গেল।
৬৪. আর আমরা সেখানে নিকটবর্তী করলাম অন্যদেরকে। (পিছনে থাকা দলটিকে)
৬৫. আর আমরা উদ্ধার করলাম মুসা ও তার সাথে যারা ছিল সবাইকে।
৬৬. তারপর (পানিতে) নিমজ্জিত করলাম অন্যদেরকে (ফেরাউনসহ তার বাহিনীকে)।
৬৭. নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই বহু আল্লাহ প্রেরিত নিদর্শন (বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা) রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না।[১]
১. কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঐ সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর একত্ববাদ (তৌহিদ) এবং আল্লাহর কিতাবের সঠিকত্বের প্রমাণ পাওয়ার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না।
৬৮. আর নিশ্চয় তোমার রব পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

রুকু : ৫

৬৯. আর তুমি তাদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা করো।
৭০. সে (ইবরাহীম) যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কীসের দাসত্ব করো?[১]
১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
৭১. তারা বললো, আমরা মূর্তির দাসত্ব করি এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠার সাথে (উপাসনায়) লেগে থাকি।

৭২. সে (ইবরাহীম) বললো, তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে?
৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?
৭৪. তারা বললো, (না) তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এরূপ করতে দেখেছি।
৭৫. সে (ইবরাহীম) বললো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, তোমরা কীসের পূজা করছো?
৭৬. তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা?
৭৭. নিশ্চয় তারা সবাই আমার শত্রু, জগৎসমূহের রব ছাড়া।
৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথপ্রদর্শন করেন।[১]
১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা করার ফলে আমি সঠিক পথ পাই।
৭৯. আর তিনিই আমাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) খাদ্য ও পানীয় দান করেন[১]।
১. আর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে আমি খাদ্য ও পানীয় পাই।
৮০. আবার আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে রোগমুক্ত করেন।
১. আবার আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তখন তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে আমি রোগমুক্ত হই।
৮১. আর তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন[১]।
১. আর তাঁর তৈরি মৃত্যু ঘটার প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমার মৃত্যু ঘটবে অতঃপর আমি পুনর্জীবিত হবো।
৮২. আর আশা করা যায় বিচার দিনে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।
৮৩. হে আমার রব! আমাকে হিকমাহ[১] দান করুন এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
১. হিকমাহ(প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) : আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।
৮৪. আর আমাকে পরবর্তীদের জন্য সত্যভাষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন।

৮৫. আর আমাকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
৮৬. আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই তিনি পথভ্রষ্ট ছিলেন।
৮৭. আর আমাকে পুনরুত্থান দিবসে লাঞ্ছিত করবেন না।
৮৮. যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না।
৮৯. (সেদিন লাঞ্ছিত হবে না কেবল সে) যে আল্লাহর কাছে আসবে প্রশান্ত মন নিয়ে[১]।
১. জ্ঞান, ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে প্রশান্ত থাকা মন।
৯০. আর আল্লাহ-সচেতন হওয়া ব্যক্তিদের[১] নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।
১. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তি।
৯১. আর পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।
৯২. আর তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায় তোমরা যাদের দাসত্ব করতে[১],
১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
৯৩. আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?
৯৪. অতঃপর তাদের (উপাস্যদের) এবং পথভ্রষ্টদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে।
৯৫. আর ইবলিসের বাহিনীর সবাইকেও।
৯৬. আর তারা (বিপথগামীরা) সেখানে (জাহান্নামে) বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে,
৯৭. আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট গোমরাহীতেই ছিলাম।
৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে জগৎসমূহের রবের সমকক্ষ গণ্য করতাম।
৯৯. আর অপরাধীরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।
১০০. পরিণামে আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই।
১০১. আবার কোনো সুহৃদয় বন্ধুও নেই।
১০২. সুতরাং যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটতো তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।
১০৩. নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না।[১]
১. কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঐ সকল শিক্ষার ভিত্তিতে প্রমাণ পাওয়ার পরও ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

১০৪. আর তোমার রব নিশ্চয় মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

রুকু : ৬

১০৫. নূহের সম্প্রদায় রসুলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।
১০৬. যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বললো তোমরা কি (জীবন সম্পর্কে) সচেতন হবে না?
১০৭. (নূহ বললো) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসুল।
১০৮. অতএব তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং আমার আনুগত্য করো।
১. তোমরা আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।
১০৯. আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার কেবল জগৎসমূহের রবের ওপর।
১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।
১১১. তারা (নূহকে) বললো, আমরা কি তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবো অথচ তোমার অনুসরণ করছে তো নিম্নশ্রেণির লোকেরা?
১১২. সে (নূহ) বললো, তারা কী করছে তা আমার জানা নেই।
১১৩. তাদের হিসাব কেবল আমার রবেরই দায়িত্বে। যদি তোমরা অনুধাবন করতে!
১১৪. (নূহ বললো) মু’মিনদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়।
১১৫. আমি কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।
১১৬. তারা বললো, হে নূহ! যদি তুমি এ কাজ বন্ধ না করো তবে তোমাকে অবশ্যই পাথরের আঘাতে হত্যা করা হবে।
১১৭. সে (নূহ) বললো, হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।
১১৮. সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মু’মিন আছে তাদের রক্ষা করুন।
১১৯. অতঃপর আমরা তাকে ও তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে ভরা নৌযানে উঠিয়ে রক্ষা করলাম।
১২০. তারপর অবশিষ্ট সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।
১২১. নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে। কিন্তুতাদের অধিকাংশই মু’মিন ছিল না।[১]

১. কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঐ সকল জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণ পাওয়ার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না।

১২২. আর তোমার রব নিশ্চয়ই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

রুকু : ৭

১২৩. আদ সম্প্রদায় রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।

১২৪. যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললো, তোমরা কি (জীবন সম্পর্কে) সচেতন হবে না?

১২৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসুল।

১২৬. অতএব, আল্লাহ সচেতন হও[১] এবং আমার আনুগত্য করো।

১. আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১২৭. আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার কেবল জগৎসমূহের রবের ওপর।

১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছো নিরর্থকভাবে?

১২৯. আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছো এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে।

১৩০. আর যখন তোমরা (কারো ওপর) আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাকো নিষ্ঠুরভাবে।

১৩১. অতএব তোমরা আল্লাহ সচেতন হও এবং আমার আনুগত্য করো।

১৩২. আর সচেতন হও তাঁর সম্পর্কে যিনি তোমাদের এমন কিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমাদের জানা আছে।

১৩৩. তিনি তোমাদের দান করেছেন পশু-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি।

১৩৪. আর বাগান ও ঝরনাসমূহ।

১৩৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

১৩৬. তারা বললো, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশদাতাদের অন্তর্ভুক্ত না হও উভয়ই আমাদের জন্য সমান।

১৩৭. এটা (ওয়াজ করা) পূর্ববর্তীদের চরিত্র ছাড়া আর কিছু না।

১৩৮. আর আমরা শাস্তি পাবার লোকও নই।

১৩৯. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো সুতরাং আমরা তাদের ধ্বংস করলাম। নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই বহু আয়াত[১] রয়েছে। কিন্তু

তাদের অধিকাংশই মু’মিন ছিল না।[২]

১. আল্লাহ প্রেরিত শিক্ষণীয় বিষয়।

২. কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঐ সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণ পাওয়ার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না।

১৪০. আর তোমার রব অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

রুকু : ৮

১৪১. ছামূদ সম্প্রদায় রসুলগণকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।

১৪২. যখন তাদের ভাই সালিহ তাদের বললো, তোমরা কি (জীবন সম্পর্কে) সচেতন হবে না?

১৪৩. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসুল।

১৪৪. অতএব, তোমরা আল্লাহ সচেতন হও[১] এবং আমার আনুগত্য করো।

১. তোমরা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে জীবন পরিচালনাকারী হও।

১৪৫. আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার (দেওয়ার দায়িত্ব) কেবল জগৎসমূহের রবের ওপর।

১৪৬. তোমাদের কি নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে, যা এখানে (পৃথিবীতে) আছে তার মধ্যে?

১৪৭. বাগান ও ঝরনাসমূহের মধ্যে?

১৪৮. আর শস্যক্ষেত এবং কোমল গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানে?

১৪৯. আর তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছো।

১৫০. অতএব, তোমরা আল্লাহ সচেতন হও[১] এবং আমার আনুগত্য করো।

১. আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১৫১. আর তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের আনুগত্য করো না।

১৫২. যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে ও সংশোধন করে না।

১৫৩. তারা বললো, তুমি নিশ্চয় জাদুগ্রস্তদের অন্যতম।

১৫৪. তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নও। তাই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন/মু’যিজা উপস্থিত করো।

১৫৫. সে (সালিহ) বললো– এটি একটি উটনী, এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত দিনে।
১৫৬. আর এর কোনো ক্ষতিসাধন করো না, (যদি করো) তবে তোমাদেরকে এক ভয়াবহ দিনের শাস্তি পাকড়াও করবে।
১৫৭. কিন্তু তারা তাকে (উটনীকে) হত্যা করলো, অতঃপর (পরিণাম স্বচক্ষে দেখে) তারা অনুতপ্ত হলো।
১৫৮. সুতরাং শাস্তি তাদের আক্রান্ত করলো। নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই বহু আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না।[১]
১. কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঐ সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর একত্ববাদ (তৌহিদ) এবং আল্লাহর গ্রন্থের সঠিকত্বের প্রমাণ পাওয়ার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না।
১৫৯. আর তোমার রব অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

রুকু : ৯

১৬০. লূতের সম্প্রদায় রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বললো।
১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদের বললো, তোমরা কি (জীবন সম্পর্কে) সচেতন হবে না?
১৬২. আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসুল।
১৬৩. সুতরাং তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও এবং আমার আনুগত্য করো।
১৬৪. আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার কেবল জগৎসমূহের রবের কাছে।
১৬৫. জগতের মধ্যে তোমরাই কি (যৌন চাহিদা পূরণের জন্য) পুরুষের কাছে গমন করে থাকো?
১৬৬. আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন তাদের তোমরা বর্জন করে থাকো। বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।
১৬৭. তারা বললো– হে লূত! তুমি যদি এ কাজ হতে বিরত না হও, তবে অবশ্যই তুমি বহিষ্কৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
১৬৮. সে (লূত) বললো, নিশ্চয় আমি তোমাদের এই অপকর্মকে ঘৃণা করি।
১৬৯. হে আমাদের রব! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে তাদের (অপ)কর্ম থেকে রক্ষা করুন।
১৭০. অতঃপর আমরা তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সবাইকে রক্ষা করলাম।
১৭১. এক বৃদ্ধা (লূত আ.-এর একজন স্ত্রী) ছাড়া যে ছিল পিছনে

অবস্থানকারীদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত।
১৭২. অতঃপর অন্য সবাইকে সমূলে ধ্বংস করলাম।
১৭৩. আর তাদের ওপর আমরা বর্ষণ করেছিলাম এক বিশেষ (পাথর) বৃষ্টি। অতঃপর যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের (জন্য) এ বৃষ্টি ছিল কতই না নিকৃষ্ট!
১৭৪. নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই বহু আয়াত[১] রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না।[২]
১. আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা। ২. কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঐ সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর একত্ববাদ (তৌহিদ) এবং আল্লাহর কিতাবের সঠিকত্বের প্রমাণ পাওয়ার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না।
১৭৫. আর তোমার রব অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

রুকু : ১০

১৭৬. আইকাবাসীরা রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।
১৭৭. যখন শুআইব তাদের বলেছিল– তোমরা কি (আল্লাহ) সচেতন হবে না[১]?
১. তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে জীবন পরিচালনাকারী হবে না?
১৭৮. আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসুল।
১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহ-সচেতন[১] হও এবং আমার আনুগত্য করো।
১. আল্লাহর কিতাব, কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বোধশক্তি/আকলকে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী।
১৮০. আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার কেবল জগৎসমূহের রবের কাছে।
১৮১. তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় (কমও নয়, বেশিও নয়) দেবে এবং মাপে ক্ষতিগ্রস্তকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।
১৮২. আর ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।
১৮৩. লোকদের তাদের (প্রাপ্য) বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে অপরাধ করো না।
১৮৪. আর ভয় করো তাকে যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী

প্রজন্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।
১৮৫. তারা বললো, নিশ্চয় তুমি জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।
১৮৬. আর তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ, আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।
১৮৭. সুতরাং আকাশের এক টুকরো আমাদের ওপর ফেলে দাও যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।
১৮৮. সে (শুয়াইব) বললো, আমার রব তোমাদের কাজ সম্পর্কে ভালো জানেন।
১৮৯. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করলো। নিশ্চয় এটা ছিল ভয়াবহ দিনের শাস্তি।
১৯০. নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই বহু আয়াত[১] রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না।[২]
১. আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা। **২.** কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঐ সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর একত্ববাদ (তৌহিদ) এবং আল্লাহর কিতাবের সঠিকত্বের প্রমাণ পাওয়ার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না।
১৯১. আর তোমার রব অবশ্যই মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।

রুকু : ১১

১৯২. আর নিশ্চয় তা (আল কুরআন) জগৎসমূহের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।
১৯৩. বিশ্বস্ত রূহ (জিবরাঈল) এটি নিয়ে অবতরণ করেছে।
১৯৪. তোমার মনে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো।
১৯৫. (এই কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।
১৯৬. আর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই (এই কিতাব) এর উল্লেখ আছে।
১৯৭. এটা কি তাদের জন্য আয়াত (আল্লাহ প্রেরিত নিদর্শন) হয়নি যে, বনী ইসরাঈলের আলিমরা (পণ্ডিতরা) তা জানে?
১৯৮. আর আমি যদি তা কোনো অনারবের ওপর অবতীর্ণ করতাম।
১৯৯. অতঃপর তা সে তাদের কাছে পাঠ করতো তবুও তারা এতে ঈমান আনতো না।
২০০. এভাবেই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা অপরাধীদের মনে তা (অবিশ্বাস) সঞ্চার করি[১]।
১. এভাবেই সত্য উদাহরণকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে অপরাধীদের মনে অবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়।

২০১. তারা এতে (কুরআনে) ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।
২০২. ফলে তা তাদের কাছে আকস্মিকভাবে এসে পড়বে এবং তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।
২০৩. তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি অবকাশ দেওয়া হবে?
২০৪. তবে কি তারা আমার শাস্তি তাড়াতাড়ি পেতে চায়?
২০৫. তুমি কি ভেবে দেখছো যদি আমরা তাদের বহু বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই,
২০৬. আর পরে তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা তাদের কাছে এসে পড়ে,
২০৭. (তখন) তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোনো কাজে আসবে না।
২০৮. আর আমরা এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না।
২০৯. এটা (কুরআন) যিক্‌র[১]। আর আমরা জালিম নই।
১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ।
২১০. এটি নিয়ে শয়তানরা নাযিল হয়নি।
২১১. তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা সামর্থ্যও রাখে না।
২১২. নিশ্চয় (নাযিলকালে) তাদের তা (কুরআন) শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।
২১৩. অতএব তুমি অন্য কোনো ইলাহকে আল্লাহর সাথে ডেকো না, তাহলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
২১৪. আর তুমি সতর্ক করো তোমার নিকটতম আত্মীয়দের।
২১৫. আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেসব মু'মিনদের প্রতি তোমার বাহুকে নিচু করো (দয়ার্দ হও)।
২১৬. অতঃপর তারা যদি তোমার অবাধ্য হয় তাহলে তুমি বলে দাও, তোমরা যা করো তা থেকে আমি দায়মুক্ত।
২১৭. আর তুমি নির্ভর করো মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু আল্লাহর ওপর।
২১৮. যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (সালাতে) দাঁড়াও।
২১৯. আর (দেখেন) সিজদাকারীদের সাথে তোমার ওঠা-বসা।
২২০. নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু অবগত।
২২১. আমি কি তোমাদের জানাবো– কার ওপর শয়তানরা অবতীর্ণ হয়?
২২২. তারা (শয়তানরা) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদীর ওপর।

২২৩. তারা শোনা কথা প্রচার করে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।
২২৪. আর (কাফির) কবিদেরকে অনুসরণ করে পথভ্রষ্টরাই।
২২৫. তুমি কি দেখোনি, তারা দিশেহারা হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?
২২৬. আর তারা এমন কিছু বলে যা তারা করে না।
২২৭. তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌র করে[১] ও কেবল অত্যাচারিত হবার পরই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে কোন প্রত্যাবর্তনস্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করছে।
১. বেশি বেশি কুরআন অধ্যয়ন করে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্যস্মরণ রাখে ও অনুসরণ করে।

সুরা : ২৭

আন নামল

পিঁপড়া, মাক্কী, আয়াত : ৯৩, রুকু : ৭

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. ত্ব-সীন। এগুলো কুরআন ও স্পষ্ট প্রমাণিত কিতাবের আয়াত।
২. এটি মু'মিনদের জন্য একটি পথনির্দেশ (Manual)[১] ও সুসংবাদ।
১. এটি মু'মিনদের জন্য জীবনের সকল মৌলিক এবং একটি অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুত সালাত) ধারণকারী গ্রন্থ।
৩. যারা (মু'মিনগণ) সালাত কায়েম করে[১] ও যাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী।
১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে। সালাত কায়েম করা বিষয়টি আরও জানার জন্য দেখুন সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
৪. নিশ্চয় যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য তাদের কাজকে আমরা সুশোভিত করেছি, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।
৫. এদেরই জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
৬. আর নিশ্চয় তোমাকে মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানীর কাছ থেকে কুরআন দেওয়া হয়েছে।

৭. যখন মুসা তার পরিবারকে বলেছিল– আমি আগুন দেখেছি। শীঘ্রই আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনবো অথবা তোমাদের জন্য আনবো জ্বলন্ত অঙ্গার যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।
৮. অতঃপর সে যখন তার (আগুনের) কাছে এলো তখন ঘোষিত হলো– ধন্য যারা আছে এই আগুনের মধ্যে এবং যারা আছে এর চারপাশে। আর জগৎসমূহের রব পবিত্র (ত্রুটিমুক্ত)।
৯. হে মুসা! আমিই আল্লাহ; (আমি) মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।
১০. তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতঃপর যখন সে ওটাকে সাপের মতো ছুটোছুটি করতে দেখলো তখন সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলো এবং ফিরেও তাকালো না। (তাকে বলা হলো) হে মুসা! ভীত হয়ো না। নিশ্চয় আমার কাছে রসুলগণ ভয় পায় না।
১১. তবে যে জুলুম করেছে এরপর মন্দ কাজের পর ভালো কাজ প্রতিস্থাপন করেছে, সেক্ষেত্রে (তার প্রতি) নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
১২. আর তোমার হাত তোমার বগলে রেখো, তা কোনো ক্ষতি ছাড়াই বের হয়ে আসবে শুভ্র-উজ্জ্বল অবস্থায়। (এ দুটি) ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি নয়টি আয়াতের[১] অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় তারা গুনাহগার সম্প্রদায়।
১. নয়টি আল্লাহ প্রেরিত মু'যিজা/শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।
১৩. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমাদের উজ্জ্বল মু'যিজাসমূহ এলো তখন তারা বললো, এ সুস্পষ্ট জাদু।
১৪. আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করলো যদিও তাদের মন এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

রুকু : ২

১৫. আর আমরা অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। আর তারা উভয়ে বলেছিল– সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তার বহু মু'মিন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।
১৬. আর সুলাইমান উত্তরাধিকারী হয়েছিল দাউদের (নবুয়াতের ও খেলাফতের) এবং সে বলেছিল– হে মানুষ! আমাকে পাখিদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।
১৭. আর সুলাইমানের সামনে সমবেত করা হলো জ্বিন, মানুষ ও পাখির সমন্বয়ে (গঠিত) তার বাহিনীকে এবং তারা ছিল বিভিন্ন দলে বিভক্ত।

১৮. যখন তারা পিঁপড়া অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছালো তখন একটি রানি পিঁপড়া বললো– হে পিঁপড়ার দল! তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ করো যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজান্তে তোমাদের পিষে না ফেলে।

১৯. অতঃপর তার কথায় সে (সুলাইমান) মৃদু হাসলো এবং বললো, হে আমার রব! আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন সে জন্য আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি[১] এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

১. আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার দেওয়া অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।

২০. আর সে (সুলাইমান) পাখিদের খোঁজ নিলো অতঃপর বললো, কী ব্যাপার হুদহুদকে দেখতে পাচ্ছি না! নাকি সে অনুপস্থিত?

২১. আমি অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেবো তাকে অথবা আমি তাকে অবশ্যই জবাই করবো নতুবা অবশ্যই সে (অনুপস্থিত থাকার) সুস্পষ্ট কারণসহ আমার কাছে উপস্থিত হবে।

২২. অতঃপর সে (হুদহুদ) অনতিবিলম্বে এসে পড়লো এবং বললো, আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

২৩. নিশ্চয় (সেখানে) আমি (বিলকিস বিনতে শারাহিল নামের) এক নারীকে দেখলাম তাদের ওপর রাজত্ব করছে এবং তাকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।

২৪. আর আমি তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে, শয়তান তাদের কাজকর্মকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করেছে এবং তাদের (সঠিক) পথ থেকে বিরত রেখেছে, ফলে তারা সঠিক পথ পায় না।

২৫. (বিরত করেছে এই জন্য যে) তারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন করো ও যা তোমরা প্রকাশ করো।

২৬. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি মহান আরশের অধিপতি।

২৭. সে (সুলাইমান) বললো, আমি শীঘ্রই দেখবো তুমি কি সত্য বলেছো না তুমি মিথ্যাবাদী?

২৮. তুমি যাও আমার এ পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ করো, অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে থেকো এবং লক্ষ করো তারা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে?
২৯. সে নারী বললো– হে পারিষদবর্গ! নিশ্চয় আমাকে একটি সম্মানিত চিঠি দেওয়া হয়েছে।
৩০. নিশ্চয় এটি সুলাইমানের পক্ষ থেকে (এসেছে), আর নিশ্চয় তা (শুরু করা হয়েছে) অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
৩১. (এটিতে বলা হয়েছে) অহঙ্কারবশত আমাকে অমান্য করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।

রুকু : ৩

৩২. সে নারী বললো– হে পারিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমিতো তোমাদের সাথে পরামর্শ না করে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।
৩৩. তারা বললো, আমরা অতি শক্তিশালী জাতি এবং কঠোর যোদ্ধা। আর সিদ্ধান্তের বিষয়টি আপনার ওপর (অর্পিত হলো), সুতরাং ভেবে দেখুন আপনি কী নির্দেশ দেবেন?
৩৪. সে বললো, রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে তছনছ করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে। আর তারাও এরূপ করবে।
৩৫. আর আমি তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি দেখি দূতেরা কী নিয়ে ফিরে আসে।
৩৬. অতঃপর যখন (সম্রাজ্ঞীর) দূত সুলাইমানের কাছে এলো তখন সুলাইমান বললো, তোমরা কি ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট। বরং তোমরাই তোমাদের (পাওয়া) উপহার নিয়ে উৎফুল্ল বোধ করে থাকো।
৩৭. (হে দূত) তাদের কাছে ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই, আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে অপমানজনকভাবে বহিষ্কার করবো এবং তারা হবে অপদস্থ।
৩৮. সে (সুলাইমান) আরও বললো, হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে?

৩৯. জ্বিনের মধ্য থেকে একজন ধূর্ত (জ্বিন) বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার (দরবার ভেঙ্গে দেওয়ার) আগেই আমি এটি এনে দেবো। আর এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত।

৪০. (অপর এক ব্যক্তি) যার কাছে (আল্লাহর) কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বললো, আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা আপনাকে এনে দেবো। অতঃপর সে (সুলাইমান) যখন তা সামনে উপস্থিত দেখলো তখন বললো, এটা আমার রবের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ হই নাকি অকৃতজ্ঞ হই।[১] আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার নিজের কল্যাণের জন্য।[২] আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে জেনে রাখুক আমার রব অভাবমুক্ত ও মহানুভব।

১. আমি অনুগ্রহ পেয়ে, সে অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, কি করি না।

২. আর যে অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে তার নিজের কল্যাণের জন্য। কারণ, তার সাথে শয়তান সহজে প্রতারণা করতে পারে না।

৪১. সে (সুলাইমান) বললো, তোমরা তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও, দেখি সে সঠিক পথ পায়, না সে পথ হারাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪২. অতঃপর সে (রাণী) যখন আসলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এ রকম? সে বললো, এটাতো যেন সেটাই। আর আমাদের ইতিপূর্বেই (চিঠির মাধ্যমে) জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এবং আমরা বশ্যতাও স্বীকার করেছি।

৪৩. আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করতো সেটিই তাকে সত্য থেকে নিবৃত্ত করেছে। সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪৪. তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো। যখন সে তা দেখলো তখন সে তাকে এক গভীর জলাশয় মনে করলো এবং সে তার পায়ের নলা পর্যন্ত অনাবৃত করলো। (সুলাইমান) বললো, এটা স্বচ্ছ কাচ নির্মিত প্রাসাদ। সে (রাণী) বললো– হে আমার রব! নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি, আমি সুলাইমানের সাথে জগৎসমূহের রব আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করছি।

রুকু : ৪

৪৫. আর আমরা অবশ্যই ছামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালিহকে

পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল), তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো[১]। কিন্তু তারা সাথে সাথে বিবাদকারী দুটি দলে (মু'মিন পক্ষ ও কাফির) বিভক্ত হয়ে গেল।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্যদেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৪৬. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছো না, যাতে তোমরা অনুগ্রহ পেতে পার।

৪৭. তারা বললো, তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদের আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সে (সালিহ) বললো, তোমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল আল্লাহর কাছে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

৪৮. আর সে শহরে ছিল এমন নয় জন পরিবার প্রধান, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং সংশোধন করতো না।

৪৯. তারা বললো– তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে কসম করো যে, আমরা রাতে তাকে (সালিহ) ও তার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করবো। অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চয় বলবো, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা দেখিনি, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

৫০. তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল করলাম কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

৫১. অতএব দেখো তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হয়েছে। আমরা অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।

৫২. অতঃপর এই তো তাদের ঘরবাড়ি, সীমালঙ্ঘনের কারণে যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে অবশ্যই জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের জন্য বহু আয়াত রয়েছে।[১]

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত অনেক বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে জন্মগত পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য তাদের ঐ জ্ঞানকে উৎকর্ষিত করে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

৫৩. আর যারা ঈমান এনেছিল এবং আল্লাহ-সচেতন ছিল[১] তাদেরকে আমরা উদ্ধার করেছি।

১. আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ছিল।

৫৪. আর লূত, যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল– তোমরা দেখে-শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছো।

৫৫. তোমরা কি যৌন কাজের জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষের কাছে গমন করো? বরং তোমরা জাহিলি মতবাদের অনুসারী সম্প্রদায়[১]।

১. বরং তোমরা জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া সম্প্রদায়। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৫৬. কিন্তু উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললো, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করো। এরা এমন লোক যারা গুনাহমুক্ত/পবিত্র সাজতে চায়।

৫৭. অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করলাম তার স্ত্রীকে ছাড়া। তাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলাম[১]।

১. সে নিজ কর্মের কারণে আমার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

৫৮. আমরা তাদের ওপর বর্ষণ করেছিলাম এক (পাথর) বৃষ্টি। আর সতর্ককৃত ব্যক্তিদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত নিকৃষ্ট।

৫৯. বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি। আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ, নাকি তারা যাদেরকে শরীক করে তারা?

পারা-২০

রুকু : ৫

৬০. নাকি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) বর্ষণ করেন পানি[১]। আমরা তা দিয়ে (অতাৎক্ষণিকভাবে) মনোরম বাগান উৎপন্ন করি। এর (বাগানের) গাছপালা উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্যকোনো ইলাহ আছে কি? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা

(আল্লাহর) সমকক্ষ নির্ধারণ করে।

১. যার তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

৬১. (তোমাদের উপাস্যরা উত্তম) নাকি যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসযোগ্য এবং তার মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত এবং (পাশাপাশি প্রবাহিত) দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন সীমারেখা। আল্লাহর সাথে অন্যকোনো ইলাহ আছে কি? তবু তাদের অনেকেই জানে না।

৬২. (তোমাদের উপাস্যরা উত্তম) নাকি যিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং (অতাৎক্ষণিকভাবে) বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন[১] এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেছেন। আল্লাহর সাথে অন্যকোনো ইলাহ আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো।[২]

১. যার তৈরি বিপদ-আপদ দূরীভূত হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়।

২. তোমরা এ সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ দিক থেকে অতি সামান্যই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো তোমাদের ইলাহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য।

৬৩. (তোমাদের উপাস্যরা উত্তম) নাকি যিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদের পথপ্রদর্শন করেন এবং তাঁর অনুগ্রহের (বৃষ্টির) প্রাক্কালে (অতাৎক্ষণিকভাবে) সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহর সাথে অন্যকোনো ইলাহ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

৬৪. (তোমাদের উপাস্যরা উত্তম) নাকি যিনি সৃষ্টির শুরু করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি ঘটান এবং যিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনসামগ্রী দান করেন। আল্লাহর সাথে অন্যকোনো ইলাহ আছে কি? বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো।

৬৫. বলো, আল্লাহ ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। আর তারা ধারণা রাখে না কখন তাদের পুনরায় উঠানো হবে।

৬৬. বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে। অধিকন্তু তারা এ বিষয়ে সন্দিহান। বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।

রুকু : ৬

৬৭. আর কাফিররা বলে, আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে (মাটি থেকে) আবার বের করা হবে?

৬৮. অবশ্যই এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া (ভীতি প্রদর্শন করা) হয়েছিল। এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া কিছু নয়।

৬৯. বলো, পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

৭০. আর তাদের সম্পর্কে তুমি দুশ্চিন্তা করো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তাতে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

৭১. আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?

৭২. বলো, তোমরা যে বিষয়কে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবত তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।

৭৩. আর নিশ্চয় তোমার রব অবশ্যই মানুষের প্রতি নানাভাবে অনুগ্রহকারী কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[১] ১. কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে অনুগ্রহসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না বা অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি না করে/না জেনে, কথার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (শোকর আদায়) করে।

৭৪. আর নিশ্চয় তোমার রব অবশ্যই জানেন তাদের সদরে[১] যা তারা গোপন করে ও প্রকাশ করে।

১. সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮**

৭৫. আর আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফুজে থাকা উম্মুল কিতাবে) নেই।

৭৬. অবশ্যই বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতভেদ করে এই কুরআন তার অধিকাংশই তাদের কাছে বিবৃত করে।

৭৭. আর নিশ্চয় এটা মু'মিনদের জন্য একটি পথনির্দেশিকা[১] ও রহমত।

১. জীবনের সকল মৌলিক এবং একটি (তাহাজ্জুত সালাত) অমৌলিক বিষয় ধারণকারী গ্রন্থ।

৭৮. নিশ্চয় তোমার রব তাঁর বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানী।

৭৯. অতএব, আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। নিশ্চয় তুমি স্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৮০. নিশ্চয় তুমি মৃতকে কথা শুনাতে পারবে না এবং বধিরকেও আহবান শুনাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় (যদি তারা শুনতে

না চায়)।

৮১. আর তুমি (জ্ঞানের) অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথপ্রদর্শনকারীও নও।[১] যারা আমাদের (কুরআনের) আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি শোনাতে পারবে, অতঃপর তারাই হবে অনুগত।[২]

১. যারা জ্ঞানের অন্ধ তথা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কাজে লাগায় না তাদেরকে তুমি সঠিক পথে আনতে পারবে না।

২. যারা কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ তাদের Common sense বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের মাধ্যমে যাচাই করে, যৌক্তিক/সত্য বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকেই শুধু তুমি শোনাতে পারবে, অতঃপর তারাই হবে অনুগত।

৮২. আর যখন ঘোষিত কথাটি (কিয়ামত) তাদের কাছে আসবে তখন আমরা মাটির ভেতর থেকে বের করবো এক জীব যা তাদের সাথে কথা বলবে। কেননা মানুষ আমাদের আয়াতকে[১] দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো না।

১. আমাদের প্রেরিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে।

রুকু : ৭

৮৩. আর যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক-একটি দল সমবেত করবো যারা আমাদের আয়াতসমূহকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো, অতঃপর তাদেরকে (দল-উপদলে) বিভক্ত করা হবে।

৮৪. অবশেষে যখন তারা সমবেত হবে তখন (আল্লাহ) তাদের বলবেন– তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে অথচ তোমরা তার জ্ঞান আয়ত্তে আনার (যথাযথ) চেষ্টা করোনি[১], নতুবা তোমরা আর কী করছিলে?

১. তোমরা আমার প্রেরিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে আয়ত্তে আনার জন্য জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস ও সত্য উদাহরণকে ব্যবহার করোনি।

৮৫. আর জুলুমের কারণে তাদের ওপর ঘোষিত কথাটি (কিয়ামত) এসে পড়বে, ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।

৮৬. তারা কি অনুধাবন করে না যে, আমরা রাত সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয় এতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই আয়াত রয়েছে।[১]

১. নিশ্চয় এতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

৮৭. আর যেদিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে সেই দিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) চাইবেন তারা ছাড়া।[১] আর সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হবে বিনীত অবস্থায়।

১. ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যাদের সে রকম হবার নয় তারা ছাড়া।

৮৮. আর তুমি পর্বতমালা দেখছো আর মনে করছো তা অচল অথচ তারা হবে মেঘ-মালার মতো চলমান। এটা আল্লাহরই সৃষ্টি-নৈপুণ্য যিনি সব কিছুকে করেছেন সুষম (ভারসাম্যপূর্ণ)। নিশ্চয় তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ অবগত।

৮৯. যে সৎকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে সে তা থেকে উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাবে। আর সেদিন তারা শঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকবে।

৯০. আর যে অসৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে অধোমুখী করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (এবং তাদের বলা হবে) তোমরা যা করেছো তারই প্রতিফল তোমাদের দেওয়া হচ্ছে।

৯১. (হে নবী এদের বলো) নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রবের দাসত্ব করতে[১] যিনি একে সম্মানিত করেছেন এবং সবকিছু তাঁরই। এবং আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করতে। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলো দেখুন– সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৯২. আর (আমি আদিষ্ট হয়েছি) কুরআন আবৃত্তি (ভাবপ্রকাশ) করে পড়তে। অতঃপর যে (কুরআন থেকে) হিদায়াত গ্রহণ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করে। আর যে পথভ্রষ্ট হয় তুমি তাকে বলো, আমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

৯৩. আর বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর তিনি তোমাদের শীঘ্রই তাঁর নিদর্শন দেখাবেন তখন তোমরা তা জানতে পারবে। আর তোমরা যা করো সে সম্বন্ধেতোমার রব বে-খবর নন।

সুরা : ২৮

আল কসাস

কাহিনিসমূহ, মাক্কী, আয়াত : ৮৮, রুকু : ৯

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. ত্ব-সীন-মীম।
২. এগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত কিতাবের আয়াত।[১]
১. এগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্যধারণকারী কিতাব কুরআনের আয়াত।
৩. আমরা তোমার কাছে মুসা ও ফিরাউনের কিছু কাহিনি মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে সত্যসহ বর্ণনা করছি।
৪. অবশ্যই ফিরাউন পৃথিবীতে পরাক্রমশালী ছিল এবং তার (রাজ্যের) অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণিকে সে দুর্বল করেছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখতো। সে নিশ্চয় ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।
৫. আর আমরা ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে যাদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদেরকে নেতা বানাতে ও (ক্ষমতার) উত্তরাধিকারী করতে।
৬. আর তাদের পৃথিবীতে (ক্ষমতা ও সম্পদ দিয়ে) প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীসমূহকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের কাছ থেকে তারা আশঙ্কা করছিল।
৭. আর মুসার মায়ের প্রতি আমরা ওহী করলাম এই মর্মে যে, তুমি শিশুটিকে দুধ পান করাও। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে তখন তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো এবং ভয় করো না ও দুশ্চিন্তা করো না। আমরা অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে একজন রসুল বানাবো।
৮. অতঃপর ফিরাউনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিলো, পরিণামে সে তাদের শত্রু ও দুশ্চিন্তার কারণ হলো। নিশ্চয় ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।
৯. আর ফিরাউনের স্ত্রী বললো, (এই শিশু) আমার ও তোমার চক্ষুশীতলকারী। একে হত্যা করো না। আশা করা যায় সে আমাদের

উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি, অথচ তারা (এর পরিণাম) বুঝতে পারেনি।

১০. আর মুসার মায়ের মন শূন্য হয়ে পড়েছিল। সে অবশ্যই তার পরিচয় প্রকাশ করে দিতো যদি আমরা তার মনকে দৃঢ় করে না দিতাম, যাতে সে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১১. সে মুসার বোনকে বললো, এর পিছনে যাও। অতএব, সে দূর থেকে তাকে দেখছিল আর তারা তা বুঝতে পারেনি।

১২. আর পূর্ব থেকেই আমরা ধাত্রীদের দুধপান তার জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম, সে (মুসার বোন) বললো, তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দেবো যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং তারা এর কল্যাণকামী হবে?

১৩. অতঃপর আমরা তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু শীতল হয় ও সে দুঃশ্চিন্তা না করে এবং বুঝতে পারে যে নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

রুকু : ২

১৪. আর যখন মুসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো এবং ভারসাম্যপূর্ণ হলো তখন আমরা তাকে হিকমাহ[১] ও (ওহীর) জ্ঞান দান করলাম। এভাবে আমরা মুহসিনদের পুরস্কার প্রদান করে থাকি।

১. **হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) :** আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

১৫. আর সে একটি শহরে প্রবেশ করলো তার অধিবাসীদের পেলো উদাসীনতার মধ্যে[১]। সেখানে সে দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পেলো। একজন তার (নিজ) দলের এবং অপরজন তার শত্রু (দলের)। তাঁর (মুসার) দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর (মুসার) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। তখন মুসা তাকে ঘুষি মারলো, এভাবে সে (অনিচ্ছাকৃতভাবে) তাকে হত্যা করে বসলো। সে (মুসা) বললো, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী শত্রু।

১. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া মনোভাবের মধ্যে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য

দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
১৬. সে (মুসা) বললো, হে আমার রব! আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
১৭. সে আরও বললো, হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।
১৮. অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় শহরটিতে তার প্রভাত হলো, হঠাৎ (সে শুনতে পেলো) গত দিন যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল সে তাঁকে (সাহায্যের জন্য) চিৎকার করে ডাকছে। মুসা তাকে বললো, তুমি স্পষ্ট একজন বিপথগামী ব্যক্তি।
১৯. অতঃপর সে (মুসা) যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হলো তখন সে (ভয়ে) বলে উঠলো, হে মুসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছো? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছো এবং তুমি সংশোধনকারী হতে চাও না।
২০. আর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো (ও) বললো, হে মুসা! পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও, নিশ্চয় আমি তোমার কল্যাণকামী।
২১. সুতরাং ভীত সতর্ক অবস্থায় সে সেখান থেকে বের হয়ে পড়লো। (আর) বললো, হে আমার রব! তুমি জালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করো।

রুকু : ৩

২২. আর যখন মুসা মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলো তখন বললো, আশা করি আমার রব আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।
২৩. আর যখন সে মাদইয়ানের পানির (কূপের) কাছে পৌঁছালো তখন দেখলো একদল লোক (তাদের পশুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পিছনে দুইজন নারী (তাদের পশুদের) আগলে রাখছে। সে (মুসা) বললো, তোমাদের দুজনের কী অবস্থা? তারা বললো, আমরা (আমাদের পশুগুলোকে) পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ রাখালেরা (তাদের পশুগুলোকে) সামনে নিয়ে না যায়। আর আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ।
২৪. অতঃপর, সে (মুসা) দুজনের পক্ষে পশুগুলোকে পানি পান করালো তারপর সে ছায়ার নিচে গেল এবং বললো, হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন নিশ্চয় আমি তার ভিখারী।
২৫. এরপর সে দুজন নারীর একজন লাজুক পদক্ষেপে তার কাছে এলো (এবং) বললো, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন আমাদের পশুগুলোকে

পানি পান করাবার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। অতঃপর সে (মুসা) তার কাছে এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। সে বললো, ভয় করো না। তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছো।
২৬. তাদের একজন বললো, হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় যাকে আপনি মজুর হিসেবে নিয়োগ দেবেন তার মধ্যে উত্তম হলো সে, যে অধিক শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।
২৭. সে (মুসাকে) বললো, আমি তোমাকে আমার দুটি মেয়ের একজনের সাথে বিয়ে দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। যদি তুমি দশ (বছর) পূর্ণ করো সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাইলে শীঘ্রই তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।
২৮. সে (মুসা) বললো, আমার ও আপনার মাঝে এটাই চুক্তি থাকলো। এ দুটি মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো বাড়াবাড়ি করা যাবে না। আর আমরা যা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী।

রুকু : ৪

২৯. অতঃপর মুসা তার মেয়াদ পূর্ণ করার পর যখন সপরিবারে যাত্রা করলো তখন সে তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলো। সে তার পরিবারকে বললো, তোমরা অপেক্ষা করো আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারি অথবা (একখণ্ড) জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।
৩০. যখন মুসা ওটার (আগুনের) কাছে পৌঁছালো তখন উপত্যকার ডান পাশের পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত একটি গাছের দিক থেকে তাকে ডাক দিয়ে বলা হলো, হে মুসা! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, জগৎসমূহের রব।
৩১. আর (বলা হলো) যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতঃপর যখন সে এটাকে সাপের মতো ছুটোছুটি করতে দেখলো তখন পিছনের দিকে ছুটতে লাগলো এবং ফিরে তাকালো না। (তাকে বলা হলো) হে মুসা! সামনে এসো, ভয় করো না। নিশ্চয় তুমি নিরাপদ।
৩২. তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, তা কোনো প্রকার ক্ষতি ছাড়া শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হাত দুটো নিজের দিকে চেপে ধরো, অতঃপর এ দুটি হচ্ছে ফিরাউন ও তার পর্ষদের জন্য তোমার রবের পক্ষ থেকে দুটি প্রমাণ। নিশ্চয় তারা হলো ফাসিক সম্প্রদায়।
৩৩. সে (মুসা) বললো, হে আমার রব! আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছি, তাই আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে।

৩৪. আর আমার ভাই হারুন, সে আমার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধভাষী, অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। কারণ আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

৩৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন, শীঘ্রই আমরা তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহুকে শক্তিশালী করবো এবং আমরা তোমাদের ক্ষমতা দান করবো, ফলে তারা তোমাদের দুইজনের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। তোমরা উভয়ে এবং তোমাদের অনুসারীরা আমাদের আয়াত[১] দিয়ে বিজয়ী হবে।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

৩৬. অতঃপর মুসা যখন তাদের কাছে আমাদের (দেওয়া) সুস্পষ্ট মু'যিজা নিয়ে এলো তারা বললো, এটা উদ্ভাবিত জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, আমাদের বাপ-দাদাদের মধ্যে এমন কিছু শুনিনি।

৩৭. আর মুসা বললো, আমার রব সম্পূর্ণ অবগত কে তাঁর পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। নিশ্চয় অত্যাচারীরা কখনও সফল হবে না।

৩৮. আর ফিরাউন বললো, হে পর্ষদ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং হে হামান! তুমি আমার জন্য (ইট বানাতে) কাদামাটির ওপর আগুন জ্বালাও, অতঃপর একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি করো, যাতে আমি (এতে উঠে) মুসার ইলাহকে দেখতে পারি। আর আমি অবশ্যই তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

৩৯. আর সে (ফিরাউন) ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে তারা আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না।

৪০. অতএব, আমরা তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও এবং তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সুতরাং দেখো অত্যাচারীদের পরিণাম কী হয়ে থাকে।

৪১. আর আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) নেতা বানিয়েছিলাম[১], তারা লোকদের জাহান্নামের দিকে ডাকতো। কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোনো সাহায্য করা হবে না।

১. আর আমাদের তৈরি নেতা হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তারা নেতা হয়েছিল।

৪২. আর এ পৃথিবীতে আমরা তাদের পিছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে রেখেছি। আর কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত।

রুকু : ৫

৪৩. আর অবশ্যই আমরা পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পর

মুসাকে মানব জাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহস্বরূপ কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।
৪৪. আর যখন আমরা মুসাকে বিধান (ধারণকারী কিতাব) দিয়েছিলাম তখন (হে মুহাম্মাদ) তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না।
৪৫. বরং (মুসার পর) আমরা অনেক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের ওপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলে না যে তাদের কাছে আমাদের আয়াত (কিতাবের আয়াত) তিলাওয়াত করবে। বরং আমরাই হলাম (এ ওহী) প্রেরণকারী।
৪৬. আর (মুসাকে) যখন আমরা আহবান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না, বরং এটা (এ ওহী) তোমার রবের কাছ থেকে দয়াস্বরূপ; যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো তোমার পূর্বে যাদের কাছে (সরাসরি) কোনো সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
৪৭. আর এমন না হলে (রসুল না পাঠালে) যদি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোনো বিপদ আসতো তখন তারা বলতো– হে আমাদের রব! তুমি আমাদের কাছে কোনো রসুল প্রেরণ করলে না কেন? তাহলে আমরা তোমার আয়াতকে (কিতাবের আয়াত) মেনে চলতাম এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।
৪৮. অতঃপর যখন আমাদের কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য আগমন করলো তখন তারা বলতে লাগলো– মুসাকে যেরূপ দেওয়া হয়েছিল তাকে সেরূপ দেওয়া হলো না কেন? (তুমি তাদেরকে বলো) তাহলে কি পূর্বে মুসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তা তারা অস্বীকার করেনি? তারা বললো, (তাওরাত ও কুরআন) দুটিই জাদু একটি অপরটিকে সমর্থন করে। আর তারা বললো, নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকটিই অবিশ্বাস করি।
৪৯. বলো, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর কাছ থেকে একটি কিতাব নিয়ে এসো যা এ দুটির চেয়ে অধিক পথপ্রদর্শনকারী হবে, আমি সে কিতাব অনুসরণ করবো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
৫০. অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে তারা কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর কোনো পথনির্দেশনা ছাড়া যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।

রুকু : ৬

৫১. আর নিশ্চয় আমরা তাদের কাছে ক্রমে-ক্রমে বাণী (কুরআন) পৌঁছে দিয়েছি যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৫২. আমরা ইতিপূর্বে (কুরআনের পূর্বে) যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা (তাদের একদল) তাতে ঈমান আনে।

৫৩. আর যখন তাদের কাছে (তা) তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে– আমরা এতে ঈমান এনেছি, নিশ্চয় এটা আমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত সত্য, নিশ্চয় আমরা পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলাম।

৫৪. তাদেরকে দুবার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছে, আর তারা ভালো দিয়ে মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমরা তাদেরকে যে জীবনসামগ্রী দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

৫৫. আর তারা যখন অনর্থক কথা শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে– আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি 'সালাম'। আমরা জাহিলদের[১] (সঙ্গ) চাই না।১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া সম্প্রদায়/ব্যক্তি। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৫৬. নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো (ইচ্ছা করলেই) তাকে সঠিক পথে আনতে পারবে না তবে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা সঠিক পথপ্রদর্শন করেন[১]। আর তিনি সঠিক পথ অনুসারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।

১. যখন রসুলুল্লাহ (স.) তাঁর অতি প্রিয় চাচা আবু তালিবকে ঈমান গ্রহণ করানোর চেষ্টা করছিলেন তখন আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতটির ব্যাখ্যা হলো– রসুলুল্লাহ (স.) যাকে ভালোবাসেন চাইলেই তাকে সঠিক পথে আনতে পারবেন না। মানুষ সঠিক পথ পায় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী নিজ চেষ্টা-সাধনার ফলে।

৫৭. আর তারা বলে, আমরা যদি তোমার সাথে সঠিক পথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে। আমরা কি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে (এলাকায়) প্রতিষ্ঠিত করিনি যেখানে আমাদের পক্ষ থেকে জীবনসামগ্রীস্বরূপ সব ধরনের ফলমূল আসে? কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

৫৮. আর কত জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি যারা নিজেদের ভোগ-

সম্পদের দম্ভ করতো। অতঃপর এগুলোই তাদের ঘরবাড়ি, তাদের পর এগুলোতে লোকজন কমই বসবাস করেছে। আর আমিই চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী।

৫৯. আর তোমার রব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তার কেন্দ্রস্থলে রসুল প্রেরণ করেন যে তাদেরকে আমাদের আয়াত[১] তিলাওয়াত করে শুনায়। আর আমরা জনপদসমূহকে ধ্বংস করি না যতক্ষণ না এর বাসিন্দারা জুলুম করে।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাধারণকারী আয়াত।

৬০. আর তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাস ও সাজ-সজ্জা। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি আকলকে ব্যবহার করো না?[১]

১. তোমরা কি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেককে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করো না?

রুকু : ৭

৬১. যাকে আমরা উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমরা দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি অতঃপর তাকে কিয়ামতের দিন হাজির করা হবে?

৬২. আর সে দিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক ধারণা করতে তারা কোথায়?

৬৩. যাদের জন্য (শাস্তির) বাণী যৌক্তিক/অবধারিত হয়েছে[১] তারা বলবে– হে আমাদের রব! এদেরকে আমরা বিপথগামী করেছিলাম। এদের সেভাবে বিপথগামী করেছিলাম যেভাবে আমরা বিপথগামী হয়েছিলাম। আপনার কাছে আমরা (এদের বিষয়ে) দায়িত্বমুক্ত হলাম। এরা শুধু আমাদেরই দাসত্ব করতো না।

১. আমাদের প্রণয়ন করা ও জানিয়ে দেওয়া বিধান অনুযায়ী যাদের জন্য শাস্তির বাণী যৌক্তিক/অবধারিত হয়েছে।

৬৪. আর (তাদের) বলা হবে– তোমাদের দেবতাগুলোকে ডাকো, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং এরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! এরা যদি সঠিক পথ অবলম্বন করতো!

৬৫. আর সেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসুলদের কী জবাব দিয়েছিলে?

৬৬. কিন্তু সেদিন সকল সংবাদ তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না।

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬৮. আর তোমার রব যা ইচ্ছা ও পছন্দ করেন তাই সৃষ্টি করেন। (এতে) তাদের কোনো হাত নেই। আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে।

৬৯. আর তোমার রব জানেন তাদের সদরে[১] যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৬**

৭০. তিনিই আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। ইহকাল ও পরকালে সব প্রশংসা তাঁরই। আর বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৭১. বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি আল্লাহ যদি রাতকে তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, (তবে) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ আছে– যে তোমাদের আলো এনে দিতে পারে? তবু কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?

৭২. বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি আল্লাহ যদি দিনকে তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, (তবে) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ আছে– যে তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো? তবু কি তোমরা জ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করবে না?

৭৩. আর তাঁর করুণায় তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো, তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।[১]

১. যাতে তোমরা ঐ সকল অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর মন থেকে শোকর আদায় করতে পারো।

৭৪. আর সেদিন তিনি তাদের আহবান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক ধারণা করতে তারা কোথায়?

৭৫. আর প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমরা একজন করে সাক্ষী টেনে বের করবো এবং বলবো– তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো, তখন তারা জানতে পারবে যে, এটার (ইলাহ হবার) অধিকার আল্লাহরই এবং তারা যা উদ্ভাবন করতো তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

রুকু : ৮

৭৬. নিশ্চয় কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত, তবে সে তাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছিল। আমরা তাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দান করেছিলাম এমন অঢেল ধনভান্ডার[১], নিশ্চয় যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। (স্মরণ করো) যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল– দম্ভ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী পেয়েছিল এমন ধনভান্ডার ... ...।

৭৭. আর আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং পৃথিবীতে তোমার অংশ ভুলে যেও না, আর তুমি (মানুষের প্রতি) অনুগ্রহ (ইহসান) করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ (ইহসান) করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

৭৮. সে বললো, আমি তা (সম্পদ) আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানতো না আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং জনসংখ্যায় ছিল অধিক? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না।

৭৯. সুতরাং সে (কারুন) জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। যারা দুনিয়ার জীবন কামনা করতো তারা বললো, আহা কারুনকে যেমন দেওয়া হয়েছে আমাদেরও যদি তা দেওয়া হতো! নিশ্চয় সে মহাভাগ্যবান।

৮০. আর যাদের (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল[১] তারা বললো, ধিক তোমাদের! যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীলগণ ছাড়া এটা কেউ পায় না।

১. আর যারা আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী ও আমলকারী হয়েছিল তারা বললো ... ...।

৮১. অতঃপর আমরা (কারুনকে) তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। অতঃপর তার স্বপক্ষে এমন কোনো দল ছিল না, যে আল্লাহর শাস্তি থেকে তাকে সাহায্য করতে পারতো। আর সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

৮২. আর গতকাল যারা তার মতো হবার আকাঙ্ক্ষা করেছিল তারা বলতে লাগলো– দেখলে তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করেন জীবনসামগ্রী বৃদ্ধি করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত করে দেন[১]। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে অবশ্যই তিনি আমাদেরসহ (ভূমিকে) ধসিয়ে দিতেন। আর দেখলে তো কাফেররা সফল হয় না।

১. আল্লাহর প্রণীত প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলে কেউ জীবনসামগ্রী বেশি পায় এবং কেউ সীমিত পায়।

রুকু : ৯

৮৩. (পক্ষান্তরে) এটা আখিরাতের সে আবাস যা আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না[১]। আর শুভ পরিণাম আল্লাহ-সচেতন[২] ব্যক্তিদের জন্য।

১. আখিরাতের আবাস আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে নির্ধারিত হয় ... ...।

২. আর শুভ পরিণাম আল্লাহার কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদের জন্য।

৮৪. যে সৎকাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে সেটির চেয়ে উত্তম (প্রতিদান)। আর যে খারাপ কাজ নিয়ে আসবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে তাদের কাজের অনুপাতে।

৮৫. নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কুরআনকে ফরজ (অবশ্য পালনীয়) করেছেন[১] তিনি অবশ্যই তোমাকে প্রত্যাবর্তন স্থলে ফিরিয়ে আনবেন। বলো, আমার রব ভালো জানেন কে সঠিক পথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

১. তোমার জন্য কুরআন জানা, মানা ও দাওয়াত দেওয়াকে ফরজ করেছেন। অর্থাৎ কুরআন জানা, মানা ও প্রচার করা সকলের জন্য ফরজ।

৮৬. আর তুমি আশা করোনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে, (এটা) কেবল তোমার রবের অনুগ্রহ, সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদের সাহায্যকারী হয়ো না।

৮৭. আর তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত (কুরআনের আয়াত) অবতীর্ণ

হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে কিছুতেই তা থেকে বিরত রাখতে না পারে এবং তুমি তোমার রবের দিকে আহবান করো, আর কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৮৮. আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডেকো না। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ছাড়া প্রতিটি বস্তু ধ্বংসশীল। বিধান (হুকুম) তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

সুরা : ২৯

আল 'আনকাবুত

মাকড়সা, মাক্কী, আয়াত : ৬৯, রুকু : ৭

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

৩. অথচ আমরা তাদের পূর্ববর্তীদের (কর্মের মাধ্যমে) পরীক্ষা করেছিলাম, অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন (ঈমানের দাবীতে) কে সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নেবেন কে মিথ্যাবাদী।[১]

১. আয়াত নং ২ ও ৩-সহ আল কুরআনের অসংখ্য স্থানে ঈমান আনা এবং সৎকাজ কাজ করা তথা আমল করা বিষয় দুটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই, ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না। ঈমান হলো মনের বিশ্বাস। আর আমল হলো সে বিশ্বাসের প্রমাণ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ২৫, ১৮৩, ১৭৮; আলে ইমরান/৩ : ১০৩; আন'আম/৬ : ১৫৮; জুম'য়া/৬২ : ৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র (গবেষণা সিরিজ-১৪) নামের বইটি।

৪. তবে কি যারা মন্দ কাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমাদের আওতার বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

৫. যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে সে জেনে রাখুক আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

৬. আর যে জিহাদ[১] করে সে নিজের (কল্যাণের) জন্যই জিহাদ করে।

নিশ্চয় আল্লাহ জগৎসমূহের মুখাপেক্ষী নন।

১. আর যে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে।

৭. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে নিশ্চয় আমরা তাদের (ছোটো) গুনাহগুলো মিটিয়ে দেবো এবং তাদের কাজের উত্তম প্রতিদান দেবো।

৮. আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সৎব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি। তবে তারা যদি তোমাকে চাপ প্রয়োগ করে আমার সাথে শরীক করার জন্য যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না। আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো তোমরা কী করছিলে।

৯. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবো।

১০. আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে– আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তারা আল্লাহর পথে নিগৃহীত হয় তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর শাস্তির সমতুল্য গণ্য করে। আর তোমার রবের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য এলে তারা অবশ্যই বলবে আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর সদরে[১] যা আছে আল্লাহ কি সে সম্পর্কে অধিক অবগত নন?

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৬**

১১. আর আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জানেন যারা ঈমান এনেছে এবং নিশ্চয় তিনি মুনাফিকদেরকেও জানেন।

১২. আর যারা কাফির তারা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে– আমাদের পথ অনুসরণ করো তাহলে আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করবো কিন্তু তারা তাদের পাপের কিছুই বহন করবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১৩. আর তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা। আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

রুকু : ২

১৪. আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর (নয়শত পঞ্চাশ বছর)। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে এবং তারা ছিল অত্যাচারী।

১৫. অতএব, আমরা তাকে এবং নৌকার সাথীদেরকে রক্ষা করলাম এবং এটিকে বিশ্ববাসীর জন্য একটি নিদর্শন[১] করলাম।

১. সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়।

১৬. আর ইবরাহীম, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল– তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো[১] এবং তাঁর ব্যাপারে সচেতন হও[২]। তোমাদের জন্য এটাই উত্তম যদি তোমরা জানতে।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

২. আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১৭. নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মুর্তিগুলোর পূজা করছো এবং মিথ্যা (উপাস্য) রচনা করছো। তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করো তারা তোমাদের জীবনসামগ্রীর মালিক নয়, সুতরাং তোমরা জীবনসামগ্রী কামনা করো আল্লাহর কাছে এবং তাঁরই দাসত্ব করো এবং তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[১] তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

১. তাঁর অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জেনে, কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (শোকর আদায়) করো।

১৮. আর তোমরা (মুশরিকরা) যদি (রসুলগণকে) মিথ্যাবাদী বলো তবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরাও মিথ্যাবাদী বলেছিল। আর স্পষ্ট ও প্রমাণিতভাবে প্রচার করা ছাড়া রসুলের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

১৯. তারা কি লক্ষ করে না কীভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করেন? নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

২০. বলো, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং লক্ষ করো[১] কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, অতঃপর আল্লাহ শেষ বারের মতো সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

১. অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে।

২১. তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন[১]। তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

১. কর্মের ভিত্তিতে তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কেউ শাস্তি পায় এবং

কেউ অনুগ্রহ পায়।

২২. আর তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আকাশেও না। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।

রুকু : ৩

২৩. আর যারা আল্লাহর আয়াত[১] ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় এবং তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. আল্লাহ প্রেরিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

২৪. তখন তাঁর (ইবরাহীমের) সম্প্রদায়ের শুধু একটি কথাই ছিল তাকে হত্যা করো অথবা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও, কিন্তু আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে ঈমান আনা সম্প্রদায়ের জন্য[১]।

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় আছে ঈমান আনা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

২৫. আর সে (ইবরাহীম) বললো, তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছো কেবল দুনিয়ার জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের কারণে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিশাপ দেবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

২৬. অতঃপর লূত তাঁর (ইবরাহীমের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো। আর সে (ইবরাহীম) বললো, আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

২৭. আমরা ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে এবং তার বংশধরদের জন্য নির্ধারণ করলাম নবুয়ত ও কিতাব এবং আমরা তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম। আর আখিরাতেও সে নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২৮. আর লূত যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল– নিশ্চয় তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের কেউ করেনি।

২৯. তোমরা কি পুরুষের কাছে গমন করো এবং পথকে কেটে দাও[১]। আর নিজেদের মজলিসে (প্রকাশ্যে) গর্হিত কাজ করো? অতঃপর উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বললো, আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নিয়ে এসো যদি তুমি সত্যবাদী হও।

১. তোমরা কি সমকামিতায় লিপ্ত হও এবং এ বিষয়ে আল্লাহর নির্ধারিত পথকে বাদ দাও।

৩০. সে (লূত) বললো, হে আমার রব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।

রুকু : ৪

৩১. আর যখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের কাছে এলো তারা বলেছিল– আমরা এই জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করবো। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালিম।

৩২. সে (ইবরাহীম) বললো, এই জনপদে লূত রয়েছে। তারা বললো, সেখানে কারা আছে তা আমরা অধিক ভালো জানি। অবশ্যই আমরা লূত ও তার পরিজনকে রক্ষা করবো, তবে তার স্ত্রীকে ছাড়া। সে পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত (হয়ে ধ্বংস) হবে।

৩৩. আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে এলো তখন তাদের জন্য সে বিষণ্ন হয়ে পড়লো এবং নিজকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো। আর তারা বললো– ভয় করো না, দুঃখও করো না। নিশ্চয় আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনকে রক্ষা করবো তোমার স্ত্রী ছাড়া, সে পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪. নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীদের ওপর আকাশ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করবো কারণ তারা পাপাচার করছিল।

৩৫. আর নিশ্চয় আমরা অবশ্যই এতে আকল ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।[১]

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রেখেছি তাদের জ্ঞানের ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে আল্লাহর কিতাব বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে।

৩৬. আর আমরা মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে (পাঠিয়েছিলাম)। সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো[১], শেষ দিনের প্রত্যাশা করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি

করো না।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৩৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো, অতঃপর তারা ভূমিকম্প দিয়ে আক্রান্ত হলো, ফলে তারা নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

৩৮. আর (আমরা) আদ ও ছামুদকে (ধ্বংস করেছিলাম) এবং তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বাসস্থান থেকে তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় করেছিল এবং তাদের সঠিক পথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।

৩৯. আর (আমরা ধ্বংস করেছিলাম) কারুন, ফিরাউন ও হামানকে। আর অবশ্যই মুসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল যখন তারা পৃথিবীতে অহংকার করেছিল, কিন্তু তারা (আমাকে) ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

৪০. এভাবে তাদের প্রত্যেককেই আমরা তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছিলাম। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছিলাম পাথরবাহী প্রচণ্ড ঝড়, কাউকে পাকড়াও করেছিল বিকট শব্দ। কাউকে আমরা ধসিয়ে দিয়েছিলাম ভূ-গর্ভে এবং কাউকে (পানিতে) ডুবিয়ে মেরেছিলাম। আর আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

৪১. যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে উদাহরণ[১] হলো– মাকড়সার মতো যে একটি ঘর বানায়। আর নিশ্চয় ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই দুর্বলতম। যদি তারা জানতো।

১. আল্লাহ প্রেরিত সত্য বক্তব্য।

৪২. নিশ্চয় তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে আহবান করে আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন। আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

৪৩. আর (সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য) এ সকল উদাহরণ[১] আমরা মানুষের জন্য বর্ণনা করি। আর জ্ঞানীগণ[২] ছাড়া কেউ তা বুঝতে পারে না।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক শিক্ষা।

২. বিজ্ঞান ও ইতিহাসের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ছাড়া ঐ উদাহরণের বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা বুঝে নিয়ে সেটিকে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ বুঝা ও ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারে না।

৪৪. আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়

এতে অবশ্যই মু'মিনদের জন্য নিদর্শন[১] রয়েছে।

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই মু'মিনদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া আল্লাহ প্রদত্তজ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ বুঝা, ব্যাখ্যা করা ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

পারা-২১

রুকু : ৫

৪৫. তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব (কুরআন) থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত কায়েম করো[১]। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজ দূর করে।[২] আর অবশ্যই আল্লাহর যিক্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ[৩]। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে অধিক জানার জন্য সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

২. নিশ্চয় সালাত ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ দূর করে। (এটি সালাতের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য)।

৩. আর অবশ্যই কুরআন অধ্যয়ন করে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য জানা ও স্মরণ রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আলাক/৯৬ : ১-৫; আলে ইমরান/৩ : ১৬৪; বাকারা/২ : ১২৯ ও ১৫১; জুম'য়া/৬২ : ২; আন'আম/৬ : ১৪৪ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ' (গবেষণা সিরিজ-৪) নামের বইটি।

৪৬. তোমরা উত্তম পন্থায় ছাড়া আহলি কিতাবের সাথে বিতর্ক করবে না। তবে তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের কথা ভিন্ন। আর বলো, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ অভিন্ন এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

৪৭. আর এভাবেই আমরা তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমরা (পূর্বে) কিতাব দিয়েছিলাম তাদের

(কেউ কেউ) এতে (কুরআনে) ঈমান আনে। আর এদেরও (আরবদেরও অনেকে) এতে (কুরআনে) ঈমান আনে। আর কাফিররা ছাড়া আমাদের আয়াতসমূহ (কুরআনের আয়াতসমূহ) কেউ অস্বীকার করে না।

৪৮. আর তুমি এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করোনি এবং তোমার ডান হাত দিয়ে কোনো কিতাবও লেখোনি।[১] এরূপ হলে বাতিলপন্থীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করতে পারতো।[২]

১. তুমি কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে পড়তে পারতে না এবং লিখতেও পারতে না।

২. এরূপ হলে বাতিলপন্থীরা অবশ্যই বলতো সে নিজে কুরআন লিখেছে।

৪৯. বরং উহা (কুরআন) স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত[১] সে ব্যক্তিদের সদরে[২] যাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান দেওয়া হয়েছে[৩]। আর যারা আমাদের আয়াতকে অস্বীকার করে তারা অত্যাচারী ব্যক্তি।

১. কুরআন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা ধারণকারী গ্রন্থ।

২. সম্মুখ ব্রেইন তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-২৬

৩. যারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হয়েছে।

৫০. আর তারা বলে, তার রব হতে তার কাছে মু'জিযা প্রেরিত হয় না কেন? বলো, মু'জিযা আল্লাহরই ইখতিয়ারে। আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

৫১. এটা কি তাদের জন্য (মু'জিযা হিসেবে) যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও যিক্‌র[১] রয়েছে।

১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের বিষয়।

রুকু : ৬

৫২. বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা রয়েছে এর সবকিছুই তিনি জানেন। আর যারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৫৩. আর তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি সময় নির্দিষ্ট না

থাকতো তবে শাস্তি তাদের ওপর অবশ্যই আসতো।[১] নিশ্চয় তাদের ওপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে এবং তারা বুঝতেও পারবে না।

১. যদি আল্লাহ নির্ধারিত বিভিন্ন অনুঘটকের ভিত্তিতে শাস্তির সময় নির্দিষ্ট না থাকতো তবে শাস্তি তাদের ওপর অবশ্যই আসতো।

৫৪. তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ অবশ্যই জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে।

৫৫. সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে মাথার ওপর ও পায়ের নিচ থেকে এবং তিনি বলবেন তোমরা যা করতে তার ফল ভোগ করো।

৫৬. হে আমার বান্দাগণ! যারা ঈমান এনেছো! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত সুতরাং তোমরা আমারই দাসত্ব করো[১]।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলো দেখুন– সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৫৭. সকল জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তোমরা আমাদেরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫৮. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে সুউচ্চ কক্ষের নিবাসী করবো যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সৎ) কর্মশীলদের প্রতিদান কত উত্তম।

৫৯. যারা ধৈর্যধারণ করে এবং তাদের রবের ওপর নির্ভর করে।

৬০. আর এমন কত জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের জীবনসামগ্রী বহন করে না। আল্লাহ তাদেরকে জীবনসামগ্রী দান করেন এবং তোমাদেরকেও। আর তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

৬১. যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ ও সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করছেন? তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। তবে কীভাবে তাদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

৬২. আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা জীবনসামগ্রী বৃদ্ধি করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন[১]। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু ভালোভাবে জানেন।

১. কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেউ জীবনসামগ্রী বেশি পায় এবং কেউ সীমিত পায়।

৬৩. আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিকে এর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন? তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। প্রকৃত কথা

তাদের অধিকাংশই আকলকে কাজে লাগায় না[১]।

১. তাদের অধিকাংশই জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেককে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে না?

রুকু : ৭

৬৪. আর এ পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর নিশ্চয় আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানতো!

৬৫. যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়।

৬৬. যাতে তাদের যা দিয়েছি তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকতে পারে। অতএব শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

৬৭. তারা কি দেখে না আমরা 'হারাম' (মক্কা নগরী)-কে নিরাপদ করেছি অথচ এর চারপাশের মানুষ (প্রতিনিয়ত) ছিনতাই এর শিকার হচ্ছে। তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬৮. আর তার চেয়ে বড়ো অত্যাচারী/গুনাহগার অন্য কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে অথবা সত্যটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার কাছে তা পৌঁছে যাওয়ার পর?[১] জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়?

১. আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হতে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর শিরক অতিবড়ো গুনাহ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা লুকমান/৩১ : ১৩; আন'আম/৬ : ৫০ ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামের বইটি।

৬৯. আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করবো।[১] আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন।

১. আর যারা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত হবে।

সুরা : ৩০

আর রূম

রোম সাম্রাজ্য, মাক্কী, আয়াত : ৬০, রুকু : ৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-মীম।
২. রোম (সাম্রাজ্য) বিজিত হয়েছে।
৩. (আরবের) নিকটবর্তী এলাকায়, কিন্তু তারা তাদের (এই) পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে।
৪. কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। আর সেদিন মু'মিনগণ খুশি হবে।
৫. আল্লাহর সাহায্যে। তিনি (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন[১] আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু।
১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করলে বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ সাহায্য পায়।
৬. (এটি) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটি জানে না।
৭. তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত। আর আখিরাত সম্পর্কে তারা উদাসীন[১]।
১. তারা আখিরাত জানা-বুঝার জন্য জন্মগতভাবে জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব কম দেওয়া মানুষ।
৮. তারা কি নিজেদের নিয়ে ভেবে দেখে না? আল্লাহ আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে অবিশ্বাসী।
৯. তারা (মক্কাবাসীরা) কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম? তারা ছিল এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। তারা জমি চাষ করতো এবং তারা এদের চেয়ে বেশি জমি আবাদ করেছিল এবং তাদের কাছে এসেছিল তাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন/মু'জিযাসহ। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি জুলুম করেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

১০. অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো[১]।

১. কারণ তারা কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে ... ...।

রুকু : ২

১১. আল্লাহই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন, অতঃপর তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

১২. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে।

১৩. আর তাদের শরীকদের (দেবতা) কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে না বরং তারা নিজেদের অনুসারীদের অস্বীকার করবে।

১৪. আর যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

১৫. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা (জান্নাতের) বাগানে সমাদৃত হবে।

১৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াত[১] ও আখিরাতে আমার সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে, তারা অনবরত শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১. আল কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

১৭. সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাসবীহ করো (সালাত আদায় করো) সন্ধ্যায় ও সকালে।

১৮. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল প্রশংসা তো তাঁর এবং (সালাত আদায় করো) সন্ধ্যায় ও দুপুরে।

১৯. তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] মৃত হতে জীবনকে বের করেন আবার জীবিত হতে মৃতকে বের করেন। এবং ভূমিকে এর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

১. মহান আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটে এবং জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটে এবং ভূমি পুনর্জীবিত হয় এর মৃত্যুর পর।

রুকু : ৩

২০. আর তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা এক মানবজাতি এখন সর্বত্র ছড়িয়ে আছো[১]।

১. তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের একটি হলো– তিনি তোমাদের মাটির মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন হতে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর ... ...।

২১. আর তাঁর প্রেরিত নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে– তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায়ের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।[১]

১. এতে অবশ্যই বিজ্ঞানীদের জন্য বহু বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় আছে তাদের জ্ঞানকে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

২২. আর তাঁর প্রেরিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে[১]।

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল সম্পন্ন সাধারণ জ্ঞানীদের জন্য তাদের ঐ উৎসকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে ... ...।

২৩. আর তাঁর প্রেরিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে, রাতের বেলায় তোমাদের ঘুম এবং দিনে তাঁর অনুগ্রহের (জীবিকার) সন্ধান করা। নিশ্চয় এতে অবশ্যই বহু আয়াত রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে।[১]

১. নিশ্চয় এতে যে সম্প্রদায় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বোধশক্তি/আকলকে জাগ্রত রেখে শোনে, তাদের জন্য অবশ্যই বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাদের জ্ঞানের ঐ উৎসটিকে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে।

২৪. আর তাঁর প্রেরিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে– তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয় ও আশা সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর এ দিয়ে ভূমিকে জীবিত করেন এর মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা আকল ব্যবহার করে[১]।

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই বহু সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য তাদের ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা

ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

২৫. আর তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মধ্যে রয়েছে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী স্থিতিশীল থাকা। অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদের মাটি থেকে (বের হওয়ার জন্য) একবার মাত্র আহবান করবেন তখন সাথে সাথে তোমরা বের হয়ে আসবে।

২৬. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।

২৭. আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন অতঃপর তিনি তা (সৃষ্টি) করবেন পুনর্বার। এটা তার জন্য খুবই সহজ। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (গুণাবলির) সর্বোচ্চ উদাহরণ তিনিই। আর তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।

রুকু : ৪

২৮. তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যথেকে একটি উদাহরণ[১] পেশ করছেন। তোমাদেরকে আমরা যে জীবনসামগ্রী দিয়েছি তোমাদের ডান হাতের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত হওয়ারা (যুদ্ধ-বন্দিরা) কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় করো যেরূপ তোমরা নিজেরা পরস্পরকে ভয় করো? এভাবে আমরা আকল ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের কাছে আয়াতকে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করি[২]।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য/নির্ভুল শিক্ষা।

২. এভাবে উদাহরণের মাধ্যমে আমরা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বোধশক্তি ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের কাছে কুরআনের আয়াতকে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করি যাতে তারা সহজে শিক্ষা নিতে পারে।

২৯. বস্তুত জালিমরা অজ্ঞতাবশত তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। অতঃপর আল্লাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করেন কে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে?[১] আর তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

১. অতঃপর আল্লাহর তৈরি পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কাজ করার কারণে যে পথভ্রষ্ট হয় তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার কেউ নেই।

৩০. অতএব তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। (ইসলামী জীবনব্যবস্থা) আল্লাহর ফিতরাত, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন[১]। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ভিন্নতা নেই[২]। এটা স্থায়ী জীবনব্যবস্থা[৩]। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[৪]।

১. আরবী অভিধান অনুযায়ী ফিতরাত শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে কয়েকটি

হলো− প্রকৃতি (Nature), স্বভাব, সহজাত, স্বজ্ঞা (নিজস্ব জ্ঞান বা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান), নৈসগ্রিক বুদ্ধি-জ্ঞান। ফিতরাত শব্দের অর্থ স্বজ্ঞা তথা নিজস্ব জ্ঞান বা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান ধরলে আয়াতাংশের বিভিন্ন অংশের বক্তব্য যেটি দাঁড়ায়−

‘অতএব তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো’ অংশের ব্যাখ্যা− অংশটিতে মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে একনিষ্ঠভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে বলেছেন।

‘(ইসলামী জীবনব্যবস্থা) আল্লাহর ফিতরাত’ অংশের ব্যাখ্যা− ইসলামী জীবনব্যবস্থা আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল। অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থা আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞান দিয়ে প্রণয়ন করা।

‘যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন’ অংশের ব্যাখ্যা− আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল জ্ঞান দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আয়াতাংশের শিক্ষা : বীজগণিতের নিয়ম হলো− A = B এবং B = C হলে A = C হবে। আয়াতাংশ অনুযায়ী ইসলামী জীবনব্যবস্থা = আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞান। আবার আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞান = মানুষের নিজস্ব তথা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান। তাই, বীজগণিতের নিয়ম অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের ভিত্তিতে বলা যায়− ইসলামী জীবনব্যবস্থা = মানুষের নিজস্ব তথা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান। এ তথ্যের ব্যাখ্যা হলো− ইসলাম জানা, বোঝা ও অনুসরণ করার জন্য যে ধরনের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন তথা প্রকৃতি (Nature) দরকার মানুষকে সে ধরনের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন তথা প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ বুদ্ধিবৃত্তিকে বলা হয় আকল, বিবেক, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

২. বিভিন্ন সৃষ্টির মূল সৃষ্টিতত্ত্ব, তথ্য ও পরিচালনার মূলনীতির মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই।

যেমন−

ক. সকল জীবের শরীরের ইউনিট তথা কোষের (Cell) গঠন এবং ভেতরের মূল পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক মিল আছে।

খ. সকল জীবের সৃষ্টিকে ‘ওহীর’ মাধ্যমে জীবনের সাথে সম্পর্কিত ভুল বা সঠিক বিষয়ের ধারণা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

গ. সকল জীবের মধ্যে রোগ প্রতিরোধের জন্মগত ব্যবস্থা আছে।

ঘ. সকল জীবের বেঁচে থাকা ও মৃত্যু হওয়ার মৌলিক নীতিমালা একই।

ঙ. সকল জীবের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে এবং বংশবৃদ্ধির উপায়ের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে ব্যাপক মিল আছে।

চ. সকল সৃষ্টির বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য লাগে এবং ঐ খাদ্যের মৌলিক উপাদানের মধ্যে অনেক মিল আছে।

ছ. যে সকল সৃষ্টি দলবদ্ধভাবে (সমাজবদ্ধভাবে) জীবনযাপন করে (মৌমাছি, মানুষ ইত্যাদি) তাদের দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে বহু মিল আছে।

জ. সকল সৃষ্টির শরীরের মূল উপাদান একই আর তা হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন।

তাই আয়াতটির এ অংশের সরাসরি শিক্ষা হলো–
মানুষসহ সকল সৃষ্টির মূল সৃষ্টিতত্ত্ব, তথ্য ও পরিচালনার মূলনীতির মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। আর তাই, একটি জানা থাকলে অন্য একটি জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানো সহজ হয়। অর্থাৎ-

ক. মানব শারীরবিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও মূলনীতি জানা থাকলে অন্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও মূলনীতি জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানো সহজ হয়।

খ. অন্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও মূলনীতি জানা থাকলে মানব শারীরবিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও মূলনীতি জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানো সহজ হয়।

তবে– যে মানব শারীরবিজ্ঞান জানে সে অন্য বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলোও জানে। কিন্তু যে অন্য বিজ্ঞান জানে সে মানব শারীরবিজ্ঞান জানে না। তাই, মানব শারীরবিজ্ঞান জানা ব্যক্তিগণের কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানো অধিক সহজ হয়।

৩. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল বিষয় তথা মূল তত্ত্ব, তথ্য ও মূলনীতি সকল যুগে অভিন্ন।

৪. কুরআনের তত্ত্ব, তথ্য ও মূলনীতি এবং মানুষ ও অন্য সকল সৃষ্টির সৃষ্টিতত্ত্ব, তথ্য ও পরিচালনার মূলনীতির মধ্যে ব্যাপক মিল আছে– মহাগুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি অধিকাংশ মানুষ জানে না।

আর সে না জানার মূল কারণ হলো–

ক. কুরআন না জানা।

খ. সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) না জানা।

গ. আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া।

ঘ. মানব শারীরবিজ্ঞান না জানা।
ঙ. অন্যান্য বিজ্ঞান না জানা।
চ. চিন্তা-ভাবনা (Thinking), গবেষণা (Research) ও সাধনা (Meditation) না করা।

৩১. তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হও[১], তাঁর সম্পর্কে সচেতন হও[২] এবং সালাত কায়েম করো[৩], আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১. স্থায়ী সঠিক জীবন-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও।
২. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, পররাষ্ট্রবিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।
৩. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে অধিক জানার জন্য সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

৩২. (তাদের মধ্যে এমনও আছে) যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। তারা প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়েই তারা আনন্দিত।

৩৩. আর যখন মানুষ দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হয় তখন তারা (অনুতাপের সাথে) প্রত্যার্বনকারী হয়ে তাদের রবকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদের আপন অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করান তখন তাদের একদল তাদের রবের সাথে শরীক করে।

৩৪. এভাবে আমরা যা তাদের দিয়েছি তা অস্বীকার করা হয়। সুতরাং ভোগ করে নাও; শীঘ্রই (এর পরিণতি) তোমরা জানতে পারবে।

৩৫. আমরা কি তাদের কাছে এমন কোনো দলিল অবতীর্ণ করেছি যেটি– তারা, তাঁর (আল্লাহর) সাথে যা শরিক করে তার (পক্ষে) কথা বলে?

৩৬. আমরা যখন (অতাৎক্ষণিকভাবে) মানুষকে কোনো অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করতে দেই তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয়[১]। আর তাদের হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে তার ফলে যদি দুর্দশাগ্রস্ত হয় তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

১. আমাদের মহান আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মানুষ যখন ...

৩৭. তারা কি লক্ষ করে না (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন জীবনসামগ্রী বৃদ্ধি করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন সীমিত করে দেন?[১] নিশ্চয় এতে অবশ্যই বহু আয়াত রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে[২]।

১. তারা কি লক্ষ করে না জীবনসামগ্রী বেশি ও কম পাওয়ার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে কেউ বেশি এবং কেউ সীমিত জীবনসামগ্রী পায়।

২. নিশ্চয় এতে অবশ্যই ঈমান আনা সম্প্রদায়ের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে।

৩৮. অতএব আত্মীয়কে তার হক (অধিকার) প্রদান করো এবং মিসকিন (অভাবগ্রস্ত) ও সম্বলহীন মুসাফিরকেও। এটা উত্তম তাদের জন্য যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তারাই সফল।

৩৯. আর মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাকো (তা বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই লাভবান।

৪০. আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনসামগ্রী দিয়েছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এ সবের কোনো কিছু করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে আল্লাহ তা হতে মুক্ত এবং অনেক ঊর্ধ্বে।

রুকু : ৫

৪১. স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় উপস্থিত হয় মানুষের কৃতকর্মের দরুন[১], (এ ব্যবস্থা রাখার) উদ্দেশ্য তাদের কোনো কোনো কাজের জন্য তাদেরকে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করানো, যেন তারা (ঐ ক্ষতিকর কাজ করা থেকে) ফিরে আসে।

১. স্থলে ও সমুদ্রে যে বিপর্যয় আসে তা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় আসে না। তা আসে মানুষের কর্মের কারণে, আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী। অর্থাৎ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায়।

পরিপূরক তথ্যের জন্যদেখুন– সুরা নাজম/৫৩ : ৩৯; কাহাফ/১৮ : ২৯; রা'দ/১৩ : ১১; রুম/৩০ : ৪১; নিসা/৪ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত

ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৪) বইটি।

৪২. বলো, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

৪৩. অতএব, তুমি স্থায়ী জীবন-ব্যবস্থার ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো আল্লাহর পক্ষথেকে অনিবার্য দিনটি উপস্থিত হওয়ার পূর্বে, যা প্রতিরোধ করার নয়। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে (কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামে)।

৪৪. যে অমান্য করে তার অমান্য করা (অমান্য করার শাস্তি) তারই ওপর। আর যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা।

৪৫. যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি কাফিরদেরকে[১] পছন্দ করেন না।

১. অস্বীকার বা অস্বীকারের কাছাকাছি অবস্থানে থেকে আদেশ/নিষেধ অমান্যকারী।

৪৬. আর তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে[১] অন্তর্ভুক্ত হলো, তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) বায়ু প্রেরণ করেন– (বৃষ্টির) সুসংবাদ দেওয়া, তোমাদের তাঁর অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করানো এবং তাঁর (অতাৎক্ষণিক) নির্দেশে নৌযানগুলো চলাচল করানোর জন্য যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং তাঁর শোকর আদায় করতে পারো[২]।

১. তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ...

২. মানুষ এ সকল অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে তাঁর শোকর আদায় করে।

৪৭. আর আমরা তোমার পূর্বে রসুলদের প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে, তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। অতঃপর যারা অপরাধ করেছে আমরা তাদেরকে উচিত শাস্তি দিয়েছিলাম। আর মু'মিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব ছিল।

৪৮. তিনিই আল্লাহ যিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, অতঃপর একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে নির্গত হয় প্রবল বৃষ্টি। অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের কাছে ইচ্ছা তা পৌঁছে দেন তখন তারা উৎফুল্ল হয়।

১. তিনিই আল্লাহ যার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ... .।

৪৯. যদিও তাদের প্রতি এটি (বৃষ্টি) বর্ষণের আগে তারা নিরাশ ছিল।

৫০. অতএব লক্ষ করো আল্লাহর অনুগ্রহের প্রভাবে কীভাবে ভূমি জীবিত

হয় তার মৃত্যুর পর।[১] নিশ্চয় এভাবে তিনি (আল্লাহ) মৃতকে জীবিতকারী। তিনি সর্ববিষয়ে মহাশক্তিমান।

১. অতএব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দৃষ্টিতে লক্ষ করো আল্লাহ প্রেরিত বৃষ্টির প্রভাবে কীভাবে ভূমি জীবিত হয় তার মৃত্যুর পর।

৫১. আর আমরা যদি (অতাৎক্ষণিকভাবে) এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে যে তা (শস্য) হলদে রং ধারণ করেছে তখন অবশ্যই তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে[১]।

১. আর আমরা যদি আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ...

৫২. তাই নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও শোনাতে পারবে না আহবান, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়[১]।

১. যদি তারা মনোযোগ দিয়ে না শোনে।

৫৩. আর তুমি (জ্ঞানের) অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথপ্রদর্শনকারীও নও।[১] যারা আমাদের আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি শোনাতে পারবে, অতঃপর তারাই হবে আত্মসমর্পণকারী।[২]

১. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে ব্যবহার না করার কারণে যারা জ্ঞানের অন্ধ, তাদেরকে তুমি পথভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

২. যারা কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল দিয়ে যাচাই করে যৌক্তিক/সত্য বলে বিশ্বাস করে . ...।

রুকু : ৬

৫৪. আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, অতঃপর দুবর্লতার পর তিনি দেন শক্তি, অতঃপর শক্তির পর আবার দেন দুবর্লতা ও বার্ধক্য[১]। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।

১. বয়োবৃদ্ধির (Aging process) বিবরণ।

৫৫. আর যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে– তারা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এভাবেই তাদের বিভ্রান্ত করা হতো।

৫৬. কিন্তু যাদের (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, তোমরা আল্লাহর কিতাবে থাকা তথ্য মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছো।[১] এটাই পুনরুত্থান দিবস কিন্তু তোমরা জানতে না।

১. যারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান Common sense/আকল দিয়ে পর্যালোচনা করে ঈমান এনেছিল তারা

বলবে ... ... ।

৫৭. আর সেদিন জালিমদের কৈফিয়ত তাদের কাজে আসবে না এবং তাদের (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের) সুযোগও দেওয়া হবে না।

৫৮. আর আমরা অবশ্যই মানুষের জন্য এই কুরআনে সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি[১]। আর তুমি যদি তাদের কাছে কুরআনের কোনো আয়াত (বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়) উপস্থাপন করো কাফিররা অবশ্যই বলবে– তোমরা তো বাতিলপন্থী।

১. আল কুরআনে– সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা, সত্য কাহিনি ইত্যাদি সকল ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এর কারণ হলো– মানুষ যাতে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য শিক্ষার ভিত্তিতে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারে।

৫৯. এভাবেই আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) মোহর মেরে দেন তাদের মনে যাদের জ্ঞান নেই[১]।

১. এভাবে চতুর্দিকে থাকা উদাহরণ তথা আল্লাহর কাছ থেকে আসা বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য শিক্ষার আলোকে যারা তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হয় না তারা ভুল জ্ঞানার্জন করে। ফলে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের Common sense/আকল ধীরে ধীরে অবদমিত হতে থাকে। একসময়ে তাতে মোহর লেগে যায়। কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যায়।

৬০. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনের বহুস্থানে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য 'আমরা' বা 'আমাদের' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় একবচনের সম্মান প্রকাশক রূপ হিসেবে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। তাই এটি আল্লাহর একত্ববাদের পরিপন্থি নয়।

সুরা : ৩১

লুকমান

লুকমান হাকিম, মাক্কী, আয়াত : ৩৪, রুকু : ৪

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত[১]।

১. এগুলো বিজ্ঞানের বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য ধারণকারী কুরআনের আয়াত।

৩. একটি পথনির্দেশিকা (Manual)[১] ও দয়া, উচ্চমানের সৎকর্মশীলদের জন্য[২]।

১. মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুত সালাত) ধারণকারী গ্রন্থ।

২. উচ্চমানের সৎকর্মশীলসহ সকল মানুষের জন্য।

৪. যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে[১], যাকাত দেয় এবং আখিরাত সম্পর্কে তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে অধিক জানার জন্য সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

৫. তারাই তাদের রবের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফল।

৬. আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা আছে যারা (কুরআনের) জ্ঞান না থাকার কারণে অসার বাক্য ক্রয় করে[১], (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য[২] এবং এগুলোকে[৩] ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দেয়। তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

১. ভুল জ্ঞানার্জন করে।

২. মানুষকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য।

৩. কুরআনের বক্তব্যকে।

৭. আর যখন তার কাছে আমাদের আয়াত (কুরআনের আয়াত) আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমনভাবে যেন সে শুনেনি, যেন তার দুই কান বধির। অতএব তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে নিয়ামতপূর্ণ উদ্যান (জান্নাত)।

৯. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (জেনে রেখো) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাবান।

১০. তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো এবং তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে তা তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব ধরনের জীবজন্তু। আর আমরা আকাশ থেকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পানি বর্ষণ করি অতঃপর এতে উদগত করি সব ধরনের কল্যাণকর উদ্ভিদ[১]।

১. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় ... ...।

১১. এটি আল্লাহর সৃষ্টি, সুতরাং তিনি ছাড়া অন্যরা কী সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও। বস্তুত জালিমরা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

রুকু : ২

১২. আর অবশ্যই আমরা লুকমানকে হিকমাহ[১] দান করেছিলাম যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে[২]। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজেরই (কল্যাণের) জন্য।[৩] আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও অতীব প্রশংসিত।

১. হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) : আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

২. যাতে সে মহা কল্যাণকর এ অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে, কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৩. যে আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। কারণ এ ধরনের মানুষকে ইবলিস সহজে ধোঁকা দিতে পারে না।

১৩. আর যখন লুকমান উপদেশ হিসেবে তার পুত্রকে বলেছিল– হে পুত্র! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক অতিবড়ো জুলুম[১]।

১. এটি ও কুরআনের আরও বহু বক্তব্যের মাধ্যমে নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে শিরক অতিবড়ো জুলুম তথা অতিবড়ো গুনাহ।

সবচেয়ে বড়ো গুনাহ নয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আন'আম/৬ : ৫০ ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামের বইটি।

১৪. আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্টবরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে, তাই আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শোকর আদায় করো।[১] প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।

১. আমার দেওয়া সকল অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ এবং পিতা-মাতার করা অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানতে পারার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে আমার ও তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

১৫. আর তারা যদি তোমাকে এমন বিষয়ে আমার সাথে শিরক করতে জোরাজুরি করে যেটির (সমর্থনে প্রমাণিত) জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে। আর যে আমাদের অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করো। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমাদেরই কাছে এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমরা তোমাদের অবহিত করবো।

১৬. (লুকমান তার ছেলেকে বলল) হে পুত্র! নিশ্চয় যদি তা (কর্ম) সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশসমূহে কিংবা মাটির নিচে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও পূর্ণ অবগত।

১৭. হে পুত্র! সালাত কায়েম করো[১], জানা কাজের নির্দেশ দাও এবং অস্বীকার করা কাজ হতে দূরে থাকো[২] এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করো। নিঃসন্দেহে এটা দৃঢ়-সংকল্পের বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে অধিক জানার জন্য সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১৮. আর অহঙ্কারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং

পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।

১৯. আর তুমি সংযত হয়ে পথ চলো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো। নিশ্চয় গাধার স্বরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।

রুকু : ৩

২০. তোমরা কি দেখো না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তার সবকিছুই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন? আর মানুষের মধ্যেকেউ কেউ (প্রমাণিত) জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে তাদের না আছে (জীবন চালানোর জন্য) কোনো পথনির্দেশিকা এবং না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব।

২১. আর তাদেরকে যখন বলা হয়– আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো, তারা বলে– বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করবো। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে আহবান করে তবুও কি?

২২. আর যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত রশি। আর যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহরই দিকে।

২৩. আর কেউ অস্বীকার করলে তার অস্বীকার করা যেন তোমাকে চিন্তিত না করে। আমাদেরই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমরা তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অবহিত করবো। নিশ্চয় সদরে[১] যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মন।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৬**

২৪. আমরা তাদেরকে স্বল্পকালের জন্য জীবনোপকরণ ভোগ করতে দেবো, অতঃপর তাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো।

২৫. আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয় তারা বলবে– আল্লাহ। বলো– সকল প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর। নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসনীয়।

২৭. আর পৃথিবীর সমস্ত গাছ যদি কলম হয় আর সমুদ্র কালি হয় এবং এর সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয় তবু আল্লাহর বাণী (লেখা) নিঃশেষ হবে

না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

২৮. তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরায় উঠানো একটি প্রাণীর (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই) অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

২৯. তুমি কি দেখো না আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান?[১] তিনি চাঁদ ও সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন? প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিচরণ করে এবং নিশ্চয় তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী রাত দিনে এবং দিন রাতে প্রবেশ করে।

৩০. এগুলো (প্রমাণ করে যে) আল্লাহই সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে যাকে তারা ডাকে তা মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহ তিনি সুউচ্চ ও সুমহান।

রুকু : ৪

৩১. তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করে যাতে তোমাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ[১] দেখাতে পারেন? নিশ্চয় এতে অবশ্যই আয়াত রয়েছে সকল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য[২]।

১. আল্লাহর প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়।
২. নিশ্চয় এ অনুগ্রহে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে অনুগ্রহটির কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানতে পারার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকল ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য।

৩২. আর যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘোচ্ছায়ার মতো তখন তারা আল্লাহকে ডাকে আনুগত্যকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ মধ্যনীতি গ্রহণ করে। আর কেবল বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমাদের আয়াত[১] অস্বীকার করে।

১. আমাদের প্রেরিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত।

৩৩. হে মানুষ! তোমরা সচেতন হও[১] তোমাদের রব সম্পর্কে এবং ভয় করো সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না। আর সন্তানও কোনো উপকারে আসবে না তার পিতার। নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে। আর সেই প্রতারকও (শয়তান) যেন আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের প্রতারিত না করে।

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে তোমাদের রব সম্পর্কে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

৩৪. নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) বৃষ্টিবর্ষণ করেন।[১] আর তিনি জানেন মাতৃগর্ভে কী আছে। আর কেউ জানে না আগামী কাল সে কী অর্জন করবে। আর কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

১. আর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

সুরা : ৩২

আস সাজদা

সিজদা, মাক্কী, আয়াত : ৩০, রুকু : ৩

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. এ কিতাব জগৎসমূহের রবের কাছ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।[১]

১. এ বক্তব্যের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সুরা বাকারার ২ নং আয়াত।

৩. তবে কি তারা বলে এটা সে নিজে রচনা করেছে? বরং (বলো) এটা তোমার রবের কাছ থেকে আগত সত্য যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার পূর্বে (সরাসরি) কোনো সতর্ককারী আসেনি, হয়তো (এর মাধ্যমে) তারা সঠিক পথে চলবে।

৪. আল্লাহ– যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই[১]। তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

১. সুপারিশ কবুলকারী নেই।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; ঝুমার/৩৯ : ১৯; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও

২৭৫; নিসা/৪ : ৪; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি। **বিস্তারিত জানতে পড়ুন–** কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

৫. তিনি আকাশ থেকে পৃথিবীব্যাপী সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। অতঃপর একদিনের মধ্যে তাঁর দিকে উত্থিত হবে, যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসেবে হাজার বছর।

৬. তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে অবগত মহাপ্রতাপশালী ও অসীম দয়ালু।

৭. যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং কাদা হতে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন[১]।

১. কাদার মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন হতে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

৮. অতঃপর তুচ্ছ পানির নির্যাস (শুক্র) হতে তার বংশ বানিয়েছেন।

৯. অতঃপর তিনি তাকে সুগঠিত করেছেন এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ হতে।[১] আর তোমাদের দিয়েছেন কান, চোখ ও মন। অথচ তোমরা সামান্য ক'জনই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[২]

১. আল্লাহ তা'আলার রূহের একটি অংশ সকল মানুষের মধ্যে আছে।
২. অথচ তোমরা সামান্য ক'জনই এসব অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানতে পারার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (মানুষের অধিকাংশই আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অথবা অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানা ছাড়াই শুধু মুখে মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)।

১০. আর তারা বলে, আমরা মাটিতে পরিণত হলেও কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? বরং তারা তাদের রবের সাক্ষাৎ অস্বীকার করে।

১১. বলো, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে, অতঃপর তোমাদের রবের কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

রুকু : ২

১২. আর তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে মাথা নত করে বলবে– হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন আপনি আমাদের পুনরায় প্রেরণ করুন আমরা সৎকাজ করবো, নিশ্চয় আমরা (এখন) দৃঢ়বিশ্বাসী।

১৩. আর আমি (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতাম কিন্তু আমার কথা সত্য যে, নিশ্চয় আমি

(অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্বিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।[১]

১. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানে থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তি সঠিক পথে পরিচালিত হতো। নিশ্চয় আমার তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী জ্বিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ হবে।

১৪. সুতরাং শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো, কারণ আজকের এই সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে, নিশ্চয় আমরাও তোমাদের ভুলে যাব। তোমরা যা করতে তার জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকো।

১৫. নিশ্চয় কেবল তারাই আমাদের আয়াতকে[১] বিশ্বাস করে যাদেরকে তা স্মরণ করানো হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে[২] এবং তাদের রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা অহঙ্কার করে না।

১.কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

২. যাদেরকে কুরআন স্মরণ করানো হলে তার শিক্ষা জেনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।

১৬. তাদের পিঠ থাকে বিছানা হতে আলাদা[১]। তাদের রবকে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশায় এবং আমরা তাদেরকে যে জীবনসামগ্রী দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

১. তারা শয্যা ত্যাগ করে আল্লাহকে ডাকে।

১৭. কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

১৮. তবে যে ব্যক্তি মু'মিন সে কি পাপাচারীদের মতো? তারা সমান নয়।

১৯. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া (আশ্রয়ের বাগান)। তারা যা করতো তার বিনিময়ে।

২০. আর যারা পাপাচার করেছে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে সেখানে এবং তাদের বলা হবে, যে আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা অভিহিত করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।

২১. আর বড়ো শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমরা অবশ্যই পৃথিবীতে ছোটো শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো যাতে তারা ফিরে আসে।

২২. আর তার চেয়ে বড়ো অত্যাচারী/গুনাহগার আর কে যাকে তার রবের আয়াত দিয়ে উপদেশ দেওয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?[১] আমরা অবশ্যই অপরাধীদের উচিত শাস্তিদাতা।

১. আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হতে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা

সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর শিরক অতিবড়ো গুনাহ। অধিক জানার জন্য দেখুন সুরা আন'আমের ১৪৪ নং আয়াত।

রুকু : ৩

২৩. আমরা অবশ্যই মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। তাই, তুমি (মুহাম্মাদ) তা (কুরআন) লাভ করার বিষয়ে সন্দেহ করো না এবং ওটাকে (তাওরাতকে) বনী ইসরাঈলদের জন্য পথনির্দেশিকা বানিয়েছিলাম।

২৪. আর আমরা তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করতো যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা ছিল আমাদের আয়াতসমূহে দৃঢ়বিশ্বাসী।

২৫. নিশ্চয় তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে তা ফয়সালা করে দেবেন।

২৬. এটাও কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করলো না যে আমরা তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শন[১] রয়েছে। তবু কি তারা শুনবে না?

১. আল্লাহ প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়।

২৭. তারা কি লক্ষ করে না, আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনুর্বর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উৎপন্ন করি শস্য, যা হতে খাদ্য গ্রহণ করে তাদের চতুষ্পদ জন্তুরা এবং তারা নিজেরা, তবুও কি তারা লক্ষ করবে না?[১]

১. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী অনুর্বর ভূমিতে .....।

২৮. আর তারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো কখন হবে এ ফয়সালা?

২৯. বলো, ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান আনা তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না।

৩০. অতএব, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং অপেক্ষা করো; নিশ্চয় তারাও প্রতীক্ষায় থাকুক।

সুরা : ৩৩

আল আহযাব

বাহিনীসমূহ, মাদানী, আয়াত : ৭৩, রুকু : ৯

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হে নবী! আল্লাহ সচেতন হও[১] এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাত ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১. কুরআন ও আল্লাহর কাছ থেকে আসা ক্ষুদে বার্তার (SMS) ভিত্তিতে আকলকে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী ও আমলকারী হও। ক্ষুদে বার্তার জন্য দেখুন সুরা শুরা/৪২ : ৫১।

২. আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয় তা অনুসরণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত।

৩. আর তুমি ভরসা করো আল্লাহর ওপর। আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৪. আল্লাহ কোনো মানুষের জন্য তার অভ্যন্তরে দুইটি মন সৃষ্টি করেননি। তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা যিহার[১] করে থাকো তিনি তাদেরকে তোমাদের মাতা করেননি। আর তোমাদের পালক পুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

১. স্ত্রীকে নিজের মা অথবা মাহরাম কোনো নারীর কোনো বিশেষ অঙ্গের সাথে তুলনা করা।

৫. তোমরা তাদের (পালিত পুত্রদের) ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে। আল্লাহর কাছে এটা অধিক ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। তবে তোমাদের মন যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে (তা অপরাধ হবে)[১]। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং হলে তার মাত্রার বিষয়ে ওজর ও তার মাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৮৩, শূরা/৪২ : ৪০ ও ৪১, মায়েদা/৫ : ৩, নাহল/১৬ : ১০৬, নিসা/৪ : ৯৭ ও ৯৮ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র’ (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

৬. নবী মু’মিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা। আর আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা আত্মীয় তারা (অন্যান্য) মু’মিন ও মুহাজিরগণের চেয়ে পরস্পর নিকটতর (মিরাসের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে), তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি আনুকূল্য করতে চাও তা করতে পারো। তা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

৭. আর যখন আমরা নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার কাছ থেকে ও নূহ, ইবরাহীম, মুসা এবং মারিয়াম-পুত্র ঈসার কাছ থেকেও। আর তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার।

৮. যেন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যায়। আর তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

রুকু : ২

৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝড়ো বাতাস এবং এমন বাহিনী যা তোমরা দেখোনি। আর তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ ভালোভাবে দেখেন।

১০. যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল তোমাদের উঁচু (অঞ্চল) ও নিচু (অঞ্চল) থেকে, তোমাদের চোখ (আতঙ্কে) বিস্ফোরিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে গিয়েছিল কণ্ঠাগত (এবং) তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানা রকম ধারণা পোষণ করছিলে।

১১. তখন মু’মিনগণকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল।

১২. আর মুনাফিকরা ও যাদের মনে ব্যাধি ছিল তারা যখন বলছিল– আল্লাহ এবং তাঁর রসুল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

১৩. আর তাদের একদল (মুনাফিকরা) বলেছিল– হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোনো স্থান নেই তোমরা ফিরে চলো। আর তাদের মধ্যে একদল নবীর কাছে (অব্যাহতির) অনুমতি প্রার্থনা করে বলছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত। অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে তারা পলায়ন করতে চেয়েছিল।

১৪. আর যদি (ইয়াসরিবের) চতুর্দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে (শত্রুদের)

প্রবেশ ঘটতো অতঃপর তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো তবে তারা অবশ্যই তাই করে বসতো এবং তারা এতে সামান্যই অপেক্ষা করতো।
১৫. আর এরা পূর্বে অবশ্যই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন (পলায়ন) করবে না। আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।
১৬. বলো, পলায়নে তোমাদের কোনো লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন করো এবং তা করলে তোমরা ভোগ করার জন্য সামান্য সময়ই পাবে।
১৭. বলো, কে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল অথবা অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন? আর তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।
১৮. আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা (যুদ্ধ ও যুদ্ধ সম্পর্কিত কাজে) বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদের বলে, আমাদের সঙ্গে এসো। আর তারা কমই যুদ্ধে অংশ নেয়।
১৯. (যে কয়জন এসেছে তারাও) তোমাদের ব্যাপারে কার্পণ্যকারী। আর যখন ভীতি আসে তখন তুমি দেখবে মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির মতো চোখ উল্টে তারা তোমার দিকে তাকায়। কিন্তু যখন ভয় চলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদের লালসায় তোমাদের তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা ঈমান আনেনি এজন্য আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর পক্ষে তা সহজ।
২০. তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। আর যদি সম্মিলিত বাহিনী (আবার) এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, (ভালো হতো) যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে অবস্থান করে তোমাদের সংবাদ নিতো। আর তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ কমই করতো।

রুকু : ৩

২১. অবশ্যই তোমাদের মধ্যের তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে পাওয়ার আশা করে এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করে (আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে)।
২২. আর মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো তারা বলে উঠলো– এ তো তাই, আল্লাহ ও তাঁর রসুল যার প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেলো।
২৩. মু'মিনদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ

করেছে। তাদের কেউ স্বীয় (শাহাদাতের) পণ পূর্ণ করেছে এবং কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের (অঙ্গীকারে) কোনো পরিবর্তন করেনি।

২৪. যেন আল্লাহ সত্যবাদীদের পুরস্কৃত করতে পারেন তাদের সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা অনুযায়ী মুনাফিকদের শাস্তি দেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করেন[১]। আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মুনাফিকদের শাস্তি হয় অথবা তাদের তাওবা কবুল হয়।

২৫. আর আল্লাহ কাফিরদের ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোনো কল্যাণ লাভ করেনি। আর যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রতাপশালী।

২৬. আর আহলে কিতাবের মধ্যে যারা তাদের সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে অবতরণ করালেন এবং তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করলেন, (আজ) তোমরা তাদের একদলকে হত্যা করেছো এবং একদলকে করেছো বন্দি।

২৭. আর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের অধিকারী করালেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ এবং এমন ভূমি যাতে তোমরা এখনও পদার্পণ করোনি[১]। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তোমরা অধিকারী হলে ... ...।

রুকু : ৪

২৮. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলো– তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করো তবে এসো আমি তোমাদের (তালাক পরবর্তী) ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং ভালোভাবে তোমাদের বিদায় দেই।

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসুল ও আখিরাত কামনা করো তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা আল্লাহ তাদের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।

৩০. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজে লিপ্ত হলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তিদেওয়া হবে। আর এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

পারা-২২

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমরা দুইবার পুরস্কার দেবো। আর তার জন্য আমরা সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি।

৩২. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে (পর-পুরুষের সাথে) কোমলকণ্ঠে কথা বলো না, যাতে মনে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।

৩৩. আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং (ইসলামপূর্ব) জাহিলী যুগের[১] মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না এবং তোমরা সালাত কায়েম করবে[২] ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অনুগত থাকবে। হে (নবী) পরিবার, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অপবিত্রতা দূও করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া যুগ। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে। সালাত কায়েম করা বিষয়টি আরও জানার জন্য দেখুন সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩৪. আর আল্লাহর আয়াত[১] ও হিকমাহ[২] হতে যা তোমাদের ঘরে তিলাওয়াত করা হয়[৩] তা তোমরা স্মরণ রাখবে। নিশ্চয় আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবহিত।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্য ধারণকারী আয়াত।

২. **হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) :** কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

৩. শেখানো ও অনুসরণ করা হয়।

রুকু : ৫

৩৫. নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারিনী নারী, যৌন অঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক যিক্‌রকারী[১] পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১. অধিক কুরআন অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণকারী।

৩৬. আর আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মু'মিন নর-নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার নেই। আর কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসুলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

৩৭. আর যখন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, তাকে তুমি বলেছিলে– তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রেখো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আর তুমি তোমার মনে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আর তুমি লোকজনকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়িদ যখন তার সাথে ফয়সালা করলো (তালাক দিলো) তখন আমরা তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে, মু'মিনদের পালকপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে ফয়সালা করলে (তালাক দিলে) সেসব রমনীকে বিবাহ করায় তাদের কোনো বাধা না থাকে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

৩৮. আল্লাহ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্যকোনো বাধা নেই। পূর্বে যেসব (নবী) অতীত হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর নীতি/বিধান। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হওয়ার জন্য নির্ধারিত আছে সুনির্দিষ্ট কদর[১]।

১. সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম/নীতিমালা/বিধান।

৩৯. যারা আল্লাহর বাণী প্রচার করে ও তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আল্লাহ তার হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে (উপস্থিত) কোনো ব্যক্তির পিতা নয় বরং সে আল্লাহর রসুল এবং নবীগণের শেষ নবী[১]। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত।

১. মুহাম্মাদ (স.) শেষ নবী হওয়ার দলিল।

রুকু : ৬

৪১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ রাখো বেশি বেশি যিক্‌র করে[১]।

১. তোমরা আল্লাহকে স্মরণে রাখো তাঁর আদেশ, নিষেধ ও তথ্যের মৌলিকগুলো ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ কুরআন বেশি বেশি অধ্যয়ন ও স্মরণ রাখার মাধ্যমে।

৪২. আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ করো (সালাত আদায় করো)।

৪৩. তিনি তোমাদের ওপর (অতিবড়ো) অনুগ্রহ করেছেন[১] এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য। আর তিনি মু'মিনদের প্রতি অসীম দয়ালু।

১. তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য আল কুরআন দেওয়ার মাধ্যমে অতি বড়ো অনুগ্রহ করেছেন।

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সম্মানজনক পুরস্কার।

৪৫. হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসেবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।

৪৬. আর আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী হিসেবে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।[১]

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম /বিধান অনুযায়ী তাঁর দিকে আহবানকারী হিসেবে এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত জ্ঞানের আলো বিতরণকারী হিসেবে।

৪৭. আর তুমি মু'মিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাঅনুগ্রহ (জান্নাত)।

৪৮. আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করো না, তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করো এবং নির্ভর করো আল্লাহর ওপর। আর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৪৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা মু'মিন নারীদের বিয়ে করার পর তাদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। অতঃপর তোমরা তাদের কিছু সামগ্রী দেবে এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে বিদায় করবে।

৫০. হে নবী! আমরা তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে যাদের মোহর তুমি প্রদান করেছো এবং তোমার ডান হাতের মাধ্যমে মালিক হওয়া (যুদ্ধ-বন্দি) নারীদের মধ্যে যাদের আল্লাহ ফাই[১] হিসেবে তোমাকে

দান করেছেন এবং তোমার চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামার কন্যা ও খালার কন্যা যারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছে। কোনো মু'মিন নারী নবীর কাছে নিজকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে (সেও বৈধ)। এটা সুনির্দিষ্টভাবে তোমার জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। তাদের (মু'মিনদের) স্ত্রী ও ডান হাতের মাধ্যমে মালিকানাধীন হওয়া (যুদ্ধ-বন্দি) নারীদের বিষয়ে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা আমাদের অবশ্যই জানা আছে। (বিধানটি এ জন্য) যাতে তোমার (দায়িত্ব পালনে) কষ্ট না হয়[২]। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. যুদ্ধ-বন্দি মহিলাদের মধ্য হতে যাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ব্যক্তির ওপর অর্পিত হয়।

২. বয়স, যোগ্যতা, বুদ্ধি, বংশ, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি দিক দিয়ে পার্থক্য সম্বলিত অনেক মহিলাকে বিবাহ করা এবং একসাথে ১২ জন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি রসুল (স.)-কে দেওয়ার কারণ হলো– অনেক মহিলাকে তিনি যাতে একান্তভাবে ইসলাম শেখাতে পারেন। অতঃপর তাদের মাধ্যমে মাহিলাদের বিশেষ করে মহিলাদের শারীরিক বিশেষ অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে ইসলামের বিধান প্রচার করা তার জন্য সহজ হয়।

৫১. তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে স্থান দিতে পারো। আর তুমি যাকে দূরে রেখেছো তাকে কামনা করলে তোমার কোনো অপরাধ নেই। (তোমার জন্য) এ (বিশেষ ব্যবস্থা) এজন্য যে এতে তাদের চক্ষু শীতল করা (তুষ্টি) সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না, আর তাদের তুমি যা দেবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট থাকবে। আর তোমাদের মনে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল।

৫২. এরপর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার ডান হাতের মাধ্যমে মালিক হওয়া (যুদ্ধ-বন্দি) নারীদের ছাড়া। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

রুকু : ৭

৫৩. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে খাবার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে খাবার গ্রহণের জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদের আহবান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং খাবার গ্রহণ শেষে তোমরা চলে যাও; আর তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। নিশ্চয় তোমাদের এই আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু সে তোমাদের

(উঠিয়ে দিতে) সংকোচ বোধ করে। তবে আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার স্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের মনের চাহিদার দিক দিয়ে অধিকতর ত্রুটিমুক্ত। তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেওয়া সমীচীন নয় এবং তাঁর (মৃত্যুর) পর তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নয়। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে এটা ঘোরতর (অপরাধ)।
৫৪. তোমরা কোনো বিষয় প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত।
৫৫. তাদের (নবীর স্ত্রীদের) জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, সেবিকা এবং তাদের ডান হাতের মাধ্যমে মালিক হওয়া (যুদ্ধ-বন্দি) নারীদের ব্যাপারে (হিজাবের এ বিধান পালন না করা) অপরাধ নয়। আর (হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমরা আল্লাহ সচেতন হও। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।
৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তার (দাওয়াতের) প্রতি যথাযথভাবে আত্মসমর্পণ করো।
৫৭. নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে কষ্টদেয় আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ দেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।
৫৮. আর যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের কষ্ট দেয় এমন অপরাধের জন্য যা তারা করেনি, তারা অবশ্যই অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

রুকু : ৮

৫৯. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মু'মিনদের স্ত্রীদের বলো– তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। এতে তাদেরকে (সৎচরিত্রা মহিলা হিসেবে) চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
৬০. যদি মুনাফিকরা, যাদের মনে ব্যাধি আছে তারা এবং শহরে গুজব রটনাকারীরা বিরত না হয় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাদের ওপর তোমাকে কর্তৃত্ব দান করবো, এরপর তাতে (এই নগরীতে) তোমার প্রতিবেশীরূপে তারা অল্প সময়ই থাকবে।
৬১. অভিশপ্ত হয়ে। তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে

এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।
৬২. পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আর তুমি কখনও আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।
৬৩. লোকজন তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। আর তুমি তা কী করে জানবে? সম্ভবত কিয়ামত অতি নিকটবর্তী।
৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।
৬৫. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।
৬৬. যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে হায় (আফসোস)! আমরা যদি আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করতাম।
৬৭. আর তারা আরও বলবে– হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও সম্ভ্রান্তদের আনুগত্য করেছিলাম কিন্তু তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে।
৬৮. হে আমাদের রব! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের দিন মহাঅভিশাপ।

রুকু : ৯

৬৯. হে যারা ঈমান এনেছো! মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না। তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন। আর আল্লাহর কাছে সে মর্যাদাবান।
৭০. হে যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং সঠিক কথা বলো।
১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।
৭১. (তাহলে) তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের জন্য তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন।[১] আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।
১. তাহলে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তোমাদের আ'মলসমূহ সংশোধিত হবে এবং তোমাদের পাপসমূহ মোচন হবে। (ক্ষমা পাওয়ার প্রোগ্রামের জন্য দেখুন সুরা বাকারা আয়াত নং ২৮৪)।

৭২. নিশ্চয় আমরা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার ওপর এই আমানত[১] পেশ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করলো ও তাতে শঙ্কিত হলো এবং মানুষ তা বহন করলো। নিশ্চয় সে (মানুষ) বড়ো জালিম[২] ও অতিশয় জাহিল[৩]।

১. কুরআন অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ করার দায়িত্ব।
২. দায়িত্ব নিয়ে তা পালন না করার কারণে বড়ো জালিম।
৩. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে অতিশয় জাহিল। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৭৩. পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দেবেন এবং মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদের তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

সুরা : ৩৪

সাবা’

সাবা সাম্রাজ্য, মাক্কী, আয়াত : ৫৪, রুকু : ৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবকিছুর মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাবান ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

২. তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু এতে উত্থিত হয়। আর তিনি পরম দয়ালু ও অতি ক্ষমাশীল।

৩. আর কাফিররা বলে, আমাদের কাছে কিয়ামত আসবে না। বলো, হ্যাঁ আমার রবের শপথ অবশ্যই তোমাদের কাছে তা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ জিনিস কিংবা তার চেয়েও ছোটো অথবা বড়ো কিছু তাঁর অগোচরে নেই, (তা সবই) একটি স্পষ্ট কিতাবে[১] লিপিবদ্ধ আছে।

১. লাওহে মাহফুজে থাকা উম্মুল কিতাবে।

৪. এটা এজন্য যে, যারা মু’মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাদের পুরস্কৃত

করবেন। তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবনসামগ্রী।

৫. আর যারা আমাদের আয়াতকে[১] ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা চালায় তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে।

৬. আর যাদের (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা দেখে যে, তাদের রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে সেটি (কুরআন) সত্য[১]। আর এটা মহাপ্রতাপশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহর দিকে পথনির্দেশ করে[২]।

১. যারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (নীতিমালা) অনুযায়ী আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী হয়েছে তারা জ্ঞানের চোখে দেখে যে, তাদের রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়া কুরআন সত্য।

২. কুরআন মহাপ্রতাপশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ পেতে দিক-নির্দেশনা দেয়।

৭. আর কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদের এমন ব্যক্তির সন্ধান দেবো যে তোমাদেরকে সংবাদ দেয় যে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা অবশ্যই নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে?

৮. না জেনে সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি পাগল? বস্তুত যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা শাস্তি ও সুদূরপ্রসারী পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

৯. তারা কি তাদের সামনে ও পিছনে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তার প্রতি লক্ষ করে না? আমরা (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে তাদেরসহ ভূমি ধসিয়ে দিতে পারি অথবা তাদের ওপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাতে পারি। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি বান্দার জন্য[১]।

১. নিশ্চয় এ কথার মধ্যে অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি বান্দার জন্য তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে।

রুকু : ২

১০. আর আমরা নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (আমরা আদেশ করেছিলাম) হে পর্বতমালা! তোমরা তার (দাউদের) সাথে একাত্মতা করো এবং পাখীদেরকেও[১]। তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম।

১. দাউদ (আ.) সুমধুর কণ্ঠে তাসবীহ পাঠ করতেন। তাঁর তাসবীহের সুর শুনে পাহাড় ও পাখিরা একাত্ম হয়ে যেত।

১১. (এ নির্দেশসহ) যে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করো[১] এবং বর্ম তৈরি করতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ রক্ষা করো, আর (দাউদ বংশের লোকেরা) তোমরা সৎকাজ করো। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করো আমি তা নিখুঁতভাবে দেখি।

১. দাউদ (আ.) গরম করা ছাড়াই হাত দিয়ে লোহাকে নরম করে বর্মসহ বিভিন্ন জিনিস বানাতে পারতেন।

১২. আর আমরা সুলাইমানের জন্য (নিয়োজিত করেছিলাম) বাতাসকে, যা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতো। আর আমরা তার জন্য (গলিত) তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। আর তার রবের অনুমতিক্রমে জ্বিনদের অনেকে তার সামনে কাজ করতো। আর তাদের মধ্যে যে আমাদের নির্দেশ অমান্য করেছে তাকে আমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

১৩. তারা তাঁর (সুলাইমানের) ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাওরের মতো বড়ো পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করতো। (আমরা বলেছিলাম) হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাকো।[১] তবে আমার বান্দাদের মধ্যে কম সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।[২]

১. হে দাউদ পরিবার! যে অনুগ্রহ আমরা তোমাদের প্রতি করেছি তার কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকো।

২. আমার বান্দাদের মধ্যে কম সংখ্যকই আমার অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (মানুষের অধিকাংশই আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অথবা অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানা ছাড়াই কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)।

১৪. যখন আমরা তাঁর (সুলাইমানের) মৃত্যু ঘটালাম তখন তাদেরকে (জ্বিনদের) তাঁর মৃত্যুর বিষয় জানালো কেবল মাটির পোকা যারা তার লাঠি

খাচ্ছিলো। যখন সে পড়ে গেল তখন জ্বিনদের কাছে স্পষ্ট হলো যে তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।

১৫. অবশ্যই সাবা’বাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল একটি নিদর্শন। (তা হলো) দুইটি উদ্যান, একটি ডান দিকে অপরটি বাম দিকে। (তাদের বলা হয়েছিল) তোমরা তোমাদের রব প্রদত্ত রিযিক খাও এবং (এ অনুগ্রহের জন্য) তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো[১]। এটি একটি উত্তম নগরী এবং (তোমাদের রব) একজন ক্ষমাশীল রব।

১. তাদের বলা হয়েছিল তোমরা তোমাদের রব প্রদত্ত রিযিক খাও এবং এ অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

১৬. কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো, ফলে আমরা তাদের ওপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের উদ্যান দুটিকে পরিবর্তন করে দিলাম বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছের (দুটি উদ্যানে)।

১৭. আমরা তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে। আর আমরা কি কাফিরদের ছাড়া আর কাউকেই এমন প্রতিদান দেই?

১৮. আর তাদের ও যেসব জনপদের (সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের) প্রতি আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনুগ্রহ করেছিলাম[১] সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু বসতি স্থাপন করেছিলাম এবং ঐসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম। (তাদের বলেছিলাম) তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ করো দিন ও রাতে।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মানুষের কর্মপ্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল।

১৯. কিন্তু তারা বললো– হে আমাদের রব! আমাদের সফরগুলোর মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি করে দিন এবং তারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছিল, ফলে আমরা তাদের কাহিনি বানিয়ে দিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে ছত্রভঙ্গ করে দিলাম। নিশ্চয় এতে অবশ্যই প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে[১]।

১. নিশ্চয় আয়াতটির বক্তব্যে আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের জন্য অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে উৎকর্ষিত করে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে।

২০. আর অবশ্যই তাদের ওপর ইবলিস তার ধারণা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলো, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু’মিন দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করলো।

২১. আর তাদের ওপর তার (শয়তানের) কোনো আধিপত্য ছিল না, কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা তাতে সন্দিহান তা জেনে নেওয়াই (প্রকাশ করে দেওয়াই) ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। তোমার রব সকল বিষয় সংরক্ষণকারী।

রুকু : ৩

২২. বলো, তোমরা আহবান করো তাদের যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ইলাহ মনে করতে। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এ দুয়ের মধ্যে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর (আল্লাহর) সাহায্যকারীও নয়।

২৩. আর যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর কাছে অন্য কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না[১]। অবশেষে যখন তাদের মন থেকে ভয় দূর হবে তখন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের রব কী বলেছিলেন? তারা বলবে– যা সত্য তা-ই। তিনি সুউচ্চ ও সুমহান।

১. সুপারিশ/শাফায়াত বিষয়ে পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; ঝুমার/৩৯ : ১৯; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ২৭৫; নিসা/৪ : ৪; মু’মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?’ (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

২৪. বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদের জন্য জীবনসামগ্রী প্রদান করেন? বলো, আল্লাহ। আর এটা নিশ্চিত যে– হয় আমরা না হয় তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত অথবা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়।

২৫. বলো, আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না।

২৬. বলো, আমাদের রব আমাদের সবাইকে একত্র করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সর্বজ্ঞ।

২৭. বলো, তোমরা আমাকে তাদের দেখাও যাদের শরীকরূপে তাঁর সাথে

জুড়ে দিয়েছো। না, কখনও না। বরং তিনি আল্লাহ, মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।

২৮. আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

২৯. আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?

৩০. বলো, তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না আর ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।

রুকু : ৪

৩১. আর কাফিররা বলে, আমরা কুরআনে কখনও বিশ্বাস করবো না এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। আর তুমি যদি দেখতে জালিমদের যখন তাদের রবের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে, যখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদের দুর্বল মনে করা হতো তারা, যারা ক্ষমতাশালী ছিল তাদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু’মিন হতাম।

৩২. যারা ক্ষমতাশালী ছিল তারা যাদের দুর্বল মনে করা হতো তাদের বলবে– তোমাদের কাছে পথনির্দেশিকা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।

৩৩. আর যাদের দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাশালীদের বলবে– প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে যখন আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক সাব্যস্ত করি। আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে। আর আমি কাফিরদের গলায় শিকল পরাবো। তারা যা করতো কেবল তারই প্রতিফল তাদের দেওয়া হবে।

৩৪. আর যখনই আমরা কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তার বিলাসী অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

৩৫. আর তারা আরও বলতো, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী। সুতরাং আমাদের কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না।

৩৬. বলো, আমার রব যার জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করেন জীবনসামগ্রী বর্ধিত করেন এবং সীমিত করেন[১]। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

১. আমার রবের তৈরি জীবনসামগ্রী পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে কারো জীবনসামগ্রী বর্ধিত হয় এবং কারো সীমিত হয়।

রুকু : ৫

৩৭. আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয়, যা তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী করে দেবে, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের কথা ভিন্ন। তারাই তাদের কাজের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার এবং তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।

৩৮. আর যারা আমাদের আয়াতকে[১] ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তাদের শাস্তির জন্য একত্রিত করা হবে।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে।

৩৯. বলো, নিশ্চয় আমার রব তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা জীবনসামগ্রী বর্ধিত করেন এবং তা সীমিত করেন, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

৪০. আর যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি তোমাদের পূজা করতো?

৪১. তারা (ফেরেশতারা) বলবে– আপনি পবিত্র মহান! আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়। বরং তারা তো পূজা করতো জ্বিনদের। তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।

৪২. আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা নেই। আর যারা অত্যাচার করেছিল তাদের বলবো, তোমরা যে আগুনের শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।

৪৩. আর তাদের কাছে যখন আমাদের স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াতসমূহ[১] তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, তোমাদের পূর্বপুরুষ যার দাসত্ব করতো[২] এই ব্যক্তি তার দাসত্বে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া কিছু নয়। আর কাফিরদের কাছে যখন সত্য আসে তখন তারা বলে, এটা তো এক সুস্পষ্ট জাদু।

১. কুরআনের স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

২. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪৪. আমরা (সরাসরি) এদেরকে (পূর্বে) কোনো কিতাব দেইনি যা এরা অধ্যয়ন করতো এবং তোমার পূর্বে এদের কাছে কোনো সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি।

৪৫. আর এদের পূর্ববর্তীরাও (রসুলগণকে) অস্বীকার করেছিল। আর তাদের আমরা (শক্তি ও ধন-সম্পদ) যা দিয়েছিলাম এরা (মক্কার কাফিররা) তার এক-দশমাংশও পায়নি, তবু তারা (পূর্ববর্তীরা) আমার রসুলদের অস্বীকার করেছিল। ফলে কত (ভয়ঙ্কর) হয়েছিল আমাদের শাস্তি।

রুকু : ৬

৪৬. বলো, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও অতঃপর তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকো[১]। (বুঝতে পারবে) তোমাদের সঙ্গী আদৌ পাগল নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।

১. মানুষ চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলে আল্লাহর কাছ হতে সমাধান আসে।
পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আনফাল/৮ : ২৪; শুরা/৪২ : ৫১ ও বাকারা/২ : ১৮৬।
বিষয়টি নিয়ে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন শীঘ্রই প্রকাশ করতে যাচ্ছে, ‘আল্লাহর সাথে কথা বলেজ্ঞান ও দিক নির্দেশনা লাভ করার পদ্ধতি’ (গবেষণা সিরিজ-৪০) নামক বই।

৪৭. বলো, আমি তোমাদের কাছে যে প্রতিদানই চাই তা তোমাদেরই জন্য। আমার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে। আর তিনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী।

৪৮. বলো, নিশ্চয় আমার রব সত্য দিয়ে অসত্যকে আঘাত করেন। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে অধিক অবগত।

৪৯. বলো, সত্য এসেছে। আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।

৫০. বলো, আমি পথভ্রষ্ট হলে পথভ্রষ্টতার পরিণাম আমারই। আর যদি আমি সঠিকপথে থাকি তবে তা এজন্য যে, আমার প্রতি আমার রব ওহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন ও অতি নিকটবর্তী।

৫১. তুমি যদি দেখতে (কিয়ামতের দিন) যখন এরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে তখন তারা পালাতে পারবে না বরং তাদেরকে (অপরাধী ধরার মতো) পাকড়াও করা হবে।

৫২. আর এরা বলবে, আমরা তাতে ঈমান আনলাম। কিন্তু (এতো) দূরবর্তী স্থান থেকে তারা (দুনিয়া) নাগাল পাবে কীভাবে?

৫৩. অথচ তারা পূর্বে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর তারা দূরবর্তী স্থান থেকে[১] অদৃশ্য বিষয়ের ওপর মন্তব্য করতো।

১. সত্য থেকে দূরে থেকে।

৫৪. আর (সেদিন) তাদের ও তাদের (সত্য পাওয়ার) কামনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে যেমন পূর্বে করা হয়েছিল এদের সমমনাদের ক্ষেত্রে। নিশ্চয় তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

সুরা : ৩৫

ফাতির

সৃষ্টির সূচনাকারী, মাক্কী, আয়াত : ৪৫, রুকু : ৫

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. সকল প্রশংসা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই যিনি ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহক নিযুক্ত করেছেন, যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাশক্তিমান।

২. আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী নেই। আর তিনি কিছু আটকে রাখতে চাইলে তারপর কেউ তা উন্মুক্তকারী নেই। আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৩. হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া কি কোনো স্রষ্টা আছে যে তোমাদের আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে জীবনসামগ্রী দান করে? তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাহলে তোমরা কোন দিকে ফিরে যাচ্ছো?

৪. আর এরা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে (জেনে রেখো) তোমার পূর্বেও রসুলদের মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আর আল্লাহর কাছে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫. হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে। আর প্রতারক (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে।

৬. নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো। নিশ্চয় সে তার দলবলকে আহবান করে কেবল এজন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।

৭. যারা কুফরী করে[১] তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১. অস্বীকার বা অস্বীকারের কাছাকাছি অবস্থানে থেকে আদেশ/নিষেধ অমান্য করে।

রুকু : ২

৮. কাউকে যদি তার মন্দ কাজকে আকর্ষণীয় করে দেখানো হয় এবং সে তাকে উত্তম মনে করে (সে ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎকাজ করে?)। কিন্তু নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন[১]। অতএব তাদের জন্য আফসোস করে তোমার প্রাণ যেন চলে না যায়। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।

১. নিশ্চয় আল্লাহর তৈরি পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কাজ করার কারণে মানুষ পথভ্রষ্ট হয় এবং সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার কারণে মানুষ সঠিক পথ পায়।

৯. আর আল্লাহ যিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর এ দিয়ে মেঘমালা সঞ্চালিত করেন, তারপর আমরা তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর আমরা এ দিয়ে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করি। এভাবেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।[১]

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী বায়ু প্রবাহিত হয়, অতঃপর এ দিয়ে মেঘমালা সঞ্চালিত হয়, তারপর নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে তা পরিচালিত হয়, অতঃপর এ দিয়ে পৃথিবী তার মৃত্যুর পর জীবিত হয়। এভাবেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

১০. কেউ সম্মান চাইলে (সে জেনে রাখুক) সব সম্মানের অধিকারী আল্লাহই। তাঁর (আল্লাহর) দিকে ওঠে সত্য কথা এবং সৎকাজ তাকে ওঠায়। আর যারা মন্দকাজের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই।

১১. আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে[১]। অতঃপর ফোঁটা থেকে[২]। তারপর তোমাদের করেছেন জোড়া জোড়া। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। আর না দীর্ঘায়ুদের মধ্য হতে কেউ আয়ু পায়, আর না কমে তার আয়ু হতে কিছু (আয়ু) কিতাবে থাকা ছাড়া।[৩] নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

১. মাটির মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন থেকে।

২. অতঃপর ফোঁটা আকৃতির বস্তু থেকে।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১০

৩. দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত মানুষেরা আয়ু পায় এবং মানুষের আয়ুর শেষসীমা হতে আয়ু কমে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত উম্মুল কিতাবে থাকা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী। নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৭৯; আন'আম/৬ : ২; হাজ্জ/২২ : ৫; আলে-ইমরান/৩ : ১৪৫ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৭) নামের বইটি।

১২. আর সমুদ্র দুটি এক রকম নয়। একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয় আর অপরটির পানি লোনা ও খারযুক্ত। আর প্রত্যেকটি থেকে তোমরা টাটকা (Fresh/পচা নয় এমন) গোশত আহার করো এবং আহরণ করো অলংকার (মুক্তা) যা তোমরা পরিধান করো। আর তোমরা দেখো তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো[১]।

১. যাতে তোমরা এ সব অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

১৩. তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে[১]। আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব, শাসন ক্ষমতা তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো তারা তো খেজুর বীচির আবরণেরও অধিকারী নয়।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী রাত দিনে প্রবেশ করে এবং দিন প্রবেশ করে রাতে।

১৪. তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শোনে না। আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। আর তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছো তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের (আল্লাহর) মতো অন্য কেউ তোমাকে (এ সকল খবর) জানাতে পারবে না।

রুকু : ৩

১৫. হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতীব প্রশংসিত।

১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের পৃথিবী থেকে অপসারণ করতে পারেন এবং নিয়ে আসতে পারেন এক নতুন সৃষ্টি।

১৭. আর এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।

১৮. কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকে তা (বোঝা) বহন করতে ডাকে তবে তার কিছুই বহন করবে না কাছের আত্মীয় হলেও। নিশ্চয় তুমি কেবল

তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে[১]। আর যে পরিশুদ্ধ হয় সে পরিশুদ্ধ হয় নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর গন্তব্যস্থল আল্লাহরই দিকে।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে অধিক জানার জন্য সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

১৯. আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়।

২০. আর (সমান) নয় অন্ধকার ও আলো।

২১. আরও (সমান) নয় ছায়া ও রোদ।

২২. আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা শোনার ক্ষমতা দেন[১]। যে কবরে রয়েছে তাদেরকে তুমি শোনাতে সমর্থ হবে না।

১. আল্লাহর তৈরি শোনা, তারপর বোঝা, অতঃপর গ্রহণ করার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ শোনে, বোঝে ও গ্রহণ করে।

২৩. তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

২৪. নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। আর এমন কোনো সম্প্রদায় অতিবাহিত হয়নি যার কাছে সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।

২৫. এরা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে এদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাদের কাছে এসেছিল তাদের রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, লিখিত নির্দেশনাবলি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।

২৬. অতঃপর আমরা কাফিরদেরকে পাকড়াও করেছিলাম, আর কী ভয়ঙ্কর ছিল আমাদের শাস্তি!

রুকু : ৪

২৭. তুমি কি দেখো না, আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমরা এ দিয়ে বিভিন্ন রকম ফলমূল উৎপন্ন করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে নানান রঙের গিরিপথ, সাদা, লাল ও নিকষ কালো।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।

২৮. আর এভাবে রং-বেরঙের মানুষ, জন্তু ও গৃহপালিত পশু রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যেশুধু জ্ঞানীগণ[১]। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও ক্ষমাশীল।

১. আয়াত নং ২৭ ও ২৮ এ উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারবে বিজ্ঞানীগণ। তাই, আয়াতাংশের শিক্ষা হবে নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে।

২৯. নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত (অধ্যয়ন) করে, সালাত কায়েম করে[১] এবং তাদের যে জীবনসামগ্রী দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা আশা করে এমন ব্যাবসায়ের, যার ক্ষয় নেই।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে। সালাত কায়েম করা সম্পর্কে অধিক জানার জন্য সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

৩০. এজন্য যে, আল্লাহ তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশি দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদান দাতা।

৩১. আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য, এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্যদানকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাদের সবকিছুর খবর রাখেন ও দেখেন।

৩২. অতঃপর আমরা কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে যাদের আমরা মনোনীত করেছি। অতঃপর তাদের কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী[১]। কেউ মধ্যম অবস্থানে[২]। আর কেউ আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় নেক আ'মলসমূহে অগ্রগামী[৩]। এটাই মহাঅনুগ্রহ[৪]।

১. কেউ প্রায় জীবন বাঁচানোর মতো ওজরের কারণে বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করে। অর্থাৎ সগীরা (ছোটো) গুনাহগার।

২. কেউ মধ্যম মাত্রার ওজরের কারণে বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করে। অর্থাৎ মধ্যম (না ছোটো না বড়ো) গুনাহগার।

৩. কেউ আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে নেক আ'মলে অগ্রগামী। অর্থাৎ আমলনামায় গুনাহ না থাকা মু'মিন/নেককার মু'মিন।

৪. নেককার মু'মিন হিসেবে পরকালে যেতে পারা আল্লাহর মহাঅনুগ্রহ।

৩৩. স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে[১], সেখানে তাদের স্বর্ণ নির্মিত কঙ্কন ও মুক্তা দিয়ে অলংকৃত করা হবে। আর সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

১. নেককার মু'মিনগণ শাফায়াত ছাড়া জান্নাত পাবে। আর অন্য দু'বিভাগের মু'মিনদের জান্নাতে যেতে শাফায়াতের প্রয়োজন হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও

৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; ঝুমার/৩৯ : ১৯; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ২৭৫; নিসা/৪ : ৪; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি।
বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

৩৪. আর তারা বলবে– প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূরীভূত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আমাদের রব (আল্লাহ) অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদান দাতা।

৩৫. যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন। সেখানে কষ্ট আমাদের স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।

৩৬. আর যারা অমান্য করেছে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন।[১] (জাহান্নামে) তাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে তারা মরবে এবং তাদের থেকে তার (জাহান্নামের) শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমরা প্রত্যেক অমান্যকারীকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

১. অস্বীকার বা অস্বীকারের কাছাকাছি অবস্থানে থেকে আল্লাহর আদেশ/নিষেধ অমান্যকারী। অর্থাৎ কুফরীর কবীরা ও সাধারণ কবীরা গুনাহগার যারা কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।
পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩ ইত্যাদি।
বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি।

৩৭. আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে– হে আমাদের রব! আমাদেরকে মুক্তি দাও, আমরা সৎকাজ করবো, পূর্বে যা করেছি তা করবো না। (আল্লাহ বলবেন) আমরা কি তোমাদের এমন বয়স দান করিনি যাতে কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং (এখন শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করো, অতঃপর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

রুকু : ৫

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় জানেন। সদরে[১] যা আছে সে বিষয়ে নিশ্চয় তিনি অধিক অবহিত।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮**

৩৯. তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ অস্বীকার করলে তার অস্বীকার করার জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। আর অস্বীকারকারীদের অস্বীকার করা তাদের রবের কাছে কেবল অসন্তুষ্টিই বৃদ্ধি করে। আর অস্বীকারকারীদের অস্বীকার কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

৪০. বলো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো, সেসব অংশীদারের কথা ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও, আর আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে কি? নাকি আমরা তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের ওপর এরা নির্ভর করে? বস্তুত অত্যাচারীরা একে অপরকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না প্রতারণা ছাড়া।

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ধরে রাখেন যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রাখবে? নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল ও ক্ষমাশীল।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।

৪২. আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলতো যে, তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী এলে অবশ্যই তারা (পূর্ববর্তী) উম্মতসমূহের মধ্যকার যেকোনোটির চেয়ে অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তাদের কাছে যখন সতর্ককারী এলো তখন তা কেবল তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো।

৪৩. (আর তারা) পৃথিবীতে অধিক অহংকার করতে ও নিকৃষ্ট চাল চালতে শুরু করলো। আর মন্দ ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর মূলনীতিতে (প্রোগ্রাম) কখনও পরিবর্তন পাবে না এবং কখনও আল্লাহর মূলনীতিতে (প্রোগ্রাম) কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না।

৪৪. এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা দেখতে পেতো, আর তারা এদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আর আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোনো কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞাতা ও সর্বশক্তিমান।

৪৫. আর আল্লাহ মানুষকে যদি তাদের কৃতকর্মের জন্য (তাৎক্ষণিকভাবে) তার পৃষ্ঠে (ভূ-পৃষ্ঠে) পাকড়াও করতেন তবে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের

অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে হবেন পূর্ণ দৃষ্টিবান।

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুয়ায়ী তারা এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ পায়।

সুরা : ৩৬

ইয়াসীন

হুরুফে মুকাত্তা'য়াত, মাক্কী, আয়াত : ৮৩, রুকু : ৫

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. ইয়া-সীন।

২. শপথ বিজ্ঞানময়[১] কুরআনের।

১. বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যে পরিপূর্ণ কুরআনের।

৩. অবশ্যই তুমি রসুলদের অন্তর্ভুক্ত।

৪. তুমি স্থায়ী পথের ওপর (প্রতিষ্ঠিত)[১]।

১. স্থায়ী সঠিক পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৫. (কুরআন) মহাপ্রতাপশালী ও পরম দয়ালু আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ।

৬. যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরুষদের (সরাসরি) সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা বে-খবর।

৭. এদের অধিকাংশের ওপর (শাস্তির) বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।[১]

১. ইসলাম বিরোধী চিন্তা-ভাবনা ও কার্য-কলাপের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানের অবধারিত নীতি অনুযায়ী তারা ঈমান আনতে পারবে না।

৮. আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের গলার চিবুক পর্যন্ত (অবাধ্যতার) বেড়ি পরিয়েছি, তাই তারা 'উদ্ধত ঘাড়ের' অধিকারী।[১]

১. আমাদের অবাধ্যতায় তারা গলার চিবুক পর্যন্ত নিমজ্জিত হয়েছে, তাই আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা 'উদ্ধত ঘাড়' ধারণকারী হয়েছে।

৯. আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের (দৃষ্টি শক্তির) ওপর আবরণ রেখেছি, তাই তারা (সত্য) দেখতে পায় না।[১]

১. ইসলাম বিরোধী চিন্তা-ভাবনা ও কার্য-কলাপের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common

sense/আকল ধীরে ধীরে অবদমিত হতে হতে তার সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপিত হয়েছে (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে গেছে)। এর ফলে সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী তারা সত্য/ইসলাম সিদ্ধ বিষয় পড়ে বা দেখে বুঝতে পারে না।

১০. আর, তুমি তাদের সতর্ক করো বা না করো, তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না।[১]

১. তারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ঈমান আনতে পারবে না।

১১. নিশ্চয় কেবল তুমি সতর্ক করতে পারো তাকে যে উপদেশ মানে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে।[১] অতএব, তাকে তুমি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও।

১. তারাই শুধু সতর্ক হয় যাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল জাগ্রত থাকার কারণে যৌক্তিক ও কল্যাণকর বিষয় মানার মানসিকতা রাখে এবং বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা জেনে, না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে।

১২. নিশ্চয় আমরা মৃতকে জীবিত করবো এবং লিখে রাখি যা তারা আগে প্রেরণ করে এবং যা তারা পিছনে রেখে যায়। আর আমরা প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে(আমলনামা) সংরক্ষণ করে রেখেছি।

রুকু : ২

১৩. আর তাদের কাছে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করো সেই জনপদের অধিবাসীদের যখন তাদের কাছে এসেছিল রসুলগণ।

১৪. যখন আমরা তাদের কাছে দুজন রসুল পাঠিয়েছিলাম তখন তারা তাদের দুই জনকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। অতঃপর আমরা তাদেরকে শক্তিশালী করি তৃতীয় একজন দিয়ে, তারপর তারা বলেছিল আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।

১৫. তারা বললো, তোমরা আমাদের মতই মানুষ। আর দয়াময় আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছো।

১৬. তারা বললো, আমাদের রব জানেন নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।

১৭. আর স্পষ্ট পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব।

১৮. তারা বললো, আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পাথরের আঘাতে হত্যা করবো এবং অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।

১৯. তারা বললো, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। এটা কি এজন্য যে আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুত তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

২০. আর নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রসুলদের অনুসরণ করো।

২১. অনুসরণ করো তাদের যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত।

পারা-২৩

২২. আর (বিতর্ককালে সে বললো) আমার কী (যুক্তি) আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর দাসত্ব[১] করবো না?

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলো দেখুন– সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

২৩. আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করবো? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না।

২৪. এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পড়বো।

২৫. অবশ্যই আমি তোমাদের রবের ওপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো।

২৬. (শহীদ হওয়ার পর) তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলে উঠলো হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারতো।

২৭. যে কারণে আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২৮. অতঃপর আমরা তার (মৃত্যুর) পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং তা প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না।

২৯. তা ছিল কেবলমাত্র এক প্রচণ্ড শব্দ। অতঃপর সাথে সাথে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

৩০. আফসোস! বান্দাদের জন্য। তাদের কাছে যখনই কোনো রসুল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।

৩১. তারা কি লক্ষ করে না তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী আমরা ধ্বংস করেছি? যারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না।

৩২. আর অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হবে।

রুকু : ৩

৩৩. তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ভূমি যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য যা থেকে তারা আহার করে[১]।

১. যা আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সঞ্জীবিত হয় ...

৩৪. আর তাতে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের বাগান এবং তাতে উৎসারিত করি ঝরনা।

৩৫. যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফলমূল থেকে। অথচ তাদের হাত তা তৈরি করেনি। এরপরও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?[১]

১. এ সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পরও কি তারা কথা ও কাজের মাধ্যমে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না।

৩৬. পবিত্র সেই সত্তা যিনি ভূমি যা উৎপন্ন করে সেগুলো, তাদের নিজেদেরকে (মানবজাতি) এবং যে সৃষ্টি সম্পর্কে তারা জানে না, তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।

৩৭. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো রাত। তা দিয়ে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] দিনকে অপসারিত করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

১. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।

৩৮. আর সূর্য আবর্তন করে তার জন্য নির্ধারিত কক্ষপথে। এটা মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানীর (তৈরি) তাকদীর[১]।

১. মহান আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান/পরিচালনা পদ্ধতি।

৩৯. আর চাঁদের কদর[১] আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল, অবশেষে তা পুরাতন খেজুর ডালের আকার ধারণ করে।

১. প্রোগ্রাম/বিধান/পরিচালনা পদ্ধতি।

৪০. (আমার তৈরি প্রোগ্রাম ভঙ্গ করে) সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা। আর প্রত্যেকে (নিজ নিজ) কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।

৪১. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন[১] এই যে আমরা তাদের (পূর্ববর্তী) বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম।

১. আল্লাহ প্রেরিত একটি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়।

৪২. আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।[১]

১. আর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তোমরা অনুরূপ যানবাহন তৈরি করেছো যাতে তোমরা আরোহণ করো।

৪৩. আমরা (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে তাদের নিমজ্জিত করতে পারি, সে অবস্থায় তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং তারা মুক্তিও পাবে না।

৪৪. আমাদের অনুগ্রহ না হলে এবং একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে না দিলে।

৪৫. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমাদের সামনে ও পিছনে যা আছে সে সম্বন্ধে সতর্ক হও আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।

৪৬. আর যখনই তাদের রবের আয়াতসমূহের[১] মধ্য থেকে কোনো আয়াত তাদের কাছে আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

৪৭. আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো। (তখন) কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে– যাকে আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন তাকে কি আমরা খাওয়াব? প্রকৃতপক্ষে তোমরাই স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছো।

৪৮. আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?

৪৯. এরা অপেক্ষায় আছে এক প্রচণ্ড শব্দের যা এদের আঘাত করবে এদের বাক-বিতণ্ডাকালে।

৫০. তখন তারা ওসিয়াত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতেও পারবে না।

রুকু : ৪

৫১. আর যখন (শিঙায়) ফুঁ দেওয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে।

৫২. তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো? (তাদেরকে বলা হবে) দয়াময় আল্লাহ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসুলগণ সত্যই বলেছিলেন।

৫৩. এটা হবে কেবল এক প্রচণ্ড শব্দ। অতঃপর তাদের সবাইকে উপস্থিত করা হবে আমার সামনে।

৫৪. অতঃপর আজ কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।

৫৫. নিশ্চয় এ দিন জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন হবে।

৫৬. তারা এবং তাদের সঙ্গীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।

৫৭. সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত সবকিছু।

৫৮. পরম দয়ালু রবের পক্ষ থেকে তাদের বলা হবে 'সালাম'।

৫৯. আর হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।

৬০. হে বনী আদম! আমরা কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে– তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না[১]? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১. শয়তানের দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের কোনো কাজ করো না। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৬১. আর আমারই দাসত্ব করো। এটাই স্থায়ী পথ[১]।

১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৬২. আর (শয়তান) তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তবুও কি তোমরা আকল ব্যবহারকারী হবে না?[১]

১. তবুও কি তোমরা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারকারী হবে না?

৬৩. এটাই সে জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।

৬৪. আজ তোমরা এতে প্রবেশ করো, কারণ তোমরা একে অস্বীকার করতে।

৬৫. আমরা আজ এদের মুখে মোহর মেরে দেবো, আর এদের হাত কথা বলবে আমাদের সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।

৬৬. আর আমরা (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে অবশ্যই এদের চোখগুলোকে নিষ্প্রভ করে দিতে পারতাম, তখন এরা পথ চলতে চাইলে কী করে দেখতে পেতো।

৬৭. আর আমরা (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে অবশ্যই নিজ নিজ স্থানে এদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারতাম। ফলে এরা সামনের দিকেও চলতে পারতো না এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারতো না।

রুকু : ৫

৬৮. আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা যাকে দীর্ঘায়ু দান করি তাকে আমরা সৃষ্টিগত দিক দিয়ে পূর্বের (শিশুকালের) অবস্থায় ফিরিয়ে দেই।[১] তবুও কি তোমরা আকল/Common sense/বিবেককে ব্যবহার করবে না?[২]

১. এ অংশে মহান আল্লাহ তাঁর তৈরি বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) সকল মানুষের বোঝার মতো ভাষায় উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন– তাঁর তৈরি সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী যারা দীর্ঘায়ু পায় তাদের শরীরের কোষগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। তাই, জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্ম ক্ষমতার দিক দিয়ে তারা ধীরে ধীরে শিশুকালের অবস্থায় ফিরে যেতে থাকে। এটিই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process)।

২. এ অংশে আল্লাহ মানুষকে তিরস্কার করেছেন বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) দিয়ে জ্ঞানের বুনিয়াদি/ভিত্তি উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে মৃত্যু সময় সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা না করার জন্য।

৬৯. আর আমরা তাকে (রসুলকে) কবিতা শেখাইনি এবং এটা (কাব্য চর্চা) তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। এটা কেবল একটি যিক্‌র[১] এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত কুরআন।

১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ।

৭০. যাতে সে জীবিতদের সতর্ক করতে পারে এবং অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে[১] (শাস্তির) বাণী যৌক্তিক হতে পারে[২]।

১. অস্বীকারকারী বা অস্বীকারের কাছাকাছি অবস্থানে থেকে তথা না থাকার মতো ওজর থাকা অবস্থায় আদেশ/নিষেধ অমান্যকারী।

২. কেউ একটি বিষয় কোনোভাবে না জানতে পারলে, সে বিষয় অমান্য করার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া যৌক্তিক নয়।

৭১. তারা কি লক্ষ করে না যে, আমাদের হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের জন্য আমরা সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত পশু, অতঃপর তারা এগুলোর অধিকারী।

৭২. আর আমরা এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। অতঃপর এগুলোর কিছুসংখ্যক তাদের বাহন এবং কিছুসংখ্যক তারা আহার করে।

৭৩. তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা এবং আছে পানীয় বস্তু। এরপরও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?[১]

১. এ সব অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পরও কি তারা কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

৭৪. আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।
৭৫. কিন্তু এসব ইলাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়। আর তাদেরকে তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে।
৭৬. অতএব, তাদের কথা তোমাকে যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। নিশ্চয় আমরা জানি যা তারা গোপন করে ও যা তারা প্রকাশ করে।
৭৭. মানুষ কি দেখে না যে আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি ফোঁটা (সদৃশ বস্তু) থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। **❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১০**
৭৮. আর সে আমাদের সম্বন্ধে (মিথ্যা) উদাহরণ রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, কে হাড্ডিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে?
৭৯. বলো, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত।
৮০. তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপাদন করেন, অতঃপর তোমরা তা হতে আগুন প্রজ্বলিত করো।
৮১. আর যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি এদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি মহাস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।
৮২. তাঁর কার্যসম্পাদনের বিধি এই যে, যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’, আর তা হয়ে যায়।
৮৩. অতএব, পবিত্র সেই সত্তা যাঁর হাতে সবকিছুর সর্বময় কর্তৃত্ব এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

সুরা : ৩৭

আস সাফ্ফাত

সারিবদ্ধ, মাক্কী, আয়াত : ১৮২, রুকু : ৫

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম তাদের (সে ফেরেশতাদের) যারা কাতারে কাতারে সারিবদ্ধ।
২. তারপর কসম তাদের (সে ফেরেশতাদের) যারা ধমক দিয়ে (শয়তানদের) তাড়িয়ে বেড়ায়।
৩. অতঃপর কসম তাদের যারা যিক্র[১] তিলাওয়াত করে[২]

১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ কুরআন।
২. আবৃত্তির সুরে তথা যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে বুঝে বুঝে পড়ে ও অনুসরণ করে।
পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১২১; মুজ্জাম্মিল/৭৩ : ৪; কীয়ামাহ/৭৫ : ১৬-১৯ ইত্যাদি।
বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সূর?’ (গবেষণা সিরিজ-১০) নামের বইটি।

৪. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ অবশ্যই একজন।

৫. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুর রব এবং সব উদয়স্থলের রব।

৬. নিশ্চয় আমরা দুনিয়ার আকাশকে নক্ষত্ররাজির সৌন্দর্য দিয়ে সুশোভিত করেছি।

৭. আর সুরক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে।

৮. (তাই) তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছুই শ্রবণ করতে পারে না এবং সবদিক থেকে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়।

৯. (তাদেরকে) বিতাড়িত করার জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি।

১০. তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পিছু ধাওয়া করে।

১১. অতঃপর তাদের জিজ্ঞেস করো, তারাই কি কঠিনতম সৃষ্টি, না আমি (অন্য) যা সৃষ্টি করেছি তা? নিশ্চয় তাদের আমি সৃষ্টি করেছি আঠালো মাটি থেকে[১]।

১. মাটির মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন থেকে।

১২. বরং এতে (আল্লাহর কুদরত দেখে) তুমি বিস্ময়বোধ করছো; আর তারা করছে বিদ্রুপ।

১৩. আর যখন তাদের উপদেশ দেওয়া হয় তারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

১৪. আবার তারা কোনো আয়াত[১] দেখলে উপহাস করে।

১. আল্লাহ প্রেরিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়।

১৫. আর বলে, এটা এক সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া কিছুই নয়।

১৬. আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হবো তখনও কি আমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে?

১৭. আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও?

১৮. বলো, হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।

১৯. তা একটি মাত্র শব্দ, আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে।

২০. আর তারা বলবে, দুর্ভোগ আমাদের! এটাই বিচার দিবস।
২১. এটাই ফয়সালার দিন যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।

রুকু : ২

২২. (ফেরেশতাদের বলা হবে) একত্র করো জালিম ও তাদের জুড়ি/সহচরদের এবং তাদেরকেও যাদের দাসত্ব তারা করতো।
২৩. আল্লাহর পরিবর্তে। অতএব তাদের পরিচালিত করো জাহান্নামের পথে।
২৪. আর তাদেরকে থামাও, নিশ্চয় তাদের প্রশ্ন করা হবে।
২৫. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছো না?
২৬. বস্তুত সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে।
২৭. আর তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে প্রশ্ন ছোড়াছুড়ি করবে।
২৮. তারা বলবে, তোমরা ডান দিক থেকে আমাদের কাছে আসতে[১]।
১. দক্ষিণপন্থি সেজে ধোঁকা দিতে।
২৯. তারা (জালিম নেতারা) বলবে, বরং তোমরা মু'মিনই ছিলে না।
৩০. আর তোমাদের ওপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।
৩১. অতঃপর আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের রবের কথা সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।
৩২. আমরা তোমাদের বিপথগামী করেছিলাম কারণ আমরা নিজেরাই বিপথগামী ছিলাম।
৩৩. তাই নিশ্চয় তারা সকলেই সে দিন শাস্তির অংশীদার হবে।
৩৪. নিশ্চয় অপরাধীদের প্রতি আমরা এমনই করে থাকি।
৩৫. তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই বলা হলে তারা অবশ্যই অহঙ্কার করতো।
৩৬. আর বলতো আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের ইলাহগণকে বর্জন করবো?
৩৭. বরং সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং সে রসুলদের সত্য বলে স্বীকার করেছে।
৩৮. তোমরা অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।
৩৯. আর তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে।
৪০. তবে তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা[১]।
১. তারা নয় যারা বিভিন্ন অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে দৃঢ় ঈমানদার হয়ে জীবন পরিচালনা করে তথা প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।
৪১. তাদের জন্য আছে নির্ধারিত জীবনসামগ্রী।

৪২. ফলমূল। আর তারা হবে সম্মানিত।
৪৩. সুখময় বাগানে।
৪৪. তারা পরস্পর মুখোমুখি আসনে আসীন হবে।
৪৫. তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে ঝরনা নিঃসৃত (পানীয়পূর্ণ) পানপাত্র (থেকে)।
৪৬. (যা) স্বচ্ছ ও পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।
৪৭. তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না।
৪৮. আর তাদের সঙ্গে থাকবে নমনীয় চাহনি ও সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট সাথীগণ।
৪৯. তারা যেন সুরক্ষিত ডিম।
৫০. অতঃপর তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
৫১. তাদের কেউ বলবে, (দুনিয়ার জীবনে) আমার এক সঙ্গী ছিল।
৫২. সে বলতো, তুমি কি (পুনরুত্থান) সত্য বলে স্বীকারকারীদের দলের অন্তর্ভুক্ত?
৫৩. আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হবো তখনও কি আমাদের কর্মফল দেওয়া হবে?
৫৪. সে বলবে, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?
৫৫. অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে তখন তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে।
৫৬. সে বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিলে।
৫৭. যদি আমার রবের অনুগ্রহ না থাকতো তবে আমিও (জাহান্নামে) উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।
৫৮. আমরা কি আর মৃত হবো না?
৫৯. প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমাদের শাস্তিও দেওয়া হবে না?
৬০. নিশ্চয়ই এটা মহাসাফল্য।
৬১. এরূপ সাফল্যের জন্যই কর্মীদের কাজ করা উচিত।
৬২. আপ্যায়নের জন্য কি এটাই উত্তম, নাকি যাক্কুম বৃক্ষ?
৬৩. নিশ্চয় জালিমদের শাস্তির জন্য আমরা তা সৃষ্টি করেছি।
৬৪. নিশ্চয় তা এমন এক প্রকার গাছ যা জাহান্নামের তলদেশে জন্মায়।
৬৫. এর মোচা, যেন তা শয়তানের মাথা।
৬৬. এরপর অবশ্যই সেটা তারা খাবে এবং তা দিয়ে উদরপূর্ণ করবে।
৬৭. তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানি (ও পুঁজের) মিশ্রণ।
৬৮. এরপর তাদের নিশ্চিত গন্তব্য হবে প্রজ্বলিত আগুনের দিকে।
৬৯. নিশ্চয় তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পেয়েছিল বিপথগামী।

৭০. অতঃপর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।
৭১. আর তাদের পূর্ববর্তীদের অধিকাংশও পথভ্রষ্ট হয়েছিল।
৭২. আর অবশ্যই আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।
৭৩. সুতরাং লক্ষ করো যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল।
৭৪. তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।[১]
১. যারা বিভিন্ন অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/ জানতে পেরে দৃঢ় ঈমানদার হয়ে জীবন পরিচালনা করেছে (প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ) তাদের কথা স্বতন্ত্র।

রুকু : ৩

৭৫. আর অবশ্যই নূহ আমাদেরকে আহবান করেছিল এবং আমরা কত উত্তম সাড়াদানকারী।
৭৬. আর আমরা তাকে এবং তার পরিবারকে উদ্ধার করেছিলাম মহাসঙ্কট থেকে।
৭৭. আর তার বংশধরদেরকে আমরা বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়।
৭৮. আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তাকে (স্মরণীয় করে) রেখেছি।
৭৯. বিশ্ববাসীর মাঝে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।
৮০. নিশ্চয় এভাবে আমরা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি।
৮১. নিশ্চয় সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।
৮২. অন্য সকলকে আমরা নিমজ্জিত করেছিলাম।
৮৩. আর নিশ্চয় ইবরাহীম তার দলের অন্তর্ভুক্ত।
৮৪. যখন সে তার রবের কাছে উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ মনে।
৮৫. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমরা কীসের পূজা করছো?
৮৬. তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে মিথ্যা ইলাহসমূহ চাও?
৮৭. অতঃপর জগৎসমূহের রব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?
৮৮. এরপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকালো।
৮৯. অতঃপর সে বললো, আমি অসুস্থ।
৯০. তখন তারা তাকে পিছনে রেখে চলে গেল।
৯১. অতঃপর সে চুপিসারে তাদের দেবতাগুলোর কাছে গেল এবং বললো, তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছো না কেন?
৯২. তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা কথা বলো না?

৯৩. অতঃপর সে তাদের ওপর ডান হাত দিয়ে আঘাত করলো।
৯৪. তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে এলো।
৯৫. সে বললো, তোমরা নিজেরা যাদের খোদাই করে নির্মাণ করো তোমরা কি তাদেরই পূজা করো?
৯৬. অথচ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমরা যা (তৈরি) করো তাও।
৯৭. তারা বললো, তার জন্য একটি স্থাপনা নির্মাণ করো অতঃপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো।
৯৮. অতঃপর তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল কিন্তু আমরা তাদের অত্যন্ত হেয় করে দিলাম।
৯৯. আর সে বললো, নিশ্চয় আমি আমার রবের দিকে চললাম, শীঘ্রই তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।
১০০. হে আমার রব! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।
১০১. অতঃপর আমরা তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।
১০২. অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করার মতো বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বললো– বৎস! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি, সুতরাং তুমি (ভেবে) দেখো (এবং) তোমার অভিমত কী? সে বললো– হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।
১০৩. যখন তারা উভয়ে আত্মসমর্পণ করলো (আল্লাহর নির্দেশের সামনে) এবং সে তার পুত্রকে কাত করে শয়ন করালো।
১০৪. তখন আমরা তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম!
১০৫. তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করলে। নিশ্চয় এভাবে আমরা অতি উচ্চমানের সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।
১০৬. নিশ্চয় এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।
১০৭. আমরা তাকে ফিদিয়া দিলাম (মুক্ত করলাম) এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।
১০৮. আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তাকে (স্মরণীয় করে) রেখেছি।
১০৯. ইব্রাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।
১১০. এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি।
১১১. নিশ্চয় সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
১১২. আমরা তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের, যে হবে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত এক নবী।

১১৩.আর আমরা তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও। আর তাদের বংশধরদের মধ্যে ছিল কিছুসংখ্যক সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছুসংখ্যক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট জুলুমকারী।

রুকু : ৪

১১৪. আর আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম মুসা ও হারূনের প্রতি।
১১৫. আর তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে আমরা উদ্ধার করেছিলাম মহাসঙ্কট থেকে।
১১৬. আর আমরা সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছিল।
১১৭. আর আমরা উভয়কে এক বিশদ কিতাব দিয়েছিলাম।
১১৮. আর তাদের আমরা স্থায়ী পথে পরিচালিত করেছিলাম।
১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞা দেখুন– সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।
১১৯. আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তাদেরকে (স্মরণীয় করে) রেখেছি।
১২০. মুসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।
১২১. নিশ্চয় এভাবে আমরা সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।
১২২. তারা উভয়ই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
১২৩. আর নিশ্চয় ইলিয়াসও ছিল রসুলদের অন্তর্ভুক্ত।
১২৪. যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কি সাবধান হবে না?
১২৫. তোমরা কি বা'য়াল দেবতাকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে সবচেয়ে উত্তম স্রষ্টাকে?
১২৬. আল্লাহ তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব।
১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তাই তাদেরকে নিশ্চয়ই (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হবে।
১২৮. তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের ছাড়া।[১]
১. যারা বিভিন্ন অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে দৃঢ় ঈমানদার হয়ে জীবন পরিচালনা করে (প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ), তারা ছাড়া।কারণ তারা হয় সবচেয়ে দৃঢ় ঈমানদার।
১২৯. আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তাকে (স্মরণীয় করে) রেখেছি।
১৩০. ইলিয়াসের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।
১৩১. এভাবে আমরা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি।
১৩২. নিশ্চয় সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
১৩৩. আর নিশ্চয় লূতও ছিল রসুলদের অন্তর্ভুক্ত।
১৩৪. যখন আমরা তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম।

১৩৫. এক বৃদ্ধা (তার স্ত্রী) ছাড়া সে ছিল পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
১৩৬. অতঃপর অবশিষ্টদের আমরা ধ্বংস করেছিলাম।
১৩৭. আর তোমরা অবশ্যই তাদের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করে থাকো সকালে-
১৩৮. ও রাতে। এরপরও কি তোমরা আকলকে কাজে লাগবে না?[১]
১. এরপরও কি তোমরা উল্লিখিত তথ্যসমূহসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হতে কাজে লাগাবে না?

রুকু : ৫

১৩৯. আর নিশ্চয়ই ইউনুসও ছিল রসুলদের অন্তর্ভুক্ত।
১৪০. যখন সে পালিয়ে ছিল বোঝাই নৌযানের দিকে।
১৪১. অতঃপর সে লটারিতে অংশ নিলো ও পরাজিত হলো।
১৪২. পরে এক বৃহদাকার মাছ তাকে গিলে ফেললো, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো।
১৪৩. তখন সে যদি তাসবীহকারীদের (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের) অন্তর্ভুক্ত না হতো,
১৪৪. তাহলে অবশ্যই তাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত এর পেটে থাকতে হতো।
১৪৫. অতঃপর তাকে আমরা নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।
১৪৬. আর আমরা তার ওপর লতাপাতাযুক্ত এক গাছ উদগত করলাম।
১৪৭. আর তাকে আমরা এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের জন্য প্রেরণ করেছিলাম।
১৪৮. অতঃপর তারা ঈমান এনেছিল ফলে আমরা তাদের কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।
১৪৯. এখন তাদের জিজ্ঞাসা করো, তোমার রবের জন্যই কি কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান?
১৫০. অথবা আমরা কি ফেরেশতাদের নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম এবং তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল?
১৫১. সাবধান, নিশ্চয় তারা তাদের মনগড়া বিষয় থেকে বলে–
১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন?

১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেমন বিচার করো?
১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?
১৫৬. তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আছে?
১৫৭. তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব নিয়ে আসো।
১৫৮. আর তারা তাঁর (আল্লাহ) ও জ্বিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক (বৈবাহিক সম্পর্ক) নির্ধারণ করেছে। অথচ জ্বিনেরা নিশ্চয় জানে তাদেরকেও (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হবে।
১৫৯. তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।
১৬০. তবে ব্যতিক্রম আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাগণ।
১. ব্যতিক্রম শুধু বিভিন্ন অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে দৃঢ় ঈমানদার হয়ে জীবন পরিচালনা করা তথা প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। কারণ তারা হয় সবচেয়ে দৃঢ় ঈমানদার।
১৬১. অতএব নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা যাদের দাসত্ব করো,
১৬২. (সবাই মিলে) তোমরা তাঁর (আল্লাহর) সম্বন্ধে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।
১৬৩. কেবল প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশকারীকে ছাড়া।
১৬৪. আর (ফেরেশতাগণ বলে) আমাদের প্রত্যেকের একটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে।
১৬৫. আর নিশ্চয়ই আমরা সারিবদ্ধ।
১৬৬. আর নিশ্চয় আমরা অবশ্যই তাঁর (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণাকারী।
১৬৮. যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের থেকে কোনো উপদেশ (কিতাব) থাকতো,
১৬৯. তাহলে আমরা অবশ্যই আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম।[১]
১. আমরা বিভিন্ন অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে দৃঢ় ঈমানদার হয়ে জীবন পরিচালনা করা তথা প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানী বান্দা হতাম।
১৭০. কিন্তু তারা তা (কুরআন) প্রত্যাখ্যান করলো, অতঃপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।
১৭১. আর অবশ্যই আমাদের প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বেই বলেছি।
১৭২. অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।
১৭৩. আর নিশ্চয়ই আমাদের বাহিনী বিজয়ী হবে।
১৭৪. অতএব কিছুকালের জন্য তুমি তাদের উপেক্ষা করো।
১৭৫. আর তুমি তাদের পর্যবেক্ষণ করো শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে।

১৭৬. তবে কি তারা আমাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?
১৭৭. যখন তাদের আঙিনায় (শাস্তি) নেমে আসবে তখন সতর্ককৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ!
১৭৮. আর কিছুকালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো।
১৭৯. আর তুমি তাদের পর্যবেক্ষণ করো শীঘ্রই তারা পর্যবেক্ষণ করবে।
১৮০. তারা যা আরোপ করে তা থেকে মুক্ত তোমার রব, যিনি সকল সম্মানের অধিকারী।
১৮১. আর শান্তি বর্ষিত হোক রসুলগণের প্রতি।
১৮২. আর সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহরই জন্য।

সুরা : ৩৮

সোয়াদ

হরফে মুকাত্তা'য়াত, মাক্কী, আয়াত : ৮৮, রুকু : ৫

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. সোয়াদ, কসম যিক্‌র[১]-এ পূর্ণ কুরআনের।
১. আয়াতটি অনুযায়ী আল কুরআন আল্লাহর যিক্‌র-এ পরিপূর্ণ গ্রন্থ। তাই, কুরআন অধ্যয়ন করা আল্লাহর স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র এবং কুরআন অনুসরণ করা অনুসরণ স্তরের যিক্‌র। আর এটি হলো আল্লাহর যিক্‌র করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। **পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন–** সুরা সোয়াদ/৩৮ : ১; নাহল/১৬ : ৪৪; জুম'য়া/৬২ : ৯; মুজ্জাম্মিল/৭৩ : ৮; নাসর/১১০ : ৩; আলে-ইমরান/৩ : ১৯০ ইত্যাদি। **বিস্তারিত জানতে পড়ুন–** কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-২৫) নামের বইটি।
২. কিন্তু কাফিররা ঔদ্ধত্য ও মতবিরোধে ডুবে আছে।
৩. এদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি তখন তারা আর্তনাদ করেছিল কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনো সময় ছিল না।
৪. আর তারা বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এলো। আর কাফিররা বললো– এ এক মিথ্যাবাদী জাদুকর।
৫. সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয়ই তা এক আশ্চর্য ব্যাপার।

৬. তাদের প্রধানরা সরে পড়ে এই বলে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাদের পূজায় তোমরা অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।
৭. আমরা এমন কথা কাছে অতীতের ধর্মাদর্শেও শুনিনি। এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র।
৮. আমাদের মধ্য হতে কি তারই ওপর যিক্‌র[১] অবতীর্ণ হলো? প্রকৃতপক্ষে তারা আমার যিক্‌র-এ সন্দিহান। তারা এখনো আমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি।
১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ্ কুরআন।
৯. নাকি তাদের কাছে তোমার রবের অনুগ্রহের ভান্ডার আছে যিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহান দাতা?
১০. তাদের কি কর্তৃত্ব আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর ওপর? যদি থাকে তবে তারা সিঁড়ি বেয়ে আরোহণ করুক।
১১. বহু দলের যে বাহিনীই হোক সেখানে তারা পরাজিত হবে।
১২. এদের পূর্বেও নূহের সম্প্রদায়, আদ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফিরাউন রসুলদেরকে অস্বীকার করেছিল।
১৩. আর ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আইকার অধিবাসীরা। তারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী।
১৪. নিশ্চয় তাদের প্রত্যেকেই রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের শাস্তি যৌক্তিক হয়েছিল।

রুকু : ২

১৫. আর তারা অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দের, (যথা সময়ে ঘটতে) যার কোনো বিলম্ব হবে না।
১৬. আর তারা বলে, হে আমাদের রব! বিচারদিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য (শাস্তি) আমাদের দিয়ে দাও।
১৭. তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং স্মরণ করো আমাদের শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা। নিশ্চয় সে ছিল (আমাদের) অভিমুখী।
১৮. নিশ্চয় আমরা নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে যেন তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার তাসবীহ করে।
১৯. আর সমবেত পাখিদেরকেও। সবাই ছিল তাঁর অভিমুখী।
২০. আর আমরা তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম হিকমাহ[১] ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।
১. **হিকমাহ (প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি, বিচক্ষণতা) :** আল্লাহার কিতাব, সুন্নাহ,

মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

২১. তোমার কাছে কি বিবাদকারীদের সংবাদ পৌঁছেছে? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মেহরাবে (ইবাদাতের বিশেষ স্থানে) এলো।

২২. যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছালো তখন তাদের নিয়ে সে ভীত হয়ে পড়লো। তারা বললো, ভীত হবেন না আমরা দুই বিবাদমান পক্ষ আমাদের একে অপরের ওপর অবিচার করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না এবং আমাদের সঠিক পথনির্দেশ করুন।

২৩. অবশ্যই এ ব্যক্তি আমার ভাই। তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবু সে বলে, এটিও আমার জিম্মায় দিয়ে দাও এবং কথায় সে আমাকে পরাস্ত করেছে।

২৪. সে (দাউদ) বললো– তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সঙ্গে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। আর নিশ্চয় অংশীদারদের অনেকে একে অন্যের ওপর অবিচার করে থাকে, ব্যতিক্রম শুধু মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ সন্দেহ করলো, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি, অতঃপর সে তার রবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো ও তাঁর অভিমুখী হলো।

২৫. অতঃপর আমরা তার সে ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আর নিশ্চয় আমাদের কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

২৬. হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি। অতএব, তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। আর যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচারের দিনকে ভুলে আছে।

রুকু : ৩

২৭. আমরা আকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।[১] এটি কাফিরদের ধারণা।[২] সুতরাং যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।[৩]

১. আকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী প্রতিটি জিনিস (মানুষ, নবী-রসুল, পশু-পাখি, কিট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ, বালুকণা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি) সৃষ্টি/প্রণয়ন করার পেছনে আল্লাহ তা'আলার

একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আছে।

২. বিশ্বসমূহের কোনো একটি জিনিস আল্লাহ উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি/প্রণয়ন করেছেন এরূপ ধারণা করা কুফরীর গুনাহ।

৩. প্রতিটি জিনিস/বিষয় ব্যবহার বা পালন করার সময় তার সৃষ্টি/প্রণয়ন করার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেটি অবশ্যই জানতে হবে। আর জিনিস/বিষয়টি ব্যবহার বা পালন করার সময় ঐ উদ্দেশ্যেটি সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে জাহান্নামে যেতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আলে ইমরান/৩ : ১১০, ১৯০, ১৯১; বাকারা/২ : ৩০, ১৪৩, ১৮২; আশ্ শামস্/৯১ : ৭-১০; হাজ্জ/২২ : ৩৭; যারিয়াত/৫১ : ৫৬; আন'আম/৬ : ১৬৫ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-১) নামের বইটি।

২৮. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের কি আমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মতো গণ্য করবো? নাকি আমরা আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদেরকে[১] অপরাধীদের সমান গণ্য করবো?

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিগণ।

২৯. আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি এক কল্যাণময় কিতাব (কুরআন), এর আয়াতসমূহ নিয়ে তোমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য[১] এবং উলিল আলবাবদের শিক্ষা নেওয়ার জন্য[২]।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা নিয়ে সকলকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

২. প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণকে কুরআন অধ্যয়ন করে শিক্ষা নিতে হবে। কারণ, তারাই কুরআন হতে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা নিতে পারবে।

উলুল আলবাবের সংজ্ঞা : সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত দেখুন।

৩০. আর আমরা দাউদের জন্য দান করলাম সুলাইমানকে। (সে ছিল) উত্তম বান্দা। নিশ্চয় সে ছিল (আমাদের) অভিমুখী।

৩১. যখন বিকালে তার সামনে দ্রুত গতিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলোকে

(যুদ্ধের ঘোড়া) উপস্থিত করা হলো।

৩২. তখন সে বললো– নিশ্চয় আমি (এ) সম্পদ অনেক ভালোবাসি আমার রবের স্মরণের কারণে, অবশেষে সেগুলো দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল[১]।

১. নিশ্চয় আমি এ ঘোড়া অনেক ভালোবাসি আমার রবের জিহাদের আদেশ স্মরণ রাখার জন্য। অবশেষে সেগুলো প্রদর্শনমূলক দৌঁড়ে অংশগ্রহণ করে দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল।

৩৩. (তখন সে হুকুম দিলো) তোমরা ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর সে তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগলো (হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো)।

৩৪. আর অবশ্যই আমরা সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম[১] এবং তার আসনের ওপর রেখেছিলাম একটি (নিথর) দেহ। অতঃপর সে (সুলাইমান) আমাদের অভিমুখী হলো।

১. সম্ভবত জিহাদের জন্য বস্তুগত শক্তিকে মাত্রার অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণে।

৩৫. সে বললো, হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে দান করো এমন এক রাজ্য যা আমার পরে আর কারো না হয়। নিশ্চয় তুমি পরমদাতা।

৩৬. অতঃপর আমরা তার অধীন করে দিলাম বাতাসকে, যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করতো সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো।

৩৭. আর (জ্বিন) শয়তানদেরকেও (তার অধীন করে দিলাম), যারা সকলেই ছিল প্রাসাদ-নির্মাণকারী ও ডুবুরী।

৩৮. আর শিকলে আবদ্ধ আরও অনেককে[১]।

১. আরও অনেককে যারা শিকলে আবদ্ধ থাকতো।

৩৯. এসব আমাদের অনুগ্রহ। অতএব (হে সুলাইমান!) তুমি (তা অন্যকে) বেশি করে দান করো অথবা নিজের কাছে রেখে দাও।

৪০. আর নিশ্চয় আমাদের কাছে রয়েছে তার জন্য নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

রুকু : ৪

৪১. আর স্মরণ করো আমার বান্দা আইউবকে যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, শয়তান আমাকে কষ্ট ও শাস্তি দিয়ে স্পর্শ করেছে।

৪২. (আমরা তাকে বললাম) তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো। এটা গোসলের শীতল পানি ও পানীয়।

৪৩. আমরা আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ তাকে দান করলাম তার

পরিবার ও তাদের সাথে তাদের মতো আরও অনেককে এবং উলিল আলবাবদের জন্য যিক্‌র[১]।
১. প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদের জন্য অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ আল্লাহর কিতাব। **উলুল আলবাবের সংজ্ঞা :** সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত দেখুন।
৪৪. আর (আমরা তাকে আদেশ করলাম) একমুঠো ঘাস নাও এবং তা দিয়ে আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমরা অবশ্যই তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! নিশ্চয় সে ছিল (আমাদের) অভিমুখী।
৪৫. আর স্মরণ করো আমাদের বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।
৪৬. নিশ্চয় আমরা তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছিলাম এক বিশেষ গুণের ভিত্তিতে, তা ছিল আখিরাতের স্মরণ।
৪৭. আর অবশ্যই তারা ছিল আমাদের কাছে মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
৪৮. আর স্মরণ করো ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই ছিল উত্তমদের অন্তর্ভুক্ত।
৪৯. এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা। আর নিশ্চয় আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।
১. নিশ্চয় কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।
৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত।
৫১. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে তারা অনেক ফলমূল ও পানীয় পাবে।
৫২. আর তাদের পাশে থাকবে আকর্ষণীয় চোখ বিশিষ্ট, সমবয়স্ক (সঙ্গীগণ)।
৫৩. এটা হিসেবের দিনের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।
৫৪. নিশ্চয় এটা আমাদের দেওয়া রিযিক যার কোনো শেষ নেই।

৫৫. এটাই। আর নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল।
৫৬. জাহান্নাম, যেখানে তারা প্রবেশ করবে। (তা) কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।
৫৭. এটি (সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য)। তাই তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজের স্বাদ গ্রহণ করুক।
৫৮. আরও আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।
৫৯. (জাহান্নামে প্রবেশকালে অনুসৃত নেতারা বলবে) এই একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য নেই কোনো অভিনন্দন। তারা জাহান্নামে জ্বলবে।
৬০. (অনুসারীরা বলবে) বরং তোমরাও। তোমাদের জন্যও কোনো অভিনন্দন নেই। তোমরাই পূর্বে আমাদের জন্য এর ব্যবস্থা করেছো। কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!
৬১. তারা বলবে, হে আমাদের রব! যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দাও।
৬২. আর তারা আরও বলবে– আমাদের কী হলো যে, আমরা যে সব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদের দেখতে পাচ্ছি না।
৬৩. তবে কি আমরা তাদের (অহেতুক) ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র মনে করতাম? নাকি তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?
৬৪. এটা নিশ্চিত সত্য, জাহান্নামীদের (এই) বাদ-প্রতিবাদ।

রুকু : ৫

৬৫. বলো, আমি একজন সতর্ককারী মাত্র। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া, যিনি এক ও মহাপ্রতাপশালী।
৬৬. যিনি আকাশমণ্ডলী পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যিনি মহাপ্রতাপশালী ও পরম ক্ষমাশীল।
৬৭. বলো, এটা এক মহাসংবাদ।
৬৮. যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে।
৬৯. (বলে দাও) ঊর্ধ্বজগৎ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, যখন তারা (ফেরেশতারা) বাদানুবাদ করছিল।
৭০. আমার কাছে তো এই ওহী এসেছে যে, আমি কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।
৭১. তোমার রব যখন ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি কাদামাটি হতে[১]।

১. কাদার মাটির মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন হতে।
৭২. অতএব, যখন আমি তাকে সুগঠিত করবো এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে (সম্মান দেখাবে)।
৭৩. অতঃপর ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হলো।
৭৪. কেবল ইবলিস ছাড়া। সে অহঙ্কার করলো এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।
৭৫. তিনি বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কীসে বাধা দিলো? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে? নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?
৭৬. সে বললো, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে।
৭৭. তিনি (আল্লাহ) বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কেননা নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত।
৭৮. আর নিশ্চয়ই তোমার ওপর আমার অভিশাপ বিচারের দিন পর্যন্ত (অব্যাহত থাকবে)।
৭৯. সে বললো, হে আমার রব! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরায় উঠানোর দিন পর্যন্ত।
৮০. তিনি বললেন, নিশ্চয় তাহলে তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।
৮১. নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত।
৮২. সে বললো, আপনার সম্মানের শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো।
৮৩. তবে তাদের মধ্যকার আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ছাড়া[১]।
১. তবে আপনার বিভিন্ন অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে দৃঢ় ঈমানদার হয়ে জীবন পরিচালনা করা তথা প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ছাড়া। কারণ তারা হয় সবচেয়ে দৃঢ় ঈমানদার।
৮৪. তিনি বললেন, তবে এটাই সত্য। আর আমি সত্যই বলি।
৮৫. তোমাকে এবং তাদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে, সবাইকে দিয়েই আমরা অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবো।
৮৬. বলে দাও, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।
৮৭. এটা (কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্য যিক্‌র[১] ছাড়া আর কিছু নয়।
১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ।
৮৮. আর এর সংবাদ (কুরআনের সত্যতার সংবাদ) তোমরা অবশ্যই জানবে কিছুকাল পরে।

সুরা : ৩৯

আয যুমার

দলবদ্ধ জনতা, মাক্কী, আয়াত : ৭৫, রুকু : ৮

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. এই কিতাব মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ।

২. নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে এ কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আল্লাহর দাসত্ব করো[১] নিষ্ঠার সাথে আনুগত্যকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্যদেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৩. জেনে রেখো, একনিষ্ঠ আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে (তারা বলে,) আমরা তাদের পূজা এজন্যই করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দেবেন। নিশ্চয় যে মিথ্যাবাদী (ও) কাফির, আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাব) তাকে সঠিক পথ দেখান না।[১]

১. নিশ্চয় যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সে সঠিক পথ পায় না।

৪. আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তার সৃষ্টির মধ্যথেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতেন। (কিন্তু এ ব্যাপারে) তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ এক ও মহাপরাক্রমশালী ।

৫. তিনি সঠিকভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) রাত দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন[১] এবং সূর্য ও চাঁদকে তিনি নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী রাত দিয়ে দিন আচ্ছাদিত হয় ও দিন দিয়ে রাত আচ্ছাদিত হয়।

৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে, অতঃপর তিনি তার

থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন[১] এবং তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার গৃহপালিত পশু। তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে তিন ধরনের অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তবে তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে?

১. মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী এটি ক্লোনিং (Cloning) পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়েছে।

৭. তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও[১] তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। একজনের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের রবের কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর তোমরা যা করতে তিনি তোমাদের তা অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি সদরের বিষয়[২] ভালোভাবেই জানেন।

১. আল্লাহর অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জেনে, কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করো তথা অকৃতজ্ঞ হও।
২. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনে থাকা বিষয়।
❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-২৭**

৮. মানুষকে যখন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে তখন সে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে তার রবকে ডাকে, এরপর যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন পূর্বে যেভাবে সে তাকে ডেকেছিল তা ভুলে যায় এবং (মানুষকে) তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়। বলো, তুমি তোমার কুফরী সামান্য উপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।

৯. যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন অংশে সিজদা বা দাঁড়ানো অবস্থায় অনুগত থাকে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁর রবের দয়া প্রত্যাশা করে সে কি (তার সমান যে তা করে না)? বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?[১] নিশ্চয় উলিল আলবাবগণই শিক্ষা গ্রহণ করে[২]।

১. আয়াতাংশের শিক্ষা–
- জ্ঞানী আর অজ্ঞ ব্যক্তি কোনো দিক দিয়ে সমান হতে পারে না।
- সুতরাং কুরআনের জ্ঞানী ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তির চেয়ে শিরকসহ সকল গুনাহ কম করবে।
- সুতরাং কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে বড়ো গুনাহ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা লুকমান/৩১ : ১৩; আন'আম/৬ : ৫০

ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।
বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরককরা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামের বইটি।
২. প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণই কুরআন হতে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করে। উলুল আলবাবের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত।

রুকু : ২

১০. বলো– হে বান্দাগণ! যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে সচেতন হও।[১] যারা এই দুনিয়াতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের হিসাববিহীন প্রতিদান দেওয়া হবে।

১. তোমরা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১১. বলো, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর দাসত্ব করতে[১], নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুগত হয়ে।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করতে। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

১২. আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি প্রথম আত্মসমর্পণকারী হই।

১৩. বলো, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির।

১৪. বলো– আমি দাসত্ব করি আল্লাহরই, নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুগত হয়ে।

১৫. অতঃপর তোমরা তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে যাকে ইচ্ছা তার দাসত্ব করো। বলো, নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিনের (ব্যাপারে) নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রাখো এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১৬. তাদের জন্য হবে তাদের ওপর দিক থেকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচের দিক থেকেও আচ্ছাদন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভয়

প্রদর্শন করেন। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার ব্যাপারে সচেতন হও[১]।

১. আমার শাস্তির ব্যাপারে সচেতন হও।

১৭. আর যারা তাগূতের পূজা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের।

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে (কুরআনের) বক্তব্য শোনে এবং তার সর্বোত্তমটি অনুসরণ করে, ওরা হলো তারা যাদেরকে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে সর্বোচ্চ মানের) পথে পরিচালিত করেন।[১] আর তারাই হলো উলুল আলবাব।[২]

১. যারা কুরআনের একটি বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনার পর সেটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা করে তারপর তার সর্বোত্তম শিক্ষাটি গ্রহণ ও অনুসরণ করে, আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারাই সর্বোচ্চ মানের পথে পরিচালিত হয়।

২. উল্লিখিত ধরনের ব্যক্তিগণ হলো উলুল আলবাব। কুরআনের একটি বক্তব্যের সর্বোত্তম শিক্ষা জানতে/বুঝতে হলে অবশ্যই বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ, আল্লাহই কুরআনকে বিজ্ঞানময় কিতাব বলেছেন। তাই, সুরা আলে ইমরানের ১৯১ আয়াতের মতো এ আয়াত অনুযায়ীও উলুল আলবাব বলে গণ্য হবেন, প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

১৯. যার ওপর শাস্তির বাণী যৌক্তিক হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে)?[১] তুমি (রসুল) কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে।[২]

১. আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়েছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৩১, ৯২ ও ৯৩; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ২৭৫; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামের বইটি।

২. যাকে আল্লাহ তা'য়ালা বিচার করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে অন্য কেউ তো দূরের কথা, রসুল (স.)-ও শাফায়াতের মাধ্যমে উদ্ধার করতে পারবেন না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৮৬; নিসা/৪ : ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ২৭৫; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

২০. তবে যারা তাদের রব সম্পর্কে সচেতন হয় তাদের জন্য নির্মিত আছে প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ।[১] যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

১. যারা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয় ... ...।

২১. তুমি কি দেখো না, আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তাকে ভূমিতে ঝরনারূপে প্রবাহিত করেন, পরে তা দিয়ে বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপাদন করেন এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীত বর্ণ দেখতে পাও অবশেষে তিনি তা খড়-কুটোয় পরিণত করেন[১]। নিশ্চয় এতে অবশ্যই শিক্ষা আছে উলিল আলবাবদের জন্য[২]।

১. তুমি কি খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখো না আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ... ...।

২. নিশ্চয় আয়াতটির উল্লিখিত বিষয়ে অবশ্যই বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা আছে উলিল আলবাবগণ তথা প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণের জন্য। উলুল আলবাবের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত।

রুকু : ৩

২২. আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইসলামের জন্য যার সদরকে উৎকর্ষিত করে দিয়েছেন, অতঃপর যে তার রব প্রদত্ত (জ্ঞানের) আলোতে রয়েছে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়?[১] অতএব দুর্ভোগ আল্লাহর যিক্‌র থেকে মন কঠিন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য[২]। তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যার সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে যথাযথ উৎকর্ষিত হয়েছে, অতঃপর সে ঐ জ্ঞানের আলোর ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে, সে কি

তার সমান যে এরূপ নয়?

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮ ও ১৮**

২. দুর্ভোগ সে সব ব্যক্তিদের জন্য, ইসলাম তথা সত্য বিরোধী চিন্তা-ভাবনা ও কার্য-কলাপের কারণে যাদের Common sense/আকল অবদমিত হতে হতে কঠিন (কম্পিউটারের ভাষায় Hang) হয়ে গেছে কুরআন জানা-বুঝার ব্যাপারে।

২৩. আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যার বাণীসমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ (পরিপূরক) এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে[১]। (এটি অধ্যয়ন বা শ্রবণ করে) তাদের চামড়ায় লোমহর্ষণ দেখা দেয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহ-মন নরম হয়ে আল্লাহর স্মরণে (আনুগত্যে) ঝুঁকে পড়ে।[২] এটা আল্লাহর পথনির্দেশিকা, তিনি এর মাধ্যমে (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন।[৩] আর আল্লাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।[৪]

১. কুরআনের বক্তব্যসমূহ পরিপূরক। তাই, কুরআন হতে কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তেপৌঁছাতে হবে। এটি কুরআন হতে সঠিক জ্ঞানার্জন করা এবং কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর করার একটি মূলনীতি। আর গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এটির অবস্থান দ্বিতীয়। বিষয়টি অধিক জানার জন্য দেখুন সুরা নিসা আয়াত নং ৮২ এর ব্যাখ্যা।

২. কুরআনের বক্তব্যের যৌক্তিকতা, নির্ভুলতা. দৃঢ়তা ও গভীরতা বুঝতে পেরে তাদের দেহমন নরম হয়ে আল্লাহর আনুগত্যে ঝুঁকে পড়ে।

৩. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টার ফলে কুরআনের মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথ পায়।

৪. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার কারণে যে পথভ্রষ্ট হয় তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দিয়ে কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মতো যে নিরাপদ?)। আর জালিমদেরকে বলা হবে তোমরা যা অর্জন করেছো তার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।

২৫. তাদের পূর্বপুরুষরাও অস্বীকার করেছিল, ফলে শাস্তি তাদের ওপর এমন দিক থেকে এসেছিল যে তারা ধারণাও করতে পারেনি।

২৬. ফলে আল্লাহ তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন। আর আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর। যদি তারা জানতো!

২৭. আর নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।[১]

১. আল কুরআনে সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য ঘটনা, ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনি ইত্যাদি সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে মানুষ সহজে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই, কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো সত্য উদাহরণ। বিষয়টি অধিক জানার জন্য দেখুন সুরা বাকারা আয়াত নং ২৬-এর ব্যাখ্যা।

২৮. আরবি ভাষার এই কুরআনে কোনো বক্রতা নেই, যাতে তারা সচেতন হতে পারে।[১]

১. আরবি ভাষার এই কুরআনে কোনো বক্রতা/কাঠিন্য/ চাতুরতা নেই, যাতে মানুষ এর বক্তব্যগুলো সহজে বুঝে নিয়ে জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারে।

২৯. আল্লাহ একটি উদাহরণ[১] পেশ করছেন, এক ব্যক্তি যার শরীক (প্রভু) অনেক, যারা পরস্পর বিরোধী এবং অন্য এক ব্যক্তি যে একজনের মালিকানাধীন। দৃষ্টান্তের দিক থেকে এই দুইজন কি সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।

৩০. নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।

৩১. অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরে তোমাদের রবের সামনে বাগবিতণ্ডা করবে।

পারা-২৪

রুকু : ৪

৩২. তার চেয়ে বড়ো জালিম (অত্যাচারী/গুনাহগার) আর কে যে আল্লাহর (কুরআন) ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং সত্যকে (কুরআনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন তার কাছে সেটি পৌঁছে গেছে?[১] অমান্যকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

১. এখানে সবচেয়ে বড়ো অত্যাচারী তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে তাকে যে কুরআনের ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কুরআন জানার পর।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সূরা লুকমান/৩১ : ১৩; আন'আম/৬ : ৫০

ও ১৪৪; আনকাবুত/২৯ : ৬৮; তাওবা/৯ : ৩৯; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ১৭, ১৮ ও ৪৮; ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামের বইটি।

৩৩. আর যে ব্যক্তি সত্য (কুরআন) নিয়ে এসেছে এবং যারা তা (কুরআন) সত্য বলে মেনে নিয়ে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) তার প্রমাণ দিয়েছে তারাই (উন্নত) আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি[১]।

১. উন্নত কুরআন জানা ও মানা ব্যক্তি।

৩৪. তাদের জন্য তাদের রবের কাছে তাই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটাই উন্নত সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার।

৩৫. এ জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] আল্লাহ তাদের বড়ো পাপও ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে তাদের কৃত সৎকর্মের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দেবেন।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টা করার কারণে তাদের সবচেয়ে বড়ো পাপও ক্ষমা হয়ে যাবে।

৩৬. আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায়। আর আল্লাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

৩৭. আর যাকে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ কি মহাপ্রতাপশালী ও উচিত শাস্তিদাতা নন?

৩৮. আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ আমার ক্ষতি চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে? বলো, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীগণ আল্লাহরই ওপর নির্ভর করে।

৩৯. বলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থান (পথ-পদ্ধতি) অনুসারে কাজ করতে থাকো, নিশ্চয় আমিও আমার কাজ করছি। অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

৪০. কার ওপর আসবে অপমানকর শাস্তি এবং কার ওপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি?

৪১. নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের

জন্য। অতঃপর যে সঠিক পথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর যে বিপথগামী হয় সে বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

রুকু : ৫

৪২. আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) প্রাণ হরণ করেন মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের নিদ্রার সময়।[১] অতঃপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের দিকে পৌঁছানোর জন্য।[২] নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায়ের জন্য।[৩]

১. আল্লাহর প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মৃত্যুর সময় প্রাণ চলে যায় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের নিদ্রার সময়।

২. অতঃপর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী যার মৃত্যু ঘটে তার প্রাণ ফেরত আসে না এবং অপরগুলো ফিরে আসে, বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়ের দিকে পৌঁছানোর জন্য।

৩. নিশ্চয় এতে অবশ্যই মানব শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা রয়েছে চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায়ের জন্য। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী ঘুম হলো Physiological death তথা ঘুমের সময় মানুষের কিছু কিছু স্নায়ুবিক কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৭৯; আন'আম/৬ : ২; ফাতির/৩৫ : ১১; হাজ্জ/২২ : ৫; আলে-ইমরান/৩ : ১৪৫ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন–কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৭) নামের বইটি।

৪৩. তবে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে? বলো, যদি তারা কোনো কিছুর মালিক এবং আকলসম্পন্ন না হয় (তবুও)?

৪৪. বলো, সুপারিশের সবকিছু আল্লাহরই ইখতিয়ারে।[১] আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহরই। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

১. অনুমতি দেওয়া, কবুল করা, কবুল না করা ইত্যাদি।

৪৫. আর যখন এক আল্লাহর কথা বলা হয় তখন যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মন বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য

উপাস্যদের উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

৪৬. বলো, হে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনার বান্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে আপনি তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবেন।

৪৭. আর যারা জুলুম করেছে, দুনিয়ায় যা আছে তার সব এবং এর সমপরিমাণ সম্পদও যদি তাদের থাকে তবে অবশ্যই কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির মুক্তিপণ স্বরূপ সে সবই তারা দিতে চাইবে। তবে তাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।

৪৮. আর তাদের কৃতকর্মের মন্দফল তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

৪৯. মানুষকে যখন বিপদ-আপদ স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে। অতঃপর যখন আমি আমার কোনো নিয়ামত দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, নিশ্চয় আমাকে এটা দেওয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের কারণে। বস্তুত এটা এক পরীক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৫০. এদের পূর্ববর্তীরাও এটাই বলতো কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো উপকারে আসেনি।

৫১. অধিকন্তু তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের ওপর আপতিত হয়েছে। আর তাদের মধ্যে যারা জুলুম করে তাদের ওপরও তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল শীঘ্রই আপতিত হবে। আর তারা তা ব্যর্থও করতে পারবে না।

৫২. এরা কি জানে না, (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন (তার জন্য) জীবনসামগ্রী প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন?[১] এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।[২]

১. এরা কি জানে না, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ রিযিক বেশি পায় এবং কম রিযিক পায়।

২. এতে আল্লাহ প্রেরিত অনেক বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান Common sense/বিবেক/আকলকে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান দৃঢ় করাসহ অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

রুকু : ৬

৫৩. বলো, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের মনের প্রতি বাড়াবাড়ি[১] করেছো তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন[২]। অবশ্যই তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. মনে কষ্ট নিয়ে পাপ কাজ করেছো।
২. নিশ্চয় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা করলে সব পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। (ক্ষমা পাওয়ার প্রোগ্রামের জন্য দেখুন সুরা বাকারা আয়াত নং ২৮৪)

৫৪. আর (এ ক্ষমা পেতে হলে) তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো তোমাদের কাছে শাস্তিটি (মৃত্যু বা অন্য গজব) আসার পূর্বে, তারপর তোমাদের আর সাহায্য করা হবে না।

৫৫. আর তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হওয়া সর্বোত্তম গ্রন্থটি (আল কুরআন) অনুসরণ করো তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে শাস্তিটি (মৃত্যু বা অন্য গযব) আসার পূর্বে, অথচ তোমরা তা বুঝতে পারবে না।

৫৬. (এমন যেন না হয়) যে ব্যক্তি বলবে– হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে ধরনের শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস এবং আমি অবশ্যই ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

৫৭. অথবা কেউ বলবে আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি অবশ্যই আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

১. আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বোধশক্তি/আকলকে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৫৮. অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করে বলবে– হায়! যদি একবার (পৃথিবীতে) আমার প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।

৫৯. প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমার আয়াত তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহঙ্কার করেছিলে এবং তুমি ছিলে কাফিরদের একজন।

৬০. আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। ঔদ্ধত্যদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

৬১. আর আল্লাহ আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের রক্ষা করবেন তাদের সফলতাগুলোসহ (নেক আমলসহ)। তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

৬২. আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। আর তিনিই সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

৬৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই কাছে। আর যারা আল্লাহর আয়াতকে (কুরআনের আয়াতকে) অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকু : ৭

৬৪. বলো, হে জাহিলরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব[১] করতে বলছো?

১. জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল/বোধশক্তিকে গুরুত্ব না দেওয়া সম্প্রদায়।

৬৫. আর তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। যদি তুমি শিরক করো তবে অবশ্যই তোমার কাজ নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬৬. বরং তুমি আল্লাহর দাসত্ব[১] করো এবং আমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।[২]

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

২. আমার অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জেনে, কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (শোকর আদায়) করা বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

৬৭. আর তারা আল্লাহর যথোচিত মূল্যায়ন করেনি। অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র, আর তারা যে শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

৬৮. আর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকিয়ে থাকবে।

৬৯. আর পৃথিবী তার রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলানামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে, আর সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে এবং কারো প্রতি জুলুম করা হবে না।

৭০. আর প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ) বিশেষভাবে অবহিত।

রুকু : ৮

৭১. আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামের দিক দলে দলে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের কাছাকাছি উপস্থিত হবে

তখন এর প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের বলবে– তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে বার্তাবাহক আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াত (আল্লাহর কিতাবের আয়াত) আবৃত্তি করতো এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতো? তারা বলবে– অবশ্যই এসেছিল, কিন্তু (আজ) কাফিরদের প্রতি শাস্তির ঘোষণা সত্য প্রমাণিত হলো।

৭২. তাদের বলা হবে– জাহান্নামের দরজাগুলোতে প্রবেশ করো, তাতে স্থায়ীভাবে থাকো। সুতরাং কতই না নিকৃষ্ট অহংকারকারীদের বাসস্থান।

৭৩. যারা তাদের রব সম্পর্কে সচেতন[১] ছিল তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের কাছাকাছি উপস্থিত হবে তখন এর দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদের বলবে– তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থাকো।

১. যারা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, পররাষ্ট্রবিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ছিল তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

৭৪. আর (জান্নাতে প্রবেশ করে) তারা বলবে– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের অধিকারী করেছেন এই ভূমির, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। অধিকন্তু কতই না উত্তম (সৎকর্মশীলদের) পুরস্কার।

৭৫. আর তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে এবং বলা হবে, সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

সুরা : ৪০

আল মু'মিন

বিশ্বাসী, মাক্কী, আয়াত : ৮৫, রুকু : ৯

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হা-মীম।
২. এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর কাছ থেকে।
৩. যিনি পাপ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা (এবং) শক্তিশালী। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।
৪. কেবল কাফিররাই আল্লাহর আয়াত[১] সম্পর্কে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।
১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।
৫. তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় ও তাদের পরে অন্যান্য দলও অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ রসুলকে পাকড়াও করার ষড়যন্ত্র করেছিল। (আর) তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল তা দিয়ে সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য, ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতঃপর কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি?
৬. আর এভাবেই কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হলো তোমার রবের বাণী যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।
৭. যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে থেকে তাদের রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (এই বলে যে), হে আমাদের রব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তাওবা করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে তাদের আপনি ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।
৮. হে আমাদের রব, আপনি তাদের প্রবেশ করান স্থায়ী জান্নাতে যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয়ই আপনি মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাবান।
৯. আর আপনি তাদের পাপাচারের (শাস্তি) হতে রক্ষা করুন। আর সেদিন

আপনি যাকে পাপাচারের (শাস্তি) হতে রক্ষা করবেন তাকে অনুগ্রহই করবেন। আর এটাই মহাসাফল্য।

রুকু : ২

১০. যারা কুফরী করেছে নিশ্চয় তাদের ডেকে বলা হবে– তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভের চেয়ে আল্লাহর ক্রোধ ছিল তোমাদের ওপর বেশি, যখন তোমাদের ঈমানের প্রতি আহবান করা হয়েছিল তখন তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।

১১. তারা বলবে– হে আমাদের রব! আপনি আমাদের দুবার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দুবার জীবন দিয়েছেন[১], এখন আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি তাই নিষ্কৃতির কোনো পথ আছে কি?

১. রুহের জগতে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনা এবং দুনিয়ার জীবনে জন্ম ও মৃত্যু।

১২. তোমাদের এ অবস্থা (শাস্তি) এজন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করতে। আর যখন তাঁর সাথে শিরক করা হতো তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুত সমস্ত কর্তৃত্ব (আইন) সমুন্নত ও সুমহান আল্লাহরই।

১৩. তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য জীবনসামগ্রী প্রেরণ করেন। আর (আল্লাহ) অভিমুখী ব্যক্তিই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

১৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাকো দ্বীন (আনুগত্য)-কে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

১৫. তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর নির্দেশের রুহ (ওহী) প্রেরণ করেন যাতে সে (মানুষকে) সতর্ক করতে পারে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে।

১৬. যেদিন তারা সকল মানুষ (কবর থেকে) বের হয়ে পড়বে। সেদিন আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। কার কর্তৃত্ব আজ? আল্লাহরই যিনি এক ও মহাপ্রতাপশালী।

১৭. আজ প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আজ কোনো জুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

১৮. আর তাদের তুমি সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। জালিমদের জন্য কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোনো সুপারিশকারীও নেই[১]।

১. কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের জন্য করা সুপারিশ/শাফায়াত কবুল

হবে না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; ঝুমার/৩৯ : ১৯; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ২৭৫; নিসা/৪ : ৪; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

১৯. চোখের অপব্যবহার ও সদরে[১] যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৬

২০. আর আল্লাহ সঠিকভাবে বিচার করেন। আর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা কোনো বিচারই করতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা ও সর্বদ্রষ্টা।

রুকু : ৩

২১. এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতো, এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা ছিল তাদের চেয়ে শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। অতঃপর আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছিলেন তাদের অপরাধের জন্য। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ ছিল না।

২২. এটা এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল, কিন্তু তারা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। তিনি শক্তিশালী ও শাস্তিদানে কঠোর।

২৩. আর আমরা আমাদের আয়াত (কিতাব) ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে প্রেরণ করেছিলাম,

২৪. ফিরাউন, হামান ও কারূনের কাছে। কিন্তু তারা বলেছিল, এই লোকটা এক জাদুকর ও চরম মিথ্যাবাদী।

২৫. অতঃপর সে (মুসা) আমার কাছ থেকে সত্য নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হলে তারা বললো– মুসার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করো এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখো। কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।

২৬. আর ফিরাউন বললো– আমাকে ছেড়ে দাও আমি মুসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে ডাকুক। আমি আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের ধর্মের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

২৭. আর মুসা বললো– আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় চাচ্ছি সেসব অহংকারী ব্যক্তি হতে যারা হিসেবের দিনে বিশ্বাস করে না।

রুকু : ৪

২৮. ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রেখেছিল[১] সে বললো– তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার রব আল্লাহ। অথচ সে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যার জন্য সে দায়ী হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদের যে শাস্তির কথা বলে তার কিছু তো তোমাদের ওপর আপতিত হবেই। নিশ্চয় (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না[২]।

১. বক্তব্যটি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় অমুসলিম (কাফির) পরিবারে গোপন মু'মিন আছে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১১০, ১১৩ ও ১৯৯; ফাতহ/৪৮ : ২৪ ও ২৫; বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫; আন'আম/৬ : ১৬৫; বাকারা/২ : ১৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?' (গবেষণা সিরিজ-২৩) নামের বইটি।

২৯. (লোকটি আরও বললো) হে আমার সম্প্রদায়! বর্তমানে পৃথিবীতে প্রভাবশালী হিসেবে তোমাদেরই রাজত্ব। কিন্তু আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফিরাউন বললো, আমি যা মনে করি আমি তোমাদের তাই বলছি এবং আমি তোমাদের কেবল সঠিক পথই দেখিয়ে থাকি।

৩০. আর মু'মিন ব্যক্তিটি বললো– হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের ওপর (পূর্ববর্তী) দলসমূহের দিনের অনুরূপ (দুর্দিনের) আশঙ্কা করছি।

৩১. যেমন ঘটেছিল নূহ, আদ, ছামূদ সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে। আর আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের প্রতি কোনো জুলুম করতে চান না।

৩২. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি আহবান দিবসের (কিয়ামতের)।

৩৩. যেদিন তোমরা পিছনে ফিরে পালাতে চাইবে, (কিন্তু সেদিন) আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।[১]

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কর্মের ফলে কেউ পথভ্রষ্ট হলে তাকে পথপ্রদর্শনের জন্য কেউ নেই।

৩৪. আর পূর্বেও তোমাদের কাছে ইউসুফ এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ[১] কিন্তু সে তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছিল তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে। অবশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হলো তখন তোমরা বলেছিলে, তার পরে আল্লাহ আর কোনো রসুল প্রেরণ করবেন না। এভাবে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করেন তাকে যে সীমালঙ্ঘনকারী ও সংশয়বাদী।

১. স্পষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়সহ।

৩৫. যারা নিজেদের কাছে কোনো দলিল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর আয়াত[১] সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। (তাদের এই কাজ) আল্লাহ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে বড়োই ঘৃণ্য ও বিরক্তিকর। এভাবেই আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন[২]।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।
২. এভাবে নিজ কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল ধীরে ধীরে অবদমিত হতে হতে একদিন তাতে মোহর পড়ে যায় (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যায়)।

৩৬. আর ফিরাউন বললো, হে হামান! আমার জন্য তুমি এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো যাতে আমি (ঊর্ধ্বে চড়ার) কিছু একটা পথ পেতে পারি।

৩৭. আকাশে চড়ার পথসমূহ। অতঃপর দেখতে পারি মুসার ইলাহকে, তবে অবশ্যই আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবে (অতাৎক্ষণিকভাবে)[১] ফিরাউনের কাছে তার মন্দকাজকে আকর্ষণীয় করা হয়েছিল এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল (সঠিক) পথ থেকে। আর ফিরাউনের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

১. এভাবে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।

রুকু : ৫

৩৮. আর মু'মিন ব্যক্তিটি বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবো।

৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! অবশ্যই এই দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।

৪০. কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কাজের অনুরূপ শাস্তি পাবে। আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎকাজ করে তারা প্রবেশ

করবে জান্নাতে সেখানে তাদেরকে দেওয়া হবে বেহিসাব রিযিক।

৪১. আর হে আমার সম্প্রদায়! কী হলো! আমি তোমাদের ডাকছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকছো আগুনের দিকে।

৪২. তোমরা আমাকে বলছো– আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে যার সম্পর্কে আমার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদের ডাকছি মহাপ্রতাপশালী ও ক্ষমাশীলের (আল্লাহর) দিকে।

৪৩. নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে ডাকছো এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহবানযোগ্য নয়। আর অবশ্যই আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকে এবং অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৪৪. অতঃপর আমি তোমাদের যা বলছি তোমরা তা শীঘ্রই স্মরণ করবে। আর আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ দৃষ্টিবান।

৪৫. অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের ক্ষতি থেকে রক্ষা করলেন এবং ফিরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি ঘিরে ফেললো।

৪৬. তাদের আগুনের সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হবে। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে) ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে।

৪৭. আর যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা, অহংকারকারীদের বলবে– আমরা তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম এখন কি তোমরা আমাদের ওপর থেকে (জাহান্নামের) আগুনের কিছু অংশ নিবারণ করবে?

৪৮. যারা অহংকার করেছিল তারা বলবে– আমরা সকলেই এর মধ্যে (জাহান্নামে) আছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে বিচার করে ফেলেছেন।

৪৯. আর আগুনের অধিবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীকে বলবে– তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেন আমাদের ওপর থেকে একদিনের শাস্তি লাঘব করেন।

৫০. তারা বলবে, তোমাদের কাছে কি স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের রসুলগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবে– অবশ্যই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা করো। আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

রুকু : ৬

৫১. নিশ্চয়ই আমাদের রসুলদের ও যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমরা

সাহায্য করবো দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে।

৫২. যেদিন জালিমদের ওজর-আপত্তি কোনো কাজে আসবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।

৫৩. আর আমরা অবশ্যই মুসাকে দান করেছিলাম পথনির্দেশিকা এবং বনী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম (সে) কিতাবের।

৫৪. (যা ছিল) পথনির্দেশিকা ও যিক্‌র[১] উলিল আলবাবদের[২] জন্য ।

১. আল্লাহ প্রেরিত ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির তথ্য ধারণকারী অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ।

২. উলুল আলবাব তথা প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণই আল্লাহর কিতাব হতে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। উলুল আলবাবের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত।

৫৫. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করো (সালাত আদায় করো)।

৫৬. যারা নিজেদের কাছে কোনো দলিল না থাকলেও আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের সদরে[১] আছে কেবল অহংকার, যে পর্যন্ত তারা পৌঁছার যোগ্য নয়[২]। অতএব আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৬

২. অহংকার করার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতা সম্পন্ন সৃষ্টি তারা নয়।

৫৭. নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টির চেয়ে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা কঠিনতর কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

৫৮. আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ (তারাও সমান নয়)। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

৫৯. কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

৬০. আর তোমাদের রব বলেন– তোমরা আমাকে ডাকো/প্রশ্ন করো, আমি তোমাদের ডাক/প্রশ্নের উত্তর দেবো। নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার দাসত্ব হতে বিমুখ হয় তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে[১]।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ না করলে লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

রুকু : ৭

৬১. আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাতকে এবং আলোকোজ্জ্বল করেছেন দিনকে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[১]

১. অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জেনে কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। মানুষের অধিকাংশই আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অথবা অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জেনে নেওয়া ছাড়াই শুধু কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৬২. তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের রব, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমাদেরকে কীভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

৬৩. এভাবেই তারা বিপথগামী হয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে[১] অস্বীকার করে।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

৬৪. আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসযোগ্য এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে জীবনসামগ্রী দিয়েছেন তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব। সুতরাং বরকতময় আল্লাহ, জগৎসমূহের রব।

৬৫. তিনি চিরজীবি, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা তাঁর দাসত্ব করো দ্বীনকে (আনুগত্যকে) তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে[১]। সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো আনুগত্যকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৬৬. বলো, নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকো তাদের দাসত্ব

করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার রবের কাছ থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি জগৎসমূহের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

৬৭. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে[১], অতঃপর ফোঁটা আকৃতির বস্তু হতে[২], তারপর ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু হতে[৩], অতঃপর তোমাদের বের করে আনেন শিশুরূপে, তারপর তোমরা উপস্থিত হও তোমাদের যৌবনে, অতঃপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে তার পূর্বে। আর (এটি জানানো) এজন্য যে তোমরা যেন (মৃত্যুর) সুনির্দিষ্ট সময়ের দিকে[৪] পৌঁছানোর চেষ্টা করতে এবং Common sense/বিবেককে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পার[৫]।

১. কাদার/মাটির মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন হতে।
২. ফোঁটা আকৃতির বস্তু।
❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১০**
৩. ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু।
❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১১**
৪. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত মৃত্যুর সময়।
৫. যাতে তোমরা আয়াতটির শিক্ষার মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারো।

৬৮. তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান।[১] অধিকন্তু যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি তার জন্য বলেন, 'হও' আর তখনই তা হয়ে যায়।

১. আল্লাহর তৈরি জীবন/আয়ু পাওয়া ও মৃত্যু হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার ফলে মানুষ জীবন পায় এবং মানুষের মৃত্যু ঘটে।

রুকু : ৮

৬৯. তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যারা আল্লাহর আয়াত[১] সম্পর্কে বিতর্ক করে? কীভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে?

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

৭০. যারা কিতাব ও যা সহ আমাদের রসুলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে–

৭১. যখন তাদের গলায় বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে। তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে,

৭২. ফুটন্ত পানিতে। অতঃপর তাদের দগ্ধ করা হবে আগুনে।

৭৩. পরে তাদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে।

৭৪. আল্লাহকে বাদ দিয়ে? তারা বলবে– তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়েছে বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকে ডাকিনি। এভাবেই আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) কাফিরদের পথভ্রষ্ট করেন[১]।

১. এভাবেই ইসলাম/সত্য বিরোধী কথা ও কাজের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কাফিররা পথভ্রষ্ট হয়।

৭৫. এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এজন্য যে, তোমরা দম্ভ করতে।

৭৬. তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ করো, তাতে তোমরা চিরকাল থাকবে। অতঃপর কত নিকৃষ্ট অহংকারকারীদের আবাসস্থল।

৭৭. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। অতঃপর আমরা তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু আমরা তোমাকে দেখিয়ে দেই বা তোমার মৃত্যু ঘটাই– সর্বাবস্থায় তাদের প্রত্যাবর্তন আমাদেরই কাছে।

৭৮. আমরা তোমার পূর্বে অনেক রসুল প্রেরণ করেছিলাম, আমরা তাদের কারো কারো ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এবং কারো কারো ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করিনি। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো আয়াত (কিতাবের আয়াত বা অন্য নিদর্শন) উপস্থিত করা কোনো রসুলের কাজ নয়। অতএব, আল্লাহর আদেশ এলে (সবকিছু) ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে এবং তখন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রুকু : ৯

৭৯. আল্লাহই তোমাদের জন্য গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছেন যাতে এদের কোনোটিতে তোমরা আরোহণ করো এবং কোনোটিকে ভক্ষণ করো।

৮০. আর এতে তোমাদের জন্য রয়েছে নানা রকম কল্যাণ, তোমরা এ দিয়ে তোমাদের সদরে[১] থাকা প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারো এবং এর ওপর ও নৌযানের ওপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-২৬**

৮১. তিনি তোমাদের তাঁর নিদর্শনসমূহ[১] দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

১. তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

৮২. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কী

পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিকতর প্রবল, তবুও তারা যা করতো তা তাদের কোনো কাজে আসেনি।
৮৩. তাদের কাছে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসুলগণ এসেছিল তখন তাদের নিজেদের কাছে যে জ্ঞান ছিল তাতেই তারা উৎফুল্লবোধ করলো এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো।
৮৪. অতঃপর তারা যখন আমাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন তারা বললো– আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।
৮৫. তারা যখন আমাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারে এলো না। আল্লাহর এই বিধান পূর্বথেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে। আর সেক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সুরা : ৪১

হা মীম আস সাজদা

ফুসসিলাত (সুস্পষ্ট বিবরণ), মাক্কী, আয়াত : ৫৪, রুকু : ৬

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হা-মীম।
২. অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালুর কাছ থেকে অবতীর্ণ।
৩. আরবী ভাষায় লিখিত অধ্যয়নের[১] একটি গ্রন্থ, যার আয়াতসমূহ[২] খুলে খুলে[৩] বর্ণিত হয়েছে, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য[৪]।

১. বুঝে পড়ার দাবিকৃত।
২. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।
৩. ব্যাখ্যাসহ। তাই, হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা হলেও কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। এটি কুরআন থেকে সঠিক জ্ঞানার্জন করা এবং কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর করার একটি মূলনীতি।
পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫; বাকারা/২ : ২৬ ইত্যাদি।
বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা' (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামের বইটি।

৪. জন্মগতভাবে পাওয়া Common sense/আকলের জ্ঞানে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই তারা শোনে না।

৫. আর তারা বলে– তুমি যার প্রতি আমাদের আহবান করছো সে বিষয়ে আমাদের মন আবরণে আচ্ছাদিত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল, সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি।

৬. বলো– নিশ্চয় আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, অতএব তোমরা তাঁরই পথে অবিচল থাকো এবং তাঁরই কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য।

৭. যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও বিশ্বাসী নয়।

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

রুকু : ২

৯. বলো– তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছো? তিনি জগৎসমূহের পালনকর্তা।

১০. আর তিনি চার দিনে তার ওপর সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন ও তাতে বরকত দান করেছেন এবং তাতে তার (অধিবাসীদের) জীবনধারণের উপাদান নির্ধারণ করেছেন, (খাদ্য) প্রার্থীদের জন্য সুষমভাবে।

১১. অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধোঁয়া, এরপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন– তোমরা উভয়ে আসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা এলাম অনুগত হয়ে।

১২. অতঃপর তিনি দুই দিনে সাত আকাশ সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর আদেশ[১] ওহী করলেন। আর আমরা দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দিয়ে এবং সুরক্ষিত করলাম। এটা মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর তাকদীর[২]।

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান।

২. ব্যবস্থাপনা।

১৩. তবু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, আমি তোমাদের সতর্ক

করছি এক বজ্রধ্বনি থেকে (যা) আদ ও ছামূদের বজ্রধ্বনির অনুরূপ।

১৪. যখন তাদের কাছে রসুলগণ এসেছিল তাদের সামনে ও পিছন থেকে (এ কথা বলতে) যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করো না[১]। তখন তারা বলেছিল– আমাদের রবের এরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো নিশ্চয় আমরা তা অস্বীকারকারী।

১. আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের কোনো কাজ করো না। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

১৫. আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দম্ভ করতো এবং বলতো– আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তবে লক্ষ করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে শক্তিশালী? বস্তুত তারা আমাদের আয়াতকে[১] অস্বীকার করতো।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

১৬. অতঃপর আমরা তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে অশুভ দিনে ঝড়ো বাতাস প্রেরণ করেছিলাম। আর আখিরাতের শাস্তি অবশ্যই অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

১৭. আর ছামূদ সম্প্রদায়কে আমরা পথনির্দেশ করেছিলাম কিন্তু তারা সঠিক পথের পরিবর্তে অন্ধত্বকে[১] পছন্দ করেছিল, অতঃপর তারা যা অর্জন করতো সে কারণে তাদেরকে অপমানজনক শাস্তির বজ্রধ্বনি আঘাত হানলো।

১. আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান হতে অজ্ঞ থাকা।

১৮. আর আমরা রক্ষা করেছিলাম তাদের যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা আল্লাহ-সচেতন হয়েছিল[১]।

১. যারা ঈমান এনেছিল ও আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়েছিল।

রুকু : ৩

১৯. আর যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে; অতঃপর তাদেরকে বিভক্ত করা হবে (বিভিন্ন দলে)।

২০. অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছাকাছি পৌঁছাবে তখন তাদের

কান, চোখ ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

২১. আর তারা (জাহান্নামীরা) তাদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে– আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

২২. আর তোমরা কিছুই গোপনে করতে না (এ বিশ্বাসে) যে তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে তোমরা যা করো তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।

২৩. আর তোমাদের রব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই ধ্বংস এনেছে, তাই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো।

২৪. এখন যদি তারা ধৈর্যধারণ করেও (তারপরও) জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা অনুগ্রহ চায় তারপরও তারা অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২৫. আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম (শয়তান) বন্ধু।[১] যারা তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় করে দেখিয়েছিল এবং তাদের জন্যেও তাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষদের মতো (শাস্তির) বাণী যৌক্তিক হয়েছে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

১. ধারণা-বিশ্বাসের কারণে আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী শয়তান তাদের বন্ধু হিসেবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

রুকু : ৪

২৬. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং (আবৃত্তিকালে) তাতে শোরগোল সৃষ্টি করো যাতে তোমরা জয়ী হতে পারো।

২৭. অতঃপর আমরা অবশ্যই কাফিরদের কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো। আর নিশ্চয় আমরা তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দেবো।

২৮. আগুন, এটাই আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস। আমাদের আয়াতসমূহের[১] অস্বীকৃতির ফলস্বরূপ।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

২৯. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলবে– হে আমাদের রব! যেসব জ্বিন ও মানুষ আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দাও, আমরা উভয়কে পদদলিত করবো যাতে তারা মহালাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩০. নিশ্চয় যারা বলে– আমাদের রব আল্লাহ, এরপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য আনন্দিত হও।

৩১. আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য তা-ই রয়েছে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দাবি করবে।

৩২. এটা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন।

রুকু : ৫

৩৩. আর তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪. আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দিয়ে। ফলস্বরূপ তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

৩৫. আর এর (এ গুণের) অধিকারী হয় না ধৈর্যশীল ছাড়া অন্য কেউ এবং এর (এ গুণের) অধিকারী হয় না মহাকল্যাণের অধিকারীগণ ছাড়া অন্য কেউ।

৩৬. আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

৩৭. তাঁর আয়াতসমূহের[১] মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সিজদা করবে না, চাঁদকেও না। আর সিজদা করবে আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর দাসত্ব করো[২]।

১. তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে।

২. যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৩৮. অতঃপর তারা যদি অহংকার করে তবে যারা তোমার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা দিনে ও রাতে তাঁর তাসবীহ করে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করে না।

৩৯. আর তাঁর একটি নিদর্শন[১] এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুকনো অনুর্বর, অতঃপর (অতাৎক্ষণিক ভাবে) যখন আমরা তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়।[২] নিশ্চয় (অতাৎক্ষণিকভাবে) যিনি তাকে (ভূমিকে) জীবিত করেন, তিনি মৃতকে অবশ্যই জীবন দান করবেন।[৩] নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে মহাশক্তিমান।

১. একটি বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়।

২. অতঃপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যখন তাতে বৃষ্টি

বর্ষিত হয় তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়।

৩. নিশ্চয় যার তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভূমি জীবিত হয়, অবশ্যই তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারবেন।

৪০. নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমাদের অগোচরে নয়। শ্রেষ্ঠ কে, যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো তিনি তার সবই দেখেন।

৪১. নিশ্চয় যারা তাদের কাছে যিক্‌র[১] আসার পর তা অবিশ্বাস করে (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে)। আর এটা অবশ্যই এক মহাশক্তিশালী গ্রন্থ।

১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ কুরআন।

৪২. কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, সামনে থেকেও না পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসনীয় আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ।

৪৩. তোমার সম্বন্ধে তাই বলা হয়, যা বলা হতো তোমার পূর্ববর্তী রসুলগণ সম্পর্কে। তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

৪৪. আর আমরা যদি অনারবী কুরআন বানাতাম তবে তারা অবশ্যই বলতো– এর আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কী আশ্চর্য (কুরআন) অনারবী আর এর অনুসরণকারী জাতি আরবী। বলো, মু'মিনদের জন্য এটা পথনির্দেশিকা (Manual) ও নিরাময়কারী।[১] আর যারা অবিশ্বাসী তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং এটি (কুরআন) হলো তাদের জন্য (জ্ঞানের) অন্ধত্ব স্বরূপ[২]। এরা এমন যে, এদেরকে যেন আহবান করা হয় বহুদূর থেকে।

১. মু'মিনদের জন্য এটা মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুত সালাত) বিষয় ধারণকারী গ্রন্থ। আর এটি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি ধারণকারী গ্রন্থ।

২. যারা অবিশ্বাসী, ইসলাম বিরোধী চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের কারণে সৃষ্টি তত্ত্ব অনুযায়ী তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল অবদমিত হতে হতে তাতে মোহর পড়ে যায় (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যায়)। তাই তারা কুরআন শুনেও বধিরের মতো আচরণ করে এবং কুরআন তাদের কাছে জ্ঞানের অন্ধত্ব স্বরূপ তথা বুঝা অসম্ভব হওয়া কিতাব।

রুকু : ৬

৪৫. আর অবশ্যই আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এরপর তাতে মতভেদ ঘটেছিল। আর তোমার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে[১] তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। তারা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

১. পূর্বে প্রোগ্রাম/বিধান করা না থাকলে।

৪৬. যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

পারা-২৫

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহতেই ন্যস্ত। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো ফল আবরণ থেকে বের হয় না, কোনো নারী গর্ভধারণ করে না ও সন্তানও প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? (তখন) তারা বলবে, আমরা আপনার কাছে ঘোষণা করছি যে, (আপনার শরীক থাকার ব্যাপারে) আমাদের মধ্যে কোনো সাক্ষী নেই।

৪৮. আর পূর্বে তারা যাদেরকে ডাকতো তারা উধাও হয়ে যাবে এবং (মুশরিকরা) উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই।

৪৯. মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোনো ক্লান্তিবোধ করে না। কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে।

৫০. আর দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর যদি আমরা তাকে অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে অবশ্যই বলে থাকে, এটা আমার প্রাপ্য। আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হইও তবে তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। অতঃপর আমরা কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করবো। আর তাদেরকে স্বাদ গ্রহণ করাবো কঠোর শাস্তির।

৫১. আর যখন আমরা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর তাকে ক্ষতি স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

৫২. বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি এটি (কুরআন) আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে আছে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?

৫৩. শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নির্দশন দেখাবো[১], যতদিন

না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য) সত্য[২]। এটা কি তোমার রব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী?

১. শীঘ্রই খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর তথা পৃথিবী এবং মানুষের শরীরের মধ্যকার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে।

২. ঐ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে বর্ণিত পৃথিবী এবং মানব শরীরের মধ্যকার সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে।

তথ্যটির দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা– ১. এটি কুরআন আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ হওয়ার বর্তমান যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। ২. একটি শব্দ বা আয়াতের একাধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা থাকলে, যেটি বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের অনুরূপ বা সম্পূরক হবে সেটি গ্রহণ করতে হবে। কারণ, এ অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে অধিক হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৮২; বাকারা/২: ২৬, ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা’ (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামের বইটি।

আয়াতটি হতে আরও জানা যায়– যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে মানব শরীর বিজ্ঞানের (Human biology) আবিষ্কার।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা যারিয়াত/৫১ : ২০ ও ২১, জাসিয়া/৪৫ : ৪।

৫৪. জেনে রেখো, এরা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান। জেনে রেখো, সবকিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

সুরা : ৪২

আশ শূরা

পরামর্শ, মাক্কী, আয়াত : ৫৩, রুকু : ৫

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হা-মীম।
২. আইন-সীন-কাফ।
৩. এভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী নাযিল করেন মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহ।
৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। আর তিনি সমুন্নত ও সুমহান।
৫. (আল্লাহর ভয়ে) আকাশমণ্ডলী ওপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফেরেশতারা তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করে এবং দুনিয়াবাসীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
৬. আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তাদের (কার্যকলাপের) সংরক্ষক। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।
৭. আর এভাবেই আমরা তোমার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মক্কা ও তার চারপাশের জনগণকে সতর্ক করতে পারো এবং সতর্ক করতে পারো একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে যাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন একদল থাকবে জান্নাতে আর একদল থাকবে জ্বলন্ত আগুনে।
৮. আল্লাহ চাইলে সকল মানুষকে একই উম্মত (ধর্মভুক্ত) করতে পারতেন, কিন্তু তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আপন অনুগ্রহের অধিকারী করেন[১]। আর জালিমদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।
১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যক্তি মানুষ তাঁর ধর্ম বিষয়ক অনুগ্রহের অধিকারী হয়।
৯. তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহই অভিভাবক এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। আর তিনি সকল বিষয়ে মহাশক্তিমান।

রুকু : ২

১০. আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন, তার মীমাংসা আল্লাহরই কাছে। তিনিই আল্লাহ আমার রব, তাঁরই ওপর আমি নির্ভর করি। আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া বানিয়েছেন এবং গবাদি পশুর মধ্যে থেকে (বানিয়েছেন) তাদের জোড়া। (এভাবেই) তাতে (পৃথিবীতে) তোমাদের বিস্তার ঘটান। কোনো কিছুই তাঁর সমতুল্য নয়। আর তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

১২. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই কাছে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং (তা) তিনি করেন প্রোগ্রাম অনুযায়ী।[১] নিশ্চয় তিনি সববিষয় ভালো করে জানেন।

১. আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষ অধিক রিজিক পায়। আর এটি ঘটে আল্লাহর তৈরি অধিক রিজিক পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী মানুষের চেষ্টা করার ফলে।

১৩. তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন বিধি-বিধান যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা ওহী করেছি তোমাকে। আর যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে। (তাদের বলেছিলাম) তোমরা তোমাদের জীবন-ব্যবস্থাকে (সমাজে) প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদের যার প্রতি আহবান করছো তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান তাকে (নবী/রসুল হিসেবে) তাঁর জন্য মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তিনি তাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাঁর দিকে পথপ্রদর্শন করেন।

১৪. আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। আর যদি-না এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (অবকাশ দেওয়া সম্পর্কে) তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত[১] থাকতো তবে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। আর তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে নিশ্চয়ই তারা এ (কুরআন) সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

১. পূর্বে করা প্রোগ্রাম/বিধান।

১৫. সুতরাং তুমি এর জন্যই আহবান করো। আর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো। আর তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। আর বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি

তাতে বিশ্বাস করি। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের কাজ (ও তার ফলাফল) আমাদের ও তোমাদের কাজ (ও ফলাফল) তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই। আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন। আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

১৬. আর তাঁর (রসুলের) আহবানে সাড়া দেওয়ার পর যারা আল্লাহ (কুরআনের) সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের দলিল-প্রমাণ তাদের রবের দৃষ্টিতে অসার এবং তাদের ওপর রয়েছে তাঁর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

১৭. আল্লাহই সত্যসহ কিতাব এবং মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন। আর তুমি কি জানো, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

১৮. যারা এটা বিশ্বাস করে না তারাই এর জন্য তাড়াহুড়ো করে। আর যারা বিশ্বাসী তারা একে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রেখো কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা অবশ্যই পথভ্রষ্টতায় বহু দূরে (চলে গেছে)।

১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা জীবনসামগ্রী দান করেন[১]। তিনি সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রতাপশালী।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ জীবনসামগ্রী পায়।

রুকু : ৩

২০. যে আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার ফসল বর্ধিত করে দেই[১]। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাকে তা হতে দেই[২] (কিন্তু) আখিরাতে তার জন্য কোনো অংশই থাকবে না।

১. যে আখিরাতের ফসল কামনা করে ও আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী সে জন্য চেষ্টা-সাধনা করে তাকে তা বর্ধিত করে দেওয়া হয়।
২. যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে ও আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী সে জন্য চেষ্টা-সাধনা করে তাকে তা দেওয়া হয়।

২১. এদের কি এমন কিছু শরীক (দেবতা) আছে যারা এদের জন্য জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে এমন কিছু বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে[১] এদের বিষয়ে মীমাংসা হয়েই যেত। আর নিশ্চয় জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. আল্লাহর ফয়সালা ঘোষণার প্রোগ্রাম/বিধান পূর্বে তৈরি করা না থাকলে ... ... ।

২২. তুমি জালিমদের ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্য এবং এটা তাদের ওপর আপতিত হবেই। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের বাগানসমূহে। তাদের জন্য তাই-ই রয়েছে যা তারা তাদের রবের কাছে চাইবে। এটাই মহাঅনুগ্রহ।

২৩. এ সুসংবাদ আল্লাহ দেন তাঁর সেই বান্দাদের যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। বলো, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান চাই না। যে উত্তম কাজ করে আমরা তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদানদাতা।

২৪. তারা কি বলে যে, সে (রসুল) আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে। (যদি তাই হতো) তবে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমার মনে মোহর মেরে দিতেন।[১] আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সদরে[২] যা আছে সে বিষয়ে নিশ্চয় তিনি বিশেষভাবে অবহিত।

১. যদি তাই হতো তবে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তোমার মন অবদমিত হতে হতে তাতে মোহর লেগে যেত (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যেত)।

২. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭**

২৫. আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপসমূহ মোচন করেন এবং তোমরা যা করো তিনি তা জানেন।

২৬. তিনি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদের আহবানে সাড়া দেন এবং তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বাড়িয়ে দেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

২৭. আল্লাহ তাঁর (সকল) বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি হতো কিন্তু তিনি নিজ (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা অনুযায়ী তা (প্রাচুর্য) দিয়ে থাকেন[১]। তিনি তাঁর বান্দাদের অধিক ভালো জানেন ও দেখেন।

১. আল্লাহর তৈরি প্রচুর জীবনোপকরণ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ প্রচুর জীবনোপকরণ পায়।

২৮. আর তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন

এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই প্রশংসনীয় অভিভাবক।

২৯. আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যেসকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে আছে সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্ব[১]। আর তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাদের সমবেত করতে সক্ষম।

১. আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যেসকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে আছে সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্বে। এগুলো জানা প্রকৃত মুসলিমগণ হলো উলুল আলবাব। আর উলুল আলবাবগণই সবচেয়ে অধিক কুরআন হতে শিক্ষা নিতে পারে (সুরা আলে ইমরান আয়াত নং ৭)।

রুকু : ৪

৩০. আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল[১] এবং অনেক বিপদ-আপদ তিনি ক্ষমা করে দেন (ঘটতে দেন না)।

১. মানুষের বিপদ-আপদ যা আসে তা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় আসে না। তা আসে মানুষের কর্মের কারণে, আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী। অর্থাৎ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায়।

পরিপূরক তথ্যের জন্যদেখুন– সুরা নাজম/৫৩ : ৩৯; কাহাফ/১৮ : ২৯; রা'দ/১৩ : ১১; রুম/৩০ : ৪১; নিসা/৪ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৪) বইটি।

৩১. আর তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই ও সাহায্যকারীও নেই।

৩২. আর তাঁর নিদর্শনসমূহের[১] মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সমুদ্রে চলমান পর্বতসদৃশ জাহাজসমূহ।

১. আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

৩৩. তিনি (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন, ফলে সেগুলো (জাহাজগুলো) নিশ্চল হয়ে পড়বে তার (সমুদ্র) পৃষ্ঠে। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনরয়েছে ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য[১]।

১. নিশ্চয় এতে আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা রয়েছে ধৈর্যশীল এবং এ শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে কথা ও কাজের মাধ্যম শোকর আদায়কারী বান্দাদের জন্য।

৩৪. অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং অনেক কিছু তিনি ক্ষমা করেন।

৩৫. আর আমাদের আয়াত (কুরআনের আয়াত) সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের পালানোর কোনো জায়গা নেই।

৩৬. বস্তুত তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী (জান্নাত)। (ওটা) তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে।

৩৭. আর যারা কবিরা গুনাহসমূহ[১] ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়।

১. জান্নাত পেতে হলে শিরক ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি।

৩৮. আর যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে[১], নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। আর তাদের আমরা যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে।

৩৯. আর যারা তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

৪০. আর মন্দের প্রতিফল সমান মাত্রার মন্দ। তবে (ব্যক্তিগত বিষয়ের ব্যাপারে) যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-মীমাংসা করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে। নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।

৪১. আর অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা গ্রহণের) কোনো পথ নেই।

৪২. কেবল (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ আছে তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৪৩. আর যে (ব্যক্তিগত পর্যায়ে) ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

রুকু : ৫

৪৪. আর আল্লাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য অন্য কোনো অভিভাবক নেই তিনি ছাড়া।[১] আর তুমি দেখতে পাবে এই জালিমরা যখন শাস্তি দেখবে তখন বলবে, ফিরে যাওয়ার কোনো পথ কি আছে?

১. কর্মের কারণে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী যে পথভ্রষ্ট হয় তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই।

৪৫. আর তুমি তাদের দেখতে পাবে যে, (যখন) তাদেরকে এর (জাহান্নামের) সামনে উপস্থিত করা হবে (তখন) তারা অপমানে অবনত অবস্থায় গোপন দৃষ্টিতে তাকাবে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা কিয়ামতের দিন বলবে– নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে। জেনে রেখো, জালিমরা অবশ্যই স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।

৪৬. আর আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে সাহায্য করার মতো তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না। আর আল্লাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথ নেই।

৪৭. তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই দিন আসার পূর্বে যা অপ্রতিরোধ্য। যেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য (শাস্তি) রোধ করার কেউ থাকবে না।

৪৮. তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমাকে আমরা তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজ কেবল বাণী পৌঁছে দেওয়া। আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে যখন অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয়। আর যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৪৯. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন[১]।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কেউ কন্যা ও কেউ পুত্র সন্তান পায়।

৫০. অথবা (অতাৎক্ষণিকভাবে) দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা।[১] নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞাতা ও সর্বশক্তিমান।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কেউ পুত্র ও কন্যা উভয়ই পায়। আবার কেউ হয় বন্ধ্যা।

৫১. আর কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনা-সামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন[১]। (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) শুধু ওহী-এর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরালে থেকে অথবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন[২]। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়।

১. শারীরিক গঠনের দুর্বলতার কারণে মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহর সাথে তার সামনা-সামনি কথা আদান-প্রদান হবে।

২. মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে– ক. 'ওহী'-এর মাধ্যমে। খ. পর্দার অন্তরালে থেকে। গ. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসুলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন এবং নবী-রসুলগণ এ তিনটি উপায়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান এবং সেটির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে এক বিশেষ ধরনের 'ওহী'-র মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে বুঝা যায়, ঐ বিশেষ ধরনের 'ওহী' হলো– SMSবা ক্ষুদে বার্তা। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে SMS(ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

তিনটি বিষয়ের জ্ঞান আয়াতটির ব্যাখ্যা বুঝার জন্য প্রয়োজন– ক. মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি। খ. আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর)। গ. মানুষের ব্রেইন কীভাবে কাজ করে তথা মানব শারীরবিজ্ঞান।

মোবাইল ফোনে SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি : SMSবা ক্ষুদে বার্তা পাঠাতে হয় কোনো একটি মোবাইল সেট থেকে। মোবাইল সেট থেকে বার্তাটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে প্রথমে যায় স্যাটেলাইটের সার্ভারে (Server)। সার্ভার বার্তাটি একই পদ্ধতিতে পাঠিয়ে দেয় বার্তাটির প্রাপকের মোবাইল সেটে। প্রাপকের সেটের পর্দায় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটি অক্ষর ও শব্দ আকারে ফুটে ওঠে। প্রাপক

উত্তর দিলে সে উত্তর একই পদ্ধতিতে স্যাটেলাইটের সার্ভার (Server) হয়ে বার্তাটি যে ব্যক্তি পাঠিয়েছে তার মোবাইল সেটে চলে যায়।

আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর) : প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া IDনম্বর বা মোবাইল নম্বর হলো DNAনম্বর। এ নম্বর সকল মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট (Specific)।

মানুষের ব্রেইন যেভাবে কাজ করে : মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো, মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) বিদ্যুতের একটি ওয়েভ (ঢেউ) তৈরি হয়। প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী ওয়েভটির ধরনও ভিন্ন হয়।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-২৭ ও ২৮

বর্তমানে, ব্রেইন থেকে নির্গত বিদ্যুতের ওয়েভ (ঢেউ) বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি কী চিন্তা করছে তা বের করার যন্ত্রও মানুষ আবিস্কার করে ফেলেছে। তবে তা প্রাথমিক অবস্থায় আছে।

আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান-প্রদান পদ্ধতি : আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান-প্রদান হয় SMSআদান-প্রদানের মাধ্যমে। এ SMS আদান-প্রদান হয় আল্লাহর তৈরি করে রাখা জ্ঞানের সার্ভার (Server) এবং মানুষের ব্রেইনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/ আকলের মধ্যে। আল্লাহর তৈরি জ্ঞানের সার্ভারে মানুষের জীবনে যত প্রশ্ন আসা সম্ভব তার সবগুলো এবং তার উত্তরও মেমোরি আকারে দেওয়া আছে। মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তৈরি হওয়া বিদ্যুতের ওয়েভ (ঢেউ) আল্লাহর তৈরি করে রাখা সার্ভারে চলে যায়। আল্লাহর সার্ভার ঐ ওয়েভ অনুধাবন (Sense) ও বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে মানুষটি কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সার্ভার এটিও বুঝতে পারে কোন IDনম্বর (DNAনম্বর) থেকে প্রশ্নটি এসেছে। সার্ভার প্রশ্নটির উত্তর ঐ IDনম্বর ধারণকারী মানুষটির মনে ক্ষুদে বার্তা আকারে পাঠিয়ে দেয়। অবশ্য এটি এখনো প্রমাণিত জ্ঞান নয়। মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বার্তা/জ্ঞান যাওয়া আসার পদ্ধতিটির নাম হলো Quantum entanglement। এখানে সময়ের পরিমাণ প্রায় শূন্য।

এই ক্ষুদে বার্তার সঠিক তথ্যটি উদ্ধার করার যোগ্যতা সকল মানুষের সমান নয়। মানুষের মনে থাকা আকল যার যত উৎকর্ষিত হবে সে ঐ ক্ষুদে বার্তা তত সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। আকল উৎকর্ষিত হয় কুরআন, হাদীস,

বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা ও সত্য কাহিনির আলোকে জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে।

ক্ষুদে বার্তার যে 'বুঝ' গ্রহণযোগ্য হবে বা হবে না–

১. গ্রহণযোগ্য হবে– কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূরক বা অতিরিক্ত বুঝ।

২. গ্রহণযোগ্য হবে না– কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বুঝ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আনফাল/৮ : ২৪; বাকারা/২ : ১৮৬; সাবা/৩৪ : ৪৬।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা লাভ করার পদ্ধতি' (গবেষণা সিরিজ-৪০) নামক বই।

৫২. আর এভাবে আমরা তোমার প্রতি আমাদের নির্দেশ সম্বলিত ওহী প্রেরণ করেছি। (এর পূর্বে) তুমি জানতে না কিতাব (কুরআন) ও ঈমান কী। কিন্তু আমরা একে বানিয়েছি একটি আলো, যা দিয়ে (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করি।[১] আর নিশ্চয় তুমি অবশ্যই স্থায়ী পথ প্রদর্শন করো।[২]

১. মানুষের মধ্যে যে কুরআন হতে জ্ঞানার্জন করার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চেষ্টা করবে সে সঠিক পথ পাবে।

২. স্থায়ী পথের সংজ্ঞা দেখুন– সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৫৩. এটি আল্লাহর পথ; যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখো, সকল বিষয় আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

সুরা : ৪৩

আয যুখরুফ

স্বর্ণের সাজ-সজ্জা, মাক্কী, আয়াত : ৮৯, রুকু : ৭

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হা-মীম।

২. শপথ সুস্পষ্ট (প্রমাণিত বক্তব্যধারণকারী) কিতাবের।

৩. নিশ্চয় আমরা এটিকে বানিয়েছি আরবি কুরআন যাতে তোমরা আকলকে কাজে লাগাতে পারো[১]।

১. নিশ্চয় আমরা এটিকে করেছি আরবি কুরআন যাতে এর নির্ভুল ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ উদাহরণ এবং

ঐতিহাসিক ও সাধারণ কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করতে পারো। অতঃপর সেটি দিয়ে অন্য গ্রন্থ বা স্থানে থাকা উল্লিখিত ধরনের জ্ঞানসমূহ যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জন করে যথাযথ জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারো।

৪. আর নিশ্চয় এটা অবশ্যই রয়েছে আমাদের কাছে থাকা (উম্মুল) কিতাবে, (এটা) উন্নত ও বিজ্ঞানময়[১]।

১. নিশ্চয় এর বিস্তারিত কপি অবশ্যই রয়েছে লাওহে মাহফুজে থাকা উম্মুল কিতাবে। এর বক্তব্য অতীব কল্যাণকর এবং এতে আছে বিজ্ঞানের অসংখ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য।

৫. তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় হওয়ায় আমরা কি তোমাদের এই উপদেশবাণী প্রত্যাহার করে নেবো?

৬. আর পূর্ববর্তীদের মাঝে আমরা কত নবীই প্রেরণ করেছিলাম!

৭. আর তাদের কাছে এমন কোনো নবী আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেনি।

৮. অতঃপর যারা তাদের মধ্যে শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম, আর এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত।

৯. আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? অবশ্যই তারা বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানী (আল্লাহ)।

১০. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং তাতে করেছেন তোমাদের চলার পথ, যাতে তোমরা পথ (গন্তব্যস্থল) পেতে পারো।

১১. আর যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন (নিজ তৈরি) কদর অনুযায়ী[১]। অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) এ দিয়ে সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে।[২] এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে।

১. যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন নিজ তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।
২. অতঃপর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, অতঃপর এ দিয়ে সঞ্জীবিত হয় মৃত ভূমি।

১২. আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) যিনি সব ধরনের যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যার ওপর তোমরা আরোহণ করো।

১৩. যাতে তোমরা তাদের পিঠের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারো, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করো। যখন তোমরা তার ওপর স্থির হয়ে

বসো এবং বলো– পবিত্র তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, না হলে আমরা এদেরকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম ছিলাম না।
১৪. আর নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবো।
১৫. আর তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ (সন্তান) সাব্যস্ত করেছে। নিশ্চয় মানুষ স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

রুকু : ২

১৬. তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের বিশেষিত করেছেন পুত্র সন্তান দিয়ে?
১৭. অথচ তাদের কাউকে যখন সেই (সন্তান জন্মগ্রহণের) সুসংবাদ দেওয়া হয় যাকে সে দয়াময়ের (সন্তান) বলে দৃষ্টান্ত দেয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যার এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
১৮. তবে কি যে (সন্তান) অলংকারের মধ্যে বেড়ে উঠে এবং যে কথায় স্পষ্টভাষী নয় (তাকেই তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে)?
১৯. আর তারা ফেরেশতাদেরও নারী গণ্য করেছে যারা (প্রকৃতপক্ষে) দয়াময় আল্লাহর বান্দা। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? শীঘ্রই তাদের কথা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।
২০. আর তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ না চাইলে আমরা এদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা শুধু মনগড়া কথা বলে।
২১. আমরা কি তাদের এর (কুরআনের) পূর্বে কোনো কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে?
২২. বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি একটি উম্মতের (ধর্মের) ওপর এবং নিশ্চয় আমরা তাদেরই পথ অনুসরণ করে সঠিক পথপ্রাপ্ত।
২৩. এভাবে তোমার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই আমরা কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন তার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলেছে– নিশ্চয় আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি একটি উম্মতের (ধর্মের) ওপর এবং অবশ্যই আমরা তাদের পথ অনুসরণ করছি।
২৪. সে (সতর্ককারী) বলতো– তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে পথে পেয়েছো আমি যদি তোমাদের জন্য তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ নিয়ে আসি (তবুও কি তোমরা তাদের পথ অনুসরণ করবে)? তারা বলতো, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যান করি।
২৫. অতঃপর আমরা তাদেরকে উচিত শাস্তি দিয়েছিলাম, দেখো মিথ্যা অভিহিতকারীদের পরিণাম কী হয়েছে।

রুকু : ৩

২৬. আর যখন ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল− তোমরা যাদের ইবাদাত করো নিশ্চয় তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

২৭. তবে (সম্পর্ক আছে শুধু তাঁর সাথে) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর নিশ্চয় শীঘ্র তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

২৮. আর এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী হিসেবে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

২৯. বরং আমিই তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলাম ভোগের সামগ্রী, অবশেষে তাদের কাছে এলো সত্য এবং সুস্পষ্ট রসুল।

৩০. আর যখন তাদের কাছে সত্য এলো তারা বললো− এটা তো জাদু এবং আমরা অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যান করি।

৩১. আর তারা বলে, এই কুরআন কেন নাযিল করা হলো না দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফ) কোনো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ওপর?

৩২. তারা কি তোমার রবের দয়া বণ্টন করে? (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরাই তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বণ্টন করি দুনিয়ার জীবনে এবং একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে তারা একে অপরের মাধ্যমে সেবা নিতে পারে।[১] আর তারা যা জমা করে তার চেয়ে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

১. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান দুনিয়ার জীবনে তাদের মাঝে জীবিকা বণ্টিত হয় এবং একজন অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নীত হয় যাতে তারা একে অপরের মাধ্যমে সেবা নিতে পারে।

৩৩. আর যদি (সত্য প্রত্যাখানে) মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে এ আশঙ্কা না থাকতো তবে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তাদের অবশ্যই আমরা তাদের ঘরের জন্য রৌপ্যের ছাদ ও সিঁড়ি দিতাম যাতে তারা আরোহণ করতে পারে।

৩৪. আর তাদের ঘরের জন্য (রূপার) দরজা ও পালঙ্ক যাতে তারা হেলান দিয়ে থাকে।

৩৫. আর স্বর্ণের সাজ-সজ্জা। আর এ সবই শুধু দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সম্পদ। আর আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিদের জন্য তোমার রবের কাছে রয়েছে আখিরাত।

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে

বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিদের জন্য তোমার রবের কাছে রয়েছে আখিরাত।

রুকু : ৪

৩৬. আর যে ব্যক্তি দয়াময়ের যিক্‌র (কুরআন)-এর প্রতি অন্ধের মতো আচরণ করে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার বন্ধু।[১]

১. যে ব্যক্তি জ্ঞানের চোখে না দেখে তথা অর্থ না বুঝে বা প্রকৃত অর্থ এড়িয়ে ভুল অর্থ গ্রহণ করে কুরআন পড়ে আমার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তার জন্য নিয়োজিত হয় এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।

৩৭. আর নিশ্চয় তারা (শয়তানরা তার বন্ধুরা) মানুষকে (সঠিক) পথ থেকে বিরত রাখে অথচ তারা (মানুষ) মনে করে অবশ্যই তারা সঠিক পথে আছে।

৩৮. অবশেষে যখন সে আমাদের কাছে উপস্থিত হবে তখন সে শয়তানকে বলবে– হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো, অতএব কত নিকৃষ্ট সহচর সে।

৩৯. আর যেহেতু তোমরা জুলুম করেছিলে তাই আজ (তোমাদের এই অনুতাপ) তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, কেননা তোমরা সবাই শাস্তিতে অংশীদার।

৪০. তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে অথবা যে অন্ধ অথবা যে ব্যক্তি স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে তাকে কি তুমি সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে?

৪১. আর আমরা যদি তোমাকে নিয়ে যাই তবুও নিশ্চয় আমরা তাদেরকে শাস্তি দেবো।

৪২. অথবা আমরা তাদের যে (পরিণামের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ করাবো এবং নিশ্চয় তাদের ওপর আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

৪৩. সুতরাং তোমার প্রতি যে বিষয়ে ওহী নাযিল করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। নিশ্চয় তুমি স্থায়ী সঠিক পথে[১] রয়েছো।

১. স্থায়ী সঠিক পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৪৪. আর নিশ্চয় এ কুরআন তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।

৪৫. আর তোমার পূর্বে আমরা যেসব রসুল প্রেরণ করেছিলাম তাদের তুমি জিজ্ঞাসা করো, আমরা কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ বানিয়েছিলাম যার দাসত্ব[১] করা যায়?

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ

করে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

রুকু : ৫

৪৬. আর নিশ্চয় মুসাকে আমরা আমাদের আয়াতসমূহসহ (কিতাব ও মু'যিজাসহ) ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর সে বলেছিল– নিশ্চয় আমি জগৎসমূহের রব কর্তৃক প্রেরিত রসুল।

৪৭. অতঃপর যখন সে তাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহসহ (কিতাব ও মু'যিজা) গেল তখন তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো।

৪৮. আর আমরা তাদের এমন কোনো আয়াত (মু'যিজা) দেখাইনি যা তার অনুরূপ নির্দশনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। অতঃপর আমরা তাদের শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা ফিরে আসে।

৪৯. আর তারা বলেছিল– হে জাদুকর! তোমার রবের কাছে তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা করো যা তিনি তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন। (তাহলে) আমরা অবশ্যই সঠিক পথ অবলম্বন করবো।

৫০. অতঃপর যখন আমরা তাদের ওপর থেকে শাস্তি বিদূরিত করলাম, তখন তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো।

৫১. আর ফিরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করলো– হে আমার সম্প্রদায়! মিশর রাজ্য কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো আমার অধীনে প্রবাহিত। তোমরা কি এটা দেখো না?

৫২. আমি কি এই ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই, যে হীন ? আর সে স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম।

৫৩. (সে যদি সত্যিই আল্লাহর রসুল হয়ে থাকে) তবে তাকে কেন স্বর্ণকাঁকন দেওয়া হলো না অথবা কেন তার সঙ্গে ফেরেশতারা সঙ্গী হয়ে এলো না?

৫৪. এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানালো, ফলে তারা তার কথা মেনে নিলো। নিশ্চয় তারা ছিল এক পাপাচারী সম্প্রদায়।

৫৫. যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করলো আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং তাদের সবাইকে (পানিতে) নিমজ্জিত করলাম।

৫৬. এরপর পরবর্তীদের জন্য আমরা তাদেরকে করে রাখলাম অতীত (ইতিহাস) ও উদাহরণ[১]।

১. আল্লাহ প্রেরিত সত্য শিক্ষা।

রুকু : ৬

৫৭. আর যখন মারিয়াম-পুত্রের উদাহরণ[১] উপস্থিত করা হলো তখন তোমার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল আরম্ভ করে দিলো।

১. মারিয়াম-পুত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত আল্লাহ প্রেরিত সত্য শিক্ষা।

৫৮. আর বলে, আমাদের উপাস্যগুলো শ্রেষ্ঠ না সে (ঈসা)? তারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে। বস্তুত তারা এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

৫৯. সে ছিল এক বান্দা যাকে আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য উদাহরণ (আল্লাহ প্রেরিত সত্য শিক্ষা)।

৬০. আর আমরা চাইলে পৃথিবীতে ফেরেশতাও পাঠাতে পারতাম তোমাদের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।

৬১. আর নিশ্চয় সে (ঈসা) কিয়ামতের ব্যাপারে একটি জ্ঞান, সুতরাং তোমরা তাতে (কিয়ামতে) সন্দেহ করো না এবং আমাকে অনুসরণ করো।[১] এটা স্থায়ী পথ[২]।

১. আয়াতাংশে ঈসা (আ.)-কে তথা ঈসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহকে কিয়ামত সত্য হওয়া সম্পর্কিত জ্ঞান (শিক্ষণীয় বিষয়) বলা হয়েছে। কিয়ামতের নিদর্শন তথা ঈসা (আ.) পৃথিবীতে ফিরে আসাকে কিয়ামত হওয়ার নিদর্শন বলা হয়নি। এ কথাটির একটি বড়ো প্রমাণ হলো– আয়াতের প্রথমাংশের তথ্যের যুক্তি বা ভয় দেখিয়ে আয়াতের শেষে কাফিরদের মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা। রসুল (স.)-এর ও পরবর্তীকালের কাফিরদের ঈসা (আ.)-এর পুনঃআগমনের যুক্তি বা ভয় দেখিয়ে রসুল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা যৌক্তিক কথা হতে পারে না। অন্যদিকে ঈসা (আ.)-এর মু'যেযার (বিনা পিতায় জন্ম লাভ করা, মাটি থেকে পাখি বানাতে পারা, মৃতকে জীবিত করতে পারা ইত্যাদি) যুক্তি দেখিয়ে, রসুল (স.)-এর ও পরবর্তীকালের কাফিরদের আল্লাহ কর্তৃক কিয়ামত ঘটানো, সকল মানুষকে পুনরায় জীবিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলোর সত্যতা যুক্তির ভিত্তিতে অবশ্যই প্রমাণিত হয়। অতঃপর ঐ প্রমাণিত বিষয়সমূহের ভয় দেখিয়ে কাফিরদের রসুল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা যথার্থ হয়।

২. স্থায়ী পথের সংজ্ঞা দেখুন– সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৬২. আর শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই নিবৃত্ত না করে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৩. আর ঈসা যখন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয়সহ এলো তখন সে বলেছিল– আমি তোমাদের কাছে এসেছি হিকমাহ[১] এবং তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছো তা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও[২] এবং আমাকে অনুসরণ করো।

১. **হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) :** আল্লাহর কিতাব, কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

২. তোমরা আয়াতটিসহ আল্লাহর কিতাবের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা তাঁর দাসত্ব করো[১]। এটাই স্থায়ী সঠিক পথ[২]।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলো দেখুন– সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

২. স্থায়ী সঠিক পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৬৫. অতঃপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করলো। সুতরাং যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির দুর্ভোগ।

৬৬. তারা কি আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসার অপেক্ষা করছে? (এমন অবস্থায় যে) তারা বুঝতেও পারবে না।

৬৭. বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, আল্লাহ সচেতন[১] ব্যক্তিরা ছাড়া।

১. আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করেযথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিরা ছাড়া।

রুকু : ৭

৬৮. হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

৬৯. যারা আমাদের আয়াতে[১] বিশ্বাস করেছিল এবং যারা ছিল মুসলিম[২]।

১. আমাদের প্রেরিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয়

বিষয়ে।

২. সর্বনিম্ন স্তরের নেককার মু'মিন।

৭০. তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।

৭১. তাদেরকে সোনার থালা ও পানপাত্র ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে। আর সেখানে রয়েছে সবকিছু যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। আর সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে।

৭২. আর এই সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদেরকে, তোমরা যে আমল করতে তার কারণে।

৭৩. সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল তা থেকে তোমরা খাবে।

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা[১] জাহান্নামের শাস্তিতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

১. অস্বীকার বা অস্বীকারের কাছাকাছি অবস্থানে থেকে আদেশ/নিষেধ অমান্যকারীরা।

৭৫. তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা এতে হতাশ হয়ে পড়বে।

৭৬. আর আমরা তাদের প্রতি জুলুম করিনি বরং তারা নিজেরাই ছিল জালিম।

৭৭. আর তারা চিৎকার করে বলবে– হে 'মালিক'! (জাহান্নামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার নাম) তোমার রব যেন আমাদের নিঃশেষ করে দেন। সে বলবে, তোমরা এভাবেই থাকবে।

৭৮. (আল্লাহ বলবেন) নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য অপছন্দকারী।

৭৯. তারা কি একটি বিষয় চূড়ান্ত করেছে? তাহলে আমরাও চূড়ান্তকারী।

৮০. অথবা তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? অবশ্যই শুনি এবং আমাদের ফেরেশতারা তাদের কাছ থেকেই লিখছে (ভিডিও করছে)।

৮১. বলো, দয়াময় আল্লাহর কোনো সন্তান থাকলে তখন আমি হতাম তার প্রথম উপাসক।

৮২. তারা (আল্লাহ সম্পর্কে) যা কিছু বলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব এবং আরশের অধিপতি তা থেকে মুক্ত।

৮৩. অতএব তাদের যে দিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও খেল-তামাশা করতে দাও।

৮৪. আর তিনিই একমাত্র ইলাহ আকাশে এবং তিনিই একমাত্র ইলাহ পৃথিবীতে। আর তিনি প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী।

৮৫. আর বরকতময় তিনি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর অধিপতি। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে। আর

তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।

৮৬. আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের ডাকে সুপারিশ করার ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তারা ছাড়া[১]।

১. আয়াতাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে শেষ বিচারের দিন সুপারিশ/শাফায়াত করার অনুমতি পাবে শুধু তারা যারা জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়। জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া কথাটির অর্থ হলো যাদের ইসলামের যথাযথ জ্ঞান আছে এবং সে জ্ঞানের ভিত্তিতে তারা কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলাম যথাযথভাবে পালন করেছে। শাফায়াত হলো আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া একটি সম্মাননা পুরস্কার। দুনিয়ার পাবলিক পরীক্ষায় যারা অসাধারণ ফলাফল (Extraordinary result) করে তারা রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পায়। তেমনি দুনিয়ার পরীক্ষায় যে সকল বান্দারা অসাধারণ ফলাফল করবে (অতি উচ্চ স্তরের নেককার মু'মিন) তারা শেষ বিচারের দিন আল্লাহর কাছ থেকে সম্মাননা পুরস্কারস্বরূপ শাফায়াত করার অনুমতি পাবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা ঝুমার/৩৯ : ১৯; নিসা/৪ : ৪, ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/ ৪২ : ৩৬ ও ৩৭; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ২৭৫; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

৮৭. যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ, তবু তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

৮৮. আর (আমি অবগত আছি রসুলের) এই কথা, হে আমার রব! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনবে না।

৮৯. সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো এবং বলো, 'সালাম'। তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

সুরা : ৪৪

আদ দুখান

ধোঁয়া, মাক্কী, আয়াত : ৫৯, রুকু : ৩

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হা-মীম।
২. স্পষ্টভাবে প্রমাণিত কিতাবের শপথ।
৩. নিশ্চয় আমরা এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী।
৪. এতে (কিতাবে) পৃথক করা হয়েছে সকল বিজ্ঞানময় নির্দেশকে[১]।
১. এ কিতাবে পৃথক করা হয়েছে সকল বিজ্ঞানময় সত্য নির্দেশ/বিষয়কে অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা নির্দেশ/বিষয় হতে।
৫. আমার কাছ থেকে দেওয়া নির্দেশ। নিশ্চয় আমি বার্তাবাহক প্রেরণকারী[১]।
১. এ নির্দেশ বার্তাবাহক ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।
৬. তোমার রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন ও সব বিষয়ে অভিজ্ঞ।
৭. যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।
৮. তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) জীবনদান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।[১] তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব।
১. তাঁর তৈরি জীবন পাওয়া ও মৃত্যু ঘটার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার ফলে মানুষ জীবন/আয়ু পায় ও মানুষের মৃত্যু ঘটে।
৯. বরং তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেলায় মগ্ন।
১০. অতএব, তুমি অপেক্ষা করো সে দিনের, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে আসবে।
১১. আর তা আবৃত করে ফেলবে মানবজাতিকে। এটা হবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
১২. (তখন তারা বলবে) হে আমাদের রব! আমাদের কাছ থেকে শাস্তি দূর করো, অবশ্যই আমরা ঈমান আনবো।
১৩. তারা কীভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে যখন তাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট

এক রসুল।
১৪. কিন্তু তারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে, সে (জনৈক ব্যক্তি দিয়ে) শিক্ষাপ্রাপ্ত এক পাগল?
১৫. নিশ্চয় আমরা কিছু কালের জন্য শাস্তি রহিত করবো, নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে।
১৬. যেদিন আমরা তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করবো। (তখন) নিশ্চয় আমরা উচিত শাস্তি দেবো।
১৭. আর এদের পূর্বে আমরা ফিরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছেও এসেছিল এক সম্মানিত রসুল।
১৮. (সে বললো) আল্লাহর বান্দাদের আমার কাছে সপে দাও। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল।
১৯. আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত হয়ো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ।
২০. আর তোমরা যাতে আমাকে পাথরের আঘাতে (হত্যা করতে না পারো) সে জন্য আমি আমার রব ও তোমাদের রবের আশ্রয় চাচ্ছি।
২১. আর যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করো, তবে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।
২২. অতঃপর সে (মুসা) তার রবের কাছে দোয়া করলো, এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।
২৩. (আমি বলেছিলাম) তাহলে তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বের হয়ে পড়ো, তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।
২৪. আর সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও। নিশ্চয় তারা এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।
২৫. তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল কত বাগান ও ঝরনা।
২৬. আর কত শস্যক্ষেত্র ও মনোরম প্রাসাদ।
২৭. আর কত বিলাস-উপকরণ যাতে তারা আনন্দ পেত।
২৮. এরূপই ঘটেছিল। আর আমরা এসবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য এক সম্প্রদায়কে।
২৯. অতঃপর আকাশ ও পৃথিবীর কেউ তাদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হয়নি।

রুকু : ২

৩০. আর অবশ্যই আমরা উদ্ধার করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে।

৩১. ফিরাউন থেকে। নিশ্চয় সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্য থেকে উদ্ধত।
৩২. আর অবশ্যই আমি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে জ্ঞানের ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম[১]।
১. আর অবশ্যই তারা আমার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী জ্ঞানের কারণে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছিল।
৩৩. আর তাদের দিয়েছিলাম আয়াতসমূহ (মু'যিজাসমূহ) যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।
৩৪. নিশ্চয়ই তারা অবশ্যই বলে,
৩৫. এটা আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আমরা আর উত্থিত হবো না।
৩৬. অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত করো।
৩৭. শ্রেষ্ঠ কি তারা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও এদের পূর্ববর্তীরা? আমরা তাদের ধ্বংস করেছিলাম। অবশ্যই তারা ছিল অপরাধী।
৩৮. আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।
৩৯. আমরা এ দুটি অযথা সৃষ্টি করিনি কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।
৪০. নিশ্চয় তাদের সকলের নির্ধারিত সময় বিচারের দিন।
৪১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোনো উপকারে আসবে না এবং তারা কোনো সাহায্য পাবে না।
৪২. তবে (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র[১], নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।
১. তবে আল্লাহর তৈরি করা ও জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কেউ দয়া পাওয়ার যোগ্য হলে তার কথা স্বতন্ত্র।

রুকু : ৩

৪৩. নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ হবে
৪৪. পাপীর খাদ্য।
৪৫. গলিত তেলের মতো। তাদের পেটে ফুটতে থাকবে,
৪৬. ফুটন্ত পানির মতো।
৪৭. তোমরা তাকে ধরো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে।
৪৮. এরপর তোমরা তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও।
৪৯. (বলা হবে) স্বাদ গ্রহণ করো। নিশ্চয় তুমি ছিলে সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত।
৫০. নিশ্চয় এটা তাই যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিরা থাকবে সর্বাধিক নিরাপদ স্থানে[১]।
১. নিশ্চয় কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিরা জান্নাতে থাকবে নিরাপদ স্থানে।
৫২. বাগান ও ঝরনার মাঝে।
৫৩. তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে।
৫৪. এরূপই ঘটবে। আর আমরা তাদের সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট, শুভ্রচিত্তের সুন্দর মনের সঙ্গীগণের (হুর) সাথে জোড় করে দেবো।
৫৫. সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে নানা রকম ফলমূল আনতে বলবে।
৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না। আর তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।
৫৭. তোমার রবের অনুগ্রহ স্বরূপ। এটাই মহাসাফল্য।
৫৮. নিশ্চয় আমরা তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) কুরআনকে সহজ করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে[১]।
১. নিশ্চয় আমরা আরবী ভাষায় কুরআনকে সহজ করেছি যাতে মানুষ এর নির্ভুল ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করতে পারে। অতঃপর সেটি দিয়ে অন্যগ্রন্থ বা স্থানে থাকা উল্লিখিত ধরনের জ্ঞানসমূহ যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জন করে যথাযথ জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারো।
৫৯. সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা করো, তারাও প্রতীক্ষমাণ।

সুরা : ৪৫

আল জাসিয়া

নতজানু, মাক্কী, আয়াত : ৩৭, রুকু : ৪

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হা-মীম।
২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহর

কাছ থেকে।

৩. নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য[১]।

১. নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে মু'মিনদের জন্য তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে।

৪. আর তোমাদের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জীব-জন্তুর বংশ বিস্তারে বহু নিদর্শন রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য[১]।

১. মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জীব-জন্তুর বংশ বিস্তারে আল্লাহ প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসী ও দৃঢ় বিশ্বাসী হতে চাওয়া সম্প্রদায়ের জন্য। আয়াতটি হতে জানা যায়– দৃঢ় বিশ্বাসী ও দৃঢ় বিশ্বাসী হতে চাওয়া সম্প্রদায়ের জন্য অর্ধেক বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে মানব শরীর বিজ্ঞানে (Human biology)।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা যারিয়াত/৫১ : ২০ ও ২১, হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৫৩।

৫. আর রাত ও দিনের আবর্তন, আল্লাহর আকাশ থেকে (নাইট্রোজেন উপাদান সম্বলিত) রিযিক (বৃষ্টি) অবতীর্ণ করা, অতঃপর তা দিয়ে মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করা এবং বায়ুর প্রবাহে বহু নিদর্শন রয়েছে আকল ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য[১]।

১. রাত ও দিনের আবর্তন, আল্লাহর আকাশ থেকে নাইট্রোজেন উপাদান সম্বলিত বৃষ্টি অবতীর্ণ করা, অতঃপর তা দিয়ে মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করা এবং বায়ুর প্রবাহে, আল্লাহ প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/বিবেক ব্যবহারকারী সম্প্রদায়ের জন্য তাদের জ্ঞানের ঐ শক্তিকে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

৬. এগুলো আল্লাহর আয়াত (আল্লাহর কিতাব কুরআনের আয়াত) যা আমি তোমার কাছে তিলাওয়াত করছি সত্য সহকারে। সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন বাণীতে বিশ্বাস করবে?

৭. দুর্ভোগ, প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য।

৮. যে আল্লাহর আয়াতসমূহ (কুরআনের আয়াত) শ্রবণ করে যা তার কাছে

পাঠ করা হয়, এরপর অহংকারী হয়ে অটল থাকে যেন সে তা শোনেইনি। তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

৯. আর যখন আমাদের কোনো আয়াত (কুরআনের আয়াত) সে অবগত হয় তখন তা নিয়ে উপহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১০. তাদের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম। আর তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে তারাও নয়। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১১. এটি (কুরআন) সঠিক পথের দিশারী। যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ[১] প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

রুকু : ২

১২. আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন যাতে তাঁর (অতাৎক্ষণিক) আদেশে তাতে নৌযান চলাচল করতে পারে ও যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো[১] এবং যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।[২]

১. যাতে তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে।

২. তোমরা এসব অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানতে পারার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

১৩. আর তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই নিজ অনুগ্রহে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।[১]

১. নিশ্চয় এতে অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা আছে চিন্তা-গবেষণাকারী ব্যক্তি তথা বিজ্ঞানীদের জন্য তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে আরও উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে অধিক ব্যবহার করার ব্যাপারে।

১৪. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলো– তারা যেন ক্ষমা করে ঐ লোকদের যারা আল্লাহর (পুরস্কার/শাস্তির) দিনগুলোর প্রত্যাশা করে না, যাতে তিনি লোকদেরকে তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য প্রতিফল দিতে পারেন।

১৫. যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই (তা করে)। আর যে মন্দ কাজ করে তার (অকল্যাণ) তার নিজের ওপর বর্তাবে। এরপর

তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে।

১৬. আমরা বনী ইসরাঈলকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম উত্তম জীবনসামগ্রী এবং তাদেরকে বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

১৭. আর আমরা তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দ্বীন সম্পর্কে। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করেছিল। নিশ্চয় তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করতো তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে অবশ্যই ফয়সালা করে দেবেন।

১৮. এরপর আমরা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিষয়ে এক শরীয়তের ওপর, সুতরাং তুমি তা অনুসরণ করো এবং (নির্ভুল) জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।

১৯. নিশ্চয় আল্লাহর মোকাবিলায় তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। আর নিশ্চয় জালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের বন্ধু[১] আল্লাহ ।

১. আল্লাহ কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদের বন্ধু।

২০. এটা (কুরআন) মানবজাতির জন্য (জ্ঞানের) আলোকবর্তিকা এবং দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য একটি পথনির্দেশিকা ও রহমত।[১]

১. কুরআন দৃঢ় বিশ্বাসী হতে চাওয়া এবং দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্য একটি জ্ঞানের আলো ও রহমত।

২১. যারা মন্দ (পাপ) কামাই করেছে তারা কি মনে করে যে, জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে আমরা তাদেরকে সমান গণ্য করবো তাদের সাথে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে? তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না মন্দ।

রুকু : ৩

২২. আর আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুসারে ফল দেওয়া যেতে পারে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

২৩. তুমি কি লক্ষ করেছো তার প্রতি, যে নিজ খেয়াল-খুশিকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, আর আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) স্বজ্ঞানে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কান ও মনে মোহর মেরে দিয়েছেন ও তার চোখের

ওপর পর্দা এঁটে দিয়েছেন?[১] অতএব, আল্লাহর পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১. যে নিজ খেয়াল-খুশিকে তার ইলাহ বানিয়ে নেয় আল্লাহর নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সে পথভ্রষ্ট হয় এবং তার শ্রবণ শক্তি ও মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল অবদমিত হতে হতে তাতে মোহর লেগে যায় (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যায়) এবং তার দৃষ্টিশক্তি অবদমিত হতে হতে সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী তাতে পর্দা পড়ে যায়।

২৪. আর তারা বলে– পার্থিব জীবন, এটি ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানেই আমরা বাঁচবো ও মরবো। সময়ই শুধু আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে থাকে।

২৫. তাদের কাছে যখন আমাদের স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত (কুরআনের আয়াত) আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোনো যুক্তি থাকে না কেবল এই কথা ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত করো।

২৬. বলো, (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান[১]। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মানুষ জীবন/আয়ু পায় ও মানুষের মৃত্যু হয়।

রুকু : ৪

২৭. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বাতিলরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮. আর তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহবান করা হবে। (আর বলা হবে) আজ তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।

২৯. এটি আমাদের (তৈরি করা) আমলনামা যা তোমাদের ব্যাপারে কথা বলবে সত্যভাবে। নিশ্চয় তোমাদের কৃতকর্ম আমরা রেকর্ড করে রাখতাম।

৩০. অতঃপর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের রব তাদেরকে প্রবেশ করাবেন আপন রহমতে। এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

৩১. পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ[১] পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।

৩২. আর যখন বলা হতো, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত কী। আমরা মনে করি এটি একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।
৩৩. আর তারা যে মন্দকাজগুলো করেছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তা তাদের পরিবেষ্টন করবে।
৩৪. আর বলা হবে, আজ আমরা তোমাদের ভুলে থাকবো যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে ছিলে। আর তোমাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।
৩৫. এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ[১] নিয়ে বিদ্রুপ করেছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদের প্রতারিত করেছিল। সুতরাং সেদিন তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং (আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হবে না।
১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।
৩৬. অতএব আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আকাশমণ্ডলীর রব, পৃথিবীর রব এবং জগৎসমূহের রব।
৩৭. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই। আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।

পারা-২৬

সুরা : ৪৬

আল আহকাফ

প্রাচীন শহর, মাক্কী, আয়াত : ৩৫, রুকু : ৪

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হা-মীম।
২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।
৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুই আমরা যথাযথভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি। কিন্তু কাফেরদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

৪. বলে দাও, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো তাদের সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছো? আমাকে দেখাও তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা অবশিষ্ট (অন্য) কোনো জ্ঞানে (এ সকল বিষয়ের সমর্থনে) কিছু থাকলে তা তোমরা আমার কাছে উপস্থিত করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫. সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্তও তার (ডাকে) সাড়া দেবে না? আর এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও বে-খবর।

৬. আর যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা হবে তাদের শত্রু এবং তারা তাদের দাসত্ব অস্বীকার করবে।

৭. আর যখন তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ[১] পাঠ করা হয় তখন প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের কাছে এসে যাওয়া সত্য শিক্ষা সম্পর্কে বলে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

৮. তবে কি তারা বলে যে, সে এটা উদ্ভাবন করেছে? বলো, যদি আমি তা উদ্ভাবন করে থাকি তবে তোমরা আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছো সে সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৯. বলে দাও, আমি রসুলগণের মধ্যে নতুন কেউ নই এবং আমি জানি না আমার ও তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে[১]। আমার প্রতি যা ওহী করা হয় আমি কেবল তাঁরই অনুসরণ করি এবং আর আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

১. আয়াতাংশ হতে জানা যায়– দুনিয়ার ভবিষ্যৎ ও শেষ বিচারের দিন তাঁর প্রতি কী আচরণ করা হবে তা রসুল (স.) জানেন না। এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা, শেষ বিচারের দিন রসুল (স.) হাউজে কাউছারের পানি পান করানোর অনুমতি, শাফায়াত করার অনুমতি বা জান্নাত পাবেন কি না বিষয়গুলো জানেন না, এটি হতে পারে না। কারণ. এগুলো তিনি না পেলে আর কে পাবে? এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা শুধু হতে পারে– শেষ বিচারের দিন তাঁর করা শাফায়াত কবুল হবে কি না তা রসুল (স.) জানেন না।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৪, ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; ঝুমার/৩৯ : ১৯; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও

২৭৫; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

১০. বলে দাও, তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি এটি (কুরআন) আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস করো অথচ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি তার (তাওরাতের) অনুরূপ কিতাবের (কুরআন) সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, পক্ষান্তরে তোমরা অহংকার করছো (এটা কি কুরআনের প্রতি জুলুম নয়)? নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) জালিমদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।[১]

১. নিশ্চয় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী জালিমরা সঠিক পথ পায় না।

রুকু : ২

১১. আর কাফিররা, (সদ্য ঈমান আনা) মু'মিনদের বলে– যদি তা (কুরআনীয় জীবন-ব্যবস্থা) ভালো হতো তাহলে তাতে (তা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে) তোমরা আমাদের অতিক্রম করতে পারতে না। আর যেহেতু তারা এর (কুরআনের) উপস্থাপন করা সঠিক পথ গ্রহণ করেনি সেহেতু তারা শীঘ্রই বলবে, এটা পুরনো মিথ্যাচার।

১২. আর এর পূর্বে মুসার কিতাব ছিল পথনির্দেশিকা ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর এটি (কুরআন) আরবি ভাষায় (পূর্বের কিতাবসমূহের) সত্যায়নকারী একটি কিতাব, যেন সে জালিমদের সতর্ক করতে পারে। আর এটি সৎকর্মপরায়ণদের জন্য একটি সুসংবাদ।

১৩. নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।

১৪. তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (এই) পুরস্কার তারা যা করতো তার জন্য।

১৫. আর আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান করাতে লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে পূর্ণবয়স্ক হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয় তখন বলে, হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আপনি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে জন্য আমি যেন আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।[১] আর আমি যাতে সেই সৎকাজ করতে

পারি যা আপনি পছন্দ করেন এবং আমার কল্যাণের জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের সংশোধন করুন। আমি আপনার অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

১. আমি যেন আপনার প্রদত্ত উল্লিখিত অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে কথা ও কাজের মাধ্যমে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।

১৬. আমরা এদেরই ভালো কাজগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং (মধ্যম ও ছোটো) মন্দ কাজগুলো উপেক্ষা করে তাদের জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করি। এদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য প্রতিশ্রুতি।

১৭. আর এমন লোক আছে যে, তার মাতা-পিতাকে বলে ‘উহ’ (আমি বিরক্ত) তোমাদের জন্য। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরায় উত্তোলিত হবো অথচ আমার পূর্বে বহু প্রজন্ম গত হয়েছে? এমতাবস্থায় তারা দুজনে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে (এবং বলে), দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, এটা তো অতীতকালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।

১৮. ওরাই তারা যাদের ওপর যথার্থ হয়েছে সেই বাণী (যা যথার্থ হয়েছিল) সে উম্মতসমূহের ক্ষেত্রে যারা অতীত হয়েছে তাদের পূর্বে, জ্বিন ও মানুষের মধ্য হতে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯. আর প্রত্যেকের মর্যাদা তার কাজ অনুসারে। আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।

২০. আর যেদিন কাফিরদের জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হবে, (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তোমাদের সুখ-শান্তি দুনিয়ার জীবনেই নিঃশেষ করেছো এবং সেগুলো ভোগ করেছো। সুতরাং আজ তোমাদের অপমানজনক শাস্তি দিয়ে প্রতিদান দেওয়া হবে, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করছিলে এবং তোমরা পাপাচারে লিপ্ত ছিলে।

রুকু : ৩

২১. আর স্মরণ করো আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের (হুদ আ.) কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা এসেছিল। সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল এ বলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করো না[১]। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২২. তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগুলোর পূজা থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছো? যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে এসো।

২৩. সে বললো, জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে। আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি কেবল তাই তোমাদের কাছে প্রচার করি কিন্তু আমি দেখছি তোমরা জাহিলি ভাবধারার অনুসারী সম্প্রদায়[১]।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া সম্প্রদায়। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার **১** নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২৪. অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখলো তখন বলে উঠলো, এই তো মেঘ আমাদের বৃষ্টি দান করবে। (হুদ বললো) বরং ওটা সেটাই যা তোমরা তাড়াতাড়ি পেতে চেয়েছো। ওটা একটা (ঝড়ো) হাওয়া যাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২৫. তার রবের নির্দেশে তা সব কিছু ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বসতগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। এভাবে আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

২৬. আর নিশ্চয় আমরা তাদের এমন (বিস্তর এলাকায়) প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা দেইনি। আমরা তাদের দিয়েছিলাম কান, চোখ ও মন। কিন্তু তাদের কান, চোখ ও মন তাদের কোনো কাজে আসেনি। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে[১] অস্বীকার করেছিল, ফলে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো।

১. আল্লাহর কিতাবের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে।

রুকু : ৪

২৭. আর অবশ্যই আমরা ধ্বংস করেছিলাম তাদের চারপাশের জনপদসমূহ। আর আমরা তাদের কাছে বিভিন্নভাবে আমাদের আয়াত বিবৃত করেছিলাম যাতে তারা ফিরে আসে।

২৮. অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা সান্নিধ্য লাভের জন্য যাদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদের সাহায্য করলো না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। আর সেটা ছিল তাদের মিথ্যাচার ও অলীক উদ্ভাবন।

২৯. আর যখন আমরা তোমার দিকে ফিরিয়ে এনেছিলাম একদল জ্বিনকে

যারা কুরআন পাঠ শুনতে পেয়েছিল। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হলো তারা বললো– তোমরা নীরবতা পালন করো। যখন (কুরআন) পাঠ সমাপ্ত হলো তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে।

৩০. তারা বলেছিল– হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শুনেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসার (সময়ের) পরে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়নকারী এবং যা পরিচালিত করে সত্যের দিকে ও স্থায়ী পথের[১] দিকে।

১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

৩১. হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।

৩২. আর কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না এবং তিনি (আল্লাহ) ছাড়া তার কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

৩৩. তারা কি লক্ষ করে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৪. আর যেদিন কাফিরদের জাহান্নামে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদের বলা হবে এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের রবের শপথ এটা সত্য। তিনি বলবেন, অতএব তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো, কারণ তোমরা কুফরী করতে।

৩৫. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসুলগণ এবং তুমি তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করো না। কারণ, তাদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে (সেদিন তাদের মনে হবে) তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটি একটি ঘোষণা। অতএব পাপাচারী সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?

সুরা : ৪৭

মুহাম্মাদ

শেষ নবীর নাম, মাদানী, আয়াত : ৩৮, রুকু : ৪

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. যারা অস্বীকার করেছে এবং অপরকে আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, তিনি তাদের যাবতীয় 'আমল নিষ্ফল করে দেবেন।

২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করেছে এবং তা তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য। তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো দূর করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করবেন।

৩. এটা এজন্য যে যারা অস্বীকার করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে, আর যারা ঈমান আনে তারা তাদের রবের প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের উদাহরণসমূহ[১] উপস্থাপন করেন।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা তাদের জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সত্য শিক্ষাসমূহ।

৪. অতএব, তোমরা যখন কাফিরদের (যুদ্ধের ময়দানে) মুকাবিলা করো তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করো। অবশেষে যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদের কষে বাঁধবে। পরবর্তীতে হয় দয়া প্রদর্শন করবে অথবা বিনিময় গ্রহণ করবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা ফেলে দেবে।[১] এটা এজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অপরের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি তাদের কাজকে বিনষ্ট করবেন না।

১. যতক্ষণ না যুদ্ধ সম্পূর্ণ থেমে যাবে ততক্ষণ তোমরা অস্ত্র সংবরণ করবে না।

৫. শীঘ্রই তিনি তাদের (জান্নাতের) পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করবেন।

৬. আর তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার কথা তিনি তাদের জানিয়েছেন।

৭. হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ়

করবেন।
৮. আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের যাবতীয় কাজ নিষ্ফল করে দেবেন।
৯. এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, তাই আল্লাহ তাদের কাজগুলো বিফল করে দেবেন।
১০. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না যে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ (পরিণাম)।
১১. এটা এজন্য যে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক এবং কাফিরদের কোনো অভিভাবক নেই।

রুকু : ২

১২. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। আর যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মতো উদরপূর্তি করে এবং আগুনই তাদের আবাসস্থল।
১৩. আর কত জনপদই ছিল, তোমার সেই জনপদ থেকে অধিক শক্তিশালী যেখান থেকে তারা তোমাকে বের করে দিয়েছে। আমরা তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদের সাহায্যকারী কেউ ছিল না।
১৪. যে ব্যক্তি তার রবের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মতো যার কাছে তার মন্দ কাজগুলো শোভনীয় হয়েছে এবং যে নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?
১৫. আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের[১] যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ এবং দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। আর পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শুরার নহরসমূহ এবং পরিশুদ্ধ মধুর নহরসমূহ। আর সেখানে তাদের জন্য থাকবে নানা রকম ফলমূল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। (যারা এসব ভোগ করবে তারা কি) তাদের মতো যারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?
১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ

মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া ব্যক্তিদের।

১৬. আর তাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পেতে রাখে। অতঃপর তোমার কাছ থেকে বের হয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তদের বলে, এই মাত্র সে কী বললো? তাদের মনে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তারা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে।[১]

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী, সীমালঙ্ঘনকারীদের মন তথা মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল ইসলাম বিরোধী কথা ও কাজের কারণে অবদমিত হতে থাকে এবং একদিন তাতে মোহর পড়ে যায় (কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যায়) এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে।

১৭. আর যারা সৎপথ অবলম্বন করে, (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি (আল্লাহ) তাদের সঠিক পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদের প্রাপ্য আল্লাহ-সচেতনতা দান করেন[১]।

১. যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল উৎকর্ষিত হয় এবং তারা কুরআন, সুন্নাহর প্রাপ্য মাত্রার জ্ঞানী ও আমলকারী হয়।

১৮. তবে কি তারা এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের কাছে এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। অতঃপর যখন তা (কিয়ামত) তাদের কাছে এসে পড়বে তখন উপদেশ গ্রহণ কীভাবে তাদের কাজে আসবে?

১৯. সুতরাং জেনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো ইলাহ নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে অবগত আছেন।

রুকু : ৩

২০. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, (যুদ্ধের নির্দেশসহ) একটি সুরা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অতঃপর স্পষ্ট সুরা অবতীর্ণ হলো এবং তাতে যুদ্ধের (নির্দেশ) উল্লেখ করা হলো তখন তুমি দেখেছো যাদের মনে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যু ভয়ে মুর্ছিত লোকের মতো তোমার দিকে তাকাচ্ছে। সুতরাং তাদের জন্য শোচনীয় পরিণাম।

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সংগত কথা (তাদের জন্য উত্তম ছিল)। অতঃপর যখন (যুদ্ধের) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হলো তখন যদি তারা আল্লাহর প্রতি সত্যবাদী হতো তবে তাদের জন্য এটা অবশ্যই মঙ্গলজনক হতো।[১]

১. আল্লাহর প্রতি ঈমানের মাধ্যমে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণে সত্যবাদী হতো।

২২. যদি তোমরা (যুদ্ধ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমরা কি আশা করো যে, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?

২৩. আল্লাহ এদেরকে লা'নত করেন এবং (অতাৎক্ষণিকভাবে) এদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন[১]।

১. এ ধরনের আচরণের জন্য আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী এদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি অবদমিত হতে হতে একদিন তা কুরআন, সুন্নাহ তথা সত্যশুনে বা দেখে বোঝা ও গ্রহণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে (কম্পিউটারের ভাষায় তা Hang হয়ে যায়)।

২৪. তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?[১]

১. আয়াতটিতে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। আয়াতটিতে কোনো ব্যক্তি বা কাল নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই, কুরআন নিয়ে সকলকে কিয়ামত পর্যন্ত চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। অন্যদিকে না বুঝে কুরআন পড়া কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার শতভাগ বিপরীত কাজ। তাই, আয়াতটির দৃষ্টিকোণ থেকে– ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে (অর্থছাড়া) কুরআন পড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ তথা বড়ো গুনাহর কাজ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১২১; মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪; জুম'য়া/৬২ : ৫; ত্ব-হা/২০ : ১১৩, ১১৪; নিসা/৪ : ৪৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব' (গবেষণা সিরিজ-৭) নামের বইটি।

২৫. নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে।

২৬. এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো[১]। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন।

১. কুরআনের কিছু মানবে ও কিছু মানবে না।

২৭. তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে?

২৮. এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে[১], এজন্যে তিনি তাদের সকল

'আমল নিষ্ফল করে দেবেন[২]।

১. আল্লাহ অসন্তোষ হন কুরআনের কিছু মানলে। আর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন পুরো কুরআন মানলে। আর পুরো কুরআন মানাতে হলে পুরো কুরআন জানতে হবে।

২. কুরআনের কিছু মানলে ও কিছু না মানলে সকল নেক আমল শূন্য হয়ে যাবে। এখান থেকে বুঝা যায়–

ক. পরকালে আমল মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। অর্থাৎ আমলনামায় একটি মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; ক্বারীয়া/১০১ : ৬-৯; নিসা/৪ : ৩৮, ৯৩; বাকারা/২ : ৮৫, ২৭৫; মুহাম্মাদ/২৫ : ২৫-২৮ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র ' (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামের বইটি।

খ. আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮, ৩১, ৯২, ৯৩; বাকারা/২ : ৮০, ৮১, ১৭৫; আলে ইমরান/ ৩ : ২৩, ২৪; সোয়াদ/৩৯ : ১৯, ২০; জ্বিন/৭২ : ২২ ও ২৩।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি।

রুকু : ৪

২৯. যাদের মনে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ কখনও তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না?

৩০. আর আমরা যদি ইচ্ছা করতাম তবে অবশ্যই তোমাকে তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম, তখন তুমি লক্ষণ দেখে তাদের চিনতে পারতে। তবে অবশ্যই তুমি কথার ভঙ্গিতে তাদের চিনতে পারবে। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত আছেন।

৩১. আর আমরা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো যতক্ষণ না আমরা জেনে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা (ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকারী ও কারা ধৈর্যশীল। আর আমরা তোমাদের খবরাদি

যাচাই করে থাকি।

৩২. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাদের কাছে হিদায়াতের পথ পরিষ্কার হওয়ার পরও রসুলের বিরোধিতা করে, তারা কখনই আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর অচিরেই তিনি (আল্লাহ) তাদের সকল 'আমল বিফল করে দেবেন।

৩৩. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো, আর তোমাদের 'আমলগুলো বিনষ্ট করো না[১]।

১. মু'মিনদের সকল নেক আমল বিনষ্ট (শূন্য) হবে পরকালে আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকলেও।

৩৪. নিশ্চয় যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

৩৫. সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না এমন অবস্থায় যে, তোমরাই বিজয়ী। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও বিনষ্ট করবেন না।

৩৬. নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক। আর যদি তোমরা ঈমান আনো এবং আল্লাহ-সচেতন হও, আল্লাহ তোমাদের পুরস্কার দেবেন[১] এবং তিনি তোমাদের (কাছে কোনো) ধন-সম্পদ চান না।

১. যদি তোমরা ঈমান আনো এবং কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও তথা আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ না থাকে, তবে আল্লাহ তোমাদের পুরস্কার দেবেন।

৩৭. তিনি যদি তোমাদের কাছে তা চাইতেন এবং সেজন্য তোমাদের চাপ দিতেন তাহলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং তিনি তোমাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিতেন।

৩৮. ওহে! তোমরাই তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। আর যারা কার্পণ্য করে তারা নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে। আর আল্লাহ ঐশ্বর্যময় এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আর যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।

সুরা : ৪৮

আল ফাতহ

বিজয়, মাদানী, আয়াত : ২৯, রুকু : ৪

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. নিশ্চয় আমরা তোমাকে দিয়েছি এক সুস্পষ্ট বিজয়।
২. যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন ও তোমাকে স্থায়ী পথে[১] পরিচালিত করেন।
১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞা দেখুন– সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।
৩. আর আল্লাহ তোমাকে অভাবনীয় সাহায্য দান করতে পারেন।
৪. তিনিই মু'মিনদের মনে প্রশান্তি নাযিল করেন যেন তারা তাদের (বর্তমান) ঈমানের সাথে (আরও) ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।
৫. এটা এজন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং তিনি তাদের পাপসমূহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ক্ষমা করবেন।[১] আর এটাই আল্লাহর কাছে মহাসাফল্য।
১. তিনি তাদের পাপসমূহ তাঁর তৈরি করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী (কবীরা গুনাহ শুধু মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে করা তাওবা এবং অন্য গুনাহ তাওবা ও অন্য উপায়ে) ক্ষমা করবেন।
৬. আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদের শাস্তি দেবেন। অমঙ্গলের চক্র তাদের ওপর। আর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তাদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস!
৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।
৮. নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে

প্রেরণ করেছি।
৯. যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনো এবং তাকে (রসুলকে) সাহায্য ও সম্মান করো। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর (আল্লাহর) তাসবীহ ঘোষণা করো[১]।
১. সালাত আদায় করো।
১০. নিশ্চয় যারা তোমার কাছে বাইআত (আনুগত্যের শপথ) করে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছে বাইয়াত করে। তাদের হাতের ওপর রয়েছে আল্লাহর হাত। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে নিশ্চয় তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই। আর যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।

রুকু : ২

১১. মরুবাসীদের মধ্যে পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা শীঘ্রই তোমাকে বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছে অতএব আমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। তারা মুখে তা বলে যা তাদের মনে নেই। তাদের বলো– আল্লাহ তোমাদের কারো কোনো ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুত তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবহিত।
১২. বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসুল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে কখনই ফিরে আসতে পারবে না এবং এ ধারণা তোমাদের মনে প্রীতিকর মনে হয়েছিল এবং তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে। আর তোমরা এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায়।
১৩. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনে না, অবশ্যই আমরা সে সমস্ত কাফিরের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি।
১৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহরই। (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন[১]। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
১. আল্লাহর তৈরি ক্ষমা ও শাস্তি পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার কারণে কেউ ক্ষমা পায় ও কেউ শাস্তি পায়।
১৫. যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তারা শীঘ্রই বলবে– তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দিকে যাবে তা সংগ্রহের জন্য (তখন) আমাদেরকে তোমাদের অনুসরণ করতে দাও। তারা আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে চায়। বলে দাও, তোমরা কিছুতেই আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন। অতঃপর শীঘ্রই বলবে, তোমরা আমাদের

প্রতি হিংসা করছো। বস্তুত তারা খুব সামান্যই বোঝে।

১৬. যেসব মরুবাসী পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বলো– শীঘ্রই তোমরা এক প্রচণ্ড শক্তিধর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। অতঃপর তোমরা আনুগত্য করলে আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো যেমন ইতিপূর্বে করেছো তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

১৭. (যুদ্ধে অংশ না নিলে) অন্ধের কোনো অপরাধ নেই, খোঁড়ার কোনো অপরাধ নেই এবং রোগীর কোনো অপরাধ নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। আর যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

রুকু : ৩

১৮. অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যখন তারা গাছের নীচে তোমার কাছে বাইআত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেছিল, আর তাদের মনে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। অতঃপর তাদের ওপর নাযিল করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন আসন্ন বিজয় দিয়ে।

১৯. আর বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।

২০. আর আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধলব্ধ বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী তোমরা হবে, অতঃপর তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছেন এবং তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হাতকে সংবরণ করেছেন। যেন এটা মু'মিনদের জন্য একটি নিদর্শন (আল্লাহ প্রেরিত সত্য শিক্ষা) হতে পারে এবং তিনি তোমাদের স্থায়ী পথে[১] পরিচালিত করতে পারেন।

১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

২১. আবার আরও কিছু রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, তা আল্লাহর আয়ত্তে রেখেছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাশক্তিমান।

২২. আর কাফিররা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতো তবে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতো। তখন তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতো না।

২৩. এটাই আল্লাহর নীতি যা পূর্ব থেকে চলে আসছে। আর তুমি আল্লাহর নীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

২৪. তিনি মক্কার উপকণ্ঠে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন[১]। পরবর্তীতে তাদের ওপর

তোমাদেরকে বিজয়ী করার জন্য। আর তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ পুরোপুরি দেখেন।

১. সাহাবীগণ ও মক্কার মুশরিকদের যুদ্ধ হতে নিবারিত রাখা।

২৫. তারাই কুফরী করেছে এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদের মসজিদুল হারাম হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। আর (তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো) যদি না (সেখানে) থাকতো এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাদের তোমরা জানতে না[১]। তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে ফলে তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত (গুনাহগার) হতে। (যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এ কারণে) যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন। যদি তারা পৃথক হতো তাহলে আমরা তাদের মধ্যকার কাফিরদের অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

১. বক্তব্যটি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় মুশরিক পরিবারে গোপন মু'মিন নর ও নারী আছে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১১০, ১১৩ ও ১৯৯; ফাতহ/৪৮ : ২৪ ও ২৫; বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫; আন'আম/৬ : ১৬৫; বাকারা/২ : ১৭৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না ' (গবেষণা সিরিজ-২৩) নামের বইটি।

২৬. যখন কাফিররা তাদের মনে গোত্রীয় অহমিকা, জাহিলি যুগের[১] অহমিকা পোষণ করতো তখন আল্লাহ তাঁর রসুল ও মু'মিনদের স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ-সচেতনতার[২] নীতির ওপর সুদৃঢ় করলেন। আর তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

১. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া যুগ। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়ার নীতির ওপর সুদৃঢ় করলেন।

রুকু : ৪

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রসুলের স্বপ্নটি প্রকৃতই সত্যে পরিণত করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে। তোমাদের মাথামুণ্ডিত অবস্থায় অথবা চুল কর্তন করা অবস্থায় অথবা তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। বস্তুত তিনি তা জানেন তোমরা যা জানো না। অতঃপর এছাড়াও তিনি তোমাদের দেবেন এক নিকটবর্তী বিজয়।

২৮. তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ[১], তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য[২], জীবন-ব্যবস্থার সকল অঙ্গনে[৩]। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

১. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাসহ।
২. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।
৩. জীবন-ব্যবস্থা নামক বিষয়টির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি সকল অঙ্গনে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা তাওবা/৯ : ৩৩; আস সাফ/৬১ : ৯; জুম'য়া/৬২ : ২; ইয়াসিন/৩৬ : ৩০; যুখরুফ/৪৩ : ৭; বাকারা/২ : ২১৪ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি ' (গবেষণা সিরিজ-২) নামের বইটি।

২৯. মুহাম্মাদ, আল্লাহর রসুল। আর তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকু ও সিজদারত দেখতে পাবে। তাদের চেনার উপায় হলো, তাদের চেহারায় সিজদাবনত থাকার (বিনয়ী মানুষের) লক্ষণ। তাদের এমন দৃষ্টান্ত তাওরাতে আছে। আবার তাদের এমন দৃষ্টান্ত ইঞ্জিলেও আছে। (তাদের দৃষ্টান্ত) এমন একটি বীজ যেটি বের করে তার অঙ্কুর, অতঃপর সেটাকে পুষ্ট করে, ফলে তা শক্ত হয়, অতঃপর সেটি নিজ কাণ্ডের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ায় যা চাষীদের আনন্দ দেয়। এভাবে তিনি (আল্লাহ) (মু'মিনদের সংহতি দিয়ে) কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সুরা : ৪৯

আল হুজুরাত

বাসগৃহসমূহ, মাদানী, আয়াত : ১৮, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সামনে অগ্রগামী হয়ো না এবং আল্লাহ সচেতন হও।[১] নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সব বিষয় অভিজ্ঞ।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব-শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা তার সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো না যেমন তোমরা একে অপরের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলে থাকো, এতে তোমাদের কর্ম বিফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা বুঝতেও পারবে না।

৩. নিশ্চয় যারা আল্লাহর রসুলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে আল্লাহ তাদের মনকে (আল্লাহ) সচেতন হওয়ার ব্যাপারে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৪. যারা ঘরের বাইরে থেকে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই আকল ব্যবহার করে না[১]।

১. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ বিবেককে আয়াতটিতে উল্লিখিত বিষয়সহ কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে না।

৫. আর তুমি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো তবে তাদের জন্য তা উত্তম হতো। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৬. হে যারা ঈমান এনেছো! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা প্রমাণ করে নেবে[১], না হলে জাহালতের কারণে[২] তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসবে। অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা অনুতপ্ত হবে।

১. তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রমাণ করে নেবে।
২. জীবন পরিচালনা/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে গুরুত্ব না দেওয়া নীতির কারণে। (শোনা কথার সত্যতা তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করে নেওয়া আকলের দাবি।) নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৭. আর তোমরা জেনে রেখো যে– তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করতো তবে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তা তোমাদের মনে শোভনীয় করেছেন, আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন। ওরাই সঠিক পথ অবলম্বনকারী।

৮. (এটি হচ্ছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও নিয়ামত স্বরূপ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।

৯. আর যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।

১০. নিশ্চয় মু'মিনরা পরস্পর ভাই সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সমঝোতা করে দাও এবং আল্লাহ-সচেতন হও[১] যাতে তোমরা (আল্লাহর) দয়াপ্রাপ্ত হও।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

রুকু : ২

১১. হে যারা ঈমান এনেছো! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা তারা তাদের (উপহাসকারীর) চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকে যেন উপহাস না করে, কেননা তারা তাদের (উপহাসকারিণীর) চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর

তোমরা একে অপরের মানহানি করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না। ঈমান আনার পর মন্দ নাম কতই না খারাপ। আর যারা তাওবা করে না তারাই জালিম।

১২. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা বেশি অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান পাপ (ভুল)। আর তোমরা (একে অপরের) গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত (পিছনে নিন্দা) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করো? বস্তুত তোমরা একে অপছন্দই করো। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু।

১৩. হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে[১], অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।[২] নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে ব্যক্তি অধিক আল্লাহ-সচেতন[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে অবহিত।

১. পৃথিবীর সকল মানুষ জন্মসূত্রে ভাই-বোন।

২. যাতে তোমরা শারীরিক গঠন, গায়ের রং, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য তালিকা ইত্যাদির মাধ্যমে একে অপরকে চিনতে পারো।

৩. আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হলো সে ব্যক্তি যে– আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী।

১৪. মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি[১]। বলো, তোমরা ঈমান আনোনি বরং তোমরা বলো– ‘আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি’। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও হ্রাস করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. ইসলামের বিজয়কালে মরুবাসীরা এসে মুখে এ ধরনের অসত্য দাবি করতো।

১৫. নিশ্চয় তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনে এবং পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে[১] সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে। তারাই (ঈমান আনার ঘোষণা দেওয়ার

ব্যাপারে) সত্যবাদী।

১. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে।

১৬. বলো, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান দান করছো? অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

১৭. (তারা মনে করে যে) ইসলাম গ্রহণ করে তারা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। বলো, তোমাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়কে আমার প্রতি অনুগ্রহ বলে মনে করো না। বরং (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহই ঈমানের দিকে তোমাদের পরিচালিত করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন[১], যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১. বরং ঈমান আনার বিষয়ে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে ঈমানের অধিকারী হয়ে তোমরা তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছো।

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ দৃষ্টিবান।

সুরা : ৫০

ক্বফ

হরফে মুকাত্তা'য়াত, মাক্কী, আয়াত : ৪৫, রুকু : ৩

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. ক্বফ। মর্যাদাবান কুরআনের কসম (যে তুমি সতর্ককারী রসুল)।

২. কিন্তু তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হয়েছে। অধিকন্তু কাফিররা বলে, এটা এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার।

৩. যখন আমরা মরে যাবো এবং মাটিতে পরিণত হবো (তখন আমরা আবার প্রত্যাবর্তিত হবো)? সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।

৪. নিশ্চয় আমরা জানি মাটি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে[১]। আর আমাদের কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব (লওহে মাহফুজে থাকা উম্মুল কিতাব)।

১. লাশের পরিচয় তথা DNA একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

৫. বস্তুত তাদের কাছে সত্য আসার পর তারা তাকে (কথা, কাজ বা উভয়টির মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তারা রয়েছে এক সংশয়পূর্ণ অবস্থানে।

৬. তারা কি তাদের ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কীভাবে আমরা তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুসজ্জিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই?
৭. আর আমরা ভূমিকে বিস্তৃত করেছি ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদগত করেছি চোখ জুড়ানো সর্বপ্রকার উদ্ভিদ।
৮. (এ সকল প্রাকৃতিক উদাহরণ) সকল (সত্যের দিকে) প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক বান্দার জন্য দৃষ্টি উন্মোচনকারী এবং শিক্ষণীয় বিষয়[১]।
১. এ সকল প্রাকৃতিক উদাহরণ হলো আল্লাহ প্রেরিত দৃষ্টি উন্মোচনকারী বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়, সকল সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক বান্দার জন্য, তাদের জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস Common sense-কে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে।
৯. আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে আমরা কল্যাণকর পানি বর্ষণ করি এবং তা দিয়ে আমরা উৎপন্ন করি উদ্যান ও কর্তনযোগ্য শস্যদানা।[১]
১. আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আকাশ থেকে কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তা দিয়ে উৎপন্ন হয় উদ্যান ও কর্তনযোগ্য শস্যদানা।
১০. আর সুউচ্চ খেজুর গাছ যাতে আছে গুচ্ছ খেজুর।
১১. আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তা (বৃষ্টি) দিয়ে মৃতভূমিকে সঞ্জীবিত করি। এভাবেই ঘটবে বের হওয়া (পুনরুত্থান)।
১২. তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস ও ছামূদের অধিবাসীরা।
১৩. আর আদ, ফিরাউন ও লূতের ভাইয়েরা।
১৪. আইকাবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়। তারা সকলেই রসুলদের অস্বীকার করেছিল, ফলে (তাদের ওপর) আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি সত্য (কার্যকর) হয়েছিল।
১৫. তবে কি আমরা প্রথম বার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলাম? বরং তারা নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে।

রুকু : ২

১৬. আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমরা জানি। আর আমরা তার ঘাড়ের ধমনীর চেয়েও অধিক নিকটতর।

১৭. যখন দুজন সংগ্রহকারী (ফেরেশতা) ডানে এবং বামে বসে (তথ্য) সংগ্রহ করছে।
১৮. সে যে কথাই উচ্চারণ করুক (তা সংরক্ষণের জন্য) তার কাছে থাকে সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক।
১৯. আর (দেখো) মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হয় সত্য সহকারে।[১] এটি তা[২] যা থেকে তুমি পাশ কেটে থাকতে।
১. পরকাল সত্য হওয়ার বাস্তব খবর সহকারে। ২. সেই পরকালীন জীবন।
২০. আর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে। (বলা হবে) এটাই শাস্তির প্রতিশ্রুত দিন।
২১. আর সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে তার সঙ্গে একজন চালক ও একজন সাক্ষী থাকা অবস্থায়।
২২. অবশ্যই তুমি এ দিন সম্বন্ধে উদাসীনতায়[১] ছিলে এখন আমরা তোমার (চোখের) পর্দা উন্মোচন করেছি, তাই আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর।
১. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া মনোভাবের মানুষ। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
২৩. আর তার সঙ্গী (ফেরেশতা) বলবে, এই হলো তা (আমলনামা) যা আছে আমার কাছে প্রস্তুত।
২৪. (আদেশ করা হবে) তোমরা দুজনে প্রত্যেক একগুঁয়ে কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।
২৫. (এরা) কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী (ও) সন্দেহ পোষণকারী।
২৬. যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ বানিয়েছিল, সুতরাং তোমরা দুজনে তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করো।
২৭. তার সহচর (শয়তান) বলবে– হে আমাদের রব! আমি তাকে অবাধ্য করিনি, বরং সে সুদূর পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।
২৮. তিনি (আল্লাহ) বলবেন– আমার সামনে ঝগড়া করো না। আর তোমাদের তো আমরা পূর্বেই শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।
২৯. আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোনো জুলুম করি না।

রুকু : ৩

৩০. সে দিন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করবো তুমি কি পূর্ণ হয়ে

গেছো? আর সে (জাহান্নাম) বলবে আরও আছে কি?

৩১. আর জান্নাতকে আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিদের নিকটস্থ করা হবে, কোনো দূরত্ব থাকবে না।

১. জান্নাতকে কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদের ... ...।

৩২. (বলা হবে) এটি তা যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, প্রত্যেক (আল্লাহ) অভিমুখী (ও) (আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা) হিফাজতকারীর জন্য।

৩৩. যারা না দেখে পরম দয়ালু আল্লাহকে ভয় করে এবং প্রত্যাবর্তনকারী মন[১] নিয়ে উপস্থিত হয়।

১. ইবলিসের প্রতারণা/তথ্যসন্ত্রাস হতে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মন।

৩৪. (তাদেরকে বলা হবে) শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ করো। এটা অনন্ত জীবনের দিন।

৩৫. এখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং আমাদের কাছে রয়েছে আরও অধিক কিছু।

৩৬. আর আমরা তাদের পূর্বে আরও কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের চেয়েও শক্তিতে প্রবল। তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতো, তাদের কোনো পলায়নের জায়গা ছিল কি?

৩৭. নিশ্চয় এতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে[১] তার জন্য যার মন আছে[২] অথবা যে শ্রবণ করে[৩] এবং সে উপস্থিত থাকে[৪]।

১. নিশ্চয় এ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনায় আল্লাহ প্রেরিত শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

২. তার জন্য যার মন তথা মনে থাকা জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল জাগ্রত আছে।

৩. অথবা যে ঘটনাগুলো মন দিয়ে শোনে।

৪. যে উপস্থিত থাকে তথা কেটে পড়ে না।

৩৮. আর নিশ্চয় আমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আর আমাদেরকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

৩৯. অতএব, তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করো[১] সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

১. সালাত আদায় করো।

৪০. তাঁর তাসবীহ ঘোষণা করো রাতের একাংশে এবং সিজদাসমূহের (সালাতের) পরে।
৪১. আর শুনে রেখো, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে ঘোষণা করবে,
৪২. যেদিন (মানুষ) সত্যই শুনতে পাবে প্রচণ্ড শব্দটি। সেটিই (কবর থেকে) বের হওয়ার দিন।
৪৩. নিশ্চয় আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই[১] এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমাদেরই দিকে।
১. নিশ্চয় আমাদের জীবন/আয়ু পাওয়া ও মৃত্যু হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার ফলে মানুষ জীবন পায় এবং মানুষের মৃত্যু ঘটে।
৪৪. যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে, তারা (বের হয়ে আসবে) দ্রুত। এটা (সকল মানুষের) সমাবেশ, (যা) আমাদের জন্য খুবই সহজ।
৪৫. তারা যা বলে তা আমরা জানি এবং তুমি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নও[১]। সুতরাং কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও তাকে, যে আমার (প্রতিশ্রুত) শাস্তিকে ভয় করে।
১. ইসলাম বাহু বলে প্রতিষ্ঠা করার বিষয় নয়।

সুরা : ৫১

আয যারিয়াত

ধূলিঝড়, মাক্কী, আয়াত : ৬০, রুকু : ৩

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম ঝড়ো বাতাসের যা ধূলি উড়ায়;
২. অতঃপর (কসম) ভারী বোঝা (ঘন মেঘ) বহনকারীর;
৩. অতঃপর (কসম) স্বচ্ছন্দে গতিশীলদের (নৌযানের);
৪. অতঃপর (কসম, আল্লাহর) নির্দেশ বহনকারীদের (ফেরেশতাদের)।
৫. নিশ্চয় তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।
৬. আর নিশ্চয় বিচার (দিবস) অবশ্যম্ভাবী।
৭. আর কসম বহুপথ বিশিষ্ট আকাশের।
৮. নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই (বিচার দিবস সম্পর্কে) পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।
৯. তা (বিচার দিবস) থেকে (সে) মুখ ফেরায় যে সত্যভ্রষ্ট।

১০. ধ্বংস হোক অনুমানকারীরা।

১১. যারা বিপথগামিতায় উদাসীন[১]।

১. জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে কম গুরুত্ব দেওয়া মনোভাবের মানুষ। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১২. তারা জিজ্ঞাসা করে, বিচার দিবস কবে হবে?

১৩. (বলো) যেদিন তাদেরকে আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে।

১৪. (সেদিন বলা হবে) তোমরা তোমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো। এই সেই শাস্তি যাকে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

১৫. সেদিন নিশ্চয় আল্লাহ-সচেতন[১] ব্যক্তিরা থাকবে জান্নাত ও ঝরনাধারার মাঝে।

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিরা।

১৬. উপভোগ করবে সেগুলো যা তাদের রব তাদেরকে দেবেন। (কারণ) ইতিপূর্বে (পার্থিব জীবনে) অবশ্যই তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

১৭. তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করতো নিদ্রায়।

১৮. আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করতো।

১৯. আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার।

২০. আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে।[১]

১. দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল উৎকর্ষিত করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য।

২১. আরও (নিদর্শন রয়েছে) তোমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে। তোমরা কি দেখতে পাও না?[১]

১. আরও আল্লাহ প্রেরিত অনেক বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে মানুষের শরীরের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে। তোমরা কি খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখে ঐ শিক্ষাগুলো নিতে পারো না?

২২. আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক, আর (রয়েছে পুরস্কার ও শাস্তি) যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে।
২৩. অতএব আকাশ ও পৃথিবীর রবের কসম! অবশ্যই তোমাদের কথা-বার্তার মতোই এটা সত্য।

রুকু : ২

২৪. তোমাদের কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত অতিথিদের সংবাদ (ঘটনা) পৌঁছেছে কি?
২৫. যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করলো তখন তারা বললো, 'সালাম'। সে উত্তর দিলো– সালাম, (ভাবলো এরা তো) অপরিচিত লোক।
২৬. অতঃপর সে (ইবরাহীম) তার পরিরবারের কাছে গেল এবং একটি হৃষ্টপুষ্ট (ভাজা) বাছুর নিয়ে এলো।
২৭. এরপর তা তাদের কাছাকাছি রাখলো এবং বললো, তোমরা খাচ্ছো না কেন?
২৮. এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা বললো, ভীত হয়ো না। অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো।
২৯. তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং মুখমণ্ডল চাপড়িয়ে বললো, (আমি) এক বৃদ্ধা বন্ধ্যা (আমার আবার সন্তান হবে?)
৩০. তারা বললো, তোমার রব এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি মহাপ্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী।

পারা-২৭

৩১. সে (ইবরাহীম) বললো, হে দূতগণ! অতঃপর তোমাদের উদ্দেশ্য কী?
৩২. তারা বললো, আমাদেরকে এক অপরাধী (লুত-এর) সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।
৩৩. তাদের ওপর মাটির পাথর নিক্ষেপ করার জন্য।
৩৪. যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আছে আপনার রবের কাছে।
৩৫. অতঃপর সেখানে যেসব মু'মিন ছিল আমরা তাদের বের করে নিয়েছিলাম।
৩৬. আর সেখানে আমরা মুসলিমদের একটিমাত্র বাড়ি পেয়েছিলাম।
৩৭. আর এতে আমরা একটি নিদর্শন (বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা) রেখেছি যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে তাদের জন্য।
৩৮. আর (বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রেখেছি) মুসার মধ্যে, যখন

আমরা তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম।
৩৯. তখন সে (ফিরাউন) তার দলবলসহ মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো– এ এক জাদুকর, না হয় এক পাগল।
৪০. সুতরাং আমরা তাকে ও তার সৈন্যবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, আর সে ছিল তিরস্কৃত।
৪১. আর (নিদর্শন রেখেছি) আদ সম্প্রদায়ের ঘটনায় যখন আমরা তাদের ওপর প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু।
৪২. তা যার ওপর দিয়েই বয়ে গিয়েছিল তাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন (ধ্বংস) না করে ছাড়েনি।
৪৩. আর ছামূদের ঘটনায় যখন তাদের বলা হয়েছিল, ভোগ করে নাও একটা সময় পর্যন্ত।
৪৪. কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করেছিল, ফলে বজ্রধ্বনি তাদের পাকড়াও করেছিল, আর তারা কেবল (অসহায়ের মতো) তাকিয়েই ছিল।
৪৫. অতঃপর তারা উঠে দাঁড়াতে পারেনি এবং তারা (নিজেদের) রক্ষাও করতে পারেনি।
৪৬. আর ইতিপূর্বে (ধ্বংস করেছিলাম) নূহের সম্প্রদায়কে। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

রুকু : ৩

৪৭. আর আকাশ, একে আমরা নির্মাণ করেছি (আমাদের) ক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয় আমরা (এর) সম্প্রসারণকারী।
৪৮. আর পৃথিবী একে আমরা বিছিয়ে দিয়েছি, আর (আমরা) কতই না উত্তম বিছানা-সজ্জাকারী।
৪৯. আর আমরা প্রত্যেক বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা (বৈজ্ঞানিক) শিক্ষাগ্রহণ করো।
৫০. অতএব, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।
৫১. আর তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যকোনো উপাস্য বানিয়ো না। আমি তাঁর পক্ষথেকে তোমাদের জন্যস্পষ্ট সতর্ককারী।
৫২. এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রসুল এসেছে তারা তাকে বলেছে– তুমি একজন জাদুকর অথবা পাগল।
৫৩. তারা কি পরস্পরকে এ পরামর্শই দিয়ে আসছিল? বরং তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

৫৪. অতএব, তুমি তাদের উপেক্ষা করো, এতে তুমি তিরস্কৃত হবে না।

৫৫. আর তুমি শিক্ষা/উপদেশ দিতে থাকো, কারণ শিক্ষা/উপদেশ মু'মিনদেরই উপকারে আসে।

৫৬. আর আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্ব (ইবাদাত) করার জন্য সৃষ্টি করেছি[১]।

১. আয়াতটির ব্যাখ্যা এটি নয় যে– মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাত তথা সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী, যিকর-আযকার ইত্যাদি করার জন্য। কারণ, এটি অনেক আয়াতের শিক্ষার বিপরীত হয়। আয়াতটির ব্যাখ্যা হবে– আর আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করার জন্য সৃষ্টি করেছি। (কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪)।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আন'আম/৬ : ১৬২; সোয়াদ/৩৮ : ২৭; বাকারা/২ : ৮৫, ৮৬, ১৪৩, ১৭৭; হাজ্জ/২২ : ৩৭; মায়েদা/৫ : ৬; মাউন/১০৭ : ৪-৭ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-৫) নামের বইটি।

৫৭. আমি তাদের কাছ থেকে রিযিক চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ রিযিকদাতা এবং ক্ষমতাধর ও মহাশক্তিশালী।

৫৯. অতএব, নিশ্চয় যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য তেমন (শাস্তি) রয়েছে যেমন (শাস্তি) ভোগ করেছিল তাদের সাথীরা, সুতরাং তারা যেন তাড়াহুড়া না করে।

৬০. অতএব, ধ্বংস তাদের জন্য যারা অবিশ্বাস করে তাদের সেদিনকে যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছে।

সুরা : ৫২

আত তূর

তূর পাহাড়, মাক্কী, আয়াত : ৪৯, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম তূর পর্বতের।
২. কসম কিতাবের যা লিখিত;
৩. (যা আছে) উন্মুক্ত পাতায়।
৪. কসম বায়তুল মা'মুরের।
৫. কসম সুউচ্চ ছাদের।
৬. কসম উত্তাল সমুদ্রের।
৭. নিশ্চয় তোমার রবের শাস্তি অবশ্যই সংঘটিত হবে।
৮. এর কোনো প্রতিরোধকারী নেই।
৯. যেদিন আকাশ প্রচণ্ডভাবে কাঁপবে।
১০. আর পর্বতসমূহ দ্রুত গতিতে চলবে।
১১. অতএব, সেদিন দুর্ভোগ (কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য।
১২. যারা খেলাচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।
১৩. যেদিন তাদের সজোরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।
১৪. এটাই সে আগুন যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।
১৫. এটা কি জাদু? না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো না?
১৬. তোমরা এতে প্রবেশ করো অতঃপর তোমরা সহ্য করো বা না করো উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। নিশ্চয় তোমরা যা করতে তার প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।
১৭. অবশ্যই আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিরা[১] জান্নাত ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে থাকবে।
১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিরা।

১৮. তাদের রব তাদের যা দেবেন তারা তা উপভোগ করবে। আর তাদের রব তাদেরকে জাহান্নামের তীব্র শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।
১৯. তোমরা যেসব (ভালো) কাজ করতে তার পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাকো।
২০. তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে। আমরা তাদেরকে সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট, শুভ্রচিত্তের সঙ্গীদের (হুর) সাথে জোড় করে দেবো।
২১. আর যারা ঈমান আনে ও তাদের (যে) সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আমরা তাদের সাথে তাদের (ঐ) সন্তান-সন্ততিকে মিলিত করবো এবং তাদের কর্মফল আমরা কিছুমাত্র হ্রাস করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার জন্য দায়ী যা সে অর্জন করেছে।
২২. আর আমরা তাদের দেবো ফলমূল ও গোশত যা তারা পছন্দ করে।
২৩. যেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে পানপাত্র আদান-প্রদান করতে থাকবে, সেখানে কোনো অসার কথা হবে না এবং কোনো পাপ কাজ হবে না।
২৪. আর তাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করবে তাদের কিশোর ভৃত্যরা যেন তারা সুরক্ষিত মণিমুক্তা।
২৫. আর তারা একে অপরের দিকে ফিরে (অতীত সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করবে।
২৬. তারা বলবে, নিশ্চয় পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে ভীত-শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম।
২৭. অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে ঝলসে দেওয়া (আগুনের) শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।
২৮. নিশ্চয় আমরা পূর্বেও তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকতাম। নিশ্চয় তিনি মহাঅনুগ্রহকারী ও পরম দয়ালু।

রুকু : ২

২৯. অতএব, তুমি উপদেশ দান করতে থাকো, তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি গণকও নও এবং পাগলও নও।
৩০. তারা নাকি বলে– লোকটি একজন কবি, আমরা তার ব্যাপারে কালের বিবর্তনের (মৃত্যুর) অপেক্ষা করছি।
৩১. বলো, তোমরা অপেক্ষা করো আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।
৩২. তাদের বোধশক্তি কি এ ধরনের কথা বলতে তাদের আদেশ করে? না তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?
৩৩. অথবা তারা কি বলে, সে এটি (কুরআন) বানিয়ে বলছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।

৩৪. তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে এর অনুরূপ কোনো কথা তারা উপস্থিত করুক।
৩৫. তারা কি কোনো কিছু (স্রষ্টা) ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? না তারা নিজেরাই (নিজেদের) সৃষ্টি করেছে?
৩৬. না কি তারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না।
৩৭. তোমার রবের ভান্ডারসমূহ কি তাদের কাছে রয়েছে, নাকি তারাই এ সবের নিয়ন্ত্রক?
৩৮. না কি তাদের এমন কোনো সিঁড়ি আছে যাতে (আরোহণ করে) তারা শ্রবণ করে? তাহলে তাদের মধ্যের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক।
৩৯. তবে কি তাঁর (আল্লাহর) জন্য কন্যা সন্তান আর তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান?
৪০. তবে কি তুমি (হে মুহাম্মাদ) তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাও, তাই তারা ঋণের ভারে জর্জরিত?
৪১. না কি তাদের কাছে অদৃশ্যের (জ্ঞান) আছে, তাই তারা তা লেখে?
৪২. অথবা তারা কি কোনো ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফিররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।
৪৩. না কি আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে? তারা যাকে শরীক নির্ধারণ করে আল্লাহ তা হতে মুক্ত।
৪৪. আর যদি তারা আকাশের কোনো খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে তবে বলবে, এটা এক পুঞ্জীভূত মেঘ।
৪৫. অতএব, তাদের উপেক্ষা করো যতক্ষণ না তারা সাক্ষাৎ করে সেদিনের যেদিন তাদের সংজ্ঞাহীন করা হবে।
৪৬. সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোনো কাজে আসবে না এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।
৪৭. আর এছাড়া নিশ্চয় আরও শাস্তি রয়েছে জালিমদের জন্য কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।
৪৮. আর (হে নবী) ধৈর্যধারণ করো তোমার রবের (ফয়সালার) জন্য, অতঃপর তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ এবং তোমার রবের প্রশংসার সাথে তাসবীহ করো যখন তুমি (সালাতে) দাঁড়াও।
৪৯. আর তাঁর তাসবীহ করো রাতে ও তারকা অস্তমিত হওয়ার পর।

সুরা : ৫৩

আন নাজম

নক্ষত্র, মাক্কী, আয়াত : ৬২, রুকু : ৩

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম নক্ষত্রের যখন তা অস্তমিত হয়।
২. তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং ভ্রান্তবিশ্বাসও গ্রহণ করেনি।
৩. আর সে মনগড়া কথাও বলে না।
৪. এটা তার প্রতি প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছু নয়।
৫. তাকে শিক্ষাদান করেছে অতি শক্তিশালী একজন (ফেরেশতা)।
৬. সৃষ্টিগতভাবে শক্তিশালী। অতঃপর সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল।
৭. আর সে ছিল ঊর্ধ্ব দিগন্তে।
৮. অতঃপর সে (রসুলের) নিকটবর্তী হলো এবং অতি নিকটে এলো।
৯. ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা তারও কম।
১০. তখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা করলেন।
১১. যা সে দেখেছে তার মন তা মিথ্যা বলেনি।
১২. সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে?
১৩. নিশ্চয় সে তাকে আরেক বার দেখেছিল।
১৪. সিদরাতুল মুনতাহার (আসমানের শেষ সীমানা) কাছে।
১৫. যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া।
১৬. যখন সিদরাতটি যা দিয়ে ঢাকা থাকার তা দিয়ে ঢাকা ছিল।
১৭. তার দৃষ্টিভ্রমও ঘটেনি এবং সীমাও ছাড়িয়ে যায়নি।
১৮. অবশ্যই সে তার রবের কাছ থেকে বড়ো বড়ো নিদর্শন (বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়) দেখেছিল।
১৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছো লাত ও উযযা সম্পর্কে?
২০. আর তৃতীয় আরেকটি (দেবী) 'মানাত' সম্পর্কে?
২১. তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান?
২২. এটাতো তাহলে এক অসংগত বণ্টন।
২৩. এগুলো কতকগুলো নাম ছাড়া কিছুই নয় যেগুলো তোমাদের পূর্বপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, যার সমর্থনে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে এবং প্রবৃত্তি যা চায় তার।

অথচ তাদের কাছে অবশ্যই তাদের রবের পথনির্দেশিকা এসেছে।

২৪. মানুষ (এগুলোর কাছে) যা চায় তা কি সে পায়?

২৫. বস্তুত ইহকাল ও পরকাল (উভয়ই) আল্লাহরই।

রুকু : ২

২৬. আকাশে কতই না ফেরেশতা আছে তাদের শাফায়াত কোনো কাজে আসবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যার জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করবেন অনুমতি দেবেন এবং সন্তুষ্ট থাকবেন[১]।

১. পরকালে সকল শাফায়াত সম্পন্ন হবে আল্লাহর তৈরি করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুসরণ করে। সে নীতিমালার দুটি হলো– আল্লাহর অনুমতি নেওয়া এবং যার জন্য শাফায়াত করা হবে তার ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্ট থাকা।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নিসা/৪ : ৪, ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; ঝুমার/৩৯ : ১৯; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ২৭৫; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; জ্বিন/৭২ : ২১ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

২৭. নিশ্চয় যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।

২৮. অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। আর নিশ্চয় সত্যের মুকাবিলায় অনুমান-কল্পনা কিছুই উপকারে আসে না।

২৯. অতএব, যে আমাদের যিক্‌র[১] থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তুমি তাকে উপেক্ষা করে চলো এবং সে কেবল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে।

১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ কুরআন।

৩০. এ হলো তাদের জ্ঞানের পরিমাণ (দৌড়)। নিশ্চয় তোমার রব খুব ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনি ভালোই জানেন কে সঠিক পথপ্রাপ্ত।

৩১. আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। যেন যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দিতে পারেন এবং যারা সৎকাজ করে তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন।

৩২. যারা কবিরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকবে কিন্তু

কবীরার চেয়ে ছোটো মাত্রার গুনাহ থেকে নয় (পরকালে তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার রবের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক[১]। আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত যখন থেকে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে[২] এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে আল্লাহ সচেতন[৩]।

১. শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহ এবং অশ্লীল কাজ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। মধ্যম ও ছোটো গুনাহ সৎকাজ ও শাফায়াত দিয়েও মাফ হয়।
২. মাটির মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন হতে।
৩. কে আয়াতটির শিক্ষাসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তি।

রুকু : ৩

৩৩. তুমি কি দেখেছো সে ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে?

৩৪. আর সামান্যই দান করেছে এবং পরে তা বন্ধ করে দিয়েছে।

৩৫. তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে (যা ঘটবে তা) দেখে?

৩৬. তাকে কি অবগত করা হয়নি মুসার সহিফায় যা আছে?

৩৭. আর ইবরাহীমের (সহিফায়), যে তার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছিল?

৩৮. তা এই যে, কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।

৩৯. আরও এই যে, মানুষের জন্য কিছুই নেই যার জন্য সে চেষ্টা করে না (মানুষ শুধু তাই পায় যা সে চেষ্টা করে)[১]।

আয়াতটি হতে সরাসরি জানা যায়– আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয় না। কার্যসম্পাদনে মানুষের ইচ্ছারও বিরাট ভূমিকা আছে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা নাজম/৫৩ : ৩৯; কাহাফ/১৮ : ২৯; রা'দ/১৩ : ১১; রুম/৩০ : ৪১; নিসা/৪ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৪) বইটি।

৪০. আর এও যে, অচিরেই তার কাজ তাকে দেখানো হবে।

৪১. অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে।

৪২. আর এও যে, শেষ গন্তব্য তোমার রবের দিকে।

৪৩. আর এও যে, (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান।[১]

১. আর এও কর্মের কারণে তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মানুষ হাসে এবং কাঁদে।
৪৪. আবার এও যে, (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনিই মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই জীবিত করেন।
৪৫. আর এও যে, (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনিই সৃষ্টি করেছেন জোড়া, নর ও নারী।[১]
১. আর এও যে তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী সৃষ্টি হয় জোড়া, নর ও নারী।
৪৬. ফোঁটা (বীর্যের ফোঁটা) হতে যখন তা স্খলিত হয়।
৪৭. আর এও যে, আর একবার সৃষ্টির দায়িত্ব তাঁর।
৪৮. আর এও যে, (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি অভাবমুক্ত করেন ও সুখী করেন।
৪৯. আর এও যে, তিনি 'শি'রা' (নামক নক্ষত্রের) মালিক।
৫০. আর এই যে, তিনি প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন।
৫১. আর ছামূদ সম্প্রদায়কেও, বস্তুত তিনি কাউকে বাকী রাখেননি।
৫২. আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও। নিশ্চয় তারা ছিল সবচেয়ে বড়ো জালিম (অত্যাচারী/ গুনাহগার) ও অবাধ্য।
৫৩. (আর তিনি) উল্টে দেওয়া জনপদকে ওপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন।
৫৪. অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করলো যা আচ্ছন্ন করার (সর্বগ্রাসী শাস্তি)।
৫৫. তবে তুমি তোমার রবের কোন শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?
৫৬. এটি পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ সমূহের মতো একটি সতর্কীকরণ।
৫৭. কিয়ামত আসন্ন।
৫৮. আল্লাহ ছাড়া কেউ তা দূরীভূত করতে পারে না।
৫৯. তোমরা কি এ কথায় বিস্মিত হচ্ছো?
৬০. আর হাসছো অথচ কাঁদছো না?
৬১. এমন অবস্থায় যে তোমরা (অহংকার বশত) উদাসীন।
৬২. অতএব, আল্লাহকে সিজদা করো এবং (তাঁর) দাসত্ব করো[১]।
১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। (কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪)।

সুরা : ৫৪

আল কমার

চাঁদ, মাক্কী, আয়াত : ৫৫, রুকু : ৩

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।
২. আর তারা যেকোনো একটি আয়াত দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এটা তো চিরাচরিত জাদু।
১. কুরআনের যেকোনো ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়।
৩. আর (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়াকে) তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে এবং প্রতিটি বিষয়েরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে।
৪. আর অবশ্যই তাদের কাছে এসেছে এমন সংবাদ যাতে আছে সাবধান বাণী।
৫. (এটা) হিকমায় পরিপূর্ণ[১], তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি।
১. কুরআন– বিভিন্ন ধরনের বিশেষ জ্ঞানে পরিপূর্ণ (বিজ্ঞানময়)।
৬. অতএব, তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো। (আর অপেক্ষা করো সেদিনের) যেদিন আহবানকারী আহবান করবে এক ভয়াবহ কিছুর দিকে।
৭. অবনত চোখে তারা কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো।
৮. তারা আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে। (কাফিররা বলবে) এ এক কঠিন দিন।
৯. এদের আগে নূহের সম্প্রদায়ও (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অতঃপর অস্বীকার করেছিল আমাদের বান্দাকে, আর বলেছিল (এ তো) এক পাগল এবং তাকে তীব্রভাবে তিরস্কৃত করা হয়েছিল।
১০. তখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল– নিশ্চয় আমি পরাস্ত হয়েছি অতএব, তুমি সাহায্য করো।
১১. ফলে আমরা আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়ে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম।
১২. আর পৃথিবীতে ঝরনাসমূহ উৎসারিত করেছিলাম, অতঃপর সকল পানি মিলিত হলো এক প্রোগ্রাম/ বিধান অনুসারে।
১৩. তখন তাকে (নূহকে) আরোহণ করালাম তক্তা ও পেরেক নির্মিত এক

জিনিসে (নৌযানে)।
১৪. যা চলতো আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল।
১৫. আর অবশ্যই আমরা একে (নৌকাকে) রেখে দিয়েছি একটি নিদর্শন[১] হিসেবে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?
১. আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়।
১৬. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।
১৭. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি যিক্‌র করার জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?[১]
১. অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ করার জন্য। অতএব অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ করার কেউ আছে কি?
১৮. আদ সম্প্রদায় (হুদকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?
১৯. নিশ্চয় তাদের প্রতি আমরা নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে এক ঝড়ো বাতাস প্রেরণ করেছিলাম।
২০. তা মানুষকে উৎখাত করেছিল উৎপাটিত খেজুর কাণ্ডের মতো।
২১. কেমন হয়েছিল আমাদের শাস্তি ও সতর্কবাণী?
২২. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি যিক্‌র করার জন্য অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?[১]
১. অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ করার জন্য। অতএব অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ করার কেউ আছে কি?

রুকু : ২

২৩. ছামুদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের মিথ্যা অভিহিত করেছিল।
২৪. অতঃপর তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদেরই মধ্যকার এক মানুষকে অনুসরণ করবো? তবে নিশ্চয়ই আমরা পথভ্রষ্টতা ও পাগলামীতে পতিত হবো।
২৫. আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ (ওহী) প্রেরণ করা হয়েছে? বরং সে তো একজন দাম্ভিক মিথ্যাবাদী।
২৬. অচিরেই আগামীকালই তারা জানবে কে দাম্ভিক মিথ্যাবাদী।
২৭. নিশ্চয় আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য এক উটনী পাঠাচ্ছি। অতএব, তুমি তাদের জন্য অপেক্ষা করো এবং ধৈর্যধারণ করো।
২৮. আর তাদের জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টিত হবে। প্রত্যেক (দিনের) পানির অংশ (পালাক্রমে) সংগ্রহ করতে হবে।
২৯. অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহবান করলো এবং সে দুঃসাহস

করলো অতঃপর (উষ্ট্রীকে) হত্যা করলো।
৩০. অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?
৩১. নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড শব্দ। ফলে তারা খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর খণ্ডিত, চূর্ণবিচূর্ণ ডালের মতো হয়ে গেল।
৩২. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি যিক্‌র করার জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?[১]
১. অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ করার জন্য। অতএব অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ করার কেউ আছে কি?
৩৩. লূত সম্প্রদায় সতর্ককারীদের মিথ্যাবাদী বলেছিল।
৩৪. নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম পাথর বহনকারী এক প্রচণ্ড ঝড় তবে লূত পরিবার ছাড়া। আমরা তাদের উদ্ধার করেছিলাম শেষ রাতে,
৩৫. আমাদের বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে আমরা এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।
১. যে আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানতে পারার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করে তাকে আমরা এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।
৩৬. আর অবশ্যই (লূত) আমাদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করেছিল। কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিল।
৩৭. আর অবশ্যই তারা তার (লূত) কাছে তার মেহমানদেরকে (অর্পণ করার) দাবি করলো। তখন আমরা তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম (এবং আমরা বললাম) আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম গ্রহণ করো।
৩৮. আর অবশ্যই খুব ভোরে নির্ধারিত শাস্তি তাদের আঘাত করলো।
৩৯. সুতরাং আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ করো।
৪০. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি যিক্‌র করার জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?[১]
১. অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ করার জন্য। অতএব অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ করার কেউ আছে কি?

রুকু : ৩

৪১. আর অবশ্যই ফিরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারী এসেছিল।
৪২. কিন্তু তারা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) আমাদের সব আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। তখন আমরা তাদেরকে একজন পরাক্রমশালী ও শক্তিমানের পাকড়ানোর মতো পাকড়াও করলাম।
৪৩. তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? না কি লিখিত

কিতাবসমূহে তোমাদের অব্যাহতির কথা লেখা রয়েছে?

৪৪. অথবা তারা কি বলে আমরা এক বিজয়ী দল?

৪৫. এ দল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।

৪৬. বরং কিয়ামত তাদের (শাস্তির) নির্ধারিত সময় এবং কিয়ামত অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত।

৪৭. নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্টতা ও পাগলামির মধ্যে রয়েছে।

৪৮. যেদিন তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (সেদিন বলা হবে) জাহান্নামের স্পর্শের স্বাদ গ্রহণ করো।

৪৯. নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি একটি নির্দিষ্ট কদরের অধীনে।[১]

১. কদর ও তাকদীর শব্দ দুটি আল কুরআনের বহু আয়াতে এসেছে। শব্দ দুটির প্রধান তিনটি অর্থ হলো– ক. প্রোগ্রাম/নীতিমালা/বিধি-বিধান; খ. ভাগ্য/নিয়তি/বিধিলিপি এবং গ. মর্যাদা। কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ শব্দ দুটি ভাগ্য/নিয়তি/বিধিলিপি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সুরা কদরে শব্দটি মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের বাকি সব স্থানে শব্দ দুটি প্রোগ্রাম/নীতিমালা/বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা কদর/৯৭ : ১-৩; নাজম/৫৩ : ৩৯; কাহাফ/১৮ : ২৯; রা'দ/১৩ : ১১; রুম/৩০ : ৪১; নিসা/৪ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-১৭) নামের বইটি।

৫০. আর আমাদের নির্দেশ কেবল একবারই (একবার ও চূড়ান্ত), চোখের একক পলকের মতো।

৫১. আর অবশ্যই আমরা তোমাদের মতো অনেক দলকে ধ্বংস করেছি, অতএব, (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

৫২. আর তাদের সব কৃতকর্ম আ'মলনামায় আছে।

৫৩. আর (তাতে) সকল ছোটো ও বড়ো বিষয় লেখা থাকবে।

৫৪. নিশ্চয় আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিরা থাকবে জান্নাতে ও ঝরনাধারার মাঝে।[১]

১. নিশ্চয় কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিরা থাকবে জান্নাতে ও ঝরনাধারার মাঝে।

৫৫. যোগ্য আসনে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী মালিকের সান্নিধ্যে।

সুরা : ৫৫

আর রহমান

অসীম করুণাময়, মাদানী, আয়াত : ৭৮, রুকু : ৩

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. অসীম করুণাময় (আল্লাহ)।
২. তিনিই কুরআন শিখিয়েছেন।
৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ।
৪. (আর) তিনি তাকে শিখিয়েছেন বায়ান[১]।
১. জ্ঞানের আওতায় আসা বিষয় উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা।
৫. সূর্য ও চন্দ্র চলছে (তাদের জন্য নির্ধারিত) হিসাব অনুযায়ী[১]।
১. প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান অনুযায়ী।
৬. আর তারকারাজি ও বৃক্ষরাজি সিজদায় রতো (একান্তভাবে আনুগত্যশীল)।
৭. আর তিনি আকাশকে সমুচ্চ করেছেন এবং (ন্যায়ের) মানদণ্ড স্থাপন করেছেন।
৮. যাতে তোমরা মানদণ্ডে সীমালঙ্ঘন না করো।
৯. আর ন্যায়ের ভিত্তিতে মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করো এবং মাপে কম বেশি করো না।
১০. আর পৃথিবীকে বিছিয়েছেন প্রাণিকুলের জন্য।
১১. এতে রয়েছে ফলমূল। আর খেজুর গাছ যার ফল আবরণযুক্ত।
১২. আর খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধি ফুল।
১৩. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
১৪. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি[১] থেকে।
১. মাটির মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন হতে।
১৫. আর জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে।
১৬. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন (শক্তিকে) অস্বীকার করবে?
১৭. তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের[১] মালিক।
১. গ্রীষ্ম ও শীতকালের উদয়াচল ও অস্তাচল।
১৮. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?

১৯. তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত হয়।
২০. (কিন্তু) উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরায় যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।
২১. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?
২২. উভয় সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।
২৩. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?
২৪. আর সমুদ্রে চলমান পর্বতসম নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন[১]।
১. তাঁরই তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন।
২৫. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?

রুকু : ২

২৬. তাতে (ভূপৃষ্ঠে) যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল।
২৭. আর অবশিষ্ট থাকবে কেবল তোমার রবের সত্তা যিনি মহিমাময় ও পূর্ণ মর্যাদাবান।
২৮. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?
২৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সবাই তাঁর কাছে চায়। প্রতিদিন তিনি (অতাৎক্ষণিক ও তাৎক্ষণিকভাবে) কৃত ইচ্ছা বাস্তবায়নে রত।
৩০. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?
৩১. ওহে (পৃথিবীর) দুই বোঝা (মানুষ ও জ্বিন!), শীঘ্রই আমি তোমাদের জন্য অবসর হবো।[১]
১. শীঘ্রই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং আমি তোমাদের বিচারের জন্য বসবো।
৩২. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?
৩৩. হে মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পারো তাহলে অতিক্রম করো। তোমরা 'শক্তি'[১] ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না।
১. রকেট বা শক্তিধর অন্য বাহন।
৩৪. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?

৩৫. (সীমা অতিক্রম করতে চাইলে) তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আর তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না[১]।
১. তখন আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান অনুসরণ ছাড়া তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না।
৩৬. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?
৩৭. যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন তা লাল তেলের মতো বর্ণ ধারণ করবে।
৩৮. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?
৩৯. আর সেদিন মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার (প্রয়োজন) হবে না এবং জ্বিনকেও না।
৪০. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?
৪১. অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে। তাদেরকে পাকড়াও করা হবে তাদের মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে।
৪২. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?
৪৩. এটাই সে জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলে অভিহিত করতো।
৪৪. তারা উহার (জাহান্নামের) আগুন ও ফুটন্ত পানির মাঝে ঘুরতে থাকবে।
৪৫. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?

রুকু : ৩

৪৬. আর যে তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।
৪৭. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৪৮. উভয়টিই ডাল-পালায় ভরপুর।
৪৯. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৫০. উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুটি ঝরনা।
৫১. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন

নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৫২. উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফলের দুটি প্রজাতি।
৫৩. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৫৪. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায়। আর দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী।
৫৫. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৫৬. সেসবের মাঝে রয়েছে সুন্দর চক্ষু ও সংযত চাহনিবিশিষ্ট সঙ্গীগণ যাদের পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।
৫৭. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৫৮. তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।
৫৯. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৬০. উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী হতে পারে?
৬১. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৬২. এ দুটি ছাড়া রয়েছে আরও দুটি উদ্যান।
৬৩. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৬৪. দুটিই ঘন সবুজ।
৬৫. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৬৬. উভয় উদ্যানে আছে প্রবল বেগে উৎসারিত দুটি ঝরনাধারা।
৬৭. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৬৮. সেখানে রয়েছে ফলমূল– খেজুর ও আনার।
৬৯. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৭০. সে উদ্যানসমূহের মাঝে রয়েছে সচ্চরিত্র সুন্দর সঙ্গীরা।
৭১. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?

৭২. (তারা) তাঁবুতে (ভ্রাম্যমাণ গৃহ) সুরক্ষিত শুভ্রচিত্ত সঙ্গী (হুর)।
৭৩. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৭৪. এদেরকে ইতিপূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।
৭৫. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৭৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ গদি ও সুসজ্জিত গালিচার ওপর।
৭৭. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?
৭৮. বরকতময় তোমার রবের নাম যিনি মহিমাময় ও মর্যাদাবান।

সুরা : ৫৬

আল ওয়াকিয়া

ঘটনা, মাক্কী, আয়াত : ৯৬, রুকু : ৩

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. যখন ঘটনাটি (কিয়ামত) সংঘটিত হবে।
২. এর সংঘটনে কোনো মিথ্যা নেই।
৩. এটা (কাউকে) নীচুকারী, (কাউকে) উঁচুকারী।
৪. যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।
৫. আর পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে।
৬. ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।
৭. আর তোমরা হয়ে যাবে তিনটি শ্রেণি।
৮. অতঃপর ডানের সাথীরা। (তুমি কি জানো) ডানের সাথীরা কারা?
৯. আর বামের সাথীরা। (তুমি কি জানো) বামের সাথীরা কারা?
১০. আর অগ্রবর্তীরা তো অগ্রবর্তীই।
১১. তারাই (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত।
১২. (তারা থাকবে) নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে।
১৩. পূর্ববর্তীদের মধ্যে বেশি হবে[১]।
১. জান্নাতে যাওয়া মানুষ আনুপাতিক হারে বেশি হবে।
১৪. আর পরবর্তীদের মধ্যে কম হবে।
১. জান্নাতে যাওয়া মানুষ আনুপাতিক হারে কম হবে।

১৫. মণি-মুক্তা খচিত আসনে (তারা উপবিষ্ট থাকবে)।
১৬. তারা তাতে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে।
১৭. তাদের সেবায় চির-কিশোরেরা ঘুরাফিরা করবে–
১৮. বহমান ঝরনার পানীয়তে ভরা পেয়ালা, জগ ও পানপাত্র নিয়ে।
১৯. যা (পান করায়) তাদের মাথা ঘুরবে না তারা মাতালও হবে না।
২০. আর এমন ফল (নিয়ে ঘুরাফিরা করবে) যা তারা পছন্দ করে।
২১. আর তাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত পাখির গোশত নিয়ে (ঘুরাফিরা করবে)।
২২. আর (তাদের জন্য থাকবে) শুভ্রচিত্ত ও সুন্দর নয়নবিশিষ্ট সঙ্গী (হুর)।
২৩. যেন সুরক্ষিত মুক্তা।
২৪. তারা যে আমল করেছে তার পুরস্কার স্বরূপ।
২৫. সেখানে তারা কোনো অশ্লীল কথা ও পাপ কাজের ঘটনা শুনবে না।
২৬. কেবল একটি কথা (শুনবে তা হলো) শান্তি শান্তি।
২৭. আর ডানের সাথীরা, (তুমি কি জানো) ডানের সাথীরা কারা?
২৮. (তারা থাকবে) কাঁটাবিহীন কুল গাছের মাঝে।
২৯. কাঁদিভরা কলা গাছের মাঝে।
৩০. আর সম্প্রসারিত ছায়ায়।
৩১. আর প্রবহমান পানিতে।
৩২. আর প্রচুর ফলমূলের মাঝে।
৩৩. যা শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না।
৩৪. আর সুউচ্চ শয্যাসমূহ (যেখানে থাকবে মহিলা ও পুরুষের জোড়)।
৩৫. নিশ্চয় আমরা তাদের সৃষ্টি করেছি বিশেষভাবে।
৩৬. আর তাদের আমরা চির কুমার বানিয়ে দেবো।
৩৭. (তারা হবে) নিবেদিত ও সমবয়স্ক।
৩৮. (এ সবকিছুই) ডানদিকের (হকপন্থী) সাথীদের জন্য।

রুকু : ২

৩৯. (এ বিভাগে) পূর্ববর্তীদের মধ্যকার লোক বহু হবে।
৪০. আবার (এ বিভাগে) পরবর্তীদের মধ্যকার লোকও বহু হবে।
৪১. আর বামের (বাতিলপন্থী) সাথীরা, (তুমি কি জানো) বামের সাথীরা কারা?
৪২. আর (তারা থাকবে) ঝলসে দেওয়া (আগুন) ও উত্তপ্ত পানিতে।
৪৩. আর কালো ধোঁয়ার ছায়ায়।
৪৪. যা (খুব) শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।

৪৫. নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা সচ্ছল (ভোগ-বিলাসে মগ্ন) ছিল।
৪৬. আর এরা (বাম দিকের সাথীরা) ঘোরতর পাপকাজে (কবীরা গুনাহ) অটল থাকতো।
৪৭. আর তারা বলতো, মরে হাড্ডি ও মাটিতে পরিণত হলেও কি আমরা আবার পুনরুত্থিত হবো?
৪৮. আর আমাদের পিতৃপুরুষরাও?
৪৯. বলে দাও, অবশ্যই পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরাও।
৫০. অবশ্য সবাইকে একত্রিত করা হবে। এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।
৫১. অতঃপর হে পথভ্রষ্ট অস্বীকারকারীরা।
৫২. তোমরা অবশ্যই যাক্কুম গাছ থেকে আহার করবে।
৫৩. আর তা দিয়ে তোমরা পেট পূর্ণ করবে।
৫৪. আর তার ওপরে তোমরা পান করবে অত্যন্ত গরম পানি।
৫৫. আর পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের মতো।
৫৬. এটাই হবে বিচার দিনে তাদের আপ্যায়ন।
৫৭. আমরাই তোমাদের সৃষ্টি করেছি তবে কেন তোমরা (পুনরুত্থান) সত্য বলে স্বীকার করছো না?
৫৮. তোমরা যে বীর্যপাত করো সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছো কি?
৫৯. তা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমরা সৃষ্টি করি?
৬০. আমরা তোমাদের মাঝে মৃত্যুর কদর[১] নির্ধারিত করে রেখেছি এবং আমরা পিছিয়ে পড়ার নই।
১. প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান।
৬১. তোমাদের অনুরূপ (অন্য কোনো জাতি) প্রতিস্থাপন করতে এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না।
৬২. আর তোমরা নিশ্চয় প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে জানো, তবে তারপরও তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?
৬৩. তোমরা যে বীজ রোপন করো সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি?
৬৪. তোমরা কি তা (নিজেরা) অঙ্কুরিত করো, না আমরা অঙ্কুরিত করি?
৬৫. আমরা (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে একে (এই ফসলকে) খড়-কুটোয় পরিণত করতে পারি তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।
৬৬. (তখন তোমরা বলবে) নিশ্চয় আমরা অবশ্যই দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি।
৬৭. অধিকন্তু আমরা বঞ্চিত হয়েছি।
৬৮. তোমরা যে পানি পান করো সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি?
৬৯. তোমরা কি তা মেঘ থেকে বর্ষণ করো না আমরা তা বর্ষণ করি?

৭০. আমরা (তাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবু কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না?
৭১. তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে ব্যাপারে ভেবে দেখেছো কি?
৭২. তোমরা কি তার গাছ (কাঠ) সৃষ্টি করো, না (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা সৃষ্টি করি[১]।
১. তোমরা কি তার কাঠ সৃষ্টি করো? না আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তা সৃষ্টি হয়।
৭৩. আমরা একে (আগুনকে) করেছি (জাহান্নামের আগুনের) স্মারক এবং ভ্রমণকারীদের জন্য উপকারী বস্তু।
৭৪. সুতরাং তুমি তোমার মহান রবের নামের তাসবীহ ঘোষণা করো।

রুকু : ৩

৭৫. অতঃপর আমি কসম করছি নক্ষত্রসমূহের অস্তাচলের।
৭৬. আর নিশ্চয় এটা এক বিরাট কসম যদি তোমরা জানতে।
৭৭. আর নিশ্চয় তা অবশ্যই সম্মানিত কুরআন।
৭৮. যা (লিখিত) আছে সুরক্ষিত কিতাবে[১]।
১. লওহে মাহফুজে থাকা উম্মুল কিতাবে।
৭৯. নিষ্পাপ সত্তাগণ (ফেরেশতাগণ) ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।[১]
১. নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য কেউ লওহে মাহফুজে থাকা কুরআন স্পর্শ করতে পারে না। তাই, এ আয়াত ওজু ছাড়া কুরআন ধরা বা স্পর্শ করা যাবে না কথার দলিল অবশ্যই হতে পারে না। **পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন–** সুরা ওয়াকীয়া/৫৬ : ৭৭-৮১; নাহল/১৬ : ৯৮; নিসা/৪ : ৪৩; মায়েদা/৫ : ৬ ইত্যাদি। **বিস্তারিত জানতে পড়ুন–** কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য’ (গবেষণা সিরিজ-৯) নামের বইটি।
৮০. এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ।
৮১. এরপরও কি তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করো?
৮২. আর তোমরা কি তোমাদের আয়-রোজগারের জন্য[১] নির্ধারণ করে নিয়েছো যে তোমরা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) এটাকে (কুরআনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে?
১. ক্ষতি এড়ানোর জন্য।
৮৩. অতএব, কেন নয় (কারো) প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়।

৮৪. আর তোমরা তাকিয়ে দেখতে থাকো (যে সে মারা যাচ্ছে)।
৮৫. আর আমরা তোমাদের চেয়েও তার বেশি নিকটে থাকি অথচ তোমরা দেখতে পাও না।
৮৬. সুতরাং তোমরা যদি (তোমাদের ধারণায়) কারো অধীন না হয়েই থাকো,
৮৭. তবে তোমরা (প্রাণ বের করে নেওয়ার সময়) তা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
৮৮. আর সে যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়।
৮৯. তবে (তার জন্য রয়েছে) আরাম, উত্তম রিযিক ও নিয়ামতপূর্ণ উদ্যান।
৯০. আর যদি সে ডানের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।
৯১. তবে (তাকে বলা হবে)– তোমার প্রতি সালাম, (তুমি) ডানের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত।
৯২. কিন্তু সে যদি মিথ্যা অভিহিতকারী-পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়।
৯৩. তবে (তার জন্য রয়েছে) প্রচণ্ড গরম পানির আপ্যায়ন।
৯৪. আর জাহান্নামের দহন।
৯৫. নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সত্য।
৯৬. অতএব, তুমি তোমার মহান রবের নামের তাসবীহ ঘোষণা করো।

সুরা : ৫৭

আল হাদীদ

লোহা, মাদানী, আয়াত : ২৯, রুকু : ৪

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।
২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।
১. তাঁর তৈরি জীবন পাওয়া ও মৃত্যু ঘটার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চলার ফলে মানুষ জীবন পায় ও মানুষের মৃত্যু ঘটে।
৩. তিনিই প্রথম তিনিই শেষ, (তিনিই) প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। আর তিনি সকল বিষয়ের অধিক জ্ঞান রাখেন।
৪. তিনিই ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন অতঃপর আরশে

সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং আকাশ থেকে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন।

৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। আর আল্লাহর দিকে সববিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

৬. তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে[১]। আর তিনি সদরে[২] থাকা বিষয় সম্পর্কে ভালো করে জানেন।

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী রাত প্রবেশ করে দিনে এবং দিন প্রবেশ করে রাতে।

২. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮**

৭. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও ব্যয় করেছে তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

৮. আর তোমাদের কী হলো যে তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো না? অথচ রসুল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনতে আহবান করছেন এবং (আল্লাহ) তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন[১], যদি তোমরা মু'মিন হও।

১. রুহের জগতে করা অঙ্গীকার। অধিক জানার জন্য দেখুন সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২ ও ১৭৩।

৯. তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত[১] অবতীর্ণ করেন তোমাদের অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও পরম দয়ালু।

১. স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়।

১০. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না? অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা (এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের তুলনায় যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত।

রুকু : ২

১১. কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? তাহলে তিনি তা তার জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

১২. সেদিন তুমি মু'মিন নর-নারীদেরকে দেখবে তাদের সামনে ও ডানে তাদের আলো ছুটতে থাকবে, (বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদের বলবে– তোমরা আমাদেরকে একটু দেখো (যাতে) তোমাদের আলো থেকে কিছুটা নিয়ে নিতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান করো। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে। তার ভেতরে থাকবে অনুগ্রহ এবং বাইরের দিকে থাকবে শাস্তি।

১৪. (মুনাফিকরা) তাদের (মু'মিনদের) ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছো। তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অবশেষে আল্লাহর হুকুম এলো, আর মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল।

১৫. সুতরাং আজ তোমাদের কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের কাছ থেকেও না। আগুনই (জাহান্নাম) তোমাদের আবাসস্থল। এটাই তোমাদের সাথী। কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

১৬. যারা ঈমান এনেছে তাদের কি সে সময় আসেনি যে আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের মন ভক্তি-বিগলিত হবে? আর তারা যেন তাদের মতো না হয় যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল অতঃপর তাদের ওপর এক দীর্ঘকাল অতিক্রম হয়ে গেল ফলে তাদের মন কঠিন হয়ে পড়লো। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক (পাপাচারী)।

১৭. জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ভূমিকে পুনরায় জীবিত করেন এর মৃত্যুর পর[১]। আমরা নিদর্শনসমূহ[২] তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে প্রমাণিতরূপে বর্ণনা করেছি যাতে তোমাদের আকলকে ব্যবহার করতে পারো[৩]।

১. নিশ্চয় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী ভূমি পুনরায় জীবিত হয় এর মৃত্যুর পর।

২. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

৩. যাতে তোমরা কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহের ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করতে পারো। অতঃপর সেটি দিয়ে অন্যগ্রন্থ বা স্থানে থাকা উল্লিখিত ধরনের জ্ঞানসমূহ যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জন করে যথাযথ জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারো।

১৮. নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

১৯. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণের ওপর ঈমান আনে তারাই তাদের রবের কাছে সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যের সাক্ষ্য। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি। আর যারা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) কুফরী করেছে ও আমাদের আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

রুকু : ৩

২০. তোমরা জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন শুধু খেল-তামাশা, চাকচিক্য, পারস্পরিক অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা (ছাড়া আর কিছু নয়)। (তার) উদাহরণ[১]– বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় ফলে তুমি তা হলুদ বর্ণ দেখতে পাও অবশেষে তা খড়-কুটোয় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।

২১. তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর মতো। যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও রসুলগণের প্রতি ঈমান আনে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন[১]। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

১. এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বিশ্বাস ও কর্মের ভিত্তিতে মানুষ তা পায়।

২২. পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর আসা কোনো বিপদ

এমন নেই যা একটি কিতাবে নেই এবং আমরা পূর্বে তা প্রণয়ন করে রেখেছি[১]। নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ[২]।

১. পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ওপর আসা কোনো বিপদ এমন নেই যা সংঘটিত হওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান লাওহে মাহফুজে থাকা মূল কিতাবে উল্লিখিত নেই। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অনেক পূর্বে আল্লাহ ঐ কিতাব প্রণয়ন করে রেখেছেন। ঐ কিতাবে অসংখ্য অনুঘটক মূল্যায়ন করে একটি কাজের ভালো বা মন্দ যত কোটি ফল হওয়া সম্ভব তার সবগুলো সেখানে উল্লিখিত আছে। তাই, মানুষ যেভাবেই একটি কাজ করুক তার ফল ঐ কিতাবে পাওয়া যাবে।

২. বড়ো, ছোটো, ক্ষুদ্র ও অণু পরিমাণ সকল অনুঘটক জানা ও ঐ ধরনের কিতাব প্রণয়ন করা মানুষের জন্য অসম্ভব। তবে আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

২৩. এ কারণে, যা কিছু ক্ষতি তোমাদের হয় সে কারণে তোমরা হতাশ না হও এবং যা তোমাদের দেওয়া হয় তা পেয়ে তোমরা গৌরব-উৎফুল্ল না হও।[১] আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

১. বিপদের কারণে হতাশ এবং সফলতার কারণে গৌরব-উৎফুল্ল না হওয়ার যুক্তি হলো– মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা, ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার একমাত্র অনুঘটক বা দায়ী বিষয় নয়। কর্মপ্রচেষ্টা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে হওয়ার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর তৈরি ঐ প্রোগ্রাম শতভাগ নির্ভুলভাবে জানা ও মানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

২৪. যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (তারা জেনে রাখুক) আল্লাহ ঐশ্বর্যময় ও প্রশংসিত।

২৫. নিশ্চয় আমরা আমাদের রসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি[১] ও মানুষের জন্য বহুবিধ উপকারিতা[২] এবং তা এজন্যেও যে, আল্লাহ জেনে নিতে পারেন কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রসুলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও মহাপ্রতাপশালী।

১. বর্তমান যুগে লোহার সবচেয়ে বড়ো শক্তি হলো পারমাণবিক শক্তি। সামনে আরও আবিষ্কার হবে। কারণ, প্রচণ্ড শক্তি কথাটি অনির্দিষ্ট।

২. লোহার সবচেয়ে বড়ো কল্যাণ হলো, এটি রক্তের হেমোগ্লোবিনের একটি প্রধান উপাদান। হেমোগ্লোবিন রক্তের অক্সিজেন বহন করার প্রধান উপাদান। অক্সিজেন না হলে মানুষ ৫-৭ মিনিটের বেশি বেঁচে থাকতে পারে না।

রুকু : ৪

২৬. আর অবশ্যই আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরদের জন্য নির্ধারণ করেছিলাম নবুয়ত ও কিতাব। কিন্তু তাদের (কম সংখ্যকই) সঠিকপথ অবলম্বন করেছিল। আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

২৭. অতঃপর আমি তাদের পথ ধরে আমার রসুলগণকে এবং মারিয়াম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম এবং তাকে ইঞ্জীল দিয়েছিলাম। আর তার অনুসারীদের মনে করুণা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম। আর বৈরাগ্যবাদ এটা তো তারা (নিজেরাই) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমরা তাদেরকে এটি বিধিবদ্ধ (ফরজ) করিনি অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছিলাম। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক (পাপাচারী)।

২৮. হে যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দান করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করতে পারো। অতঃপর সেটি দিয়ে অন্যগ্রন্থ বা স্থানে থাকা উল্লিখিত ধরনের জ্ঞানসমূহ যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জন করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২৯. এটা এজন্য যে, আহলে কিতাবগণ যেন জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের (সামান্য) কিছুর ওপরও তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। আর অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, (অতাৎক্ষণিকভাবে বা তাৎক্ষণিকভাবে) তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন[১]। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বিশ্বাস ও কর্মের ভিত্তিতে বা তাঁর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ তা পায়।

পারা-২৮

সুরা : ৫৮

আল মুজাদালা

বিতর্ক, মাদানী, আয়াত : ২২, রুকু : ৩

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. নিশ্চয় আল্লাহ শুনেছেন তার (সে নারীর) কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছেও অভিযোগ করছে। আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।
২. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার[১] করে তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। বরং যারা তাদেরকে জন্মদান করে কেবল তারাই তাদের মা। আর নিশ্চয় তারা ঘৃণ্য ও মিথ্যা কথা বলে। এ সত্ত্বেও নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।
১. স্ত্রীকে মা হিসেবে কসম করা।
৩. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে তখন একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একজন ঘাড় আটকানো ব্যক্তিকে[১] মুক্ত করতে হবে। এর মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত।
১. যে কোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যক্তি।
৪. কিন্তু যে তা (মুক্ত করার সুযোগ) পায় না, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দুই মাস রোযা রাখবে। যে তাতেও অসমর্থ সে ষাট জন মিসকিনকে খাওয়াবে। এটা এজন্য যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি (প্রকৃত) ঈমান আনতে পারো[১]। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর অমান্যকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
১. এটা মানুষকে প্রকৃত ইসলামের অনুসারী বানানোর জন্য।
৫. নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের এবং আমরা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত অবতীর্ণ করেছি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।
৬. (কিয়ামতের দিন হলো সে দিন) যে দিন তাদের সকলকে উঠানো হবে

এবং তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন অথচ তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সাক্ষী।

রুকু : ২

৭. তুমি কি লক্ষ করো না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হলেও তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৮. তুমি কি তাদের (ইহুদীদের) লক্ষ করোনি যাদের গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? অতঃপর তারা পুনরায় তাই করে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছে এবং পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। এরা যখন তোমার কাছে আসে তখন এরা তোমাকে এমন কথা (তোমার মৃত্যু হোক) দিয়ে অভিবাদন করে যা দিয়ে আল্লাহও তোমাকে অভিবাদন করেনি। এরা নিজেদের মধ্যে বলে, আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট যেখানে তারা দগ্ধ হবে। অতঃপর কতই নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল।

৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করো সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয় এবং তোমরা কল্যাণকর কাজ ও আল্লাহ-সচেতনতা অবলম্বনের ব্যাপারে পরামর্শ করো[১]। আর আল্লাহকে ভয় করো যাঁর কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়ার গুণ অর্জনের ব্যাপারে পরামর্শ করো।

১০. নিশ্চয় মু'মিনদের দুঃখ দেওয়ার জন্য শয়তানের পক্ষ থেকে (প্ররোচনায়) গোপন পরামর্শ হয়, তবে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া সে তাদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে সক্ষম নয়।[১] আর মু'মিনদের উচিত আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা।

১. তবে ক্ষতি করার ব্যাপারে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করা ছাড়া সে তাদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে সক্ষম নয়।

১১. হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমাদের বলা হয়, মজলিসে (অন্যকে) জায়গা করে দাও তখন তোমরা জায়গা করে দিও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয় উঠে যাও তোমরা উঠে যাবে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা উন্নত করেছেন[১]। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত।

১. যারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (নীতিমালা) অনুযায়ী আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হয়েছে তাদের মর্যাদা উন্নত হবে।

১২. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা রসুলের সাথে চুপি চুপি (ব্যক্তিগত) কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও (সমাজের জন্য) অধিক পরিশোধক। যদি তা না পারো তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৩. তোমরা কি চুপি চুপি কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদান করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছো?[১] অতঃপর যখন তোমরা তা (সাদকা) করোনি, আর (পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী) আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন তোমরা সালাত কায়েম করো[২], যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। আর আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

১. তোমরা কি চুপি চুপি কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদান করার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাষ্ট্রপ্রধানকে জানানোর পথে বাধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছো?

২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো।

রুকু : ৩

১৪. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করোনি যারা বন্ধুত্ব করে সে সম্প্রদায়ের সাথে যাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষুব্ধ? তারা না তোমাদের অন্তর্ভুক্ত আর না

তাদের। আর তারা জেনে-শুনে মিথ্যা কসম করে।

১৫. আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। নিশ্চয় তারা যা করতো তা কতই না মন্দ।

১৬. তারা তাদের কসমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে, অতএব তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

১৭. আল্লাহর (শাস্তির) মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

১৮. যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরায় উঠাবেন তখন তারা তাঁর কাছে সেরূপ কসম করবে যেমন কসম তোমাদের কাছে করে এবং তারা মনে করে যে, তারা একটা কিছুর ওপর রয়েছে। জেনে রেখো, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

১৯. শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানেরই দল। জেনে রেখো, শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

২০. নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২১. আল্লাহ লিখে রেখেছেন যে, নিশ্চয় আমি ও আমার রসুলগণ বিজয়ী হবো। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিধর মহাপ্রতাপশালী।

২২. তুমি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতাকারীদের ভালোবাসে, যদিও এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের মনে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন[১] এবং তাদেরকে তাঁর পক্ষথেকে রূহ দিয়ে শক্তিশালী করেছেন[২]। আর তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক উদাহরণের মাধ্যমে ঈমান দৃঢ় হয়েছে।

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাইলের মাধ্যমে প্রেরিত কিতাবের মাধ্যমে সে ঈমান শক্তিশালী হয়েছে।

সুরা : ৫৯

আল হাশর

সমাবেশ, মাদানী, আয়াত : ২৪, রুকু : ৩

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁরই তাসবীহ ঘোষণা করে; আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

২. তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে (বনী নযীর), (মু'মিনদের) প্রথম সমাবেশে (যুদ্ধে) তাদেরকে তাদের আবাসভূমি থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা কল্পনাও করোনি যে তারা বহিষ্কৃত হবে। আর তারা ধারণা করেছিল তাদের দৃঢ় দুর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ হতে, কিন্তু আল্লাহ এমন দিক থেকে তাদের কাছে এলেন (এমনভাবে পাকড়াও করলেন) যা তারা ভাবতেও পারেনি। আর তাদের মনে তিনি ভীতি সঞ্চার করেন, তারা তাদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতে ধ্বংস করে ফেললো। অতএব, হে দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা![১] তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

১. জ্ঞানের দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা।

৩. আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না নিলে তাদেরকে পৃথিবীতেই (অন্য) শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।

৪. এটি এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছিল। আর যে আল্লাহর বিরোধিতা করবে তাকে শাস্তিদানে আল্লাহ কঠোর।

৫. তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছো এবং যেগুলো কাণ্ডের ওপর রেখে দিয়েছো তা ঘটেছে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে[১] এবং পাপাচারীদের অপমানিত করার জন্য।

১. আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।

৬. আল্লাহ তাদের (ইহুদীদের) কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যে 'ফাই'[১] দিয়েছেন। তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উট পরিচালনা করোনি (যুদ্ধ করোনি)। কিন্তু আল্লাহ (তাৎক্ষণিকভাবে) যার ওপর চান তাঁর রসুলদের আধিপত্য দান করেন। আল্লাহ সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

১. বিনা যুদ্ধে হস্তগত হওয়া শত্রু সম্পদ।

৭. আল্লাহ এই জনপদবাসীর (বনী নযীর-এর) কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যে

‘ফাই’ দিয়েছেন তা আল্লাহ, তাঁর রসুল, আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত লোক এবং (সম্বলহীন) পথিকদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই যেন সম্পদ আবর্তিত না হয়। রসুল তোমাদের যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

৮. (এছাড়াও এই সম্পদ) সেসব দরিদ্র মুহাজিরের জন্য যাদের নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী।

৯. (আর তাদের জন্যও) যারা পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করেছে এবং তাদের পূর্বে (মুহাজিরদের পূর্বে) ঈমান এনেছে। তারা ভালোবাসে তাদেরকে যারা হিজরত করেছে তাদের দিকে এবং (মুহাজিরদেরকে) যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা সদরে[১] কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও। আর যাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা করা হয়েছে[২] তারাই সফলকাম।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭**

২. যারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী মনের সংকীর্ণতা হতে নিজেদেরকে রক্ষা করেছে।

১০. (আর তাদের জন্যও) যারা তাদের পরে এসেছে (আর) তারা বলে, হে আমাদের রব! ক্ষমা করো আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদের যারা ঈমান আনার বিষয়ে অগ্রগামী এবং ঈমান আনা ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে দিও না। নিশ্চয় তুমি বড়োই সহানুভূতিশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু : ২

১১. তুমি কি মুনাফিকদের দেখোনি? তারা আহলে কিতাবের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের সে ভাইদেরকে বলে, যদি তোমরা বহিষ্কৃত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করবো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনোই কারো কথা মানবো না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও তবে আমরা অবশ্য তোমাদের সাহায্য করবো। তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১২. যদি তারা (বনী নযীর) বহিষ্কৃত হয় তাহলে তারা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবে না। আর তারা আক্রান্ত হলেও এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না। এমনকি যদি সাহায্য করতে আসেও তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে (পালাবে)। অতঃপর তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

১৩. অবশ্যই তাদের (মুনাফিকদের) সদরে[১] আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি। কারণ, তারা ফকীহ হওয়া সম্প্রদায় নয়[২]।

১. সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে।

২. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া সম্প্রদায় নয়।

১৪. তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না, সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে অবস্থান ছাড়া। এদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা তীব্রতর। তুমি মনে করো তারা ঐক্যবদ্ধ কিন্তু তাদের মনের মিল নেই। কারণ, এরা এমন এক সম্প্রদায় যারা আকলকে কাজে লাগায় না[১]।

১. যারা কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেককে জীবন পরিচালনায়/জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের সঠিকত্ব নির্ণয়ে কাজে লাগায় না।

১৫. (এদের উদাহরণ) তাদের উদাহরণের মতো যারা এদের কিছুকাল পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। এদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৬. (এদের উদাহরণ) শয়তানদের উদাহরণের মতো, যখন সে মানুষকে বলে অস্বীকার করো। অতঃপর যখন সে অস্বীকার করে তখন বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি জগৎসমূহের রব আল্লাহকে ভয় করি।

১৭. ফলে তাদের উভয়ের পরিণাম হলো– তারা থাকবে আগুনের মধ্যে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই জালিমদের পুরস্কার।

রুকু : ৩

১৮. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকে

ব্যক্তিই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও[১]। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত।

১. তোমরা আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

১৯. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনিও তাদেরকে আত্মভোলা বানিয়ে দিয়েছেন। তারাই পাপাচারী।

১. যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তারা আত্মভোলা তথা নিজের সৃষ্টি, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক, পরিণাম ইত্যাদি বিষয় ভুলে যাওয়া ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

২০. জাহান্নামের অধিবাসী আর জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফল।

২১. যদি আমরা এ কুরআনকে পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতাম তবে অবশ্যই তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে ধসে যেতে ও বিদীর্ণ হতে দেখতে পেতে। আর আমরা এ সমস্ত উদাহরণ[১] উপস্থাপন করি মানুষের জন্য যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে।

১. আল্লাহ প্রেরিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।

২২. তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সকল বিষয়ে অবগত। তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।

২৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই বাদশাহ, ত্রুটিমুক্ত, শান্তির আধার, নিরাপত্তা দানকারী, সর্বনিয়ন্তা, মহাপ্রতাপশালী, মহাশক্তিধর এবং মহিমান্বিত। তাদের কৃত শিরক থেকে আল্লাহ মুক্ত।

২৪. তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক ও রূপকার, সকল উত্তম নাম তারই জন্য। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর তাসবীহ করছে। আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

সুরা : ৬০

আল মুমতাহানা

পরীক্ষণীয় নারী, মাদানী, আয়াত : ১৩, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না[১]। তাদের প্রতি (চিঠির মাধ্যমে) বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাচ্ছো অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা অস্বীকার করেছে। রসূল এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে বিশ্বাস করো। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাকো। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব গোপন করছো। অথচ তোমরা যা গোপন করো এবং তোমরা যা প্রকাশ করো তা আমি ভালোভাবেই জানি। আর তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে সে অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত।

১. শত্রুকে প্রভাবিত হওয়ার মতো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।

২. যদি তারা তোমাদের নাগালে পায় তবে তারা হয়ে যাবে তোমাদের শত্রু এবং ক্ষতি করার জন্য তাদের হাত ও জিহ্বা তোমাদের দিকে প্রসারিত করবে এবং কামনা করবে যে, তোমরাও যেন কুফরী করো।

৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

৪. তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের দাসত্ব করো[১] তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হলো চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আনো। তবে এর ব্যতিক্রম হলো পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি– আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো কিন্তু তোমার জন্য আল্লাহর বিপরীতে কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। (ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীরা বলেছিল) হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ওপর নির্ভর করেছি, আপনার দিকেই ফিরে এসেছি এবং আপনারই দিকে চূড়ান্ত গন্তব্য।

১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করে। দাসত্বের শর্তের জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৫. হে আমাদের রব! আপনি আমাদের কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র বানাবেন না, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

৬. তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করো নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের (ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের) মধ্যে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ সম্পদশালী ও প্রশংসিত।

রুকু : ২

৭. যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৮. জীবন-ব্যবস্থার ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারও করেনি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

৯. নিশ্চয় আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা জীবন-ব্যবস্থা নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সহযোগিতা করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা জালিম।

১০. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের কাছে মু'মিন নারীরা হিজরত করে এলে তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে অবগত আছেন। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা মু'মিন তবে তাদের কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। তারা (মু'মিন নারীরা) কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং তারা (কাফিররা) তাদের (মু'মিন নারীদের) জন্য বৈধ নয়। তারা (কাফিররা) যা ব্যয় করেছে (মোহরস্বরূপ) তা তাদের ফিরিয়ে দিও। অতঃপর তোমরা তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান করো। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না এবং তোমরা যা ব্যয় করেছো তা (ফেরত) চাইবে এবং তারা (কাফিররা) যা ব্যয় করেছে তা তারা ফেরত চাইবে। এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

১১. আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের থেকে কিছু (কেউ) হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে চলে যায় অতঃপর যদি (যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে) তোমাদের সুযোগ আসে (এবং তোমরা গণীমত লাভ করো) তবে যাদের স্ত্রী (কাফিরদের পক্ষে) চলে গিয়েছে তাদেরকে তারা যা মোহর দিয়েছে (গণীমত থেকে) তার সমপরিমাণ প্রদান করো। আর আল্লাহ-সচেতন হও যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।
১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।
১২. হে নবী! মু'মিন নারীরা যখন তোমার কাছে এসে বাইয়াত (আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা) করে এ মর্মে যে– তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, তারা এমন অপবাদ দেবে না যা তারা উদ্ভাবন করে তাদের হাত ও পায়ের মধ্যখান থেকে (সন্তান জন্ম দেওয়া সম্পর্কিত অপবাদ) এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তাহলে তাদের বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
১৩. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না যাদের ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট, তারা পরকাল সম্বন্ধে তেমনই নিরাশ যেমন কবরের কাফিররা নিরাশ।

সুরা : ৬১

আস সফ

সারি, মাদানী, আয়াত : ১৪, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবীহ করে। তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।
২. হে যারা ঈমান এনেছো! কেন তোমরা তা বলো যা তোমরা (বাস্তবে) করো না?

৩. আল্লাহর কাছে এটি অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী একটি বিষয় যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা (বাস্তবে) করবে না।

৪. নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন তাদেরকে যারা যুদ্ধ করে তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।

৫. যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের প্রতি আগত আল্লাহর রসুল। অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করলো তখন (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ তাদের মনকে বাঁকা করে দিলেন[১]। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না[২]।

১.অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করলো তখন তাদের মন আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বাঁকা হয়ে গেল।
২. আর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী পাপাচারী সম্প্রদায় সঠিক পথ পায় না।

৬. আর যখন মারিয়ামের পুত্র ঈসা বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি পাঠানো আল্লাহর রসুল, আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং এমন এক রসুলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন যার নাম আহমাদ। অতঃপর সে যখন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয়সহ তাদের কাছে এলো তখন তারা বললো– এটা এক সুস্পষ্ট জাদু।

৭. আর তার চেয়ে বড়ো জালিম (অত্যাচারী/গুনাহগার) আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথচ তাকে ডাকা হচ্ছে ইসলামের দিকে? আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না[১]।

১. আর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী জালিম সম্প্রদায় সৎপথ পায় না।

৮. তারা, আল্লাহর আলোকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পরিপূর্ণ করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

৯. তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ, উহাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থার সকল অঙ্গনে। যদিও (কাফির ও মু'মিন) মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[১]

১. তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ, উহাকে (সত্য জীবন-ব্যবস্থাকে) প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থা নামক বিষয়টির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি সকল অঙ্গনে। যদিও (কাফির ও মু'মিন) মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা তাওবা/৯ : ৩৩; ফাতহ্/৪৮ : ২৮; জুম'য়া/৬২ : ২; ইয়াসিন/৩৬ : ৩০; যুখরুফ/৪৩ : ৭; বাকারা/২ : ২১৪ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মুহাম্মাদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি (গবেষণা সিরিজ-২) নামক বই।

রুকু : ২

১০. হে যারা ঈমান এনেছো! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যাবসা দেখিয়ে দেবো, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?

১১. (তা হলো) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে[১] সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।

১. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি সকল অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করার পথে।

১২. (এটি করলে) তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন[১] এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত এবং এমন উত্তম বাসস্থানে যা চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে অবস্থিত। এটাই মহাসাফল্য।

১. এটি করলে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা হবে। (ক্ষমা পাওয়ার প্রোগ্রামের জন্য দেখুন সুরা বাকারা আয়াত নং ২৮৪)

১৩. আর অন্য একটি (বিষয় দেবেন) যা তোমরা পছন্দ করো। (তা হলো) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মু'মিনদের সুসংবাদ দাও।

১৪. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও যেমন মারিয়ামের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে (সাদা মনের মানুষদেরকে) বলেছিল– আল্লাহর পথে[১] কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীরা বলেছিল– আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী, অতঃপর বনী ইসরাঈলদের একদল ঈমান আনলো এবং একদল অস্বীকার করলো। তখন যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে শত্রুদের মুকাবিলায় আমরা শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।

১. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি সকল অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করার পথে।

সুরা : ৬২

আল জুমু‘আহ

জুম‘আ, মাদানী, আয়াত : **১১**, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবীহ করছে, যিনি বাদশা, পবিত্র, মহাপ্রতাপশালী এবং মহাপ্রজ্ঞাবান।

২. তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত পাঠ করে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও তাদেরকে কিতাব এবং প্রজ্ঞা শেখায়। যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।[১]

১. আয়াতটিতে যোগ্য মানুষ গঠনের জন্য রসুল মুহাম্মাদ (স.) যে ৪টি কাজ করতেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। রসুল (স.)-এর উল্লিখিত ৪টি কাজের কথা আল কুরআনের আরও ৩টি স্থানে (সুরা বাকারা/২ : ১২৯ ও ১৫১, আলে ইমরান/৩ : ১৬৪) মহান আল্লাহ, গুরুত্বের ক্রম অনুসারে উল্লেখ করেছেন। ব্যাখ্যার জন্য সুরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াত দেখুন।

৩. আর অন্যান্যদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।[১] আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১. মুহাম্মাদ (স.)-এর নবুওয়াত পাওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তারা সকলে।

৪. এটা (নবুওয়াত) আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

৫. যাদেরকে তাওরাত বহন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর যারা তা (যথাযথভাবে) বহন করেনি তাদের দৃষ্টান্ত হলো পুস্তকের বোঝা বহনকারী গাধার মতো[১]। এর চেয়েও নিকৃষ্ট উদাহরণ হলো– সে সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে[২] মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।[৩]

১. গাধা পিঠে অনেক পুস্তক বহন করে নিয়ে বেড়ায় কিন্তু জানে না সেখানে কী লেখা আছে। মানুষের মধ্যে যাদের তাওরাত তথা আল্লাহর কিতাব আংশিক বা সম্পূর্ণ মুখস্ত আছে তারা ঐ কিতাব আংশিক বা সম্পূর্ণ মনে

বহন করে নিয়ে বেড়ায়। তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো যাদের আল্লাহর কিতাব কুরআন আংশিক বা সম্পূর্ণ মুখস্ত আছে কিন্তু তার অর্থ জানে না তাদের উদাহরণ হলো পুস্তকের বোঝা বহনকারী গাধা। অর্থাৎ এটি মহান আল্লাহর তিরস্কার পাওয়ার মতো কাজ তথা গুনাহর কাজ। তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া আরও বড়ো গুনাহর কাজ হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪; জুম'য়া/৬২ : ৫; ত্ব-হা/২০ : ১১৩, ১১৪; নিসা/৪ : ৪৩।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?' (গবেষণা সিরিজ-৭) নামের বইটি।

২. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

৩. আর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী জালিম সম্প্রদায় সঠিক পথ পায় না।

৬. বলো, হে ইহুদীরা! যদি তোমরা মনে করো যে, অন্য সব মানুষকে বাদ দিয়ে তোমরাই শুধু আল্লাহর বন্ধু, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৭. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আর আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন।

৮. বলো, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করো সে মৃত্যু তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর কাছে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য (সব বিষয়ে) জ্ঞানের অধিকারী, অতঃপর তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে তোমাদের কৃতকর্ম।

রুকু : ২

৯. হে যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌র-এর[১] দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য (অধিক) উত্তম যদি তোমরা জানতে[২]।

১. সালাতের দিকে। তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়, সালাত আদায় করা আল্লাহর যিক্‌র করামূলক কাজ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা সোয়াদ/৩৮ : ১; নাহল/১৬ : ৪৪; জুম'য়া/৬২ : ৯; মুজ্জাম্মিল/৭৩ : ৮; নাসর/১১০ : ৩; আলে-ইমরান/৩ : ১৯০ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র’ (গবেষণা সিরিজ-২৫) নামের বইটি।

২. আয়াতাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– বেচা-কেনা, চাকরী ইত্যাদি পরিত্যাগ করে কিছুক্ষণ জুমু‘আর সালাতসহ যেকোনো সালাত আদায় করা যে অধিক উত্তম তা তোমরা অতি সহজে বুঝতে পারতে যদি সালাত কায়েম করে তার সুফল দেখতে পারতে। সালাত কায়েম করার ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৪৩, ১৭৭; মায়েদা/৫ : ৬; জুম‘য়া/৬২ : ৯; মাউন/১০৭ : ৪-৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে’ (গবেষণা সিরিজ-৩) বইটি।

১০. অতঃপর যখন সালাত শেষ হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো[১]। আর (এ সময়ে) আল্লাহর যিক্‌র বেশি বেশি করো যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও[২]।

১. সালাত শেষ কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে হবে জীবিকা অর্জন ও অন্যান্য কাজের জন্য।

২. কর্মক্ষেত্রে আল্লাহর যিক্‌র করার অর্থ হলো– কর্মক্ষেত্রে কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য বেশি বেশি স্মরণ করে নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে দূরে থাকতে হবে।

১১. আর তারা যখন ব্যাবসা ও ক্রীড়া-কৌতুক দেখতে পেলো, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে (সালাতে রেখে) সেদিকে ছুটে গেল। বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যাবসার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ সর্বোত্তম জীবনসামগ্রী দাতা।

আল্লাহ তা‘য়ালা আল কুরআনের বহুস্থানে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ‘আমরা’ বা ‘আমাদের’ শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় একবচনের সম্মান প্রকাশক রূপ হিসেবে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। তাই এটি আল্লাহর একত্ববাদের পরিপন্থি নয়।

সুরা : ৬৩

আল মুনাফিকুন

মুনাফিকরা, মাদানী, আয়াত : **১১**, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রসুল। আর আল্লাহ জানেন নিশ্চয়ই তুমি তাঁর রসুল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুনাফিকরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

২. তারা তাদের শপথসমূহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, অতঃপর আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) সরিয়ে দেয়। নিশ্চয় তারা যা করে তা কতই না মন্দ।

৩. কারণ তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের মনসমূহের ওপর মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা এখন বুঝতে পারে না[১]।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী, ইসলাম বিরোধী কথা ও কাজের কারণে তাদের মন তথা মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল অবদমিত হতে হতে সেটিতে মোহর লেগে গেছে (কম্পিউটারের ভাষায় তা Hang হয়ে গেছে)। তাই তারা এখন বুঝতে পারে না।

৪. আর তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের শারীরিক গঠন তোমাকে বিস্মিত করে। আর তারা যখন কথা বলে তখন তুমি তাদের কথা (আগ্রহ করে) শুনবে। তারা যেন দেওয়ালে ঠেকানো কাঠ[১]। তারা সকল শোরগোলকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে[২]। তারাই (তোমাদের) শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তাদের কোন্ দিকে ফেরানো হচ্ছে।

১. তারা দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের মতো বোধ-জ্ঞানহীন।
২. তারা সকল শোরগোলকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। কারণ অপকর্মের কারণে তারা সব সময় ভীত।

৫. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা এসো আল্লাহর রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়।

৬. তুমি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা না করো

তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।

১. নিশ্চয় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী পাপাচারী সম্প্রদায় সঠিক পথ পায় না।

৭. এরাই তারা যারা বলে, যারা আল্লাহর রসুলের সাথে আছে তাদের জন্য তোমরা খরচ করো না যতক্ষণ না তারা (রসুল থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার আল্লাহরই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।

৮. তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে সম্মানিত ব্যক্তিরা অবশ্যই অপমানিত ব্যক্তিদেরকে বহিষ্কার করবে। অথচ মান-মর্যাদাতো আল্লাহ, তার রসুল ও মু'মিনদের জন্য কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

রুকু : ২

৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র হতে ভুলিয়ে না রাখে[১]। আর যারা এমন করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১. কুরআন অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ হতে ভুলিয়ে না রাখে।

১০. আর আমরা তোমাদেরকে যে জীবনসামগ্রী দিয়েছি মৃত্যু আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে। অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে– হে আমার রব! যদি আমাকে আরও কিছু সময়ের অবকাশ দিতেন তবে আমি দান-সাদকা করতাম এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

১১. কিন্তু আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) মানুষকে অবকাশ দেন না, যখন তার নির্ধারিত সময় (মৃত্যু) উপস্থিত হয়।[১] তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত।

১. আল্লাহর প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মানুষ অবকাশ পায় না, যখন তার জন্য নির্ধারিত মৃত্যুর অনুঘটকসমূহের যথাযথ মিলন ঘটে। আর তা ঘটতে পারে জীবনের যেকোনো মুহূর্তে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১৭৯; আন'আম/৬ : ২; ফাতির/৩৫ : ১১; হাজ্জ/২২ : ৫; আলে-ইমরান/৩ : ১৪৫ ও ১৫৪ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-২৭) নামের বইটি।

সুরা : ৬৪

আত তাগাবুন

জয়-পরাজয়, মাদানী, আয়াত : ১৮, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর জন্য তাসবীহ করে। সকল রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির আবার কেউ মু'মিন। আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিবান।

৩. তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, আর তোমাদের আকৃতি কতই না সুন্দর। আর (তোমাদের) তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

৪. আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, তোমরা যা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো তাও তিনি জানেন। আর আল্লাহ সদরে[১] থাকা বিষয়াদিও খুব ভালোভাবে জানেন।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৬

৫. তোমাদের কাছে কি তাদের খবর পৌঁছেনি যারা ইতিপূর্বে (নবী-রসুলগণকে) অস্বীকার করেছিল? ফলে তারা তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল ভোগ করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬. কারণ, তাদের কাছে যখন রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতো তখন তারা বলতো– (আমাদের মতো) মানুষই কি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে? অতঃপর তারা অস্বীকার করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো, কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। আর আল্লাহ ঐশ্বর্যময় ও অতি প্রশংসিত।

৭. অবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, তারা কখনই পুনরুত্থিত হবে না। বলো, হ্যাঁ আমার রবের শপথ তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মসমূহ অবশ্যই জানানো হবে। আর আল্লাহর জন্য তা খুবই সহজ।

৮. অতএব, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসুল ও যে আলো আমরা অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করো। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত।

৯. যেদিন তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন, একত্রিত হওয়া দিনের জন্য, সেদিন হবে হার-জিতের দিন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার পাপ ক্ষমা করবেন[১] এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

১. তিনি নিজ তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী তার পাপ ক্ষমা করবেন (কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হবে না)।

১০. আর যারা আমাদের আয়াত[১] অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর কতই না মন্দ সে আবাসস্থল।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

রুকু : ২

১১. আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না[১]। যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার মনকে তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেন[২]। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পূর্ণ অবগত আছেন।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করা ছাড়া কোনো বিপদ আসে না।

২. যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তার মন সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

১২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাদের রসুলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে (আল্লাহর বাণী) প্রচার করা।

১৩. আল্লাহ– তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং মু'মিনদের উচিত আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

১৪. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু[১], অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। আর তোমরা যদি তাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দাও, তাদের দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যাও এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তবে (জেনে রেখো) নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. কেউ কেউ মন-মানসিকতা/চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে তোমাদের শত্রু।

১৫. নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

১৬. সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ-সচেতন হও[১] এবং শ্রবণ করো ও

আনুগত্য করো[২] এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, (এ ব্যয়) তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর। আর যারা মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২. শ্রবণ করার পর যাচাই ছাড়া আনুগত্য করা যাবে শুধু কুরআনের আরবী আয়াত ও নির্ভুল হাদীস। কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর এবং প্রচলিত সহীহ হাদীস নয় (প্রচলিত সহীহ হাদীস হলো সনদ/বর্ণনা সূত্র নির্ভুল হওয়া হাদীস)।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা তাওবা/৯ : ৩১; আলে-ইমরান/৩ : ৬৪; আর-রহমান/৫৫ : ১১; বনী-ইসরাইল/১৭ : ৩৬; আশ্ শামস/৯১ : ৭ ও ৮; আনফাল/৮ : ২৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি? ' (গবেষণা সিরিজ-২১) নামের বইটি।

১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো তবে তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ গুণগ্রাহী ও পরম সহিষ্ণু।

১. আল্লাহর তৈরি করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী গুনাহ মাফ হয়। (ক্ষমা পাওয়ার প্রোগ্রামের জন্য দেখুন সুরা বাকারা আয়াত নং ২৮৪)

১৮. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সকল বিষয়ে অবগত এবং তিনি মহাপ্রতাপশালী।

সুরা : ৬৫

আত তালাক

বিবাহ বিচ্ছেদ, মাদানী, আয়াত : **১২**, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হে নবী! (মু'মিনদেরকে বলে দিন) তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দেবে তখন তাদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্দতের জন্য (ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে) এবং তোমরা ইদ্দতের হিসাব রেখো। আর তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো। স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে তোমরা তাদেরেকে (ইদ্দত পালনের সময়) তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজের ওপরই জুলুম করে[১]। তুমি জানো না হয়তো (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ এরপর কোনো উপায় বের করে দেবেন[২]।

১. কারণ, এটিতে তার নিজেরই ক্ষতি হয়।
২. হয়তো আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী এরপর মিল-মিশের কোনো উপায় বের হয়ে যেতে পারে।

২. অতঃপর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যায়[১] তখন তোমরা (হয়) যথারীতি তাদেরকে রেখে দেবে, না হয় তাদেরকে উত্তমভাবে আলাদা করে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে এবং তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। এ দিয়ে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ-সচেতন হয় (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ তার জন্যে মুক্তির একটি পথ করে দেন[২]।

১. তারা ইদ্দত পালনের শেষ সময়ে পৌঁছে যায়।
২. যে ব্যক্তি আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হবে, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তার জন্য মুক্তির একটি পথ বের হয়ে যাবে।

৩. আর তাকে এমন দিক থেকে রিযিক দান করবেন যে সম্পর্কে সে ধারণাও রাখে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। অবশ্যই আল্লাহ তার কাজ শেষ করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি কদর নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

১. আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান/পরিচালনার নীতিমালা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৪. আর তোমাদের যেসব স্ত্রীর আর ঋতুস্রাব হবার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যাদের এখনও ঋতুস্রাব হয়নি তাদেরও। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ-সচেতন হয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার কাজ সহজ করে দেন[১]।

১. আয়াতটিসহ কুরআনের অন্যান্য ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হবে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তার কাজ সহজ হয়ে যাবে।

৫. এটা (তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কিত বক্তব্য) আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহ সচেতন হয় (এ বিধান জানে ও মেনে চলে) তিনি তার পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তাকে অনেক বড়ো পুরস্কার দান করবেন।

৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেমন ঘরে বাস করো তাদেরকেও তেমন ঘরে বাস করতে দেবে, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য উত্যক্ত করবে না। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানদের দুধপান করায় তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেবে। আর (সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে) তোমরা ন্যায়সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। আর তোমরা যদি জটিলতায় পড়ো তা হলে অন্য নারী তার পক্ষে (স্বামীর পক্ষে) দুধপান করাবে।

৭. বিত্তবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যার জন্য তার রিযিক (অতাৎক্ষণিকভাবে) সীমিত করা হয়েছে সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় নির্বাহ করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। শীঘ্রই আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি (সুখ) দান করবেন।

১. আর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী যার রিযিক সীমিত হয়েছে সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় নির্বাহ করবে।

রুকু : ২

৮. আর কত জনপদ তাদের রব ও তাঁর রসুলদের নির্দেশ অমান্য করেছিল, ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে কঠিন হিসাব নিয়েছিলাম। আর তাদের কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।

৯. অতঃপর সে তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করলো এবং ক্ষতিই ছিল তার কর্মের পরিণতি।

১০. আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব, আল্লাহ-সচেতন হও, হে উলিল আলবাবগণ যারা ঈমান এনেছো[১]। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি এক যিক্‌র অবতীর্ণ করেছেন[২]।

১. অতএব, হে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ যারা ঈমান এনেছো– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে আরও উৎকর্ষিত করে অধিক উন্নত মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হও।

২. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

১১. (আর পাঠিয়েছেন) একজন রসুল যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর স্পষ্টভাবে প্রমাণিত (কিতাবের) আয়াতসমূহ পাঠ করেন যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাকে উত্তম রিযিক দেবেন।

১২. তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং এদের অনুরূপ পৃথিবীও। এদের মাঝে তাঁর নির্দেশ নেমে আসে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ তাঁর জ্ঞান দিয়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

সুরা : ৬৬

আত তাহরীম

নিষিদ্ধ করা, মাদানী, আয়াত : ১২, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি কেন তা (কসম খেয়ে) নিষিদ্ধ করছো? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও? আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
২. আল্লাহ ইতোমধ্যে তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের বিধান দিয়েছেন। আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।
৩. আর যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন অতঃপর যখন সে (স্ত্রী) তা (অন্য স্ত্রীদের) বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ তাকে (নবীকে) তা প্রকাশ করে (জানিয়ে) দিয়েছিলেন তখন সে (নবী) কিছু বিষয় ব্যক্ত করলো এবং কিছু এড়িয়ে গেল। যখন সে (নবী) তাকে (সেই স্ত্রীকে) তা জানালো তখন সে বললো, কে আপনাকে এটা জানালো? সে (নবী) বললো, আমাকে তিনি জানিয়েছেন যিনি মহাজ্ঞানী ও সবকিছু অবগত।
৪. যদি তোমরা (স্ত্রীরা) দুইজন তাওবা করো (তবে ভালো), কারণ তোমাদের মন (বাঁকা পথের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে। আর যদি তোমরা তার (নবীর) বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করো (তবে জেনে রেখো) আল্লাহই তার অভিভাবক এবং জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ। আর এরপর ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী।
৫. যদি নবী তোমাদের তালাক দেন, তার রব হয়তো তোমাদের স্থলে তাকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী, (যারা হবে) মুসলিম, বিশ্বাসী, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, সিয়ামকারী, অকুমারী এবং কুমারী।
৬. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাগণ যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।
৭. হে কাফিররা! আজ তোমরা ওযর পেশ করো না। নিশ্চয় (আজ) তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।

রুকু : ২

৮. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো আন্তরিক তাওবা। আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। সে দিন আল্লাহ নবীকে এবং তার মু'মিন সঙ্গীদেরকে লজ্জিত করবেন না। তাদের আলোকবর্তিকা তাদের সামনে ও ডান পাশ দিয়ে দৌড়াতে থাকবে, তারা বলবে– হে আমাদের রব! আমাদের আলোকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৯. হে নবী! (ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য) কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা কতই নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।

১০. আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রী সম্পর্কিত উদাহরণ[১] উপস্থাপন করছেন। তারা উভয়ে ছিল আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীনে কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে তারা দুজন তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) আল্লাহর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করতে পারেনি এবং (তাদেরকে) বলা হয়েছিল, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে আগুনে প্রবেশ করো।

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা ঐতিহাসিক সত্য শিক্ষা।

১১. আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ ফিরাউনের স্ত্রী সম্পর্কিত উদাহরণ উপস্থাপন করছেন। যখন সে বলেছিল, হে আমার রব! আপনার তরফ থেকে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং ফিরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে আমাকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন জালিম সম্প্রদায় থেকে।

১২. আরও (উপস্থাপান করছেন) ইমরানের কন্যা মারিয়াম সম্পর্কিত উদাহরণ যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে আমাদের রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। সে ছিল (তার রবের) অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

পারা-২৯

সুরা : ৬৭

আল মুল্‌ক

সর্বময় কর্তৃত্ব, মাক্কী, আয়াত : ৩০, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. বরকতময় (সত্তা) তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও অতি ক্ষমাশীল।
৩. যিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। অতঃপর আবার দৃষ্টি ফেরাও। তুমি কি কোনো ফাটল দেখতে পাও?
৪. অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সে দৃষ্টি নত ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।
৫. আর অবশ্যই আমরা দুনিয়ার আকাশকে সুসজ্জিত করেছি প্রদীপমালা দিয়ে এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।
৬. আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর এটি কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।
৭. যখন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা এর বিকট শব্দ শুনতে পাবে যখন তা উথলাতে থাকবে।
৮. ক্রোধে তা (জাহান্নাম) যেন ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে রক্ষীগণ জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি?
৯. তারা বলবে– হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। নিশ্চয় তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো।
১০. তারা আরও বলবে– যদি আমরা শুনতাম অথবা আকল ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না[১]।

১. আয়াতটি কাফিরদের জাহান্নামের রক্ষীগণের সাথে কথোপকথনের একটি সংলাপ। রক্ষীগণের প্রশ্নের উত্তরে কাফিররা বলছে– দুনিয়ায় তারা যদি সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো **অথবা** তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/বিবেককে ব্যবহার করতো তাহলে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কাফিরদের Common sense/বিবেক অনেক অবদমিত। তারপরও এ তথ্যটা আল কুরআনে লিখে রাখার মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানব সভ্যতাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে– দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল/বিবেকের যথাযথ ব্যবহার অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আশ্‌ শামস/৯১ : ৭-১০; আনফাল/৮ : ২২ ও ২৯; ইউনুস/১০ : ১০০; আল আন'আম/৬ : ১১১; হাজ্জ/২২ : ৪৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ইসলামী জীবন বিধানেCommon sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' (গবেষণা সিরিজ-৬) নামের বইটি।

১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য।

১২. নিশ্চয় যারা তাদের অদৃশ্য রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩. আর তোমরা তোমাদের কথা গোপন রাখো অথবা তা প্রকাশ করো (তিনি তা জানেন)। নিশ্চয় তিনি সদরের[১] বিষয় ভালোভাবেই জানেন।

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনের বিষয়।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৬**

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

রুকু : ২

১৫. তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা তার পথে-প্রান্তরে বিচরণ করো এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনসামগ্রী হতে আহার করো। আর তাঁর দিকেই পুনরুত্থান ঘটবে।

১৬. তোমরা কি নির্ভয় হয়েছো যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন না যখন তা থর থর করে কাঁপতে থাকবে?

১৭. অথবা তোমরা কি এটা হতে নির্ভয় হয়েছো যে, আকাশে যিনি

রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথরবাহী প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করবেন না? অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী।

১৮. আর অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীরাও (নবীগণকে কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। ফলে কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি?

১৯. তারা কি লক্ষ করে না তাদের ওপরে থাকা পাখিদের প্রতি, যারা ডানা বিস্তার করে ও গুটিয়ে নেয়? দয়াময় আল্লাহ ছাড়া (অতাৎক্ষণিকভাবে) কে তাদের (আকাশে) স্থির রাখেন?[১] নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখেন।

১. দয়াময় আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ ছাড়া আর কার তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে তারা আকাশে স্থির থাকে?

২০. দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া তোমাদের এমন কোনো বাহিনী আছে কি যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? নিশ্চয় কাফিররা প্রবঞ্চনার মধ্যে রয়েছে।

২১. এমন কে আছে যে তোমাদের জীবনসামগ্রী দান করবে যদি তিনি তাঁর জীবনসামগ্রী বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও (সত্য) বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

২২. যে অধোমুখী হয়ে চলে সে-ই অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে স্থায়ী পথে চলে?

১. স্থায়ী পথের সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহা আয়াত নং ৫।

২৩. বলো, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও মনের শক্তি (বোধশক্তি)। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো[১]।

১. তোমরা খুব কমই এ সব অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (মানুষের অধিকাংশই আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অথবা অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করা/জানা ছাড়াই শুধু কথার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)।

২৪. বলো, তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

২৫. আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে এ প্রতিশ্রুতি কখন (বাস্তবায়িত হবে)?

২৬. বলো, (এর) জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহর কাছে। আর নিশ্চয় আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

২৭. অতঃপর তারা যখন তা নিকটে দেখতে পাবে তখন যারা কুফরী করেছে তাদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, এটাই তো

তোমরা চাচ্ছিলে।
২৮. বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন তবে কাফিরদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?
২৯. বলো, তিনিই দয়াময় আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখি ও তাঁরই ওপর ভরসা করি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।
৩০. বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি– যদি পানি গভীরে (তোমাদের নাগালের বাইরে) চলে যায় তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমান পানি?

সুরা : ৬৮

আল কলাম

কলম, মাক্কী, আয়াত : ৫২, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. নূন। শপথ কলমের এবং যা তারা লিপিবদ্ধ করছে তার (আল কুরআন)।
২. তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।
৩. আর নিশ্চয় তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।
৪. আর নিশ্চয় তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।
৫. তাই, শীঘ্রই তুমি দেখতে পাবে এবং ওরাও দেখবে–
৬. কে তোমাদের মধ্যে উন্মাদ?
৭. নিশ্চয় তোমার রব সর্বাধিক অবগত আছেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর তিনি সঠিক পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।
৮. সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করো না।
৯. আর তারা চায় যদি তুমি নমনীয় হও তাহলে তারাও নমনীয় হবে।
১০. আর অনুসরণ করো না এমন সব ব্যক্তির যারা বেশি বেশি শপথ করে ও পাপাচারী।
১১. (পেছনে) নিন্দাকারী (যে) একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে বেড়ায় (চোগলখুরী করে)।
১২. কল্যাণের কাজে বাধা দানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ।
১৩. বদমেজাজী তদুপরি জারজ।
১৪. (এ সকল কিছু) এজন্য যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধিশালী।

১৫. তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ[১] তিলাওয়াত করা হলে সে বলে (এগুলোতো) আদিকালের উপকথা মাত্র।

১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।

১৬. শীঘ্রই তার শুঁড় (নাক) দাগিয়ে দেবো।

১৭. নিশ্চয় আমরা তাদের (মক্কাবাসীদের) পরীক্ষায় ফেলেছি যেভাবে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগানের মালিকদের। যখন ওরা কসম করেছিল যে, নিশ্চয় তারা প্রভাতে তা (বাগানের ফসল) কর্তন করবে।

১৮. আর তারা যোগ করলো না[১]।

১. আর তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা/অভিপ্রায় সম্বলিত কোনো কথা যোগ করলো না।

১৯. অতঃপর তোমার রবের কাছ থেকে এক বিপর্যয় হানা দিলো সেটির (সে বাগানের) ওপর যখন তারা ঘুমন্ত ছিল।

২০. ফলে তা কর্তিত ফসলের মতো হয়ে গেল।

২১. অতঃপর প্রভাতে তারা একে অপরকে ডেকে বললো।

২২. তোমরা যদি ফসল কর্তনকারী হও তবে সকাল-সকাল তোমাদের বাগানে চলো।

২৩. অতঃপর তারা চলতে লাগলো চুপে চুপে কথা বলতে বলতে।

২৪. যে, আজ যেন সেখানে তোমাদের কাছে কোনোভাবেই কোনো মিসকিন (অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি) প্রবেশ করতে না পারে।

২৫. তারপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হবে ভেবে সকাল-সকাল গিয়েছিল।

২৬. অতঃপর তারা যখন তা (বাগানের অবস্থা) দেখলো তখন বলে উঠলো, নিশ্চয়ই আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছি।

২৭. উপরন্তু আমরা বঞ্চিত।

২৮. তাদের মধ্যকার সবচেয়ে ভালো ব্যক্তিটি বললো– আমি কি তোমাদের বলিনি তোমরা আল্লাহর তাসবীহ করো না কেন?

২৯. (তখন) তারা বললো, আমরা আমাদের রবের তাসবীহ করছি, নিশ্চয় আমরা ছিলাম জালিম।

৩০. অতঃপর তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে দোষারোপ করতে লাগলো।

৩১. তারা বললো, হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী।

৩২. সম্ভবত আমাদের রব আমাদেরকে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দেবেন, নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম।

৩৩. শাস্তি এমনই হয়ে থাকে। আর আখিরাতের শাস্তি অবশ্যই (আরও) কঠিনতর। যদি তারা জানতো।

রুকু : ২

৩৪. অবশ্যই আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের তাদের রবের কাছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত রয়েছে[১]।

১. অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদের জন্য তাদের রবের কাছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত রয়েছে।

৩৫. আমি কি মুসলিমদের অপরাধীদের মতো গণ্য করবো?

৩৬. তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা এ কেমন বিচার করছো?

৩৭. তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব আছে যা তোমরা অধ্যয়ন করো?

৩৮. (আর) নিশ্চিতভাবে তাতে তোমাদের জন্য তাই রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করো।

৩৯. তোমাদের কি আমার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এমন (কোনো) অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা ফয়সালা করবে তাই নিশ্চিতভাবে পাবে?

৪০. তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো তাদের মধ্যে এর (এ দাবীর) নিশ্চয়তাদানকারী কে?

৪১. তাদের কি কোনো শরীক আছে? (যদি থাকে) তাহলে তারা তাদের শরীকদের উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৪২. (বলো) সে দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে (সত্য উন্মোচিত হবে) এবং সেদিন তাদের আহবান করা হবে সিজদা করার জন্য কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।

৪৩. তাদের দৃষ্টি অবনত হবে, অপমান তাদের আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহবান করা হতো (কিন্তু তখন তারা তা করেনি)।

৪৪. অতএব, ছেড়ে দাও আমাকে এবং যারা এ বাণীকে (কুরআনকে কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, শীঘ্রই আমরা তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এমনভাবে ধরবো যে, তারা জানতেও পারবে না।

৪৫. আর আমি তাদের সময় দিয়ে থাকি। নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত শক্ত।

৪৬. তুমি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাচ্ছো, ফলে তারা ঋণের ভারে জর্জরিত?
৪৭. না কি তাদের কাছে আছে অদৃশ্য (এর জ্ঞান) যা তারা লিখে রাখে (এবং তার ভিত্তিতে কথা বলে)?
৪৮. অতএব, তুমি তোমার রবের হুকুমের জন্য (ফয়সালার জন্য) ধৈর্যধারণ করো এবং তুমি মাছওয়ালার মতো (অধৈর্য) হয়ো না, যখন সে বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় প্রার্থনা করছিল।
৪৯. যদি তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছাত (তবে) নিশ্চয় সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে।
৫০. (পুনরায়) তার রব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।
৫১. আর যারা কুফরী করেছে তারা যখন যিক্‌রের বক্তব্য[১] শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলতে চায় এবং বলে, নিশ্চয় সে পাগল।
১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা।
৫২. অথচ এটা (কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্য যিক্‌র (অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ) ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুরা : ৬৯

আল হাক্কাহ

নিশ্চিত ঘটনা, মাক্কী, আয়াত : ৫২, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. অনিবার্য সত্য ঘটনা (কিয়ামাত)।
২. কী সেই অনিবার্য সত্য ঘটনা?
৩. আর তুমি কি জানো সেই অনিবার্য সত্য ঘটনাটি কী?
৪. আদ ও ছামূদ-সম্প্রদায় মহাপ্রলয়কে (কিয়ামত) মিথ্যা অভিহিত করেছিল।
৫. অতএব ছামূদ, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল বজ্রধ্বনি দিয়ে।
৬. আর আদ, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া দিয়ে।
৭. যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। তখন তুমি (সেখানে থাকলে) উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে

পেতে যেন তারা সেখানে ধরাশায়ী হয়ে আছে বিধ্বস্ত খেজুর কাণ্ডের মতো।
৮. অতঃপর তাদের কাউকে তুমি অবশিষ্ট দেখতে পাও কি?
৯. আর ফিরাউন ও তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে দেওয়া জনপদসমূহ পাপাচারে লিপ্ত ছিল।
১০. আর তারা তাদের রবের রসুলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করলেন কঠোরভাবে।
১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন নিশ্চয় আমরা তোমাদের নৌযানে তুলে নিয়েছিলাম।
১২. যেন সেটাকে বানাতে পারি তোমাদের জন্য স্মরণ রাখার বিষয় এবং সংরক্ষণকারী কান যেন তা সংরক্ষণ করতে পারে।
১৩. আর যখন শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, একটি মাত্র ফুঁৎকার।
১৪. আর পৃথিবী ও পর্বতমালাকে উঠানো হবে অতঃপর উভয়টিকে এক ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে।
১৫. অতঃপর সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা (কিয়ামাত)।
১৬. আর আকাশ ফেটে যাবে এবং সেদিন তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।
১৭. ফেরেশতাগণ তার (আকাশের) প্রান্তে থাকবে। আর সেদিন আটজন (ফেরেশতা) তোমার রবের আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করে রাখবে।
১৮. সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কোনো গোপন বিষয়ই গোপন থাকবে না।
১৯. তখন যাকে তার 'আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে– নাও আমার আমলনামা পড়ে দেখো।
২০. নিশ্চয় আমি ধারণা করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।
২১. সুতরাং সে সন্তুষ্টির জীবনযাপন করবে।
২২. সুউচ্চ জান্নাতে।
২৩. তার ফলগুলো থাকবে নিকটে।
২৪. (তাদের বলা হবে) পানাহার করো তৃপ্তির সাথে তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়স্বরূপ।
২৫. আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো।
২৬. অথবা আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব কী!
২৭. হায়! তা (মৃত্যু) যদি হতো চূড়ান্ত (পরিণতি)।
২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজেই এলো না।

২৯. আমার ক্ষমতাও নিঃশেষ হয়ে গেছে।
৩০. (ফিরিশতাদের বলা হবে) ধরো তাকে এবং তার (গলায়) বেড়ি পরিয়ে দাও।
৩১. অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে।
৩২. তারপর তাকে বাঁধো সত্তর হাত দীর্ঘ এক শিকলে।
৩৩. নিশ্চয় সে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিল না।
৩৪. আর মিসকিনকে (অভাবগ্রস্তকে) খাদ্যদানে সে উৎসাহিত করতো না।
৩৫. অতএব, আজ (বিচারের দিন) এখানে তার কোনো বন্ধু থাকবে না।
৩৬. আর ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ ছাড়া কোনো খাবার থাকবে না।
৩৭. অপরাধী ছাড়া কেউ তা খাবে না।

রুকু : ২

৩৮. অতএব, আমি কসম করছি সে জিনিসের যা তোমরা দেখতে পাও।
৩৯. আর সে জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও না।
৪০. নিশ্চয় এটি (কুরআন) এক সম্মানিত রসুলের (বহন করা) কথা।
৪১. আর এটি কোনো কবির কথা নয়। তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো।
৪২. আর এটি কোনো গণকের কথাও নয়। তোমরা কমই শিক্ষা গ্রহণ করো।
৪৩. এটি জগৎসমূহের রবের কাছ থেকে অবতীর্ণ।
৪৪. আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো।
৪৫. অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম।
৪৬. অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম।
৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।
৪৮. আর নিশ্চয় এটি (কুরআন) অবশ্যই একটি শিক্ষা গ্রহণের গ্রন্থ, আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য[১]।
১. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/ আকল/বিবেক সম্পন্ন সকল মানুষ আল্লাহ সচেতনতার বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞানধারী। কুরআনের নির্ভুল ধর্মীয়, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে Common sense/আকলকে ত্রুটি মুক্ত ও উৎকর্ষিত করতে হবে। অতঃপর সেটি দিয়ে অন্য গ্রন্থ বা স্থানে থাকা উল্লিখিত ধরনের জ্ঞানসমূহ যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জন করে যথাযথ জ্ঞানী ও আমলকারী হতে পারো।

৪৯. আর নিশ্চয় আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যুক রয়েছে।
৫০. আর নিশ্চয় এটি (কুরআন) অবশ্যই (পরকালে) কাফিরদের জন্য হবে অনুশোচনা।
৫১. আবার নিশ্চয় এটি এক নিশ্চিত সত্য।
৫২. অতএব, তুমি তোমার মহান রবের নামে পবিত্রতা ঘোষণা করো।

সুরা : ৭০

আল মা'আরিজ

উচ্চ মর্যাদা, মাক্কী, আয়াত : ৪৪, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করলো সেই শাস্তি সম্পর্কে যা সংঘটিত হবে।
২. কাফিরদের জন্য যা প্রতিরোধ করার কেউ নেই।
৩. (এটি আসবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি (ঊর্ধ্বারোহণের) সোপানের অধিকারী।
৪. ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরাঈল) আল্লাহর কাছে ঊর্ধ্বগামী হয় (পৌঁছে) 'একদিনে', যার পরিমাণ (পার্থিব) পঞ্চাশ হাজার বছর।
৫. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো, পরম ধৈর্য।
৬. নিশ্চয় তারা তা দেখছে (মনে করছে) দূরবর্তী।
৭. অথচ আমরা দেখছি তা নিকটবর্তী।
৮. সেদিন আকাশ ফুটন্ত তেলের মতো হবে।
৯. আর পর্বতসমূহ হবে ধোনা পশমের মতো।
১০. আর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুকে কিছু জিজ্ঞাসাও করবে না।
১১. তাদেরকে (একে অপরের) দৃষ্টির সামনে রাখা হবে। অপরাধীরা সেদিন কামনা করবে যদি সে শাস্তি থেকে মুক্তি পেতো সন্তান-সন্ততির বিনিময়ে,
১২. আর তার স্ত্রী ও ভাইয়ের (বিনিময়ে),
১৩. আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠির (বিনিময়ে) যারা তাকে আশ্রয় দিতো।
১৪. এমনকি পৃথিবীর সকল কিছুই (সে দিতে চাইবে) এরপরও তা (জাহান্নাম) থেকে সে বাঁচতে চাইবে।
১৫. কখনই নয়। নিশ্চিত তা লেলিহান অগ্নিশিখা।
১৬. যা চামড়া খসিয়ে দেবে।

১৭. (জাহান্নাম) সে ব্যক্তিকে ডাকবে যে (সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।
১৮. আর (সম্পদ) পুঞ্জীভূত এবং কুক্ষিগত করে রেখেছিল।
১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বড়োই অস্থিরচিত্তরূপে।
২০. যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে বিচলিত হয়ে পড়ে।
২১. আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ।
২২. তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া।
২৩. যারা তাদের সালাতে নিয়মিত।
২৪. আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত অধিকার রয়েছে,
২৫. ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের জন্য।
২৬. আর যারা বিচার দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।
২৭. আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-শঙ্কিত।
২৮. নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি থেকে (কেউ) নিরাপদ নয়।
২৯. আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে।
৩০. তাদের স্ত্রী অথবা ডান হাতের মাধ্যমে (যুদ্ধের মাধ্যমে) অধিকারভুক্ত হওয়া দাসী ছাড়া, অবশ্যই এতে তারা তিরস্কৃত হবে না।
৩১. তবে যারা এছাড়া অন্যকে কামনা করবে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।
৩২. আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।
৩৩. আর যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল।
৩৪. আর যারা নিজেদের সালাতের হেফাযত করে।
৩৫. তারাই জান্নাতসমূহে সম্মানিত হবে।

রুকু : ২

৩৬. অতঃপর কাফিরদের কী হলো যে, তারা (বিদ্রুপভাবাপন্ন হয়ে) তোমার দিকে ছুটে আসছে?
৩৭. ডান ও বাম দিক থেকে দলে দলে।
৩৮. তাদের প্রত্যেকে কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে?
৩৯. কখনোই না। নিশ্চয় আমরা তাদের সৃষ্টি করেছি তা থেকে যা তারা জানে।
৪০. অতএব, আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের রবের, নিশ্চয়ই আমরা সক্ষম।
৪১. তাদের উৎকৃষ্ট (মানবগোষ্ঠী) দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে। আর এতে

আমাদেরকে কেউ রুখতে পারবে না।
৪২. অতএব, তাদের বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও সেদিনের সাক্ষাৎ পর্যন্ত যে দিন সম্পর্কে তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
৪৩. সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে, মনে হবে তারা কোনো বেদীর দিকে ধাবিত হচ্ছে।
৪৪. অবনত চোখে, অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। (বলা হবে) এটা সেই দিন যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

সুরা : ৭১

নূহ

একজন নবীর নাম, মাক্কী, আয়াত : ২৮, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. নিশ্চয় আমরা নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি (এ নির্দেশসহ) যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে।
২. সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।
৩. এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো[১] ও তাঁর ব্যাপারে সচেতন হও[২] এবং আমার আনুগত্য করো।
১. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করো। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪। ২. তাঁর ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী ও আমলকারী হও।
৪. তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন[১] এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহর (নির্ধারিত) সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত করা হয় না। যদি তোমরা এটা জানতে।
১. আল্লাহর তৈরি করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া

প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী গুনাহ মাফ হয়। (কবীরা গুনাহ শুধু মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে করা তাওবা এবং অন্য গুনাহ তাওবা, দোয়া, নেক আমল ও শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ হয়)।

৫. সে বলেছিল, হে আমার রব! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত আহবান করেছি।

৬. কিন্তু আমার আহবান শুধু তাদের পলায়ন প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে।

৭. আর নিশ্চয় যখনই আমি তাদের আহবান করেছি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো তখনি তারা কানে আঙুল এঁটে দিয়ে নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করেছে ও (পাপ কাজে) অটল থেকেছে এবং বড়োই অহংকার করেছে।

৮. অতঃপর নিশ্চয় আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহবান করেছি।

৯. পরে নিশ্চয় আমি তাদের জন্য উচ্চস্বরে ঘোষণা দিয়েছি এবং অতি গোপনেও বলেছি।

১০. অতঃপর আমি বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল।

১১. তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।[১]

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী আকাশ থেকে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হবে।

১২. আর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য তৈরি করবেন বহু বাগান ও নদ-নদী।[১]

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তোমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং তোমাদের জন্য তৈরি করবেন বহু বাগান ও নদ-নদী।

১৩. তোমাদের কী যুক্তি আছে যে, তোমরা আল্লাহকে মর্যাদা দিতে চাও না?

১৪. অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।

১৫. তোমরা কি লক্ষ করোনি আল্লাহ কীভাবে স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন?

১৬. আর তাদের মাঝে চাঁদকে বানিয়েছেন আলো ও সূর্যকে বানিয়েছেন প্রদীপ।

১৭. আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে বিস্ময়করভাবে উদগত করেছেন।

১৮. অতঃপর তাতে তিনি তোমাদের প্রত্যাবর্তন করাবেন ও (তা থেকে) তোমাদের সত্যিই বের করবেন।

১৯. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।
২০. যাতে তোমরা এর প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পারো।

রুকু : ২

২১. নূহ বলেছিল, হে আমার রব! তারা আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন লোকের অনুসরণ করেছে যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করেনি।
২২. আর তারা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র করেছিল।
২৩. আর তারা বলেছিল– তোমরা কখনও তোমাদের দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করো না এবং তোমরা কখনও ওয়াদ্দ, সূয়াওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে পরিত্যাগ করো না।
২৪. আর তারা অনেককে ইতোমধ্যে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং আপনি জালিমদের পথভ্রষ্টতা (ধ্বংস) ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।
২৫. তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল, অতঃপর তাদের আগুনে প্রবেশ করানো হবে। অতঃপর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী পাবে না।
২৬. আর নূহ আরও বলেছিল– হে আমার রব! পৃথিবীতে বসবাসকারী কাফিরদের কাউকে ছেড়ে দেবেন না।
২৭. আপনি তাদের ছেড়ে দিলে তারা নিশ্চয় আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং তারা পাপাচারী ও কাফির ছাড়া আর কিছুই জন্ম দেবে না।
২৮. হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদের এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের। আর আপনি জালিমদের সর্বনাশ ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।

সুরা : ৭২

আল জ্বিন

জ্বিন সম্প্রদায়, মাক্কী, আয়াত : ২৮, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. বলো, আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করেছে এবং তারা বলেছে, নিশ্চয় আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।

২. যা সঠিক পথপ্রদর্শন করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না।
৩. আর এও যে, সমুন্নত আমাদের রবের মর্যাদা, তিনি কোনো স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ করেননি।
৪. আর এও যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা[১] আল্লাহ সম্পর্কে অতি অবান্তর কথা বলতো।
১. বে-আকল/Non sense/বিবেকহীন।
৫. আর এও যে, আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ করবে না।
৬. আর এও যে, মানুষের মধ্য থেকে কিছু পুরুষ, জ্বিনদের কিছু পুরুষের শরণাপন্ন হতো, ফলে তারা তাদের (জ্বিনদের) অবাধ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছিল।
৭. আর এও যে, তারা (মানুষেরা) তোমাদের (জ্বিনদের) মতো ধারণা করেছে যে, আল্লাহ কাউকে কখনই পুনরুত্থিত করবেন না।
৮. আর এও যে, আমরা আকাশে পৌঁছেছি (তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য) কিন্তু আমরা তা (আকাশ) পেয়েছি কঠোর প্রহরী ও অগ্নিশিখা দিয়ে পরিপূর্ণ।
৯. আর এও যে, (পূর্বে) আমরা তার (আকাশের) বিভিন্ন ঘাঁটিতে (সংবাদ) শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ (সংবাদ) শুনতে চাইলে সে তার জন্য পাবে অপেক্ষমাণ আগুনের শিখা।
১০. আর এও যে, আমরা জানি না পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল চাওয়া হয়েছে নাকি তাদের রব তাদের মঙ্গল চান।
১১. আর এও যে, আমাদের কিছুসংখ্যক সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছুসংখ্যক এর ব্যতিক্রম। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত।
১২. আর এও যে, এখন আমরা ধারণা পেলাম– আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবো না এবং (পৃথিবী থেকে) পালিয়েও আমরা কখনও তাকে অক্ষম করতে পারবো না।
১৩. আর এও যে, আমরা যখন সঠিক পথনির্দেশনা শুনেছি তখন নিশ্চয় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতঃপর যে ব্যক্তি তার রবকে বিশ্বাস করে তার কোনো ক্ষতি ও অন্যায়ের আশঙ্কা থাকবে না।
১৪. আর এও যে, আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) এবং কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। অতঃপর যারা আত্মসমর্পণ করলো তারা সঠিক পথ বেছে নিলো।
১৫.আর অপরপক্ষে সীমালঙ্ঘনকারীরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।
১৬. আর তারা যদি (সত্য) পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাদেরকে অবশ্যই

আমরা প্রচুর পানি পান করাতাম (প্রচুর রিযিক দিতাম)।

১৭. যেন আমরা তাদেরকে তা দিয়ে পরীক্ষা করতে পারি। আর যে ব্যক্তি তার রবের যিক্র[১] হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।

১. কুরআন অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ হতে।

১৮. আর এও যে, এই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।

১৯. আর এও যে, যখন আল্লাহর বান্দা (রসুল) তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হলো তখন তারা (জ্বিন) তার কাছে ভিড় জমাতে লাগলো।

রুকু : ২

২০. বলো, আমি আমার রবকে কেবল ডাকি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করি না।

২১. বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি এবং কল্যাণ করার মালিক নই।[১]

১. আল্লাহ তা'য়ালার জানিয়ে দেওয়া বিধান/প্রোগ্রামের বাইরে গিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে কাউকে কোনো উপায়ে ক্ষতি বা কল্যাণ করার ক্ষমতা রসুল মুহাম্মাদ (স.)-এর নেই।

২২. বলো, আমি নিশ্চিত আল্লাহর (শাস্তি) হতে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)।[১] আর আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না।

১. এটি নিশ্চিত যে রসুল (স.) আল্লাহর অবাধ্য হলে তথা কবীরা গুনাহ করলে আল্লাহর শাস্তি হতে তাঁকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

২৩. কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে (কিতাব) পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর রিসালাত (আমার দায়িত্ব)।[১] আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।[২]

১. রসুল (স.)-এর দায়িত্ব হলো−

ক. আল্লাহর কাছ হতে আসা কুরআন হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

খ. কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে মানুষেকে বুঝিয়ে দেওয়া।

২. **রসুল (স.)−** কুরআন হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা মানুষেকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্পর্কিত আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে (কবীরা গুনাহ) চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

সাধারণ মানুষ– কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ সম্পর্কিত আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে (কবীরা গুনাহ) চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন–

ক. সুরা নিসা/৪ : ৩১, ৯২ ও ৯৩; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ২৭৫; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; এ আয়াতের পূর্বের দুটি আয়াত।

খ. সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৮৬; নিসা/৪ : ৩১; নাজম/৫৩ : ৩১ ও ৩২; শূরা/৪২ : ৩৬ ও ৩৭; বাকারা/২ : ৮০, ৮১ ও ২৭৫; মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; এ সুরার ২১নং আয়াত ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন–

ক. কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামের বইটি।

খ. কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামের বইটি।

২৪. অবশেষে যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন বুঝতে পারবে কে সাহায্য করার ক্ষেত্রে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।

২৫. বলো, আমি জানি না তোমাদের যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি নিকটবর্তী, না আমার রব এর জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন।

২৬. তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন, অতঃপর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না।

২৭. কেবল যে রসুলকে তিনি বাছাই করেন সে ছাড়া, তখন নিশ্চয়ই তিনি তাঁর সামনে এবং পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।

২৮. যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তারা (রসুলগণ) তাদের রবের রিসালাত (পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছে। আর তাদের কাছে যা আছে তা তিনি পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিস সংখ্যায় গণনা করে রেখেছেন।

সুরা : ৭৩

আল মুযযাম্মিল

চাদরাবৃত, মাক্কী, আয়াত : ২০, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হে চাদরাবৃত (রসুল)!
২. রাতে (সালাতে) দাঁড়াও, সামান্য (অংশ) ছাড়া।
৩. উহার (রাতের) অর্ধেক বা তার চেয়ে কিছু কম (সময় দাঁড়াও)।
৪. অথবা তার চেয়ে বেশি এবং কুরআন পাঠ করো যথাযথভাবে[১]।
১. সঠিক উচ্চারণ ও ভাবপ্রকাশ করে, ধীরে ধীরে, বুঝে-বুঝে।
৫. নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি শীঘ্রই গুরুভার (গুরুত্বপূর্ণ) বাণী অর্পণ করবো।
৬. অবশ্যই রাত্র জাগরণ আত্মার উৎকর্ষ সাধনে অত্যন্ত কার্যকর এবং বলা বিষয়ের জন্য সবচেয়ে উত্তম[১]।
১. অবশ্যই রাত্র জাগরণ ইবাদাতের মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধনে অত্যন্ত কার্যকর এবং কুরআনে বলা বিষয় অনুধাবনের জন্য সবচেয়ে উত্তম।
৭. অবশ্যই দিনের বেলায় তোমার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রয়েছে।
৮. সুতরাং তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি নিবেদিত হও।
৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, অতএব তাকেই তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গ্রহণ করো।
১০. আর লোকে যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য্যধারণ করো এবং সৌজন্যমূলকভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলো।
১১. আর ছেড়ে দাও আমাকে এবং সম্পদশালী মিথ্যুকদের এবং তাদের সামান্য অবকাশ দাও।
১২. নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে শিকল ও প্রজ্বলিত আগুন।
১৩. আর আছে কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
১৪. সেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বিক্ষিপ্ত বালুকারাশিতে পরিণত হবে।
১৫. নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে একজন রসুল পাঠিয়েছি তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ যেমনি রসুল পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের কাছে।

১৬. কিন্তু ফিরাউন সেই রসুলের অবাধ্য হয়েছিল, ফলে আমরা তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলাম।

১৭. অতএব, যদি তোমরা কুফরী করো তবে সেদিন কী করে আত্মরক্ষা করবে যেদিনটি কিশোরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে?

১৮. সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে।

১৯. নিশ্চয় ইহা (এসব আয়াত) একটি স্মারক। অতএব, যে চায় সে তার রবের পথ গ্রহণ করতে পারে।

রুকু : ২

২০. নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে– তুমি (সালাতে) দাঁড়িয়ে থাকো (কখনও) রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, (কখনও) অর্ধেক, (কখনও) এক-তৃতীয়াংশ এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের (পরিমাণ)। তিনি জানেন যে– তোমরা তা (রাত্র জাগরণ) পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন, সুতরাং তোমরা কুরআন থেকে ততটুকু পড়ো যতটুকু সহজসাধ্য হয়। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে। আর কতক আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। কাজেই তোমরা তা (কুরআন) থেকে ততটুকু পড়ো যতটুকু সহজসাধ্য হয়। আর সালাত কায়েম করো[১], যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে কর্জ দাও, কর্জে হাসানা। আর তোমরা নিজেদের (মঙ্গলের) জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে। এটাই উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে শ্রেষ্ঠ। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো।

সুরা : ৭৪

আল মুদ্দাসসির

বস্ত্রাবৃত, মাক্কী, আয়াত : ৫৬, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. হে বস্ত্রাবৃত (রসুল)!
২. ওঠো অতঃপর সতর্ক করো।
৩. আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।
৪. আর তোমার পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করো।
৫. আর অপবিত্রতা (মূর্তিপূজা) বর্জন করো।
৬. আর অধিক পাওয়ার উদ্দেশে (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না।
৭. আর তোমার রবের (সন্তুষ্টির) জন্য ধৈর্যধারণ করো।
৮. অতঃপর যখন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে।
৯. আর সেদিনটি হবে এক কঠিনতর দিন।
১০. (যা) কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না।
১১. আমাকে ছেড়ে দাও এবং যাকে আমি সৃষ্টি করেছি সে ব্যক্তিকে একাকী।
১২. আর আমরা তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ।
১৩. আরও (দিয়েছি) সদা উপস্থিত সন্তান-সন্ততি।
১৪. আর তার জন্য ব্যবস্থা করেছি (স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের) যাবতীয় কিছু।
১৫. এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও বেশি দেই।
১৬. কক্ষনো নয়। নিশ্চয় সে আমাদের আয়াতসমূহের বিরোধী[১]।
১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহের বিরোধী।
১৭. আমি অচিরেই তাকে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করবো।
১৮. নিশ্চয় সে চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত নিলো।
১৯. অতএব সে ধ্বংস হোক, সে কেমন সিদ্ধান্ত নিলো?
২০. আবার সে ধ্বংস হোক, সে কেমন সিদ্ধান্ত নিলো?
২১. পুনরায় সে চেয়ে (ভেবে) দেখলো।
২২. অতঃপর সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করলো ও মুখ বিকৃত করলো।
২৩. এরপর সে পিছন ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো।
২৪. অতঃপর বললো, এটা পূর্ব থেকে চলে আসা জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

২৫. এটা মানুষের কথা ছাড়া আর কিছু নয়।
২৬. শীঘ্রই আমি তাকে নিক্ষেপ করবো 'সাকার'-এ।
২৭. আর তুমি কি জানো 'সাকার' কী?
২৮. এটা বাকী (জীবিত) রাখবে না এবং (মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না।
২৯. (এটা) চামড়া ঝলসে দেবে।
৩০. তার ওপর (তত্ত্বাবধানে) রয়েছে উনিশ (প্রহরী)।
৩১. আর আমরা শুধু ফেরেশতাদের করেছি আগুনের (জাহান্নামের) প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপ আমরা তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি। যাতে কিতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে এবং ঈমানদারদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, আর ঈমানদারগণ ও কিতাবপ্রাপ্তগণ যেন সন্দেহ পোষণ না করে। আবার এর ফলে যাদের মনে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবে– আল্লাহ এ (উনিশ সংখ্যার) উদাহরণ দিয়ে কী ইচ্ছা করেছেন? এভাবে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন[১]। আর তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। আর এটা (জাহান্নামের এ বর্ণনা) মানুষের জন্য স্মরণ রাখার বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।
১. এভাবে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা ও কাজ করার ফলে মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

রুকু : ২

৩২. কক্ষনো নয়, কসম চাঁদের।
৩৩. আর কসম রাত্রির যখন তার অবসান ঘটে।
৩৪. আর কসম প্রভাতের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়।
৩৫. নিশ্চয় তা (জাহান্নাম) ভয়াবহ (বিপদসমূহের) একটি।
৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারী।
৩৭. তার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে (সৎকাজে) এগিয়ে যেতে চায় কিংবা পিছিয়ে থাকতে চায়।
৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ অর্জনের (কৃতকর্মের) জন্য দায়বদ্ধ।
৩৯. তবে ডান দিকের ব্যক্তিদের ছাড়া।
৪০. (তারা থাকবে) জান্নাতে এবং তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করবে,
৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে।
৪২. কীসে তোমাদের 'সাকার'-এ নিক্ষেপ করেছে?
৪৩. তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।
৪৪. আর আমরা মিসকিনদের (অভাবগ্রস্তকে) খাদ্য দিতাম না।

৪৫. আবার আমরা অনর্থক আলোচনাকারীদের সাথে অনর্থক কথায় লিপ্ত থাকতাম।
৪৬. আর আমরা বিচার দিবসকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম।
৪৭. অবশেষে আমাদের কাছে ইয়াকীন (মৃত্যু) আসলো।
৪৮. অতএব, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।
৪৯. অতঃপর তাদের কী হয়েছে যে, তারা যিক্র[১] থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?
১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ কুরআন।
৫০. তারা যেন ভীতসন্ত্রস্ত গাধা।
৫১. সিংহ থেকে পালায়নপর।
৫২. বস্তুত তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক।
৫৩. কখনও নয়। বরং তারা আখিরাতকে ভয় করে না।
৫৪. কখনও নয়, নিশ্চয় এটা (কুরআন) এক যিক্র (অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ)।
৫৫. অতএব, যার ইচ্ছা সে তার (কুরআনের) যিক্র করতে পারে[১]।
১. অতএব, যার ইচ্ছা সে কুরআন অধ্যয়ন করে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ রাখতে ও অনুসরণ করতে পারে।
৫৬. আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া তারা (কুরআনের) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না। একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা করার অধিকারী।
১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করা ছাড়া তারা কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না।

সুরা : ৭৫

আল কিয়ামাহ

কিয়ামাত, মাক্কী, আয়াত : ৪০, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. না, আমি কসম করছি কিয়ামাত দিবসের।
২. আবারও না, আমি কসম করছি তিরস্কারকারী আত্মার।
৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা তার হাড়সমূহ একত্র করতে পারবো না?
৪. অবশ্যই আমরা তার আঙুলের অগ্রভাগ (পর্যন্ত) পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম।

৫. বরং মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়।
৬. সে প্রশ্ন করে কিয়ামতের দিন কখন?
৭. সুতরাং যখন চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।
৮. আর চাঁদ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে।
৯. আর সূর্য ও চন্দ্রকে একাকার করা হবে।
১০. সেদিন মানুষ বলবে, পালাবার স্থান কোথায়?
১১. কক্ষনো না, (অন্য) কোনো আশ্রয়স্থল নেই।
১২. সেদিন অবস্থানস্থল হবে তোমার রবের দিকে।
১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যা সে আগে পাঠিয়েছে এবং পেছনে রেখে গেছে।
১৪. তবে মানুষ তার নিজের সম্বন্ধে দৃষ্টিবান (জানে)।
১৫. যদিও সে তার অজুহাতসমূহ পেশ করে।
১৬. (হে নবী) তোমার জিহ্বাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য।
১৭. নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের।
১৮. সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তখন তুমি এর পঠনের (পঠন পদ্ধতির) অনুসরণ করো।
১৯. অতঃপর এর ব্যাখ্যার দায়িত্বও[১] নিশ্চয় আমাদের।
১. ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব।
২০. কখনও না, তোমরা নগদকে (দুনিয়ার জীবন) ভালোবাসো।
২১. আর আখিরাতকে পরিত্যাগ করো।
২২. সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হবে।
২৩. তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।
২৪. আর সেদিন কতক চেহারা মলিন হবে।
২৫. আশঙ্কা করবে যে, তাদের সাথে করা হবে এক কোমরভাঙ্গা আচরণ।
২৬. কখনও না, যখন (প্রাণ) কণ্ঠাগত হবে।
২৭. আর বলা হবে, কে আছে ঝাড়-ফুঁককারী?
২৮. আর সে মনে করবে এটা বিদায় (মুহূর্ত)।
২৯. আর পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে।
৩০. সেদিন হবে তোমার রবের দিকে যাত্রার সময়।

রুকু : ২

৩১. আর সে (আবু জাহল কুরআনকে) সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়নি এবং

সালাত আদায় করেনি।
৩২. বরং সে (কুরআনকে কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথা প্রতিপন্ন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।
৩৩. অতঃপর সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে।
৩৪. দুর্ভোগ, তোমার জন্য দুর্ভোগ।
৩৫. আবার দুর্ভোগ, তোমার জন্য দুর্ভোগ।
৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে?
৩৭. সে কি নির্গত বীর্যের ফোঁটা ছিল না। ❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১০**
৩৮. অতঃপর সে ছিল আলাকা[১], তারপর (আল্লাহ) তাকে আকৃতি দান করেছেন ও সুগঠিত করেছেন।
১. ঝুলন্ত বস্তুর আকৃতিরূপ জিনিস। ❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১১**
৩৯. অতঃপর তিনি তা থেকে বানিয়েছেন জোড়া, নর ও নারী।
৪০. তবুও কি তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?

সুরা : ৭৬

আদ দাহার

মহাকাল, মাক্কী, আয়াত : **৩১**, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. মহাকালের মধ্য থেকে মানুষের ওপর এমন এক সময় কি অতিবাহিত হয়নি যখন সে উল্লেখ করার মতো কিছুই ছিল না?
২. নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (শুক্র ও ডিম্বের) মিলনের ফলে তৈরি হওয়া ফোঁটা (আকৃতির বস্তু) থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য, তাই আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি।
❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৯ ও ১০**
৩. নিশ্চয় আমরা তাকে পথের সন্ধান দিয়েছি, (এখন) হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।[১]
১. নিশ্চয় আমরা তাকে জীবন পরিচালনার পথের সন্ধান দিয়েছি। এখন হয় সে পথনির্দেশিকার বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হবে অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।

৪. নিশ্চয় আমরা অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও লেলিহান আগুন।
৫. নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা এমন পেয়ালা থেকে পান করবে যাতে কাফুর (কর্পুর) মিশ্রিত থাকবে।
৬. (পানির উৎস হবে) এমন একটি ঝরনা যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে (এবং) তারা এটাকে প্রবল বেগে প্রবাহিত করবে।
৭. তারা (আল্লাহর সাথে কৃত) মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনের ভয় করে যে দিনের ক্ষতি হবে ব্যাপক।
৮. আর তাঁর (আল্লাহর) ভালোবাসায় তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দিকে খাদ্যদান করে।
৯. (তারা বলে) নিশ্চয় কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাদ্যদান করি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান এবং কৃতজ্ঞতা (প্রশংসা) চাই না।
১০. নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এমন এক দিনের ভয় করি যা কঠিন ও বিপদসংকুল।
১১. অতএব, আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন সে দিনের ক্ষতি থেকে এবং তাদেরকে দেবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ।
১২. আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দেবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র।
১৩. সেখানে তারা সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে বেশি রৌদ্র (গরম) অথবা বেশি ঠান্ডা অনুভব করবে না।
১৪. আর তাদের ওপর থাকবে তার (জান্নাতের) ছায়া এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের নাগালে নিয়ে আসা হবে।
১৫. আর ঘুরে ঘুরে তাদের (পানীয়) পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্বচ্ছ স্ফটিক পানপাত্রে।
১৬. রৌপ্যনির্মিত স্ফটিকপাত্র, (পরিবেশনকারীরা) তা পূর্ণ করবে আল্লাহর তৈরি তাকদীর অনুযায়ী[১]।
১. প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।
১৭. আর সেখানে তাদের পান করতে দেওয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়।
১৮. (পানীয়ের উৎস হবে) সেখানকার (জান্নাতের) একটি ঝরনা যার নাম সালসাবীল।
১৯. আর সেখানে তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে চির কিশোররা। যখন তুমি তাদের দেখবে তখন মনে করবে তারা যেন ছড়ানো মুক্তা।

২০. আর তুমি যখনই সেখানে তাকাবে দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।

২১. তাদের ওপর থাকবে সবুজ মসৃণ ও কারুকার্যখচিত রেশমী কাপড়। আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কণ দিয়ে। আর তাদের রব তাদের বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন।

২২. অবশ্য এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য।

রুকু : ২

২৩. নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে।

২৪. সুতরাং তুমি তোমার রবের আদেশের জন্যে ধৈর্যধারণ করো এবং তাদের মধ্যে কোনো পাপিষ্ঠ অথবা কাফিরের আনুগত্য করো না।

২৫. আর সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম যিক্‌র (স্মরণ) করো।

২৬. আর রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর তাসবীহ করো।

২৭. নিশ্চয় তারা ভালোবাসে নগদকে (পার্থিব জীবনকে) এবং তারা সামনের এক কঠিন দিনকে ছেড়ে দিচ্ছে (উপেক্ষা করছে)।

২৮. আমরা তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠনকে সুদৃঢ় করেছি। আর আমরা যদি ইচ্ছা করি তাদেরকে অনুরূপ (সৃষ্টি) দিয়ে বদলিয়ে দিতে পারি।

২৯. নিশ্চয় এগুলো যিক্‌র-এর বিষয়[১]। অতএব, যার ইচ্ছা সে তার রবের দিকে পথ গ্রহণ করুক।

১. অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের বিষয়।

৩০. তোমরা যা চাও তা আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া সম্পন্ন হয় না[১]। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

১. তোমরা যা চাও তা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ বা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ছাড়া সম্পন্ন হয় না।

৩১. তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন[১]। আর জালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষ তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে।

সুরা : ৭৭

আল মুরসালাত

প্রেরিত, মাক্কী, আয়াত : ৫০, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম কল্যাণরূপে প্রেরিত (বাতাসের)।
২. অতঃপর (কসম) প্রলয়ংকরী (ঝড়ের)।
৩. আর কসম (মেঘ) সঞ্চালনকারী (বায়ুর)।
৪. আর (কসম) পূর্ণরূপে পৃথককারীদের।
৫. অতঃপর (কসম) উপদেশ অর্পণকারীদের,
৬. (কাফিরদের) ওজর-আপত্তি রহিতকরণ অথবা (মু'মিনদের) সতর্কীকরণের (জন্য)।
৭. নিশ্চয় তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে।
৮. সুতরাং যখন তারকারাজি আলোহীন হবে,
৯. আর যখন আকাশকে বিদীর্ণ করা হবে।
১০. আর যখন পর্বতমালাকে উৎপাটন করা হবে।
১১. আর যখন রসুলগণের (সাক্ষী দেওয়ার) সময় নির্ধারণ করা হবে।
১২. এগুলো স্থগিত রাখা হয়েছে কোন দিনের জন্য?
১৩. ফয়সালার দিবসের জন্য।
১৪. আর তুমি কি জানো ফয়সালার দিবস কী?
১৫. সেদিন মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।
১৬. আমরা কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?
১৭. অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করবো[১]।
১. অতঃপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী পরবর্তীরা তাদের অনুগামী হবে।
১৮. অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপই করে থাকি।
১৯. সেদিন মিথ্যা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।
২০. আমরা কি তোমাদের তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?
২১. অতঃপর আমরা তা রেখেছি সুরক্ষিত আধারে।

২২. (আমার তৈরি) কদরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হওয়া একটি কাল পর্যন্ত[১]।
১. আমার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হওয়া একটি কাল পর্যন্ত।
২৩. আর আমরা (ঐ) কদর (প্রোগ্রাম) তৈরি করেছি। আর আমরা কতই না উত্তম কদর (প্রোগ্রাম) তৈরিকারী।
২৪. সেদিন মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।
২৫. আমি কি পৃথিবীকে ধারণকারী বানাইনি?
২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য?
২৭. আর আমরা এতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদের পান করিয়েছি সুপেয় পানি।
২৮. সেদিন দুর্ভোগ (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য।
২৯. চলো সেদিকে যাকে তোমরা মিথ্যা অভিহিত করতে।
৩০. চলো তিন শাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে (ধুঁয়ার দিকে)।
৩১. যে ছায়া শীতল নয় এবং যা অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করে না।
৩২. নিশ্চয় এটি প্রাসাদতুল্য (বৃহৎ) স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে।
৩৩. যেন তা হলুদ রঙের উটের পাল।
৩৪. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য।
৩৫. এটা হবে এমন একদিন যেদিন তারা কথা বলতে পারবে না।
৩৬. আর তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না কোনো ওজর পেশ করার।
৩৭. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য।
৩৮. এটাই ফয়সালার দিন। আমরা একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে।
৩৯. সুতরাং তোমাদের কোনো কৌশল থাকলে তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করো।
৪০. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য।

রুকু : ২

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিরা থাকবে ছায়ায় ও ঝরনাধারায়[১]।
১. নিশ্চয় কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিগণ থাকবে ছায়ায় ও ঝরনাধারায়।
৪২. আর তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলমূলের মধ্যে।
৪৩. (বলা হবে) তোমাদের কৃতকর্মের (পুরস্কারস্বরূপ) তোমরা তৃপ্তির

পানাহার করো।
৪৪. নিশ্চয় এভাবে আমরা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি।
৪৫. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য।
৪৬. তোমরা আহার করো এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছু (দিন), নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।
৪৭. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য।
৪৮. আর যখন তাদের বলা হয় (আল্লাহর প্রতি) অবনত হও তারা অবনত হয় না।
৪৯. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা অভিহিতকারীদের জন্য।
৫০. সুতরাং এর (কুরআনের) পর তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে?

পারা-৩০

সুরা : ৭৮

আন নাবা

মহা সংবাদ, মাক্কী, আয়াত : ৪০, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. তারা পরস্পরকে কী বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে?
২. সেই মহাসংবাদ সম্পর্কে?
৩. যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে?
৪. কখনই না, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।
৫. অতঃপর কখনই না, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।
৬. আমরা কি ভূমিকে বিছানা করিনি?
৭. আর পর্বতমালাকে পেরেক?
৮. আর আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।
৯. আর আমরা তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রামদায়ক।
১০. আর আমরা রাতকে করেছি আবরণ।
১১. আর আমরা দিনকে করেছি কর্মব্যস্ত।
১২. আর আমরা তোমাদের ওপরে নির্মাণ করেছি সুদৃঢ় সাতটি আকাশ।
১৩. আর আমরা সৃষ্টি করেছি অতি উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য)।
১৪. আর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) মেঘমালা থেকে বর্ষণ করি প্রচুর পানি।[১]
১. আর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়

প্রচুর বৃষ্টি।
১৫. যাতে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) এর মাধ্যমে উৎপন্ন করতে পারি শস্য ও উদ্ভিদ।
১৬. আর ঘন উদ্যানসমূহ।
১৭. নিশ্চয় ফয়সালার (বিচার) দিবস নির্ধারিত।
১৮. যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে উপস্থিত হবে।
১৯. আর আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহু দরজাবিশিষ্ট।
২০. আর চলমান করা হবে পর্বতমালাকে, ফলে তা মরীচিকার মতো হয়ে যাবে।
২১. নিশ্চয় জাহান্নাম অপেক্ষায় আছে।
২২. সীমালজ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল।
২৩. সেখানে তারা যুগ-যুগ ধরে অবস্থান করবে।
২৪. সেখানে তারা ঠান্ডা ও পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করবে না,
২৫. ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া।
২৬. এটাই তাদের উপযুক্ত প্রতিদান।
২৭. নিশ্চয় তারা হিসেবের আশা করতো না।
২৮. আর তারা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) আমাদের আয়াতসমূহকে[১] সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।
১. কুরআনের ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, সাধারণ ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহকে।
২৯. আর প্রতিটি বিষয় আমরা লিখিতভাবে হিসাব করে রেখেছি।
৩০. অতএব, তোমরা স্বাদগ্রহণ করো আমরা শুধু তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করবো।

রুকু : ২

৩১. নিশ্চয় আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে সফলতা।[১]
১. নিশ্চয় কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারীগণের জন্য রয়েছে সফলতা।
৩২. উদ্যানরাজি ও আঙুরসমূহ।
৩৩. আর সমবয়সী অতীব সুন্দর সঙ্গীগণ।
৩৪. আর পূর্ণ পানপাত্র।

৩৫. সেখানে তারা কোনো অবান্তর ও মিথ্যা কথা শুনবে না।
৩৬. (এ সবই) তোমার রবের পক্ষ থেকে যথার্থ পুরস্কার।
৩৭. যিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, যিনি দয়াময়। তাঁকে সম্বোধন করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না।
৩৮. সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্য কেউ কথা বলবে না এবং সে সঠিক কথাই বলবে।
৩৯. সেই দিনটি সত্য। অতএব, যার ইচ্ছা সে তার রবের কাছে প্রত্যাবর্তনস্থল গ্রহণ করুক।
৪০. নিশ্চয় আমরা তোমাদের আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে এবং কাফির ব্যক্তি বলবে– হায় আমি যদি মাটি হতাম।

সুরা : ৭৯

আন নাযিয়াত

সজোরে নির্গতকারী, মাক্কী, আয়াত : ৪৬, রুকু : ২

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম নির্মমভাবে (পাপীদের আত্মা) হরণকারী (ফেরেশতাদের)।
২. কসম সহজভাবে (পুণ্যবানদের আত্মা) হরণকারী (ফেরেশতাদের)।
৩. শপথ তাদের (ফেরেশতাদের) যারা (রুহ নিয়ে) তীব্রগতিতে (মহাশূন্যে) সাঁতার কেটে যায়।
৪. আর যারা (রুহ গ্রহণ করতে) ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হয়।
৫. অতঃপর যারা কর্ম ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত।
৬. যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পনকারী (প্রথম শিঙা ফুঁক)।
৭. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তীটি (দ্বিতীয় শিঙা ফুঁক)।
৮. সেদিন বহু মন ভয়ে কম্পমান হবে।
৯. তাদের দৃষ্টি হবে ভীত-সন্ত্রস্ত।
১০. তারা (উপহাস করে) বলে আমাদের কি পূর্বাবস্থায় (পুনরায় উঠিয়ে) ফিরিয়ে আনা হবে?
১১. আমরা যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়ে পরিণত হবো (তখনও)?
১২. তারা বলে, (তাই যদি হয়) তবে সেটা হবে এক সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।

১৩. সুতরাং সেটাতো এক বিকট শব্দ।
১৪. আর তৎক্ষণাৎ তারা খোলা ময়দানে সমবেত হবে।
১৫. তোমার কাছে মুসার ঘটনা পৌঁছেছে কি?
১৬. যখন তার রব তাকে পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় ডেকেছিলেন।
১৭. (তোমার রব বলেছিলেন) তুমি ফিরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে।
১৮. আর বলো, তোমার পরিশুদ্ধ হওয়ার আগ্রহ আছে কি?
১৯. আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথপ্রদর্শন করছি যাতে তুমি ভয় করো।
২০. অতঃপর সে তাকে বিরাট মু'যিজা দেখালো।
২১. কিন্তু সে (একে) মিথ্যা বললো এবং অমান্য করলো।
২২. অতঃপর (মুসার নিদর্শন সাপ দেখে) সে দ্রুতবেগে পেছনে ফিরে গেল।
২৩. পরে সে সবাইকে একত্রিত করলো এবং ঘোষণা করলো।
২৪. আর সে বললো, আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব।
২৫. অতঃপর আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।
২৬. নিশ্চয় এতে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে তার জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় করে।

রুকু : ২

২৭. তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিনতর নাকি আকাশ সৃষ্টি করা? তিনিই তা বানিয়েছেন।
২৮. তিনি তার ছাদ সুউচ্চ করেছেন অতঃপর তা সুবিন্যস্ত করেছেন।
২৯. আর তিনি এর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর (দিনের) আলো বের করেছেন।
৩০. আর এরপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।
৩১. তিনি তা থেকে উৎপন্ন করেছেন তার ঝরনা ও তার চারণভূমি।
৩২. আর পর্বতসমূহকে তিনি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।
৩৩. তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্য ভোগ্যসম্পদ রূপে।
৩৪. অতঃপর যখন মহাসঙ্কট উপস্থিত হবে।
৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা সে প্রচেষ্টা করেছিল।
৩৬. আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নামকে তার জন্য যে দেখবে।
৩৭. সুতরাং যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে,
৩৮. এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়,

৩৯. জাহান্নামই হবে তার আবাস।
৪০. পক্ষান্তরে যে নিজ রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে এবং নফসকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে,
৪১. নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাস।
৪২. তারা তোমাকে মহাপ্রলয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কখন তা ঘটবে?
৪৩. (হে রসুল) এর (সময়) উল্লেখের সাথে তোমার কী সম্পর্ক?
৪৪. এর চূড়ান্ত (জ্ঞান) তোমার রবের কাছে আছে।
৪৫. নিশ্চয় যে একে ভয় করে তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করবে।
৪৬. যেদিন তারা এটা দেখবে (সেদিন তাদের মনে হবে) যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এর (দিনের) এক সকাল অবস্থান করেছে।

সুরা : ৮০

আবাসা

বিরক্তি প্রকাশ করা, মাক্কী, আয়াত : ৪২, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. সে বিরক্তি প্রকাশ করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো।
২. এজন্য যে, তার কাছে অন্ধ লোকটি এসেছিল।
৩. আর তুমি কী জানো, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো?
৪. অথবা শিক্ষা গ্রহণ করতো, ফলে শিক্ষা তার উপকারে আসতো?
৫. পক্ষান্তরে যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলো।
৬. অতঃপর তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিলে।
৭. আর সে যদি পরিশুদ্ধ না হয় তবে তোমার কোনো দায়িত্ব আছে কি?
৮. পক্ষান্তরে যে তোমার কাছে ছুটে এলো।
৯. আর সে (আল্লাহকে) ভয় করে।
১০. অতঃপর তুমি তার প্রতি অমনোযোগী হলে।
১১. কখনও (এমনটি করা উচিত) নয়, নিশ্চয় এটা (কুরআনের আয়াত) যিক্‌র (অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ)-এর বিষয়।
১২. অতএব, যে চায় সে তা যিক্‌র (অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণ) করবে।
১৩. (এটি লিপিবদ্ধ আছে) মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহে।
১৪. (যা জ্ঞান ও কল্যাণের দিক দিয়ে) সমুন্নত ও পবিত্র (নির্ভুল)।

১৫. (যা রসুলের কাছে পৌঁছানো হয়) বাহকের (ফেরেশতার) হাত দিয়ে (মাধ্যমে)।
১৬. (যারা) সম্মানিত ও পূতপবিত্র (নিষ্পাপ)।
১৭. মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত বড়ো অস্বীকারকারী/অমান্যকারী।
১৮. তিনি তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?
১৯. ফোঁটা থেকে[১], অতঃপর তার 'কদর' নির্দিষ্ট করেন।[২]
১. বীর্য ও ডিম্বের মিশ্রিত ফোঁটা থেকে তিনি তার সৃষ্টি আরম্ভ করেন[১]। **❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৯** ২. অতঃপর তার বেড়ে উঠার প্রোগ্রাম/বিধান নির্দিষ্ট করেন[২]।
২০. অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য পথ সহজ করে দেন।[১]
১. অতঃপর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবনযাপনের পথ সহজ করা হয়েছে।
২১. তারপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন।
২২. তারপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তাকে পুনর্জীবিত করবেন।
২৩. কখনও নয়, তিনি তাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন সে এখনো তা পালন করেনি।
২৪. সুতরাং মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক।
২৫. নিশ্চয় (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা প্রচুর বৃষ্টিবর্ষণ করি[১]।
১. নিশ্চয় আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হয়।
২৬. অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) ভূমিকে যথার্থরূপে বিদীর্ণ করি।
২৭. তারপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাতে উৎপন্ন করি শস্যদানা।
২৮. আর আঙুর ও শাক-সবজি।
২৯. আর যায়তূন ও খেজুর।
৩০. আর ঘন (গাছ-গাছালি ভরা) বাগান।
৩১. আর ফল-ফলাদি ও তৃণলতা।
৩২. (এসবই) তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্য ভোগ্যসামগ্রী।
৩৩. সুতরাং যখন বিকট শব্দ (কিয়ামত) এসে পড়বে।
৩৪. সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে।
৩৫. আর তার মাতা ও পিতা থেকে।
৩৬. আর তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে।
৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন অবস্থা হবে যে, সে কেবল নিজেকে

নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।
৩৮. সেদিন কতক চেহারা হবে উজ্জ্বল।
৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল।
৪০. আবার সেদিন কতক চেহারার ওপর থাকবে মলিনতা।
৪১. মলিনতা সে সবকে (সে সব চেহারাকে) আচ্ছন্ন করবে।
৪২. ওরাই কাফির, পাপাচারী।

সুরা : ৮১

আত তাকভীর

অন্ধকারাচ্ছন্ন, মাক্কী, আয়াত : ২৯, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. যখন সূর্যকে নিষ্প্রভ করা হবে।
২. আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে।
৩. আর যখন পর্বতমালাকে চলমান করা হবে।
৪. আর যখন দশমাসের গর্ভবতী (পূর্ণ গর্ভবতী) উটনী উপেক্ষিত হবে।
৫. আর যখন বন্যপশুকে একত্রিত করা হবে।
৬. আর যখন সাগরসমূহকে স্ফীত করা হবে।
৭. আর যখন (দেহে) আত্মাসমূহ পুনঃসংযোজিত হবে।
৮. আর যখন জীবন্ত কবরস্থ করা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।
৯. কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।
১০. আর যখন আমলনামা উন্মোচন করা হবে।
১১. আর যখন আকাশকে অনাবৃত করা হবে।
১২. আর যখন জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে।
১৩. আর জান্নাতকে নিকটে নিয়ে আসা হবে।
১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কী নিয়ে এসেছে।
১৫. অতঃপর না, আমি শপথ করি পশ্চাদ্গামী,
১৬. ভ্রাম্যমাণ, অদৃশ্যমান (নক্ষত্রের)।
১৭. আর শপথ রাতের যখন তার অবসান হয়।
১৮. আর শপথ প্রভাতের যখন তা (দিনের আলোয়) শ্বাস নেয়।
১৯. নিশ্চয় ইহা (কুরআন) অবশ্যই সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী।

২০. যে শক্তিশালী আরশের মালিকের কাছে মর্যাদাবান।

২১. সেখানে (ঊর্ধ্বজগতে) সে মান্যবর ও বিশ্বাসভাজন।

২২. আর তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) পাগল নয়।

২৩. আর নিশ্চয় সে (মুহাম্মাদ) তাকে (জিব্রাইলকে) দিগন্তে স্পষ্টভাবে দেখেছে।

২৪. আর সে (জিব্রাইল) অদৃশ্য বিষয় (পৌঁছে দেওয়া সম্পর্কে) কৃপণ নয়।

২৫. আর এটা (কুরআন) অভিশপ্ত শয়তানের কথাও নয়।

২৬. সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো?

২৭. এটি (কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্য যিক্‌র ছাড়া আর কিছু নয়।[১]

১. কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু নয়।

২৮. তোমাদের মধ্যকার তার জন্য যে সঠিক পথে চলতে চায়।

২৯. আর তোমাদের (তাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় কিছুই হয় না জগৎসমূহের রব আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া।[১]

১. মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটনা-দুর্ঘটনা, সফলতা, ব্যর্থতা কিছুই সংঘটিত হয় না। বরং−

ক. ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় যখন আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োগ হয়।

খ. কাজ সফল হয় যখন মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা, আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা কাজ সফল হওয়ার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী/অনুসরণ করে পালন করা হয়।

গ. কাজ ব্যর্থ হয় যখন মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা, আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা কাজ ব্যর্থ হওয়ার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী/অনুসরণ করে পালন করা হয়। জগৎসমূহের রব আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ করা ছাড়া তোমাদের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা কার্যকর নয়।

সুরা : ৮২

আল ইনফিতার

ফেটে যাওয়া, মাক্কী, আয়াত : ১৯, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।
২. আর যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।
৩. আর যখন সাগর বিস্ফোরিত হবে।
৪. আর যখন কবরসমূহকে উন্মোচিত করা হবে।
৫. তখন প্রত্যেকে জানবে কী সে আগে পাঠিয়েছে এবং কী পরে পাঠিয়েছে।
৬. হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার মহান রব সম্বন্ধে প্রতারিত করলো?
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাকে সুগঠিত করেছেন এবং ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন।
৮. তিনি যেভাবে চেয়েছেন সে আকৃতিতেই তোমাকে গঠন করেছেন।
৯. কখনও না, বরং তোমরা বিচারদিনকে অস্বীকার করে থাকো।
১০. আর অবশ্যই তোমাদের ওপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ।
১১. (তারা) সম্মানিত লেখকগণ (রেকর্ডকারী)।
১২. তারা জানে তোমরা কী করো।
১৩. (সেদিন) নিশ্চয় পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে (জান্নাতে)।
১৪. আর নিশ্চয় পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে।
১৫. বিচারদিনে তারা তাতে প্রবেশ করবে।
১৬. আর সেখান থেকে তারা কখনও নিষ্কৃতি পাবে না।
১৭. আর তুমি কি জানো বিচারের সেই দিনটি কী?
১৮. আবার (বলছি) তুমি কি জানো বিচারের সেই দিনটি কী?
১৯. যেদিন একে অপরের জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখবে না। আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

সুরা : ৮৩

আল মুতাফফিফীন

ঠকবাজ ব্যক্তিরা, মাক্কী, আয়াত : ৩৬, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. দুর্ভোগ ঠকবাজদের জন্য।
২. যারা লোকজনের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়।
৩. আর যখন তাদেরকে মেপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।
৪. তারা কি মনে করে না যে, তারা পুনরায় উঠবে?
৫. এক মহা দিবসে?
৬. সেদিন সব মানুষ জগৎসমূহের রবের সামনে দাঁড়াবে।
৭. কখনও না, পাপাচারীদের আমলনামা অবশ্যই সিজ্জীনে আছে।
৮. আর তুমি কি জানো সিজ্জীন কী?
৯. তা একটি লিখিত (মহা) কিতাব।
১০. সেদিন দুর্ভোগ হবে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য।
১১. যারা বিচারদিনকে অস্বীকার করে।
১২. আর কেবল পাপিষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারীগণ এটিকে মিথ্যা অভিহিত করে।
১৩. তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ[1] আবৃত্তি করা হলে সে বলে, (এসব) পূর্ববর্তীদের উপকথা।
১. কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।
১৪. কখনও নয়। বরং তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের মনে মরিচা পড়েছে।
১৫. কখনও না, নিশ্চয়ই সেদিন তারা তাদের রব হতে পর্দার আড়ালে থাকবে (দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত হবে)।
১৬. অতঃপর নিশ্চয় তারা অবশ্যই জাহান্নামে দগ্ধ হবে।
১৭. অতঃপর বলা হবে– এটাই তা, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।
১৮. কখনও নয়, নিশ্চয়ই পুণ্যবানদের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়্যীনে।
১৯. আর তুমি কি জানো ইল্লিয়্যীন কী?
২০. তা এক লিখিত (মহা) কিতাব।
২১. (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা (ফেরেশতারা) তা প্রত্যক্ষ করবে।

২২. নিশ্চয় পুণ্যবানগণ অবশ্যই (জান্নাতে) অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে থাকবে।
২৩. তারা সুউচ্চ আসনে বসে দেখতে থাকবে।
২৪. তুমি তাদের চেহারায় আরাম-আয়েশের দীপ্তি দেখতে পাবে।
২৫. তাদেরকে সীল করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে।
২৬. এর সীল হবে মিসকের (কস্তুরীর)। আর এ বিষয়ে (প্রাপ্তির জন্য) প্রতিযোগিতাকারীরা যেন প্রতিযোগিতা করে।
২৭. আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের (জান্নাতের উৎকৃষ্ট পানীয়)।
২৮. এটি একটি ঝরনা যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে।
২৯. নিশ্চয় যারা অপরাধী তারা যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো।
৩০. আর তারা যখন তাদের (মু'মিনদের) কাছ দিয়ে যেত তখন চোখ টিপে ইশারা করতো।
৩১. আর যখন তাদের আপনজনের কাছে ফিরে আসতো তখন তারা ফিরে আসতো উৎফুল্ল হয়ে।
৩২. আর যখন তাদের দেখতো তখন বলতো, অবশ্যই এরা পথভ্রষ্ট।
৩৩. তাদেরকে তাদের (মু'মিনদের) ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।
৩৪. আর যারা ঈমান এনেছিল তারা আজ উপহাস করছে কাফিরদেরকে।
৩৫. সুউচ্চ আসনে বসে (কাফিরদেরকে) দেখছে।
৩৬. কাফিররা কি তাদের কৃতকর্মের ফল পেল?

সুরা : ৮৪

আল ইনশিক্বাক

চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া, মাক্কী, আয়াত : ২৫, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. যখন আকাশ ফেটে যাবে।
২. আর তার রবের আদেশ শুনবে এবং এটিই তার করণীয় হবে।
৩. আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে।
৪. আর (পৃথিবী) তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে।
৫. আর তার রবের আদেশ শুনবে এবং এটিই তার করণীয় হবে।

৬. হে মানুষ! তুমি কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তোমার সৃষ্টিকর্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, অতঃপর তুমি তাঁর সামনা-সামনি হবে।
৭. অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে,
৮. অচিরেই তার হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে।
৯. আর সে তার স্বজনদের কাছে প্রফুল্লভাবে ফিরে যাবে।
১০. আর যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন দিক থেকে দেওয়া হবে,
১১. অচিরেই সে তার ধ্বংস (মৃত্যু) আহবান করবে।
১২. আর প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।
১৩. নিশ্চয় সে তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল।
১৪. নিশ্চয় সে ভাবতো যে, সে কখনই ফিরে যাবে না।
১৫. অবশ্যই (ফিরে যাবে)। নিশ্চয় তার রব তার ওপর ছিলেন দৃষ্টিবান।
১৬. অতঃপর আমি কসম করি সন্ধ্যাকালীন লালিমার।
১৭. আর কসম রাতের এবং তার (অন্ধকারের) যা (সবকিছুকে অন্ধকারে) একাকার করে দেয়।
১৮. আর কসম চাঁদের যখন তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।
১৯. নিশ্চয় তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে।
২০. সুতরাং তাদের কী হলো যে তারা ঈমান আনে না?
২১. আর যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা আত্মসমর্পণ করে না?
২২. অথচ কাফিররা (কুরআনকে) মিথ্যা অভিহিত করে।
২৩. আর তারা (মনে) যা পোষণ করে আল্লাহ তা সবচেয়ে বেশি জানেন।
২৪. সুতরাং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।
২৫. কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

সুরা : ৮৫

আল বুরুজ

বিশাল বিশাল নক্ষত্র, মাক্কী, আয়াত : ২২, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম (গ্রহ-নক্ষত্র) সুশোভিত আকাশের।
২. আর কসম প্রতিশ্রুত (কিয়ামাত) দিনের।
৩. আর কসম দর্শক ও যা দেখা হয় তার।
৪. ধ্বংস করা হয়েছে গর্তের অধিপতিদের।
৫. (যে গর্তে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন।
৬. যখন তারা এর পাশেই উপবিষ্ট ছিল।
৭. আর তারা (গর্তের অধিপতিরা) মু'মিনদের সাথে যা করছিল তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল।
৮. আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করছিল শুধু এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস করতো মহাপ্রতাপশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহকে।
৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় রাজত্ব যাঁর। আর আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষকারী।
১০. নিশ্চয় যারা মু'মিন নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহনযন্ত্রণা।
১১. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে জান্নাত যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। এটিই মহাসাফল্য।
১২. নিশ্চয় তোমার রবের পাকড়াও অবশ্যই বড়োই কঠিন।
১৩. নিশ্চয় তিনি প্রথম অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরায় সৃষ্টি করবেন।
১৪. আর তিনি অতি ক্ষমাশীল ও স্নেহশীল।
১৫. (তিনি) আরশের অধিপতি ও সম্মানিত।
১৬. তিনি (অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিকভাবে) যা ইচ্ছা তাই করেন।[১]
১. তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী বা তাঁর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কিছু সংঘটিত হয়।
১৭. তোমার কাছে সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পৌঁছেছে কি?
১৮. ফিরাউন ও ছামূদের?
১৯. অথচ কাফিররা মিথ্যা অভিহিত করায় লিপ্ত রয়েছে।

২০. আর আল্লাহ তাদের পিছন থেকে (অলক্ষ্যে) তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।
২১. বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন।
২২. (মূল কপি আছে) লওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে)।

সুরা : ৮৬

আত তারিক

রাতের আগন্তুক, মাক্কী, আয়াত : ১৭, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম আকাশের এবং রাতে আত্ম-প্রকাশকারীর।
২. তুমি কি জানো রাতে আত্মপ্রকাশকারী কী?
৩. এটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।
৪. এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত নেই।
৫. সুতরাং মানুষ লক্ষ করুক তাকে কী (জিনিস) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি (তরল বীর্য) থেকে।
৭. যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মাঝ থেকে[১]।
১. বীর্য তৈরি হয় অন্ডকোষ থেকে। অন্ডকোষ, মায়ের পেটে থাকার প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে-সন্তানের মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মাঝে, পেছনের দিকে থাকে। ❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৩**
৮. নিশ্চয় তিনি অবশ্যই তাকে (মানুষকে) পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।
৯. যেদিন গোপন বিষয়াবলি পরীক্ষা করা হবে।
১০. তখন তার না থাকবে কোনো শক্তি আর না থাকবে কোনো সাহায্যকারী।
১১. কসম আকাশের যা ফিরিয়ে দেয় (বৃষ্টি, Eelectro magnetic signal ইত্যাদি)।
১২. আর কসম জমিনের যা বিদীর্ণ হয়।
১৩. নিশ্চয় এটি (আল কুরআন) অবশ্যই সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী বাণী।
১৪. আর এটা হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়।
১৫. নিশ্চয় তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে।
১৬. আর আমি সুনিপুণ কৌশল অবলম্বন করি।

১৭. অতএব, কাফিরদের অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।

সুরা : ৮৭

আল আ'লা

মহান, মাক্কী, আয়াত : ১৯, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. তুমি তোমার সুমহান রবের নামে তাসবীহ করো।

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন।

৩. আর যিনি কদর নির্দিষ্ট করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন[১]।

১. তিনি সবকিছুর প্রোগ্রাম (বিধান/পরিচালনা পদ্ধতি) তৈরি করেছেন অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে এর অনেকগুলো জানিয়ে দিয়েছেন এবং বাকিগুলো গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করে নিতে বলেছেন।

কদর ও তাকদীর শব্দ দুটি আল কুরআনের বহু আয়াতে এসেছে। শব্দ দুটির প্রধান তিনটি অর্থ হলো– ক. প্রোগ্রাম/নীতিমালা/বিধি-বিধান, খ. ভাগ্য/নিয়তি/বিধিলিপি এবং গ. মর্যাদা। কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ শব্দ দুটি ভাগ্য/নিয়তি/বিধিলিপি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা কদর/৯৭ : ১-৩; কামার/৫৪ : ৪৯; আ'লা/৮৭ : ৩; নাজম/৫৩ : ৩৯; কাহাফ/১৮ : ২৯; রা'দ/১৩ : ১১; রুম/৩০ : ৪১; নিসা/৪ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-১৭) নামের বইটি।

৪. আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) যিনি তৃণলতা উৎপন্ন করেন[১]।

১. আর যার তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তৃণলতা উৎপন্ন হয়।

৫. অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) এটিকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

৬. শীঘ্রই আমরা তোমাকে পুনরায় পাঠ করাবো (Revision দেওয়াবো), তাই তুমি ভুলে যাবে না।

৭. আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যা ইচ্ছা করেন তাছাড়া[১]। তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়।

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী Revision না দেওয়ার কারণে

সাময়িকভাবে ভুলে যাওয়া ছাড়া।
৮. আর আমরা তোমাকে সহজ পন্থার সুবিধা দিচ্ছি।
৯. সুতরাং তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয় (ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে)।
১০. যে ভয় করে সে শীঘ্রই উপদেশ গ্রহণ করবে।
১১. আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্তই অসুখী।
১২. যে ভয়াবহ অগ্নিতে প্রবেশ করবে
১৩. অতঃপর সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না।
১৪. নিশ্চয় সে সফল হবে যে পরিশুদ্ধ হবে।
১৫. আর তার রবের নাম স্মরণ করবে ও সালাত আদায় করবে।
১৬. কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দাও।
১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।
১৮. নিশ্চয় এটা (এ ধরনের বক্তব্য) অবশ্যই পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে বিদ্যমান আছে।
১৯. (এ ধরনের বক্তব্য আছে) ইবরাহীম ও মুসার সহীফাসমূহেও ।

সুরা : ৮৮

আল গাশিয়া

সর্বগ্রাসী, মাক্কী, আয়াত : ২৬, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. তোমার কাছে কি সর্বগ্রাসীর (কিয়ামতের) খবরাদি এসেছে?
২. সেদিন অনেক চেহারা হবে ভীত-সন্ত্রস্ত।
৩. কর্মক্লান্ত, শ্রান্ত।
৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।
৫. তাদেরকে টগবগ করা ফুটন্ত ঝরনা থেকে পান করানো হবে।
৬. তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না কাঁটাযুক্ত গুল্ম ছাড়া।
৭. যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্তি করবে না।
৮. আর অনেক চেহারা সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল।
৯. নিজেদের প্রচেষ্টার জন্য পরিতৃপ্ত।
১০. সুউচ্চ জান্নাতে।

১১. সেখানে তারা অনর্থক কথা শুনবে না।
১২. সেখানে থাকবে বহমান ঝরনা।
১৩. সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসনসমূহ।
১৪. আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র।
১৫. আর সারি-সারি বালিশসমূহ।
১৬. আর বিছানো গালিচা।
১৭. তবে কি তারা দেখে না উটকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?[১]
১. তবে কি তারা খালি চোখ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে উটের সৃষ্টিতত্ত্ব দেখে না এবং তা হতে বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা নিয়ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে কুরআন বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে।
১৮. আর আকাশকে কীভাবে উঁচু করা হয়েছে?[১]
১. খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আকাশের সৃষ্টিতত্ত্ব দেখে না এবং ... ...।
১৯. আর পর্বতমালাকে কীভাবে গেড়ে দেওয়া হয়েছে?
২০. আর পৃথিবীকে কীভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে?
২১. অতএব, তুমি উপদেশ দিতে থাকো। নিশ্চয় তুমি একজন উপদেশদাতা মাত্র।
২২. তুমি তাদের ওপর (কর্মের) নিয়ন্ত্রণকারী নও।
২৩. তবে যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অস্বীকার করে তার কথা ভিন্ন।
২৪. অতঃপর আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।
২৫. নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমাদেরই দিকে।
২৬. অতঃপর তাদের (আমলের) হিসেব[১] আমাদেরই দায়িত্বে।
১. আমলের হিসেব পদ্ধতি জানার জন্য দেখুন সুরা মু'মিনুন/২৩, আয়াত নং ১০২ ও ১০৩। **বিস্তারিত জানতে পড়ুন–** কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামের বইটি।

সুরা : ৮৯

আল ফজর

ভোর, মাক্কী, আয়াত : ৩০, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম ফজরের (ঊষার)।

২. কসম দশ রাতের।

৩. কসম জোড় ও বেজোড়ের।

৪. আর কসম রাতের যখন তা বিদায় নিতে থাকে।

৫. এর মধ্যে বুদ্ধিমানের জন্য শপথ আছে কি?

৬. তুমি কি দেখোনি তোমার রব কেমন (আচরণ) করেছিলেন আদ (জাতির প্রতি)?

৭. (আর) ইরাম গোত্রের প্রতি (কী আচরণ করেছেন), যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল?

৮. যার সমতুল্য (প্রাসাদ) কোনো দেশে নির্মিত হয়নি।

৯. আর ছামূদের প্রতি (কী আচরণ করেছেন), যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ছিল (গৃহ নির্মাণের জন্য)।

১০. আর বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরাউনের প্রতি?

১১. যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল।

১২. অতঃপর সেথায় তারা অধিকমাত্রায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল।

১৩. অতঃপর তোমার রব তাদের ওপর শাস্তির চাবুক মারলেন।

১৪. নিশ্চয় তোমার রব অবশ্যই ঘাঁটিতে (বসে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন)।

১৫. আর মানুষ এরূপ যে– যখন তার রব পরীক্ষা করেন অতঃপর তাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন[১]।

১. যখন তার রব পরীক্ষা করেন অতঃপর তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী সে সম্মান ও অনুগ্রহ লাভ করে তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মান করেছেন।

১৬. আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার রিযিক সঙ্কুচিত করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন।[১]

১. যখন তাকে পরীক্ষা করেন অতঃপর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তার রিযিক সঙ্কুচিত হয় তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।
১৭. কখনও না, বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না।
১৮. আর তোমরা মিসকিনদের (অভাবগ্রস্তদের) খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না।
১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলো।
২০. আর তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যন্ত ভালোবাসো।
২১. কখনও নয়, পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে।
২২. আর যখন তোমার রব আসবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে।
২৩. আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করবে তখন এ শিক্ষাগ্রহণ তার কী কাজে আসবে?
২৪. সে বলবে হায়! আমার (এ) জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?
২৫. অতঃপর সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না।
২৬. আবার কেউ তার বন্ধনের মতো দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না।
২৭. হে প্রশান্ত আত্মা!
২৮. তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।
২৯. সুতরাং আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও।
৩০. আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

সুরা : ৯০

আল বালাদ

শহর, মাক্কী, আয়াত : ২০, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. না, আমি কসম করছি এই (মক্কা) নগরীর।
২. আর তুমি এই নগরীর অধিবাসী।
৩. কসম জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দেয় তার।
৪. নিশ্চয় আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে (জীবনযাপনের জন্য)।
৫. সে কি মনে করে যে, কখনও তার ওপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

৬. সে বলে, আমি (ইসলামের বিরুদ্ধে) প্রচুর অর্থ উড়িয়েছি।
৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?
৮. আমরা কি তার জন্য বানাইনি দুটি চোখ?
৯. আর একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট?
১০. আর আমরা তাকে উভয় (সঠিক ও ভুল) পথের সন্ধান দেইনি?
১১. তবে সে (তার মনে হওয়া) কঠিন পথে প্রবেশ করেনি।
১২. তুমি কি জানো (তার মনে হওয়া) কঠিন পথ কী?
১৩. তা হচ্ছে একজন ঘাড় আটকানো ব্যক্তিকে[১] মুক্ত করা,
১. যে কোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যক্তি।
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার দান করা,
১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে,
১৬. অথবা দুর্দশাগ্রস্ত মিসকিনকে,
১৭. অতঃপর সে অন্তর্ভুক্ত হয় তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়।
১৮. তারা ডানদিকের (সফল) লোক।
১৯. আর যারা আমাদের আয়াতকে[১] অস্বীকার করেছে তারা বাম দিকের লোক (দুঃখিত লোক)।
১. কুরআনর ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাসমূহ।
২০. তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ আগুনে।

সুরা : ৯১

আশ শামস

সূর্য, মাক্কী, আয়াত : ১৫, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম সূর্যের এবং তার কিরণের।
২. কসম চাঁদের, যখন সে তার (সূর্যের) অনুগামী হয়।
৩. কসম দিনের, যখন (সূর্য) তাকে উদ্ভাসিত করে।
৪. কসম রাতের, যখন তা (রাত) আচ্ছাদিত হয়।
৫. কসম আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন।
৬. কসম পৃথিবী এবং যিনি তাকে বিছিয়ে দিয়েছেন।

৭. কসম মনের এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন।[১]

১. কোনো বিষয়ের সঠিক গঠনের প্রধানতম দিক হলো ঐ বিষয় তৈরি/সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক বিষয়গুলো পালন করার যথাযথ জ্ঞান ও শারীরিক গঠন। মনের ব্যাপারে সেটি হবে শুধু জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন।

❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র- ১৭ ও ১৪

৮. অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায়[১]।

১. আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– সৃষ্টি/জন্মগতভাবে 'ইলহাম' নামক অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের মনকে, কোনটি অন্যায় কাজ ও কোনটি ন্যায় কাজ তা বোঝার শক্তি দিয়েছেন। তাই, আল কুরআনে ন্যায় কথা বা কাজকে মা'রুফ (مَعْرُوْفٌ) নাম দেওয়া হয়েছে। মা'রুফ শব্দটি এসেছে আরাফা (عَرَفَ) শব্দ হতে। যার অর্থ হলো 'জানা'। অর্থাৎ মা'রুফ কথা বা কাজ হচ্ছে সেই কথা বা কাজ যা মানুষ জন্মগতভাবে তথা বিনা শিক্ষায় জানতে বা বুঝতে পারে। জ্ঞানের এ শক্তিটি পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত (বালিগ না হওয়া পর্যন্ত) ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ করলে অপরাধ ধরা হয় না। উল্লেখ্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন– কিডনি, লিভার, ফুসফুস, ব্রেইন ইত্যাদি পরিপক্ক হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সে সময় প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন। বাস্তবেও দেখা যায়– মানুষের জীবনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শুধু ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ বিনা শিক্ষায় তথা জন্মগতভাবে বুঝতে পারে। কিন্তু অন্য ৩ বিভাগের (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি) বিষয়গুলো জানার জন্য কুরআন-হাদীস বা অন্যান্য গ্রন্থ অবশ্যই পড়তে হয় বা কারও কাছ থেকে তা জেনে নিতে হয়। জন্মগতভাবে মানব মনের পাওয়া এ শক্তিটি হলো– আকল/Common sense/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। দালান-কোঠার বুনিয়াদ/ভিত্তি হলো সে অংশ যা প্রথমে স্থাপন করা হয়। জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহের মধ্যে আকল/Common sense/বিবেককে মানুষ প্রথমে পায়। তাই এটি হলো মানুষের জ্ঞানের বুনিয়াদি/ভিত্তি উৎস।

৯. অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense/আকল) উৎকর্ষিত করবে[১]।

১. বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটারের আছে বুনিয়াদি/ভিত্তিজ্ঞান (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) ও কর্মনীতি (Programme)। মানব মন তথা মনে থাকা জ্ঞানের শক্তি

আকল/Common sense/বিবেকেরও আছে বুনিয়াদি/ভিত্তিজ্ঞান (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) ও কর্মনীতি (Programme)।

জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিটি উৎকর্ষিত হয়– কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস), মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, পররাষ্ট্রবিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনি থেকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। তবে আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করার মাধ্যমসমূহের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিটি উল্লিখিতভাবে উৎকর্ষিত হলে তা ব্যবহার করে কুরআন সঠিকভাবে বোঝা যাবে এবং হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞানের নির্ভুলতা যাচাই করা সম্ভব হবে। তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে– যে এ জ্ঞানের শক্তিটিকে (আকল/Common sense/বিবেক) উৎকর্ষিত করতে পারবে সে সফল হবে।

১০. আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে অবদমিত করবে[১]।

১. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিটি অবদমিত হয়– কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস), মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, পররাষ্ট্রবিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির বিপরীত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে।

জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিটি উল্লিখিতভাবে অবদমিত হলে তা ব্যবহার করে কুরআন সঠিকভাবে বোঝা যাবে না এবং হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞানের নির্ভুলতা যাচাই করাও সম্ভব হবে না। তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে– যে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিটিকে (আকল/Common sense/বিবেক) উল্লিখিতভাবে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে।

১১. ছামূদ সম্প্রদায় তাদের অবাধ্যতাবশত মিথ্যা অভিহিত করেছিল (তাদের রসুলকে)।

১২. তাদের মধ্যে সর্বাধিক দুঃখী (ব্যক্তি) যখন তৎপর হয়ে উঠলো (উটনীকে হত্যা করার জন্য)।

১৩. তখন আল্লাহর রসুল (সালিহ) তাদের বললো– তোমরা (সাবধান হও) আল্লাহর উটনীর (ক্ষতি সাধনের) ব্যাপারে এবং একে পানি পানের (বাধা দেওয়ার) ব্যাপারে।
১৪. কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করলো এবং তাকে (উটনীকে) হত্যা করলো। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।
১৫. আর তিনি (আল্লাহ) এর (এ ধ্বংসের) কোনো খারাপ পরিণতির ভয় করেন না।

সুরা : ৯২

আল লাইল

রাত, মাক্কী, আয়াত : ২১, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম রাতের, যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।
২. কসম দিনের, যখন তা আলোকিত হয়।
৩. আর কসম তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।
৪. অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের[১]।
১. মানুষের জ্ঞান, কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের।
৫. সুতরাং যে দান করলো ও আল্লাহ-সচেতন হলো[১]।
১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হলো।
৬. আর উত্তমটিকে সত্য প্রতিপন্ন করল[১]।
১. আর ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্য প্রতিপন্ন করল।
৭. অতঃপর শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো সহজটিকে[১]।
১. শীঘ্রই আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তার জন্য সহজ জীবন-ব্যবস্থা ইসলামের পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।আর এই সহজ হবে যে

উপায়ে তা হলো− উল্লিখিত ধরনের মানুষ আল্লাহর সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার মনে জাগা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আর এটি ঘটবে প্রায় শুন্য সময়ের মধ্যে (Quantum entanglement)। ফলে তার জন্য সহজ জীবন-ব্যবস্থা ইসলামের পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

৮. আর যে কার্পণ্য করলো ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ/বেপরোয়া মনে করলো।

৯. আর উত্তমটিকে মিথ্যা অভিহিত করলো[১]।

১. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

১০. শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো কঠিনটিকে[১]।

১. শীঘ্রই আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তার জন্য অনৈসলামিক তথা কঠিন পথে চলা সহজ হয়ে যাবে। আর এই সহজ হবে যে উপায়ে তা হলো− উল্লিখিত ধরনের মানুষ আল্লাহর সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার মনে জাগা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আর এটি ঘটবে প্রায় শুন্য সময়ের মধ্যে (Quantum entanglement)। ফলে তার জন্য কঠিন জীবন-ব্যবস্থা তথা অনৈসলামিক পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

(৪ হতে ১০নং আয়াতসমূহের পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন− সুরা শূরা/৪২ : ৫১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।)

১১. আর তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংস হবে।

১২. নিশ্চয় সঠিক পথপ্রদর্শন করা অবশ্যই শুধু আমাদেরই দায়িত্বে।

১৩. আর নিশ্চয় আমরা অবশ্যই পরকাল ও ইহকালের মালিক।

১৪. তাই, আমি তোমাদের লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করেছি।

১৫. চরম দুঃখী ছাড়া কেউ এতে প্রবেশ করবে না।

১৬. যে (রসুলকে) মিথ্যাবাদী বলে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৭. আর তা হতে দূরে রাখা হবে আল্লাহ-সচেতন হওয়া[১] ব্যক্তিদেরকে।

১. আর তা হতে দূরে রাখা হবে কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী ব্যক্তিদেরকে।

১৮. যে নিজের সম্পদ দান করে (ব্যক্তি ও সমাজের) পরিশুদ্ধতার জন্য[১]।

১. ব্যক্তি ও সমাজকে অন্যায় তথা ইসলাম বিরোধী কাজ হতে পরিশুদ্ধ করার জন্য।
১৯. আর তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়।
২০. কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় (দান করে)।
২১. আর অবশ্যই শীঘ্রই সে সন্তুষ্ট হবে।

সুরা : ৯৩

আদ দুহা

পূর্বাহ্ন, মাক্কী, আয়াত : ১১, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম পূর্বাহ্নের (উজ্জ্বল দিনের)।
২. কসম রাতের, যখন তা নিঝুম হয়।
৩. তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।
৪. আর অবশ্যই তোমার পরবর্তী (জীবন) পূর্ব (জীবনের) চেয়ে উত্তম হবে।
৫. আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে (এমন) কিছু দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।
৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয়দান করেননি?
৭. আর তিনি কি তোমাকে পাননি পথহারা অবস্থায়, অতঃপর তিনি কি সঠিক পথের সন্ধান দেননি?
৮. আর তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর ধনী করেছেন।
৯. সুতরাং তুমি ইয়াতীমের সাথে দুর্ব্যবহার করো না।
১০. আর সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দিও না।
১১. আর তুমি তোমার রবের অনুগ্রহের কথা বলতে থাকো।

সুরা : ৯৪

আল ইনশিরাহ

উন্মুক্ত করা, মাক্কী, আয়াত : ৮, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আমরা কি তোমার জন্য তোমার সদরকে উন্মুক্ত করে দেইনি[১]?
১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনকে উন্মুক্ত করে দেইনি? **❖ এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮ ও ১৮**
২. আর এর মাধ্যমে আমরা হালকা করেছি তোমার (মনের) বোঝাকে।[১]
১. আর নবুওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে তোমার ওপর হতে সমাজকে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অভাব, অশ্লীলতা, কুশিক্ষা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করার পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা-সাধনার বোঝা হালকা করে দিয়েছি।
৩. যা তোমার মেরুদণ্ডকে নুইয়ে দিচ্ছিলো[১]।
১. যে বিষয়টি তোমার মনকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল।
৪. আর আমরা তোমার স্মরণকে উচ্চ মর্যাদায় স্থান দিয়েছি।
৫. অতঃপর নিশ্চয় কষ্টের সাথে (পরে) স্বস্তি রয়েছে।
৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথে (পরে) স্বস্তি রয়েছে।
৭. অতএব, তুমি যখনই অবসর পাও (উপাসনামূলক) ইবাদাতে মগ্ন হও।
৮. আর তোমার রবের (হকের) প্রতি মনোনিবেশ করো।

সুরা : ৯৫

আত ত্বীন

ত্বীন ফল, মাক্কী, আয়াত : ৮, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম ‘ত্বীন’ ও ‘যায়তুন’-এর।
২. কসম ‘সিনাই’ (পর্বত)-এর।
৩. আর কসম এই নিরাপদ (মক্কা) নগরীর।
৪. নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম (শারীরিক) গঠনে।[১]

১. দুই পায়ে দাঁড়াতে পারা মানুষের শারীরিক গঠন অন্য সকল সৃষ্টির শারীরিক গঠন হতে বহুগুণে উত্তম।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১**

৫. অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাকে হীন থেকে হীনতম অবস্থায় ফিরিয়ে আনি।[১]

১. অতঃপর আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান (বয়োবৃদ্ধি/Aging process) অনুযায়ী মানুষ শারীরিক দিক হতে হীন থেকে হীনতম অবস্থায় ফিরে যায়।

৬. তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।[১] অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান।

১. ঈমান আনা ও সৎকাজ করা ব্যক্তিদের ভিন্নতা এ দিক হতে যে– বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী শারীরিক দিক হতে তারা দুনিয়ার কষ্টে পড়লেও পরকালে তারা নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার পাবে।

৭. সুতরাং এরপরও (হে মানুষ) কীসে তোমাকে বিচার দিন সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে?

৮. আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

সুরা : ৯৬

আল ‘আলাক

ঝুলন্ত বস্তু, মাক্কী, আয়াত : ১৯, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

১. আয়াতটি হলো আল কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের প্রথম আয়াত। আয়াতটির প্রথম শব্দটি হলো ‘ইকরা’। এটি একটি আদেশমূলক শব্দ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো অধ্যয়ন করা বা বুঝে পড়া। অর্থাৎ আল কুরআনের প্রথম আদেশ হলো বুঝে বুঝে (অর্থসহ) পড়া। তাই, কুরআন ও হাদীসসহ যেকোনো গ্রন্থ বুঝে বুঝে (অর্থসহ) না পড়লে কুরআনের প্রথম আদেশটি অমান্য করা হবে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ১২১; মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪; জুম’য়া/৬২ : ৫; ত্ব-হা/২০ : ১১৩, ১১৪; নিসা/৪ : ৪৩ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব' (গবেষণা সিরিজ-৭) নামের বইটি।

২. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' হতে[১]।

১. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু হতে। মানব ভ্রূণ প্রাথমিক পর্যায়ে জরায়ুর দেয়াল থেকে ঝুলে থাকে।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১১**

তাই, আয়াতটির মাধ্যমে মানব শরীর বিজ্ঞানের ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে একটি নির্ভুল তথ্য জানানো হয়েছে। প্রথম আয়াতটিতে সরাসরি কোনো বিষয়ের কথা বলা হয়নি। তাই, সহজে বলা যায়– আল কুরআনের প্রথম বিষয়ভিত্তিক আয়াত হলো মানব শারীরবিজ্ঞান। নাযিল হওয়া প্রথম পাঁচটি আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– ১, ৩ ও ৫ নং আয়াতে সরাসরি জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। আর ৪ নং আয়াতটিতে জ্ঞানার্জনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয় কলমের কথা বলা হয়েছে। মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, ২ নং আয়াতটিতে ভ্রূণতত্ত্ব তথা মানব শরীর বিজ্ঞানের কথা কেন আনা হলো। মহান আল্লাহ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া কোনো কাজ করেন না। সে কারণ হলো– কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য মানব শরীর বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইবরাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব' (গবেষণা সিরিজ-৩৪) নামের বইটি।

৩. পড়ো (অধ্যয়ন করো), আর তোমার রব মহিমান্বিত।

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।

৫. (আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে আগে জানতো না[১]।

১. অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে এমন বিষয় শেখানো হয়েছে যা মানুষকে রুহের জগতে ও জন্মগতভাবে শেখানো হয়নি। রুহের জগতে মহান আল্লাহ সকল মানব রুহকে তাঁর রুবুবিয়াতের সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ (তাওহীদ বিয যাত) সরাসরি শিখিয়ে মানার ও তাঁর প্রেরিত কিতাব পড়ে রুবুবিয়াতের সকল বিষয় জানা ও মানার (সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২, ১৭৩) এবং সকলের কাছে সকল সময় উপস্থিত থাকা তাঁর দেওয়া জ্ঞানের শক্তির

(আকল/Common sense/বিবেক) রায়কে উপেক্ষা করে কোনো মানুষকে অন্ধভাবে অনুসরণ (তাকলীদ) না করার অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর ক্লাস নিয়ে সকল রুহকে শিখিয়েছেন সকল ‘ইসম’ তথা ন্যায়-নীতি, মানবাধিকার বা খিদমতে খালক ধরনের সকল বিষয় (সুরা বাকারা/২ : ৩১)। অতঃপর সে জ্ঞান ‘ইলহাম’ নামক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব ভ্রূণের সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) দিয়ে দিয়েছেন (সুরা আশ শামস/৯১ : ৭, ৮)। তাই, ঐ বিষয়গুলো মানুষ তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আনফাল/৮ : ২২ ও ২৯; ইউনুস/১০ : ১০০; মূলক/৬৭ : ১০; আল আন’আম/৬ : ১১১; হাজ্জ/২২ : ৪৬ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন’ (গবেষণা সিরিজ-৬) নামের বইটি।

এ পাঁচটি আয়াত হলো– আল কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া আয়াত। প্রথম আয়াতটির প্রথম শব্দটি হলো আদেশমূলক শব্দ। আর সে আদেশ হলো অধ্যয়ন করা তথা জ্ঞানার্জন করার আদেশ। আবার অধ্যয়ন করো বলার পর যে পাঁচটি পঙ্ক্তি পড়তে বলা হয়েছে তা কুরআনের আয়াত। অন্যদিকে এ পাঁচটি আয়াতে জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানার্জনের সহায়ক বিষয় (কলম) ভিন্ন আর কিছু তথা সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি কোনো আমলের কথা বলা হয়নি। তাই, এ পাঁচটি আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআনের প্রথম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা ১ নং নির্দেশ তথা সবচেয়ে বড়ো ফরজ বা সাওয়াবের কাজ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা। আর এ আদেশ সকল মানুষের জন্য তথা ফরজে আ’ইন।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৬৪; বাকারা/২ : ১২৯ ও ১৫১; জুম’য়া/৬২ : ২; নাহল/১৬ : ৯৮; আন’আম/৬ : ১৪৪ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘মু’মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ’ (গবেষণা সিরিজ-৪) নামের বইটি।

৬. কখনও না, নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে থাকে।

৭. কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।

৮. নিশ্চয় প্রত্যাবর্তন তোমার রবের দিকে।

৯. তুমি কি তাকে দেখেছো যে বাধা দেয়,

১০. এক বান্দাকে (রসুল মুহাম্মাদ) যখন সে সালাত আদায় করে?

১১. তুমি ভেবে দেখেছো সে (রসুল মুহাম্মাদ) যদি সঠিক পথে থাকে,

১২. অথবা আল্লাহ-সচেতন হওয়ার নির্দেশ দেয়[১]।

১. কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলকে বুনিয়াদি (Basic) অবস্থা হতে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়ার নির্দেশ দেয়।

১৩. তুমি কি ভেবে দেখেছো যদি সে (বাধাদানকারী ব্যক্তি) অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?

১৪. তবে সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ দেখছেন?

১৫. কখনও না, সে যদি বিরত না হয় তবে আমরা তাকে অবশ্য হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাবো মাথার সামনের চুলের গোছা ধরে[১]।

১. অপমানকর অবস্থায় ধরে।

১৬. মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের চুলের গোছা।

১৭. অতএব, সে তার সহচরদের আহবান করুক।

১৮. শীঘ্রই আমরাও আহবান করবো জাহান্নামের প্রহরীদের।

১৯. কখনও না, তুমি তার অনুসরণ করো না এবং সিজদা করো ও (আমার) নৈকট্য লাভ করো।

সুরা : ৯৭

আল কদর

মর্যাদা, মাক্কী, আয়াত : ৫, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. নিশ্চয় আমরা তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে[১]।

১. কদর ও তাকদীর শব্দ দুটি আল কুরআনের বহু আয়াতে এসেছে। শব্দ দুটির প্রধান তিনটি অর্থ হলো– ক. প্রোগ্রাম/নীতিমালা/বিধি-বিধান, খ. ভাগ্য/নিয়তি/বিধিলিপি এবং গ. মর্যাদা। কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ শব্দ দুটি ভাগ্য/নিয়তি/বিধিলিপি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আলোচ্য সুরাটিতে শব্দটি মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের বাকি সব স্থানে

শব্দ দুটি প্রোগ্রাম/নীতিমালা/বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা কদর/৯৭ : ১-৩; কমার/৫৪ : ৪৯; আ'লা/৮৭ : ৩; নাজম/৫৩ : ৩৯; কাহাফ/১৮ : ২৯; রা'দ/১৩ : ১১; রুম/৩০ : ৪১; নিসা/৪ : ৭৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-১৭) নামের বইটি।

২. আর তুমি কি জানো মর্যাদাশীল রাতটি কী?

৩. মর্যাদাশীল রাতটি হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৪. (এ রাতে) ফেরেশতারা ও রূহ তাদের রবের অনুমতিক্রমে অবতরণ করে সকল আদেশ নিয়ে[১]।

১. এ রাতে ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈল তাদের রবের অনুমতিক্রমে মানব জীবনের সকল মৌলিক আদেশ ও বিষয় ধারণকারী আল্লাহর কিতাব নিয়ে (প্রথম) অবতরণ করে।

৫. শান্তি এ রাত, ঊষার আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত।

সুরা : ৯৮

আল বাইয়্যিনাহ

প্রামাণ্য দলিল, মাক্কী, আয়াত : ৮, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কিতাবধারীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল এবং মুশরিকরা, (ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে) বিরত হতে প্রস্তুত ছিল না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত।

২. (তাদের দাবিকৃত প্রমাণ হিসেবে আসে) আল্লাহর কাছ থেকে একজন রসুল যে পাঠ করে পবিত্র (ত্রুটিহীন) গ্রন্থ।

৩. যাতে রয়েছে স্থায়ী বিধানাবলি।

৪. আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা (দলে-উপদলে) বিভক্ত হয়েছিল তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই।

৫. অথচ তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল জীবন-ব্যবস্থাটিকে মনে-প্রাণে[১] গ্রহণ করে একনিষ্ঠভাবে[২] শুধু আল্লাহর দাসত্ব[৩] করতে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করতে[৪] ও যাকাত দিতে এবং (বলা হয়েছিল) এটাই স্থায়ী

প্রতিষ্ঠিত[৫] জীবন-ব্যবস্থা।

১. জীবন-ব্যবস্থাটিকে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যাচাইয়ের মাধ্যমের যৌক্তিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পেয়ে গভীর বিশ্বাসে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা।

২. জীবন-ব্যবস্থাটির প্রতিটি আদেশ-নিষেধের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপলব্ধি করে বা জেনে নিয়ে সেগুলো পালনে একনিষ্ঠ হওয়া।

৩. আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবন-ব্যবস্থাটির প্রতিটি কাজ করা। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।

৪. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

৫. স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত জীবন-ব্যবস্থার সংজ্ঞার জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৫।

৬. নিশ্চয় আহলি কিতাবের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল অবস্থান করবে। তারাই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

৮. তাদের রবের কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার, স্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যযে তার রবকে ভয় করে।

সুরা : ৯৯

আল যিলযাল

ভূ-কম্পন, মাদানী, আয়াত : ৮, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. পৃথিবী যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।

২. আর পৃথিবী যখন তার বোঝা (অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে) বের করে দেবে।

৩. আর মানুষ বলবে এর (জমীনের) কী হলো?

৪. সে দিন (পৃথিবী) তার সংবাদ বলে দেবে।

৫. কারণ তোমার রব তাকে ওহী করবেন।

৬. সেদিন মানুষ সদরের দিকে[১] আসবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো[২] যায়।
১. সেদিন মানুষ সম্মুখের দিকে তথা হাশরের স্থানের দিকে। ২. যাতে, বিচারের সাক্ষী-প্রমাণ হিসেবে তাদেরকে কৃতকর্মের ভিডিও বা আরও উন্নত মানের রেকর্ড দেখানো যায়।
৭. কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা (ভিডিও আকারে) দেখতে পাবে।
৮. আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তা (ভিডিও আকারে) দেখতে পাবে।

সুরা : ১০০

আল আদিয়াত

ধাবমান, মাক্কী, আয়াত : ১১, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান ঘোড়াসমূহের।
২. অতঃপর যারা (ক্ষুরাঘাতে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটায়।
৩. অতঃপর যারা (খুব) সকালে অভিযান চালায়।
৪. অতঃপর সে সময়ে ধূলি উড়ায়।
৫. অতঃপর (শত্রুদলের) অভ্যন্তরে এক সাথে ঢুকে পড়ে।
৬. নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি বড়োই অকৃতজ্ঞ[১]।
১. নিশ্চয় মানুষ তার রবের কাছ থেকে কুরআন, সুন্নাহ ও জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস এবং অন্যান্য বহু অনুগ্রহ পেয়েও কথা ও কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।
৭. আর নিশ্চয় সে অবশ্যই এ আচরণের সাক্ষী।
৮. আর নিশ্চয় ধন-সম্পদের প্রতি অবশ্যই সে খুবই আসক্ত।
৯. তবে কি সে জানে না, কবরে যা আছে তা যখন উত্থিত হবে?
১০. আর সদরে[১] যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?
১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? ❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-১৭**
১১. নিশ্চয় তাদের রব অবশ্যই সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন।

সুরা : ১০১

আল ক্বারিয়া

মহাপ্রলয়, মাক্কী, আয়াত : ১১, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. মহাপ্রলয়।
২. কী সে মহাপ্রলয়?
৩. তুমি কি জানো মহাপ্রলয় কী?
৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো।
৫. আর পর্বতসমূহ হবে ধুনা পশমের মতো।
৬. তখন যার নেকী (হিসাব/গণনায়) অধিক হবে[১]।
১. এটি ও ৮ নং আয়াত দুটিতে পরকালে সাওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতি জানানো হয়েছে। ঐ পদ্ধতি ভর নয়, গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা। অর্থাৎ আমলনামায় একটি মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে সকল নেকী/সাওয়াব শূন্য হয়ে যাবে। **পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন–** সুরা মু'মিনুন/২৩ : ১০২ ও ১০৩; ক্বারীয়া/১০১ : ৬-৯; নিসা/৪ : ৯৩; বাকারা/২ : ৮৫, ২৭৫; নিসা/৪ : ৩৮; মুহাম্মাদ/২৫ : ২৫-২৮ ইত্যাদি। **বিস্তারিত জানতে পড়ুন–** কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র ' (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামের বইটি।
৭. সে থাকবে সুখী জীবনে (জান্নাতে)।
৮. আর যার নেকী (হিসাব/গণনায়) কম (শূন্য) হবে।
৯. তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।
১০. আর তুমি কি জানো সেটা কী?
১১. সেটি অতি উত্তপ্ত আগুন (জাহান্নাম)।

সুরা : ১০২

আত তাকাসুর

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা, মাক্কী, আয়াত : ৮, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।
২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে এসে পৌঁছাও।
৩. কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।
৪. অতঃপর কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।
৫. কখনও নয়, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে (তবে অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন হতে না)।
৬. অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখতে পাবে।
৭. আবার (বলছি), তোমরা অবশ্যই এটা চাক্ষুষ দেখতে পাবে।
৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহ প্রদত্ত) নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

সুরা : ১০৩

আল আসর

সময়, মাক্কী, আয়াত : ৩, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কালের কসম।
২. নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।
৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে[১] এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।
১. এটিসহ আল কুরআনের অসংখ্য স্থানে ঈমান আনা এবং সৎকাজ কাজ করা তথা আমল করা বিষয় দুটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই, ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না। ঈমান হলো– জ্ঞান (কালিমা তাইয়্যেবা তথা কুরআন ও সুন্নার সারসংক্ষেপ) + বিশ্বাস। আর আমল হলো সে বিশ্বাসের প্রমাণ।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা বাকারা/২ : ২৫, ১৮৩, ১৭৮; আলে ইমরান/৩ : ১০৩; আন'আম/৬ : ১৫৮; আনকাবুত/২৯ : ২; জুম'য়া/৬২ : ৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-১৪) নামের বইটি।

সুরা : ১০৪

আল হুমাযাহ

নিন্দাকারী, মাক্কী, আয়াত : ৯, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. দুর্ভোগ প্রত্যেক সামনে ও পেছনে নিন্দাকারীর জন্য।
২. যে সম্পদ জমা করে এবং তা বার বার গণনা করে।
৩. সে ধারণা করে যে, তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।
৪. কখনই নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।
৫. আর তুমি কি জানো হুতামা কী?
৬. এটি আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন।
৭. যা মন পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।
৮. নিশ্চয় তা তাদের দৃঢ়ভাবে পরিবেষ্টন করে রাখবে।
৯. (লেলিহান অগ্নিশিখার) সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে।

সুরা : ১০৫

আল ফীল

হাতি, মাক্কী, আয়াত : ৫, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১.তুমি কি দেখোনি তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন?[১]
১. হস্তিবাহিনীর সাথে কী পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছিলেন?
২. তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেননি?[১]
১. তিনি কি নিজের বিশেষ যুদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে (বিমান যুদ্ধ) তাদের

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেননি?
৩. আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন[১]।
১. তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান প্রেরণ করেছিলেন।
৪. তারা তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর[১] নিক্ষেপ করেছিল।
১. স্থানীয়ভাবে কার্যকর পরমাণু বোমা (Locally active Atomic bomb) নিক্ষেপ করেছিল।
৫. অতঃপর (সেটির আঘাতে) তিনি তাদের চর্বিত ভূষিরূপে পরিণত করলেন।

সুরা : ১০৬

আল কুরাইশ

কুরাইশ গোত্র, মাক্কী, আয়াত : ৪, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি রয়েছে।
২. তাদের আসক্তি রয়েছে শীত ও গ্রীষ্মে যাত্রার[১]।
১. তাদের আসক্তি রয়েছে নিজ প্রয়োজনে শীত ও গ্রীষ্মে ব্যাবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রার।
৩. অতএব, তারা দাসত্ব করুক এই গৃহের রবের।[১]
১. অতএব, তাদের কাবার মালিকের তথা আল্লাহর দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করা উচিত। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।
৪. যিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদের ক্ষুধার আহার যোগানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন ভয়-ভীতি থেকে।[১]
১. যার তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের ক্ষুধার আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আর কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়ার মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে ব্যাবসা-বাণিজ্যের যাত্রা পথে ভয়-ভীতি থেকে।

সুরা : ১০৭

আল মাউন

নিত্য ব্যবহার্য জিনিস, মাক্কী, আয়াত : ৭, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. তুমি কি তাকে দেখেছো যে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে (কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে?
২. এ তো সেই লোক যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।
৩. আর সে মিসকিনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।
৪. অতঃপর দুর্ভোগ (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য।
৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন[১]।
১. সালাতের সময়, উদ্দেশ্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে উদাসীন।
৬. যারা লোক দেখানো কাজ করে।
৭. আর পাতিলের ঢাকনি দান করা হতেও বিরত থাকে[১]।
১. পাতিলের ঢাকনি তথা ছোটো-খাটো জিনিসও মানুষকে দান করা হতে বিরত থাকা মানুষ হলো কৃপণ মানুষ। ৪-৭ নং আয়াত চারটি থেকে জানা যায়– যে সালাত আদায়কারীরা সালাত তথা আমলের সময়, উদ্দেশ্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে উদাসীন, লোক দেখানো কাজ করে এবং কৃপণ, তার সালাত কবুল হবে না এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। এর কারণ হলো– ঐ সালাত আদায়কারীরা শুধু সালাতের অনুষ্ঠান করেছে, কিন্তু সালাত কায়েম করেনি। অর্থাৎ অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় হতে শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম করেনি। **পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন–** সুরা আনকাবুত/২৯ : ৪৫; বাকারা/২ : ১৪৩, ১৭৭; মায়েদা/৫ : ৬; জুম'য়া/৬২ : ৯। **বিস্তারিত জানতে পড়ুন–** কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' (গবেষণা সিরিজ-৩) বইটি।

সুরা : ১০৮

আল কাউসার

জান্নাতের নহর, মাক্কী, আয়াত : ৩, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. নিশ্চয় আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি।
২. সুতরাং তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কুরবানী করো।
৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই হলো নির্বংশ (শেকড় কাটা)।

সুরা : ১০৯

আল কাফিরুন

কাফিররা, মাক্কী, আয়াত : ৬, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. বলো, হে কাফিররা!
২. আমি দাসত্ব করি না যার দাসত্ব তোমরা করো[১]।
১. দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করি। কাজের ধরন অনুযায়ী সে শর্ত হলো– ৪, ৬ বা ৮টি। শর্তগুলোর জন্য দেখুন সুরা ফাতিহার আয়াত নং ৪।
৩. আর তোমরাও দাসত্বকারী নও যার দাসত্ব আমি করি।
৪. আর আমি দাসত্বকারী নই যার দাসত্ব তোমরা করো।
৫. আর তোমরাও দাসত্বকারী নও যার দাসত্ব আমি করি।
৬. তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য আমার কর্মফল আমার জন্য।

সুরা : ১১০

আন নাসর

সাহায্য, মাদানী, আয়াত : ৩, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।
২. আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে (ইসলামী জীবনব্যবস্থায়) প্রবেশ করতে দেখবে।
৩. তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

সুরা : ১১১

আল লাহাব

অগ্নিশিখা, মাক্কী, আয়াত : ৫, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।
২. তার ধন-সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসবে না।
৩. অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।
৪. আর জ্বালানী কাঠের বোঝা বহনকারিণী তার স্ত্রীও।
৫. তার গলায় থাকবে পাকানো আঁশের রশি।

সুরা : ১১২

আল ইখলাস

বিশুদ্ধতা, মাক্কী, আয়াত : ৪, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. বলো, তিনি আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়।
২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।
৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি।
৪. আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

সুরা : ১১৩

আল ফালাক

ভোর, মাক্কী, আয়াত : ৫, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাতের রবের কাছে।
২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।
৩. আর অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়।
৪. আর গিটে ফুঁ দানকারীদের অনিষ্ট হতে।
৫. আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সুরা : ১১৪

আন নাস

মানবজাতি, মাক্কী, আয়াত : ৬, রুকু : ১

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের কাছে।
২. (যিনি) মানুষের মালিক।
৩. (যিনি) মানুষের ইলাহ।

৪. খান্নাসের কুমন্ত্রণার (তথ্যসন্ত্রাস) অনিষ্ট থেকে[১]

১. ইবলিস শয়তানের কুমন্ত্রণা তথা তথ্যসন্ত্রাসের মহা অনিষ্ট থেকে।

৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের সদরে[১]।

১. সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে।

ইবলিসকে শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে বিপথে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তাকে শুধু মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

পরিপূরক তথ্যের জন্য দেখুন– সুরা আ'রাফ/৭ : ১৬, ১৭; হিজর/১৫, ৩৯, ৪০, ৪২; ত্ব-হা/২০ : ১১৮, ১১৯ ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

ক. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা (গবেষণা সিরিজ-৩৯) নামের বইটি।

খ. 'ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা' (গবেষণা সিরিজ-৩৮)নামের বইটি।

গ. 'যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে' (গবেষণা সিরিজ-৩০) নামের বইটি।

❖ **এ বিষয়ক রঙিন চিত্র দেখুন– পরিশিষ্ট : চিত্র-৮, ১৬ ও ১৮**

৬. জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে।

আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনের বহুস্থানে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য 'আমরা' বা 'আমাদের' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় একবচনের সম্মান প্রকাশক রূপ হিসেবে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। তাই এটি আল্লাহর একত্ববাদের পরিপন্থি নয়।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর প্রকাশনাসমূহ

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. মৌলিক শতবার্তা (গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৭. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজ-এর বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে : www.shop.qrfbd.org**

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর,
  ঢাকা, মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
  মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী,
  মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২

❖ **চট্টগ্রাম**

- **আমিন বুকস সোসাইটি**, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম,
  মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪

- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া,** মিজান রোড, ফেনী
  মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪

❖ সিলেট

- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী,** টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ,
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

❖ রাজশাহী

- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া,
  মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর,
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭

❖ খুলনা

- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা।
  ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা,
  মোবাইল : ০১৭১১২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো,** ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **আরাফাত লাইব্রেরী,** মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া,
  ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী,** এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...